জেমস রোলিন্স
আমাজনিয়া
BanglaBook.org
অনুবাদ : রাকিব হাসান

আমাজনিয়া

মূল : জেমস রোলিন্স

অনুবাদ : রাকিব হাসান

AMAZONIA

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৪

প্রচ্ছদ : ডিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, কম্পোজ: অনুবাদক

মূল্য : তিনশত চল্লিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ :

আমার মা-কে
যার কাছ থেকে নিয়েই গেলাম শুধু,
কোন শখ পূরণ করতে পারলাম না তার...

আমাজনিয়া

মুখবন্ধ

২৫শে জুলাই, সন্ধ্যা ৬ টা ২৪ মিনিট
আমেরেন্ডিয়ানের একটি মিশনারি গ্রাম
আমাজন, ব্রাজিল

আগন্তুকটি জঙ্গলে হোঁচট খাওয়ার সময় পাদ্রি গার্সিয়া লুই বাতিস্তাকে তার মিশনের বাগানের আগাছাগুলো নিড়ানী দিয়ে উপড়ে ফেলতে অনেক বেগ পেতে হচ্ছিল। আগন্তুকের পরনে একটি কালো রঙের ছেঁড়া জিন্সের প্যান্ট ছাড়া আর কিছুই নেই। এমনকি নগ্ন বুকের লোকটার পায়ে নেই কোন জুতো। কাসাবা গাছের লতায় পা জড়িয়ে উপুর হয়ে পড়ে গেল সে। লোকটার রোদেপোড়া ফর্সা ত্বকে নীল ও গাঢ়-লাল রঙের ট্যাটু আঁকা। তাকে ভুলবশত স্থানীয় ইয়ানোমামা ইন্ডিয়ান গোত্রের লোক ভেবে পাদ্রি বাতিস্তা স্থানীয় ইন্ডিয়ান ভাষায় স্বাগত জানিয়ে বললা, "*এও শরি।* ওয়াও-ওয়ের মিশনারিতে তোমাকে স্বাগতম, বন্ধু।" আগন্তুক মুখ তুলে তাকাতেই গার্সিয়া তার ভুল বুঝতে পারলো। লোকটার চোখ গাঢ় নীল রঙের, সাধারণত কোন আমাজোনিয় গোত্রের মানুষের মধ্যে এটা দেখা যায় না। মুখের দাড়িগুলো কালো এবং ছন্নছাড়া। নিশ্চিতভাবেই লোকটি একজন শ্বেতাঙ্গ।

"*বেমভিন্দ,*" বলল সে। তার ধারণা লোকটা উপকূলীয় অঞ্চলের সাধারণ কৃষকশ্রেণীর কেউ হবে হয়তো, যে তুলনামূলক ভাল জীবন ও নতুন বসতির খোঁজে ঝুঁকি নিয়ে আমাজনে ঢুকেছে। "তোমায় এখানে স্বাগতম, বন্ধু।"

বেচারা যে অনেক দিন জঙ্গলে ছিল তা সহজেই বোঝা যায়। তার হাঁড়ের উপরে শুধু চামড়া আর প্রত্যেকটা অস্থি দৃশ্যমান। কালো কোঁকড়ানো চুলের লোকটির সমস্ত শরীরে অনেক ক্ষত, সে-সব জায়গা দিয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। ক্ষতস্থানের রক্ত মাছিদের খাবারে পরিণত হওয়ায় মাছিরা আগন্তুকের চারপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে ঝাঁক বেধে। আগন্তুক যখন কথা বলতে চাইলো তখন শুকনো-ফাঁটা ঠোঁটে টান লেগে তাজা রক্ত বেরিয়ে চিবুকে গড়িয়ে পড়লো। হামাগুড়ি দিয়ে গার্সিয়ার দিকে কিছুটা এগিয়ে গেল সে, মিনতিভরে একটা হাত উঁচু করলো। যদিও তার কথাগুলো বেশ জড়ানো আর অস্পষ্ট। লোকটাকে প্রথমে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইল গার্সিয়া কিন্তু তার প্রার্থনারত ভঙ্গি তাকে যেতে দিলো না। নিবেদিতপ্রাণ পাদ্রি উপেক্ষা করতে পারলো না এই খেয়ালী আগন্তুককে। সে কুজোঁ হয়ে আগন্তুকের পায়ের কাছে বসে তাকে কোলে নিতেই বুঝতে পারলো সে কতটা ওজন হারিয়েছে। একটা শিশুর ওজন থেকে বেশি হবে না। প্রচণ্ড জ্বরে পোড়া লোকটির শরীরের তাপ পাদ্রি অনুভব করতে পারলো, এমনকি তার পরনে জামা থাকা সত্ত্বেও।

"এসো, সূর্যের তাপ থেকে তোমায় ভিতরে নিয়ে যাই।"

গার্সিয়া লোকটাকে মিশনের চার্চের দিকে নিয়ে গেল যেটার সাদা চুনের রাস্তা

পাহাড়ের গা বেয়ে সরু হতে হতে যেন নীল আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। বিল্ডিঙের অপর পাশে কিছু কাঠের বাড়ি আর গুটিকয়েক পামপাতার ছাউনি দেয়া কুড়েঘরও আছে। ছন্নছাড়া গোছের কিছু মানুষ জঙ্গলের বেশ খানিকটা জায়গা পরিস্কার করে ঐসব ঘর তৈরি করেছে। ওয়াও-ওয়ে'র এই মিশনের বয়স মাত্র পাঁচ বছর কিন্তু এরই মাঝে স্থানীয় ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের প্রায় আশি জনের মত মানুষ জায়গাটাকে গ্রামের রুপ দিয়েছে। কিছু ঘরবাড়ি ভূমি বা পানি থেকে একটু উপরে, সাধারণত যেমনটা আপালাই ইন্ডিয়ানদের মধ্যে দেখা যায়, যেখানে অন্যরা শুধুমাত্র পাম পাতা দিয়েই ওয়াও-ওয়ে এবং টিরিয়স গোত্র ঘরবাড়ি বানিয়েছে। কিন্তু মিশনের সবচেয়ে বেশি অধিবাসীই ইয়ানোমামো গোত্রের আর এরা একসাথে গোলাকৃতি ঘরে বসবাস করে যা দেখে এদের গোত্রটিকে সহজেই চেনা যায়।

গার্সিয়া হাত উঁচু করে বাগানের এক কোণে দাঁড়ানো হোনাউই নামের ইয়ানোমামো গোত্রের লোকটিকে ডাক দিলো। লোকটি বেটে ইন্ডিয়ান, পরনে প্যান্ট। সে দ্রুত এগিয়ে এলো। "এই লোকটাকে আমার ঘরে নিতে হবে, একটু সাহায্য করো," গার্সিয়া বলল।

বলিষ্ঠভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে আগন্তুকের অপর পাশে গেল হোনাউই। আক্রান্ত ব্যক্তিকে তাদের দু'জনের মাঝে নিয়ে বাগানের গেট ও চার্চ অতিক্রম করে দক্ষিণদিক মুখকরা বাড়ির দিকে নিয়ে গেল। এখানে কেবলমাত্র মিশনারির বাড়িতেই একটি গ্যাস জেনারেটর আছে। এটা দিয়ে চার্চের লাইট, রেফ্রিজারেটর এবং গ্রামের একমাত্র এয়ারকন্ডিশনও চালানো হয়ে থাকে। গার্সিয়া এটা ভেবে মাঝে মাঝে অবাক হয়, তার মিশনের সফলতা যতটা না প্রভু জিশুর মুক্তি দেবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে তারচেয়ে অনেক বেশি নির্ভর করে চার্চের আভ্যন্তরীণ এই শীতল পরিবেশ, যেটাকে এই ইন্ডিয়ানরা ঐশ্বরিক কিছু একটা মনে করে থাকে হয়তো।

তারা ঘরে পৌছানোর পরই হোনাউই মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকে পেছনের দরজাটা টান দিয়ে খুলে দিল। লোকটিকে ধরাধরি করে খাবার ঘরের মাঝ দিয়ে পিছনের দিকে প্রিস্টের সহকারীদের একটি ঘরে নিয়ে গেল তারা। এটা এখন কেউ ব্যবহার করে না। দুই দিন আগে মিশনারির সব নবীণ সদস্য গসপেল সম্পর্কিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য পাশের গ্রামে গেছে। ঘরটা অন্ধকুঠুরি থেকে কিছুটা বড় তবে সূর্যের তাপ থেকে বাঁচার জন্য যথেষ্ট শীতল। গার্সিয়া মাথা নেড়ে হোনাউইকে ঘরের বাতি জ্বালাতে বলল। তারা এ-ঘরে বিদ্যুৎ দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নি। উজ্জ্বল শিখায় আকৃষ্ট হয়ে তেলাপোকা, মাকড়সা বাতির দিকে ছুটে আসতে শুরু করেছে। লোকটাকে একটি সিঙ্গেল বেডে শোয়ালো ওরা।

"এর জামা-কাপড় খুলতে সাহায্য কর," বললেন পাদ্রি, "ওকে পরিস্কার করে ক্ষতগুলোর চিকিৎসা করা দরকার।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে লোকটার প্যান্টের বোতাম খুলতে গিয়েই একেবারে জমে গেল হোনাউই। বুকের ভিতর আটকে থাকা দম বের হতেই ইন্ডিয়ানটা যেন মুক্তি পেল। সে এমনভাবে লাফিয়ে পেছনে সরে গেল যেন বিষাক্ত বিচ্ছু বা ওরকম কিছু দেখেছে।

"*ওয়েটি কেটে,*" গার্সিয়া জিজ্ঞেস করল অবাক হয়ে। "কি হয়েছে?"

হোনাউইর তীব্র আতঙ্কভরা চোখ স্থির হয়ে আছে লোকটার নগ্ন বুকের উপর। ভয়ে স্থানীয় ভাষায় বুলি আওড়াতে লাগল সে।

গার্সিয়া এবার ভ্রু কুঁচকে তাকালো লোকটার বুকের দিকে। 'ট্যাটুগুলো কিসের?" লাল ও নীল রঙের ট্যাটুগুলোর বেশিরভাগই বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতির। লালবৃত্ত, অবাক করার মত জটিল আঁকাবাঁকা রেখা এবং খাঁজকাটা ত্রিভূজ। কিন্তু মাঝখানে রক্তিম বর্ণের সর্পিল আকারের যে ট্যাটুটা আছে তা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, ওটা যেন কুণ্ডুলি পাকানো কেন্দ্র থেকে সবদিকে রক্তের প্রবাহ বইয়ে দিচ্ছে। নাভির উপরে, কুণ্ডুলির ঠিক মাঝখানে একটি হাতের ছাপ : 'সাওয়ারা।'

হতবাক হোনাউই দরজার দিকে সরে যেতে যেতে বিস্ময়ে বলে উঠল, "সাওয়ারা। অশুভ আত্মা।"

গার্সিয়া তার সহকর্মীর দিকে নজর দিল, ভাবল লোকটা এসব কুসংস্কারের সাথেই বেড়ে উঠেছে। "যথেষ্ট হয়েছে," কর্কশভাবে বলল সে। "এগুলো কখনই শয়তানের কারসাজি নয়। শুধুই রঙ। এখন আসো, আমাকে সাহায্য কর।"

হোনাউই ভয়ে কাঁপছে। সে আর পাদ্রির কাছে ঘেষলো না। আগন্তুকের আর্তনাদ ভ্রু কুঁচকে থাকা পাদ্রির মনোযোগ তার দিকে নিয়ে গেল। বেচারার চোখে কোন প্রাণ নেই, নেই কোন কথা বলার শক্তি। গার্সিয়া লোকটার কপালে হাত দিয়ে দেখলো। "উফ! জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।" পাদ্রি ঘুরে হোনাউইর দিকে ফিরলো, "ফ্রিজ থেকে পেনিসিলিন আর ফার্স্ট এইড কিটটা অন্তত এনে দাও।"

পরিত্রাণের পরিস্কার অভিব্যক্তি ফুটিয়ে সে ওখান থেকে দ্রুত চলে গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেললো গার্সিয়া। আমাজনের এই রেইন-ফরেস্টে এক দশক ধরে আছে সে, এই দীর্ঘ সময়ে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের পাশাপাশি আরো অনেক কিছুই রপ্ত করে ফেলেছে। ভাঙা হাঁড়ে স্প্রিন্ট বসানো, ক্ষতস্থান পরিস্কার করে সেখানে ব্যথানাশক ওষুধ লাগানো, জ্বরের চিকিৎসা করা, এমনকি সাধারণ কিছু অপারেশনও করতে পারে। মিশনের একজন পাদ্রি হিসেবে শুধু তার লোকজনের আত্মার অভিভাবকই নয়, একাধারে উপদেষ্টা, স্থানীয় প্রধান এবং একজন চিকিৎসকও বটে।

লোকটির কাদামাটি লাগানো পোশাক খুলে একপাশে সরিয়ে রাখা হলো। পাদ্রি যতই লোকটার রোদে পোড়খাওয়া শরীরের উপর চোখ বোলাচ্ছে ততবারই স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছে জঙ্গল কতটা ভয়ঙ্কর এবং নিষ্ঠুরভাবে তার শরীরটাকে হরণ করেছে। তার শরীরের গভীর ক্ষতগুলো মাছির শূককীট বয়ে বেড়াচ্ছে। স্কাল্প ফাংগাস তার পায়ের নখগুলো খেয়ে নিয়েছে, অনেক দিন আগে সাপে কামড়ানো দাগ রয়েছে পায়ের গোড়ালীতে। কাজ করতে করতে যতই সময় গড়ালো পাদ্রি ততই বিস্মিত হলো। এই লোকটা কে? তার ব্যাপারটা কী? আশেপাশে বা দূরে কোথাও কি তার পরিবার আছে? কিন্তু তার সাথে কথা বলার সকল চেষ্টা করা মানেই দুর্বোধ্য এবং অস্পষ্ট কিছু শব্দের সাথে পরিচিত হওয়া। অনেক কৃষক যারা সুবিধাজনক বাসস্থান খোঁজার জন্য জঙ্গল পাড়ি দিয়ে থাকে তাদের অনেককেই বেঘোরে প্রাণ হারাতে হয় কখনো ইন্ডিয়ানদের হাতে, চোর-ডাকাত, মাদকবহনকারী,

এমনকি ভয়ঙ্কর ক্ষুদ্র পরজীবীদের হাতে। কিন্তু মানুষগুলোর বেশি মৃত্যু হয় যে কারণে তা হল রোগ। রেইন-ফরেস্টের মধ্যে দূরবর্তী এমন জায়গাও রয়েছে যেখানে চিকিৎসক পৌঁছাতে দু-দিন লেগে যায়। সে-সব জায়গায় সামান্য ফ্লু-ও মৃত্যু ডেকে আনতে পারে।

কাঠের উপর হেটে আসার শব্দে গার্সিয়া দরজার দিকে তাকালো। মেডিকেল কিটের বোঝা আর এক বালতি পরিস্কার পানি নিয়ে হোনাউই ফিরে এসেছে আরেকজনকে সাথে নিয়ে। কামালা নামের লম্বা চুলের খাটোমত ওঝা দাঁড়িয়ে আছে হোনাউইর ঠিক পাশেই। লোকটা স্থানীয় জাদুকর, যেকোন কিছুতে শুভ বা অশুভ খুঁজে বের করতে পারদর্শী, এই প্রাচীন লোকটিকে আনতেই হোনাউই নিশ্চিতভাবেই তার কাছে দৌড়ে গিয়েছিল।

"হায়া," গার্সিয়া লোকটিকে সম্ভাষণ জানালো। "গ্র্যান্ডফাদার।" ইয়ানোমানো গোত্রের প্রধান ব্যক্তিকে সাধারণত এভাবেই সম্ভাষণ জানানো হয়। কামালা কোন উত্তর না দিয়ে লম্বা পা ফেলে আগন্তুকের কাছে গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে যতই লোকটিকে দেখছে ততই কামালার চোখ সরু হয়ে আসছে। হোনাউইর দিকে ফিরে পানির বালতি এবং ওষুধপাত্রের বাক্সটা নামিয়ে রাখতে বলল সে। তারপর হাত দুটো শয্যাশায়ী আগন্তুকের উপর তুলে ধরে মন্ত্র পড়া শুরু করে দিল জাদুকর-চিকিৎসক। গার্সিয়া অনেক আঞ্চলিক ভাষায় পারদর্শী হওয়ার পরও কামালার উচ্চারিত একটি বর্ণও বুঝতে পারলো না।

কাজ শেষে কামালা স্পষ্ট পর্তুগিজ ভাষায় গার্সিয়াকে বলল, "গভীর জঙ্গলের ভয়ঙ্কর আত্মা সাওয়ারা এই লোকটিকে স্পর্শ করেছে। লোকটা আজ রাতেই মারা যাবে। মৃতদেহটা যেন সূর্য ওঠার আগেই পুড়িয়ে ফেলা হয়।" কথাগুলো বলে কামালা চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো।

"দাঁড়ান! এ দাগগুলো কিসের, আমায় বলুন?"

"এটা রক্তপিপাসু ব্লাড-জাগুয়ার, ব্যান-আলি গোত্রের চিহ্ন," বিরক্তিপূর্ণ অভিব্যক্তি নিয়ে বলল কামালা, "আগন্তুকটি তাদেরই একজন। জাগুয়ারের দাস ব্যান-আলি'র কাউকে কেউ কখনো সাহায্য করবে না। এর পরিণাম হবে মৃত্যু।"

কামালা বিশেষ এক অঙ্গভঙ্গিতে দাঁড়ালো যেন সে খারাপ আত্মাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। হাতের আঙুলগুলো শূন্যে ঘুরিয়ে হোনাউইকে সাথে নিয়ে চলে গেল। মৃদু আলোয় ঘরটাতে একা খুব ঠাণ্ডা অনুভব করলো গার্সিয়া। কিন্তু এই শীতলতা এয়ারকন্ডিশন থেকে আসছে না। গভীর জঙ্গলের ভূতগোত্রের এক ভূত ব্যান-আলির কথা গার্সিয়া অনেক আগেই শুনেছিল। ভীতু কোন ব্যক্তি কল্পনাতীত শক্তির অধিকারী হতে পারে এই জাগুয়ারের সাথে দৈহিক সম্পর্কের মাধ্যমে।

গার্সিয়া তার ক্রুশে চুমু দিয়ে এইসব অদ্ভুত কুসংস্কারকে মাথা থেকে তাড়িয়ে দিলো। ওষুধ ও পানির দিকে ফিরে সে পরিস্কার পানিতে স্পঞ্জ ভিজিয়ে লোকটিকে কাছে নিয়ে তার ক্ষত-বিক্ষত *ঠোঁটে* ছোয়ালো। "খান," পাদ্রি বলল ফিসফিস করে।

জঙ্গলে জীবন ও মৃত্যুর মাঝে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা প্রভাবক হিসেবে কাজ করে তা হলো পানিশূন্যতা। স্পঞ্জ নিংড়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি ফেলতে লাগলো লোকটার ফেঁটে যাওয়া *ঠোঁটের* উপর। লোকটি পান করার জন্য সাড়া দিল ঠিক যেমন বুকের দুধ খাওয়া

কোন শিশু দুধের বোটা মুখে নিতে চায়। সে চুক চুক করে চুইয়ে আসা পানি গিলতে চেষ্টা করল। তার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। পানি আর বাতাস একসাথে ভেতরে নিতে পারছে না। গার্সিয়া লোকটার মাথা একটু উঁচু করে ধরলো যেন পানি খাওয়াটা তার জন্য আরও সহজ হয়। কিছুক্ষণ পরেই তার চোখমুখ থেকে জ্বরের ঘোর কিছুটা কেটে গেল। জীবন বাঁচানো পানি যে স্পঞ্জ থেকে আসছে সেটা পাবার জন্য প্রবলভাবে হাতড়ে বেড়ালো লোকটা কিন্তু গার্সিয়া এটা দূরে সরিয়ে রাখলো। দীর্ঘদিন এভাবে পানিশূন্য থাকার পর একসাথে এত পানি শরীরে নেওয়া স্বাস্থ্যের জন্যে খারাপ। "বিশ্রাম নিন," কিছুটা কোমলতার সাথে লোকটাকে বললো পাদ্রি। "ক্ষতগুলো পরিষ্কার করে সেখানে ঔষুধ লাগাতে দিন আমাকে।"

দেখে মনে হলো না লোকটা তার কথা বুঝতে পেরেছে। পানিতে ভেঁজানো স্পঞ্জটা আয়ত্তে আনতে তাকে যেন সংগ্রাম করতে হচ্ছে আর কেমন এক আর্তনাদ বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে। পাদ্রি তাকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিলে লোকটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো, আর তখনই গার্সিয়া বুঝতে পারলো লোকটা কেন কথা বলতে পারছে না।

তার কোন জিহ্বা নেই, এটা কেটে ফেলা হয়েছে!

পাদ্রির চোখমুখ কুচকে গেল। সে এম্পিসিলিনের একটা সিরিঞ্জ প্রস্তুত করতে করতে সেই দানবের জন্য প্রার্থনা করল যেন সেটা অন্য কোন মানুষকে এমন হাল করতে না পারে। এম্পিসিলিনটার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আর সবগুলো থেকে ওটাই সবচেয়ে ভাল।

পাদ্রি লোকটির বাম নিতম্বে ইনজেকশন দিয়ে ক্ষতস্থানের চিকিৎসার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল। সুস্থতা আর অসুস্থতা, এ-দুয়ের মাঝেই ঘুরপাক খাচ্ছে লোকটার যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি। চেতনা যখনই তাকে জাগিয়ে দিচ্ছে সে তার ফেলে রাখা পোশাকগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছে হন্যে হয়ে। ভাবখানা এমন যেন সে তার পোশাক-আশাক পরে জঙ্গল ভ্রমণ আবার শুরু করতে চাচ্ছে। কিন্তু গার্সিয়া বিরামহীনভাবেই তাকে চেপে বিছানার সাথে লাগিয়ে গায়ের উপর কম্বল দিয়ে দিচ্ছে। সূর্য ডোবার পর রাতের অন্ধকার জঙ্গলকে যখন গ্রাস করে ফেলল, পাদ্রি গার্সিয়া বাতিস্তা বাইবেল হাতে নিয়ে লোকটার জন্য প্রার্থনা করতে শুরু করলো কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছিলো তার প্রার্থনায় কাজ হবে না। মন্ত্রসাধক কামালার কথাই সত্যি। লোকটা আজ রাতেই মারা যাবে।

আগন্তুক যদি ক্রিশ্চিয়ান হতো তবে পূর্ব-সতর্কতা হিসেবে পাদ্রি প্রয়োজনীয় ধর্মীয় রীতি-নীতির প্রস্তুতি নিতে পারতো এক ঘণ্টা আগেই। লোকটার কপালে তেল দিয়ে তাকে একটু চাঙ্গা করতে চাইলো কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টা, সে জাগলো না। তার ভ্রু জ্বরে পুড়ছে। তার শরীরে দেয়া অ্যান্টিবায়োটিকগুলো ব্লাড ইনফেকশন সারাতে ব্যর্থ হয়েছে পুরোপুরি।

লোকটা মারাই যাবে এমনটা মনস্থির করে পাদ্রি গার্সিয়া সারারাত তার জন্য প্রার্থনা করার প্রস্তুতি নিল। হতভাগার আত্মার শান্তির জন্য এটুকুই শুধু করার আছে তার। কিন্তু রাত যতই গভীর হচ্ছে জঙ্গল ততই ধীরে ধীরে জেগে উঠছে পঙ্গপালের আর্তচিৎকার আর সহস্র ব্যাঙের ডাকে। গার্সিয়া তার কোলের উপর বাইবেলটি রেখে একসময় ঘুমে তলিয়ে

গেল। কয়েক ঘণ্টা বাদে লোকটির বিচিত্র আর্তনাদের শব্দে জেগে উঠলো সে। বিশ্বাস করল রোগী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। গার্সিয়া উঠে দাঁড়াতেই তার কোলের উপর রাখা বাইবেলটা মেঝেতে পড়ে গেল। নিচু হয়ে সেটা তুলতেই আবিষ্কার করলো লোকটা তার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। তার চোখে ভাবলেশহীনতা থাকলেও জ্বরের তীব্রতা কমে গেছে অনেকখানি। লোকটা দূর্বল আর কাঁপা-কাঁপা হাত তুলে তার খুলে রাখা পোশাক দেখালো।

"আপনি যেতে পারবেন না," গার্সিয়া বলল।

লোকটি এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে মাথা ঝাঁকালো। তারপর সনির্বন্ধ অনুরোধের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার তার পোশাক দেখালো।

অবশেষে হার মানলো গার্সিয়া। জ্বরে পোড়া লোকটার শেষ অনুরোধ কিভাবে উপেক্ষা করবে সে? বিছানার পায়ের কাছে রাখা জরাজীর্ণ প্যান্টটা মৃত্যুপথযাত্রীর হাতে তুলে দিল। লোকটা প্যান্ট হাতে নিয়ে দ্রুত সেটার পা ঢোকানোর জায়গা বরাবর হাত চালাতে চালাতে জিন্সের তৈরি একটা জায়গায় এসে থামলো অবশেষে। জায়গাটা হাত নাড়িয়ে ভালভাবে দেখিয়ে প্যান্টটা পাদ্রির কাছে ফেরত দিল সে।

গার্সিয়া ভাবলো লোকটা হয়তো আবার ঘোরের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। আসলে সেই মুহূর্তে তার শ্বাস-প্রশ্বাসও অনিয়মিত আর বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু গার্সিয়া লোকটির অর্থহীন কাজটিকে আমলে নিয়ে তার দেখানো জায়গা বরাবর হাত রাখলো। সে অবাক হয়ে তার হাতের নিচে কিছু অনুভব করল যা জিন্স থেকে শক্ত। তাহলে এই সেলাইয়ের নিচে কিছু একটা লুকানো আছে? একটা গোপন পকেট! কৌতুহলি পাদ্রি একটা কাঁচি তুলে নিল ফার্স্ট-এইড কিট থেকে। তার পাশেই নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বালিশে মাথা ডুবিয়ে দিচ্ছে লোকটা। কিছুটা প্রশান্তি তাকে আচ্ছাদিত করেছে কারণ সে অভিব্যক্তির সাহায্যে তার মনের ভাব পাদ্রিকে বোঝাতে পেরেছে অবশেষে।

কাঁচি দিয়ে সেলাই বরাবর কাটার পর গোপন পকেটটা খুলে গেল। ভেতরে হাত ঢোকাতেই তার হাতে ধাতব কিছু একটা ঠেকলো। হেচকা টানে সেটা বাইরে আনতেই দেখা গেল একটা ব্রোঞ্জের কয়েন। অবাক পাদ্রি কয়েনটা বাতির আলোতে তুলে ধরলো ভাল করে দেখার জন্য। একটা নাম খোদাই করা কয়েনটিতে : "জেরাল্ড ওয়ালেস ক্লার্ক," জোরে জোরে পড়ল পাদ্রি। *এটাই কি এই আগন্তুকের নাম?* "আপনি কি এই লোক, সিনোর?" সে বিছানার দিকে দৃষ্টি ফেরালো। "হায় ঈশ্বর," পাদ্রি বলল অস্পষ্টভাবে। ছোট্ট এই খাটে শোয়া লোকটির দৃষ্টি অন্ধের মত স্থির হয়ে আছে ছাদের দিকে, অলস মুখটা হা করা, বুকটা পড়ে আছে নিথরভাবে। এমনিভাবেই সে তার আত্মাকে বিদেহী করল।

সে এখন আর আগন্তুক নেই।

"শান্তিতে থাকুন, সিনোর ক্লার্ক।"

কয়েনটা আবার আলোতে তুলে ধরে উল্টো দিকে ঘুরালো পাদ্রি বাতিস্তা। অপর পাশের খোদাই করা লেখাটা দেখে ভয়ে তার গলা শুকিয়ে গেল।

ইউনাইটেড স্টেট্স আর্মি স্পেশাল ফোর্স
আগস্ট ১, সকাল ১০:৪৫
সিআইএ হেডকোয়ার্টার
ল্যাংলে, ভার্জিনিয়া

জর্জ ফিল্ডিং কলটা পেয়ে বেশ অবাক হলেন। সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের সহকারী পরিচালক হিসেবে তাকে প্রায়ই ডেকে পাঠানো হয় বিভিন্ন বিভাগের প্রধানদের সাথে মিটিং করার জন্য কিন্তু ডিরেক্টরেট এনভায়রনমেন্টাল সেন্টার, ডিইসি-এর প্রধান মার্শাল ওব্রেইনের মত মানুষের কাছ থেকে কোন তাৎপর্যপূর্ণ কল পাওয়াটা সত্যিই অস্বাভাবিক। ডিইসি ১৯৯৭ সালে ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির একটা শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। যে শাখাটি পরিবেশ বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালনা করার জন্য নিয়োজিত আছে। তার রাজত্ব চলাকালীন এখন পর্যন্ত এটাই প্রথম কোন প্রাইওরিটি কল। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ তাহলে। ন্যাশনাল সিকিউরিটির খুব জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্যই এই ধরণের আয়োজন সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু 'ওল্ডবার্ড' ডাক নামের মার্শাল ওব্রেইনকে এমন কীইবা খুঁচিয়ে দিল যে তাকে এ-ধরণের মিটিং ডাকতে হচ্ছে?

হলওয়ে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত হাটতে লাগলো ফিল্ডিং। এই হলটা আসল হেডকোয়ার্টা এবং নতুন হেডকোয়ার্টারকে সংযুক্ত করেছে। নতুন নতুন অনেক সুযোগ সুবিধা যুক্ত হয়েছিল আশির দশকের শেষের দিকে। সেবার অনেকগুলো শাখা খুব দ্রুতই গড়ে উঠেছিল, ডিইসি সেই শাখাগুলোরই একটা।

দীর্ঘ প্যাসেজটা দিয়ে হাঁটার সময় ফ্রেমে বাঁধানো সারি সারি পেইন্টিংগুলো চোখে পড়ল ফিল্ডিঙের। সিআইএ'র স্ট্র্যাটেজিক সার্ভিসটি যেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরই প্রতিচ্ছবি। দেয়ালের ছবিগুলো অতীতে নিয়ে গেল জর্জ ফিল্ডিংকে। ওই সময়ে সিআইএ'র স্ট্র্যাটেজিক সার্ভিসের প্রধান ছিলেন মেজর জেনারেল ডোনোভান। আর এই গ্যালারিটি তারই ছবিতে ভরা। ফিল্ডিঙের বর্তমান বসের ছবিও একদিন জায়গা করে নেবে এই দেয়ালে, আর ফিল্ডিং যদি তার তাসের চালটা ঠিকমত দিতে পারে, তবে ডিরেক্টর পদের স্বপ্ন দেখাটা অবান্তর হবে না।

এসব চিন্তা করতে করতেই নিউ হেডকোয়ার্টার বিল্ডিঙে ঢুকে পড়ল ফিল্ডিং। অসংখ্য স্টাফ দেখতে দেখতে প্রধান দরজা পার হতেই এক সেক্রেটারি মহিলা স্বাগত জানালো তাকে।

ফিল্ডিং ঢুকতেই উঠে দাঁড়ালো সে। "ডেপুটি ডিরেক্টর, মি. ওব্রেইন তার অফিসে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।" সেক্রেটারি একসারি মেহেগনি কাঠের দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে একটার সামনে দাঁড়িয়ে সেটায় টোকা দিয়ে দরজাটা খুলে দিলো।

"আপনাকে ধন্যবাদ।"

ভেতরে বিপ্ করে একটা শব্দ হলো। "ডেপুটি ডিরেক্টর ফিল্ডিং, এখানে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ," গম্ভীর কণ্ঠে স্বাগত জানাতে জানাতে মার্শাল ওব্রেইন নিজ চেয়ার

ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। রুপালী-ধূসর বর্ণের চুলের দীর্ঘকায় লোকটিকে বিশাল এক্সিকিউটিভ টেবিলে বামনের মত লাগে। তিনি হাত দিয়ে একটা চেয়ারের দিকে ইশারা করলেন।

"আমি জানি আপনার সময় খুবই মূল্যবান তাই আমি সেটার অপচয় করব না।"

সবসময় কাজের কথায় থাকে লোকটি, ভাবল ফিল্ডিং। বছর চারেক আগে সিআইএ'র ডিরেক্টর পদে মার্শাল ওব্রেইনের অধিষ্ঠিত হওয়া নিয়ে কানাঘুষা চলছিল। ফিল্ডিঙের ডেপুটি হবার আগে ব্রেইনই ছিল এই ডেপুটি পদে কিন্তু তার তীক্ষ্ণ বিচক্ষণতার আগুনে অনেক সিনেটরকেই পুড়তে হয়েছিল। ভাল-মন্দ বিচার করার প্রজ্ঞা তাকে এমন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল যে তার আর পেছনে ফেরার সুযোগ ছিল না। ব্যাপারটা ওয়াশিংটনের রাজনীতির মত নয়। সিআইএ'র ডিরেক্টর করার পরিবর্তে তাকে এনভায়রনমেন্টাল সেন্টারের জৌলুসপূর্ণ ডিরেক্টরের এমন একটি পদ দেওয়া হল যেখানে বসে শুধু আওয়াজই তোলা যায়। আজকের এই ডাক হতে পারে তার পদ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু খুঁজে বের করা বিষয়ক যা দিয়ে তিনি তার দৌড়ে টিকে থাকার চেষ্টা করছেন।

"কি বিষয়ে আজকের এই ডাক?" বসে পড়ে জিজ্ঞেস করল ফিল্ডিং।

নিজের চেয়ারে বসে পড়ে ওব্রেইন ডেস্কের উপর রাখা ধূসর বর্ণের একটি ফোল্ডার খুললেন। ফিল্ডিং লক্ষ্য করল এটা কোন ব্যক্তির তথ্যাবলী। বুড়ো লোকটা তার গলা পরিস্কার করলেন, "দুই দিন আগে ব্রাজিলের মানাউসের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক আমেরিকানের মৃত্যু সম্বন্ধে তথ্য পাঠানো হয়। মৃত ব্যক্তিকে স্পেশাল ফোর্সের চ্যালেঞ্জ কয়েনের মাধ্যমে সনাক্ত করা হয়েছে।"

ফিল্ডিং ভ্রূ কুঁচকালো। মিলিটারির বিভিন্ন পর্যায়েই চ্যালেঞ্জ কয়েন বহন করা হয়। এগুলো ঐতিহ্য বহন করার চেয়ে কাউকে সনাক্ত করার কাজেই ব্যবহৃত হয় বেশি।

"এগুলো আমাদের কি কাজে আসবে?"

"লোকটা শুধু স্পেশাল ফোর্সের সাবেক সদস্যই ছিলেন না, তিনি আমার একজন সক্রিয় সদস্যও ছিলেন। এজেন্ট জেরাল্ড ক্লার্ক।"

বিস্ময়ে ফিল্ডিঙের চোখ পিট পিট করে উঠলো।

ওব্রেইন বলতে লাগলেন, "এজেন্ট ক্লার্ককে একটি রিসার্চ টিমের সাথে ছদ্মবেশীরূপে পাঠানো হয়েছিল। গোল্ডমাইন ব্যবহারের ফলে পরিবেশের উপর যে খারাপ প্রভাব পড়ে সেটা তদন্ত করা এবং আমাজনের মধ্য দিয়ে বলিভিয়া এবং কলম্বিয়ায় যে কোকেন পাচার হয় সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করাই ছিল তার প্রধান কাজ।"

ফিল্ডিং তার চেয়ারে দৃঢ়ভাবে বসে বললো, "তাকে কি খুন করা হয়েছে, আর এটাই কি মূল ঘটনা?"

"না, ছয়দিন আগে গভীর জঙ্গলের এক গ্রামের মিশনারিতে জ্বর ও রোদে পুড়ে আধমরা অবস্থায় সে হাজির হয়। মিশনারির প্রধান তাকে সারানোর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তার মৃত্যু হয়।"

"সত্যিই ট্র্যাজিডির, কিন্তু এতে ন্যাশনাল সিকিউরিটির নাক গলানোর কি আছে?"

"কারণ চার বছর ধরে এজেন্ট ক্লার্ক নিখোঁজ ছিলেন।" ওব্রেইন একটা ফ্যাক্স করা নিউজপেপারের আর্টিকেল তার দিকে ঠেলে দিলেন।

অনিশ্চয়তার সাথে ফিল্ডিং আর্টিকেলটা তুলে নিল। "চার বছর?"

আমাজন জঙ্গলের গবেষণাদল উধাও

—অ্যাসোসিয়েট প্রেস
মানাউস ব্রাজিল, মার্চ ২০

হারিয়ে যাওয়া শিল্পপতি ডঃ কার্ল র‍্যান্ড তার ত্রিশ সদস্যের আন্তর্জাতিক গবেষণা দল ও গাইডদের খোঁজার জন্য দীর্ঘ তিন মাস ধরে গভীর তল্লাশী চালানোর পর অনুসন্ধানকারী দলটিকে তাদের অনুসন্ধান স্থগিত করতে বলা হয়েছে। আমেরিকার ন্যাশনাল ক্যান্সার ইন্সটিটিউট ও ব্রাজিলিয়ান ইন্ডিয়ান ফাউন্ডেশন-এর যৌথ উদ্যোগের এই টিমের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা বোঝার মত কোন চিহ্ন না রেখেই জঙ্গলে নিখোঁজ হয়ে গেছে। বছরব্যাপী এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল আমাজন বনে আদমশুমারীর মাধ্যমে সেখানকার ইন্ডিয়ান ও অন্যান্য গোত্রের মানুষের সঠিক সংখ্যা নিরুপণ করা। যাইহোক, মানাউসের জঙ্গলনগরী ত্যাগ করার তিন মাস পর তাদের নিত্যসংগৃহীত তথ্যাবলী রেডিওর মাধ্যমে পাঠানো হতো, হঠাৎ করেই তা বন্ধ হয়ে যায়। ব্যর্থ হয় তাদের সাথে যোগাযোগের সব প্রচেষ্টা। তারা সর্বশেষ যেখানে অবস্থান করেছিল সেখানে রেসকিউ হেলিকপ্টার এবং স্থলভাগের অনুসন্ধান টিমও পাঠানো হয়েছিল কিন্তু একজনকেও পাওয়া যায় নি। তার দু-সপ্তাহ পর নিখোঁজ টিমের কাছ থেকে উদ্বেগসৃষ্টিকারী সর্বশেষ মেসেজটি পাওয়া যায়:

"সাহায্য পাঠাও...বেশি সময় টিকতে পারছি না। ওহ্ ঈশ্বর! ওরা আমাদের চারপাশে ঘিরে আছে।" এরপর টিমটি গভীর জঙ্গলে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ব্যাপক প্রচারণা ও একটি আন্তর্জাতিক দল টানা তিনমাস খোঁজাখুঁজির পর এখন অনুসন্ধানকারী দলের প্রধান কমান্ডার কার্ডিনান্ড গনজালেস ঘোষণা দিয়েছে, 'নিখোঁজ গবেষণাদলের সদস্যরা হারিয়ে গেছে এবং খুব সম্ভবত মারা গেছে সবাই।' সকল খোঁজাখুঁজি বন্ধ করা হয়েছে। তদন্তকারীদের সাম্প্রতিক মতামত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, নিখোঁজ দলটি হয়তো জঙ্গলের কোন দূর্ধর্ষ গোত্রের হাতে পড়েছে অথবা মাদকের প্রধান ঘাঁটির চোরাচালানীদের হাতে গুম হয়েছে। একইভাবে তাদেরকে খুঁজে পাওয়ার সকল চেষ্টারও মৃত্যু হল আজ, যেহেতু অনুসন্ধানকারী দলটিকে বাড়ি ফিরে যেতে বলা হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রতিবছরই গবেষক, আবিষ্কারক, ভ্রমণবিদ ও মিশনারি লোকজন আমাজন বনে হারিয়ে যায় যাদেরকে আর কখনো পাওয়া যায় না।

"মাই গড।"

হতভম্ব হয়ে থাকা ফিল্ডিঙের হাত থেকে আর্টিকেলের পাতাগুলো ফিরিয়ে নিয়ে

আবারও বলা শুরু করলেন ওব্রেইন, "গায়েব হওয়ার পর অনুসন্ধানকারী দল বা আমাদের কারও সাথে তাদের কোন যোগাযোগ হয় নি। এজেন্ট ক্লার্ককে মৃত হিসেবে তালিকাবদ্ধ করা হয়েছিলো।"

"কিন্তু আমরা কি নিশ্চিত, এই লোকটাই আমাদের সেই লোক?"

ওব্রেইন সাড়া দিলেন। "ডেন্টাল রেকর্ড এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলে গেছে।"

ফিল্ডিং মাথা নাড়ল। প্রথমেই সে যে ধাক্কা খেয়েছিল তা কেটে যাচ্ছে। "এর সবকিছুই বেশ ট্র্যাজিক এবং পেপার ওয়ার্কগুলোও বেশ শিহরণ তোলার মতই হবে কিন্তু আমি এখনও বুঝতে পারছি না এটা ন্যাশনাল সিকিউরিটির মাথা ঘামানোর কারণ হচ্ছে কিভাবে।"

"একথা আমিও স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতাম কিন্তু কিছু একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার আছে আর সেজন্যই..."

ওব্রেইন তার সামনের কাগজগুলোর মধ্যে হাত চালিয়ে ঘেটেঘুটে দুটো ছবি বের করে আনলেন। প্রথম ছবিটা বাড়িয়ে দিলেন ফিল্ডিঙের দিকে। "ক্লার্কের এই ছবিটা মিশনে যাবার মাত্র কয়েকদিন আগে তোলা।"

ফিল্ডিং ছবিটার দিকে নজর দিল। ছবিটা সম্ভবত জুম দিয়ে বড় করে প্রিন্ট করা হয়েছে তাই কিছুটা অস্পষ্ট। তার পরও ছবির লোকটাকে বোঝা যাচ্ছে। লেভির প্যান্ট, হাওয়াই শার্ট এবং মাথায় একটা সাফারি টুপি। মুখে তার দাঁত বের করা হাসি, হাতে ধরা আছে গ্রীষ্মমন্ডলীয় কোমল পানীয়ের বোতল।

"এজেন্ট ক্লার্ক?"

"হ্যা, দীর্ঘ দিনের জন্য দূরে যাবার আগে একটা গোয়িংঅ্যাওয়ে পার্টির সময় ছবিটা তুলেছিল আরেক গবেষক।" ওব্রেইন তার দিকে দ্বিতীয় ছবিটা ঠেলে দিলেন। "আর এই ছবিটা সাম্প্রতিক তোলা হয়েছে মানাউসের মর্গ থেকে যেখানে ক্লার্কের লাশটা আছে।"

ভেতরে ভেতরে তীব্র বমি বমি ভাব অনুভব করে ফিল্ডিং চকচকে ছবিটা হাতে নিল। মরা মানুষের ছবি দেখার কোন ইচ্ছেই তার নেই কিন্তু তার পছন্দ-অপছন্দ এখন মূল্যহীন। ছবির মৃতদেহটার নগ্ন শরীর স্টেইনলেস স্টিলের একটা টেবিলে শোয়ানো। যেন হালকা পাতলা দূর্বল কঙ্কালকে চামড়া দিয়ে পেঁচিয়ে রাখা হয়েছে। বিস্ময়কর ট্যাটুগুলো খোদাই করা তার দেহে। শরীরের অবস্থা ভয়াবহ হওয়ার পরও ফিল্ডিং ক্লার্কের মুখের গঠন দেখে সহজেই চিনতে পারলো। এটা এজেন্ট ক্লার্ক সন্দেহ নেই কিন্তু একটা বড় ধরণের পরিবর্তন চোখে পড়ল। সে প্রথম ছবিটা হাতে নিয়ে দ্বিতীয় এই ছবিটার সাথে মেলালো।

ওব্রেইন বলে উঠলো, "তার গায়েব হওয়ার দুই বছর আগে ইরাকে শত্রুপক্ষের ঘাঁটিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠানো হয় এবং সে সময়ে আড়াল থেকে করা এক আততায়ীর গুলি তার বাম-হাতে লাগে, ক্যাম্পে ফিরে আসার আগেই তার ক্ষতস্থান মারাত্মক গ্যাংরিনে আক্রান্ত হয়। ভাগ্যের বিড়ম্বনার কবলে পড়ে তার বাম-হাতটা কাঁধ থেকে কেটে ফেলার মধ্য দিয়েই আর্মির স্পেশাল ফোর্সে তার ক্যারিয়ারের সমাপ্তি ঘটে।"

"কিন্তু মর্গে রাখা লাশটার তো দুটো হাতই আছে!"

"অবশ্যই। ইরাকে গুলি খাওয়ার আগে যে ফিঙ্গারপ্রিন্টের নমুনা ছিল সেটার সাথে এখনকারটা হুবহু মিলে গেছে। ব্যাপারটা এমন মনে হচ্ছে যে, এজেন্ট ক্লার্ক আমাজনে গেল এক হাত নিয়ে কিন্তু ফিরে এল দুই হাত নিয়ে।"

"কিন্তু এটা তো অসম্ভব! সেখানে হয়েছিলটা কি?"

মার্শাল ওব্রেইন বাজপাখির মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে ফিল্ডিঙের দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন তার অর্জিত 'ওল্ডবার্ড' নামটার নেপথ্যের কাহিনী ফিল্ডিং যেন ভুলে না যান। প্রবীন ব্রেইনের কণ্ঠ আরো গভীরে চলে গেল। "এই বিষয়টাই আমি খুঁজে বের করতে চাইছি।"

অধ্যায় ১

সাপের তেল
আগস্ট ৬, সকাল ১০টা
আমাজন বন, ব্রাজিল

অ্যানাকোন্ডা নামের বৃহৎ অজগরটি এক ইন্ডিয়ান মেয়েকে দৃঢ়ভাবে পেঁচিয়ে ধরে নদীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। খুব সকালবেলা ঔষুধি গাছ সংগ্রহ করতে আসা নাথান র‍্যান্ড ইয়ানোমামোর নিজ গ্রামে ফেরার সময় মেয়েটির চিৎকার শুনল। ঔষুধি গাছ ব্যাকটন ফেলেই সে দৌড়ে গেল মেয়েটিকে সাহায্য করতে। দৌড় শুরু করতেই সে তার কাঁধে ঝোলানো শর্ট ব্যারেলের শটগানটা হাতে নিয়ে উঁচু করে ধরলো। জঙ্গলে একা থাকাকালীন সময়ে সবাই অস্ত্র বহন করে। ঘন ঝোঁপঝাঁড় ভেঙে এগোতেই নাথান সাপ আর মেয়েটিকে দেখতে পেল। তার দেখা সবচেয়ে বড় এ্যানাকোন্ডার মধ্যে এটা একটা। প্রায় চল্লিশ ফুট লম্বা সাপটির অর্ধেক পানিতে, বাকি অর্ধেকটা নদীপাড়ের কাদার মধ্যে। শরীরের কালো আঁশটেগুলো ভিঁজে চকচক করছে। মেয়েটি যখন পানি নিতে নদীতে আসে, নিশ্চিতভাবে সাপটা সে-সময়ে ওৎ পেতে ছিল। দৈত্যাকার এইসব সাপের পক্ষে সেইসব প্রাণীদের শিকার করা মোটেই অস্বাভাবিক নয় যেগুলো পানি পান করতে নদীতে আসে বুনো শূকর, তীক্ষ্ণ দাঁতের ক্যাপিবারা কাঠবিড়ালী, বুনো হরিণ। কিন্তু মানুষদের সাধারনত আক্রমণ করে না এই বৃহদাকার সাপেরা। জল ও বনে ঘেরা এই আমাজনে একজন এথনোবোটানিস্ট হিসেবে গত এক দশক ধরে কাজ করতে গিয়ে নাথান র‍্যান্ড একটি বিষয় বেশ ভালভাবেই শিখতে পেরেছে : যখন কোন জন্তু তীব্র ক্ষুধার্ত হয়ে যায় তখন সব নিয়ম ভেঙে পড়ে। এই সীমাহীন সবুজের সাগরে তখন পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়ায় খাও অথবা খাবার হও। পরিস্কারভাবে দেখার জন্য বন্দুকের গান-সাইটের মধ্য দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানল নাথান। "ওহ্ গড, টামা!" মেয়েটিকে চিনতে পারল সে। ন-বছর বয়সী মেয়েটি স্থানীয় এক গোত্রীয় প্রধানের ভায়ের মেয়ে। মাসখানেক আগে নাথান র‍্যান্ডের এই গ্রামে আসা উপলক্ষে এই হাসিখুশি মেয়েটি তাকে ফুলের তোড়া দিয়েছিল উপহার হিসেবে। পরে তার হাতের উপর বসে মেয়েটি নাথানের চুল ধরে টানাটানি করেছিল। মসৃণ ত্বকের ইয়ানামোমোদের মধ্যে তার কোমলতা ছিল দূর্লভ পর্যায়ের। মেয়েটি তাকে একটা নামও দিয়েছিল, *জ্যাকো ব্যাসো*–'বানর ভাই।'

নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে সে তার অস্ত্রে বসানো লেন্সের মধ্যে দিয়ে ওদেরকে দেখতে লাগল। পরভোজীটা পেশীবহুল শরীর দিয়ে মেয়েটিকে পেঁচিয়ে রেখেছে। ওটাকে সরাসরি গুলি করার চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে রাখতে হল নাথানকে।

"ধুর শালা!" শটগান ফেলে দ্রুত কোমরের বেল্টে গোঁজা বড় ছুরিটা হাতে নিয়েই

সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। কিন্তু কাছে যেতেই মেয়েটিকে পুরোপুরি পেঁচিয়ে ধরে নদীর কালো পানিতে ডুবে গেল সাপটি। থেমে গেল তার চিৎকার, বুদবুদ উঠতে লাগল তার ডুবে যাওয়া জায়গা থেকে।

কোনকিছু চিন্তা না করেই নাথান র‍্যান্ড ঝাঁপ দিল পানিতে। আমাজনের জলপথগুলোই এটার অন্যসব পরিবেশ থেকে বিপজ্জনক। শান্তশিষ্ট পানির নিচে ঘাপটি মেরে থাকে অগণিত বিপদ। হাঁড়খেকো পিরানহা মাছের ঝাঁক একদিকে যেমন গভীর পানিতে চষে বেড়ায় অন্যদিকে কাদার মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে স্টিং-রের মত চ্যাপ্টা মাছ যা মেরুদন্ড দিয়ে প্রচন্ড বেগে আঘাত করতে পারে শত্রুকে। আর ডুবন্ত গাছের গুঁড়ি বা শেকড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ইলেকট্রিক ইল বা বাইন তো আছেই। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে পানির নিচে মানুষের সত্যিকারের খুনি হল দৈত্যাকার কুমিরের মত সরীসৃপের দল। এইসব বিপদ-আপদের কথা আমাজনের ইন্ডিয়ানরা এই অচেনা-অদেখা পানির জগতে ডুব না দিলেও ভালই জানে। কিন্তু নাথান র‍্যান্ড কোন ইন্ডিয়ান নয়।

শ্বাস বন্ধ করে ঘোলা পানিতে ডুব দিতেই নাথান র‍্যান্ড পেঁচানো সাপটির অবস্থান বুঝতে পারলো। দুর্বল একটা বাহু দুলছে সেখানে। পা দিয়ে মাটিতে এক ধাক্কা দিতেই ছোট হাতটার কাছে পৌছে গেল সে। শক্ত করে ধরে নিয়ে উপরে তুলল হাতটা। নাথানকে জাপটে ধরার জন্য হাতটাও যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। টামার চেতনা এখনও আছে! মেয়েটির হাত ব্যবহার করেই নিজেকে সাপটার কাছে টেনে নিল নাথান। অন্য হাত দিয়ে ছুরিটা পেছনে গুজে নিল সে। একদিকে পা দিয়ে মাটি ঠেলে রাখতে হচ্ছে নিজের জায়গা ধরে রাখতে অপরদিকে টামার হাত ধরে টেনে বের করার প্রচেষ্টা।

হঠাৎ সামনের কালো পানিতে একটা ঘুর্ণি উঠলো, নাথান আবিষ্কার করল দৈত্যাকার সাপটি তার দিকে রক্তিম চোখে খুনে দৃষ্টি হানছে। নিজের আহার টিকিয়ে রাখতে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হল যেন সাপটিকে। ওটার কালো মুখগহ্বর খুলে যেতেই আছড়ে পড়ল নাথানের উপর। আঘাত এড়াতে একটু পাশে সরে গেল নাথান। মেয়েটির হাত ধরে রাখতে তাকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে।

অ্যানাকোন্ডাটি এবার নাথানের বাহুতে কামড় বসিয়ে খুব জোরে চোয়াল দিয়ে চেপে ধরল। যদিও এটার কামড় বিষাক্ত নয় কিন্তু হাতে যে অস্বাভাবিক চাপ পড়ছে তাতে তার কব্জি ভেঙে যাবার উপক্রম হল। পাহাড় সমান ভয় আর তীব্র ব্যাথা উপেক্ষা করে নাথান আরেক হাত দিয়ে ছুরি ঘুরিয়ে এনে সোজা তাক্ করল সাপটির চোখ বরাবর।

একেবারে শেষ মুহূর্তে বিশাল অ্যানাকোন্ডাটি নাথানকে পেঁচিয়ে ধরে নদীর তলায় নিয়ে কাদার মধ্যে চেপে ধরল। মাংসপেশীর সহ্য ক্ষমতার প্রায় চারশ পাউন্ড চাপের ফাঁদে আটকা পড়তেই নাথানের মনে হল তার ফুঁসফুঁস ফেঁটে বাতাস বের হয়ে যাবে। সে লড়ে যাচ্ছে সাপের সাথে কিন্তু নদীর পিচ্ছিল কাদার মধ্যে ধরার মত কিছুই পেল না।

এদিকে সাপের পেঁচানো অংশ একটু ওপরে উঠে যেতেই নাথানের হাত থেকে মেয়েটার আঙুলগুলো ছুটে গেল। *না...টামা!*

সে হাত থেকে ছুরিটা ছেড়ে দিয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নিজেকে সাপটার বিশাল দেহ

থেকে মুক্ত করতে চাইল। নদীগর্ভের নরম কাদায় তার কাঁধ ডুবে গেল কিন্তু নাথান হাল ছাড়ল না একটুও। প্রচন্ড শক্তি দিয়ে সে একেকটা প্যাঁচ খুলছে তো আর আরেকটা প্যাঁচ পড়ছে আগের জায়গায়। তার বাহুগুলো যেন আর চলে না, একটু বাতাসের জন্য তার ফুঁসফুঁস চিৎকার করছে যেন। ঠিক এই মুহূর্তটায় নাথান বুঝতে পারলো, তার এমন বিপদে পড়াতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ সে জানত তার ভাগ্য তাকে এমন দন্ডই দিয়ে রেখেছে–এটাই তার নিয়তি, তার পরিবারের অভিশাপ। বিগত বিশ বছরে তার বাবা-মকে এই আমাজন বন গিলে খেয়েছে। তার বয়স যখন এগার, তার মা এই জঙ্গলের অজানা এক জ্বরে ঘায়েল হয়ে মিশনারির এক ছোট্ট হাসপাতালে মারা যায়। তারপর চার বছর আগে তার বাবা জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যায় একেবারে সবার অগোচরে।

বাবাকে হারানোর কষ্টের কথা মনে উঠতেই নাথানের বুকে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠলো। অভিশাপ হোক আর যাই হোক, সে তার বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চাইলো না মোটেই। কিন্তু সেটার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো টামাকে হারাতে চায় না সে।

নাথান পা দিয়ো অ্যানাকোন্ডার বিশাল দেহটা একটু ঠেলে দিল। এক মুহূর্তের জন্য মুক্ত হতেই পা দোলাতে লাগলো উপরে ওঠার জন্য। এদিকে গোড়ালি পর্যন্ত পা ডুবে গেছে কাদায়। ফুঁসফুঁসের আটকে পড়া বাতাসটুকু বের করে দেওয়ার জন্য ছটফট করছে নাথানের বুক। আর একটা ধাক্কা দিতেই সরাসরি তার মাথাটা পানির উপর তুলতে পারলো। মুক্ত বাতাসে বুকভরে শ্বাস নিয়েই আমাজনের এই কালো পানিতে আবারও ডুব দিল সে।

এবার সাপটার সাথে সরাসরি কোন যুদ্ধে গেল না। একটা হাত বুকের সাথে শক্ত করে ধরে রেখে পেঁচানো অংশে ঢুকে গেল। শ্বাসরোধ করার জন্য আরেক হাতে দিয়ে সাপটার গলা বরাবর দিল এক প্যাঁচ। বেশ কাজ হলো এতে। সাপটাকে ফাঁদে ফেলতেই নাথান ওটার চোখ বরাবর বা-হাতের বুড়ো আঙুলটা সজোরে বসিয়ে দিল। তীব্র যন্ত্রণায় নাথানকে নিয়ে পানির উপর দলা পাকিয়ে ঠেলে উঠলো সাপটি। মুহূর্তের মধ্যেই পানিতে ঝপাত করে আছড়ে পড়লো আবার। নাথানও নাছোড়বান্দা। ধরেছে তো ধরেছেই, একেবারে শক্ত করে। *বানচোত, উঠে আয়!*

সে তার হাতের কব্জিটা একটু ঘোরালো। তারপর ঐ হাতটার বৃদ্ধাঙুল বসিয়ে দিল সাপের অবশিষ্ট চোখে। দু-পাশেই সমান চাপ দিল নাথান। সরীসৃপদের সাইকোলজি নিয়ে ট্রেনিঙের সময় নাথান যা শিখেছিল তা-ই সত্য হতে দেখল। কোন সাপের দু-চোখে চাপ দেয়া মানে ওটার চোখ আর মস্তিষ্ক সংযোগকারী স্নায়ুর মধ্যে গোঁজ ঢুকিয়ে দেওয়ার সূত্রপাত করা। আরও জোরে চাপ দিতে থাকলো নাথান। এদিকে হৃদপিণ্ডের ধকধক শব্দ কানে বেজে চলেছে।

হঠাৎ তার কব্জি চাপমুক্ত হয়ে গেল, সাপটি নাথানকে এত দ্রুত আর এত জোরে নদীর পাড়ে ছুঁড়ে মারল যে তার শরীরের উপরের অংশ গিয়ে আছড়ে পড়ল কাদায়। মাথা ঘুরিয়ে একটু এদিক-সেদিক দেখতেই কাদার মধ্যে উপুড় হয়ে থাকা আবছা কিছু একটা চোখে পড়ল যুদ্ধজয়ী নাথানের।

টামা!

যেমনটি আশা করেছিল, সাপটার অন্ত্রে চাপের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার খেলাই তাদের দুই বন্দীকে মুক্ত করে দিয়েছে। নাথান ঝাঁপিয়ে পড়ে দু-হাত দিয়ে মেয়েটার নিথর দেহ নিজের দিকে টেনে নিল। কাঁধে ঝুলিয়ে দ্রুত ছুটল নিরাপদ স্থানের দিকে। তার ভেঁজা শরীরটা পাড়ের মাটির উপর ছড়িয়ে দিল সে। মেয়েটির শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ, ঠোঁট দুটো একেবারে রক্তবর্ণ। নাথান তার নাড়িস্পন্দন পেল ঠিকই কিন্তু বেশ দুর্বল।

সাহায্যের জন্য অসহায়ভাবে একটু এদিক-সেদিক চোখ বুলাল। কেউ নেই আশেপাশে। এখন মেয়েটির পুণর্জীবন পাওয়াটা নাথানের উপরেই নির্ভর করছে। ঝুঁকিপূর্ণ জঙ্গল ভ্রমণের আগেই নাথানকে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং সিপিআর (কার্ডিও পালমোনারি রিসাসিটেইশন) সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু নাথান কোন ডাক্তার নয়। হাটু গেঁড়ে মেয়েটিকে উপুড় করে দিয়ে পিঠে হাত রেখে কয়েক বার চাপ দিতেই নাক-মুখ দিয়ে কিছু পানি ছিটকে বেড়িয়ে এল। এবার তাকে ঘুরিয়ে চিৎ করে দিয়ে মেয়েটির মুখ দিয়ে বাতাস ঢুকিয়ে দিল হৃদপিণ্ড সচল করার জন্য। ঠিক এই মুহূর্তে মধ্যবয়সী এক ইয়ানোমামো মহিলা জঙ্গল থেকে বের হয়ে এলো। আর সব ইন্ডিয়ানদের মতই তার উচ্চতাও ছিল পাঁচ ফুটের নিচে। গতানুগতিক বাটি ছাঁট চুল, কানে পালক ও বাঁশের তৈরি দুল। সাদা চামড়ার একজন মানুষকে ছোট একটি বাচ্চার উপর ঝুঁকে থাকতে দেখে মহিলার চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

নাথান জানত ব্যাপারটা দেখতে কেমন লাগবে। টামার হঠাৎ করে চেতনা ফিরে আসা শুরু করতেই দ্রুত উঠে দাঁড়াল সে। ব্যাথার বহির্প্রকাশ ঘটানো ছোট ছোট কাশি দিতেই তার মুখ দিয়ে কিছুটা পানি বের হয়ে এল। ছোট হাত দিয়ে নাথানকে খামচে ধরে রইলো মেয়েটি–সাপের আতঙ্ক চোখেমুখে। এখনও সেটা কাটে নি।

"এখন তুমি নিরাপদ, সোনা," ইয়ানোমামো ভাষায় বলে মেয়েটির হাত শক্ত করে ধরার চেষ্টা করল নাথান তারপর সবকিছু ব্যাখ্যা করার জন্য মহিলার দিকে ঘুরল, খাটো ইন্ডিয়ান তার বাস্কেট ফেলে দৌড়ে ঘন জঙ্গলে হারিয়ে গেছে ততোক্ষণে, তবে নির্বাক থাকলো না সে। বিশেষ এক ধরনের চিৎকার করতে থাকলো। নাথান জানে এই সংকেতের মানে কি–যখন গ্রামের কেউ আক্রমণের শিকার হয় তখনই এই সংকেত দেওয়া হয়।

"দারুণ, আসলেই দারুণ," চোখ দুটো বুজে ফেলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল নাথান।

প্রবীণ সামানের কাছ থেকে চিকিৎসাবিষয়ক জ্ঞান অর্জন করার জন্য নাথান চার সপ্তাহ আগে প্রথম যখন এই গ্রামে আসে দলীয়প্রধান তাকে স্থানীয় মহিলাদের থেকে দূরে থাকতে অনুরোধ করেছিলেন। অতীতে এমন সুযোগ ছিল যখন আগন্তুকেরা স্থানীয় মহিলাদের ভোগ করার সুযোগ গ্রহণ করত। নাথান সেই অনুরোধের সম্মান রেখেছে। এমনকি কিছু নারী তাদের বিছানা নাথানের সাথে ভাগাভাগি করার জন্য অত্যুৎসাহী থাকার পরও। তার ছয় ফুটের চেয়ে বেশি শারিরীক কাঠামো, নীল চোখ আর সোনালী চুল সবকিছুই নতুনত্বের প্রতীক হয়ে উঠেছিল এইসব মহিলাদের কাছে।

কিছুটা দূরে, দৌড়ে পালানো মহিলার চিৎকারে সাড়া দিল বেশ কয়েকজন ইয়ানোমামো। স্থানীয়ভাবে ইয়ানোমামোদেরকে 'দূর্ধর্ষ জাত' বলেও ডাকা হয়। আগে এই গোত্রের লোকজনকে বর্বর যোদ্ধা হিসেবে বিবেচনা করা হত।গ্রামের 'হুইয়াস' বা তরুণেরা বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ প্রকাশ্যেই তুমুল যুদ্ধে উপনীত হত কখনও প্রতিবেশী গোত্রের সাথে, কখনও বা নিজেদের মধ্যেই। আর এই বিবাদের কারণ হিসেবে থাকত তাদের উপর আরোপিত অভিশাপ মোচনের ব্যাপারটি অথবা সম্মানের আসন ধরে রাখা। কারো নাম ব্যঙ্গ করে বলার মত ছোটখাট অপমানসূচক কাজকে কেন্দ্র করে মারামারি বাঁধিয়ে পুরো গ্রাম ছারখার করে দেয়ার মত নজিরও এদের আছে।

নাথান বড়বড় চোখ করে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলো। এই ব্যাপারটিকে হুইসরা কিভাবে নেবে যেখানে এক সাদাচামড়ার মানুষ তাদেরই গোত্রের তাদেরই প্রধানের ভাইঝিকে আহত করেছে।

নাথানের পাশেই টামা শুয়ে আছে। মেয়েটার আতঙ্ক ধীরে ধীরে কাটতে থাকলেও কিছুক্ষণ পরপর ক্লান্তি তাকে অচেতন করে ফেলছে। তার শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিতই হচ্ছে কিন্তু নাথান যতবারই তার কপালে হাত রাখছে ততবারই ধেয়ে আসা জ্বরের উপস্থিতি বুঝতে পারছে সে। হঠাৎ তার চোখ গেল মেয়েটির শরীরের ডান দিকটাতে। কালচে হয়ে থাকা বুকের পাঁজরে হাত বুলাতেই নাথান বুঝতে পারলো অ্যানাকোন্ডা তার বিধ্বংসী চাপ দিয়ে টামার দুটি হাঁড় ভেঙে দিয়ে গেছে। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে নাথান গোড়ালির ওপর ভর করে বসে পড়তেই অসহায়ভাবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। মেয়েটিকে বাঁচাতে হলে এখনই চিকিৎসা দিতে হবে। মেয়েটিকে দু-হাতে তুলে নিল নাথান। সবচেয়ে কাছের হাসপাতালটি সাও গ্যানিয়েলের ছোট্ট এক শহরে, আর সেটাও নদীপথে নিদেনপক্ষে দশমাইল দূরের। তবু টামাকে সেখানেই নিতে হবে।

কিন্তু এখন সবচেয়ে বড় সমস্যার নাম হলো ইয়ানোমামো। কোন রাস্তা দিয়েই মেয়েটিকে নিয়ে দূরে যেতে পারবে না, পালানো তো দূরের কথা। এটা হলো ইন্ডিয়ানদের ভূখন্ড। নাথান এই ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে ভাল না জানলেও কিছুই যায় আসে না। কারণ সে তো তাদের কেউ না। এই আমাজনজুড়ে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে : *না বোয়েসি, ইঙ্গি আল সানি।* এই জঙ্গলে ইন্ডিয়ানরা সবকিছুই জানে। পাশাপাশি এরা অসাধারণ শিকারী, তীর-বর্শা-লাঠি ছোঁড়ায় দক্ষ আর ব্লো-গান তো আছেই। পালানোর কোন রাস্তা নেই তার।

নদী থেকে সরে এসে গাছে ঝুলতে থাকা শটগানটা তুলে কাঁধে ঝোলালো নাথান। দু-হাতে মেয়েটিকে উঁচু করে ধরে নিয়ে গ্রামের দিকে রওনা হল সে। যেভাবেই হোক তাদেরকে বোঝাতে হবে আসলে কি ঘটেছে। আর এটা করতে হবে নাথান আর টামা উভয়ের ভালর জন্যই।

সামনেই ইন্ডিয়ানদের গ্রাম—যেটাকে নাথান নিজের বাড়ি বলতো সেটা এখন মরণ-স্তব্ধ। প্রতি পদক্ষেপেই ব্যাথায় কুঁচকে উঠছে সে। চারপাশের সবকিছু যেন মৃত, শান্ত হয়ে গেছে। এমনকি সবসময় চলতে থাকা বানরের চিৎকার চেঁচামেচি, পাখির ডাক সবকিছুই

কেমন থেমে গেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাস্তার একটা বাঁক ঘুরতেই পথরোধ করে থাকা ইন্ডিয়ানদের সামনে পড়ে গেল সে। তীর-বর্শা এমনভাবে তাক্ করা যেন সেগুলো কেবল ছুঁড়তে বাকি। নড়াচড়ার শব্দ থেকে যতটা বুঝতে পারলো তার থেকেও বেশি ইন্ডিয়ানদের উপস্থিতি অনুভব করতে পারছে নাথান তার পেছনে।

ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের সৈন্যগুলো একটু দেখে নিল নাথান র‍্যান্ড। বোধহয় সবাই চলে এসেছে যুদ্ধ করতে। প্রস্তুতিও দারুণ! সবাই যার যার পজিশনে স্থির হয়ে আছে। সবাই লাল রঙে মুখ রাঙিয়ে ময়দানে হাজির। দু-জনকে বাঁচানোর একটা উপায় দেখতে পাচ্ছে নাথান, একটু অভিনয়, যেটা করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তার কিন্তু এটা ছাড়া উপায়ই বা কি?

"*নারবুশি ইয়াই ইয়াই!*" চিৎকার করে বলে উঠলো সে। "আমি আপনাদের কাছে ইনসাফ চাই!"

আগস্ট ৬, সকাল ১১:৩৮
সাও গ্যাব্রিয়েল কোচিরিয়ার বাইরে

ম্যানুয়েল অ্যাজভেদো জানে তাকে শিকার করা হচ্ছে। বনের সরু রাস্তা ধরে দৌড়াতেই জাগুয়ারটার মৃদু গুঞ্জন তার কানে এল। স্যাকরেড ওয়ের খাড়া পাহাড়ি রাস্তায় হোঁচট খেয়ে ঘামে ভেঁজা শরীর নিয়ে পড়ে গেল সে। সামনেই জঙ্গলের এক ফাঁক দিয়ে সাও গ্যাব্রিয়েলের একাংশ দেখা যাচ্ছে। ছোট এই মফস্বলটি রিও-নিগ্রো নদীর কোলে দাঁড়িয়ে আছে, আর বিশাল আমাজনের পানি বুকে নিয়ে বয়ে চলেছে উত্তরাঞ্চলের মধ্য দিয়ে।

চলে এসেছি...বেশ কাছেই চলে এসেছি।

পড়তে পড়তে বেশ খানিকটা নিচে গিয়ে একটা জায়গায় থামতেই পেছনে তাকালো সে। জাগুয়ারটার উপস্থিতি টের পাবার জন্য তার সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ। ডাল-পালা ভাঙার কিংবা ঝরাপাতার মরমর শব্দ...কিন্তু না। জঙ্গলি-বিড়ালটা কোথাও তার টিকিটাও প্রকাশ করল না এই আমাজনে। এমনকি জাগুয়ারটির শিকারী গুঞ্জনও থেমে গেছে। এটা সে জানত, শিকারকে দৌড়ের উপর রেখে ক্লান্ত করে দিয়ে এখন চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য খুবই সতর্কতার সাথে এগুচ্ছে ওটা।

মাথা সামান্য একটু উঁচু করে এদিক-সেদিক তাকাল ম্যানুয়েল। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক আর পাখির কিচিরমিচির শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনলো না। ঘাম ঝরছে তার মুখ দিয়ে। একদিকে উত্তেজনা চেপে রাখা অন্যদিকে শ্রবনেন্দ্রিয় সজাগ রাখতে রাখতে অজান্তেই তার একহাত চলে গেল কোমরে গোঁজা ছুরিটার হাতলে। অন্য হাতটিও ব্যস্ত থাকলো অপরপ্রান্তে ঝোলানো ছোট চাবুকটার উপর আঙুল বোলানোর কাজে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে চারপাশটা দেখে নিল ম্যানুয়েল। রাস্তার উভয় দিকে লতা-পাতা আর ঝোঁপঝাড়ে ঢাকা। কোন্ দিক থেকে আসতে পারে জানোয়ারটা?

একটা ছায়া সরে গেল। গোড়ালিতে ভর করে একটু ঘুরে গুঁটিসুটি মেরে থাকলো

ম্যানুয়েল। জঙ্গলের গভীরতা ভেদ করে কিছু দেখার জন্য মরিয়া তার চোখ দুটো কিন্তু কিছুই দেখতে পেলো না। কাছেই মসৃণ আর ছোপছোপ পশমের একটি ছায়া আবির্ভূত হল। কালো ও কমলা রঙের বাঘটা মাত্র দশ ফুট দূরেই। শিকার ধরার ঠিক আগ মুহূর্তেও প্রস্তুতি হিসেবে কাঁধ উঁচু রেখে মাথা নিচু করে লেজটা এদিক ওদিক নাড়াতে লাগল দু-বছর বয়সী কৈশোরে পা দেয়া পুরুষ জাগুয়ারটি।

শুকনো পাতার মরমর শব্দ বেশ ভালভাবেই জানান দিচ্ছে ওটার উপস্থিতি। ম্যানুয়েল আরেকটু গুটিয়ে গেল...শিকারের জন্য প্রস্তুত ওটা। তীক্ষ্ণ দাঁত বের করে ঘরঘর শব্দ করতে করতে জাগুয়ারটা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর।

দীর্ঘকায় জাগুয়ারটা ম্যানুয়েলের উপর পড়তেই দম আটকে এল তার। ব্যাথায় কুঁকড়ে উঠলো সে। উভয়ে জড়াজড়ি করতে করতে কিছুটা নিচে নেমে এল। গড়িয়ে পড়তেই ম্যানুর হালকা পাতলা দেহটা ছুঁয়ে গেল বাতাস। আমাজনের এই জগৎ ডুবে থাকে সীমাহীন সবুজের সাগরে আবার ভেসে ওঠে তীব্র সূর্যালোকের বন্যায়; শিহরিত হয় বর্ণিল পশম আর বড় দাঁতের ভয়ালদর্শণ প্রাণীদের দ্বারা!

জাগুয়ারটা ম্যানুয়েলকে থাবা দিয়ে জাপটে ধরতেই তার গায়ের খাকি পোশাক বেশ খানিকটা ছিঁড়ে গেল। খুলে পড়ল একটা পকেট। দাঁত বসিয়ে দিল তার কাঁধে। স্থলভাগের সমস্ত প্রাণীকুলের মধ্যে জাগুয়ার হল দ্বিতীয় শক্ত চোয়ালের অধিকারী, তবে তাসত্ত্বেও এটার দাঁত ম্যানুয়েলের কাঁধের মাংস চেপে ধরা ছাড়া কিছুই করতে পারল না।

বন্য ও সভ্যর এই যুগল গড়াতে গড়াতে তুলনামূলক একটি সমতল জায়গায় এসে থামতেই ম্যানুয়েল নিজেকে জাগুয়ারটার নিচে আবিষ্কার করলো। প্রাণীটা গোঙাতে গোঙাতে শার্টের ওপর কামড় বসানোর চেষ্টা করতেই প্রতিপক্ষের আগুনজ্বলা চোখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানল ম্যানু।

"তোমার হয়েছে, টর-টর?" মুখ দিয়ে দম ছাড়তে ছাড়তে বলল সে। যে নামে বিশাল বিড়ালটাকে ডাকা হল সেটা মূলত আরাওয়াফ ইন্ডিয়ানরা কোন ভুত বা আত্মাকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করে। কিন্তু যেহেতু বিশাল আকৃতির জাগুয়ারটি জেঁকে বসেছে ম্যানুর বুকের উপর সেহেতু এই নামটা উপযুক্ত মনে না হওয়ার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছে না। প্রভুর কণ্ঠ শুনেই জাগুয়ারটা শক্ত করে ধরে থাকা শার্ট হালকা করে দিয়ে খানিক তাকিয়ে থাকল তার দিকে। তারপর ওটার উষ্ণ অমসৃণ জিহ্বা দিয়ে ম্যানুর কপালের ঘাম চাটতে লাগল।

"আমিও তোমাকে ভালবাসি, সোনা, এবার আমাকে ছাড়ো।"

থাবাটা সরে যেতেই ম্যানুয়েল উঠে দাঁড়াল। জামা কাপড়ের বেহাল দশা দেখতে দেখতে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। তরুণ জাগুয়ারকে শিকারের প্রশিক্ষণ দেওয়া মানে তার ওয়ার্ডরোবে ছেঁড়া কাপড়ের আবর্জনা বেড়ে যাওয়া।

কাঁতরাতে কাঁতরাতে উঠে দাঁড়িয়ে ম্যানুয়েল তার পেছনে একটা গিট্টু দিল। তার বয়স মাত্র বত্রিশ কিন্তু এই খেলাটার জন্য এই বয়সটাকে বার্ধক্যই বলা যায়। বিড়ালটা পায়ের উপর ভর করে নিজেকে একটু প্রসারিত করল, তারপর শব্দ করে লেজ নাড়াতে

নাড়াতে বাতাসে নাক চালিয়ে গন্ধ শুঁকতে লাগল একেবারে পাক্কা শিকারীর মত। একটু হেসে জাগুয়ারের গলাটা বেঁধে দিল ম্যানুয়েল। "আজকের শিকার ধরা এ-পর্যন্তই। অনেক দেরি হয়ে গেছে। অফিসে আমার একগাদা রিপোর্ট জমে আছে।"

একটু রাগীসুরে আপত্তি জানালেও শেষ পর্যন্ত পেছন পেছন হাটা শুরু করল জাগুয়ারটি। বছর দুয়েক আগে নিঃস্ব এই শাবকটিকে বাঁচিয়েছিল ম্যানুয়েল। তখন ওটার বয়স ছিল মাত্র কয়েকদিন। ওর মা মারা পড়ে অবৈধ চামড়া ব্যবসায়ীদের হাতে। এটার চামড়া এমনি চড়া দাম যে কালোবাজার চাঙ্গা করে রাখত। সাম্প্রতিক ধারণানুযায়ী, এই গভীর আমাজনের পুরোটাজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জাগুয়ারের সংখ্যা পনের হাজারে নেমে এসেছে। প্রাণী সংরক্ষণমূলক কর্মকান্ড সেইসব দরিদ্র, মূর্খ ও বর্বর মানুষদের উপরে প্রভাব ফেলেছিল যারা এইসব প্রাণী বাণিজ্যের সাথে যুক্ত থেকে নিজেদের নূন্যতম চাহিদা মেটাত। তবে সত্যি কথা হল ক্ষুধার্ত পেট একজনের নৈতিকদৃষ্টির পরিধি কমিয়ে দেয়। আর তখন এসব জীবজন্তু বাঁচানোর দায়িত্ববোধ হয়ে পড়ে নিষ্ক্রিয়।

এই সত্যিটা আধা-ইন্ডিয়ান ম্যানুয়েল ভালভাবেই জানে। বার্সেলোর পথঘাটে, আমাজনের নদীর তীর ধরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে শৈশব কেটেছে তার। সেই সময়ে অনাথ ম্যানুয়েলকে প্রতিদিনের খাবার প্রতিদিনই সংগ্রহ করতে হত। কখনও ক'টা পয়সার জন্য ভিক্ষার হাত বাড়াতে হত ঘুরতে আসা পর্যটকদের কাছে, আবার কখনও হাত একেবারেই খালি হয়ে গেলে চুরি করত সে। ফলে একদিন তাকে রোমান ক্যাথলিক আওতাধীন সেলসিয়াল মিশনারিতে নিয়ে থাকা-খাওয়া ও পড়াশোনার সুযোগ করে দেয়া হয়। ম্যানুয়েল বেশ সফলতার সাথেই ইউনিভার্সিটি অব সাও-পাওলো থেকে বায়োলজিতে একটা ডিগ্রি নেয়। তার স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে দেয় ব্রাজিলিয়ান ইন্ডিয়ান ফাউন্ডেশন ফুনাই, আর এই স্কলারশিপের টাকা শোধ করতেই তাকে স্থানীয় ইন্ডিয়ানদের সাথে বিভিন্ন কাজ করতে হত। যেমন : ইন্ডিয়ানদের ঐতিহ্যগত আগ্রহের বিষয়-বস্তু, পুরনো জীবন-ধারা সংরক্ষণ করতে শেখানো, নিজেদের ভূ-খণ্ড বৈধভাবে নিজেদের দখলে রাখা, এসব। ত্রিশ বছর বয়সে সাও-গ্যাব্রিয়েলের স্থানীয় ফুনাই-এর অফিসের প্রধান করে পাঠানো হয় তাকে। ইয়ানোমামো অঞ্চলে বন্যপ্রাণীর চোরাকারবারিদের সম্পর্কে তদন্ত করতে গিয়ে তারই মত আরেক অনাথ টর-টরকে খুঁজে পায় সে। আক্রমণকারী এক দস্যুর লাথি খেয়ে ওটার পেছনের ডান পা-টা থেতলে যায়। প্রচন্ড আঘাত পেয়ে কাতরাচ্ছিল ছোট্ট প্রাণীটি। ম্যানুয়েল এটা উপেক্ষা করতে পারে নি। ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকা বাচ্চাটাকে কম্বলে জড়িয়ে বাড়িতে নিয়ে আসে সে। তারপর আজকের এই টর-টরকে এতো বড় করার জন্য সব রকম যত্ন নিতে থাকে।

ম্যানুয়েল তার সামনে ধীরে ধীরে ছুটতে থাকা টর-টরের দিকে তাকাল। ছোটবেলার আঘাত পাওয়া পা-টা এখনও কিছুটা বাঁকা। ম্যানুয়েল ভাবল, আর মাত্র একবছরেরও কম সময়ের মধ্যে তার আদরের টর-টর পরিপূর্ণ যৌবনে পা দেবে। তখন ওটার মাঝে বন্যতা এবং হিংস্রতা এতটাই বেশি হবে যে ওটাকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। তবে তার আগে নিজেকে বাঁচানোর সব কলা-কৌশল জানতে হবে ওকে।

জঙ্গলে অনভিজ্ঞদের কোন জায়গা নেই।

সামনেই জঙ্গলের শেষ মাথা ঢালু হয়ে স্যাকরেড ওয়ের পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে মিশেছে। জরাজীর্ণ আর পাকাবাড়ির সংমিশ্রণে বেড়ে ওঠা সাও-গ্যাব্রিয়েল ম্যানুর সামনেই বিস্তৃত হয়ে আছে। নিগ্রো নদীর চর দখল করে বেড়ে ওঠা স্থাপনার মধ্যে কিছু বড়বড় হোটেল এবং ঘর-বাড়িও চোখে পড়ে যেগুলো গত অর্ধশতকের মধ্যে গড়ে উঠেছিল ক্রমবর্ধমান পর্যটকদের থাকার জায়গা সংকুলানের জন্য। অদূরেই একটি বাণিজ্যিক বিমানবন্দর আছে এখানে। ওটার রানওয়ে দেখে মনে হয় যেন সবুজের বুকে বিশাল একটা কালো দাগ এঁকে দিয়েছে কেউ। এতসব কর্মকান্ড দেখে স্পষ্টতই বোঝা যায়, এই দূরের বন-জঙ্গলেও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কখনই থামবে না।

কপালের ঘাম মোছা শেষ হতেই ম্যানুয়েল ধাক্কা খেল টর-টরের সাথে। সে খেয়াল করল ওটা থমকে গিয়ে ঘরঘর শব্দ করছে। কোন বিপদ সংকেত!

"কি হয়েছে?"

তারপর সে নিজেও শুনতে পারল ওটা। সবুজের চাদরে ঢেকে থাকা পুরো জঙ্গলজুড়ে একটা শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, গভীর একটা স্পন্দন বাড়ছে ধীরে ধীরে। মনে হচ্ছে তাদের চারপাশ থেকেই আসছে। সংকুচিত হলো ম্যানুর চোখ, চিনতে পারল শব্দটা কিসের, যদিও এই শব্দ খুব কমই শোনা যায় এখানে। একটা হেলিকপ্টার। সাও-গ্যাব্রিয়েলে ভ্রমণ করা বেশিরভাগ লোকই রিভার বোট বা ছোটপাখার প্লেনে করে আসে। এই জঙ্গলে আসতে যে দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হয় তা হেলিকপ্টার দিয়ে দেওয়া কঠিন। এমনকি স্থানীয় ব্রাজিলিয়ান আর্মিদের বেসক্যাম্পেও এই ডানাওয়ালা যন্ত্র মাত্র একটা আছে, তা দিয়েই উদ্ধার কাজ থেকে শুরু করে চোরাকারবারীদের ধরার কাজ চলে।

শব্দের পরিমান বাড়ছে খুব দ্রুত, আর তাতেই মনে একটু খটকা লাগল। সে ভাল করেই বুঝতে পারলো হেলিকপ্টারের সংখ্যা একাধিক। আকাশের দিকে তাকিয়ে খুঁজলেও কিছুই চোখে পড়ল না তার। হঠাৎ টর-টর আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। কিছু একটা আঁচ করতে পেরে দৌড়ে পাশের ঝোঁপের আড়ালে গিয়ে লুকাল ওটা। তিনটি হেলিকপ্টারের একটি স্কোয়াড সশব্দ উড়ে গিয়ে চোখের পলকে মাউন্ট অফ স্যাকরেড ওয়ে অতিক্রম করে ছোট্ট শহরটার উপর চক্রাকারে ঘুরতে লাগল বোলতার ঝাঁকের মত। মিলিটারিদের এই হেলিকপ্টারের সবগুলোই ইউএইচ-১ হিউজ মডেলের।

ম্যানু মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাতেই চতুর্থ চপারটি তার ঠিক উপর দিয়ে হিসহিস শব্দ করতে করতে উড়ে গেল। প্রথম তিনটি থেকে এটি সম্পূর্ণ আলাদা ধাঁচের, চমৎকার গড়ন, রংটা চকচকে কালো। বিশেষ আকৃতির গঠন আর লেজের প্রান্তে থাকা পাখাগুলো দেখে এটাকে বেশ ভাল করেই চিনতে পারলো সে। মিলিটারিতে কিছুদিন কাজ করার সুবাদে এগুলো তার খুব পরিচিত। আরএ-৬৬ কমানখ মডেলের এই চপারটি ব্যবহৃত হয় শত্রুদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও আক্রমণের কাজে।

হালকা পাতলা হেলিকপ্টারটি ম্যানুর এত কাছ দিয়ে উড়ে গেল যে ওটার একপাশে ইউএস-এর ছোট্ট পতাকাটা চিনতে পারলো ভালভাবেই। বাতাসের তীব্র ধাক্কায় প্রকম্পিত

হল গাছপালার উপরের অংশ। বানরেরদল আতঙ্কে চেঁচামেচি করতে করতে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করতে লাগল, আতঙ্ক ছড়াল পাখিদের মাঝেও। লালডানার একঝাঁক টিয়াপাখি ছত্রভঙ্গ হয়ে উড়াল দিতেই নীল আকাশ যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে ছেয়ে গেল।

চতুর্থ হেলিকপ্টারটি ততক্ষণে ব্রাজিলিয়ান আর্মি বেসক্যাম্পের উপর ঘুরতে থাকা বাকি তিনটি হেলিকপ্টারের সাথে যোগ দিয়েছে। ভ্রু কুঁচকে থাকা ম্যানু শিষ দিয়ে টর-টরকে ডাকতেই ঝোঁপের আড়াল থেকে বেড়িয়ে এল ওটা। চোখেমুখে এখনও কিছুটা ভয়। "ভয় পেও না, সব ঠিক আছে," জাগুয়ারটির মাথায় হাত বুলিয়ে বলল সে।

কয়েক মুহূর্ত পর হেলিকপ্টারগুলো মাঠে নামতেই পাখার ধপ-ধপানি মিলিয়ে গেল। ম্যানু একটু এগিয়ে গিয়ে টর-টরের কাঁধে হাত রাখতেই ওটার ভেতরের ভয়ের পরিমাণ বুঝতে পারল, এই ভয় তাকেও বেশ গ্রাস করেছে। কোমরে গোঁজা চাবুকটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে হাতে নিল সে। "শালার স্টেট্স মিলিটারি! এই সাও-গ্যাব্রিয়েলে কি করতে এসেছে?" দম নিয়ে সামনের ঢালু রাস্তায় পা বাড়াল ম্যানুয়েল।

গভীর আমাজনের ঠিক মাঝে ইয়ানোমামোদের সেন্ট্রাল প্লাজা অবস্থিত। গ্রামের মাঝখানে প্লাজায় নাথান তার প্রতিপক্ষ বক্সারের সামনে নগ্ন অবস্থায় দাঁড়ালো। তার চারপাশে ইয়ানোমামো শাবানো ও ছোটছোট গোলাকৃতি ঘর বেষ্টন করে আছে। একটা ফুটবল মাঠের অর্ধেক পরিমাণ জায়গার সমপরিমাণ জায়গাজুড়ে অবস্থিত এই প্লাজার ছাদেও মাঝ বরাবর বেশ খানিকটা জায়গা খোলা যাতে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে। নারী এবং বৃদ্ধরা কলাপাতা ছাওয়া এক জায়গার দোলনার উপর আরাম করে বসেছে আর যুবকেরা ব্যস্ত অন্য কাজে। হুইয়াসদের সাথে তারা যোগ দিয়ে তীর-বর্শা তাক্ করে রেখেছে নাথানের দিকে যেন পালানোর কোন চেষ্টাই সে করতে না পারে।

প্রথম দিকে অস্ত্রের মুখে নাথানকে যখন ক্যাম্পে ফিরিয়ে আনা হচ্ছিল তখন সে তাদেরকে সব রকমভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল আসলে কি ঘটেছে—অ্যানাকোন্ডার কামড়ে সৃষ্ট কব্জির দগদগে ক্ষত প্রমাণস্বরূপ দেখানোর পরও তার কথা কেউ কানে তোলে নি। এমনকি গ্রামের প্রধান, যে নাথানের হাত থেকে মেয়েটিকে তুলে নিয়েছিল, এমনভাবে তাকে অবজ্ঞা করল যেন সে বিরাট বড় একটি অপরাধ করেছে।

নাথান বেশ ভালভাবেই জানত এই বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার কোন কথাই শোনা হবে না। ইয়ানোমামোরা এরকমই বিচার করে। নাথান এই দ্বৈত-যুদ্ধ করার দাবি করেছে কিছুটা সময় পার করার জন্য। আর তাই যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ তার কথা শুনবে না। এখন শুধুমাত্র ঈশ্বর যদি তাকে জয়ের মুখ দেখান তবেই সে কিছু বলতে পারবে এই যুদ্ধবাজ ইয়ানোমামোদের কাছে।

খালি পায়ে কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে নাথান। অপরপ্রান্তে একদল হুইয়াস বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত কে যুদ্ধে নামবে, কোন অস্ত্র ব্যবহার করা হবে এসব নিয়ে। প্রথাসিদ্ধ দ্বৈত-যুদ্ধে সাধারণত নাবরুশি, হালকা লাঠি, সূঁচালো মাথার আট ফুটের লম্বা লাঠি ব্যবহার করা

হয় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে ব্যবহার করা হয় বিশালাকৃতির ছুরি বা বর্শার মত প্রাণঘাতি অস্ত্র।

হঠাৎ থেমে গেল চিল্লাপাল্লা, সরে গেল মানুষের দল। একজন ইন্ডিয়ান সামনে এগিয়ে এল। স্থানীয় গোত্রের মানুষ হিসেবে যথেষ্ট লম্বা এই মানুষ প্রায় নাথানের মতই। পেশীবহুল এই পুরুষটির নাম তাকাহো, সে গোত্রপ্রধানের ভাই। তবে তার চেয়েও বড় ব্যাপার হলো সে টামার বাবা। পরনে অন্তর একটা কোমরবন্ধনী ছাড়া আর কিছুই নেই যেটার ঝুলে থাকা সামনের অংশ তার লিঙ্গের অগ্রভাগ পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে। সারা বুকজুড়ে উজ্জ্বল বর্ণে ও রেখায় সজ্জিত তাকাহো মাথায় বানরের লেজের হেডব্যান্ড পরে মুখে গাঢ় রং মেখে রণক্ষেত্রে হাজির হয়েছে। নিচের ঠোঁটে তামাকের পুরুস্তর তাকে পুরোপুরি এক যোদ্ধার রূপ দিয়েছে যেন। সে এক হাত বাড়িয়ে দিতেই একজন ইন্ডিয়ান পড়িমরি করে ছুটে এসে তার হাতে বড়সড় একটা কুড়াল ধরিয়ে দিল। কালচে লাল রঙের স্নেইক-উডের হাতলটা একটু বাঁকানো আর অগ্রভাগে স্টিলের সূঁচালো একটি ক্যাপ লাগানো।

যেকোন দ্বৈতযুদ্ধের ক্ষেত্রে এই ভয়ালদর্শন হাতিয়ারের পক্ষে নৃশংস দৃশ্যের অবতারণা করা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এরকম আরেকটি কুড়াল দেওয়া হল নাথানের হাতেও। তার অপরপ্রান্তে এক হুইয়াসকে দৌড়ে আসতে দেখল নাথান। ওর হাতে একরকম তৈলাক্ত তরল পদার্থের পাত্র। হুইয়াসটা তরলে ভরা পাত্র তুলে ধরতেই তাকাহো তার কুড়ালের মাথাটা তরলের মধ্যে চুবিয়ে নিল।

নাথান জলবৎ পদার্থটাকে চিনতে পারলো সহজেই। কিছুদিন আগে এক শামানকে এটা বানাতে শিখিয়েছিল সে। স্থানীয় ভাষায় এটাকে বলে 'উরারি' আর ইংরেজরা বলে 'কিউয়ারি।' মুনসিড গোত্রের একধরনের বিশেষ লতানো আঙ্গুর গাছের আঙ্গুর থেকে বেরা এই বিষ এতটাই মারাত্মক যে মুহূর্তেই এটা যেকারো স্নায়ুকে অকেজো করে দিতে পারে। এই বিশেষ পয়জনটা বানানো হয়েছিল মূলত বানর শিকার করার জন্য কিন্তু আজকে এটা ব্যবহৃত হতে যাচ্ছে আরও অশুভ একটি কাজে!

চারপাশে একটু দৃষ্টি বুলালো নাথান। তার জন্য কেউ কোন পাত্র আনল না যাতে সেও তার কুড়ালটার মাথা ভেঁজাতে পারে। গ্রামপ্রধান মাথার উপর তার ধনুক তুলে ধরে বিশেষ এক ধরনের শব্দ করল যেন যুদ্ধটা এখনই শুরু হবে। অসামান্য দক্ষতার সাথে হাতের কুড়ালটা ঘোরাতে ঘোরাতে প্লাজার প্রান্ত বরাবর হাটতে লাগিল তাকাহো।

নাথানও তার কুড়ালটা একটু উপরে তুললো। কিভাবে জিতবে সে এখানে? প্রতিপক্ষের অস্ত্রের সামান্য একটু খোঁচা খাওয়া মানে অবধারিত মৃত্যু। টামাকে বাঁচানোর জন্যই সে আজ এখানে কিন্তু তাকে বাঁচাতে চাওয়া মানে তার বাবার মৃত্যু হতে হবে নাথানের হাতে। নিজের ভারসাম্য ঠিক রাখতে হাতের কুড়ালটা বুক বরাবর সোজা তুলে ধরল নাথান। প্রতিপক্ষের ক্রোধান্বিত চোখ তাকে খেয়ে ফেলতে চাইছে যেন।

"আমি তোমার মেয়েকে আঘাত করি নি," রাগ ও হিংস্রতা জড়ানো গলায় চিৎকার করে বলে উঠলো সে।

তাকাহোর চোখ দুটো সংকুচিত হয়ে গেল। নাথানের বক্তব্য তার কানে পৌঁছেছে ঠিকই কিন্তু অবিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তার চোখে। মেয়ের কথা মনে উঠতেই সে অন্যদিকে দৃষ্টি দিল যেখানে গ্রামের শামান তার মেয়ে টামাকে সারিয়ে তোলার কাজে ব্যস্ত। ছিপছিপে লম্বা এই বৃদ্ধ শামান মেয়েটার উপর ঝুঁকে মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে শুকনো ঘাস, লতাপাতা পুড়িয়ে ধোঁয়ার একটি আস্তরণ তৈরি করে ফেলেছে তাদের চারপাশ ঘিরে। লতাপাতা ও লবণের মিশ্রণ এক ধরনের কটু গন্ধের সৃষ্টি করেছে যা নাথানের নাকেও ধরা পড়ল। অনেক প্রচেষ্টা চলছে কিন্তু মেয়েটা এখনও নিথর।

নাথানের দিকে দৃষ্টি হানল তাকাহো। হুঙ্কার দিয়ে ইন্ডিয়ানটা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার দিকে, হাতের কুড়ালটা চালালো একেবারে নাথানের মাথা বরাবর।

অল্পবয়সে কুস্তির প্রশিক্ষণ নেওয়া নাথান ভালভাবেই জানে একেবারে শেষ মুহূর্তে নিজেকে কিভাবে সরিয়ে নিতে হয়। সে খুব দ্রুত নিচু হতেই তাকাহোর কুড়ালটা তার মাথার উপর দিয়ে চলে গেল, আর সেই সুযোগে নিজের অস্ত্রটা চালালো প্রতিপক্ষের পা লক্ষ্য করে। তীব্র এক ঝাঁকুনি খেয়ে তাকাহো পড়ে গেল কাদায়। মাথার ব্যান্ডটাও ঢিলে হয়ে গেল। নাথান কঠিন আঘাতের পরিবর্তে কুড়ালের ধারহীন প্রান্ত দিয়ে আঘাত করায় তাকাহোর কোথাও জখম হলো না। সে কাদার মধ্যে পড়তেই নাথান তার বিশাল দেহ নিয়ে ইন্ডিয়ানটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলো। *একবার যদি তাকে বোঝাতে পারতাম!*

কিন্তু চিতার ক্ষিপ্রতায় একপাশে সরে গেল তাকাহো। আবারো তার কুড়ালের ঘা বসিয়ে দিল নাথানের দিকে। বিষাক্ত ব্লেডটা একেবারে নাকের সামনে দিয়ে সাই করে নাথানের দু-হাতের মাঝ দিয়ে কাদার মধ্যে আছড়ে পড়ল। "মরতে মরতে বেঁচে গেছি।"

আবারো নাথানের উপর আঘাত এলে এবার সে যথেষ্ট দেরি করে ফেলল। তাকাহোর আক্রমণকে ধোঁকা দিতে পারল না, ওর বন্যপায়ের সজোরে লাথি এসে লাগল নাথানের মাথায়। কাদায় মধ্যে ছিটকে পড়ল নাথান। তার মনে হতে লাগল যেন সে দু-কানে বাতাসের শন শন শব্দ শুনতে পাচ্ছে। আঘাতের চোটে তার পেশীবহুল হাতে ধরে থাকা কুড়াল ছিটকে পড়ল দর্শকদের মধ্যে। কেটে যাওয়া ঠোঁটের রক্ত মুছতে মুছতে নাথান উঠে দাঁড়াল খুব দ্রুত। তার প্রতিপক্ষও দাঁড়িয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

কাদার মধ্যে গেঁথে যাওয়া কুড়ালটা নেবার জন্য তাকাহো একটু নিচু হতেই নাথান ওর কাঁধের উপর দিয়ে শামানের দিকে খেয়াল করল। বৃদ্ধ লোকটা ধোঁয়ার কুন্ডলী সৃষ্টি করেছে টামার ঠোঁট ও মুখের চারপাশে। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আগে খারাপ আত্মাকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া এটি। শামানের চারপাশে আরও কিছু হুইয়াসও যোগ দিয়েছে তার সাথে মন্ত্র আওড়ানোর জন্য—যেন দুষ্ট আত্মার মৃত্যু খুব তাড়াতাড়ি হয়।

তাকাহো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গর্জন করতে করতে নাথানের দিকে ফিরল। মুখের লাল রঙ দেখে মনে হচ্ছে যেন ক্রোধের আগুন। মুহূর্ত পরেই হাতের কুড়ালটা ঘোরাতে ঘোরাতে নাথানের দিকে ধেয়ে আসতে লাগল সে।

এভাবেই মরছি তাহলে! একটু পেছনে সরে যেতে যেতে ভাবল নিরস্ত্র নাথান। আরও একটু পেছনে সরতেই ইন্ডিয়ানদের তাক্ করে রাখা অস্ত্রের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল তার।

পালানোর কোন রাস্তাই নেই। এদিকে তাকাহো এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। চূড়ান্ত আঘাতের জন্য অপেক্ষা...ধীরে ধীরে কুড়ালটা উঁচু করে ধরল ওর মাথা বরাবর। মৃত্যু থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে থাকা নাথান ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যতই বেঁকে যাচ্ছে পেছন দিকে তার নগ্ন পিঠে ইন্ডিয়ানদের বর্শার খোঁচা অনুভব করতে পারছে বেশ ভালভাবে।

তাকাহো দু-হাতের সমস্ত শক্তি দিয়ে কুড়ালটা ধরে নাথানের মাথা বরাবর কোপ বসাতে উদ্যত।

কুড়ালটা নামছে। স্পন্দন বাড়ছে নাথানের।

"ইউলো!" তীক্ষ্ণ চিৎকারটা ছড়িয়ে পড়ল মন্ত্র পড়তে থাকা হুইয়াসদের শোরগোল ছাপিয়ে। "থামো!"

যে আঘাতের ভয়ে নাথান আড়ষ্ট হয়ে গেছিল সেই আঘাত আর তার উপর এসে পড়ল না। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলেও মুখ তুলে তাকাল সে। তাকাহোর কুড়ালটা তার মুখ থেকে মাত্র ইঞ্চিখানেক দূরে স্থির হয়ে আছে। এক ফোঁটা বিষ বেয়ে পড়ল ওটা থেকে নাথানের চিবুকে।

যে শামান চিৎকার করে উঠেছিল সে মানুষজন ঠেলেঠুলে একেবারে প্লাজার মাঝখানে চলে এল হাঁফাতে হাঁফাতে। "জ্ঞান ফিরেছে তোমার মেয়ের।" নাথানের দিকে নির্দেশ করল সে তারপর, "তোমার মেয়ে বলছে তাকে নাকি বড় একটা সাপের হাত থেকে এই সাদা লোকটা বাঁচিয়েছে।"

সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল এবার টামার দিকে, কিছু মহিলা গুয়াড ফলের খোসা দিয়ে বানানো পানিরপাত্র ধরে রেখেছে টামার মুখের সামনে। সেই পাত্র থেকে দূর্বলভাবে আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে পানি পান করছে মেয়েটি।

তাকাহো নাথানের দিকে তাকাতেই তাদের মধ্যে চোখাচোখি হল। মেয়েটির পিতার কঠিন অভিব্যক্তি ধুয়ে-মুছে গেল পরিত্রাণের স্রোতে। হাতের অস্ত্রটা কাদার মাঝে ছুঁড়ে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর একটা খালি হাত নাথানের কাঁধের উপর রেখে সজোরে তাকে বুকে টেনে নিল।

"জ্যাকো," নাথানকে খুব শক্ত করে ধরে বলল সে। "ভাই।"

আর এভাবেই কঠিন এই পরিস্থিতির সমাপ্তি ঘটল।

তাকাহোর ভাই অর্থাৎ গোত্রপ্রধান সামনে এগিয়ে এল ভিড় ঠেলে। "তুমি লড়েছ সুসুরি অ্যানাকোন্ডার সাথে, ওটার খপ্পর থেকে আমাদের মেয়েকে বাঁচিয়েছ।" সে তার চুলে গোঁজা পালক থেকে একটা লম্বা পালক খুলে নাথানের চুলে গুঁজে দিল। এই পালক দূর্লভ ও হিংস্র জাতের এক ঈগলের। যে কারো জন্যই এটা আরাধ্যের বিষয়। "তুমি আর কোন নেইব নও, বাইরের কেউ নও। তুমি এখন জ্যাকো...ভাই...আমার ভাই, আমার ভায়ের ভাই, তুমি আজ থেকে একজন ইয়ানোমামো।"

বিরাট একটা আনন্দ ধ্বনিতে জেগে উঠলো সমগ্র শাবানো।

নাথান জানে এই সম্মান যেকোন সম্মান থেকেও বড় কিন্তু তার মনে অন্য একটা শঙ্কা দানা বেঁধে ছিল অনেক আগে থেকেই। "আমার বোন," টামার দিকে দেখিয়ে বলল

নাথান। ইয়ানোমামোদের মধ্যে কারো নাম ধরে ডাকা একেবারেই নিষিদ্ধ, হোক সে পুরুষ অথবা নারী। টামা শোয়া অবস্থায় একটু কাতরে উঠলো। "আমার বোনের অসুস্থতা এখনও কাটে নি। ওকে সাও-গ্যাব্রিয়েলে নিয়ে গিয়ে ওখানকার ওষুধপত্র দিলে আমার মনে হয় ও সুস্থ হয়ে যেত।"

বৃদ্ধ শামান এবার এগিয়ে এল এ-কথা শুনে। নাথান শামানের এগিয়ে আসা দেখে কিছুটা ভয় অনুভব করল। তার ভয় শামানটি হয়ত এমন কিছু বলবে যে তার চিকিৎসাই মেয়েটির অসুস্থতা দূর করার জন্য যথেষ্ট। স্বাভাবিকভাবেই শামানরা খুব উচ্চগোত্রীয় হওয়ায় তাদের কথা বা কাজের উপর অন্য কারোর হস্তক্ষেপ মোটেই ভালভাবে দেখা হয় না। কিন্তু বয়স্ক শামানটি সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে নাথানের ঘাড়ে হাত রাখায় ঘটনা ইতিবাচক দিকেই মোড় নিল। "আমাদের এই নতুন ভাইটি সুসুরির হাত থেকে আমাদের বোনকে বাঁচিয়েছে। ঈশ্বর তাকে আমাদের বোনের রক্ষাকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমাদের উচিত সেই ঈশ্বরের কথাই শোনা। তার চিকিৎসার জন্য আমি আমার সাধ্যমত করেছি, এরপর কিছু করা আমার ক্ষমতার বাইরে।"

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে নাথান তার মুখে লেগে থাকা পয়জন মুছতে লাগল সতর্কতার সাথে, যেন সেটা আবার তার ঠোঁটের ক্ষতস্থানে না লাগে। নাথান ভাবল এই বৃদ্ধ শামান যা করেছে তা আসলে যথেষ্ট থেকেও বেশি। তার প্রাকৃতিক চিকিৎসা মেয়েটার জীবন ফিরিয়ে এনেছে, হোক সেটা কিছু সময়ের জন্য। মোছা শেষ হতেই বৃদ্ধ শামানকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে তাকাহোর দিকে ফিরল সে। "তোমার ডিঙ্গি নৌকাটা পেলে ভালই হত, ভাই।"

"আমার যা আছে সব তোমার," বলল তাকাহো। "আমিও তোমার সাথে সাও-গ্যাব্রিয়েলে যাবো।"

সায় দিল নাথান। "তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের।"

অল্পসময়ের মধ্যেই বাঁশ ও পাম পাতায় বানানো স্ট্রেচারে টামাকে শুইয়ে স্ট্রেচারসহ নৌকাতে নিয়ে রাখা হল। তাকাহো চট করে পোশাক বদলে এল তবে এবার বড় আয়তনের হাতাকাটা ট্যাংক টপ আর হাটু পর্যন্ত নাইকি শর্টস। নৌকার সামনের অংশে নাথানকে যেতে বলে নৌকায় চড়ে বসল তাকাহো, তারপর সে বৈঠা দিয়ে পানিতে ধাক্কা দিতেই তাদের নৌকা নেগ্রো নদীর মূল স্রোতে এসে পড়ল। এই নদীই তাদেরকে সাও-গ্যাব্রিয়েলে নিয়ে যাবে।

দীর্ঘ দশ মাইল যাত্রায় নীরবই রইল তাদের সঙ্গী। টামা কখনো সজাগ, কখনো ঘোরের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। আবার মাঝেমাঝে মৃদু কাতরানোর শব্দ আসছে ওর কোমল কণ্ঠ থেকে। নাথান একটা কম্বল জড়িয়ে দিল ছোট্ট মেয়েটার শরীরে।

পরিচিত রাস্তা দিয়েই নৌকা চালাচ্ছে তাকাহো। ভেঙে পড়া ডালপালা আর নুয়ে আসা গাছের ভেতর দিয়ে দক্ষতার সাথে পানির সবচেয়ে দ্রুত প্রবাহগুলোর মধ্য দিয়ে। একটু ঢালুর দিকে নেমে তাদের নৌকা গতি পেতেই বর্শা দিয়ে মাছ ধরতে থাকা বেশ কিছু প্রতিবেশী ইয়ানোমামোদের অতিক্রম করল তারা। নাথান দেখল এক ইয়ানোমামো মহিলা

কালো রঙের একরকম পাউডার উপর থেকে পানিতে ভাসিয়ে দিচ্ছে। নাথান জানে সে কি করছে। আয়াইয়া নামক এক রকম আঙ্গুর শুকিয়ে গুড়ো করে তা নদীর বিশেষ এক জায়গায় ফেলা হয়। সাধারণত উচুঁ জায়গায় যেখান থেকে পানির স্রোত কিছুটা নীচে নেমে আসে, পানির চাপে সেই পাউডার তলিয়ে যায়, আর তারপরই শুরু হয় আসল কাজ। পানিরতলে অবস্থান করা মাছগুলো এই পাউডারের প্রভাবে অনেকটা বোধহীন হয়ে পড়ে, তখন উপরে উঠে আসা ছাড়া কিছু করার থাকে না। উপরে অপেক্ষারত পুরুষ ইয়ানোমামোরা সাথে সাথেই সেগুলো যার যার অস্ত্র দিয়ে ঘায়েল করতে থাকে। সমগ্র আমাজনজুড়ে ব্যবহৃত মাছ ধরার এই রীতি অনেক প্রাচীন। কিন্তু কতদিন টিকে থাকবে এই রীতি, এই ঐতিহ্য? এক প্রজন্ম? দুই প্রজন্ম? তারপর একদিন চিরতরে হারিয়ে যাবে এই কৌশলগুলো। নিজের আসনে দৃঢ়ভাবে বসে এই আমাজনে নির্দিষ্ট কিছু গোত্রের কথা ভাবল নাথান। যাদেরকে কখনো বশে আনা যায় না। সভ্যতা পুরো জঙ্গলজুড়ে প্রভাব বিস্তার করবে এসব কম সভ্যমানুষদের সভ্য বানানোর জন্য, এর ফলাফল ভাল হোক বা খারাপ হোক তাতে কিছুই যায় আসে না।

তারা আরেকটু সামনে এগোতেই নাথানের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সামনের গাছপালার ঘন সারির দিকে। এখানকার গাছের শাখা-প্রশাখাগুলো এত বড় আর বিস্তৃত যে নদীর দুই প্রান্তকে সংযোগকারী প্রাকৃতিক ব্রিজ তৈরি হয়ে গেছে আপনাতেই। সভ্য জগতের ছোঁয়া না লাগলেও প্রকৃতি যে নিজ থেকেই অনেক অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে পারে তার ভাল নিদর্শন এগুলো। গুনগুন, তীক্ষ্ণ চিৎকার, কর্কশ ও ঘোঁতঘোঁত শব্দে বিধৌত নাথানের চারপাশ ও আমাজনের পুরো বর্ণিল জগৎ।

নদীর একপাশে একদল ফল-খেকো বানর হই-হুল্লোড় করে এগাছ-ওগাছ করতে লাগল। তার ঠিক নিচে কমলা রঙের লম্বা ঠোঁটের বেশ কিছু কাদা-খোঁচা পাখি মাছ ধরায় ব্যস্ত। ওদের থেকে একটু ওপরে ডাঙ্গার দিকে বেশ কিছু শূকোরমুখো আমাজনিয় কুমির যার যার বাসস্থানে বসে রোদ পোহাচ্ছে। তাদের খুব কাছেই, একটু ওপরে, বোলতা ও বড় বড় ডাস-মাছির ঝাঁক মেঘের মত ভেসে বেড়াচ্ছে তাদের ক্ষুদ্র দেহে সূর্যের আলো প্রতিফলিত করতে করতে।

এখানে এই আমাজনে সবকিছুই নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী চলে। সীমাহীন এই জঙ্গল এতই রহস্যে ভরা যে মনে হয় এই জঙ্গল বা রহস্যের সবকিছুই অভেদ্য। এই গ্রহে এই আমাজনই একমাত্র অঞ্চল যেটা এখনো পুরোপুরি আবিষ্কার করা হয় নি। এখনো অনেক জায়গা আছে যেখানে পড়ে নি মানুষের পায়ের ছাপ। আর এগুলোই সেই রহস্য, সেই বিস্ময় যার মোহে মোহিত হয়ে নাথানের বাবা-মা তাদের জীবনটা কাটাতে চেয়েছিল এখানে, ফলে এই বিশাল বনের প্রেম-ভালোবাসায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে তাদেরই একমাত্র সন্তান।

নাথান দেখল তারা জঙ্গল অতিক্রম করে সভ্যজগতে পা রাখতে শুরু করেছে, চারদিকে সেই সভ্যতারই চিহ্ন ফুটে উঠছে ধীরে ধীরে। তারা বুঝতে পারল তাদের নৌকা সাও-গ্যাব্রিয়েলের একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছে। শহর যে কাছেই তা নদীর পাড়ে

কাজ করতে থাকা কয়েকজন কৃষককে দেখেই বোঝা গেল। নাথানদের নৌকা নদীতীরে খেলায় মগ্ন একদল ছেলেপুলেকে অতিক্রম করতেই ওরা একে অন্যকে নৌকাটা দেখাতে লাগল। যেন রকে টযুগের মানুষ ডায়নোসোর দেখছে। মাত্র অতিক্রম করে আসা আমাজনের শব্দের ঘনত্ব কমতে থাকলেও নাথানের নৌকা প্রবেশ করছে নতুন এক জগতে, নতুন এক বিশ্বে যেখানে শব্দের কারখানা গড়ে উঠেছে সারিসারি। ডিজেলচালিত ট্রাক্টরের শব্দ আসছে কৃষি জমি থেকে, তাদের ছোট্ট নৌকার আশপাশ দিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে চলা নৌকা থেকে আসছে ইঞ্জিনের শব্দ। আবার দু-একটা খামার বাড়ি থেকে রেডিওর শব্দও ভেসে আসছে।

কিছুক্ষণ পরেই তারা একটা মোড় নিতেই পেছনের জঙ্গল হঠাৎ করেই যেন উধাও হয়ে গেল। সাও-গ্যাব্রিয়েলের ছোট্ট এই শহরকে দেখে মনে হয় এটা যেন ক্যান্সার আক্রান্ত কোন কোষ যা এই জঙ্গলের পেটটাকে খেয়ে ফেলতে ফেলতে বড় হচ্ছে। নদীর আশেপাশে যে স্থাপনাগুলো আছে তার মধ্যে সরকারী কিছু দালানকোঠা আর বাকিরা সব জলে ভেঁজা রোদে পোড় খাওয়া, স্যাঁতস্যাঁতে কাঠের তৈরি। একটু দূরে, বেশ কিছু ঘর-বাড়ি পাহাড়ের গা বেয়ে গড়ে উঠেছে পরজীবীর মত। নাথানের নৌকার খুব কাছেই জাহাজঘাট ও পণ্যবাহী বড় বড় বার্জ। সব জায়গাতেই পর্যটকরা গিজ গিজ করছে।

নৌকা ভেড়ানোর জন্য নদীর পাশে একটা খোলা জায়গা দেখিয়ে তাকাহোর দিকে ফিরলো নাথান। সে দেখলো ইন্ডিয়ানটি তীব্র ভয় নিয়ে চেয়ে আছে শহরের দিকে। ভীত তাকাহোর বৈঠা কখন যে বুকের সাথে আটকে ধরেছে তা নিজেও জানে না বোধহয়।

"দুনিয়াটা এসবে ভরে গেছে," অস্ফুট স্বরে বললো সে।

নাথান আবার দৃষ্টি দিল শহরের দিকে। সর্বশেষ সে এখানে এসেছিল মাত্র দু-সপ্তাহ আগে কিন্তু এরমাঝেই যে পরিবর্তন, যে কর্মযজ্ঞ তা তাকেই অবাক করে দিচ্ছে। সে ভাবল, সেখানে এত যান্ত্রিকতা আর হই-হুল্লোড় দেখে সেই মানুষ কিভাবে স্বাভাবিক থাকে যে কোনদিনই আমাজনের কোল থেকেই বের হয় নি? নির্দিষ্ট একটি জায়গা দেখিয়ে নৌকা ভেড়াতে ইশারা করল সে।

"তোমার মত একজন বড় যোদ্ধাকে ভয় পাইয়ে দেয়ার মত কিছুই নেই এখানে, বুঝলে? এখন চল, মেয়েকে হাসপাতালে নিতে হবে দ্রুত।"

সায় দিল তাকাহো, ভয়ের জগৎ থেকে ফিরে আসতে আসতে। তার চোখেমুখে আবার সেই পুরনো শঙ্কার ছায়া ভেসে উঠল স্ট্রেচারে শোয়ানো টামার নিথর দেহের দিকে তাকাতেই। নাথানের দেওয়া নির্দেশিত পথেই নৌকা ধীরে ভেড়াচ্ছে সে কিন্তু তার দৃষ্টি ও চিন্তা ভাবনার বড় একটা অংশজুড়ে আছে তার আশেপাশের এই যান্ত্রিক জগৎ। নৌকা থামতেই দু-জনেই হাত লাগালো টামার স্ট্রেচারটা নৌকা থেকে নামানোর কাজে।

নড়াচড়া লাগতেই টামা একটু কাতরে উঠল। চোখের পাতাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠতেই চোখের ভেতরের সাদা অংশ দেখা গেল সহজেই। এখানে আসার সময়টুকুর মধ্যে বেশ মলিন হয়ে গেছে সে।

"খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের।"

দু-জনে ধরাধরি করে স্ট্রেচারটা নামিয়ে কাদাপানিযুক্ত পথে একটু সামনে এগোতেই হা-করে তাকিয়ে থাকা মানুষের দৃষ্টি ও আশেপাশের ঘরবাড়ি থেকে আসা পর্যটকদের ক্যামেরার লাইটের তীব্র আলোয় বাঁধা পড়তে হল তাদের। তাকাহোর পরনে যদিও 'সভ্য' পোশাক তারপরও তার মাথার বানরের লেজের ব্যান্ড, কানে গোঁজা পালক আর মাথার বাটিছাট চুল এগুলো বেশ ভালভাবেই জানান দিচ্ছে লোকটি আমাজনিয় ইন্ডিয়ান গোত্রের একজন।

সৌভাগ্যবশত একতলা হাসপাতালটি তাদের খুব কাছেই কাদামাটির রাস্তার শেষ প্রান্তে। মূল প্রবেশপথের ঠিক ওপরে রেডক্রসের প্রতীক অংকিত পতাকাটাই একমাত্র চিহ্ন যা দেখে বোঝা যায়, এটা একটা হাসপাতাল। তবে নাথান এর আগেও এখানে এসেছে মানাউস থেকে আসা কর্তব্যরত এক ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করতে। খুব দ্রুত রাস্তা ছেড়ে প্রধান ফটক দিয়ে হাসপাতালের ভেতর ঢুকতেই অ্যামোনিয়া ও ব্লিচিং পাউডারের গন্ধে নাক জ্বলে উঠল ওদের কিন্তু ভেতরটা খুব চমৎকারভাবেই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। ঠাণ্ডা বাতাস মুখ ছুঁয়ে যেতেই নাথানের মনে হল যেন ভেঁজা টাওয়েলে মুখ রেখেছে সে।

কয়েকজন নার্সকে অতিক্রম করে এক মহিলার সাথে দ্রুত কথা বলতে শুরু করে দিল নাথান। তার কাছ থেকে সব শুনে ছোট গড়ন ও ভাল স্বাস্থ্যের এই মহিলার ভ্রু কুঁচকে গেল। যতক্ষণ পর্যন্ত না নাথান বুঝতে পারলো সে ইয়ানোমামোদের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলছে না ততক্ষণ পর্যন্ত মহিলার ভ্রু কুঁচকেই থাকলো। বোঝার সাথে সাথেই তার মুখের ভাষা পর্তুগিজ ভাষায় পরিবর্তিত হল। "এই মেয়েটাকে অ্যানাকোন্ডা আক্রমণ করেছিল, মনে হয় কিছু হাঁড়ও ভেঙে গেছে। কিন্তু আমার মনে হয় ও যে ভয় পেয়েছিল সেটাই বেশি মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।"

"এদিকে আসুন," মহিলা তাদেরকে দুইপাল্লার একটা দরজার দিকে যেতে নির্দেশ দিল, তারপর সন্দেহভরা দৃষ্টি হানল তাকাহোর দিকে।

"ইনি মেয়ের বাবা?"

সায় দিল নাথান।

"ডা: রড্রিগেজ ডাক্তারি এক সভার জন্য বাইরে আছেন, কিন্তু জরুরিভিত্তিতে আসার জন্য তাকে আমি কল করতে পারি।"

"ঠিক আছে, তাই করুন," বলল নাথান।

"মনে হয় আমি সাহায্য করতে পারব," অন্য একটা কণ্ঠ বলে উঠল পেছন থেকে।

নাথান ঘুরে দাঁড়াল।

লালচে বাদামী লম্বা চুলের ছিপছিপে দীর্ঘকায় এক নারী বসে আছে ওয়েটিং-রুমের কাঠের চেয়ারে। রেডক্রসের দেয়া পাত্রের এক স্তুপের আড়ালে সে বসে থাকায় তাকে কারোর চোখে পড়ে নি। আর এখন আশারবাণী শোনাতে শোনাতে হাজির হয়ে সবাইকে বেশ ভালভাবেই পড়ে ফেলল সে।

সে উঠে আসতে নাথান আরেকটু সোজা হয়ে দাঁড়াল।

"আমি কেলি ওব্রেইন," পরিস্কার পর্তুগিজ ভাষায় বলল সে, তবে নাথান তার কণ্ঠে

থোস্টনের টান ভালই ধরতে পারল। একটা লাঠি দুটো সাপ পেঁচিয়ে রেখেছে–কুড়ুসিয়াস নামক খুবই পরিচিত একটি সিম্বলসম্বলিত আইডিকার্ড বের করে নাথানের সামনে তুলে ধরল সে। "আমি একজন আমেরিকান ডাক্তার। ডাঃ ওব্রেইন," সে বলল এবার ইংরেজিতে।

"আমি অবশ্যই আপনার সাহায্য পেতে চাই। মেয়েটাকে আক্রমণ করেছিল–" স্ট্রেচারে শোয়া টামার শরীর হঠাৎ বেঁকে উঠল যেন। পা দুটো একটু নড়াচড়া করে সারা শরীরে কাঁপন উঠে গেল তার। "ওর শরীর খিঁচুনি দিচ্ছে," বলল মহিলা, "এখনি ওয়ার্ডে নিতে হবে ওকে।" খাটো মহিলাটা সামনে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে ধরে রাখল স্ট্রেচারটা ঢোকার জন্য।

তাকাহো ও নাথান ইমারজেন্সি ওয়ার্ডের ছোট ঘরটায় দিকে ছুটতেই কেলি ওব্রেইন খুব দ্রুত একপাশে সরে গিয়ে চারটা বেডের একটা দেখিয়ে দিল। তারপর এক ঝটকায় পাশ থেকে এক জোড়া সার্জিক্যাল গ্লোভস হাতে লাগাতে লাগাতে জোরে জোরে বলল নার্সকে, "দশ মিলিগ্রামের ডাইয়াজিপাম নিয়ে এসো দ্রুত।"

নার্স মাথা নেড়ে সায় দিয়েই ওষুধের ক্যাবিনেটের উপর ঝুঁকে পড়ল। মুহূর্ত পরেই হলুদ রঙের তরলে ভরা একটি সিরিঞ্জ ওব্রেইনের হাতে দিল সে। ব্রেইন ইতিমধ্যে টামার হাতে টারকুই বেঁধে দিয়েছে ওর হাতের শিরা খুঁজে পাওয়ার জন্য।

"ওকে একটু ধরুন," নাথান ও তাকাহোকে যেন আদেশ দিল সে। শান্ত হাসপাতালের জরুরি বিভাগটি জেগে উঠতেই একজন ক্লিনারকে সাথে নিয়ে নাথানদের কাছে চলে এল এক নার্স।

"একটা আইভি ও এক ব্যাগ এলআরএস রেডি করুন," টামার সরু বাহুর শিরা খুঁজতে খুঁজতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল কেলি। তারপর খুব দক্ষতার সাথে সিরিঞ্জের সূঁচটা ঢুকিয়ে ওষুধটুকু প্রবেশ করিয়ে দিল মেয়েটির শরীরে।

"এটা ভ্যালিয়াম," কাজ করতে করতে বলল সে। "এটা ওকে আরও দীর্ঘ সময়ের জন্য অচেতন করে রাখবে। আর সেই সুযোগে বুঝতে পারবো ওর আসল সমস্যাটা কোথায়।"

তার কথা সত্য হল সাথে সাথেই। টামার শরীরের কাঁপুনী শান্ত হয়ে এল। দাপাদাপি করা হাত-পাগুলো স্থির হয়ে গেল বিছানার সাথে, শুধুমাত্র চোখের পাতা ও ঠোঁট একটু একটু কাঁপছে। একটা পেনলাইটের আলো ফেলে দু-চোখের মণি পরীক্ষা করল কেলি। সহকারী নার্স এসে আইভি লাইন ও ক্যাথেটার নিয়ে কাজ করতে থাকা নাথানকে ঠেলে সরিয়ে দিল। নার্সের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাহোর আতঙ্কগ্রস্থ চোখ দুটো খেতে পেল নাথান

"কি হয়েছিল ওর?" মেয়েটিকে পরীক্ষা করতে করতেই জিজ্ঞেস করল কেলি।

সব খুলে বলল নাথান। "জ্ঞান হারাচ্ছে আবার জ্ঞান ফিরে পাচ্ছে। এরকম করেই বেশির ভাগ সময় কেটেছে ওর। গ্রামের শামান কিছু সময়ের জন্য ওর চেতনা ফিরিয়ে এনেছিল।"

"ওর কয়েকটা হাঁড় ভেঙে গেছে, আবার কয়েক জায়গায় রক্তক্ষরণও হয়েছে কিন্তু ওর এই যে খিঁচুনি, অচৈতন্য এগুলোর জন্য তো কিছু করতে পারছি না। হাসপাতালে আসার আগে কি কোন খিঁচুনি উঠেছিল?"

"না।"

"আগে এরকম কিছু হবার নজির আছে?"

নাথান তাকাহোর দিকে ফিরে ইয়ানোমামোদের ভাষায় প্রশ্নটি বুঝিয়ে দিল। সায় দিল তাকাহো। "*আহ-দে-মে-নাহ গান্তি!*"

ভুরু কুঁচকালো নাথান।

"কি বললেন উনি?" জিজ্ঞেস করল কেলি।

"*আহ-দে-মে-নাহ* হলো ইলেকট্রিক ইল আর *গান্তি* হলো রোগ।"

"ইলেকট্রিক ইল রোগ?"

নাথান সায় দিল। "এমনটাই তো বলল সে। ইলেকট্রিক ইল কাউকে আক্রমণ করলে তো প্রায়ই খিঁচুনি ওঠার কথা কারণ ওটা খুব দ্রুত প্রভাব ফেলে। কিন্তু টামা কয়েক ঘন্টার মধ্যে পানির ধারে কাছেও যায় নি। আমি জানি না...সম্ভবত এমনও হতে পারে ইলেকট্রিক ইল মাছের জন্যে নয়, এই রোগকে ইয়ানোমামোরা এমনিতেই ইলেকট্রিক ইল রোগ বলে ডাকে।"

"এর জন্য কি তাকে কোন চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে? মানে কোন ওষুধপত্র?"

প্রশ্নটা বুঝিয়ে দিয়ে তাকাহোর কাছ থেকে উত্তরটা বুঝে নিল নাথান। "গ্রামের শামান প্রতি সপ্তাহে একবার চিকিৎসা করত তাকে। একরকম আঙ্গুর গাছ শুকিয়ে তার ধোঁয়া ব্যবহৃত হত ওষুধ হিসেবে।"

খুব বিরক্তির সাথে নিঃশ্বাস ফেলল কেলি। "তাহলে বলা যায়, তাকে কোন সঠিক চিকিৎসা বা ওষুধ দেয়া হয় নি। তার এই রোগ পুরনো। আর পানিতে যে ধস্তাধস্তি হয়েছে তার প্রভাবই যদি এই বার বার ফিরে আসা খিঁচুনির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তবে সেক্ষেত্রে অবাক হওয়ার মত কিছুই থাকবে না। ওর বাবার চোখেমুখে যে ভয় দেখছি...আচ্ছা, আপনি ওর বাবাকে ওয়েটিংরুমে নিয়ে গিয়ে বসাচ্ছেন না কেন? আমি দেখছি উচ্চমাত্রার কোন ওষুধ দিয়ে খিঁচুনির কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা।"

টামার শান্ত শরীরটার দিকে তাকালো নাথান। "আপনার কি মনে হয় ওর খিঁচুনি আবার হবে?"

নাথানের চোখের দিকে তাকালো কেলি। "ওর এটা এখনও হচ্ছে।" সামান্য বেঁকে যাওয়া টামার মুখের দিকে নির্দেশ করল সে। "মেয়েটা এখন এপিলেপটিকাস অর্থাৎ নিরবিচ্ছিন্ন ঘোরের মধ্যে আছে। মারাত্মকভাবে আক্রান্ত এই ধরনের বেশির ভাগ রোগিই মুখ দিয়ে এরকম শব্দ করে, অচেতন থাকে আবার শরীর নড়াচড়া করে অসংলগ্নভাবে। একটু আগে যেমন তীব্র কাঁপুনি এসেছিল ওর শরীরে এমনটা আবারো হতে পারে, আর এটা যদি আমরা না থামাতে পারি সে মারা যাবে।"

নাথান মেয়েটার দিকে তাকালো চোখ বড় বড় করে। "আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, পুরো সময় জুড়েই মেয়েটা এমন ঘোরের মধ্যেই ছিল?"

"আপনার বর্ণনা হিসেবে কম হোক বা বেশি হোক ছিল।"

"কিন্তু গ্রামের শামান তো কিছু সময়ের জন্য ওর জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছিল?"

"এটা আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।" কেলি মেয়েটার দিকে আবারো তাকাল। "ওর ঘোর কাটতে পারে এমন শক্তিশালী ওষুধ শামান ওকে দেয় নি।"

নাথানের মনে পড়ল ওর পানি খাওয়ার কথা। "কিন্তু সে তো তাকে চিকিৎসা দিয়েছিল। শামানরা জাদুজানা ডাক্তার ছাড়া আর কিছু নয় এটা ভাবা ভুল। তাদের সাথে আমি দীর্ঘদিন কাজ করেছি, আমি তাদের কাজের ধরন সম্পর্কে জানি। তারা যথেষ্ট অভিজ্ঞ।"

"আচ্ছা...ঠিক আছে...ভাল হোক বা না হোক আমাদের কাছে আরও শক্তিশালী ওষুধ আছে যা খুব কার্যকারী।" সে টামার বাবাকে দেখিয়ে বলল, "আপনি ওনাকে ওয়েটিং-রুমে নিয়ে কেন বসাচ্ছেন না?" কেলি সহকারী নার্সটার দিকে ঘুরে দাঁড়াল নাথানকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করেই।

নাথানের অভিব্যক্তিতে বেশ বিরক্তি ঝরে পড়লেও সে কেলির কথা শুনল। প্রায় একশ বছর ধরে পশ্চিমা ডাক্তাররা শামানদের তীব্রভাবে অবজ্ঞা করে আসছে। নাথান তাকাহোকে ওয়ার্ড থেকে বাইরে এনে ওয়েটিং-রুমে বসিয়ে পা বাড়াল মূল দরজার দিকে। দ্রুত পা চালিয়ে হাসপাতাল থেকে বের হয়ে আমাজনের গরম বাতাসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। আমেরিকান ডাক্তারটা বিশ্বাস করুক বা না করুক সে নিজে শামানকে দেখেছে টামার জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে। টামার এই রহস্যময় অসুস্থতাকে ব্যাখ্যা করার মত একজনই আছে এখানে, আর নাথান জানে কোথায় পাওয়া যাবে তাকে। গরম বাতাসের ভেতর দিয়ে শহরের দক্ষিণ দিকটাতে মাঝারি গতির দৌড় দিতেই দশ ব্লক দূরের ব্রাজিলিয়ান আর্মি ক্যাম্পের কাছে চলে এল সে। সাধারণত ঘুমিয়ে থাকা ক্যাম্পটি এখন সরগরম হয়ে উঠেছে। নাথান দেখল ইউনাইটেড স্টেট্সের চারটি হেলিকপ্টার মাঠে পার্ক করা। স্থানীয়রা ভিড় করে ক্যাম্পটার বেড়া ঘেঁষে এই ডানাওয়ালা যন্ত্রগুলো দেখছে। তাদের চোখেমুখে যে উত্তেজনা তা দেখে মনে হচ্ছে হেলিকপ্টারগুলো যেন স্বর্গ থেকে উড়ে এসেছে।

নাথান এসব উদ্ভট ব্যাপার মাথা থেকে সরিয়ে দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিল। তার লক্ষ্য এখন সামনের ব্লকটি যেখানে জরাজীর্ণ কাঠের একসারি ঘর-বাড়ির মধ্যে কিছু কংক্রিটের পাকাবাড়ি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। খানিক দূরে থাকতেই নাথান তার গন্তব্যের নিশানা দেখতে পেল। এফ.ইউ.এন.এ.আই (FUNAI)—এই অক্ষরগুলো একটা বিল্ডিংয়ের বাইরের দেয়ালে বড় করে লেখা যা সহজেই চোখে পড়ল তার। বানইওয়া, ইয়ানোমামো ও স্থানীয় বিভিন্ন গোত্রের জনগনের মাঝে চিকিৎসা, শিক্ষা ও মৌলিক অধিকার বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে ব্রাজিলিয়ান ইন্ডিয়ান ফাউন্ডেশন-এর এই স্থানীয় অফিস। ছোট এই বিল্ডিংয়ের এক অংশে চলে অফিশিয়াল কাজ আর অন্য অংশে জায়গা করে দেয়

সেই সব চালচুলোহীন ইন্ডিয়ানদের যারা সাদা চামড়ার লোকদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য নিজেদের ঘাম ঝরিয়ে যাচ্ছে।

এফ.ইউ.এন.এ.আই-এর এই অফিসে এর নিজস্ব মেডিকেল কাউন্সেলরও রয়েছে যে নাথানের পরিবারের খুব পুরনো বন্ধু এবং ওর বাবাকেও এই আমাজনসহ অনেক বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছে খুব সুন্দরভাবেই। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে একটা হলরুম পার হয়ে উপরে ওঠার সিঁড়িতে পা রাখল সে। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে প্রার্থনা করল তার বন্ধু যেন অফিসেই থাকে। দ্রুত পা ফেলে উপরে উঠে একটা খোলা দরজার কাছাকাছি আসতেই মোজার্টের বেহালার পঞ্চম কনসার্টোর সুমধুর সুর কানে এল তার। *থ্যাংক গড।*

দরজার ফ্রেমে টোকা দিয়ে জোর গলায় ডেকে উঠল নাথান, "প্রফেসর কাউয়ি?"

ছোট্ট ডেস্কের ওপাশ থেকে কফিবর্ণের এক ইন্ডিয়ান মুখ তুলে তাকালো স্তূপ করে রাখা ফাইলের ওপর দিয়ে। মধ্য-পঞ্চাশে থাকা লোকটার কালো চুলগুলো কপালের দু-পাশ দিয়ে নেমে ঘাড়ের উপর পড়েছে। ধাতব ফ্রেমের চশমার পেছনে চোখ দুটো আটকে ছিল বইয়ের ওপর, নাথানকে চিনতেই চশমা জোড়া খুলে প্রাণখোলা হাসি দিল সে।

"নাথান!" কাউয়ি উঠে ডেস্ক থেকে ছুটে এসে নাথানকে বুকে জড়িয়ে ধরল। এত জোরে ধরল যে ঘন্টা কয়েক আগে যুদ্ধ করে আসা অ্যানাকোন্ডার কথা মনে পড়ে গেল তার। ওর বিশাল দৈহিক কাঠামোর জন্য শরীরে যেন ষাড়ের মত শক্তি। পেশীবহুল লোকটা আগে দক্ষিণ ভেনিজুয়েলার টিরিওস গোত্রের শামান ছিল। প্রায় ত্রিশ বছর আগে নাথানের বাবার সাথে পরিচয় এবং খুব তাড়াতাড়িই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে ওদের মধ্যে। কাউয়ি তার বাবার সহায়তায় খুব দ্রুত জঙ্গল ছেড়ে আক্সফোর্ডে চলে গেছিল পড়াশোনা শেষ করার জন্য। কয়েক বছর পর ফিরে আসে ভাষা এবং আদিম মানুষের ফসিলের উপর দুটো ডিগ্রি নিয়ে। এসব বিষয় ছাড়াও সে এ অঞ্চলের সেরা উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের একজন।

"বাবা, আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না তুমি এখানে। ম্যানুয়েলের সাথে দেখা হয়েছে তোমার?"

নাথান ভ্রু কুঁচকে দানবের মত মানুষটার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। "না তো! আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?"

"মানে সে তোমায় খুঁজছে। এই তো ঘন্টাখানেক আগে সে এখানে এসেছিল তুমি এখন কোন অঞ্চলে গবেষণা করছ সেটা আমি জানি কিনা তা জানতে।"

"কেন?" ভ্রু দুটো আরও কুঁচকে গেল নাথানের।

"কিছু বলে নি তবে তার সাথে টেলাক্স-এর একজন কর্পোরেট লিডার ছিল।"

চোখ দুটো একটু ঘুরে উঠলো নাথানের, টেলাক্স ফার্মাসিউটিক্যালস নামের এই বহুজাতিক কোম্পানিটি নাথানকে অর্থের জোগান দিচ্ছে বিভিন্ন গোত্রের শামানদের উপর তার গবেষণা চালানোর জন্য। নাথানের ভেতরের তিক্ত অনুভূতি বুঝতে পারল কাউয়ি।

"তুমিই সেই লোক বুঝলে, যে কিনা ওরকম খারাপ লোকদের সাথে চুক্তি করতে পার।"

"বাবা মারা যাওয়ার পর এটা করা ছাড়া আর কীইবা করতে পারতাম।"

কপাল কুচকালো কাউয়ি, "এত তাড়াতাড়ি তোমার সব সিদ্ধান্ত তোমার নিজের ওপর ছেড়ে দেওয়া কখনোই উচিত হয় নি। সব সময়ই তুমি ছিলে..."

"শুনুন," তাকে থামিয়ে দিল নাথান। অনেক পেছনে ফেলে আসা জীবনের কালো অধ্যায়গুলো স্মরণ করতে চায় না সে। তার জীবনশয্যা সে নিজেই বানিয়েছে আর তাতে পিঠ ছোঁয়াতে হবে নিজেকেই।

"টেলাক্স থেকেও বড় সমস্যা এখন আমার রয়েছে," সে দ্রুত টামার সবকিছু ব্যাখ্যা করল। "আমি তার চিকিৎসা নিয়ে খুব চিন্তার মধ্যে আছি। ভাবছিলাম ডাক্তার যদি কোনভাবে সাহায্য করতে পারতেন।"

কাউয়ি খুব দ্রুত তার পাশের শেলফ থেকে ফিশিং বক্সটা হাত বাড়িয়ে নিল। "বোকা, বোকা, সব বোকার দল।" একথা বলেই দরজার দিকে পা বাড়াল সে।

নাথান অনুসরণ করতে থাকল তাকে। প্রথমে সিঁড়িতে তারপর রাস্তা পর্যন্ত। লোকটা খুব দ্রুত হাটছে, তাই সারাপথ নাথানকেও জোরে জোরে হেটে তাল মেলাতে হল। কিছুক্ষণ পরেই হাসপাতালের মূল দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল ওরা।

নাথানকে ফিরে আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল তাকাহো। "জ্যাকো...ভাই," কাউয়িকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গেল নাথান। "আমি একজনকে নিয়ে এসেছি, আমার মনে হয় তোমার মেয়েকে সারিয়ে তুলতে পারবে সে।"

পরিচয় পর্বের জন্য বিন্দুমাত্র অপেক্ষা করল না কাউয়ি। সে ইতিমধ্যে জরুরি, বিভাগের দরজার কাছে চলে গিয়েছে। নাথানও পিছু নিল দ্রুত। ওয়ার্ডে ঢুকেই সে যা দেখল তা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। চিকন আমেরিকানটা ঘেমেঘুমে একাকার হয়ে ঝুঁকে আছে কাঁপতে থাকা টামার উপর। আর নার্সরা স্বল্প জায়গায় ছোটাছুটি করে তার আদেশ পালনে ব্যস্ত। বিক্ষিপ্তভাবে কাঁপতে থাকা টামার শরীরের দিকে দৃষ্টি দিল কেলি। "মনে হয় আমরা তাকে বাঁচাতে পারবো না," ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে বলল সে।

"মনে হয় আমি সাহায্য করতে পারি," বললো কাউয়ি, "ওকে কি ওষুধ দেয়া হয়েছে?"

কেলি ঘামে ভেঁজা কপালের ওপর থেকে চুলগুলো সরাতে সরাতে দ্রুত একটা লিস্ট ধরিয়ে দিল তার হাতে।

সায় দিল কাউয়ি, তার ফিশিং বক্সের ভেতর হাত চালিয়ে অনেক ছোটখাট জিনিসের মধ্য থেকে একটা ছোট পাউচ বের করে আনল। "একটা নল লাগবে আমার।"

একজন নার্স খুব দ্রুত কাজ শুরু করে দিল ঠিক যেমনটি করছিল ডা. কেলির বেলায়। নাথান খেয়াল করল প্রফেসর কাউয়ির এটাই প্রথম আসা নয় এই হাসপাতালে। এই প্রফেসরের মত স্থানীয়দের মধ্যে হওয়া রোগ ও তার প্রতিকারবিষয়ক জ্ঞান আর কারো নেই।

"আপনি করছেন কী?" জিজ্ঞেস করল কেলি, তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। লালচে বাদামী চুলগুলো মাথার পেছনে বেঁধে দিল সে।

"ভুল ধারনার উপর কাজ করে যাচ্ছ তুমি," শান্তভাবে বললো সে নলের ভেতর পাউডার ঢালতে ঢালতে।

"ইলেকট্রিক ইল রোগের কারণে ওর শরীরে যে অসংলগ্ন নড়াচড়া বা খিঁচুনী হচ্ছে সেটা হয়তো সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের ডিজঅর্ডারের লক্ষণ হিসেবে ধরে নিয়েছ। কিন্তু এটা ওরকম স্নায়ুরোগ বা মৃগীরোগের মত কিছু নয়। মস্তিষ্ক থেকে মেরুদন্ডের মধ্যে দিয়ে যে ফ্লুইড প্রবাহিত হয় সেটার আভ্যন্তরীন অসামঞ্জস্যতাই এই রোগের মূল কারণ। ব্যাপারটা বংশানুক্রমিক, একই সাথে ইয়ানোমামোদের মধ্যে বিরলও।"

"হিরাডিটারি মেটাবোলিক ডিজঅর্ডার?"

"ঠিক তাই। এটা ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কিছু মানুষের ফেভিজম-এ আক্রান্ত হওয়া বা ভেনেজুয়েলার মারুন গোত্রের কিছু মানুষের কোল্ড-ফ্যাট-ডিজিজে আক্রান্ত হওয়ার মত।"

কাউয়ি মেয়েটিকে অতিক্রম করে নাথানকে হাত দিয়ে ইশারা করল। "শক্ত করে ধরে রাখো ওকে।"

নাথান এগিয়ে গিয়ে টামার মাথাটা বালিশের সাথে চেপে ধরল। শামান তার হাতের নলের একপ্রান্ত টামার নাকের ছিদ্রের মধ্যে খানিকটা ঢুকিয়ে দিয়ে অপরপ্রান্তে পাউডারের মিশ্রণ ঢালতে লাগল ধীরে ধীরে।

ডা: ওব্রেইন পিছন থেকে সরে পাশে গিয়ে দাঁড়াল। "আপনি এই হাসপাতালের ডাক্তার? ডা: রড্রিগেজ?"

"নো, মাই ডিয়ার," সোজা হয়ে বললো কাউয়ি, "আমি স্থানীয় তান্ত্রিক চিকিৎসক, মানে উইচ-ডক্টর।"

তীব্র ভয় আর অবিশ্বাসের অভিব্যক্তি নিয়ে তাকালো ডা: কেলি। সে বাঁধা দেওয়ার মত কিছু বলার আগেই টামার দাপাদাপি একটু থামতে শুরু করল। প্রথমে ধীরে তারপর দ্রুত।

কাউয়ি টামার চোখ পরীক্ষা করল। চামড়ার ফ্যাকাশে ভাবও কেটে যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়িই। "কিছু ড্রাগস আমি পেয়েছি যেগুলো সাইনাসের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করালে সাইনাসের ঝিল্লি খুব দ্রুত ওটা শুষে নেয়। এটা শিরায় ওষুধ প্রবেশ ক`ার মতই কার্যকরী।"

বিস্ময়াভূত কেলি তাকিয়ে রইল টামার দিকে। "এটা কাজ করছে!"

কাউয়ি তার হাতের পাউচটা এক নার্সের হাতে তুলে দিল। "ডা: রড্রিগেজ কি রওনা হয়েছেন?"

"এই তো কিছুক্ষণ আগেই তাকে কল করেছি, প্রফেসর," এক নার্স উত্তর দিল হাতের রিস্টওয়াচে চোখ বুলিয়ে, "দশ মিনিটের মধ্যে উনার এখানে চলে আসার কথা।"

"নিয়ম করে এই স্ট্র-এর অর্ধেক পরিমাণ পাউডার তিন ঘণ্টা পর পর ওকে দেবে। এরকম দেবে আগামী চব্বিশ ঘণ্টা। পরের দিন থেকে দিনে একবার দিলেই যথেষ্ট। এটা ওকে আরও আরও সুস্থিতভাবে টিকিয়ে রাখতে পারবে। তখন ওর অন্যান্য সমস্যাগুলো খুঁজে পাওয়া যাবে ভালভাবে।"

"ঠিক আছে, প্রফেসর।"

ওদিকে বিছানায় টামা চোখের পাতা পিট-পিট করতে করতে চোখ মেললো ধীরে ধীরে। চারপাশের অচেনা মুখগুলো দেখে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে। ভয়, অনিশ্চয়তা সবকিছু ফুটে উঠেছে তার মুখে। চোখ ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে একসময় তার চোখ স্থির হলো নাথানের উপর।

"*জ্যাকো বাশো,*" দূর্বল গলায় বললো সে।

"এই যে, আমি তোমার বানর ভাই, এখানেই আছি," ইয়ানোমামোতে বললো সে টামার হাতে কোমলভাবে হাত বুলিয়ে। "তুমি এখন নিরাপদ। তোমার বাবাও আছে এখানে।"

এক নার্স তাকাহোকে নিয়ে এল। যখন সে দেখল তার মেয়ের জ্ঞান ফিরেছে, কথা বলছে, তখনই হাটু গেঁড়ে বসে পড়ল মেঝেতে। তার উদ্বিগ্নতা উবে গেল মুহূর্তে, আনন্দ অশ্রু সিক্ত করল তাকে।

"ও এখান থেকে ভাল হয়ে উঠবে," তাকাহোকে আশ্বস্ত করল নাথান।

কাউয়ি তার ফিশিং বক্স গোছগাছ করে রুম থেকে বেরিয়ে গেল। নাথান এবং ওব্রেইন পিছু নিল তার।

"ঐ পাউডারে কি ছিল?" লালচে বাদামি চুলের ডাক্তার জিজ্ঞেস করল।

"শুকনো *কু-নাহ-নে-মাহ* লতা।"

নাথান বুঝিয়ে দিলো ডাক্তারের এই হতবুদ্ধিকর উত্তর। "এক ধরনের লতানো গাছ। এই একই গাছ গ্রামের শামানও ওকে দিয়েছিল, একটু আগেই আপনাকে যেমনটা বলেছিলাম।"

কেলি লজ্জায় লাল হয়ে গেল। "আমার মনে হয় আপনার কাছে আমার একটু ক্ষমা চাইবার আছে। আমি ভাবতেই পারি নি...মানে আসলে আমি কল্পনাও করতে পারি নি যে..."

"পশ্চিমা চিন্তাধারা দিয়ে সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করার মত ধৃষ্টতা দেখানো একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার এখানে। এতে লজ্জিত হবার কিছু নেই।" কেলির কনুইতে আলতো করে হাত রেখে কথাগুলো বলে চোখ টিপলো কাউয়ি।

নাথানও স্থির থাকতে পারলো না। "এরপর থেকে সবকিছু আরও ভাল করে শোনার চেষ্টা করবেন," কর্কশভাবে বলল সে।

মেয়েটা নীচের ঠোঁট কামড়ে ঘুরে চলে গেল।

এমন রূঢ় একটা আচরণ করে নাথানের নিজেকে খুব ছোট মনে হতে লাগল। সারাটা দিন ধরে চলতে থাকা দুশ্চিন্তা আর ভয় তার ধৈর্যকে নাজুক করে দিয়েছে। এই মেয়ে ডাক্তার তো তার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিল আর সেটা জানার পরও তার সাথে নাথানের এমন রুক্ষ আচরণ করা উচিত হয় নি মোটেই। সে দুঃখ প্রকাশ করার জন্য মুখ খুললো কিন্তু কিছু বলার আগেই সামনের দরজাটা শপাং করে খুলে গেল। লাল মাথার খাকি পোশাক পরা লম্বা এক মানুষ আবির্ভূত হল সেখানে। মাথার উপর লাল রঙের সরু বেসবল ক্যাপটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের বড় হয়ে গেছে। লোকটা লবি ধরে হেটে এসেই কেলির দিকে ইঙ্গিত করল।

"কেলি, যদি এখানে তোমার সাপ্লায়ের কাজ শেষ হয়ে থাকে তো আমাদের এখান থেকে বেরুতে হবে। ওদিকে আমাদের জন্য নদীতে বোট অপেক্ষা করছে।"

"হ্যা," কেলি বলল। "আমার এখানকার কাজ শেষ।" তারপর সে নাথান ও কাউয়ির দিকে ফিরলো, "ধন্যবাদ আপনাদের।"

নাথানের চোখে কিছু সাদৃশ্য ধরা পড়লো এই তরুণ ডাক্তার এবং আগন্তুকের মাঝে। মুখের ছোপ ছোপ তিল, চোখের চারপাশের ভাঁজ এমনকি দু-জনের কণ্ঠেই বোস্টনের টান। *মেয়েটার ভাই সে*, ভাবলো নাথান। তাদের পেছন পেছন বের হয়ে রাস্তায় নামলো সে কিন্তু এগোতে পারলো না। ছোটখাট একটা ভীড় তাদের দিকে আসতেই প্রফেসার কাউয়িকে *ঠেলেঠুলে* পেছনে সরে আসতে বাধ্য হল নাথান।

বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত দশজন সৈন্যের একটি দল সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল। নাথান দেখলো অগ্রভাগ স্পেশাল এম-১৬ মডেলের অস্ত্র তাদের হাতে, কোমরে পিস্তল ঝোলানো আর পিঠে জিনিসপত্র বোঝাই ভারি ব্যাগ। সবার কাঁধে লাগানো নির্দিষ্ট ব্যাজটাও চিনতে পারলো। আর্মি রেঞ্জার্স, কমান্ডো সেনা। একজন রেডিওতে কথা বলে সৈন্যদলটিকে নদীর দিকে যেতে নির্দেশ দিল। কেলি ও আগন্তুক যোগ দিল সেই দলের সাথে।

"হল্ট," দূর থেকে একজন মানুষ বলে উঠলো।

মিলিটারিদের দেয়াল সরে যেতেই পরিচিত একটি মুখ দেখা গেল। এটা ম্যানুয়েল অ্যাজভেদো। কালোচুলের খাটোমতো লোকটি সৈন্যদের *ঠেলে* সামনে এগিয়ে এলো। তার পরনে ছেড়া ট্রাউজার আর যে শার্ট গায়ে দেওয়া সেটার পকেট ছিড়ে ঝুলে আছে। কোমরে ঝুলছে সবসময়ের সঙ্গি চাবুক।

নাথানও ম্যানুয়েলের হাসি দেখে হাসতে হাসতে এগিয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরলো। একে অপরের পিঠ কিছুক্ষণ চাপড়িয়ে ম্যানুয়েলের শার্টের ছেঁড়া অংশে হাত বুলাতে থাকলো সে। "টর-টরের সাথে আবারও খেলেছ দেখতে পাচ্ছি।"

দাঁত বের করে হাসল ম্যানুয়েল। "তুমি শেষবার দেখার পর দৈত্যটার ওজন আরও দশ কেজি বেড়েছে।"

হাসলো নাথানও। "দারুণ।"

নাথানের চোখ গেল রেঞ্জার্স বাহিনীর দিকে, বেচারারা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে তাদের দু-জনের দিকে। কেলি-ওব্রেইন এবং তার ভায়েরও একই অবস্থা। নাথান মিলিটারিদের উদ্দেশ্যে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে তাদের রাস্তা ছেড়ে একপাশে সরে দাঁড়ালো। "তো এসবের মানে কি? এরা কোথায় যাচ্ছে?"

মিলিটারি দলটার দিকে তাকাল ম্যানুয়েল। দর্শকের কমতি নেই আশেপাশে। হা-করে তাকিয়ে আছে ছত্রভঙ্গ আর্মি রেঞ্জারসের দিকে। "দেখে মনে হচ্ছে ইউএস সরকার গভীর জঙ্গলে কোন গবেষণা বা অনুসন্ধানমূলক কাজে টাকা ঢালছে।"

"কেন? মাদক চোরাচালানিদের পিছু নিচ্ছে নাকি?"

তখনি কেলি ওব্রেইন উল্টো হাটা শুরু করলো নাথানদের লক্ষ্য করে। কেলিকে দেখে

ম্যানুয়েল মাথা নেড়ে সায় দিয়ে একটা হাত নাথানের দিকে বাড়িয়ে দিলো। "আমি কি আপনাকে ডাঃ র‍্যান্ডের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি? ডাঃ নাথান র‍্যান্ড।"

"মনে হচ্ছে আগেই আমাদের পরিচয় হয়েছে," কেলি বললো একটু অস্বস্তিকর হাসি দিয়ে। "কিন্তু সে তার নাম বলে নি আমাকে।"

নাথান অনুভব করলো কিছু নিঃশব্দ অভিব্যক্তি কেলি ও ম্যানুয়েলের মধ্যে আদানপ্রদান হলো। "কি হচ্ছে এখানে?" জিজ্ঞেস করলো নাথান, "নদী বেয়ে কী খুঁজতে যাচ্ছেন আপনারা?"

মেয়েটা সরাসরি তার চোখের দিকে তাকালো। এমেরাল্ড পাথরের মত চকচকে সবুজ বর্ণের চোখ দুটো দারুণ আকর্ষনীয়। "আমরা আপনাকেই খুঁজতে এসেছি, ড. র‍্যান্ড।"

অধ্যায় ২

রিপোর্ট
আগস্ট ৬, রাত ৯:১৫
সাও গ্যাব্রিয়েল দা চিচিরিদ

ম্যানুয়েলের এফইউএনএআই (FUNAI) অফিস অতিক্রম করে নাথান এগুচ্ছে ব্রাজিলিয়ান আর্মি বেস-ক্যাম্পের দিকে। তার সাথে আছে এক ব্রাজিলিয়ান বায়োলজিস্ট প্রফেসর কাউয়ি। প্রফেসর যাত্রাপথে হাসপাতাল থেকে একটু ঘুরে এসেছে। তার কাছে থেকেই ধীরে ধীরে টামার ভাল হয়ে ওঠার খবর শুনে নাথান এখন কিছুটা চিন্তামুক্ত।

সুন্দরভাবে গোসল করার সাথে পরিস্কার কাপড়-চোপড়, নাথানের নিজেকে আর কোনভাবেই সেই মানুষটার মত মনে হচ্ছে না যে কয়েক ঘন্টা আগে ছোট্ট এক মেয়েকে নিয়ে এই সাও গ্যাব্রিয়েলে এসেছিল। তার মনে হচ্ছে যেন ঘাম, ময়লার সাথে সাথে শরীর থেকে পুরো জঙ্গলকেও ধুয়ে মুছে ফেলেছে পুরোদমে। সদ্য ইয়ানোমামো সদস্য হওয়া নাথান কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পুরোপুরি এক আমেরিকান নাগরিকে রূপ নিল। আইরিশ স্প্রিং ডিওডরান্ট সাবানের বিস্ময়কর রূপান্তর করার ক্ষমতা এটা। সে নাক দিয়ে শব্দ করে শরীরের সাথে লেগে থাকা বাকি ঘ্রাণটুকু নিতে থাকল।

"দীর্ঘ সময় জঙ্গলে থাকার পর এই ঘ্রাণে একটু বমি বমি লাগছে, তাই না?" মুখের পাইপ থেকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললো প্রফেসর কাউয়ি। "প্রথম যখন আমি ভেনিজুয়েলার জঙ্গল ছেড়ে শহরে আসি, কি বলব তোমায়, আমার জাগতিক সব অনুভূতির উপর যেন বোমাবর্ষন হচ্ছিল–গন্ধ, শব্দ, ভয়ঙ্কর গতিতে ছুটে চলা সভ্যতা। অনেক সময় লেগেছিল এসব জিনিসের সাথে নিজেকে ধাতস্থ করতে।"

"সত্যিই অবাক করার মত, কত সহজেই আপনি জঙ্গল ছেড়ে বাইরের এই স্বাভাবিক জীবনে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন," বলল নাথান। "কিন্তু আমি আপনাকে এমন একটি জিনিসের কথা বলতে পারি যেটা এই সভ্য জগতের সব ঝামেলাকে সহজ করে দিয়েছে।"

"কি সেটা?" জিজ্ঞেস করলো ম্যানুয়েল।

"টয়লেট পেপার।"

নাক দিয়ে শব্দ করে জোরে হেসে উঠলো কাউয়ি, "তোমার কি মনে হয় আমি জঙ্গল ছেড়ে দিয়েছি?"

আলোয় ঝলমল করা বেস-ক্যাম্পের গেট অতিক্রম করলো তারা। দশ মিনিটের মধ্যে মিটিং শুরু হওয়ার কথা। নাথানের কাছে দেবার মত কোন তথ্য আছে হয়তো। আরেকটু হেটে সামনে এগোতেই নাথানের দৃষ্টি গেলো ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়তে থাকা শান্ত শহরটার দিকে। নতুন করে আবার চিনতে চাইলো ক্রমে বেড়ে ওঠা এই নগরীকে।

নদীর ওপারে পূর্ণিমার চাঁদ ঝুলে আছে আকাশে, প্রতিফলিত হচ্ছে নদীর চকচকে পানিতে, শান্ত রাতের কুয়াশা এই দৃশ্যকে অস্পষ্ট করতে করতে ভেসে চলেছে শহরের দিকে। শুধুমাত্র রাতেই সাও-গ্যাব্রিয়েলের জঙ্গল জেগে ওঠার সুযোগ পায়। সূর্য ডোবার পর শহরের সব শব্দ ধীরে ধীরে ম্লান হতে থাকে আর সেই জায়গায় স্থান করে নেয় আশেপাশের গাছ থেকে ভেসে আসা সোয়ালো পাখির কর্কশ সঙ্গীত। সাথে থাকে ব্যাঙের ডাক, বন কাঁপানো পঙ্গপালের চিৎকার আর ঝিঁঝির ডাক। এমনকি পথেঘাটে বাদুরের পাখা দাপানো, রক্তচোষা মশার ঝাঁকের ভনভন শব্দে ঢাকা পড়ে যায় গাড়ি-ঘোড়ার হর্ন আর মানুষের কথাবার্তা। যখন কেউ এখানকার খোলা পানশালা অতিক্রম করে, নিশাচরের মত রাতজাগা কাস্টমারের হৈ-হুল্লোড়, হাসির শব্দ শোনে তখনই শুধু মনে হবে মানুষের এসব কোলাহল, এই উপস্থিতি কতটা বেমানান এই জঙ্গলে। অন্যদিক দিকে রাতে এই জঙ্গলই শাসন করে সবকিছু। নাথান আরেকটু জোরে হেটে ম্যানুয়েলের সাথে তাল মেলালো। "আমার কাছে সম্ভাব্য কি চাইতে পারে ইউএস সরকার?"

মাথা ঝাঁকালো ম্যানুয়েল, "আমি নিশ্চিত নই কিন্তু এটা কোনভাবে তোমার পৃষ্ঠপোষককে জড়িয়ে ফেলেছে।"

"টেলাক্স ফার্মাসিউটিক্যালস্?"

"হু, তারা কয়েকজন কর্পোরেট লেভেলের লোকজন নিয়ে এসেছে। দেখে মনে হল কিছু আইনজীবিও আছে।"

"যেখানে টেলাক্স এটার সাথে জড়িত সেখানে আইনজীবিরা আসবে কেন?" ক্রোধ ঝরে পড়লো নাথানের কণ্ঠে।

"তাদের কাছে ইকো-টেক বিক্রি করা উচিত হয় নি তোমাদের," কাউয়ি বললো তার পাইপের ধোঁয়ার আড়াল থেকে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো নাথান, "প্রফেসর..."

শামান বিনয়ীভাবে হাত তুললো, "দুঃখিত, আমি জানি...এটা কষ্টকর একটি অধ্যায়।"

'কষ্ট।' নাথান হলে এই শব্দটা ব্যবহার করতো না। বারো বছর আগে ইকো-টেক ছিল তার বাবার খুব বড় একটি পরিকল্পনা। শামানদের প্রজ্ঞাকে পুঁজি করে সেগুলোর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন-নতুন ভেষজ ঔষধ আবিষ্কারের জন্য একটি উপযুক্ত ফার্মাসিউটিক্যালস ছিল এই ইকো-টেক। মেডিসিনের উপর যাদের এত দক্ষতা আমাজনের বুক থেকে সেই সব মানুষদের হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলো নাথানের বাবা। আর এটাও নিশ্চিত করতে চেয়েছিলো, শামানরা যেন তাদের নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞানের বিনিময়ে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হতে পারে বৈধ-বাসস্থানের অধিকার আদায়ের মাধ্যমে। এটা যে শুধুমাত্র তার বাবার স্বপ্ন ও জীবনের উদ্দেশ্য ছিল তা নয়, তার মা সারাহও এই একই জায়গায় পৌছানোর প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল।

'পিস কো'-এর একজন মেডিকেল ডাক্তার হিসেবে কাজ করার সময়টাতেই সারাহ নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলো স্থানীয় এইসব মানুষের জন্য। তাদের প্রতি তার এই

তীব্র ভালবাসা ছিল সংক্রামক যা নাথানের বাবাকেও খুব দ্রুত আক্রান্ত করে। পরবর্তিতে সেও তার স্ত্রীর পদাঙ্ক অনুসরন করার জন্য প্রতিজ্ঞা করে, ফলে বছরখানেক পরই চমৎকার সম্ভাবনাময় ব্যবসায়ীক মডেল এবং এক অলাভজনক কর্মপরিধির সংমিশ্রন হয়ে ওঠে এই ইকো-টেক। কিন্তু এখন উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সে-সবই হারিয়ে গেছে। সুচতুর পরিকল্পনা করে নাথানের কাছ থেকে গিলে খেয়েছে টেলাক্স।

"দেখে মনে হচ্ছে আমরা গার্ড পেতে যাচ্ছি," নাথানের চিন্তার দেয়াল ভেঙে দিয়ে বললো ম্যানুয়েল।

স্টেশনের মেইনগেটে বিচলিত এক সৈন্যের পেছনে হলদে-বাদামি রঙের চ্যাপ্টা টুপি পরা দু-জন রেঞ্জার দাঁড়িয়ে পড়ল শক্তভাবে। খুব সতর্কতার সাথে নাথান রেঞ্জারদের কোমরে ঝোলানো অস্ত্রের দিকে চোখ বুলিয়ে পুণরায় ডুবে গেল আজকের মিটিং কি নিয়ে সে বিষয়ে।

তারা গেটের কাছে পৌছাতেই ব্রাজিলিয়ান গার্ডটি তাদের পরিচয়পত্র চেক করল। চেক শেষ হতেই দু-জন রেঞ্জারদের একজন এগিয়ে এল সামনে, "আমরাই আপনাদের মিটিঙের জন্য নিয়ে যাবো। আমাদের সাথে আসুন, প্লিজ।" একথা বলেই খুব সুচারুভাবে গোড়ালির ওপর ভর করে ঘুরে হাটতে শুরু করলো।

নাথান তার সঙ্গীদের দিকে একটু তাকিয়ে গেট দিয়ে প্রবেশ করলো। তাদের পিছনে দ্বিতীয় রেঞ্জারটি খুব কৌশলের সাথে হাটছে। গার্ডদের দেখানো পথে হাটতে হাটতে ক্যাম্পের ফুটবল মাঠে থামানো চারটি হেলিকপ্টার চোখে পড়লো তার। ওগুলো দেখেই তীব্র ভয়ে পেট গুলিয়ে উঠলো নাথানের। এসবের কোন কিছুই প্রফেসর কাউয়ির দৃষ্টি কাড়ছে না। সে খুব স্বাভাবিকভাবে গা ছেড়ে দিয়ে গার্ডের পিছু পিছু পাইপ ফুকতে ফুকতে হাটছে। এমনকি ম্যানুয়েলের চোখেমুখেও সতর্কতার কোন ছাপ নেই।

দুই কক্ষবিশিষ্ট একটি টিনশেড ঘরের ভেতর দিয়ে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই ঘরটা ব্রাজিলিয়ান সৈন্যদের ব্যারাক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নাথান দেখলো সামনেই জরাজীর্ণ আবস্থায় কাঠের ফ্রেমের উপর একটি ওয়্যারহাউজ দাঁড়িয়ে আছে, কিছু জানালায় কালো রঙ করা। সামনের সৈন্যটি মরিচা ধরা একটি দরজা খুলে ইশারা করতেই নাথান প্রথমে ঢুকলো সেখান দিয়ে। ভেতরে মাকড়সার জালেভরা অপরিচ্ছন্ন একটি পরিবেশ—এমনটি ভেবে ভেতরে ঢুকে সে যা দেখলো তা অবিশ্বাস্য। হ্যালোজেন এবং ফ্লুরোসেন্ট বাতির আলোয় চকচক করছে ওয়্যারহাউজের ভেতরটা, সিমেন্টের মেঝেতে বিভিন্ন রকমের তারের গুচ্ছ একটা আরেকটাল উপর দিয়ে চলে গেছে বিভিন্নদিকে। তারগুলো বেশ মোটা, প্রায় নাথানের কব্জির মত। হাউসের শেষ-অর্ধেক অংশে সারি দেওয়া তিনটি অফিস ঘরের একটা থেকে জেনারেটরের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হা-করে দেখছে নাথান। ঘরটা আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত—কম্পিউটার, রেডিও টেলিভিসন এবং মনিটরে ভরপুর।

সুসংগঠিত এই কর্মযজ্ঞে ব্যবহৃত হওয়া বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র ঘিরে আছে ঘরের ঠিক মাঝখানে রাখা বিশাল একটি কনফারেন্স টেবিলকে যেটার উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে

বিভিন্ন রকম প্রিন্ট করা কাগজ, ম্যাপ, গ্রাফ এমনকি কতোগুলো খবরের কাগজও। সামরিক ও বেসামরিক উভয় পোশাকের বেশ কিছু নারী-পুরুষ পুরো ঘরজুরে ছোটাছুটি করতে ব্যস্ত। কয়েকজন মনোযোগসহকারে কিছু কাগজ পড়ছে, তাদের মধ্যে কেলি ওব্রেইনও আছে।

"কি হচ্ছে এখানে?" বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলো নাথান।

"আমি দুঃখিত, এখানে ধুমপান নিষেধ," জ্বলন্ত পাইপের দিকে তাকিয়ে প্রফেসর কাউয়িকে বললো এক গার্ড।

"ও," কাউয়ি খুব দ্রুত তার পাইপের জ্বলন্ত তামাক অফিসের প্রবেশপথের ঠিক পাশেই ফেলে দিল।

গার্ডটি এসে তার পায়ের বুট জুতো দিয়ে আগুন নিভিয়ে বলল, "ধন্যবাদ।"

সামনের অফিসসারির একটার দরজা খুলে গেলে তা দিয়ে লালচুলের সেই লোকটি যাকে কেলির ভাই বলে মনে হয়েছিল, বেরিয়ে এল। তার পাশে আরেকজনকে দেখা গেলো যাকে নাথান খুব ভাল করেই চেনে তীব্র ঘৃণা করার সুবাদে। লোকটার পরনে নেভিব্লু স্যুট এবং হাতে একটা রোল করা কোট। নাথান নিশ্চিত এই কোটটিতে টেলাক্সের লোগো আছে। তার তেল দেয়া ঘন-বাদামি চুল সেই পরিচিত স্টাইলে আঁচড়ানো। বাদ যায় নি তার থুতনিতে লালন করা স্মার্ট কিছু দাড়িও। নাথান তার সঙ্গীদের সাথে নিয়ে লোকটার খুব কাছে পৌছাতেই সে সবার উদ্দেশ্যে একেবারে তেলতেলে একটা হাসি দিল।

অন্যদিকে লালচুলের লোকটি তার সঙ্গীকে অতিক্রম করে একহাত নাথানের দিকে প্রসারিত করে দিয়ে নির্ভেজাল ও দৃঢ়ভাবে স্বাগতম জানাল। "ড. র‍্যান্ড, এখানে আসার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। সম্ভবত ড. রিচার্ড জেনের সাথে আপনার পরিচয় আছে?"

"আমাদের দেখা হয়েছে," শান্ত গলায় বলে হাত বাড়িয়ে দিল নাথান। লালচুলের লোকটি এত জোরে নাথানের সাথে হাত মেলালো যে মনে হলো এই হাতে পাথরও গুড়ো হয়ে যাবে।

"আমি ফ্রাঙ্ক ওব্রেইন। এই অপারেশনের লিডার। আমার বোনের সাথে ইতিমধ্যেই আপনার পরিচয় হয়েছে।" সে কেলিকে দেখিয়ে বললো। কেলিও তার টেবিল থেকে এক হাত তুলে তাকে সম্ভাষন জানালো। "সবাই এসে গেছি আমরা, তাহলে মিটিং শুরু করা যাক।"

নাথান, প্রফেসর কাউয়ি এবং ম্যানুয়েলকে টেবিলের দিকে নিয়ে গেল ফ্রাঙ্ক, তারপর অন্যদেরকে ইশারা করল যার যার আসনে বসে পড়ার জন্য। শক্ত-সামর্থ চেহারার একলোক নাথানের ঠিক বিপরীতে বসে পড়লো। তার গলার লম্বা কাটা দাগ। সেই লোকের একপাশে বসল এক রেঞ্জার। তার পোশাকে লাগানো সিলভারের দুটো বারই বলে দিচ্ছে সে-ই এখানকার মিলিটারি ফোর্সের ক্যাপ্টেন। টেবিলের একেবারে শেষমাথায় ফ্রাঙ্ক এবং কেলি দুই ভাই-বোন দাঁড়ানো, তাদের মাঝে বসেছে ড. রিচার্ড জেন। বামদিকে

টেলাক্সের এক কর্মকর্তাও আছে, নীল রঙের কিছুটা রক্ষণশীল পোশাকে আবৃত এক এশিয়ান মহিলা। সারাঘর ঘরজুড়ে ছড়ানো সব অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দেখে বিস্ময়ে তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। নাথানের চোখে চোখ পড়তেই খুব ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়ে মাথা নাড়াল সে। সবাই ঠিকঠাকমত বসে পড়ার পর ফ্রাঙ্ক গলা খাকারি দিয়ে বলতে শুরু করল, "প্রথমেই ড. র‍্যান্ড, আপনাকে অপারেশন আমাজনিয়ার কমান্ড সেন্টারে স্বাগত জানাচ্ছি। এটা হলো সিআইএ-এর এনভায়রনমেন্টাল সেন্টার এবং স্পেশাল ফোর্সেস কমান্ডের যৌথ উদ্যোগ।" আলতো করে সায় দিয়ে সিলভার র‍্যাঙ্কের মানুষটিকে দেখিয়ে দিল সে। "আমাদের আরও সহায়তা করছে ব্রাজিলিয়ান সরকার, আর সহকারী দল হিসেবে থাকছে টেলাক্স ফার্মাসিউটিক্যাল্‌সের রিসার্চ ডিভিশন।"

হাত তুলে কেলি তার ভায়ের কথা থামিয়ে দিল। নাথানের চোখে-মুখে ফুটে ওঠা বিভ্রান্তি ধরতে পেরেছে সে। "ড. র‍্যান্ড, আমি নিশ্চিত আপনার মনে আনেক প্রশ্ন জাগছে, তবে সবচেয়ে বেশি জানতে চাইছেন আপনাকে কেন এই অভিযানের সাথে জড়ানো হলো।"

সায় দিল নাথান।

উঠে দাঁড়াল কেলি, "অপারেশন আমাজনিয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো আমাজনের বুকে হারিয়ে যাওয়া আপনার বাবার গবষণামূলক অভিযানের শেষ পরিণতি খুঁজে বের করা।"

নাথানের চোয়াল ঝুলে পড়ল, যেন সে অন্ধকার দেখছে। তার কাছে মনে হল কেউ বুঝি তার মাথায় তীব্রভাবে আঘাত করেছে। প্রথমে তোতলালো সে, কিছুক্ষণ পর কণ্ঠে জোর পেয়ে বলল, "কি-কিন্তু...সেটা তো চারবছর আগেই শেষ হয়ে গেছে..."

"আমরা সেটা বুঝতে পারছি, তবে–"

"না!" দাঁড়িয়ে গেল নাথান, তার চেয়ারটা সিমেন্টের মেঝে থেকে কিছুটা পেছনে সরে গেল। "এটা হতে পারে না, তারা মৃত, তারা সবাই মার গেছে।"

ওকে শান্ত করতে প্রফেসর কাউয়ি একটা হাত রাখল ওর হাতে, "নাথান..."

ঝাড়া দিয়ে ওর হাত সরিয়ে দিল সে। তার মনে পড়ে গেল সেই কলটার কথা, যেন গতকালই তার জীবনে এটা ঘটেছে। সে তার চিকিৎসা বিষয়ক থিসিস মাত্র শেষ করেছে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে। আমাজনে একটি দল হারানোর খবর তার কাছে পৌঁছামাত্রই পরের ফ্লাইটেই সে আমাজনে চলে আসে উদ্ধারকারী দলের সাথে যোগ দিতে। আজ এই ওয়্যারহাউজে বদ্ধঘরে থাকার ভীতি, টেলাক্সের উপর ক্রোধ, হতাশা, নাথানের ফেলে আসা স্মৃতির ডালপালাকে মেলে ধরেছে। নাথান যেন ভাসছে স্মৃতির সাগরে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর কারো কোন হদিস না পেয়ে যখন অভিযান বন্ধ করতে বলা হলো, নাথান তাতে রাজি হয় নি। সে তখন শরণাপন্ন হয় টেলাক্স ফার্মের। অনেক মিনতি করে জানায় ব্যক্তিগতভাবে তাকে যেন অনুসন্ধান কাজ চালাতে সাহায্য করে তারা। টেলাক্সের সাথে একো-টেকের একটি চুক্তি ছিল। দশবছর মেয়াদী এই চুক্তি অনুযায়ি তাদের লক্ষ্য ছিল আমাজনে বসবাসকারী মানুষের সবগুলো গোত্রের সংখ্যা নিরুপন, আদমশুমারি এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে শামানদের যে পদ্ধতিগত জ্ঞান তা চিরতরে হারিয়ে যাবার আগেই তার

একটি ক্যাটালগ তৈরি করা। কিন্তু টেলাক্স নাথানের সেই প্রস্তাবে সাড়া দেয় নি। উপরন্তু তারা বলে যে, দলটি সম্ভবত ভয়ঙ্কর কোন গোত্রের মানুষের হাতেই শেষ হয়েছে, অথবা কোন মাদক চোরাচালানকারিদের খপ্পরে পড়েছে।

তারপরও নাথান দমে যায় নি। পরের বছরজুড়ে নাথান লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ করেছে তার অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে, তার বাবার শেষ পরিণতি কি হয়েছে তা জানার জন্য চষে বেড়িয়েছে সব ঝোঁপ-ঝাঁড়, যদি কোন চিহ্ন বা কোন ক্লু পাওয়া যায়। এক সময় পুরো অগ্রাসী অভিযানটি টাকা গিলে খাওয়ার কৃষ্ণগহ্বরে রূপ নিল। ওটার পেটে একো-টেকের সমস্ত সম্পত্তিগুলো গিলিয়ে দিতে হয় নাথানকে। ওয়ালস্ট্রিটে ইতিমধ্যে একো-টেকের পতন হয়েছে। আমাজনে একো-টেকের সিইও হারিয়ে যাবার পর এটার মজুদও কমে যাচ্ছিল দ্রুত। ফলে আশার জল শুকিয়ে গেল দ্রুত। টেলাক্স তখন কৌশলে একো-টেক অধিগ্রহন করার মাধ্যমে তার বাবার জন্য কিছু করতে চাইলো। এমনিতেই নাথান অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তার উপর তাদের আচরণে নাথান এতটাই মর্মাহত ও কষ্ট পেল যে, সে টেলাক্সের সাথে কোনরকম লড়াইয়ে গেল না। পরিণতিতে তার সমস্ত সম্পত্তি একটি বহুজাতিক কর্পোরেশনে রূপ নিল, আর নাথান সেই কর্পোরেশনেরই অধীনস্থ এখন।

এই ঘটনা তার জীবনের সবচেয়ে কালো অধ্যায়ের সূচনা করল। ঐ সময়ে সে বুঁদ হয়ে থাকতো মদে, নিতো ড্রাগস এবং আরো অনেক কিছুই যা সাময়িকভাবে তার জাগতিক দুঃখ-কষ্টকে ভুলিয়ে রাখতো। প্রফেসর কাউয়ি ও ম্যানুয়েল অ্যাজভেদো হল সেই দু-জন ব্যক্তি যারা তাকে সেই দুঃসহজীবন থেকে ফিরিয়ে আনে। এই দু-জনের হাত ধরে নাথান হয়ে ওঠে এক নতুন মানুষ। সে খেয়াল করে তার ভেতরের মৌলিক কিছু পরিবর্তন। জঙ্গলে তার মনোকষ্ট অনেক কম হচ্ছে, আবিষ্কার করে অন্যদের চেয়ে সে আরও বেশিদিন জঙ্গলে টিকতে পারছে। সে তখন ইন্ডিয়ানদের নিয়ে তার বাবার রেখে যাওয়া কাজ শুরু করে দিল নতুনভাবে। টেলাক্স এককালীন যে সামান্য টাকা দিয়েছিল তা দিয়েই ধীর গতিতে তার যাত্রা শুরু।

"তারা মারা গেছে," টেবিলের উপর খানিকটা ঝুঁকে পড়ে আবারও বললো সে। "আমার বাবার ভাগ্যে কি ঘটেছিল এত দীর্ঘ সময় পর তা আবিষ্কারের কোন আশাই থাকতে পারে না।"

নাথান আবারও অনুভব করল কেলির সেই অন্তর্ভেদী সবুজ চোখ জোড়া তার উপর স্থির হয়ে আছে, অপেক্ষা করছে নাথান কতক্ষনে নিজেকে গুছিয়ে নেয় তার জন্য। অবশেষে কেলি মুখ খুলল। "আপনি কি জেরাল্ড ওয়ালেস ক্লার্ককে চেনেন?"

'না' বলার জন্য মুখ খুলতে গিয়েও থেমে গেল সে, হঠাৎ মনে হলো নামটা চিনতে পারছে। লোকটা তার বাবার টিমের সদস্য ছিল। "হ্যা, সে একজন সাবেক সৈন্য ছিল, অভিযানে অংশ নেওয়া পাঁচজন সশস্ত্র দলের একজন।"

লম্বা করে দম নিল কেলি। "বারো দিন আগে জেরাল্ড ওয়ালেস ক্লার্ক জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে।"

কথাটি শুনে নাথানের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

"ধ্যাত্," পাশ থেকে বললো ম্যানুয়েল।

প্রফেসর কাউয়ি ছিটকে পড়া নাথানের চেয়ারটা ঠিকঠাক জায়গায় রেখে তাকে বসতে সাহায্য করল।

বলে চললো কেলি, "দুঃখজনকভাবে জেরাল্ড ক্লার্কের কাছ থেকে জানা যায় নি সে কোথায় ছিল বা কিভাবে ফিরে এল। স্থানীয় মিশনারিতে আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সে মারা যায়। আমরা এখন আশা করছি কার্ল র‍্যান্ডের সন্তান হিসেবে আপনি আমাদের এই অনুসন্ধানে আগ্রহভরেই সাহায্য করবেন।"

আলোচনার টেবিলে নেমে এল গভীর এক নিরবতা।

ফ্রাঙ্ক তার গলা পরিষ্কার করে আরো যোগ করলো, "ড. র‍্যান্ড, আপনি শুধুই যে এই জঙ্গল ও তার আদিবাসী সম্পর্কে অভিজ্ঞ তা নয়, আপনার বাবা এবং তার টিম সম্পর্কেও যেকারো চেয়েও আপনি বেশি জানেন। এই জ্ঞান গহীন জঙ্গলে আমাদের অনুসন্ধান চালাতে বেশ সাহায্য করবে।"

নাথান এখনো বাকশক্তিহীন। শান্ত প্রফেসর কাউয়ি দাঁত-খিঁচানোভাবে বললো, "এবার পরিষ্কার বুঝতে পারছি এ বিষয়ে টেলাক্সের আগ্রহ দেখানোর কারণ।" মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখা রিচার্ড জেনের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো প্রফেসর। "অন্যের দুর্দশা থেকে নিজদের ফায়দা লোটার সুযোগ কখনোই হাত ছাড়া করে না এরা।"

হাসিটা একটু ম্লান হয়ে গেল জেনের। বলেই চললো কাউয়ি, এবার দৃষ্টি কেলি ও ফ্রাঙ্কের দিকে। "কিন্তু এতে সিআইএ'র এনভায়রনমেন্টাল সেক্টর আগ্রহ দেখাচ্ছে কেন? এই মিশনে আর্মি রেঞ্জার্স নিযুক্ত করাই বা কতটুকু যৌক্তিক?" সে এবার এক ভ্রু উঁচু করে মিলিটারি প্রধানের দিকে তাকালো। "আপনাদের দু জনের যে কেউ অথবা ক্যাপ্টেন, ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করবেন কি?"

ফ্রাঙ্কের ভ্রু কুচকে গেল প্রফেসরের তাড়াহুড়ার এই তীক্ষ্ণ মন্তব্য শুনে। জ্বলজ্বল করে উঠলো কেলির চোখও। মুখ খুললো কেলি, "একজন সাবেক সৈন্য ও অস্ত্রবিশেষজ্ঞ হওয়ার পাশাপাশি জেরাল্ড ক্লার্ক সিআইএ'র সাবেক সদস্যও ছিলেন। রেইন-ফরেস্টের মধ্য দিয়ে কোকেন আনা-নেওয়ার যে রুটগুলো ব্যবহৃত হত সে সম্পর্কে বিশদ জানার জন্যই তাকে এই অভিযানে পাঠানো হয়েছিল।" ফ্রাঙ্ক সাথে কেলির দিকে এমনভাবে তাকালো যেন সে অনেক বেশিই বলে ফেলেছে। তাদের দৃষ্টি উপেক্ষা করে কেলি বলে চললো, "যেকোন তথ্যই দেয়া যেতে পারে, যদি ড. র‍্যান্ড আমাদের সাথে অপারেশনে যেতে রাজি হন, তা না হলে বিস্তারিত বলার কোনো দরকার নেই।"

প্রফেসর কাউয়ি সতর্কতাপূর্ণ চোখে নাথানের দিকে তাকালো। নাথান দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "আমার বাবার ভাগ্যে কি ঘটেছিল তা খুঁজে বের করার কোন আশা যদি এই মিশনে থেকে থাকে তবে এই সুযোগ আমি হাতছাড়া করতে পারি না।" তার দুই বন্ধুর দিকে ফিরলো এবার, "তোমরাও সেটা জানো।" নাথান দাঁড়িয়ে সবার দিকে তাকালো। "আমি যাবো।"

ম্যানুয়েলও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, "তাহলে আমিও যাচ্ছি তোমার সাথে।"

সদার উপর থেকে একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবারো বলতে শুরু করলো কেউ কোন আপত্তি জানানোর আগেই, "আমি ইতিমধ্যেই ব্রাসিলিয়ায় আমার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছি। এখানকার এফইউএনএআই (FUNAI)-এর একজন প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে এই মিশনে যেকোন ধরনের সীমাবদ্ধতা বা সুবিধা যোগ করার ক্ষমতা আমি রাখি।"

সায় দিল ফ্রাঙ্ক। "এজন্যেই ঘন্টাখানেক আগে আমাদেরকেও জানানো হয়েছে। ঠিক আছে, এটা এখন আপনার ইচ্ছের উপর নির্ভরশীল। আমার দিক থেকে কোন আপত্তি নেই। আপনার ফাইল আমি পড়েছি। বায়োলজিস্ট হিসেবে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের কাজে আসতে পারে।"

এরপর দাঁড়ালো প্রফেসর কাউয়ি, একটা হাত রাখলো নাথানের কাঁধে। "তাহলে সম্ভবত ভাষাতত্ত্বের উপর একজন বিশেষজ্ঞেরও দরকার হবে আপনাদের।"

"আপনার প্রস্তাবকে স্বাগত জানাই।" ফ্রাঙ্ক ছোটখাটো এশিয়ান মহিলাকে দেখিয়ে বলল, "কিন্তু আমাদের সেই কোটা পূরণ হয়ে গিয়েছে। ড. আনা ফঙ একজন অ্যানথ্রোপোলজিস্ট, সেই সাথে স্থানীয় বিভিন্ন গোত্রের উপর তার জ্ঞানও রয়েছে। তিনি ডজনখানেক স্থানীয় ভাষায় কথা বলতে পারেন।"

"ড. ফঙের ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই," নাথান বললো ফ্রাঙ্কের কথা উড়িয়ে দিয়ে, "কিন্তু প্রফেসর কাউয়ি কথা বলতে পারেন একশো পঞ্চাশটিরও বেশি ভাষায়। এই ফিল্ডে তার মত দ্বিতীয় কেউ নেই।"

আনা এই প্রথম কথা বললো, তার কণ্ঠ কোমল ও মিষ্টি। "ডাঃ র‍্যান্ডের কথাই ঠিক। প্রফেসর কাউয়ি সারাবিশ্বে খুবই সুপরিচিত আমাজনের সব ধরনের গোত্রের উপর তার সম্যক জ্ঞানের কারণে। তার সাহচার্য বিশাল সুবিধা দেবে আমাদের।"

"তাছাড়া," কেলি খুব শ্রদ্ধাভরে প্রফেসরের দিকে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললো, "এই জ্ঞানী প্রফেসর বিভিন্নরকম লতাপাতার ভেষজ ঔষধ ও জঙ্গলের নানারকম রোগের উপর খুব বড় ধরনের অভিজ্ঞ একজন ব্যক্তি।"

প্রফেসর কেলির দিকে ফিরে একটু বো করলো। কেলি তার ভায়ের দিকে ফিরলো এবার। "একজন মেডিকেল ডাক্তার হিসেবে তাকেও এই অভিযানে আমাদের সঙ্গে নেয়া যেতে পারে।"

কাঁধ ঝাঁকালো ফ্রাঙ্ক। "আর কি চাই?" নাথানের দিকে ফিরলো সে, "ঠিক আছে?"

"অবশ্যই," নাথান বললো দুই বন্ধুর উপর চোখ বুলিয়ে।

মাথা ঝাঁকিয়ে গলার স্বর উঁচু করলো ফ্রাঙ্ক, "ঠিক আছে, তাহলে কাজ শুরু করে দেয়া যাক। ড. র‍্যান্ডকে এই শহরেই খুঁজে পাওয়ায় আমাদের কাজের সময়সূচি অনেক এগিয়ে গেছে। সকালে রওনা হওয়ার আগে আমাদের বেশ কিছু কাজ পড়ে আছে।" সবাই যে যার মত কথা শুরু করে দিতেই ফ্রাঙ্ক নাথানের দিকে ফিরলো, "তাহলে এখন দেখা যাক আপনার আরো কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায় কিনা।" সে তার বোনকে নিয়ে অন্য আরেকটি অফিসের দিকে এগিয়ে গেলো। তাদের অনুসরণ করলো নাথান ও তার দুই বন্ধু।

ম্যানুয়েল নাথানের কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে কর্মব্যস্ততায় ভরা ঘরটার দিকে তাকালো, "স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে আমরা করলামটা কি?"

"আছে, অবাক করার মতই কিছু আছে।" অফিসের দরজাটা খুলে ধরে রেখে উত্তর দিল কেলি। "ভেতরে আসুন, আপনাকে দেখাচ্ছি আমি।"

নাথানের হাতে শক্ত করে রাখা এজেন্ট ক্লার্কের ছবিগুলো পাশেরজনকে দিয়ে দিল সে। "মানে আপনি বলছেন, এই লোকটার হাত আবার নতুন করে গজিয়েছিল?"

ফ্রাঙ্ক ডেস্কের চারপাশে ঘুরে এসে একটা সিটে বসলো। "দেখে তাই মনে হচ্ছে। তার রেকর্ডকৃত পূর্বের ফিঙ্গারপ্রিন্টের সাথেও মিলে গেছে। লোকটার লাশ মানাউসের মর্গ থেকে আজকে আনা হয়েছে। এখান থেকে যাবে স্টেট্‌সে, তার দেহাবশেষ পরীক্ষা করে দেখা হবে আগামীকাল একটি প্রাইভেট রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে, যেটার পৃষ্ঠপোষকতা করছে মিডিয়া।"

"মিডিয়া?" জিজ্ঞেস করল ম্যানুয়েল। "নামটা পরিচিত মনে হচ্ছে কেন?"

"মিডিয়া। এটার প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৯২ সালে। রেইন-ফরেস্ট সংরক্ষনের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে এটা।" দেয়ালে লাগানো টপোগ্রাফিক মানচিত্র পড়তে পড়তে জবাব দিল কেলি।

"এই মিডিয়াটাকেই তো চিনলাম না," হাতের ছবিগুলো ডেস্কের উপর রাখতে রাখতে বলল নাথান।

"তাহলে তো পেছনের দিকে যেতে হয়। ১৯৮৯ সালের ঘটনা। কংগ্রেসের এক সভায় কথা ওঠে, বিশ্বব্যপী অপরাধী-সন্ত্রাসীদের ওপর নজর রাখার জন্য সিআইএ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যে তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলো খুব কাজে আসতে পারে, আবার নাও আসতে পারে বৈশ্বিক পরিবেশগত পরিবর্তনের উপর গবেষণা ও মনিটরিং করার জন্য। ফলে ১৯৯২ সালে মিডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। সিআইএ এই সংস্থায় ষাট জনেরও বেশি লোক নিয়োগ করে যারা পরিবেশের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অভিজ্ঞ। এই লোকগুলোই সিআইএ থেকে পাওয়া পরিবেশ বিষয়ক তথ্য-উপাত্তগুলো বিশ্লেষণ করে থাকে।"

"ও আচ্ছা," বলল নাথান।

"আমাদের মা ছিলেন এই মিডিয়া'র একজন প্রতিষ্ঠাতা," বলে উঠলো ফ্রাঙ্ক, "তিনি মেডিসিন এবং বিভিন্ন রকম দূষিত বর্জ্যের উপর অভিজ্ঞ। আমার বাবা সিআইএ'র ডেপুটি ডিরেক্টর থাকাকালীন মাকে মিডিয়াতে নিয়োগ দেন। এজেন্ট ক্লার্কের পোস্টমর্টেম তিনিই করবেন।"

ভ্রু কুচকালো ম্যানুয়েল। "আপনার বাবা সিআইএ'র একজন ডেপুটি ডিরেক্টর?"

"ছিলেন," মুখে কিছুটা তিক্ততা ফুটিয়ে বলল ফ্রাঙ্ক।

কেলি ম্যাপ রেখে ঘুরে দাঁড়ালো। "তিনি এখন সিআইএ'র এনভায়রনমেন্টাল সেন্টারের ডিরেক্টর। এই ডিভিশনটি মিডিয়া'র নির্দেশে ১৯৯৭ সালে ভাইস-প্রেসিডেন্ট আল গোর প্রতিষ্ঠা করেন।ফ্রাঙ্কও ঐ একই ডিভিশনে কাজ করে।"

"আর আপনি?" জিজ্ঞেস করল নাথান, "আপনিও কি সিআইএ'তে আছেন?"

"সে মিডিয়া'র সবচেয়ে কনিষ্ঠ সদস্য," কেলি প্রশ্নটার জবাব দেবার আগেই ফ্রাঙ্ক বলে উঠল। তার কণ্ঠে কিছুটা গর্ব ঝরে পড়ল যেন। "তার এই সম্মান চোখে পড়ার মত। এ-কারণেই এই মিশনে আমাদের নির্বাচিত করা হয়েছে। আমি সিআইএ'র প্রতিনিধিত্ব করছি আর কেলি করছে মিডিয়া'র।"

"এই ব্যাপারটা তো একটি পারিবারের মধ্যে আটকে থাকছে বলে মনে হচ্ছে না?" নাক টেনে বলল কাউয়ি।

"এই মিশন সম্পর্কে যত কম মানুষ জানবে ততই ভাল," যোগ করল ফ্রাঙ্ক।

"তাহলে এখানে টেলাক্স ফার্মাসিউটিক্যাল্সের ভূমিকাটা কি?"

ওব্রেইনরা কিছু বলার আগেই উত্তর দিলো কাউয়ি, "ব্যাপারটা কি পরিস্কার মনে হচ্ছে না? তোমার বাবার ঐ অভিযানে আর্থিক সহায়তা করেছে ইকো-টেক এবং টেলাক্স। এখন কিন্তু এরা আর দুটি সংস্থা নয়, একটি। এই অভিযানে লাভজনক যা-ই অর্জিত হোক না কেন সেগুলোর স্বত্ত্বাধিকারী হবে টেলাক্স। তোমার বাবা যদি এমন কোন যৌগ আবিষ্কার করে থাকে যা দিয়ে মন্দা কাটিয়ে নতুন করে লাভের মুখ দেখা যায় তাহলে টেলাক্স তার সিংহভাগ ভোগ করার অধিকার রাখবে।"

কেলির দিকে তাকাল নাথান, মেয়েটি মাথা নীচু করে রেখেছে। খুব স্বাভাবিকভাবে মাথা ঝাঁকালো ফ্রাঙ্ক। "প্রফেসর ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এমনকি টেলাক্সের হাতেগোনা অল্প কিছু মানুষ জানে আমাদের মিশনের সত্যিকারের উদ্দেশ্য।"

এবার মাথা ঝাঁকালো নাথান। "ভাল, খুবই ভাল।" কাউয়ি সহমর্মিতার একটি হাত রাখলো নাথানের কাঁধে।

"ওসব থাক," ম্যানুয়েল বলল, "আমাদের প্রথম কাজটা কি?"

"আমি দেখাচ্ছি আপনাদের," কেলি আবারো তার পিছেনের দেয়ালে ঝোলানে ম্যাপের দিকে ফিরলো। ম্যাপের প্রায় মাঝামাঝি একটা জায়গায় আঙুল রাখলো সে, "আমি নিশ্চিত ড. র‍্যান্ড এই ম্যাপটির সাথে পরিচিত।"

ম্যাপের দিকে তাকিয়ে খুব সহজেই নাথান চিনতে পারলো ওটা। ম্যাপের রেখাগুলো যেন নিজেরই হাতের রেখা, এতটাই পরিচিত তার। "আমার বাবার টিমের ব্যবহার করা সেই রাস্তা, চার বছর আগেরকার।"

"ঠিক তাই," বলল কেলি, ম্যাপের উপর দিয়ে বয়ে চলা একসারি ডট লাইনের দিকে আঙুল চালাতে চালাতে, "যে লাইনটা মানাউসের বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে ওঠা শহরের মধ্য দিয়ে ম্যাডেইরা নদীর দক্ষিণ তীর ঘেঁষে মিশেছে শহরে, এখান থেকে লাইনটা উত্তর দিকে মোড় নিয়ে সোজা চলে গেছে আমাজনের প্রাণকেন্দ্রে, যেখান থেকে টিমটা উত্তর-আমাজন ও দক্ষিণ-আমাজনের মধ্যবর্তী তুলনামুলক কম আবিষ্কৃত একটি জায়গা অতিক্রম করে আড়াআড়িভাবে।" লাইনটার শেষপ্রান্তে ছোট্ট একটা ক্রসের উপর এসে আঙুল থামল কেলির। "এই হলো সেই জায়গা যেখান থেকে তাদের সাথে সকল রেডিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। আবার এখান থেকেই সবরকম অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল, যে অনুসন্ধানের

টাকা দিয়েছে ব্রাজিলিয়ান সরকার এবং অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা।" খুব তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিতে নাথানের দিকে তাকালো কেলি, "ঐ অনুসন্ধান সম্পর্কে আপনি আমাদের কিছু বলবেন কি?"

ডেস্ক ঘুরে এসে ম্যাপের উপর দৃষ্টি হানল নাথান। ধীরে বয়ে চলা এক হতাশার স্রোত তার ভেতরের সত্তাকে বিদ্ধ করল যেন। "সময়টা ছিল ডিসেম্বর মাস, সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের সময়।" অলস ভঙ্গিতে ফিসফিস করে বলল সে। "খুব বড় দুটো জলোচ্ছাস ঐ এলাকাটা ডুবিয়ে দিয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে কাউকে খুঁজে না পাওয়ার এটাও একটা কারণ। কিন্তু সপ্তাহখানেক পরে পানির স্রোত কমে এলে টিমের কাছ থেকে তাদের কাজের আপডেট যখন এল তখন একটা বিপদসংকেতও ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রথম প্রথম এটা নিয়ে কেউ দুশ্চিন্তা করে নি। এই মানুষগুলো তো সারাজীবন জঙ্গলেই কাটিয়েছে, কীইবা সমস্যা হতে পারে তাদের? কিন্তু সার্চটিম যখন প্রাথমিকভাবে অনুসন্ধান শুরু করল তখন ব্যাপারটা খুব সহজেই বোঝা গেল যে হারানো টিমকে সনাক্ত করার জন্য যাই থাকুক না কেন সবই ধুয়ে মুছে গেছে বৃষ্টি আর বন্যার পানিতে। যখন প্রথম অনুসন্ধান কারী দলটি ওখানে পৌছায় তখন এই জায়গাটা–" একটা আঙুল ম্যাপের উপর কালো রঙের X চিহ্নিত জায়গায় রেখে বললো নাথান, "পানির নিচে তলানো ছিল।"

নাথান ঘুরে দাঁড়াল অন্যদের দিকে। "এরপর একসপ্তাহ গেল, তারপর আরও একসপ্তাহ। কিছুই পাওয়া গেল না। না কোন সূত্র না কোন কণ্ঠস্বর...সর্বশেষ আতঙ্কভরা সাহায্যের আবেদনের আগপর্যন্ত। 'সাহায্য পাঠাও...বেশিক্ষণ টিকতে পারছি না। ওহ্ গড, তারা আমাদের চারপাশ ঘিরে আছে।' " গভীর করে দম নিল নাথান। ভেসে আসা এই শব্দগুলো এখনও আহত করে তাকে। "রেডিও সিগন্যালটা বেশ অস্পষ্ট ছিল তাই এটা সনাক্ত করা অসম্ভব ছিল কথাগুলো কে বলেছে। হতে পারে এটা ছিল এজেন্ট ক্লার্ক।" কিন্তু নাথান ভেতরে ভেতরে ঠিকই জানত কণ্ঠটা ছিল তার বাবার। সে বহুবার এই মেসেজটা শুনেছে–তার বাবার শেষ কথাগুলো। ডেস্কের উপর ছড়ানো ছিটানো ছবিগুলোর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নাথান। "পরবর্তী তিনমাস উদ্ধারকারী দল পুরো এলাকাটা চষে ফেলল কিন্তু ঝড় ও জলোচ্ছাস সব কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। কেউ কিছুই বলতে পারলো না বাবার টিমটা কোন্ দিকে গেছে। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর নাকি দক্ষিণে।" কাঁধ ঝাঁকালো সে, "এটা অসম্ভব ছিল, আমরা টেক্সাস শহর থেকেও বড় একটা অঞ্চলজুড়ে খোঁজাখুঁজি করলাম। কোন লাভ হলো না, তাই এক সময় সবাই ক্ষান্ত দিল।"

"আপনি ছাড়া," নরম কণ্ঠে বলল কেলি।

মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল নাথানের এক হাত। "এতে করে ভালই হয়েছিলো, আমার সাথে কোন যোগাযোগই রইল না আর পরবর্তীতে।"

"এখন পর্যন্ত," কেলি বলল, সে নাথানের দৃষ্টিকে ধীরে ম্যাপের উপর নিয়ে গেল, লাল রঙের একটা বৃত্তের উপর যেটা আগে সে খেয়াল করে নি। জায়গাটা সাও-গ্যাব্রিয়েল থেকে দু-শত মাইল দূরের জারুরা নদীর তীরবর্তী একটি অঞ্চল। নদীটা সলিমোস নদীর একটি শাখা যেটা গিয়ে মিশেছে দক্ষিণে বয়ে চলা বিশাল আমাজনের সাথে। "এ হলো

ওয়া-ওয়ে'র মিশনারি, যেখানে এজেন্ট ক্লার্ক মারা যান, এ-জায়গাতেই আগামীকাল রওনা হচ্ছি আমরা।"

"তারপরের কাজ?" জিজ্ঞেস করল ম্যানুয়েল।

"আমরা জেরাল্ড ক্লার্কের পথ অনুসরণ করব। আমাদের অবশ্য একটা সুবিধা আছে যেটা প্রথম অনুসন্ধান শুরু করা দলের ছিল না।"

"কি সেটা?" ম্যানুয়েল জানতে চাইল।

দেয়ালে ম্যাপের দিকে একটু ঝুঁকে বলল নাথান, "গ্রীষ্মের একেবারে শেষ মুহূর্তে আমরা। গত একমাসের মধ্যে বড় কোন ঝড়-বৃষ্টি হয় নি এখানে।" সবার দিকে ফিরে তাকাল, "জেরাল্ড ক্লার্কের ব্যবহার করা পথ খুঁজে পাব আমরা সহজেই।"

উঠে দাঁড়িয়ে ফ্রাঙ্ক দেয়ালের ম্যাপের দিকে ইঙ্গিত করে বলতে শুরু করল, "তাই জরুরি ভিত্তিতে এবং দ্রুততার সাথে এই মিশন সমন্বয় করলে আমরা আশা করছি জেরাল্ড ক্লার্কের ব্যবহৃত পথটা খুঁজে পাব, আর সেটা বর্ষাকালের বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে যাবার আগেই। আমরা আরো আশা করছি, তার চেতনা যথেষ্ট সক্রিয় ছিল সে সময়ে, হয়তো সে তার ব্যবহৃত পথ ধরে আসার সময় গাছের গায়ে বা পাথরের ওপর কোন চিহ্ন রেখে এসেছে যেগুলো ধরে আমরা তার চার বছর ধরে গুম হয়ে থাকা জায়গাটা খুঁজে পেতে পারি।" ফ্রাঙ্ক ডেস্কের দিকে ফিরে সেখান থেকে বড় একটা ভাঁজ করা কাগজ টেনে বের করল। কাগজটা স্কেচ করা। "সাথে যেহেতু আমরা আনা ফঙের মত একজনকে নিযুক্ত করেছি, যেকিনা নিম্ন বর্ণের ইন্ডিয়ান, মিশরিয় বা যে কারো সাথেই ভাবের আদান প্রদান করতে পারবে, সেহেতু তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা জানতে পারব শরীরে এরকম চিহ্নঅঙ্কিত কাউকে তারা দেখেছে কিনা।" হাতের কাগজটার ভাঁজ খুলে ডেস্কের উপর মেলে ধরল সে। হাতে স্কেচ করা একটি ড্রয়িং বেরিয়ে পড়ল। "এই ট্যাটুগুলো আঁকা ছিল এজেন্ট ক্লার্কের পুরো বুক আর পেট জুড়ে। আমরা আশা করছি এমন কোন মানুষকে খুঁজে পাব, হোক তারা ছোটখাট বা বিচ্ছিন্ন কোন গোত্রের, যারা এরকম চিহ্ন আঁকা কাউকে দেখেছে।"

তীব্র আতঙ্কে কেঁপে উঠলো প্রফেসর কাউয়ি। তার এরকম প্রতিক্রিয়া ঘরের কারো দৃষ্টিই এড়ালো না।

"কি হলো?" জানতে চাইল নাথান।

কাউয়ি স্কেচ করা কাগজটার দিকে দেখাল। সর্পিল আকারের পেঁচানো ও জটিল এক রেখাশৈলী একটি হাতের ছাপকে কেন্দ্র করে ঘুরছে যেন।

"এটা খারাপ, সত্যিই খুব খারাপ।" কিছুটা বেখেয়ালি সুরে কথাটা বলে পকেট হাতড়ে পাইপটা বের করে আনল কাউয়ি। অনুমতি পাবে কিনা এমন প্রশ্নবিদ্ধ একটি দৃষ্টি দিল ফ্রাঙ্কের দিকে চেয়ে। তাকে হতাশ না করে মাথা নেড়ে সায় দিল সে। কাউয়ি একটা পাউচ বের করে সেখান থেকে স্থানীয়ভাবে জন্মানো কিছু তামাক পাইপের মধ্যে ঢুকিয়ে তাতে আগুন জ্বালালো। নাথান দেখলো প্রফেসরের হাত কাঁপছে, এমনটা সে এর আগে কখনো দেখে নি।

"ছবিটা কিসের?"

মুখের পাইপ থেকে ধোঁয়া ছেড়ে কথা বলতে শুরু করল কাউয়ি, ধীরে ধীরে। "এই সিম্বলটা ব্যান-আলির। এরা হল ব্লাড জাগুয়ার।"

"আপনি চেনেন এই গোত্রকে?" প্রশ্ন করল কেলি।

মুখ থেকে ধোঁয়ার দীর্ঘ একটা কুণ্ডুলি বের করতে করতে কাঁধ ঝাঁকালো কাউয়ি। "এই গোত্র সম্বন্ধে কেউ কিছুই জানতে পারে না। এটা হলো এক ভয়াল গল্পের ফিসফিসানি, যে গল্প এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে চলে আসছে গ্রামের বয়োবৃদ্ধদের হাত ধরে। এই গোত্র সম্পর্কে প্রচলিত মিথ আমাদের বলে, এই গোত্রের অনেকে জাগুয়ারের সাথে শারীরিকভাবে মেলামেশা করে, এরফলে যারা জন্ম নেয় তারা বাতাসে অদৃশ্য হতে পারে। তারা এতটাই ক্ষমতা অর্জন করে যে এদের বিপক্ষে যে কারোর মৃত্যু এরা ডেকে আনতে পারে। কথিত আছে এরা এই জঙ্গলের মতই প্রাচীন, পুরো জঙ্গলই এই ক্ষমতাধর সত্তার ইচ্ছার কাছে নত থাকে।"

"কিন্তু আমি তো এরকম কোন গোত্রের কথা কোনদিন শুনি নি," নাথান বলল, "আমি কিন্তু পুরো আমাজনজুড়ে বিভিন্ন গোত্রের সাথেই কাজ করেছি।"

"আর ড. ফঙ, যিনি টেলাক্সের অ্যানথ্রোপলজিস্ট," ফ্রাঙ্ক বলল, "তিনিও তো এটা চিনতে পারে নি।"

"আমি এতে মোটেও অবাক হচ্ছি না। আমাজনিয়রা তোমাকে যত ভালভাবেই গ্রহণ করুক না কেন তাতে কিছুই যায় আসে না। গোত্রের বাইরের কাউকে সব সময় একজন *পানানাকিরি* অর্থাৎ শত্রু হিসেবেই বিবেচনা করে এরা। তারা তোমার সামনে ব্যান-আলি সম্পর্কে কখনোই মুখ খুলবে না।"

নাথান খুব অপমানিত বোধ করল। "কিন্তু আমি–"

"না, নাথান, আমি তোমার কাজ বা সামর্থকে খাটো করে দেখছি না। কিন্তু অনেক গোত্রের কাছেই কিন্তু এই নামটা বেশ ক্ষমতাধর। হাতেগোণা কিছু মানুষ হয়তো ব্যান-আলি'র নাম বলতে পারে। তারা আসলে তাদের মনোযোগ ব্লাড-জাগুয়ারদের দিকে নিয়ে যেতেই ভয় পায়।" ড্রয়িংটার দিকে নির্দেশ করল কাউয়ি। "এই সিম্বল নিয়ে তুমি যদি চলাচল কর তবে যথেষ্ট সতর্কতার সাথেই তা প্রদর্শন করতে হবে। অনেক ইন্ডিয়ান তোমাকে মেরেও ফেলতে পারে এই ধরনের কাগজ নিজের কাছে রাখার জন্য। কোন গ্রামের মধ্যে এই সিম্বল প্রবেশ করানোর মত নিষিদ্ধ কাজ আর একটিও নেই।"

ভ্রু কুচকালো কেলি। "তাহলে তো এজেন্ট ক্লার্কের কোন গ্রামের মধ্য দিয়ে আসার ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে।"

"যদি এসেও থাকে সে জীবিত হেটে আসতে পারে নি।"

একটা চিন্তাযুক্ত দৃষ্টি বিনিময় হলো কেলি ও ফ্রাঙ্কের মাঝে। তারপর কেলি নাথানের দিকে ঘুরল, "আপনার বাবার অভিযান ছিল আমাজনিয় গোত্রদের একটা তালিকা করা। যদি তিনি এই রহস্যময় ব্যান-আলি গোত্রের কথা শুনে থাকেন বা কোন ক্লু যা এদের অস্তিত্বের প্রমান করে, আমার মনে হয় তিনি তাদের অনুসন্ধান করেছিলেন।"

"এবং সম্ভবত তিনি তাদের খোঁজ পেয়েছিলেন।" স্কেচ করা কাগজটি ভাঁজ করে রাখতে রাখতে বলল ম্যানুয়েল।

"প্রার্থনা কর ঈশ্বরের কাছে, যেন সে না পেয়ে থাকে," হাতেধরা পাইপের চকচকে শেষ প্রান্তের দিকে গভীর দৃষ্টি দিয়ে বলল প্রফেসর কাউয়ি।

কিছু সময় পরে, প্রায় সবকিছু বিস্তারিতভাবে ঠিকঠাক করে কেলিকে ছোট ছোট তিনটি কাজের মধ্যে দিয়ে যেতে হলো। একজন রেঞ্জারের পিছু পিছু হেটে, রুমটা অতিক্রম করে ওয়্যারহাউস থেকে বেরুতে হলো তাকে। তার ভাই ইতিমধ্যে নিজের ল্যাপটপের উপর ঝুঁকে পড়েছে, যেটার সাথে যুক্ত আছে ছোট একটি পোর্টেবল স্যাটেলাইট ডিভাইস। সে এখন ব্যস্ত, সারাদিনের কর্মকান্ডের রিপোর্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে আপলোড করার কাজে, যাদের মধ্যে তাদের বাবাও আছেন। তবে কেলির দৃষ্টি নাথানকে অনুসরণ করে যাচ্ছে। ওর কাছে হাসপাতালে ওদের বৈরি পরিচয়পর্বের পর এখন পর্যন্ত নাথানের আচার-আচারন পছন্দ হচ্ছে না। যদিও এখনকার নাথানের বাহ্যিক অনেক পরিবর্তন হয়েছে, তেল চিটচিটে চুল নেই, নেই শরীরের সেই দূর্গন্ধও, স্ট্রেচারে শোয়ানো একটি মেয়েকে নিয়ে ছোটাছুটি করার সময় তার যে হাবভাব ছিল তাও নেই। শেভ করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরেছে সে। ছেলেটা আসলেই সুপুরুষ। চকচকে সোনালী চুল, শ্যামলা গায়ের রং, তীক্ষ্ণ নীল চোখ, এমনকি সে যখন চিন্তিত বা কৌতুহলি হয়ে তার এক ভ্রু উঁচু করছিল তাকে অন্যরকম আকর্ষনীয় লাগছিল। চিন্তিত বা কৌতুহলি অবস্থায় তার এক ভ্রুর ওঠা-নামাটাও দারুণ।

"কেলি," তার ভাই ডাকল, "কেউ একজন তোমাকে 'হাই' বলতে চাচ্ছে।"

ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলে কেলি তার ভায়ের সাথে টেবিলে যোগ দিল। পুরো ঘরজুড়ে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি শেষবারের মত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। দু-হাতের তালুর উপর ভর করে টেবিলের উপর ঝুঁকলো কেলি। তার চোখ ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে। খুব পরিচিত দুটো মুখ তার নজরে আসতেই একটা উষ্ণ হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে।

"মা, জেসির তো এত রাতঅবধি জেগে থাকার কথা নয়?" সে একনজরে হাতঘড়িটা দেখে দ্রুত হিসেব কষে নিল। "এখন তো মনে হয় প্রায় মাঝরাত।"

"আসলে মাঝরাত পার হয়ে গেছে, সোনা।"

কেলির মা যেন কেলিরই এক বোন। দু-জনের চুল একই রকম লালচে বাদামী, বয়সের চিহ্ন বলতে চোখের কোনের ছোট ভাঁজগুলো আর নাকের উপর বসে থাকা চশমাটা। মাত্র বাইশ বছর বয়সে কেলি ও ফ্রাঙ্ক তার গর্ভে আসে। তিনি তখন মেডিকেলের ছাত্রি। আলাদা দুটি ডিম্বানু থেকে সৃষ্ট ফ্রাটেরনাল যমজ জন্ম দেয়াটাই যথেষ্ট ছিল একজন মেডিকেলের ছাত্রি ও তরুণ নেভি সারভিল্যান্স ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষে। কেলির বাবা-মা আর কোন সন্তান নেয় নি।

কিন্তু কেলিকে কোন কিছুই থামাতে পারে নি তার মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে। জর্জ টাউনের মেডিকেল কলেজের ছাত্রি থাকাকালীন সময়ে তার গর্ভেও সন্তান আসে। সে তখন চতুর্থ বর্ষে। কিন্তু তার মা যেমন বিয়ের পর থেকে এখন পর্যন্ত স্বামী

সন্তান নিয়েই আছে, কেলির ভাগ্যে তেমন কিছুই ঘটে নি। ড্যানিয়েল নিকারসন নামের লোকটিকে ডির্ভোস দেয় সে। রেসিডেন্সিতে প্রশিক্ষণরত এক সহকর্মীকে শয্যাসঙ্গী করেছিল ড্যানিয়েল, আর এটা দেখে ফেলে কেলি। এরপর সেই লোক অনেক চেষ্টা করেছে বিয়েটা টিকিয়ে রাখার জন্য। তাদের ভালবাসার ফসল এক বছরের ফুটফুটে কন্যা জেসিকাই ছিল এর কারণ। জেসিকার উপর কেলির কর্তৃত্বকে সে পুরোপুরি ইতিবাচকভাবেই দেখতে চেয়েছিল। জেসির বয়স এখন ছয়। সে এখন দাঁড়িয়ে আছে তার নানীর কাঁধের উপর। পরনে হলুদ ফ্লানেলের নাইটগাউন যেটার সামনে ডিজনির পোকাহান্টসের ছবি। তার লাল চুলের মধ্যে দিয়ে সে এমনভাবে হাত চালাচ্ছে যেন এইমাত্র বিছানা থেকে উঠেছে। সে স্ক্রিনের দিকে চেয়ে হাত নাড়ল।

"হাই মাম।"

"হাই সুইটহার্ট। নানা-নানীর সাথে সময় ভাল কাটছে তোমার?"

খুব জোরে মাথা নাড়ল সে, "আমরা আজকে চাক-ই-চিজে গিয়েছিলাম।"

হাসিটা প্রসারিত হল কেলির। "খুব আনন্দ করেছ মনে হচ্ছে। ইশ্, আমি যদি তোমাদের সাথে থাকতে পারতাম!"

"আমরা তোমার জন্য একটু পিৎজা রেখে দিয়েছি।"

পাশে কেলির মায়ের চোখে রাজ্যের বিরক্তি ফুটে উঠল চাক-ই-চিজের কথা মনে উঠতেই। শুধু তার কেন, যেকোন নানা-নানীরই এমনটা হবে যারা চাক-ই-চিজে গিয়ে ইঁদুর ঝাঁকের সাথে যুদ্ধ করেছে।

"মাম, তুমি কোন সিংহ দেখেছ?"

ছোট একটা হাসির খোরাক দিল কথাটা। "না, এখানে কোন সিংহ নেই, সোনা। ওটা আফ্রিকায় থাকে, বুঝলে?"

"তাহলে গেরিলা?"

"না, কারণ ওটাও আফ্রিকায় পাওয়া যায়। তবে আমরা কিছু বানর দেখেছি।"

চোখ জোড়া গোল হয়ে গেল জেসিকার। "একটা বানর ধরে বাড়িতে আনবে, মাম? আমি সবসময় একটা বানর পুষতে চেয়েছি।"

"আমার মনে হয় না বানর এটা পছন্দ করবে। তারও এখানে নিজের মামি রয়েছে।"

কেলির মা একটা হাত দিয়ে জেসিকাকে জড়িয়ে ধরল। "আমার মনে হয় তোমার মাকে এখন একটু ঘুমাতে দেয়া উচিত আমাদের। তোমার মত তাকেও খুব সকালে উঠতে হবে ঘুম থেকে।"

গাল ফোলালো জেসি।

স্ক্রিনের দিকে আরও একটু ঝুঁকে পড়ল কেলি। "আই লাভ ইউ, জেসি।"

হাত নাড়ল সেও। "বাই মাম।"

কেলি হাসল তার দিকে তাকিয়ে। "সাবধানে থেকো, সোনা। আশা করছি খুব তাড়াতাড়িই ফিরে আসবো তোমার কাছে। তোমার অনেক কাজ জমে আছে। ওটা কি...মা...মানে প্যাকেজটা কি পৌঁছে গেছে ঠিকঠাক মত?"

খুব সিরিয়াস একটা ভাব ফুটে উঠল কেলির মায়ের চোখেমুখে। "মিয়ামির কাস্টমস্ থেকে ওটা ছয়টার দিকে খালাস হয়ে এই ভার্জিনিয়ায় পৌছেছে দশটার দিকে। তারপর ট্রাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ইন্সটার ইন্সটিটিউটে। তোমার বাবা অবশ্য ওখানে। কালকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সব ঠিকঠাক আছে কিনা সে বিষয়ে তদারকি করছে।"

মাথা ঝাঁকাল কেলি। ক্লার্কের লাশ নিরাপদে স্টেট্সে পৌছেছে জেনে ভেতরে খানিকটা স্বস্তিবোধ করল সে।

"জেসিকে ঘুমাতে নিয়ে যাচ্ছি এখন, তবে কাল রাতে সন্ধ্যার দিকে আপলিংকের সময় সব জানাব। সাবধানে থাকবে ওখানে, ঠিক আছে?"

"চিন্তা করো না, আমাদের বডিগার্ড হিসেবে দশজন আর্মি রেঞ্জারের একটি চৌকস দল রয়েছে এখানে। ওয়াশিংটনের যেকোন পথঘাটের চেয়ে বেশি নিরাপদে থাকব।"

"সবসময় তোমরা দু-জন দু-জনকে চোখে চোখে রাখবে।"

ফ্রাঙ্কের দিকে তাকাল, সে এখন রিচার্ড জেনের সাথে কথা বলছে। "আচ্ছা রাখবো।"

একটা চুমু ভাসিয়ে দিয়ে বলল কেলির মা, "আই লাভ ইউ।"

"লাভ ইউ টু, মাম।"

স্ক্রিন থেকে ছবিটা উধাও হয়ে গেল।

ল্যাপটপ বন্ধ করে টেবিলের পাশে রাখা একটি চেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ল কেলি। হঠাৎ করেই খুব ক্লান্ত লাগছে তার। অন্যদেরকে দেখে নিল সে। তার জিনিসপত্র গোছগাছ করে হেলিকপ্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে। সকল দায়-দায়িত্বে কথা বাদ দিয়ে তার চিন্তা-ভাবনা মোড় নিলো অন্যদিকে। সর্পিল আকারের রক্তিম বর্ণের সেই ট্যাটু, যাকে বলা হচ্ছে ব্যান আলির সিম্বল। ব্যান-আলি, আমাজনের ভুতুড়ে গোত্র। দুটি প্রশ্ন তাকে তাড়া করছে : এমন কোন অলৌকিক ক্ষমতাধর গোত্রের আদৌ অস্তিত্ব আছে কি? আর যদি থেকেই থাকে তবে দশজন রেঞ্জার্স কি যথেষ্ট তাদের বিপক্ষে?

অধ্যায় ৩

ডাক্তার ও ডাইনি
৬ই আগস্ট, রাত ১১:৪৫
কেইয়ান, ফ্রেঞ্চ গায়ানা

লুই ফ্যাব্রিকে প্রায়ই বাস্টার্ড এবং মাতাল বলে ডাকা হয়। তবে সেটা আড়ালে-আবডালে, কখনো তার সামনে নয়, কখনই না। ঝুঁকি নিয়ে চলা দূর্ভাগা এই মাতাল লোকটি এখন বসে আছে হোটেল সেইনের পেছনে এক সরু গলিতে। ধীরে ধীরে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হওয়া এই হোটেলটি একসময় ঔপনিবেশিক স্থাপত্যরীতিতে গড়া বিশাল একটি কমপ্লেক্স ছিল। পাহাড়ের উপর স্থাপিত ভবনটি উপর থেকে রাজধানী ফ্রেঞ্চ গায়ানার দিকে তাকিয়ে আছে যেন।

কিছুক্ষণ আগে হেটেলের অন্ধকার বারে দাঁড়িয়ে এই লোকটি কয়েকজনের সাথে কি একটা বিষয় নিয়ে খুব বাজেভাবে কথা কাটাকাটি করছিল। লোকগুলোর মধ্যে একজন সামরিক সদস্য, ডেভিস আইল্যান্ড থেকে পালিয়ে আসা সাজাপ্রাপ্ত আশি বছরের এক বৃদ্ধ কয়েদিও ছিল। লুই অবশ্য বৃদ্ধ লোকটির সাথে কোন কথা বলে নি কিন্তু বার-কিপারের কাছে তার কাহিনী শুনেছে।ফ্রান্স থেকে পাঠানো অনেক কয়েদির মতই সেও দুইভাবে দণ্ড পেয়েছে–দশ মাইল দূরের ডেভিল আইল্যান্ডের মত নরকে একবছর এবং পরের বছর থাকতে হয়েছে এই ফ্রেঞ্চ গায়ানায়। এই কলোনিতে ফরাসিদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতেই এমনটা করা হয়। সরকার অবশ্য আশা করে, হতভাগ্য এই মানুষগুলো এখানে থাকাকালীন সময়েই পৃথিবী ত্যাগ করবে। কিন্তু যারা সাজা ভোগ করে আবার ফ্রান্সে ফিরে যাবে এই দীর্ঘ সময় পর তাদের জন্য কি রকম জীবন অপেক্ষা করবে?

লুই এই লোককে প্রায়ই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। লোকটি যেন তারই জ্ঞাতিভাই। তারই মত দেশান্তরিত। লোকটি যখন তৃপ্তির সাথে তার পছন্দের হুইস্কিতে চুমুক দিতো লুই খুব ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করত তার আশাহীন মুখের উপর দিয়ে বয়ে চলা অসংখ্য বয়সের দাগগুলো। লুই এই শান্ত মুহূর্তগুলোকে খুব মূল্যবান মনে করত। তাই এমন একটি মুহূর্ত যখন এক আধ-মাতাল লোক নষ্ট করে দিল, ভেতরে ভেতরে সে তেতে উঠল। ইংরেজ মাতালটি হোঁচট খেয়ে পড়তেই বৃদ্ধের হাত থেকে ড্রিঙ্কস পড়ে গেল। মাতাল সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করেই খুব স্বাভাবিকভাবে হেলে-দুলে হাটা শুরু করল। যেহেতু মাতালটি বৃদ্ধের কাছে কোন রকম ক্ষমা চাইল না কিংবা নিদেনপক্ষে দুটো ভাল কথাও বলল না, তাই নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলো না লুই। মাতালটার মুখোমুখি দাঁড়াল সে।

"সরে দাঁড়াও সামনে থেকে, ফ্রেঞ্চি," জড়ানো কণ্ঠে কথাগুলো বলল ইংরেজ।

লোকটাকে বার থেকে বের হওয়ায় বাধা দিয়ে বলল লুই, "আমার বন্ধুকে আরেকটা ড্রিঙ্কস কিনে দাও নয়তো তোমার কাছ থেকে তা আদায় করে নেয়া হবে, মিস্টার।"

"সরে দাঁড়াও বলছি, নির্বোধ মাতাল কোথাকার।" লুইকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইল লোকটি।

লম্বা করে দম নিল লুই, তারপরই সজোরে একটা ঘুষি চালিয়ে দিল লোকটার নাক বরাবর। এক ঘুষিতেই নাকের ঝোল বের হয়ে গেল তার। এরপর ওর স্যুটের ল্যাপেন জোড়া ধরে পুরোপুরি নিজের নিয়ন্ত্রনে নিয়ে এলো লোকটাকে। অন্যান্য কাস্টমাররা যে যার ড্রিঙ্কসে মন দিল। তাকে টানতে টানতে বারের পেছনের দরজা দিয়ে সরু গলিতে নিয়ে এলো লুই। সারারাত মদে ডুবে থাকা এবং বিশাল এক ঘুষি খাওয়ার কারণে কোনরকম প্রতিক্রিয়া দেখতে পারছে না লোকটি। এর কাছ থেকে একটা ক্ষমাসুলভ আচরন পাবার জন্যই ক্যালরি খরচ করেছে লুই। ইতিমধ্যে সে অনেক আঘাত করে ফেলেছে লোকটাকে। প্রসাব ও রক্ত, এই দুই রকম তরলের সাথে তাদের দাঁড়িয়ে থাকার জায়গাটার কাদা-পানি মিশে একেবারে বিচ্ছিরি এক পরিবেশের সৃষ্টি হল। খুব জোরে নির্মমভাবে বুকে একটা লাথি দিয়ে ক্ষান্ত হল লুই। পাঁজরের হাঁড় ভঙ্গার শব্দ সন্তুষ্ট করল তাকে। মাথাটা একটু ঝাঁকি দিয়ে পাশের ডাস্টবিনের উপর পরে থাকা তার পানামা হ্যাটটা তুলে মাথায় দিতে দিতে গায়ের লিলেনের কোটটা ঠিক করে নিল। পায়ের আইভরি পেটেন্ট চামড়ার জুতো জোড়ার দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুচকালো সে। পকেট থেকে নতুন একটা রুমাল বের করে জুতোর সামনে লেগে থাকা রক্ত মুছে তীব্র ক্রোধে আরও একটা লাথি মারতে উদ্যত হয়েও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সংযত করে নিল মাত্রই পালিশ করা জুতোর কথা ভেবে। হ্যাটটা ঠিকভাবে বসিয়ে পা বাড়াল ধোঁয়াটে বারের দিকে। ভেতরে ঢুকেই বৃদ্ধ লোকটিকে দেখিয়ে বারম্যানকে সংকেত দিল লুই, "আমার বন্ধুর গ্লাসটা ভরে দিন, প্লিজ।"

মাথা নেড়ে স্প্যানিস বার-কিপার এক বোতল হুইস্কি আনতে গেল। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা বৃদ্ধের চোখে চোখ পড়তেই লুই তার দিকে তাকিয়ে আঙুল নাড়লো। বারম্যান তার ঠোঁট কামড়ে ধরে আছে। লুইর আচারণ বেখাপ্পা লেগেছে তার কাছে। ও সবসময় সেরা ড্রিঙ্কসটাই নিয়ে থাকে, এমনকি তার বন্ধুদেরকে ট্রিট করার সময়েও। মনে মনে ভর্ৎসনা করে সে এক বোতল গ্লেননিভেট নিয়ে এলো। এটাই তার ঘরের সরচেয়ে পুরনো এবং সবচেয়ে সেরা।

"ধন্যবাদ," সব ঠিকঠাক করে হোটেল লবির প্রধান দরজার দিকে হাটা ধরল লুই।

প্রায় দৌড়েই গেল কেয়ারটেকার তার কাছে। খাটো আকৃতির লোকটা গভীর শ্রদ্ধার সাথে মাথা নত করল, "ড. ফ্যাব্রি, আমি ঠিক আপনাকেই খুঁজছিলাম," এক দমে বলল সে, "আপনার জন্য জরুরি এক খবর এসেছে বিদেশ থেকে।" একটা ভাঁজ করা নোট এগিয়ে দিল লুইর দিকে। "তারা আমার মাধ্যমে কোন মেসেজ দিতে রাজি হয় নি, বলেছে আপনার সাথে সরাসরি কথা বলাটা খুব জরুরি।"

হাতের ভাঁজ করা কাগজটি খুলল লুই, সেখানে ঝকঝকে প্রিন্ট করা একটি নাম দেখে পড়ল সে : 'সেন্ট স্যাভিন বায়োকেমিক কোম্পানি।' একটি ফরাসি ড্রাগস কোম্পানি এটি। সে কাগজটা আবার ভাঁজ করে বুক পকেটে রেখে দিল। "আমি কথা বলব।"

"কাছেই একটি প্রাইভেট স্যালুন আছে-"

"আমি জানি কোথায় সেটা," বলল লুই। তার অনেক বিজনেস কল ওখান থেকেই করে সে। কেয়ারটেকারকে পেছনে রেখে লম্বা পা ফেলে হোটেলের ফ্রন্ট ডেস্কের কাছে একটা ঘরে ঢুকলো। একটা নরম আবরনযুক্ত চেয়ারে বসতেই ছাতাপড়া গন্ধ নাকে এল। আরেকটু নড়েচড়ে বসতেই সেন্টার টয়লেট ওয়াটার ও ঘামের গন্ধের মিশ্রনে সৃষ্ট এক উৎকট গন্ধও টের পেল সে। কোনমতে নিজের শরীরকে চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল। "ড. লুই ফ্যাভ্রি।" বেশ ভদ্রভাবে বলল কথাটা।

"হ্যালো ড. ফ্যাভ্রি।" লাইনের অপরপ্রান্তের কণ্ঠস্বরটি বলে উঠল। "আমরা আপনার সেবা পেতে ইচ্ছুক।"

"যেহেতু আমার নাম্বার আপনার কাছে আছে সেহেতু আমি ধরে নিতে পারি আমার কাজের রেটও আপনি জানেন।"

"আমরা জানি।"

"আমি জানতে পারি কি কোন ধরণের সেবা আপনারা পেতে চাইছেন?"

"প্রিমিয়ার।"

এক শব্দের এই উত্তরটা লুইকে বাধ্য করলো রিসিভারটা আরও শক্ত করে ধরতে। *চমৎকার, প্রিমিয়ার ক্লাস।* তার মানে পেমেন্টটার ফিগার হবে ছয় সংখ্যার।

"লোকেশন?"

"ব্রাজিলের রেইন-ফরেস্ট।"

"আর কাজটা?"

লোকটি দ্রুত বলে গেল, কোন নোট নেয়া ছাড়াই লুই শুনে গেল সবটা। প্রত্যেকটি সংখ্যা, প্রত্যেকটি নাম মনে গেঁথে যাচ্ছে তার। বিশেষ করে একজনের নাম শুনে তার চোখ সরু হয়ে গেল। সোজা হয়ে বসল সে।

বিরতি নিল লোকটি। "ইউএস টিমটাকে অবশ্যই খুঁজে পেতে হবে, আর তারা যাই কিছু আবিষ্কার করুক না কেন সবই নিজেদের দখলে নিতে হবে।"

"আর অন্য দলটা?"

কোন উত্তর পাওয়া গেল না, অন্য একটা লাইনের খসখসে শব্দ ছাড়া।

"আমি বুঝেছি। এই প্রস্তাবে রাজি আছি আমি," লুই বলল। "চুক্তির অর্ধেক টাকা আগমীকাল বিজনেস আওয়ার শেষ হওয়ার আগেই আমার একাউন্টে দেখতে চাই। ইউএস টিমের বাদ যাওয়া যেকোন তথ্য এবং বিস্তারিত সবকিছুই আমার ব্যক্তিগত ফ্যাক্সে পাঠাতে হবে যত দ্রুত সম্ভব।" সে তাড়াতাড়ি নাম্বরটা দিল।

"এক ঘণ্টার মধ্যেই সব হয়ে যাবে।"

"*ত্রেস বন।*"

লাইনটা খট করে কেটে গেল। ডিলটা পাকাপাকি হয়েছে। রিসিভারটা জায়গায় রেখে হেলান দিল লুইস। তার নিজের দল গঠনের বিশাল কর্মযজ্ঞ এবং মোটা অংকের পারিশ্রমিকের ভাবনা, কোনটাই তার মাথায় নেই এখন। তার পুরো কল্পনাজুড়ে ঠিক এই মুহূর্তে একটি নাম জ্বলন্ত ম্যাগনেসিয়ামের মত জ্বলজ্বল করছে।

তার নতুন নিয়োগদাতার কাছে এই নামের তাৎপর্য না থাকার কারণে ব্যাপারটা সে এড়িয়ে গেছে। যদি সে এ বিষয়ে কিছু জানত তবে সেন্ট স্যাভিনের পক্ষ থেকে প্রাপ্য সম্মানির পরিমাণও কমে যেত অবধারিতভাবে। প্রকৃতপক্ষে লুই এই কাজটি সামান্য এক বোতল সস্তা ওয়াইনের দামেই করে দিত। নামটা ফিসফিস করে বলল সে, নিজের জিহ্বা দিয়ে চেখে দেখছে যেন ওটা।

"কার্ল র‍্যান্ড।"

সাত বছর আগে, এক বায়োলজিস্ট হিসেবে ফ্রান্সের বিখ্যাত সায়েন্স ফাউন্ডেশন-*বেইস বায়োলজিক ন্যাশনেইল দ্য রিসার্চে*-এ কাজ করত লুই। রেইন-ফরেস্টের ইকোসিস্টেমের উপর বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বায়োলজিস্ট লুই বিশ্বের প্রায় সব প্রান্তেই কাজ করেছে– অস্ট্রেলিয়া, বর্নিও, মাদাগাস্কার, কঙ্গসহ অনেক জায়গায়। কিন্তু আমাজন জঙ্গলে তার কাজের অভিজ্ঞতা পনের বছরের। এই দীর্ঘ সময়জুড়ে আমাজনের প্রায় পুরোটাই সে চষে ফেলেছে, অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক খ্যাতি। ব্যাস, এতটুকুই। জঘন্য চরিত্রের রূপধারণকারী ডা: কার্ল র‍্যান্ডের সাথে বিরোধ হওয়ার আগ পর্যন্তই ছিল ড. লুই ফ্যাভ্রির খ্যাতি বাড়াবার নেশা।

লুইর গবেষণা পদ্ধতি কিছুটা সন্দেহজনক মনে হয়েছিল আমেরিকান ফার্মাসিউটিক্যালসের অর্থলগ্নীকারি ডাঃ র‍্যান্ডের কাছে। লুইর সাথে কথা হয়েছে এমন একজন স্থানীয় শামানের কাছে সবকিছু শোনার পর ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়। একের পর এক আঙুল কেটে শামানদের কাছ থেকে চিকিৎসা পাওয়ার নামে তথ্য সংগ্রহ করত লুই। কিন্তু একগুঁয়ে এই ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে আঙুল কেটে ছাড়াছাড়াভাবে তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতিটা ভাল ঠেকলো না ডাঃ র‍্যান্ডের, আবার অন্যদিকে টাকা-পয়সা দিয়েও এই ইন্ডিয়ানদের বাগে আনা যায় না। তাছাড়াও সে-সময়ে গ্রামের এক জায়গায় কিছু বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির কালো কুমিরের মৃতদেহ আর জাগুয়ারের চামড়া পাওয়া গিয়েছিল। আর এই ঘটনা অবধারিতভাবে লুইর কর্মক্ষেত্রে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করল। এদিকে ড. র‍্যান্ড এটা বুঝতে অক্ষম ছিল যে, কালোবাজারের মাধ্যমে যে বিশাল অর্থ উপার্জনের সুযোগ তৈরি হয় সেটা গ্রহণ করা জীবন চালানোর জন্য খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

দুর্ভাগ্যবশত কার্ল র‍্যান্ড এবং তার ব্রাজিলিয়ান ফোর্সের লোকসংখ্যা অনেক বেড়ে যায় সে-সময়। গ্রেপ্তার করা হয় লুই ফ্যাভ্রিকে, ব্রাজিলিয়ান আর্মি ক্যাম্পের জেলখানায় রাখা হয় তাকে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেখান থেকে সটকে আসার জন্য যা যা দরকার সবই তার ছিল। একদিকে ছিল ফ্রান্সের সাথে ভাল যোগাযোগ আর অন্যদিকে পকেট ভরা টাকা, যা দিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত কিছু ব্রাজিলিয়ান অফিসারকে কিনে নিয়েছিল খুব সহজেই।

কিন্তু এই ব্যবস্থাই বিষাক্ত হুল হয়ে ফুঁটলো তার ক্যারিয়ারে। আমাজনের এই ঘটনা তার সুনামকে এতটাই কলংকিত করল যে সে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারল না। একেবারে শূন্য হাতে তাকে ব্রাজিল থেকে ফ্রেঞ্চ গায়ানায় পালিয়ে যেতে হয়। প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ আমাজনের যেসব কালোবাজারীদের সাথে তার যোগাযোগ ছিল তার উপর ভিত্তি করে সে তার নিজস্ব জঙ্গল ফোর্স গঠন করে ফেলল। যাদের কাজ ছিল লুটপাট করা, কখনো নিজেরা, কখনো অন্যের ভাড়াটে হয়ে। গত পাঁচ বছরে তার দল কলাম্বিয়া থেকে আসা মাদকের বড় একটি চালানকে আটকে দেয়, হত্যা করে বিরল প্রজাতির বিভিন্ন রকম প্রাণী ব্যক্তিগত সংগ্রাহকদের জন্য, সরিয়ে দেয় পথেরকাঁটা হয়ে দাঁড়ানো ব্রাজিলিয়ান সরকারের বেশ কিছু পদস্থ কর্মকর্তাকে। এমনকি কিছু ছোট গ্রামও নিশ্চিহ্ন করে দেয় আমাজনের বুক থেকে যেগুলোর অধিবাসীরা তাদের গ্রামে কাঠ কাটতে আসা দস্যুদেরকে বাধা দিয়েছিল। পুরো জায়গা জুড়েই ব্যবসাটা ছিল জমজমাট। আর এখন তার কাছে সর্বশেষ এই প্রস্তাব, ইউএস মিলিটারি এক টিমকে খুঁজে বের করা। টিমটা যেহেতু কার্ল র‍্যান্ডের দলকে খুঁজে বের করবে, তাদের সব কিছু হাতিয়ে নেবে তাই ওটা খুঁজে বের করাই হবে লুইর লক্ষ্য। তারপর সে হাতিয়ে নেবে সেই রিজেনারেটিভ কমপাউন্ড, যেটার জন্যই এতকিছু। সবার বিশ্বাস কার্ল র‍্যান্ড অবশ্যই এমন কিছু রিজেনারেটিভ কমপাউন্ড আবিষ্কার করে থাকবে যার মূল্য হবে অকল্পনীয়।

এটা পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। গত কয়েক বছরে রেইন-ফরেস্টে ড্রাগসের নতুন এই ব্যবসা মারাত্মক আকার ধারণ কারেছে, হয়ে উঠেছে শতশত কোটি ডলারের কারবার। আগামি দিনের নতুন এই রেইন-ফরেস্ট ড্রাগস যেন সবুজ সোনা। আর এটা খুঁজে বেড়ানো মানেই পুরো আমাজনজুড়ে সোনা খুঁজে বেড়ানো। এই বিস্তৃত সীমাহীন সবুজের বুকজুড়ে লক্ষ-লক্ষ ডলারের বাণিজ্য করা হচ্ছে হতদরিদ্র কৃষক আর অসভ্য ইন্ডিয়ানদের মাথার উপর বসেই। বেঈমানি এবং হিংস্রতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিদিন দেখে আলোর মুখ, গুপ্তচরের কোন দৃষ্টিসীমা পৌছায় না ওখানে, ওখানকার হিংস্রতা বর্ণনা করার মত এমন কেউ থাকেও না। বিভিন্ন রকম রোগ, আক্রমণ কিংবা বিভিন্নরকম অসুস্থতার সাহায্যে প্রতিবছর এই জঙ্গল উদরপূর্তি করে হাজারো মানুষ। সেখানে আরো কিছু মানুষ ওটার পেটে গেলে ক্ষতি কি? একজন বায়োলজিস্ট, একজন এথনোবোটানিস্ট আর একজন ড্রাগ গবেষক। এই খেলা সবার জন্য উন্মুক্ত। টাকার ঘ্রাণ ভালবাসে এরকম যে কেউ অংশ নিতে পারে এতে।

লুই ফ্যাভ্রি এই খেলায় যোগ দিতে প্রস্তুত। তার পেছনে শক্তিশালী ফ্রেঞ্চ ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি। একটু হেসে উঠে দাঁড়ালো সে। চার বছর আগে কার্ল র‍্যান্ডের নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ শুনে খুব আনন্দিত হয়েছিল, সে-রাতে মদে বুঁদ হয়েছিল খুশিতে, র‍্যান্ডের এমন দূর্ভাগ্য তার নিজের জন্য চরম আনন্দের হওয়ায় পানপাত্র উঁচু করে ফূর্তি করেছিল। আর এখন সুযোগ এসেছে তার শত্রুর কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দিয়ে তারই সমাধির উপর আরো কিছু লাশ ফেলে তার সব আবিষ্কার হাতিয়ে নেয়ার।

সেলুনের দরজা খুলে বাইরে এল লুই।

"আশা করি সব কিছুই ঠিকঠাক মত হয়েছে, ড. ফ্যাব্রি," নিজের ডেস্ক থেকে খুব নম্রভাবে জিজ্ঞেস করল কেয়ারটেকার।

"খুব ভাল, খুবই সন্তোষজনক, ক্লদ।"

লুই হোটেলের ছোট্ট এলিভেটরের কাছে গেল–রটআয়রন আর কাঠ দিয়ে গড়া পুরাতন একটি কুঠরি। দু-জনের একসাথে চড়াও কষ্টকর ওটাতে। 'আর' বাটনে প্রেস করল সে, গন্তব্য সাততলায়, ওখানেই তার নিজের অ্যাপার্টমেন্ট স্যুট। আজকের খবরটা কাউকে না-বলা পর্যন্ত তার উদ্বেগ কাটছে না যেন।

এলিভেটরটি ঘড় ঘড় শব্দ করে উপরে উঠতে উঠতে গন্তব্যে এসে হাঁফ ছাড়ল অবশেষে। ওটার দরজা খুলতেই সরু হল রুম ধরে দ্রুত পা চালাল লুই। তার দৃষ্টি একেবারে শেষ প্রান্তের রুমের দিকে। খুব সীমিত সংখ্যক অতিথি যারা হোটেল সিনেইকে স্থায়ী আবাস হিসেবে বেছে নিয়েছে, লুই তাদের মধ্যে একজন। কয়েকটি রুম নিয়ে তার অ্যাপার্টমেন্ট। দুটি শোবার ঘর, ছোট্ট একটি রান্না ঘর, একটা বেশ খোলামেলা বসার ঘর, যেটা মুখ করে আছে রটআয়রনের ব্যালকনির দিকে। ছোটখাট পড়ার ঘরও আছে একটা। সারি-সারি বইয়ের তাক দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। তার অ্যাপার্টমেন্ট স্যুটটা বেশি বিন্যস্ত না হলেও তার প্রয়োজন মিটে যায় ভালভাবেই। অতিথিদের খামখেয়ালী আচরনের সাথে বেশ ভালই পরিচিত এখানকার স্টাফরা, সাথে সতর্কও বটে।

চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই দুটি জিনিস দৃষ্টিগ্রাহ্য হল তার। প্রথমটি, ঘরজুড়ে ছড়িয়ে পড়া খুবই পরিচিত একটি ঘ্রাণ, উত্তেজক এই ঘ্রাণটি আসছে ছোট্ট গ্যাস স্টোভের উপর রাখা পট থেকে। ওটার ভেতর সেদ্ধ করা হচ্ছে আয়াহুয়াসকা পাতা যা দিয়ে তৈরি হয় শক্তিশালী ভ্রমসৃষ্টিকারী চা–*ন্যাটেম*। দ্বিতীয়টি, স্টাডি রুমের ফ্যাক্স মেশিন থেকে ভেসে আসা শব্দ। তার নতুন নিয়োগদাতারা আসলেই দক্ষ।

"সুই!" ডাক দিল লুই।

সে কোন উত্তর আশা করে নি কিন্তু তাকে ডাকতে হল। শুআর গোত্রের রেওয়াজ অনুযায়ী একজন মানুষ অবশ্যই তার উপস্থিতি জানান দিয়ে ঘরে ঢুকবে। লুই লক্ষ্য করল তার শোবার ঘরের দরজা কিছুটা খোলা। একটু হেসে পড়ার ঘরে অন্যপ্রান্তে রাখা ফ্যাক্স মেশিনটার কাছে গেল। একটা কাগজ মেশিনটার ভেতর থেকে শব্দ করতে করতে বেরিয়ে জমে থাকা আরও কিছু কাগজের উপর পড়ল। আসন্ন মিশনের যাবতীয় তথ্যাবলী। "সুই, দারুণ একটা খবর আছে।"

জমে থাকা কাগজের স্তূপ থেকে সবচেয়ে উপরের কাজটা তুলে চোখ বুলাল সে। যাদের নিয়ে ইউএস টিমটা গঠিত হবে তাদের তালিকা এটি।

১০:৪৫ বেইস স্টেশন আনফা থেকে আপডেট।

অপারেশন আমাজনিয়া : সিভিলিয়ান ইউনিটের সদস্য

১. কেলি ওব্রেইন, এমডি, এমইডিইএ।

২. ফ্রান্সিস কে. ওব্রেইন, এনভায়রনমেন্টাল সেন্টার, সিআইএ।

৩. অলিন পান্তারনায়েক সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ডিরেক্টরেট, সিআই ৫।
৪. রিচার্ড জেন, পিএইচডি, টেলাক্স ফার্মাসিউটিক্যালস রিসার্চ হেড।
৫. আনা ফঙ, পিএইচডি, টেলাক্স ফার্মাসিউটিক্যাল্স এম্প্লয়ি।

অপারেশন আমাজনিয়া মিলিটারি সাপোর্ট: ৭৫ আর্মিরেঞ্জার ইউনিট ক্যাপটেন ক্রেইগ ওয়াক্সম্যান, কর্পোরালস: ব্রেইন কঙ্গার, জেমস ডি-মারটিনি, রডনি গ্রেইভস, ডেনিস জার্গেনসেন, কেনেথ ওকামোটো, নোলান ওয়ার্কজাক এবং সামাদ ইয়ামির।

অপারেশন আমাজনিয়া : স্থানীয় রিক্রুট
১.ম্যানুয়েল অ্যাজভেদো-ফুনাই, ব্রাজিলিয়ান।
২.রেশ কাউয়ি, পিএইচডি-ফুনাই, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি।
৩.নাথান র‍্যান্ড-ইথনো বোটানিস্ট, ইউএস নাগারিক।

শেষের নামটা প্রায় মিস হয়েই যাচ্ছিল লুইর। কাগজটা আরও শক্ত করে ধরল সে। নাথান র‍্যান্ড, কার্ল র‍্যান্ডের ছেলে। আচ্ছা, ব্যাপারটা খুব পরিস্কার, তার বাবার অনুসন্ধানকারী দলের সাথে নিজেকে যুক্ত না করে এমন সুযোগ হারাতে চাইবে না সে।

চোখ জোড়া বন্ধ করল লুই, তার আত্মা ব্যাপারটা তীব্রভাবে উপভোগ করতে চাইছে। অন্ধকার জঙ্গলের দেবতারা যেন তার দিকে সুদৃষ্টি দিয়েছে। ব্যাপারটাকে এমনই মনে হচ্ছে তার। বুকে জমে থাকা প্রতিশোধের আগুনের পুরোটাই সে খরচ করতে পারে নি কার্ল র‍্যান্ডকে পোড়ানের জন্য। কিছুটা জমা ছিল তার ভেতরে, যেটা ভোগ করবে শুধু একজনই- নাথান র‍্যান্ড কার্ল র‍্যান্ডের ছেলে। পিতার কৃতকর্মের ফল সন্তানের কাঁধেও পড়ে, বাইবেলের এই বাণী লুই আরও একবার সত্য হতে দেখবে।

পাশের মাস্টার বেডরুম থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল ওর কানে। কারো যেন নড়াচড়ার শব্দ। হাতে ধরা কাগজটা আল্‌তো করে ছেড়ে দিল জমে থাকা কাগজের স্তুপের উপর। মিশনের সবকিছু পরে খুঁটিয়ে দেখে একটা পরিকল্পনা করা যাবে, তার আগে এই মুহূর্তে সে তার অপ্রত্যাশিত সুযোগপ্রাপ্তির এই সময়টাকে উপভোগ করতে চাচ্ছে।

"সুই!" আরও একবার ডেকে সে বেডরুমের দিকে গেল।

আল্‌তো করে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল লুই। ঘরের একপাশে কিছু মোমবাতি জ্বলছে, আর জ্বলছে একটি ধূপদানী। তার স্ত্রী শুয়ে আছে বিছানায়। কুইন সাইজের বিশাল বিছানাটা ঢেকে আছে সাদা সিল্কের চাদরে। মশারিটা ভাজ করে রাখা বিছানার উপরে। মোলায়েম চাদরের উপর আধশোয়া অবস্থায় রয়েছে ওআর মেয়েটি। শরীরের গাঢ় তামাটে রঙ মোমবাতির আলোয় রক্তিম আভা ছড়াচ্ছে। মাথার দীর্ঘ কালো চুল একটা বৃত্ত তৈরি করেছে মাথার চারপাশে। মোহসৃষ্টিকারি ন্যাটেম টি এবং ভেতরের তীব্র আবেগ আচ্ছাদিত করে রেখেছে চোখদুটো, বিছানার ঠিক পাশেই ছোট্ট নাইটস্ট্যান্ডটির উপর দুটো কাপ রাখা, একটি খালি, অপরটি পূর্ণ।

বরাবরের মত এবারও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল তার ভালবাসার মানুষটির দিকে তাকিয়ে। এই সুন্দরীর সাথে তার প্রথম দেখা হয় তিন বছর আগে ইকুয়েডরে। শুআর গোত্রের দলীয় প্রধানের স্ত্রী ছিল সে। কিন্তু নির্বোধ লোকটার অস্বস্তি তীব্রভাবে ক্রোধান্বিত করে দিয়েছিল সুকে। সুই নিজের স্বামীকে হত্যা করে নিজের ছুরি দিয়েই। যদিও এমন অসততা এবং খুনোখুনি উভয়ই খুব স্বাভাবিক ছিল হিংস্র শুআর গোত্রে তবুও স্যুকে গোত্র থেকে বের করে দেয়া হয়, বিবস্ত্র অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয় জঙ্গলে, তার কাছে ঘেষা বা তাকে স্পর্শ করার দুঃসাহস কারও ছিল না, এমনকি তার মৃত স্বামীর কোন আত্মীয়স্বজনেরও নয়। পুরো অঞ্চলজুড়ে সে পরিচিত ছিল *ওয়াওয়েক* ও কালো জাদুতে প্রশিক্ষণ পাওয়া দূর্লভ এক নারী হিসেবে। বিভিন্নরকম বিষাক্ত পদার্থ, নানারকম নির্যাতন দেয়া ও হারিয়ে যাওয়া আর্ট স্যানজা এসব বিষয়ের উপর তার যে ব্যাপক দক্ষতা সেটাকে একই সাথে শ্রদ্ধা আর মানুষের কাছে অন্যরকম করে তুলেছিল, সেটা ছিল তার আরেকটা দুঃসাহসী কাজ। মানুষকে মেরে তার মাথা ভয়ানকভাবে কুঁচকে দিতে পারত মেয়েটি। এই কাজটিই সে করেছিল তার স্বামীকে মারার পর। গ্রাম ত্যাগ করার সময় তার বিবস্ত্র দেহে শুধুমাত্র একটি জিনিসই ছিল–তার স্বামীর কুঁচকানো মাথা যেটা সে পাঁকানো দড়ির সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছিল তার বুকের ওপর। এইভাবেই লুই মেয়েটিকে পেয়েছিল–বন্য সৌন্দর্যমণ্ডিত এক হিংস্রপ্রাণী। ফ্রান্সে, লুইর যদিও বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়া এক স্ত্রী আছে তারপরও সে এই বন্য মেয়েটিকে নিজের করে নিয়েছে। মেয়েটিও প্রত্যাখান করতে পারে নি লুইকে, বিশেষ করে একটি ঘটনার পর যখন লুই তার দলবল নিয়ে মেয়েটির গ্রাম আক্রমণ করে, হত্যা করে নারী-পুরুষ-শিশু সবাইকে। মেয়েটি এত বড় প্রতিশোধ একা নিতে পারত না তাই নিজেকে লুইর হাতে সপে দিতে দ্বিধা করে নি। সেদিন থেকেই তারা অবিচ্ছেদ্য জুটি। জঙ্গলের ভেতর-বাহির সব জায়গার হিংস্রতা ও বিচক্ষণতার মিশেলে চমৎকার এক সঙ্গী হিসেবে প্রতিটি অভিযানেই লুইর পাশে থেকেছে সু। আর প্রতিটি অভিযান থেকেই সে পুরস্কার অর্জন করছে নিয়মিতভাবে। ঘরের চার দেয়ালে লাগানো সবগুলো শেল্‌ফজুড়ে শোভা পাচ্ছে তেতাল্লিশটা স্যানজা কুঁচকানো মাথা। এর কোনটাই একটা শুটকো আপেলের চেয়ে বড় হবে না। চোখ আর ঠোঁট জোড়া খুব কাছাকাছি সেলাই করে আটকে দেয়া, মাথার চুলগুলো ব্যবহৃত হয়েছে ঝোলানোর দড়ি হিসেবে, মাথাগুলো ঝুলছে শেল্‌ফগুলোর উপরের প্রান্ত থেকে একটু নিচে। মাথা কুঁচকে দেয়ার এই বিদ্যা অসাধারনভাবে রপ্ত করেছে সে। পুরো প্রক্রিয়াটা একবার দেখেছিল লুই। একবার দেখাই যথেষ্ট ছিল।

প্রথমে সুই তার শিকারের মুখমন্ডলসহ পুরো মাথার চামড়াটা খুলে নেয়, এ কাজটা সে করে একেবারে অভিজ্ঞ সার্জেনের মত। কোন কোন শিকারের তখনও প্রাণ থাকে, এমন কি চিৎকারও করে অনেক নারী-পুরুষ। সুই আসলেই এক অসাধারন শিল্পী। চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে চুলসহ সেটাকে সেদ্ধ করার পর গরম ছাইয়ের ওপর শুকোতে দেয়া। এরপর হাঁড়ের তৈরি একটা সূঁচ দিয়ে ওটার মুখ ও চোখ সেলাই করে আটকে দিয়ে

ওটার ভেতর গরম নুড়ি পাথর আর বালি ভরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। ঠিক যে মুহূর্তে চামড়াটা সংকুচিত হতে শুরু করে তখনই সে শুরু করে তার শৈল্পিক হাতের ছোঁয়া দিতে। অবিশ্বাস্য সুন্দরভাবে চামড়াটার উপর হাত চালাতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতের বস্তুটি একটা মানুষের মুখ হয়ে ওঠে।

লুই তাকালো তার স্ত্রীর সুনিপুণ হাতেগড়া সর্বশেষ স্যানজাটার দিকে। একটা টেবিলের পাশে ঝুলছে ওটা। এক বলিভিয়ান আর্মি অফিসার এক কোকেন-ব্যবসায়িকে ব্ল্যাকমেইল করছিল, আর এ-কাজটা সুই আর লুইর ব্যাকরণ অনুযায়ী খুবই খারাপ কাজ, ফলে সেই আর্মি অফিসারের শরীরের একাংশ এখন তাদের ঘরে শোভা পাচ্ছে। ছেটে রাখা ছোটগোঁফ থেকে শুরু করে সরাসরি কপালের ওপর ঝুলতে থাকা চারকোনা করে ছাটা চুল পর্যন্ত, পুরোটা কাজই অবিশ্বাস্যরকম সুন্দরভাবে করেছে সু। তার এই কাজগুলো সেরা জাদুঘরগুলোতে জায়গা পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। হোটেল সিনেই-এর স্টাফরা অবশ্যই লুইকে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানথ্রপলজির শিক্ষক বলেই মনে করে। তার ঘরের এই জিনিসগুলো আসলে একটি জাদুঘরের জন্য সংগ্রহ করছে সে। তবে তাদের মাথায় যদি এগুলো নিয়ে অন্য কোনো চিন্তা এসেও থাকে তারা ভাল করেই জানে কিভাবে চুপ থাকতে হয়।

"মাই ডার্লিং," বলল লুই তার হারানো দমটুকু ফিরে পেয়ে। "খুশির খবর আছে।"

সুই কিছুটা ঝুঁকে এল লুইর দিকে, তার পর ছোট্ট একটা শব্দ করল সে। যেন তার মাঝে ডুব দেয়ার জন্য লুইকে উৎসাহ দিচ্ছে। সুই কোন কথা বলে না বললেই চলে। ছাড়া ছাড়াভাবে কখনও দু-একটা শব্দ ব্যবহার করে হয়ত। একজন মানবী হয়েও সে অন্যদিকে একটা হিংস্র বাঘের মত যার দৃষ্টি সবদিকে নিবদ্ধিত, গতিতে ক্ষিপ্রতা আর কণ্ঠে চেপে রাখা সুখানুভূতির মৃদু শব্দ।

আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না লুই। এক ঝটকায় ক্যাপটা খুলে ফেল্লল মাথা থেকে, তারপর কোটটা। তার মাথায় সুই ছাড়া আর কেউ নেই এখন। মুহূর্তের মাঝেই তারা দু-জনই হয়ে গেল প্রকৃতির সন্তান। লুইর পেশীবহুল কিছুটা ঋজু দেহজুড়ে ছড়িয়ে আছে কাঁটাছেঁড়ার দাগ। তুলে নিল ন্যাটেমটি নামক চা। গলা ছিড়ে নামাতে শুরু করল সেটা। এদিকে সুই আলতো করে হাত বুলাচ্ছে লুইর তলপেটে, উরুতে থাকা দাগগুলোর উপর। আগুন জ্বালানো অমন স্পর্শ পেয়ে ভেতরের শীতলতা উঠে গেল চা গিলতে থাকা লুইর।

ন্যাটেমটি খুব কড়া মাদক হিসেবেই নেওয়া হয়, খুব দ্রুতই কাজ করে ওটা। তাই চা শেষ হতে না হতেই তার ভেতরের সমস্ত অনুভূতি এক হয়ে লুইকে জাগিয়ে তুলল, ঝাঁপিয়ে পড়ল সে ঠিক সুইমিংপুলে ঝাঁপ দেয়ার মত। তবে লুই সেখানে পেল না দেহশীতলকারী জল, পেল এক উষ্ণতার আধার। নিজেকে পুরো মেলে ধরল সুই আর তাতেই পুরোপুরি নিমজ্জিত হল লুই। গভীর মমতায় চুমু খেতে লাগল সে, আর সুই তার সঙ্গীর পিঠে তীক্ষ্ণ নখের আঁচড়ে কামনার আগুন ছড়িয়ে দিতে লাগল সারাদেহে। মুহূর্ত

পরেই লুইর দৃষ্টিজুড়ে খেলা করতে লাগল শত-সহস্র আলোর বর্ণালী। তাদের ঘরটাও যেন দুলছে একটু। লুই অনুভব করতে পারল তার সদ্য পান করা ন্যাটেম চায়ের অ্যালকালয়েড কাজ শুরু করে দিয়েছে পুরোদোমে। এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হল প্রণয়ের এই দৃশ্য উপভোগ করছে ঝুলিয়ে রাখা কুঁচকানো মাথাগুলো, তাকিয়ে আছে লুইর দিকে তৃষ্ণার্ত চোখে, ঠিক যেমন তাকিয়ে আছে লুই তার নিচের মানুষটির দিকে। চারপাশের দর্শকেরা আরও একটু জেগে উঠতেই সে তার সম্পূর্ন মনোযোগ সুর দিকে দিল। অসংখ্য ছন্দময় ওঠা-নামা তার বুকের ভেতরে একটা শীর্ষ অনুভূতির জন্ম দিল, যে অনুভূতি শিৎকার হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার বুক থেকে। চারপাশের ছোটছোট মুখগুলো তাকিয়ে আছে তাদের দিকে অন্ধ দৃষ্টি নিয়ে। লুই তার অনুভূতির চূড়ান্ত বিস্ফোরণের আগে অন্য একটি বিষয়ে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ভাবল একটা বিশেষ পুরস্কারের কথা। এটা সে যোগ করতে চায় তার সংগ্রহে–একজনের মাথা, যার বাবা তার জীবনটাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। নাথান র‍্যান্ডের মাথা। সন্দেহ নেই এটাই হবে তার সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন।

অধ্যায় ৪

ওয়াওয়ে
আগস্ট ৭, দুপুর ১২টা
আমাজন জঙ্গলের অভিমুখে

হেলিকপ্টারের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে নাথান। কানে শব্দরোধী ইয়ারফোন। পাখার গর্জন এতই তীব্র যে সাউন্ডপ্রুফ হেডফোন থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক যাত্রির কানে তালা লেগে যাচ্ছে।

নিচে, সবুজের সীমাহীন সাগর বিস্তৃত হয়ে আছে চতুর্দিকে, একেবারে দিগন্ত রেখা পর্যন্ত। উপর থেকে এমন দৃশ্য দেখে মনে হবে পুরো পৃথিবীটাই যেন একক সবুজে ঢাকা বিশাল জঙ্গল। দেখতে একঘেয়ে লাগা বিশাল সবুজের চাদরে ঢাকা এই বনের কিছু জিনিস আলাদাভাবে চোখে পড়ে ওপর থেকে। ওগুলো আছে বলেই বনটাকে বেশি একঘেয়ে লাগছে না। এসব জিনিসের মধ্যে আছে বিশাল মুকুট মাথায় নিয়ে সহোদর ছোট গাছগুলোকে ছাড়িয়ে সগৌরবে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল দৈত্যাকারের গাছগুলো। এইসব দৈত্যাকার গাছগুলোতে নিজের বাসস্থান করে নিয়েছে বড় বড় হার্পি ঈগল ও টুকান পাখিরদল। আরও কিছু জিনিস উল্লেখ করার মত, সেটা হল ছোট-বড় অসংখ্য নদী। কখনও কিছুটা সবুজের আড়ালে থেকে আবার কখনও নিজেদের প্রকাশ করে সর্পিলপথে বয়ে চলেছে পুরো আমাজন জুড়ে। এই জিনিসগুলো বাদ দিলে পুরো আমাজনই মাহাত্মপূর্ণ, অভেদ্য আর সীমাহীন এক সবুজ।

নাথান জানালা দিয়ে নিচে তাকাল। কোথাও কি আছে তার বাবা? আর যদি নাও থাকে কোন উত্তরও কি পাবে তারা? বুকের অনেক গভীরে বেদনা আর তিক্ততায় ভরা এক অনুভূতি আচ্ছন্ন করল তাকে। তার বাবার আবিষ্কার কি সে দেখে যেতে পারবে? সময় সব ক্ষতই সারিয়ে দেয় কিন্তু রেখে যায় কিছু কুৎসিত, অমোচোনীয় দাগ। আজ এই চারবছর পর নাথান এটা ভালই বুঝতে পারছে।

তার বাবা নিরুদ্দেশ হওয়ার পর নাথান নিজেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল জগৎ-সংসার থেকে। প্রথমে স্থান করে নিল জ্যাক ড্যানিয়েলসের বোতলের তলায়, তারপর আরও শক্তিশালী মাদকের বাহুডোরে। আমেরিকায় ফেরার পর চিকিৎসক তার সমস্যাগুলোকে আখ্যায়িত করল 'অ্যাবান্ডনমেন্ট ইস্যু', ট্রাস্ট কনফ্লিক্টস' এবং 'ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন' হিসেবে কিন্তু নাথান জানত এগুলো তার জীবনে আস্থাহীনতা ছাড়া আর কিছুই সৃষ্টি করতে পারে নি। সে-সময়টাতে নাথান কারও সাথে কোনও গভীর সম্পর্ক গড়তে পারে নি শুধুমাত্র ম্যানুয়েল ও কাউয়ি ছাড়া। তার ভেতরের কাঠিন্য, আসাড়তা ও কষ্টের দাগ তাকে এক অন্যমানুষে রূপান্তরিত করেছিল। শুধুমাত্র জঙ্গলে প্রত্যাবর্তনের পরেই সে

কিছুটা শান্তি খুঁজে পায়। কিন্তু এই মুহূর্তে সেই শান্তি তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে সে জানে না।

সে কি প্রস্তুত তার ঢেকে রাখা পুরনো ক্ষতগুলোকে নতুন করে জাগিয়ে তুলতে? তীব্র যন্ত্রণার মুখোমুখি হতে? কানে লাগানো হেডফোনের ছোট্ট স্পিকারগুলো সচল হয়ে উঠল। প্রথমে খসখস শব্দ তারপর ভেসে এল পাইলটের কণ্ঠ যেটা সাময়িকভাবে পাখার শব্দকে ম্লান করে দিল।

"আমরা ওয়াওয়ে থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে আছি, কিন্তু ওখান থেকে ধোঁয়া উড়তে দেখা যাচ্ছে।" সামনের দিকে চেয়ে কিছু দেখার চেষ্টা করল নাথান। কিন্তু কালচে-সবুজ জঙ্গল ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না কোথাও। ওয়াওয়ে ব্যবহৃত হবে দলটির দ্বিতীয় ঘাটি। দুই ঘন্টা আগে তিনটি হিউইজ হেলিকপ্টার চকচকে ব্ল্যাক কমানচিকে সাথে নিয়ে সাও-গ্যাব্রিয়েল ছেড়েছে। যেগুলো বহন করছে প্রয়োজনীয় রসদ, ক্যাম্পিং গিয়ার অস্ত্রসস্ত্র এবং টিমের অন্যান্য সদস্যদের। জঙ্গল অভিমুখে অভিযানটি নেওয়ার পর আজকে থেকে হিউইজ কপ্টারগুলো ব্যবহৃত হবে প্রয়োজনীয় জিনিস আনা-নেওয়ার পরিবহণ হিসেবে যাদের ওড়া-উড়ি সীমাবদ্ধ থাকবে ওয়াওয়ে এবং সাও-গ্যাব্রিলের মধ্যে। এসময়টাতে কমানচিটাকে স্ট্যান্ড-বাই রাখা হবে ওয়াওয়েতে জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য। যন্ত্রটার সাথে সংযুক্ত অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র এবং দূর-পাল্লার যাত্রা করার ক্ষমতা খুব প্রয়োজন হতে পারে এই টিমটাকে অনাহুত কোন বিপদ থেকে রক্ষা করার কাজে। মূল পরিকল্পনাটা এরকমই করা হয়েছে।

"আমাদের গন্তব্যস্থল থেকেই ধোঁয়াটা আসছে মনে হচ্ছে," বলে চললো পাইলট। "গ্রামটা আগুনে পুড়ছে।"

জানালার পাশ থেকে সরে গেল নাথান। আগুনে পুড়ছে? সে কেবিনটা একনজর দেখে নিল। ওব্রেইন ভাই-বোনদের সাথে সে তার জায়গাটা ভাগ করে নিয়েছে প্রফেসর কাউয়ি রিচার্ড জেন এবং আন ফঙের সাথে। তাদের সঙ্গে সপ্তম ও সর্বশেষ যে ব্যক্তি সে হল কঠিন মুখের সেই লোকটা যে ক্যাম্পে ব্রিফ চলাকালীন সময়ে টেবিলের অপরপ্রান্তে বসে ছিলো, গলায় কুৎসিত একটা কাটা দাগ আছে তার। আজ ভোরে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে, নাম অলিন পাস্তারনায়েক। সিআইএ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা। নাথান খেয়াল করল লোকটার শীতল নীল চোখজোড়া পেছন থেকে তার উপরেই নিবদ্ধ ছিল এতক্ষণ। আরও খেয়াল করল, লোকটার মুখ যেন পাঠোদ্ধারের অযোগ্য আর খসখসে একটি মুখোশ। সে দেখতে পেল তার ঠিক পাশেই ফ্রাঙ্ক একটি মাইক্রোফোন টেনে মুখের সাথে লাগাল।

"তবু আমরা ল্যান্ড করতে পারব?"

"এত দূর থেকে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছি না, স্যার," উত্তর দিল পাইলট।

পরিস্থিতিটা সরেজমিনে দেখার জন্য ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান দেখল তাদের সাথের আরেকটি হেলিকপ্টার সামনের দিকে উড়ে গেল। তাদের হেলিকপ্টারের গতিও কমিয়ে দেয়া হয়েছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর তাদের সামনে উড়তে থাকা হেলিকপ্টারটি একটু

কাত হয়ে মোড় নিতেই নাথান উড়তে থাকা শিখা দেখতে পেল। সবুজের চাদর ভেত করে যেন লাল বজ্রের উর্ধমুখী অভিঘাত দিগন্তের নীল আকাশের গায় বেয়ে উঠছে। অন্যান্য যাত্রীরা যার যার বাম পাশের জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিতে শুরু করল।

কেলি ওব্রেইন বেশ খানিকটা ঝুঁকে এল নাথানের কাঁধের উপর। সে দেখল মেয়েটার ঠোঁট নড়ছে কিন্তু ব্লেডের শব্দে ও কানে হেডফোন থাকায় কিছুই বুঝতে পারল না। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই নাথানের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল তার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নিল সে। কিছুটা লাজুকতার হালকা লাল আভা ফুটে উঠেছে তার মুখে। রেডিওতে আবারও পাইলটের কণ্ঠ শোনা গেল।

"শুনুন সবাই, ক্যাপ্টেন সব দেখেছেন, আমাদের এগিয়ে যেতে কোন সমস্যা নেই। ল্যান্ডিং-ফিল্ডটা আগুনের কাছেই একেবারে গরম বাতাসের মধ্যে। ল্যান্ডিঙের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিন সবাই, প্লিজ।"

সবাই নিজের জায়গায় ঠিকঠাক বসে যার যার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল। কিছুক্ষনের মধ্যে হেলিকপ্টারগুলো গ্রামের উপর চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো। প্রত্যেক পাইলট খুব সতর্কভাবে চালাতে থাকল পাছে পাখার তীব্র বাতাসের কারণে আগুন ল্যান্ডিং-ফিল্ডের দিকে না ধাবিত হয়। এখন পর্যন্ত আগুনের উৎস খুঁজে পেল না নাথান কিন্তু কিছু মানুষকে দেখতে পেল যারা সারি করে দাঁড়িয়ে থেকে একজন আরেকজনের হতে পানিরপাত্র এগিয়ে দিচ্ছে। পানি তোলা হচ্ছে নদী থেকে। হেলিকপ্টারগুলো নামতে দেখেই তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল আগুন নেভানোর কাজে।

কপ্টারগুলো আরো নিচে নামতেই সাদা রঙ করা চার্চটা চোখে পড়ল। আগুনের উৎস উপাসনালয়ের পাশেই। চার্চের ছাদের উপর একজন পানি দিয়ে ছাদ ভেঁজাতে ব্যস্ত।

হেলিকপ্টারের স্কিডগুলো ফিল্ডের মাটি স্পর্শ করতেই একটু ঝাঁকুনি খেল সবাই। ফ্রাঙ্ক সবাইকে দ্রুত নেমে পড়ার নির্দেশ দিল। কানের হেডফোন খুলে ফেলতেই তীব্র শব্দে নাথানের জ্ঞান হারানোর উপক্রম হল। কাঁধে লাগানো বেল্ট খুলে নিচে নেমে এল সে। কপ্টার থেকে একটু দূরে এসে চারপাশে চোখ বোলাল। মাঠের অন্যপ্রান্তে শেষ হেলিকপ্টারটি ল্যান্ড করা আছে। সারি করে কাটা আলগা মাটি দেখে বোঝা যাচ্ছে এই ল্যান্ডিং-ফিল্ডটা এক সময় গ্রামের ক্ষেত ছিল।

সমগ্র খোলা জায়গাটাজুড়ে রেঞ্জার্সরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এরইমধ্যেই, মাত্র কয়েক জন আছে হেলিকপ্টারের কাছে। তারা সব মালামাল নামাচ্ছে আর বাকি সবাই স্থানীয় লোকদের সাথে হাত লাগিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে এখন।

ধীরে ধীরে হেলিকপ্টারের পাখার গর্জন থেমে যেতেই মানুষজনের কণ্ঠ আবার শোনা যেতে লাগল। কেউ চিৎকার করে কোন আদেশ দিচ্ছে, আবার কারও কান্না ভেসে আসছে চার্চের ওপাশ থেকে, কখনও শোনা যাচ্ছে রেঞ্জার্সদের মালামাল নামানোর শব্দ। কেলি ও ফ্রাঙ্ক একসাথে নাথানের পাশে এসে দাঁড়াল।

"প্রথমে ঐ পাদ্রিকে খুঁজতে হবে যে এজেন্ট ক্লার্ককে সেবা করেছিল। তাকে দ্রুত জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে যাতে মূল কাজে সরাসরি নামতে পারি আমরা।"

ফ্রাঙ্ক সায় দিলে দু-জন পা বাড়াল চার্চের পেছনের দরজার দিকে। কে যেন পেছন থেকে নাথানের কাঁধে হাত রাখতেই সে ঘুরে দেখে প্রফেসর কাউয়ি।

"চলো, ওদের একটু সাহায্য করি," বৃদ্ধ লোকটি বললো আগুনের দিকে ইঙ্গিত করে।

মাঠ অতিক্রম করে প্রফেসরের পেছন হাটতে হাটতে চার্চের চারপাশ ভাল করে দেখল নাথান। সে দেখল মানুষ চিৎকার চেঁচামেচি করছে, অনেকে পানির পাত্র নিয়ে ছোটাছুটি করছে, ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে সব দিকে, সাথে আগুনও।

"হায় ঈশ্বর," বলল সে।

শ'খানেক ছোট ছোট ঘরের ছোট গ্রামটির তিন-চতুর্থাংশই পুড়ছে আগুনে। একপাশে নদী অন্যপাশে চার্চ। আর মাঝখানে যেন সৃষ্টি হয়েছে একখণ্ড নরক। সে এবং প্রফেসর দ্রুত এগিয়ে গিয়ে পানি বহনকারীদের সাথে যোগ দিল। তাদের সাথে যারা কাজ করছে তাদের মধ্যে আছে কিছু বাদামি চামড়ার ইন্ডিয়ান, শ্বেতাঙ্গ মিশনারিজ আর ইউনিফর্ম পরা রেঞ্জার্স। প্রায় একঘন্টা ঘাম ঝরানোর পরও সবকিছু একই রকম থাকল, কোন পরিবর্তন হলো না। কালি ও কাদায় একাকার হয়ে গেছে উদ্ধারকারীরা। নাথান পানির পাত্র নিয়ে দৌড়াতে লাগল আগুনের আশেপাশে। আগুনটাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করে যাচ্ছে সে। সবাই তার সাথে একই গতিতে কাজ করতে থাকল। আগুনের সীমানার মধ্যে যত কুড়েঘর ছিল সবই পুড়ে যাচ্ছে চোখের পলকে। এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেকে ধিকি ধিকি করে জ্বলছে আর ধোঁয়ার আচ্ছন্ন করে রাখছে ধ্বংস হয়ে যাওয়া পুরো জায়গাটা। এমন সংকটের মধ্যে নাথান আবিষ্কার করল প্রফেসর কাউয়ি তার পাশে নেই। সেখানে জায়গা করে নিয়েছে লম্বা গড়ন আর চওড়া কাঁধের এক ব্রাজিলিয়ান। তাকে দেখে মনে হল সে কাঁদছে। নাথান খেয়াল করল তার ঠোঁটও নড়ছে, কিছু বলছে সে স্প্যানিশ ভাষায় যেটা শুনে মনে হল কোন প্রার্থনা, নাথান ধারনা করল লোকটা মিশনারির হবে।

"আমি দুঃখিত," স্প্যানিশ ভাষায় বলল নাথান জামা-কাপড় আর নাকে-মুখে লেগে থাকা ময়লা আবর্জনা পরিস্কার করতে করতে। "কেউ মারা গেছে?"

"পাঁচজন, সবাই শিশু," কণ্ঠ যেন আরেকটু ভেঙে পড়ল তার। "কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি অক্রান্ত হয়েছে ধোঁয়ায়।"

"কি হয়েছিল এখানে?"

মিশনারির লোকটি রুমাল দিয়ে মুখের কালি মুছল। "এটা...এটা আমারই ভুল ছিল। আমার বোঝা উচিত ছিল।"

সে তার কাঁধের উপর দিয়ে এক নজর চার্চটাকে দেখল। একটা পাশ ছাই এবং ধোঁয়ার আচ্ছাদিত হলেও চার্চটা অক্ষতই দাঁড়িয়ে আছে। চোখ জোড়া আবারও বন্ধ করল সে। কাঁধজোড়া কেঁপে উঠল। কিছুটা সময় লাগল তার পুণরায় কথা বলতে। "লোকটার লাশ মানাউসে পাঠানোর সিদ্ধান্তটা আমারই ছিল।"

নাথান সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল সে কার সাথে কথা বলছে। "পাদ্রি বাতিস্তা?" ইনিই মিশনারি সেই প্রধান ব্যক্তি যিনি জেরাল্ড ক্লার্ককে শেষ সময়ে সেবা দিয়েছিলেন।

দীর্ঘকায় ব্রাজিলিয়ান মাথা নাড়ল। "ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন।"

গার্সিয়া লুই বাতিস্তাকে সঙ্গে নিয়ে হাটতে শুরু করল নাথান। প্রথমে পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া জায়গাটি পার হয়ে প্রাণবন্ত সবুজ মাঠের ভেতর নিয়ে এল। তাদের গন্তব্য চার্চ। এই অল্প সময়ের মধ্যে নিজের পরিচয় দিল নাথান। তারপর চার্চের কাছে আসতেই কালি ও ঘামে একাকার হয়ে যাওয়া এক রেঞ্জারকে নির্দেশ দিল ওব্রেইনদেরকে চার্চে পাঠিয়ে দেবার জন্য।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে রেঞ্জারটা চলে গেল।

পাদ্রিকে নিয়ে কাঠের সিঁড়ি-ভেঙে উপরে উঠে দুটো দরজা অতিক্রম করে ভেতরে ঢুকল নাথান। চার্চের ভেতরটা অন্ধকার এবং ঠাণ্ডা। বার্নিশ করা কাঠের বেঞ্চগুলো দু-পাশে সারি করে রাখা। মাঝখানের রাস্তাটা সোজা বেদীতে গিয়ে শেষ হয়েছে। মেহগনির বিশাল এক ক্রুশিফিক্স বেদীর ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে। পুরো ঘরটা খালিই বলা চলে। কিছু ইন্ডিয়ান ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত হয়ে শুয়ে আছে এদিক-ওদিক। কয়েকজন বেঞ্চে, কয়েকজন মেঝেতে। নাথান তাকে একেবারে সামনে নিয়ে গিয়ে প্রথম বেঞ্চটায় বসালো।

লোকটা শরীরের সব ভর ছেড়ে দিয়ে বসেই তার চোখ দুটো স্থির করল জিশুর বিশাল ক্রুশের উপর। "সব আমার ভুল," মাথা নিচু করে হাত দুটো প্রার্থনার ভঙ্গিতে নিয়ে এল সে।

নাথান নিজেকে শান্ত রাখল, লোকটাকে একান্ত কিছু সময় দেয়া উচিত। হঠাৎ চার্চের দরজা খুলে গেলে সে দেখল ফ্রাঙ্ক আর কেলি আসছে। প্রফেসর কাউয়িও আছে তাদের সাথে। ওদের সবার আপাদমস্তকজুড়ে ছাই আর কালি। নাথান হাত ইশারা করে বসতে বললো সবাইকে।

ওদের আসার শব্দে পাদ্রি বাতিস্তার মনোযোগে ছেদ পড়ল। নাথান সবার সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দিল প্রথমে, তারপর বসে পড়ল তার পাশেই। "কি ঘটেছিল আমাকে বলুন, আগুন লাগল কিভাবে?"

গার্সিয়া সবার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নিচু করে রাখল। "এটা একেবারেই আমার নিজের অদূরদর্শিতার ফলাফল।"

কেলি বসে পড়ল লোকটার অপরপাশে। "আপনি ঠিক কি বলতে চাচ্ছেন?"

মুহূর্তকাল পরে মুখ খুলল পাদ্রি। "ঐ রাতে মানুষটা বন থেকে এখানে চলে এলে আমি তাকে মিশনারিতে ঠাঁই দেই। গ্রামের এক ইয়ানোমামো শামান আমাকে তীব্র ভর্ৎসনা আর তিরস্কার করেছিল লোকটাকে মিশনারিতে আনার জন্য। সে আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল যেন তার মৃতদেহটা পুড়িয়ে ফেলা হয়।" নাথানের দিকে তাকাল পাদ্রি, "কিন্তু আমার পক্ষে সেটা কিভাবে করা সম্ভব, বলুন? নিশ্চিতভাবেই তার কোন পরিবার থাকবে, এমন কি হতে পারে সে একজন খৃস্টান।"

নাথান হাত নাড়ল। "অবশ্যই।"

"কিন্তু ইন্ডিয়ানটার ঐ অন্ধবিশ্বাসকে কুসংস্কার ভেবে উড়িয়ে দেয়া উচিত হয় নি আমার। ইন্ডিয়ানরা ক্যাথলিকে রূপান্তরিত হওয়ার কারণে ওদের ওপর আমি অনেক আস্থা রেখেছিলাম। এমনকি ওদের ব্যাপ্টাইজও করা হয়েছিল।"

কাথাটা বুঝতে পারল নাথান। "আপনি তো কিছু ভুল করেন নি। কিছু বিশ্বাস এতটাই দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়ে যায় মনের ভেতর যে ব্যাপ্টিজমেও তা ধুয়েমুছে যায় না।"

একটু ঝুঁকে পড়ল পাদ্রি। "প্রথম প্রথম সব ঠিক আছে বলেই মনে হচ্ছিল। তার মৃতদেহটা না পোড়ানোর সিদ্ধান্তে শামান তখনও আমার প্রতি ক্ষুব্ধ থাকলেও শেষ পর্যন্ত সে এই শর্তে রাজি হয়েছিল, মৃতদেহটা অন্তত গ্রাম থেকে সরিয়ে ফেলা হবে। এতে সে কিছুটা শান্ত হয়েছিল বটে।"

"তাহলে ঝামেলাটা করল কিসে?" কেলি জিজ্ঞেস করল।

"সপ্তাহখানেক পর দু-জন শিশু জ্বরে আক্রান্ত হয়। এটা অবশ্য নতুন কিছু না। এই ধরনের ছোটখাট রোগ হরহামেশাই দেখা যায় এখানে। কিন্তু সেই শামান ঘোষণা দিল এই রোগ-ব্যাধি হল সেই অভিশাপের লক্ষণ যে অভিশাপ মৃত মানুষটাকে দেয়া হয়েছিল।"

মাথা ঝাঁকাল নাথান, সে তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানে বেশিরভাগ ইন্ডিয়ান গোত্রের মাঝে এটা প্রচলিত। এখানে কারো কোন অসুস্থতাকে কোনরকম আঘাত বা রোগের কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না শুধুমাত্র, সাথে এটাও ধরা হয় যে, এই রোগের পেছনে অন্য গ্রামের শামানরাও দায়ি, যারা কোনরকম খারাপ মন্ত্র জপ করে পাঠিয়ে দিয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে। আর এসব কাজকে তারা পুঁজি করে বাধিয়ে দেয় যুদ্ধ। যে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে সবখানে। "তাকে সারানোর মতো কোন কিছুই করার ছিল না আমার। কয়েক দিনের মধ্যেই আরও তিনজন শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে একজন ছিল ইয়ানোমামো শাবানো গোত্রের। পুরো গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। ভয়ে সবাই গ্রাম ছাড়া শুরু করল একেবারে তল্পিতল্পাসহ। প্রতিরাতে ঢোলের বাজনা ও মন্ত্র আওড়ানোর শব্দ শোনা যেত দূর থেকেও," চোখ বন্ধ করল গার্সিয়া। "আমি মেডিকেল অ্যাসিসটেন্স চেয়ে পাঠালাম রেডিওর মাধ্যমে। কিন্তু চারদিন পর এক ডাক্তার যখন এখানে পৌছাল, একজন ইন্ডিয়ানও তাকে তাদের সন্তানদের পরীক্ষা করতে দিল না। কারণ সেই শামান ততক্ষণে শিশুগুলোর বাবা-মাকে কব্জা করে নিয়েছিল। তাদের কাছে আকুতি জানালাম আমি কিন্তু তারা কোন ধরনের চিকিৎসা নিতে অসম্মতি জানাল। বরং তারা তাদের ছোট্ট বাচ্চাগুলোর চিকিৎসার দায়িত্ব সেই শামানের হাতেই তুলে দিল।"

একথা শুনে নাথানের ক্রোধ বেরিয়ে আসতে চাইল। প্রফেসরের দিকে তাকাল সে, বেচারা একটু মাথা নাড়ল কেবল, বোঝাতে চাইল নাথানের চুপ থাকা উচিত।

বলে চলল পাদ্রি। "গত রাতে ঐ শিশুগুলোর ভেতর থেকে মারা যায় একজন। হাহাকার পড়ে যায় সারা গ্রাম। নিজের ব্যার্থতা ঢাকতে শামান ঘোষণা দিল, পুরো গ্রামেই অভিশাপ লেগেছে, সে সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে গ্রাম ছাড়ার কথা বলল। আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করলাম পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য কিন্তু শামান তো সবাইকেই বশে এনে ফেলেছে। সূর্য ওঠার আগেই সে ও তার সহযোগীরা মিলে আগুন ধরিয়ে দেয় তাদের নিজেদের ঘরেই। তারপর পালিয়ে যায় জঙ্গলে।" শব্দ করে কাঁদতে শুরু করল গার্সিয়া এবার। "রাক্ষসটা...অসুস্থ বাচ্চাগুলোকে ঘরেই ফেলে যায়। জীবন্ত পুরিয়ে মেরেছে সবাইকে।"

পাদ্রি তার মুখ ঢেকে ফেললো হাত দিয়ে। "খুব সামন্য যে কয়জন গ্রামে ছিল সবাই মিলে আমরা আগুনের পেছনে লাগলাম কিন্তু আগুন ছড়িয়ে পড়ছিল দ্রুত গতিতে। কুড়ে ঘরগুলো ছাই হতে থাকল একের পর এক। আপনারা সবাই এসে যদি হাত না বাড়াতেন সবকিছুই হারাতাম আমরা। আমার চার্চ, আমার ঘর।"

নাথান একটা হাত রাখল লোকটার কাঁধে। "এতটা ভেঙে পড়বেন না, আমরা তো আছি। সব নতুন করে শুরু করতে সাহায্য করব আমরা।" কথাটা বলেই সে কেলির ভায়ের দিকে তাকাল প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিশ্চয়তা পাবার জন্য।

একটু কেশে নিল ফ্রাঙ্ক। "অবশ্যই। বেশ কয়েকজন গবেষক ও রেঞ্জার্সের বড় একটি দল এখানে আসছে খুব শীঘ্রই, আমরা জঙ্গলের দিকে রওনা দেবার ঠিক পর পরই। তারা এখানে থাকবে বেশ কিছুদিন। আর আমি নিশ্চিত এখানে অতিথি হিসেবে থাকাকালীন সময়ে তারা অন্য যে-কারো থেকে অনেক বেশি আন্তরিক হবে, যা যা করা দরকার সবই করবে তারা। আবার সোজা হয়ে দাঁড়াতে আমার মনে হয় খুব বেশি সময় লাগবে না আপনাদের।"

লোকটার কথাগুলো পাদ্রির ভেতরে শক্তি সঞ্চয় করল যেন। "ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুক," হাতের রুমালটা দিয়ে চোখ ও নাক মুছল সে।

"আমরা যতটুকু পারি তার সবটাই করব," কেলিও আশ্বস্ত করল তাকে, "কিন্তু পাদ্রি, সময় আমাদের কাছেও মূল্যবান। আমরা খুব তাড়াতাড়িই ক্লার্কের ব্যবহৃত পথটা খোঁজা শুরু করতে চাই। আর সেটা শীত আসার আগেই।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়..." ক্লান্ত গলায় কথাটা বলে উঠে দাঁড়াল গার্সিয়া। "আমি যা জানি সবই বলব আপনাদের।" কথাবার্তা খুব সংক্ষিপ্তই হল। সরু রাস্তা ধরে চার্চের কমনরুমে যেতে যেতেই সব বর্ণনা করে ফেলল সে। চার্চের ডাইনিং রুমটাকে এরইমধ্যেই এক অস্থায়ী হাসপাতাল বনিয়ে ফেলা হয়েছে তীব্র ধোঁয়ার আক্রান্তদের জন্য। কিন্তু বড় রকমের আক্রান্ত কাউকে চোখে পড়ল না সেখানে।

গার্সিয়া জানাল ক্লার্কের সাথে আরও কেউ ছিল কিনা সেটা খতিয়ে দেখতে কয়েকজন ইন্ডিয়ানকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজি করিয়েছিলো সে। তারা পথ অনুসরণ করে দেখে ওটা শেষ হয়েছে হরুরা নদীর এক শাখায় গিয়ে। তবে সেখানে কোন নৌকা পাওয়া যায় নি। পথটা মনে হয়েছে নদীর পাড় ঘেষেই চলে গেছে পশ্চিমে, আমাজন রেইন-ফরেস্টের সবচেয়ে দূরের অঞ্চলে। ইন্ডিয়ান ট্র্যাকাররা আর সমনে এগোতে চায় নি ভয়ে।

কমন রুমের জানালা দিয়ে চার্চের পেছনে বাগনের দিকে তাকাল কেলি। "ঐ নদী পর্যন্ত কেউ আমাদের নিয়ে যেতে পারবে?"

মাথা ঝাঁকাল গার্সিয়া। হাত-মুখ ধুয়েছে সে, তাকে দেখ মনে হচ্ছে কিছুটা ধাতস্থ এখন। প্রাথমিক ধক্কা কেটে যেতেই তার কণ্ঠ ও আচরনে ফুটে উঠল সহজাত গাম্ভীর্য। "আমার সহকারী হোনাউয়িকে দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের সাথে।" ছোটখাট এক ইন্ডিয়ানকে দেখিয়ে দিল সে।

নাথান বেশ অবাক হল ইয়ানোমামো গোত্রের একজন মানুষকে দেখে।

"তার গোত্রের মধ্যে সে-ই শুধু এখানে পড়ে আছে," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল গার্সিয়া। "প্রভু জিশুর ভালবাসা অন্তত এই একজনকে রক্ষা করেছে।"

পাদ্রি তার সহকারীকে ইশারা করে কাছে ডেকে নিয়ে ইয়ানোমামো ভাষায় কথা বলতে লাগল খুব দ্রুত।

নাথান বেশ বিস্মিত হল আঞ্চলিক ভাষার উপর পাদ্রির অসামান্য দখল দেখে।

সব বুঝতে পেরেছে এবং সম্মতি আছে এমনভাবে মাথা নাড়তে থাকল হোনাউয়ি। কিন্তু তার চোখে ভীতিকর দিকটা বেশ স্পষ্টই দেখতে পারছে নাথান। প্রভু জিশুর ভালবাসা তাকে বাঁচিয়ে রাখুক আর নাই রাখুক লোকটা এখনও গভীর কুসংস্কারের মাঝেই আচ্ছন্ন।

নাথানের দল চার্চের বাইরে চলে এলে গুমোট গরম তাদেরকে চেপে ধরল ভেঁজা উলের কম্বলের মত। সবাই হেলিকপ্টারের কাছে পৌছাতেই দেখতে পেল রেঞ্জাররা সবাই ব্যস্ত। জিনিসপত্রে ঠাসা একসারি কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ পড়ে আছে মাটিতে। প্রতিটা ব্যাগের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে একজন রেঞ্জার।

ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান সবাইকে দিক নির্দেশনা দিচ্ছে। "যেকোন সময় যাত্রা করতে আমরা প্রস্তুত।" চল্লিশোর্ধ ওয়াক্সম্যান একজন পুরোদস্তুর মিলিটারি । কঠিন মুখ, চওড়া কাঁধ। তার ফিল্ড ইউনিফর্মটার কয়েক জায়গায় ভাঁজ পড়েছে। মাথার উপর খোঁচাখোঁচা বাদামী চুল।

"আমরা প্রস্তুত," ফ্রাঙ্ক বললো। "একজনকে পেয়েছি যে আমাদেরকে সঠিক ট্রেইলটা দেখাতে পারবে।" সে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ছোটখাট ইন্ডিয়ানটাকে দেখাল।

ক্যাপ্টেনও সায় দিয়ে সাই করে ঘুরে দাঁড়াল। "মালপত্র তোলো!" রেঞ্জারদের উদ্দেশ্যে বলল সে।

কেলি অন্য একটি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে, যে দলের একেকটা ব্যাগ আকৃতিতে রেঞ্জার্সদের ব্যাগের অর্ধেক হবে। ঐ দলে এই অভিযানের সর্বশেষ সদস্যদেরকে দেখতে পেল নাথান। আনা ফঙ গভীর আলোচনায় মগ্ন রিচার্ড জেনের সাথে। উভয়েই খাকি আউটফিট পরা যেগুলোর কাঁধে টেলাক্সের লোগো জ্বলজ্বল করছে। তাদের পাশেই দাঁড়ান আছে অলিন পাস্তারনায়েক। ধূসর রঙের পরিস্কার ওভারল পরে ফিটফাট দাঁড়িয়ে আছে সে, পায়ে কালো বুট। সে নিচু হল তার পায়ের কাছে রাখা সবচেয়ে বড় ব্যাগটা তোলার জন্য। নাথান জানে তার ব্যাগে যোগাযোগ করার জন্য স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ডিভাইস আছে।

ভঙ্গুর জিনিসপত্রে ভরা তার ব্যাগটা সে তুলছে ঠিকই কিন্তু তার মনোযোগ অন্যদিকে। এই অভিযানের সর্বশেষে ও সবচেয়ে দূরের সদস্যদের দিকে। নাথান হাসল। সাও-গ্যাব্রিয়েল ছাড়ার পর ম্যানুয়েলকে দেখেছিল সে। এই ব্রাজিলিয়ান বায়োলজিস্টকে অন্য একটা কপ্টারে তোলা হয়েছে। এর কারণটাও পরিস্কার। নাথানের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল ম্যানুয়েল। তার একহাতে একটা চাবুক ধরা, অন্য হাতে চামড়ার দড়ি।

"তো ফ্লাইটটা কেমন লাগল টর-টরের?" জিজ্ঞেস করল নাথান।

হাতের চাবুকটা দিয়ে মৃদু আঘাত করল ম্যানুয়েল দুশ পাউন্ডের জাগুয়ারটাকে। "একেবারে বিড়াল ছানার মত, মর্ডান কেমিস্ট্রি ওটাকে দমিয়ে রেখেছিল সামান্য।"

নাথান দেখল স্নায়ুচাপ দূর করা ট্রাংকুলাইজারের প্রভাবে এখনো কিছুটা টালমাটাল অবস্থায় নড়াচড়া করেছে জাগুয়ারটা। নাথানের দিকে কিছুটা ঝুঁকে এসে তার প্যান্টের গন্ধ শুঁকতে লাগল ওটা। টর-টরকে দেখে মনে হল নাথানকে যেন চিনতে পেরেছে। একটু দুলতে দুলতে নাক দিয়ে নাথানের পা ঠেলা দিতে থাকল মৃদুভাবে। নাথান নিচু হয়ে এক হাটুর উপর ভর করে বসল। হাত বাড়িয়ে গলায় একটু আদরমাখা হাত বুলিয়ে দিতেই কেমন একটু আহ্লাদ ফুটে উঠল জাগুয়ারটার আচরনে। "হায় ঈশ্বর, সে তো বেশ বড় হয়ে গেছে, অনেক দিন আগে যেমনটি দেখেছিলাম তেমন আর নেই।"

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অলিন পাস্তারনায়েক জাগুয়ারের দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করে বিড়-বিড় করে কী যেন বলতে বলতে চলে গেল। তাদের দলের নতুন এই সংযুক্তিতে সে যে বেশ বিরক্ত স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। নাথান সোজা হয়ে দাঁড়াল। টর-টরকে দলে ভেড়ানোর কাজটা বেশ কঠিন ছিল কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অটল ম্যানুয়েল সবাইকে রাজি করিয়ে অবশেষে। পূর্ণ যৌবনে পা দিতে বেশি বাকি নেই টর-টরের। সেজন্য জঙ্গলে আরও বেশি পরিমাণে ভ্রমন করা প্রয়োজন ওটার। এই অভিযান তার অনেক উপকারে আসবে। পাশাপাশি ম্যানুয়েলের সূচারু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টর-টর নিরাপত্তা ও অনুসন্ধান উভয়রকম কাজেই লাগতে পারে। নাথানও তার নিজের সমর্থন নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। তাদের দলটার যদি কোনও রকম সাহায্যের প্রয়োজন হয় কোনও ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে তবে টর-টরের উপস্থিতি সেই কাজকে আরও সহজ করে দেবে। সব ইন্ডিয়ানই জাগুয়ারকে গভীর শ্রদ্ধা করে। তাই এমন একটা প্রাণীর উপস্থিতি তাদের অভিযানকে আরও বাড়তি সুবিধা দিতে পারবে।

প্রথমে রাজি হয় আনা ফঙ। তারপর ধীরে ধীরে ফ্রাঙ্ক এবং ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান নমনীয় হলে টর-টর এই অভিযানে অংশ নেয়ার অনুমতি পেয়ে যায়। নিরাপদ দূরত্ব থেকে জাগুয়ারটাকে দেখছে কেলি। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে নাথান তার ছোট প্যাকটা তুলে নিল। ওটার ভেতর প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস আছে শুধু। দড়ির একটা বিছানা, মশারি, কিছু শুকনো খাবার, জামা-কাপড়, ধারালো দা, পানির বোতল এবং ফিল্টার পাম্প। এসব দিয়েই মাসের পর মাস জঙ্গলে কাটাতে পারে সে। জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণ খাবার বিভিন্ন রকম ফল আর আঙ্গুর থেকে শুরু করে নানা প্রকারের গাছের শাঁস সবখানেই পাওয়া যায়, পাশাপাশি খাওয়া যায় এমন গাছ-পাতা আর অসংখ্য পরিমাণে বিভিন্ন রকম পশু-পাখি আর মাছ তো আছেই। তাই কষ্ট করে বাড়তি খাবার বয়ে নেয়ার কোন মানেই হয় না। এসব ছাড়াও আরো একটা জিনিস নাথানের সাথে আছে-তার শর্ট-ব্যারেল শটগান। এটা সে ঝুলিয়ে নিয়েছে তার কাঁধে। তাদের টিমটা যদিও ভারি অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত রেঞ্জার্স সদস্যে তবুও নিজের আগ্নেয়াস্ত্রটা সাথে রাখাতেই স্বস্তি বোধ করে নাথান।

এবার যাত্রা শুরু করা যাক। পুরো সকাল ব্যয় হল আগুন নেভাতে গিয়ে। হালকা পাতলা মহিলা নিজের ভারি ব্যাগটি কাঁধে ঝোলাল। নাথান মেয়েটার লম্বা পা দুটোর দিকে

তাকিয়ে না থেকে পারল না। সে কষ্ট করে তার দৃষ্টি উপর দিকে নিবিষ্ট করল। নাথান দেখল মেয়েটার ব্যাগে রেড ক্রুশের বড় একটা চিহ্ন, যেটা জানান দিচ্ছে এই টিমের জরুরি ঔষধ সরবরাহের কথা। ফ্রাঙ্ক নিজের দল ছেড়ে সিভিলিয়ানদের দলে চলে এল সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখতে। সে নাথানের কাছে এসে পেছনের পকেট থেকে রঙ জ্বলে যাওয়া বেসবল ক্যাপ বের করে যথাস্থানে বসিয়ে দিল।

নাথান ক্যাপটা চিনতে পারল। ঠিক এই রকম, কিংবা এটাই সে দেখেছিল সাও-গ্যাব্রিয়েলে যখন তাকে প্রথম দেখে। "সমর্থক নাকি?" জিজ্ঞেস করল নাথান। বোস্টন রেড সক্স ক্লাবের লোগোটি দেখিয়ে।

"হুম, সেইসাথে সৌভাগ্যের চিহ্নও বটে," মাথা নেড়ে যোগ করল ফ্রাঙ্ক। তারপর তার দলটির দিকে ঘুরে দাঁড়াল। "ও-কে, এবার যাওয়া যাক।"

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে দলটি জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেল। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে ছোটখাট গড়নের সরু চোখা এক ইন্ডিয়ান।

কেলি এর আগে কোন দিন জঙ্গলে ঢোকে নি তবে প্রস্তুতি হিসেবে বেশ কিছু বই আর প্রবন্ধ পড়ে নিয়েছে। কিন্তু রেইন-ফরেস্টের প্রকৃত চেহারা সে যেমনটা দেখছে তেমনটা আশা করে নি মোটেই। চারজন রেঞ্জার সামনে নিয়ে কেলি যতই হাটছে ততই বিস্মিত হচ্ছে। তার দেখা বন-জঙ্গলের উপর নির্মিত মুভিগুলোর সাথে কোন মিল দেখছে না। না আছে কোন ঝোপ-ঝাড়, লতা-পাতা, না আছে এলোমেলোভাবে বেয়ে ওঠা কোন গাছ-গাছড়া। উপরন্তু মনে হচ্ছে তারা যেন কোন সবুজ ক্যাথেড্রালের ভেতর দিয়ে হাটছে। মাথার উপর সবুজের পুরু ছাউনি শত সহস্র ডাল-পালার উপর ভর করে ছাড়িয়ে গেছে সবদিকে; শুষে নিচ্ছে সূর্য থেকে আসা প্রায় সবটুকু আলো; নিচে ছড়াচ্ছে সবুজাভ আভা। কেলি পড়েছিল, সূর্য থেকে আসা আলোর দশ শতাংশেরও কম পরিমাণ আলো এই সবুজের ছাউনি ভেদ করে নিচে আসতে পারে। এ-কারণে জঙ্গলের নিম্নাংশ, যেখান দিয়ে তারা হাটছে, অবিশ্বাস্য রকমের পরিস্কার, কোন গাছপালা নেই। এখানকার জঙ্গলে রাজত্ব করে চলেছে কীট-পতঙ্গ, ছত্রাক আর জালের মত বিছানো শেকড়। ঝোঁপ-ঝাঁড় না থাকলেও রাস্তাবিহীন এই জঙ্গলে হাটা-চলা মোঠেও সহজ হচ্ছে না। গাছের পঁচে যাওয়া বাকল আর ডাল-পালা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সর্বত্র, যেগুলো ঢেকে আছে হলদে ছত্রাক আর সাদা মাশরুমে। কেলির জুতোর নিচে পঁচে যাওয়া পাতার পুরু আস্তরণ জমে গেছে, হাটতে কষ্ট হচ্ছে তার। পাতার পুরু আস্তরণের নিচে জালের মত ছড়ানো বিশাল গাছের শেকড়গুলোও বিপদের কারণ হতে পারে, যেকোন সময় মচকে যেতে তার পা। নিচের অংশে ঝোঁপঝাঁড় খুবই সামান্য পরিমাণে হলেও একেবারেই যে কিছুর অস্তিত্ব নেই তা নয়। পাখার মত দেখতে এক রকম ফার্ন, কাঁটাযুক্ত ব্রোমেলিডা, সুন্দর-সুন্দর অর্কিড, চিকন পামগাছ সজ্জিত করে রেখেছে জঙ্গলের মেঝেটাকে। আর প্রায় সব গাছেই লিয়ানা নামের লতানো এক প্রকার আঙ্গুর গাছ পেঁচিয়ে রয়েছে সাপের মত। হঠাৎ একটা চড়ের শব্দ তার চিন্তাকে অন্যদিকে নিয়ে গেল।

"শালার মাছি!"

সে দেখল তার ভাই ঘাড়ে হাত ডলছে। তারপর একরকম মলম বের করে তার শরীরের যেসব অংশ ঢাকা নেই সেসব জায়গায় মেখে নিচ্ছে।

নাথান কেলির পাশ দিয়ে হেটে এগিয়ে গেল। তার মাথায় অস্ট্রেলিয়ান বুশহ্যাট। তাকে দেখতে অর্ধেক *ইন্ডিয়ানা জোন্স* ও অর্ধেক *ক্রোকোডাইল ডানডি*র নায়কের মত লাগছে। তার নীল চোখ জোড়া জঙ্গলের এই আবছায়া পরিবেশে আনন্দের দ্যুতি ছড়াচ্ছে যেন।

"এই বিরক্তিকর জিনিসের পেছনে আপনি শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন," সে বললো ফ্রাঙ্ককে। "যা কিছুই লাগান না কেন আপনার শরীরের ঘামে তা মিনিটখানেকের ভেতরেই ধুয়ে যাবে।"

কেলি এই পনের মিনিটের ভ্রমনেই ঘেমে একাকার। সবুজ-সমুদ্রে বাতাসের আদ্রতা প্রায় একশ ভাগের কাছাকাছি। "তাহলে এই পোকা-মাকড়ের হাত থেকে বাঁচার সমাধান কি?"

বাঁকা হাসি দিয়ে কাঁধ তুলল নাথান। "আত্মসমর্পন করুন। এরা এমনই যে এদের সাথে যুদ্ধ করে পারবেন না আপনি। খাও অথবা খাবার হও–এমন জগতে টিকে থাকতে হলে মাঝেমাঝে আপনাকে কিছুটা মূল্য দিতেই হবে।"

"তাই বলে আমার নিজের রক্ত দিয়ে?" বিস্মিত ফ্রাঙ্ক।

"এ নিয়ে আফসোস করবেন না। এটা বেশ সস্তা মূল্যই বলা চলে। এর থেকেও আরও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর পোকা-মাকড় আছে এখানে। যদিও বড় কোনকিছুর কথা বলতে চাচ্ছি না, যেমন পাখি ধরে খাওয়া মাকড় অথবা ফুটখানেক লম্বা বিচ্ছু। এগুলোর চেয়ে অনেক ছোট জাতের কাছেই আপনি ধরাশায়ী হতে পারেন। হ্যাসাসিন বাগের নাম শুনেছেন?"

"না, শুনি নি বোধহয়," ফ্রাঙ্ক বললো। কেলিও কাঁধ ঝাঁকালো। সেও শোনে নি।

"এই ছোট্ট পতঙ্গটার বিচ্ছিরি এক অভ্যেস আছে। এটা যখন কাউকে কামড়ায় তখন একই সাথে সে-জায়গায় মলত্যাগ করে। পরে যখন ক্ষতস্থানটি ভিক্টিম চুলকায় সে নিজের অজান্তেই ফেলে যাওয়া বর্জ্য তার নিজের রক্তের সাথে মিশিয়ে দেয়। ঐ বর্জ্যে পূর্ণমাত্রায় প্রোটোজোয়া ট্রাইপ্যানোজোমা থাকে। এরফলে কামড়ানোর পর এক থেকে বিশ বছরের ভেতর যেকোন সময় মস্তিষ্ক অথবা হৃৎপিণ্ড অকেজো হয়ে ভিক্টিমের মৃত্যু হবে।"

এটা শুনে ফ্রাঙ্কের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, সেইসাথে থামিয়ে দিল চুলকানো।

"আরো আছে। এখানে একরকম কালো মাছি উড়ে বেড়ায় যেগুলো আপনার শরীরে এমন জীবাণু ঢুকিয়ে দেবে যা আক্রান্ত করবে আপনার চোখকে, ফলে 'রিভার ব্লাইন্ডেনেস' নামের চোখের একটি মারাত্মক রোগ আপনাকে পেয়ে বসবে। তারপর স্যান্ড-ফ্লাই নামের আরেক প্রজাতির মাছি আছে যা আপনার শরীরে লিশমানাইসিস প্রবেশ করিয়ে দেবে। এরফলে ত্বক এবং স্নায়ু দীর্ঘ মেয়াদীভাবে আক্রান্ত হবে।"

কেলি তার ভাইকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা বোটানিস্টের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। "এখানকার সংক্রামক ব্যাধি সম্পর্কে ভাল করেই জানি আমি। ইয়েলো ফিভার, ডেঙ্গু

ফিভার, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড," কাঁধে ঝোলানো মেডিকেল ব্যাগটা উঁচু করে ধরল সে। "সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিও মোকাবেলা করতে প্রস্তুত আমি।"

"ক্যানডিরু ঠেকাতেও প্রস্তুত আপনি?"

ভ্রু কুঁচকে গেল কেলির। "এটা আবার কি ধরনের রোগ?"

"এটা কোন রোগ নয়। এখানকার পানিতে হরহামেশা পাওয়া যায় একরকম মাছ। কেউ কেউ বলে টুথপিক ফিশ। মাছটা চিকন আর ছোট। বড়জোড় দুই ইঞ্চি লম্বা হবে। বাস করে বড়বড় মাছের শ্বাসতন্ত্রের নিচে পরজিবী হিসেবে। এটার বিচ্ছিরি এক অভ্যেস আছে। সুযোগ পেলে ওটা পুরুষাঙ্গের ভেতর দিয়ে মূত্রথলিতে পৌছে ওখানেই আস্তানা গাড়ে।"

"আস্তানা গাড়ে? ওখানে?" চোখমুখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল ফ্রাঙ্ক।

"কিছুক্ষণের মধ্যেই ওটার শ্বাসতন্ত্রের নিচের সুক্ষ্ম কাটাওয়ালা শুড়গুলো চারপাশে ছড়িয়ে নিজেকে ওখানে আটকে ফেলে। এতে মূত্রথলির মূত্র নিসঃরণের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। আক্রান্ত ব্যক্তি তীব্র যন্ত্রণায় ভুগে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই মারা যায়।"

"এমনটা হলে চিকিৎসা কি?"

এতক্ষনে কেলির মনে পড়ল এই মাছ ও তাদের বিদঘুটে অভ্যেসের কথা। সে এটা কোথাও পড়েছে। ভাইয়ের দিকে ফিরে আসল ব্যাপারটা খুলে বললো এবার। "এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হল আক্রান্ত ব্যক্তির লিঙ্গ কেটে ফেলে মাছটা বের করে ফেলা।"

ভয়ে শিউরে উঠল ফ্রাঙ্ক। "লিঙ্গটা কেটেই ফেলতে হবে?"

কাঁধ তুলল নাথান। "জঙ্গলে স্বাগতম।"

কেলি রেগে ভ্রু কুঁচকে নাথানের দিকে তাকাল। লোকটা ইচ্ছে করে তাদেরকে ভয় দেখাতে চাইছে। কিন্তু তার দাঁত বের করা হাসি দেখে সে বুঝতে পারল, এগুলো সত্যি হলেও লোকটা সবাইকে মজা দেবার জন্যই বলেছে।

"তারপর আসা যাক এখানকার সাপ-খোপের বিষয়ে," বলে চলল নাথান।

"আমার মনে হয় যথেষ্ট হয়েছে," প্রফেসর কাউয়ি পেছন থেকে বলল। ওব্রেইন ভাই-বোনদেরকে নাথানের পরবর্তী লেকচারের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিতে চাইল সে। "নাথান যেরকম মারাত্মকভাবে জঙ্গলটাকে তুলে ধরেছে তাতে এটার প্রতি ভয় জাগারই কথা, তবে এটাও মনে রাখা দরকার, এটা শুধুমাত্র ভীতিকর জায়গা নয়। সীমাহীন সৌন্দর্যও আছে এখানে। যে সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে বিপদের খোলসে। এই জঙ্গল একদিকে যেমন অসুস্থ করে দিতে পারে তেমনি সারিয়ে তোলার ক্ষমতাও আছে এর।"

"আর এ-কারণেই আমরা আজ এখানে," পেছন থেকে অন্য একটি কণ্ঠের উদয় হল।

ঘুরে দাঁড়াল কেলি। কথাটা বলেছে রিচার্ড জেন। কেলি লোকটার কাঁধের উপর দিয়ে দেখতে পেল আনা ফঙ এবং অলিন পাস্তারনায়েক গভীর আলোচনায় মগ্ন। তাদের থেকে খানিক দূরে ম্যানুয়েল অ্যাজভেদো রেঞ্জারদের পাশে তার জাগুয়ারটাকে শান্ত রাখতে ব্যস্ত।

সে ঘুরে নাথনের দিকে তাকাতেই দেখল তার মুখ থেকে হাসি উধাও, সেখানে ভর করেছে কাঠিন্য। এর কারণ টেলাক্স প্রতিনিধির অনাহুতভাবে তাদের কথায় ঢুকে পড়া।

"জঙ্গল সম্পর্কে অপনি কিভাবে জানেন?" জিজ্ঞেস করল নাথান। "শিকাগোতে টেলাক্সের প্রধান অফিসের বাইরে তো আপনার পা পড়ে নি গত চারবছর ধরে। চার বছর...আমি যদ্দুর মনে করতে পারি আমার বাবা হারিয়ে যাওয়ার পর থেকেই।"

রিচার্ড জেন তার থুতনীতে ছোট করে ছাঁটা দাড়িগুলোর উপর হাত বুলাতে বুলাতে চেষ্টা করল যতদূর সম্ভব মুখের ভাবভঙ্গি স্বাভাবিক রাখতে। কিন্তু তার অগ্নিদৃষ্টি ঠিকই ধরা পড়ল কেলির চোখে। "আমি জানি আমাকে তুমি কি মনে কর, ডা. র‍্যান্ড। আমার এই অভিযানে অংশগ্রহণ করার এটাও একটা কারণ। তুমি জান আমি তোমাদের বন্ধুই ছিলাম।"

নাথান দ্রুত লোকটার সামনে এসে দাঁড়াল। একহাত মুষ্ঠি পাকিয়ে বলল, "খবরদার এটা বলবেন না!" কণ্ঠে শত্রুতা ঝরে পড়ল তার। "এটা বলবেন না আপনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন! যখন সরকার বন্ধ করতে চাইল তখন আমি আপনার কাছে গিয়েছিলাম অনুসন্ধানটা চালিয়ে নেবার জন্য। কিন্তু আপনি প্রত্যাখ্যান করলেন। ব্রাজিল থেকে আমেরিকায় আপনার পাঠানো মেমোটা পড়েছি আমি। 'খোঁজাখুঁজির জন্য নতুন করে টেলাক্স-এর অর্থ ব্যয়ের মধ্যে কোন লাভ দেখছি না আমি। ডা. কার্লের অনুসন্ধান একটি ব্যর্থ মিশনে পরিণত হয়েছে। আমাদের অর্থ আরও ভাল কোন কিছুর পেছনে ব্যয় করা উচিত।' কথাগুলো মনে পড়ে আপনার? এই কথাগুলোই আমার বাবাকে শেষ করে দিয়েছিল!"

দাঁতে দাঁত চেপে বললো জেন, "বেশ অপরিপক্ক ছিলে তুমি সে-সময়ে। সার্চ-মিশন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত আমার নিজের রিপোর্ট পাঠানোর আগেই নেয়া হয়ে গিয়েছিল।"

"বাজে কথা," রেগেমেগে বললো নাথান।

"টেলাক্সে তিনশোরও বেশি মামলায় জর্জরিত হয়েছিল জঙ্গলে এক্সপিডিশনটা হারানোর পর। মামলা করে হারিয়ে যাওয়া লোকগুলোর পরিবার, ইন্সুরেন্স কোম্পানি, ব্রাজিলিয়ান সরকার, এমনকি এনএসএফ। চারদিকের চাপে একটা ভয়াবহ অবস্থায় পড়ে যায় টেলাক্স। এই কারণেই ইকো-টেকের সম্পত্তির দিকে হাত বাড়াতে হয়েছিল, যার উপর ভর করেই আমরা কোনরকম টিকে ছিলাম ক্ষুধার্থ কিছু ফ্যার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির পেটে না গিয়ে। কোম্পানিগুলো আমাদের চারপাশে ঘুরছিল, যেন রক্তের গন্ধ পেয়ে হাঙ্গরের দল ছুটে এসেছে। তাই এরকম অনুসন্ধান, যেখান থেকে আশার আলো দেখার কোন সম্ভানাই নেই, আমাদের পক্ষে চালিয়ে নেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তার উপর সে-সময়ে আমাদেরকে অন্যরকম এক যুদ্ধেও নামতে হয়েছিল।"

ক্রোধের আগুন নাথানের চোখেমুখে রয়েই গেল, প্রশমিত হল না।

"সুতরাং সিদ্ধান্ত যা নেবার তা নেয়া হয়ে গিয়েছিল।"

"টেলাক্সের জন্য আমি যদি চোখের পানি না ফেলি তবে ক্ষমা করবেন আমায়।"

"যে যুদ্ধে নেমেছিলাম আমরা তাতে যদি না জিততে পারতাম তাহলে হাজার-হাজার

লোকের চাকরি চলে যেত। সিদ্ধান্তটা বেশ কঠিনই ছিল কিন্তু আমি তার জন্যে কোন অনুশোচনা করব না।"

একে অপরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল নাথান এবং জেন।

প্রফেসর কাউয়ি এগিয়ে এল মধ্যস্থতা করতে। "এখনকার জন্য হলেও অতীতকে মাটি চাপা দিয়ে রাখ। এই অভিযানে সফল হতে হলে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে, আর সেক্ষেত্রে তোমাদের আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের একটা বিরতি প্রয়োজন বলে মনে করি আমি।"

কয়েক মুহূর্ত বাদেই জেন একহাত বাড়িয়ে দিল নাথানের দিকে। লোকটার হাতের তালুর দিকে একনজর তাকিয়েই ঘুরে দাঁড়াল নাথান। "এবার যাওয়া যাক।"

হাতটা চট করে সরিয়ে নিয়ে প্রফেসরের দিকে তাকাল জেন। "চেষ্টা করার জন্য অনেক ধন্যবাদ।"

নাথানের চলে যওয়া দেখল কাউয়ি। তাকে কিছুটা সময় দিল সে। এখনও তীব্র কষ্টে ভুগছে বেচারা। যদিও নিজের কষ্টগুলোকে সবসময় আড়াল করে রাখতে চায় ছেলেটা।

কেলি চেয়ে আছে নাথানের দিকে। কাঁধজোড়া কেমন যেন পেছনে হেলে দিয়ে কিছুটা এলামেলোভাবে হাটছে সে। কেলি কল্পনা করার চেষ্টা করল নাথানের মায়ের কথা, যাকে প্রথম হারায় সে, তারপর বাবাকে। কিন্তু নাথানের এই অপূরণীয় ক্ষতির কথা সম্পূর্ন বোঝা সম্ভব নয় কেলির পক্ষে। কেলি এবার নিজের কথা ভাবল। এ-ধরনের কষ্টের তীব্রতা এমন যে, তার পক্ষে সব ভুলে গিয়ে নতুন করে বেঁচে থাকার শক্তি হয়তো সে পেত না, বিশেষ করে তার যদি নাথানের মতই একাকীত্বেভরা জীবন থাকত।

সে তার ভায়ের দিকে তাকাল। সৌভাগ্যবশত সে তার পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে।

বেশ কিছুটা সামনে থেকে চিৎকার করে বললো একজন রেঞ্জার : "নদীর কাছে পৌছে গেছি আমরা।"

নদীর তীর ধরে হেটে যাচ্ছে দলটি। নাথান দেখতে পেল সবার থেকে অনেকটাই পেছনে পড়ে গেছে সে। তার ডানদিকে বয়ে চলা নদীটি কেমন একটা দৃষ্টি দিচ্ছে যেন। ওপারের সবুজের ঘন আবরণ বাদামী এই নদীকে সীমানা বেঁধে দিয়েছে। তারা এই নদী ধরে হাটছে প্রায় চার ঘণ্টা হল। নাথান অনুমান করল তারা প্রায় বারো মাইলের মত হেটেছে। বেশ ধীরেই হাটছে তারা। নদীর কাছে পৌছাতেই ছোটখাট ইন্ডিয়ান লোকটি আর সামনে এগোতে চাইল না। নদীর পাড়ে গভীর জঙ্গলের দিকে চলে যাওয়া পরিস্কার পায়ের ছাপের দিকে ইঙ্গিত করল সে।

"আপনারা এটা অনুসরণ করে এগিয়ে যান," পর্তুগীজ ভাষায় বলল সে। "আমি পাদ্রি বাতিস্তার কাছে ফিরে যাব।"

তাই তাদেরকে একরকম একাই চলতে হল এবার। রাত আসার আগেই যতটা সম্ভব পথ পাড়ি দেয়ার পরিকল্পনা তাদের। কিন্তু কর্পোরাল ওয়ারিক জ্যাক খুব সতর্ক ট্রেকার হওয়ায় পুরো দলটাকে এগিয়ে নিচ্ছে ধীরে, একেবারে শম্বুকগতিতে। ফলে এই ধীরগতির কারণেই নাথান যথেষ্ট সময় পেল রিচার্ড জেনের সাথে বাক-বিতণ্ডার ঘটনাটাকে

পর্যালোচনা করার। নিজেকে ধাতস্থ করে লোকটার কথাগুলো বিবেচনা করতে অনেক সময় লেগে গেল তার। নাথান ভাবল, হয়তো লোকটা বেশ সঙ্কীর্ণ মনের, তাই সে ওই বিপদের সময়টাতে সবকিছু সঠিকভাবে বিবেচনা করতে পারে নি। তার বামপাশে শুকনো ডাল ভাঙার শব্দ হলে ফিরে তাকাল সে। ম্যানুয়েল তার টর-টরকে সাথে নিয়ে নাথানের কাছে চলে এসেছে। জাগুয়ারটাকে নিয়ে কিছুটা দূরে দূরেই থাকছে অন্যদের থেকে। জাগুয়ারটাকে রেঞ্জারদের কাছে দেয়ার সময় সবার ভেতরেই একটা আতঙ্ক ভর করেছিল। নিজের অজান্তেই তাদের হাতের আঙুল চলে গিয়েছিল এম-১৬ রাইফেলে ট্রিগারে। শুধুমাত্র কর্পোরাল ডেনিস জারগেনসেনই জাগুয়ারটার বিষয়ে কৌতুহল দেখিয়েছিল, সে-ই তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এখন আর মাঝেমাঝে প্রশ্ন করছে জাগুয়ারটার বিষয়ে।

"প্রতিদিন কি পরিমান খাবার লাগে এটার?" লম্বা কর্পোরালটা মাথা থেকে ক্যাপ খুলে কপালের ঘাম মুছে বলল। অস্বাভাবিকরকম সাদা চুল মাথায় তার। চোখজোড়া হালকা নীল, যা দেখে সহজেই বোঝা যায় সে একজন নরডিক।

ম্যানুয়েল তার পোষা বাঘটাকে হালকা আঘাত করল। "প্রায় দশ পাউন্ডের মত মাংস লাগে। ও আমার সাথে একরকম মানবেতর জীবন যাপন করছে। তবে জঙ্গলে ছাড়া অবস্থায় এখনকার থেকে প্রায় দ্বিগুন পরিমাণ খাবার লাগবে ওর।"

"এখানে, এই জঙ্গলে কিভাবে খাওয়াবেন ওটাকে?"

নাথান তাদের সাথে যোগ দিতেই মাথা নেড়ে সায় দিল ম্যানু। "শিকার করে খাবে। আর এই কারণেই সাথে নিয়ে এসেছি ওকে।"

"যদি সে শিকার করতে ব্যর্থ হয়?"

পেছনের সৈন্যগুলোর দিকে তাকাল ম্যানু। "তাতেও সমস্যা নেই, এখানে আরো মাংসের উৎস আছে।"

কিছুটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল জারগেনসনের মুখমণ্ডল। তবে সাথে সাথেই বুঝতে পারল ম্যানুয়েল মজা করে বলেছে। "বেশ মজার ব্যাপার।"

ম্যানুয়েল আলতো করে কঁনুই দিয়ে খোঁচা দিতেই নিজের গতি কমিয়ে দিয়ে অন্যদের সাথে যোগ দিল কর্পোরাল। ম্যানুয়েলের মনোযোগ এবার নাথানের দিকে। "ওখানে কি নিয়ে ঝামেলা বাধাচ্ছিলে? জেনের সাথে ঝগড়া-ঝাটি কানে এল আমার।"

"তেমন কিছু না," নাথান বললো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। টর-টর তার লোমশ মুখ দিয়ে নাথানের পা ঘষছে। নাথানও ওটার মাথার উপর হাত রেখে আদর করতে লাগল। "ভেতরে ভেতরে নিজেকে খুব বোকা মনে হচ্ছে।"

"বোকা ভাবার কিছু নেই এখানে। তুমি দেখে নিও, ওকে আমি টর-টরকে দিয়ে ধাওয়া করে খাওয়াবো। বিশ্বাস কর, এটা খুব বেশি দূরে নয়।" সে হাত তুলে সামনের দিকে দেখাল সে। "দেখেছ, কেমন একটা বেখাপ্পা জামা পরেছে লোকটা? বাস্তবে কোন দিন জঙ্গলে পা দিয়েছে সে?"

বন্ধুর এই মজার কথায় হেসে ফেললো নাথান।

"এবার ডা. ফঙকে দেখ। তাকে কিন্তু তার আউটফিটে ভালই মানিয়েছে।" এক ভ্রু

উঁচু করে দিয়ে নাথানের দিকে তাকাল ম্যানুয়েল। "সে যদি আমার বিছানায় শুয়ে শব্দ করে ক্র্যাকারও খায় তবুও তাকে আমি লাথি দেব না। আর কেলি ওব্রেইন–"

একটা শোরগোলের শব্দে কথা থামিয়ে দিল ম্যানুয়েল। দলের সবাই এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে আছে। ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখছে আর উচ্চস্বরে কথা বলছে। ম্যানু এবং নাথান সামনে এগিয়ে গেল দ্রুত। ভীড়ের ভেতরে ঢুকতেই নাথান দেখল আনা ফঙ এবং প্রফেসর কাউয়ি ঝুঁকে আছে একটা ডিঙ্গি নৌকার উপর। মনে হচ্ছে গাছের গুড়ি দিয়ে বানানো হয়েছে ওটা। নদী থেকে এত দূর টেনে আনার দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আনার পর তড়িঘড়ি করে পাম পাতা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল ওটা।

"ট্রেইলটা তাহলে এখান থেকেই," বলল কেলি।

নাথান দেখতে পেল মেয়েটার সারা মুখ ঘেমে আছে। তার মাথার চুলগুলো পেছনে রোল করে বাধা একটা সবুজ রঙের রুমাল দিয়ে, যেটা মাথার ব্যান্ড হিসেবেও কাজ করছে।

প্রফেসর কাউয়ি একটা ছেঁড়া পাম পাতা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। "এগুলো মুয়াপু পামগাছ থেকে ছেঁড়া।" সে পাতাগুলো উল্টে ধরে প্রান্তগুলো দেখালো। "কাটা না, ছেঁড়া হয়েছে।"

সায় দিল কেলি। এজেন্ট ক্লার্ককে যখন পাওয়া গিয়েছিল কোন ছুরি ছিল না তার সাথে।

প্রফেসর কাউয়ি পাতার প্রান্ত বরাবর আঙুল চালাতে লাগল ধীরে ধীরে। "ক্ষয়ে যাওয়ার পরিমাণ থেকে বোঝা যাচ্ছে, এগুলো কমপক্ষে দু-সপ্তাহ আগে ছেঁড়া।"

ফ্রাঙ্কও একটু ঝুঁকে এল। "এজেন্ট ক্লার্ক গ্রামে এসেছিলেন যতদিন আগে ঠিক ততদিন আগের এগুলো।"

"ঠিক তাই।"

কেলির কণ্ঠে উত্তেজনা ভর করল। "তাহলে তো এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় উনি এই নৌকা ব্যবহার করেই এখানে এসেছিলেন।"

নদীটাকে ভালো করে দেখলো নাথান। ওটার দু-পাশেই ঘন জঙ্গলের দেয়াল। পরগাছা, মস, ফার্ন, লতানো আঙ্গুরসহ অসংখ্য গাছপালা আর ঝোঁপ-ঝাড়ে ছেয়ে আছে বৈচিত্রহীন ছোট্ট নদীর দু-কূল। ত্রিশ ফুটের মত প্রশস্ত হবে ওটা। পানিও বেশ পরিস্কার। নদীর কর্দমাক্ত পাথুরে তলদেশটাও দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট, শুধুমাত্র কয়েক ফুট জায়গা ছাড়া। কি থাকতে পারে ওখানে? ভাবল নাথান। শিকারী কোন প্রাণী ওৎ পেতে থাকতে পারে। সাপ, গিরগিটি বা পিরানহা এরকম কোন কিছু। এমনকি বড় বড় মাগুর মাছও থাকতে পারে যেগুলো অসতর্ক কোন সাঁতারুর পায়ে কামড় বসিয়ে দেবে, আর এ-কাজে ওরা বিখ্যাত।

ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান সবাইকে ঠেলে সামনে এগিয়ে গেল। "তাহলে এখান থেকে কোথায় যাওয়া যায় প্রথমে? প্লেনে করে আমাদের জন্য নৌকা আনালাম, কিন্তু তারপর কি করব?"

আনা ফঙ হাত উঁচু করল। "আমার মনে হয় উত্তরটা আমার জানা আছে।" সে

নৌকার উপর রাখা পাম পাতার স্তূপের ভেতর হাত চালিয়ে দিল। তার ছোট আঙুলগুলো নৌকার ভেতরের অংশে ঘুরে বেড়াল। "কাঠ কেটে যে পদ্ধতিতে এটা বানানো হয়েছে সেটা এবং প্রান্ত বরাবর লাল রঙের নক্সা দেখে বোঝা যাচ্ছে নৌকাটা ইয়ানোমামো গোত্রের কারোর। একমাত্র তারাই এরকম নক্সা করে নৌকা বানায়।"

নাথানও হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ল, তারপর সেও দেখতে লাগল হাত দিয়ে। "তিনি ঠিকই বলেছেন। জেরাল্ড ক্লার্ক খুব সম্ভবত এটা বানিয়েছে অথবা হতে পারে ঐ গোত্রের কারো কাছ থেকে চুরি করেছে। আমরা যদি নদী বেয়ে একটু ওপারের অঞ্চলের দিকে যেতে পারি তবে ইয়ানোমামো ইন্ডিয়ানদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারব তারা কোন শ্বেতাঙ্গকে যেতে দেখেছে কি না, কিংবা তাদের কারো কোন নৌকা চুরি হয়েছে কিনা।" সে ফ্রাঙ্ক এবং কেলির দিকে ঘুরে দাঁড়াল। "এখান থেকেই অনুসন্ধান শুরু করতে পারি আমরা।"

দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল ফ্রাঙ্ক। "আমি বেইস-ক্যাম্পে আমাদের অবস্থান জানিয়ে দিচ্ছি। ওখান থেকে হেলিকপ্টারে করে নৌকা দিয়ে যাবে এখানে। ওগুলো পেতে পেতে দিনের বাকি সময়টুকু লেগে যাবে। তাই আলো থাকতেই আজকের মত ক্যাম্প করে ফেলতে হবে আমাদের।"

পরিকল্পনামাফিক কাজ শুরু হয়ে যেতেই সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল নদী থেকে সামান্য দূরে অস্থায়ী ঘর বানানোর কাজে। আগুন জ্বালানো হল। কাউয়ি কিছু আলুবোখরা ও সাওয়ারি বাদাম সংগ্রহ করল পাশের জঙ্গল থেকে। ওদিকে ম্যানুয়েল তার টর-টরকে শিকার করতে জঙ্গলে ছেড়ে বড়শি দিয়ে ট্রাউট নামের ছোট জাতের কিছু স্যামন মাছ ধরল। পরের এক ঘণ্টাজুড়ে অনেক কাজ করা হল। প্রয়োজনীয় দ্রব্য বহনকারী হেলিকপ্টারগুলোর পাখার তীব্র শব্দে পাখির ঝাঁক, বানরের দল আরও নানা রকম পশুপাখি চিৎকার-চেঁচামেচি করে পুরো জঙ্গল সরগরম করে তুলল। তিনটি বড় কন্টেইনার দড়ি বেধে হেলিকপ্টার থেকে ঝুলিয়ে দেয়া হল নদীর উপর। তারপর পানিতে পড়তেই দড়ি টেনে সেগুলো তীরে ওঠানো হল। কন্টেইনারের ভেতরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফুলে উঠতে পারে এমন কয়েকটা পন্টুন আছে। যেগুলোর সাথে ছোট মোটর লাগানো। এই নৌকাগুলোকে রেঞ্জার্সরা 'রাবার-রাইডারস' বলে ডাকে।

সূর্য ডুবতে বসেছে, কালো রঙের তিনটি নৌকা পাড়েই গাছের সাথে বেধে রাখা হল পরের দিনের ভ্রমনের জন্য প্রস্তুত করে। রেঞ্জার্সদের পাশাপাশি কাজে নেমে গেল নাথানও। সে তার নিজের বিছানা তৈরি করে খুব দক্ষতার সাথে মশারি টানাতে লাগল বিছানার চারপাশে। সে দেখল কেলি তার নিজের বিছানা করতে পেরে উঠছে না। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল সে।

"মশারিটাকে যতটা সম্ভব চারদিকে প্রসারিত করে টানাতে হবে যেন কোন কিছুই আপনার বিছানার ধারেকাছে ঘেষতে না পারে। নয়তো নিশাচরেরা গায়ের চাদর ভেদ করে আক্রমণ করতে দেরি করবে না।"

"আমি করতে পারব," বলল সে কিন্তু তার ভ্রু-জোড়া হতাশায় কুঁচকে আছে।

"আচ্ছা, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।" কিছু পাথর আর শক্ত ডাল-পালার ছোটছোট অংশ দিয়ে মশারিটা যতদূর সম্ভব বিছানা থেকে উঁচু করে দিল নাথান। মনে হচ্ছে যেন পাতলা রেশমী কাপড়ে বিছানাটা আচ্ছাদিত হয়ে আছে।

তাদের পাশে ফ্রাঙ্ককেও তার নিজের মশারিটা নিয়ে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। "আমি বুঝতে পারছি না, এতসব না করে স্লিপিংব্যাগে ঘুমাতে সমস্যা কোথায়? যতবারই আমি ক্যাম্পিং করেছি সব সময়ই ওগুলোতে শুয়েছি।"

"এটা জঙ্গল, বুঝলেন?" বলল নাথান। "আপনি যদি মাটিতে ঘুমান তবে সকাল না হতেই সবরকম বিদঘুটে প্রাণীদেরকে শয্যাসঙ্গী হিসেবে আবিষ্কার করবেন। সাপ, গিরগিটি, বিচ্ছু, মাকড়সা আরও কত কি। তারচেয়ে বরং আমার অতিথি হোন, সব দায়-দায়িত্ব আমার উপরে ছেড়ে দিন।"

ফ্রাঙ্ক তখনও রাগে গজগজ করতে করতে তার বিছানার সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। "বেশ, ঐ অসহ্য বিছানাতেই ঘুমাবো কিন্তু মশারির আবার কি দরকার? সারাটা দিন ধরে মশার যন্ত্রণা তো ভোগ করলামই।"

"রাতে ওগুলো হাজারগুণ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। যদি কোন পোকা-মাকড় কামড়ে আপনার রক্ত না-ও বের করে ভ্যাম্পায়ার র‍্যাট সেটা করবে। এখানে সব জায়গায় ওরা আছে। উষ্ণ রক্তের যেকোন প্রাণীকেই আক্রমণ করে ওরা। এমনকি রাতে চুপিসারে টয়লেটে যাবার সময়ও সতর্ক থাকতে হবে।"

কেলির চোখজোড়া সরু হয়ে গেল।

"আপনার তো জলাতঙ্কের টিকা দেয়া আছে, তাই না?" জিজ্ঞেস করল নাথান।

আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিল কেলি।

"ভাল!"

নাথানের পেতে দেয়া বিছানাটার দিকে একনজর চোখ বুলিয়ে কেলি ঘুরে দাঁড়াল তার দিকে। মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে তার মুখ। "ধন্যবাদ।"

নাথান আবারো ধাক্কা খেল এমেরাল্ড পাথরের মত কেলির সবুজ চোখের সৌন্দর্যে। কিছুটা গোলাপী আভাও দেখা যাচ্ছে তাতে।

"ইউ আর ওয়েলকাম।" সে আগুনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, দেখল বাকি সবাই সেখানে জড় হয়েছে সান্ধ্যকালীন খাবারের জন্য। "দেখি ডিনারে কি রান্না হল।"

ক্যাম্পফায়ারের চারপাশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া তাপের উৎস শুধুমাত্র আগুনের শিখা নয়, নাথান দেখল ম্যানুয়েল এবং রিচার্ড জেন কথা ছোড়াছুড়িতে ব্যস্ত।

"লগিং ইন্ডাস্ট্রিতে বাধা দেওয়ার বিপক্ষে আপনি যাচ্ছেন কিভাবে ঠিক বুঝলাম না," ফ্রাইংপ্যানে মাছগুলো নেড়ে দিতে দিতে বলল ম্যানুয়েল। "সারা বিশ্বজুড়ে এই কমার্শিয়াল লগিং এককভাবে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বন ধ্বংস করছে, এখানে এই আমাজনে প্রতি সেকেন্ডে এক একর বন হারাচ্ছি আমরা।"

রিচার্ড জেন একটা গাছের গুড়ির উপর বসা। গায়ের খাকি জ্যাকেট খুলে রাখা হয়েছে। লম্বা হাতা ভাঁজ করে উপরে তোলা। দেখে মনে হচ্ছে মারামারি করতে প্রস্তুত। "এই পরিসংখ্যানগুলো আসলে পরিবেশবাদীরা অতিরঞ্জিত করে ফেলেছে। বিজ্ঞানের

অপব্যবহার করে এই ধারণাগুলো প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে আর এগুলো মানুষকে শিক্ষাদানের চেয়ে আতঙ্কিত করানোর কাজেই বেশি ছড়ানো হচ্ছে। এদিকে স্যাটেলাইট আমাদেরকে যে বাস্তবচিত্র পাঠাচ্ছে সেগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে আমাজনের নব্বই শতাংশ এখনও অক্ষত আছে।"

সহ্যের বাধ এবার ভেঙে যাবার উপক্রম হলো ম্যানুয়েলের। "বুঝলাম ঐ রিপোর্টগুলো আপনি যেমন বললেন, একটু বাড়াবাড়ি করে দেখানো হয়েছে। যদি তাও হয়, তবু বন উজাড়ের কারণে যা হারাচ্ছি তা চিরতরেই হারাচ্ছি। এর কি ব্যাখ্যা দেবেন? প্রত্যেক দিন শতশত প্রজাতির গাছ-পালা, প্রাণী হারাচ্ছি আমরা চিরকালের জন্য।"

"সত্যি বলতে কি," শান্ত গলায় বলল রিচার্ড জেন, "উজাড় হয়ে যাওয়া বনে নতুন করে কোন গাছ-পালা জন্মায় না এই ধারণা সম্পূর্ন ভুল, কি বলব, বলা যায় অতি পুরনো একটি মিথ্যা। ইন্দোনেশিয়ার রেইনফরেস্ট কমার্শিয়াল লগিং হয়েছিল একবার, তার আটবছর পর সেখানে গিয়ে যা দেখা গেল তা প্রত্যাশার চাইতেও বেশি। গাছপালা এবং বিভিন্ন প্রাণীর সবকিছু কাটিয়ে ওঠার হারটা ছিল অবিশ্বাস্য। আর এখানে, আপনার নিজের এই রেইনফরেস্টেও এর সত্যতা পাওয়া গেছে। পশ্চিম-ব্রাজিলে খনি শ্রমিকরা রেইনফরেস্টের বেশ বড় একটা অংশ ধ্বংস করে ফেলেছিল। ঘটনাটা ১৯৮২ সালের। তার ঠিক পনের বছর পর বিজ্ঞানীরা সেখানে আবিষ্কার করে তাদের আসলে আবিষ্কার করার কিছুই নেই। অর্থাৎ নতুন করে জন্মানো জঙ্গলের সাথে চারপাশের জঙ্গলের চোখে পড়ার মত কোন পার্থক্য নেই। এই ঘটনাগুলোই বলে দেয়, সাসটেইনেবল লগিং খুবই সম্ভব এখানে আর মানুষ এবং প্রকৃতি একত্রে টিকে থাকতে পারে।"

এই আলোচনায় নাথান বেশ ত্যাক্ত-বিরক্ত। রেইনফরেস্ট ধ্বংসের পক্ষে লোকটা সাফাই গাইছে কি করে?

"কৃষকেরা যে বনভুমি পুড়িয়ে কৃষিজমি বের করে নিচ্ছে, গবাদি পশু চারণ করাচ্ছে এগুলোর কি হবে? আমার মনে হয়ে এটাও সমর্থন করবেন আপনি, নাকি?"

"অবশ্যই," জেন বলল। "পশ্চিম-আমেরিকার বনগুলোতে নির্দিষ্ট সময় পর পর আগুন জ্বালিয়ে দাবানলের মত সৃষ্টি করা হয়, আমরা মনে করি এটা খুবই ফলপ্রসূ একটি পূর্ণবয়স্ক বনের জন্য। এটা সবকিছুর ভেতর সবকিছুর যোগান দেয়। অর্থাৎ মাটির প্রাণশক্তি সব জায়গায় পৌছায়। তাহলে এই আমাজনে এটা করতে দোষ কোথায়? লগিং অথবা বার্নিংয়ের কারণে বড় প্রজাতিরা সাময়িকভাবে বিলুপ্ত হয়। আর তখন সবচেয়ে প্রয়োজনীয় গাছ-গাছড়া যেগুলোর নাম দেয়া হয়েছে সাপ্রেসড স্পিশিজ, বাড়তে পারে পূর্ণমাত্রায়। আর প্রকৃতপক্ষে এই ছোটছোট গাছ-গাছড়া, লতা-গুল্মরাই সবচেয়ে বেশি ঔষধিগুণ ধারণ করে। তাই সামান্য পরিমাণ বার্নিং এবং লগিঙে ক্ষতি কোথায়? সবদিক থেকেই বিবেচনা করলে এটা ভাল।"

মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকা কেলি মুখ খুলল এবার। "কিন্তু পুরো ব্যাপারটার সাথে যে বৈশ্বিক সংশ্লিষ্টতা আছে সেটা আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন। যেমন ধরুন গ্রিনহাউজ এফেক্ট। রেইনফরেস্টগুলো কি পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন সরবরাহ করে না? এগুলোকে প্রবাদস্বরুপ 'পৃথিবীর ফুসফুস' বলা হয়ে থাকে তা জানেন আশা করি।"

" 'প্রবাদস্বরূপ' শব্দটার ব্যবহার যথার্থই হয়েছে আমার মনে হয়," কণ্ঠে কিছুটা গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বলল জেন। "আবহাওয়া স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সম্প্রতি দেখা গেছে, এক্ষেত্রে সব রেইনফরেস্ট খুব কম পরিমাণেই অক্সিজেন সরবরাহ করে। পুরো ব্যাপারটা একটা ক্লোজড্-সিস্টেমের মত। যে মুহূর্তে এই সবুজ গাছপালা প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন উৎপন্ন করেছে তখনই তার পুরোটা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে পচনের কাজে। প্রতি মুহূর্তে সমগ্র বনজুড়ে শতশত গাছপালা, লতা-পাতা ও নানান জাতের মৃত প্রাণীরা পচনের প্রধান রসদ অক্সিজেন পাচ্ছে এই গাছ থেকেই। ফলে বাইরের জগতে সরবরাহকৃত অক্সিজেনের পরিমাণ শূন্য। এরপরও যে অক্সিজেনটুকু আসে তা কিন্তু ঐ সেকেন্ডারি ফরেস্ট থেকেই যেখানে লগিং বা বার্নিঙের কারণে বড় গাছের পরিবর্তে থাকে নতুন জন্ম নেয়া বৃক্ষরাজি। তাই প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রিত ডিফরেস্টেশন সমগ্র বিশ্বের বায়ুমণ্ডলের জন্যই লাভজনক।"

নাথান শুনছিল এতক্ষণ ধরে। অবিশ্বাস এবং ক্রোধের মাঝে থেকেও নিজেকে নিয়ন্ত্রনে রেখেছে সে। "যারা এই বনে বসবাস করে তাদের নিয়ে কি বলবেন? গত পাঁচশ বছরে স্থানীয় নানা গোত্রের মানুষের সংখ্যা এক কোটি থেকে ধীরে ধীরে কমে দুই লাখে নেমে গেছে। আমার মনে হয় এটাও ভাল, নাকি?"

মাথা দোলাল রিচার্ড জেন। "না, তা হবে কেন। এটাই সবচেয়ে দুঃখজনক যে একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ তার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা আরেক প্রজন্মের হতে তুলে দেবার আগেই মারা যাচ্ছে। এতে করে সমগ্র বিশ্ব এক অপূণনীয় শক্তির আধার হারিয়ে ফেলছে চিরতরের জন্য। আর এ-কারণেই আমি পর্যাপ্ত তহবিল সরবরাহ করে যাচ্ছি যাতে এরকম বিলুপ্তপ্রায় গোত্রদের মাঝে গবেষণা চালিয়ে যেতে পার তুমি। কাজটার মূল্য অপরিসীম।"

সন্দেহভরা নাথানের চোখ দুটো সরু হয়ে গেল। "জঙ্গল আর জঙ্গলের মানুষ মিলেমিশে একাকার এখানে। আপনি যা বললেন তা যদি সত্যিও হয় তবু বলব ডিফরেস্টেশন কিছু প্রজাতিকে চিরতরের জন্য ধ্বংস করছে। এর বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাতে পারবেন না আপনি।"

"হ্যা, তা ঠিক, কিন্তু যা হারাচ্ছি তার প্রকৃত সংখ্যাটা পরিবেশবাদীদের আন্দোলনের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে।"

"সংখ্যাটা যাইহোক না কেন, একক কোন প্রজাতিও কিন্তু খুবই মূল্যবান হতে পারে। যেমন ধরুন মাদাগাস্কান পেরিউইঙ্কল।"

জেনের মুখ লাল হয়ে গেল। "আসলে ব্যাপারটা পুরোপুরি ভিন্ন। খুব দূর্লভ প্রজাতি এটা। এরকম কিছুর আবিষ্কারের কথা চিন্তাও করা যায় না।"

"মাদাগাস্কান পেরিউইঙ্কল?" জিজ্ঞেস করল কেলি, তার চোখে-মুখে সন্দেহ।

"গোলাপী রঙের মাদাগাস্কান পেরিউইঙ্কল, ভিনব্লাস্টিন এবং ভিনক্রিসটিনের উৎস। এগুলো ক্যান্সারের শক্তিশালী দুটি প্রতিষেধক।"

চিনতে পারায় কেলির কপালে ভাঁজ পড়ল। "হজকিন'স ডিজিজ, লিমফোমাস আর শিশুদের নানা রকমের ক্যান্সার সারায় এটা।"

সায় দিল নাথান। "প্রতিবছর হাজার-হাজার শিশুর জীবন বাঁচায় এই ড্রাগস। কিন্তু

যে গাছ এই জীবন বাঁচানো ওষুধ দিচ্ছে আমাদের তা এখন মাদাগাস্কার দ্বীপে বিলুপ্তির মুখে। এই মূল্যবান সম্পদ যদি সময়মত আবিষ্কার করা না হত তবে কি হত ভাবা যায়? কত শিশু অকালে মারা যেত?"

"আমি তো বললামই, পেরিউইঙ্কল আসলেই একটি দূর্লভ আবিষ্কার।"

"তা কিভাবে বুঝবেন আপনি? যে পরিসংখ্যান আপনি দিলেন, যে স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফির কথা বললেন তার সবই কিন্তু তথ্যনির্ভর। কিন্তু এই তথ্য কি আপনাদের কাছে নেই, প্রত্যেক প্রজাতির গাছেই রোগ সারানোর কিছু উপাদান থাকে? প্রত্যেক প্রজাতিই অপরিসীম মূল্যবান। বনের যে-সব জায়গায় এসব গবেষণা করা হয় নি সে-সব জায়গায় ডিফরেস্টেশনের কারণে কখন কোন্ ঔষধি গাছ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তা কে বলতে পারে? কে বলতে পারে কোন দূর্লভ গাছ এইড্‌স-এর প্রতিষেধক ধারণ করছে? কোনটা ধারণ করছে ডায়াবেটিক্‌সের? হাজারো রকমের ক্যান্সার যা মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে সেই ক্যান্সারের?"

"কিংবা কোন গাছের কারণে নতুন করে জন্মাতে পারে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ?" যোগ করল কেলি।

ভ্রু কুঁচকে আগুনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রিচার্ড জেন। "কে বলতে পারে এটা?"

"আমিও ঠিক এটাই বলতে চাচ্ছি," থামল নাথান।

ফ্রাঙ্ক এগিয়ে এল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে বাকযুদ্ধে ক্যাম্প-ফায়ারের আশপাশ যে গরম হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে কোন ধারণাই নেই তার। "আপনি তো দেখছি মাছ পুড়িয়ে ফেলছেন," বলল সে। কালো ধোঁয়া উড়তে থাকা ফ্রাইংপ্যানটির দিকে ইঙ্গিত করল।

বুঝতে পেরে সাথে সাথেই প্যানটা আগুনের ওপর থেকে সরিয়ে ফেলল ম্যানুয়েল। একটু হেসে তাকাল ফ্রাঙ্কের দিকে। "থ্যাঙ্কস ওব্রেইন, আপনি তো বেশ সজাগ, ভুলেই গিয়েছিলাম ওগুলো চুলার উপর। আপনি না দেখলে তো রাতের খাবারের বারোটা বেজে যেত।"

কেলিকে ইশারা করল ফ্রাঙ্ক। "স্যাটেলাইটের সাথে ল্যাপটপের কানেকশন দেয়া প্রায় শেষ," ঘড়ি দেখল সে। "ঘন্টাখানেকের ভেতরে স্টেট্‌সের সাথে যোগাযোগ করতে পারব।"

"দারুণ," কেলি একনজর দেখে নিল অলিন পাস্তারনায়েক ছোট্ট স্যাটেলাইট ডিশ অ্যান্টেনা আর ল্যাপটপের চারপাশে ছোটাছুটিতে ব্যস্ত। "সম্ভবত জেরাল্ড ক্লার্কের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট থেকে কিছু পাওয়া যাবে। হয়তো এমন কিছু যা আমাদের কাজে আসবে।"

নাথান শুনল চুপচাপ, কিছুটা অন্যমনস্কভাবে। হয়তো আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে এই কারণে কিন্তু কেমন যেন পরাবাস্তব এক আতঙ্ক আচ্ছন্ন করল তার ভেতরটা। তার অবচেতন মন বলে উঠল, হয়তো লোকটার মৃতদেহ ইয়ানোমামো শামানের কথামত পুড়িয়ে ফেলাই উচিত ছিল। রিচার্ড জেন যেমনটা বলেছে।

অধ্যায় ৫

স্টেম সেল রিসার্চ
আগস্ট ৭, বিকেল ৫:৩২
ইস্টার ইন্সটিটিউট, ল্যাঙ্গলে, ভার্জিনিয়া

লরেন ওব্রেইন তার মাইক্রোস্কোপে চোখ লাগিয়ে ঝুঁকে আছে। এমন সময় কলটা এল মর্গ থেকে। "ধ্যাত্!" কাজে বাধা পড়ায় বিরক্ত হল সে। কপালে লাগানো রিডিংগ্লাসটা নাকের ডগায় নামিয়ে আনতে আনতে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তারপর অন করল স্পিকার।

"হিস্টলজি থেকে বলছি," বলল সে।

"ডা. ওব্রেইন, আমার মনে হয় এখানে একবার আসা দরকার আপনার," কণ্ঠটা স্ট্যানলি হিবার্টের। জন হপকিন্স হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের প্যাথলজিস্ট এবং এমইডিইএ-র সহকর্মী। জেরাল্ড ক্লার্কের ময়নাতদন্তের কাজে পরামর্শ দেয়ার জন্য আনা হয়েছে তাকে। "আমি কিছুটা ব্যস্ত রয়েছি টিস্যুর স্যাম্পল নিয়ে। এইমাত্র ওগুলোর রিভিউ করা শুরু করেছি।"

"মুখের ক্ষতস্থান নিয়ে কাজ করছ, ঠিক?" শ্বাস ফেলল লরেন।

"তোমার অনুমান ঠিক আছে। স্কুয়েইমাস টিস্যু ক্যান্সার। উচ্চমাত্রায় কোষ বিভাজন হওয়ার ছড়িয়েছে চরম মাত্রায়। আমি এটাকে টাইপ-ওয়ান শ্রেণীতেই ফেলবো। আমার দেখা সবচেয়ে খারাপ ম্যালিগন্যানসিগুলোর একটি।"

"তাহলে লোকটার জিহ্বা কাটা হয় নি, ক্যান্সারে খেয়ে নিয়েছে।"

ভয়ের একটি কম্পন সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়লেও দৃঢ়তার সাথে তা চেপে রাখল লরেন। তার পেশার সাথে এমন আচরণ যায় না। মৃত লোকটির সারা মুখে টিউমারে ভরা। জিহ্বাটা ছোট্ট একটা নরম রক্তের পিণ্ডের চেয়ে বেশি বড় হবে না। কারসিনোমা ক্যান্সারে খেয়ে নিয়েছে পুরোটা। রোগের উপস্থিতি শুধু তার মুখের ভেতরেই নয়, পোস্টমর্টেমের সময় তার সারা শরীরে প্রাথমিক পর্যায়ের ক্যান্সার সনাক্ত হয়েছে, ফুঁসফুস, কিডনি, লিভার প্লিহা, প্যানক্রিয়াস সবকিছুই ক্যান্সারে ছেয়ে আছে। হিস্টলজি ল্যাবের জন্য প্রস্তুত করে রাখা সারি সারি স্লাইডগুলোর দিকে তাকাল লরেন। প্রত্যেকটা স্লাইডে রয়েছে বিভিন্ন রকম টিউমারের অংশবিশেষ অথবা অস্থিমজ্জা।

"মুখের ঐ বিদঘুটে ক্যান্সারের বয়স কত তা বোঝা গেল?" জিজ্ঞেস করল প্যাথলজিস্ট।

"নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন তবে আমার মনে হয় ছয় থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে এটা শুরু হয়েছে।"

একটা শিষ দেয়ার মত শব্দ ভেসে এল ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে। "ভয়ঙ্কর দ্রুতগতি!"

"হুম। এখন পর্যন্ত যতগুলো স্লাইড আমি রিভিউ করেছি তার বেশিরভাগই ঐ একই পর্যায়ের। মানে উচ্চপর্যায়ের ক্যান্সার দেখাচ্ছে। এমন একটা ক্যান্সারও এখন পর্যন্ত পাই নি যেটার বয়স তিন মাসের বেশি।" সামনে রাখা কিছু স্লাইডে হাত বুলালো সে। "অবশ্য এখনও কিছু স্লাইড দেখা বাকি আছে।"

"টেরাটোমা টিউমারগুলোর কি অবস্থা?"

"ঐ একই। সবগুলোই এক থেকে তিন মাসের মধ্যে, কিন্তু–"

বাধা দিল ডা. হিবার্ট, "মাই গড, এর আগাগোড়া তো কিছুই বুঝতে পারছি না। একই দেহে এত রকম ক্যান্সার আমি জীবনে দেখি নি, বিশেষ করে এই টেরাটোমাস।"

ফোনের অপর প্রান্তের মানুষটার উৎকণ্ঠার কারণ বুঝতে পারল লরেন। টেরাটোমা হল পুঁজভরা টিউমার যেগুলো শরীরের ভ্রুণ কোষের অংশ, আর এই বিরল প্রজাতির আক্রান্ত কোষগুলো শরীরের যেকোন ধরণের টিস্যু, পেশী, চুল এবং হাঁড়ের ভেতর পরিপক্ক হতে পারে। এসব কোষের টিউমারগুলো সাধারণত নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গ যেমন থাইমাস অথবা টেসটিসের ভেতরে দেখা যায়, কিন্তু জোরাল্ড ক্লার্কের সারা শরীর জুড়েই এগুলো ছেয়ে আছে যা নিশ্চিতভাবেই অন্য কিছুকে নির্দেশ করে।

"স্ট্যানলি, এগুলো শুধুমাত্র টেরাটোমাস নয়, এরা টেরাটোকারসিনোমাস।"

"কি বললে? সবগুলোই?"

মাথা নেড়ে সায় দিল সে, সাথে সাথে বুঝতে পারল ফোনের অপরপ্রান্তে যে আছে সে এটা দেখছে না। "ওগুলোর প্রত্যেকটাই।" টেরাটোমা ক্যান্সারে রুপ নিয়ে চরম অবস্থায় পৌছালে সেটা হয় টেরাটোকারসিনোমাস। বুনো জাতের এই ক্যান্সার মাংসপেশী, চুল, দাঁত হাঁড় এবং স্নায়ুতে শাখা-প্রশাখা ছড়ায়। "এ-ধরনের স্যাম্পল আগে দেখি নি কখনো। লোকটার লিভার, অণ্ডকোষ এমনকি স্নায়ুগ্রন্থিও আক্রান্ত হয়েছে এই ক্যান্সারে।"

"তাহলে তো এটা আমার এখানের ঘটনাকে ভালই ব্যাখ্যা করতে পারবে," বলল স্ট্যানলি।

"কি বলছ, বুঝলাম না?"

"তোমাকে ফোন দিয়ে তাই তো বললাম, এখানে আসার কথা। এক্ষুনি চলে এস।"

"ঠিক আছে," বিরক্তিভরা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল সে। "আসছি এক্ষুনি।"

ফোনটা রেখে মাইক্রোস্কোপ টেবিল ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল লরেন। দু-ঘণ্টা ধরে টানা কাজ করে ঘারের উপর দ্বিধা-দ্বন্দের যে পাহাড় জমেছে তা থেকে মুক্তি পেল যেন। সে একবার ভাবল তার স্বামীকে ডাকবে কিনা কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল সে এখন নিশ্চয় সিআইএ'র হেডকোয়ার্টারে ব্যস্ত। তারচেয়ে বরং ফ্রাঙ্ক ও কেলির সাথে স্টেট্সের কনফারেন্সের পরই তার সাথে যোগাযোগ করা যাবে। ল্যাব পোশাকটা আতে ঝুলিয়ে লরেন দরজা ঠেলে বাইরে এসে সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করল। তার গন্তব্য ইন্সটিটিউটের মর্গ। অনাকাঙ্খিত বা অপ্রত্যাশিত কিছু একটা ঘটতে পারে ইমন চিন্তা আচ্ছন্ন করল তাকে। ইমার্জেন্সি রুম ক্লিনিশিয়ান হিসেবে সে দশ বছর ধরে কাজ করছে কিন্তু এখনও পোস্টমর্টেম করার সময় তার ভেতরে অদ্ভুত রকমের ভয়, উদ্বেগ কাজ করে। মর্গের মৃতদেহ, শরীরের কাটা অংশ, হাঁড় কাটার যন্ত্র, স্টেইনলেস স্টিলের টেবিলে এসব কিছুর

চেয়ে হিস্টলজির চেম্বার তার কাছে অনেক প্রিয়। তবে আজ নিজের পছন্দের কোন মূল্যই নেই।

নিচের লম্বা হলরুম অতিক্রম করে দুই পাল্লার দরজা দেয়া একটা ঘরের দিকে এগোতেই হঠাৎ করে জেরাল্ড ক্লার্কের ঘটনার রহস্যময়তা তার চিন্তা-ভাবনাকে অন্য দিকে নিয়ে গেল। লোকটা চারবছর ধরে নিখোঁজ, তারপর একদিন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল, সাথে নতুন গজানো হাত! অলৌকিক কোন চিকিৎসা পেয়েছিল সে? কিন্তু অন্যদিকে তার সারা শরীরে কিলবিল করছে টিউমার। ক্যান্সার ছিন্ন-ভিন্ন করেছে পুরো শরীর, যে ক্যান্সারের জন্ম তিন মাসের মধ্যে। তাহলে এই এত অল্প-সময়ে ক্যান্সার অতিরিক্ত মাত্রায় ছড়াল কিভাবে? কিভাবে ওগুলো রুপ নিল ভয়ঙ্কর টেরাটোকারনিনোমাস-এ? আর সাথে এটাও প্রশ্ন, এই চার বছর কোন্ জাহান্নামে আটকে ছিল জেরাল্ড ক্লার্ক?

মাথাটা ঝাঁকাল সে। এতসব প্রশ্নের উত্তর এত তাড়াতাড়ি আশা করা ঠিক না। তবে আধুনিক বিজ্ঞানে বিশ্বাস আছে তার। একদিকে নিজের গবেষণা অন্যদিকে মূল ফিল্ড আমাজনে তার সন্তানদের অনুসন্ধান—এই দুয়ে মিলে এই রহস্যের সমাধান করা সম্ভব হবে হয়ত।

দরজা ঠেলে লকার রুমের ভেতরে ঢুকল লরেন। বিশেষ এক ধরনের কাগজের তৈরি নীল রঙের একজোড়া জুতোর ভেতর জুতাসহ পা ঢুকালো সে, তারপর একটুখানি ভিক্স ভ্যাপোরাব জেলি নাকের ছিদ্রের নিচে মেখে নিল। লাশের উৎকট গন্ধ ঠেকাতে সাহায্য করে এটা। সবশেষে পরল সার্জিক্যাল মাস্ক। প্রস্তুতি শেষে ল্যাবে ঢুকল সে। ভেতরে ঢুকে যা দেখল তার সাথে তুলনা করা যেতে পারে অতিমাত্রায় ভৌতিক কোন ছবির দৃশ্যের। জেরাল্ড ক্লার্কের দেহটা চিড়ে মেলে রাখা হয়েছে বায়োলজি ক্লাসের ব্যাঙের মত করে। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিছু রাখা হয়েছে লাল কমলা রঙের বিপজ্জনক চিহ্ন দেয়া কিছু ব্যাগে। আর কিছু রাখা হয়েছে স্টিলের নিক্তির উপর। সারা ঘরজুড়ে বিভিন্ন রকমের স্যাম্পল ফরমাল ডিহাইড ও তরল নাইট্রোজেনের ভেতর চুবিয়ে প্রস্তুত করা হচ্ছে। এই কাজের পরিণতি নিশ্চিতভাবেই কল্পনা করতে পারছে লরেন। সে জানে এই স্যাম্পলগুলো প্রস্তুত করে সেগুলো স্লাইডে করে সবগুলো স্লাইড একসাথে হিস্টলজিতে লরেনেরর কাছে পাঠানো হবে ঠিক এভাবেই যেভাবে লরেন তার রিভিউয়ের উপকরণগুলো পেতে চায়।

ঘরে ঢুকতেই তীব্র গন্ধ নাকে লাগল মেনথোলেটেড জেলি ভেদ করে। ব্লিচিং পাউডার, রক্ত, নাড়ী-ভুড়ি, সাথে মৃতদেহের পঁচা গ্যাস এমন গন্ধ তৈরি করছে। সে চেষ্টা করল যতটা সম্ভব মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়ার। তার চারপাশে পুরুষ ও মহিলারা ছোটাছুটি করছে পুরো ল্যাব জুড়ে। পরনের অ্যাপ্রনগুলো রক্তে মাখামাখি হয়ে একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্যের সূচনা করেছে যেদিকে কারোরই বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই। এই অপারেশন তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ন, তাই ভয়ঙ্কর এক নৃত্যে একাগ্রচিত্তে মেতে উঠেছে মেডিকেল প্রফেশনালরা। লম্বা গড়নের বেশ পাতলা একজন পুরুষ তাকে হাত নেড়ে স্বাগত জানাল। লরেন মাথা নেড়ে সায় দিয়ে তাকে পাশ কাটিয়ে এক মহিলার দিকে এগুলো। মহিলা একটা ট্রে কাত করে ধরে জেরাল্ড ক্লার্কের যকৃতটা ওয়েস্ট ব্যাগে ঢুকাচ্ছে।

"কি পেলে, স্ট্যানলি?" তার ওয়ার্কটেবিলের কাছে পৌছে জিজ্ঞেস করল লরেন।

একটা জিনিস দেখিয়ে কথা বলে উঠল ডা. হিবার্ট স্ট্যানলি। মুখে মাস্ক লাগানো থাকায় তার কথা আস্তে শোনা গেল। "আমি চাই এটা কেটে বের করার আগে তুমি একবার দেখ।"

সবাই একটা ঢালু ঠেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। টেবিলে জেরাল্ড ক্লার্কের ছিন্নভিন্ন শরীরটা রাখা।

পিত্তরস, রক্ত আর বিভিন্ন রকমের তরল শরীর থেকে বেয়ে আসছে, ওগুলো টেবিলের ঢালু প্রান্তে রাখা বালতিতে গিয়ে পড়ছে। দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর হাতের খুব কাছেই জেরাল্ড ক্লার্কের মাথা, যেটার উপরের অংশ কেটে ফেলা হয়েছে।

"তার মস্তিষ্কটা দেখ," রক্তিম মস্তিষ্কের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল স্ট্যানলি।

একটা চিমটা দিয়ে প্যাথলজিস্ট খুব সতর্কতার সাথে বাইরের পাতলা মিনিনজিল ঝিল্লিটা উপরের দিকে সরিয়ে নিল। দেখে মনে হল যেন একটা পর্দা সরে যাচ্ছে। ঝিল্লির ঠিক নিচেই সেরিব্রেল করটেক্সের উঁচুভাঁজের জাইরাসগুলো পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। পুরো করটেক্সজুড়ে শাখা-প্রশাখার মত ছড়িয়ে আছে গাঢ় রঙের অসংখ্য ধমনী আর শিরা।

"খুলি থেকে ব্রেইনটা আলাদা করতে গিয়ে এটা পেলাম," মস্তিষ্কের ডান ও বাম অর্ধাংশ আলাদা করল ডা. হিবার্ট। আর এই দুই অংশের মাঝে কিছুটা ভেতরের দিকে একটা মাংসপিণ্ড দেখা গেল। আকৃতিতে একটা আখরোটের মত। দেখে মনে হল ওটা করপাস ক্যালোসাম স্নায়ুগুচ্ছের ঠিক ওপরে বাসা বেধেছে। একটু খেয়াল করলেই ওটা থেকে বের হয়ে আসা সাদা স্নায়ুতন্ত্রগুলো দেখা যায় যেগুলো ওটাকে মস্তিষ্কের দুই অংশের সাথে যুক্ত করেছে। স্ট্যানলি এক নজর লরেনের দিকে তাকাল। "এটাও আরেকটা টেরাটোমা...কিংবা টেরাটোকারসিনোমা, যদি না এটাও অন্য টিউমারগুলোর মত হয়। কিন্তু এদিকে দেখো, এরকমটা এর আগে দেখি নি।" আঙুলের সাথে লাগানো চিমটার অগ্রভাগ দিয়ে মাংসপিণ্ডটা স্পর্শ করল সে।

"ডিয়ার গড!" লরেন লাফিয়ে উঠল যখন দেখল টিউমারটা চিমটার অগ্রভাগ থেকে খানিকটা দূরে সরে গেল। "এটা...এটা দেখি নড়ছে!"

"অবাক করার মতই, তাই না? এ-কারণেই আমি চাইছিলাম তুমি একবার এটা দেখ।"

"কিছু টেরাটোমিক টিউমারের এ-রকম বৈশিষ্টের কথা পড়েছি আমি। বাইরে থেকে আন্দোলিত করলে তার সাড়া দিতে পারে। এই ধরনের টিউমারের ভেতর একরকম টিউমার আবার বেশি সুসংবদ্ধ যেগুলোর মধ্যে হৃৎপিণ্ডের মত কার্ডিয়াক মাংসপেশী থাকে যার কারণে স্পন্দনও সৃষ্টি করতে পারে একেবারে হৃৎপিণ্ডের মতই।"

নিজের কণ্ঠটা আবশেষে খুঁজে পেল লরেন। "কিন্তু জেরাল্ড ক্লার্ক তো দুই সপ্তাহ ধরে মৃত।" শ্রাগ করল স্ট্যানলি। "টিউমারটার অবস্থান বিবেচনা করে আমার মনে হচ্ছে ওটা স্নায়ুকোষে পরিপূর্ণ। এই কোষগুলোর বেশ বড় একটা অংশ এখনও কর্মক্ষম অর্থাৎ উদ্দীপনায় সাড়া দিতে সক্ষম, সেটা দূর্বলভাবে হলেও। আমি আশা করি এসব সক্ষমতা

খুব তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে আসবে, ওদিকে যেহেতু স্নায়ুগুলো তার রস হারাচ্ছে, সাথে বের হচ্ছে মাংসপেশীর ভেতর জমে থাকা ক্যালসিয়ামও।"

লরেন বার কয়েক লম্বা করে শ্বাস নিল তার বিচ্ছিন্ন চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে নিতে। "তা সত্ত্বেও টিউমারটা খুব দ্রুত সাড়া দেওয়ার মত সুসংবদ্ধ এখনও।"

"নিঃসন্দেহে...বেশ ভালই কর্মক্ষম ওটা। যতদ্রুত সম্ভব ওটা কেটে কয়েকটা স্লাইড তৈরি করব আমি।" সোজা হয়ে দাঁড়াল স্ট্যানলি। "কিন্তু ভাবলাম, কেটে ফেলার আগে ওটা কিভাবে কাজ করছে তা নিজে এসে একবার দেখলে ভাল হয়, তাই তোমাকে আসতে বলা।"

ধীরে মাথা নেড়ে সায় দিল লরেন। ব্রেনের খোঁজে গেঁড়ে বসা টিউমারটির উপর থেকে তার দৃষ্টি সরে গেল মৃতদেহটার হাতের দিকে। হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় এল তার।

"আমার মনে হয়..." বিড়বিড় করে বলল সে।

"কি?"

"সারা দেহের এই টেরাটোমাসগুলো এবং ব্রেইনের এই বিশেষ টিউমারটি ক্লার্কের গজিয়ে ওঠা হাতের রহস্যের সূত্র হতে পারে।"

সরু হয়ে গেল প্যাথলজিস্টের চোখ দুটো। "তোমার মত করে ভাবছি না আমি।"

সরাসরি মুখের দিকে তাকাল লরেন। ছিন্নভিন্ন মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে থাকার চেয়ে ভাল কিছুর দিকে দৃষ্টি দিতে পেরে কিছুটা স্বস্তি পেল সে। "আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা একটা অনুমানমাত্র। আচ্ছা, এমন কি হতে পারে না লোকটার হাতটাও একটি টেরাটোমা টিউমার? যেটা পূর্ণমাত্রায় সক্রিয় অস্থির মতই বড় হয়েছে?"

স্ট্যানলির ভ্রু দুটো উঁচু হয়ে গেল। "মানে নিয়ন্ত্রিত ক্যান্সার বৃদ্ধির মত? অথবা জীবন্ত ও কর্মক্ষম টিউমারের মত?"

"কেন নয়? আমরা নিজেরাও তো একইভাবেই বেড়ে উঠেছি, প্রথমে নিষিক্তি হওয়া একটি কোষ, তারপর সেটা থেকে দ্রুত অসংখ্য কোষের জন্ম, একসময় গঠন হয়ে যায় আমাদের শরীর, ঠিক ক্যান্সারের মতই তবে পার্থক্য হল শরীরের কোষগুলো বেড়ে ওঠে নিয়ন্ত্রিত ও সঠিক মাত্রায়। আর আমাদের এই স্টেম সেল রিসার্চ সেন্টারের লক্ষ্যও তো ঐ একটাই–কোষগুলো নিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে ওঠার ক্রিয়াকৌশল খুঁজে বের করা, তাই না? কি কারণে একটি স্বাভাবিক কোষ রুপান্তরিত হয় হাঁড়ের কোষে, পেশী কোষে?" তারপর ছড়িয়ে রাখা জেরাল্ড ক্লার্কের দেহটার দিকে তাকাল সে। এবার তার চোখে-মুখে কোন ভয় নেই, সেখানে এখন বিস্ময়। "এই অপার রহস্যটা সম্ভবত আমরা সমাধান করতে চলেছি।"

"আর যদি এই মেকানিজমটা আবিষ্কার করতে পারি আমরা..."

"এটার আবিষ্কার মানে ক্যান্সারের চিরসমাপ্তি, সেই সঙ্গে পুরো চিকিৎসাক্ষেত্রই আমুল পাল্টে যাবে।"

মাথা ঝাঁকাল স্ট্যানলি, তারপর ঘুরে আবারও ব্যস্ত হয়ে পড়ল তার রক্তাক্ত জগতে। "এখন ভালয় ভালয় তোমার ছেলে-মেয়েরা অনুসন্ধান কাজে সফল হলেই হয়। সেই প্রার্থণাই কর।"

লরেন মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, পা বাড়াবার আগে হাতঘড়িতে সময়টা দেখে নিল একবার। ফ্রাঙ্ক ও কেলির সাথে নির্ধারিত কনফারেন্স কলের সময়টা এগিয়ে আসছে দ্রুত। নোটগুলোও মিলিয়ে নিতে হবে। শেষবারের মত একবার পেছন ফিরে তাকাল জেরাল্ড ক্লার্কের দেহাবশেষের দিকে। "কিছু একটা আছে জঙ্গলে," ফিসফিসিয়ে বলল সে। "কিন্তু সেটা কি?"

আগস্ট ৭, রাত ৮:৩২
আমাজন জঙ্গল

সবার থেকে কিছুটা দূরে একা এক জায়গায় বসে আছে কেলি, তার মায়ের কাছ থেকে পাওয়া রিপোর্টটা হজম করার চেষ্টা করছে সে প্রাণপনে। তার চারপাশ শব্দে মুখরিত হয়ে আছে পঙ্গপাল ও ব্যাঙের ডাকে। যেন রাতের সঙ্গীতে উন্মত্ত ওরা। আগুন থেকে ঠিক্‌রে আসা আলো এই ঘন আধারঘেরা জঙ্গল ভেদ করতে পারে নি বেশিদূর পর্যন্ত। বড়জোর কয়েক মিটার হবে, তার পরেই রহস্যের আঁধারে ঢেকে থাকা জঙ্গল।

একটু দূরেই কয়েকজন রেঞ্জার্স হাটু গেঁড়ে বসে মোশন-সেন্সর সিস্টেম স্থাপন করছে। এটাই তাদের নিরাপদ সীমারেখা। লেজার-গ্রিড স্থাপন করা হয়েছে মাটি থেকে কয়েক ফিট উপরে, জঙ্গল আর ক্যাম্পের ঠিক মাঝখানটায়। এই গ্রিড বড় কোন পরভোজী বা হিংস্র প্রাণীকে ধারেকাছে ঘোরাঘুরি করা থেকে দূরে রাখবে, এমন কি ওগুলো দৃষ্টিসীমার ভেতর আসার আগে থেকেই।

রেঞ্জার্সদের পরিশ্রমী কাজ ছাপিয়ে কেলির দৃষ্টি দূরের ঘন জঙ্গলের দিকে। *কি হয়েছিল জেরাল্ড ক্লার্কের এই জঙ্গলে?*

এমন সময় তার পেছন থেকে একটা কণ্ঠ তাকে প্রায় চমকে দিয়ে বলে উঠল, "খবরটা আসলেই ভয়ঙ্কর।"

কেলি পেছন ফিরতেই দেখল প্রফেসর কাউয়ি দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ ধরে সে এখানে? বনের মাঝে নিশ্চুপভাবে চলাফেরা করার সহজাত ক্ষমতাটা এই শামান যে এখনো হারায় নি তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। "উমম...হ্যা," একটু তোতলালো সে। "খুবই বিরক্তিকর খবর।"

মুখ থেকে পাইপটা হাতে নিয়ে তাতে কিছু তামাক ভরল কাউয়ি, তারপর খুব আকর্ষনীয় ভঙ্গিতে আগুন জ্বালালো তাতে। "তোমার মায়ের বিশ্বাস ঐ ক্যান্সারগুলো এবং নতুন জন্মানো হাতটার মধ্যে সম্পর্ক আছে?"

"এটা খুবই কৌতুহলোদ্দীপক...আর সম্ভবত এটার বেশ ভাল রকম ভিত্তিও আছে।"

"যেমন?"

নাকের ডগাটা একটু চুলকে চিন্তা ভাবনাগুলোকে গুছিয়ে নিল কেলি। "স্টেট্‌স থেকে এখানে আসার আগে এই রিজেনারেশন নিয়ে কিছু পড়াশোনা করেছিলাম আমি। খুঁজে খুঁজে এই বিষয়ের উপর কিছু লেখালেখি সংগ্রহ করেছিলাম। ভেবে ছিলাম আমাজনে এটা খুব কাজে আসবে।"

"হুমম...বেশ ভাল, কিন্তু ব্যাপারটা যখন জঙ্গল নিয়ে তখন জ্ঞান এবং প্রস্তুতির মানে জীবন আর মৃত্যুর মাঝের পার্থক্য ছাড়া আর কিছুই নয়।"

মাথা নেড়ে সায় দিল কেলি। তার চিন্তাগুলোকে এখনো একই সুতোয় বাঁধতে চেষ্টা করছে সে, সাথে কিছুটা সন্তুষ্টও যে নিজের ভাবনাগুলোকে জোরেশোরে, সাহসিকতার সাথে কারো সামনে প্রকাশ করতে পারছে।

"এই গবেষণা চলাকালীন সময়ে আমি বেশ মজার একটি প্রবন্ধ হাতে পাই, ওটা প্রকাশিত হয়েছিল ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের মুখপত্র *প্রসিডিংস*-এ। ওখান থেকে জানতে পারি ১৯৯৯ সালে ফিলাডেলফিয়ার একদল গবেষক রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাওয়া কিছু ইঁদুর নিয়ে গবেষণা করেছিল। গবেষণাটি ছিল বিভিন্ন ধরণের ধমনীর টিস্যুর শক্তিবৃদ্ধি এবং এইডসের উপরে। কিন্তু ঐসব রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাওয়া ইঁদুরগুলো নিয়ে কাজ শুরু করতেই অপ্রত্যাশিত একটি ঘটনা ঘটে।"

কাউয়ির একটি ভ্রু উচুঁ হয়ে গেল। "কি সেটা?"

"গবেষকেরা ইঁদুরগুলোর কানে ছোট ছোট ছিদ্র করেছিল পরীক্ষার প্রাণীগুলোকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার জন্য, পরে তারা আবিষ্কার করে ছিদ্রগুলো খুব দ্রুতই সেরে গেছে, কোন রকম ক্ষতস্থানের দাগও নেই সেখানে। শুধু যে দাগগুলোই মুছে গেছে তা নয়, সেখানে পুণরায় জন্ম নিয়েছে কার্টিলেজ, রক্তনালী, ত্বক, এমন কি স্নায়ু কোষ।" এই বিস্ময়কর তথ্যটি হজম করার জন্য একটু সময় দিল কেলি, তারপর আবার শুরু করল সে

"এই আবিষ্কারের পর দলের প্রধান গবেষক ড. এলেন হেবার-কাৎজ আরও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন ওগুলোর উপর। তিনি কয়েকটার লেজ কেটে দিলেন, সেখানে আবারো লেজ গাজালো। এরপর তিনি অপটিক-নার্ভ কেটে নিলেন, সেটাও সেরে উঠল। এমনকি স্পাইনাল কর্ডের একটা অংশ কেটে নেয়ার পরও দেখা গেল মাত্র একমাসের মধ্যেই সেটা পূরণ হয়ে গেছে। এর আগে এরকম অপ্রত্যাশিত 'রিজেনারেশন' আর কোন স্তন্যপায়ীর মধ্যে দেখা যায় নি।"

মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে ফেলল কাউয়ি। "কি কারণে এমন হল?"

মাথা ঝাঁকাল কেলি। "সেরে ওঠা ঐ ইঁদুরগুলোর সাথে সাধারণ ইঁদুরের পার্থক্য একটাই—তাদের নষ্ট হয়ে যাওয়া রোগ-প্রতিরোধের ব্যবস্থা।"

"এর তাৎপর্যটা কি?"

আনন্দের হাসি চেপে রাখল কেলি। সে চাইছে ব্যাপারটায় আরও উষ্ণতা ছড়াক, বিশেষ করে শ্রোতা যেখানে শোনার জন্য এমন উন্মুখ হয়ে উঠেছে। "প্রাণীদের উপর গবেষণায় এটা প্রমাণিত হয়েছে, বেশ কিছু প্রাণী, যেমন স্টারফিশ, বিভিন্ন রকম উভচর এবং সরীসৃপেরা এক বিশেষ ধরণের ক্ষমতা ধারণ করে যার ফলে তারা তাদের হারানো অস্থি আবারো জন্ম দিতে পারে। আমরা ভাল করেই জানি, ঐসব প্রাণীর রোগ-প্রতিরোধক ব্যবস্থা প্রাথমিকভাবে খুব ভাল পর্যায়ে থাকে। তাই ডা. হেবার-কাৎজ ব্যাপারটাকে নিয়ে আরও একটু গবেষণা করে একটা তত্ত্ব খাড়া করলেন। তিনি অনুধাবন করলেন, অনেক আগে, মানে সৃষ্টির শুরুর দিকে দীর্ঘ বিবর্তনের পথে একটা বিশেষ ক্ষমতা অর্জনের জন্য স্তন্যপায়ীদের একটা বাঁক নিতে হয়েছিল। বিনিময়ে বিসর্জন দিতে হয়েছিল আরেকটা

মূল্যবান সক্ষমতাকে। ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়ার ক্ষমতা অর্জন করতে গিয়ে আমাদের ত্যাগ করতে হল শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের পূণর্জন্মের ক্ষমতা। আপনি দেখুন আমাদের জটিল রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাটি এমনভাবে ডিজাইন করা যে শরীরের অপ্রয়োজনীয় বা অস্বাভাবিক কোষ বৃদ্ধিকে এই প্রতিরোধ-ব্যবস্থা দূর করে। যেমন ক্যান্সার, ব্যাপারটা আমাদের জন্য ভাল নিঃসন্দেহে, কিন্তু এমন গুনসম্পন্ন প্রতিরোধ ব্যবস্থাই কিন্তু অন্যদিকে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নতুন করে কোন অঙ্গ জন্ম নেওয়ার ক্ষেত্রে। যেমনটা বাধা হয়ে দাঁড়ায় ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও। কারো শরীরে নতুন করে কোন অস্থি বা অঙ্গ জন্ম নেওয়ার অতি প্রাথমিক ও দূর্বল পর্যায়েই ওটা বাধার সম্মূখীন হয় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার কারণে। এই কোষ জন্মনোকে অস্বাভাবিক ও অনাকাঙ্খিত মনে করে এই সিস্টেম তা দূর করে দেয়।"

"তাহলে এই জটিল প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা একই সাথে আমাদের বাঁচায় আবার ভোগায়ও?"

ভ্রু কুচকে ফেল্লল কেলি। তার চিন্তা-ভাবনা আরও কেন্দ্রীভূত হল এখন। "যদি না কেউ এই প্রতিরোধ-ব্যবস্থাকে নিরাপদভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেয়, ঠিক ইঁদুরগুলোর বেলায় যেমন হয়েছিল।"

"অথবা যেমনটা হয়েছিল জেরাল্ড ক্লার্কের বেলায়?" কেলির দিকে স্থিরচোখে তাকাল কাউয়ি। "তাহলে তুমি বলছ যে কোন কারণে জেরাল্ডের ইমিউন-সিস্টেম বন্ধ বা নষ্ট করে দেয়া হয়েছিল যে কারণে তার নতুন করে হাত গজিয়েছে। কিন্তু এই ব্যাপারটাই আবার তার সারা শরীরে রাজত্ব করা ক্যান্সারের জন্য দায়ি।"

"হতে পারে, তবে মূল ব্যাপারটা এর থেকেও আরো জটিল। কিভাবে এটা হল? কি তার ক্রিয়া-কৌশল? কেন সব ক্যান্সারগুলো হঠাৎ করেই এভাবে আক্রমণ করবে?" মাথা ঝাঁকাল সে। "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটা তা হলো, কি এমন সেই জিনিস যার কারণেই এতকিছু হল?"

গভীর জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল কাউয়ি। "যদি এমন কিছুর অস্তিত্ব থেকে থাকে তবে তার খোঁজও পাওয়া যাবে এখানে। বর্তমানে সব রকমের ক্যান্সার ওষুধের তিন-চতূর্থাংশই আসে রেইনফরেস্টের গাছ-গাছড়া থেকে। তাহলে এমন গাছ পাওয়া কি খুবই অসম্ভব যেটা সারিয়ে না তুলে বরং ক্যান্সারের জন্ম দেয়?"

"কারসিনোজেন?"

"হ্যা। তবে সাথে সুবিধাজনক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াও থাকতে হবে, যেমন অঙ্গের পূণর্জন্ম হওয়া।"

"এটা অবাস্তব মনে হচ্ছে, কিন্তু জেরাল্ড ক্লার্কের অবস্থা বিবেচনা করলে যেকোন কিছুই সম্ভব। আমার অনুরোধে পরবর্তী কয়েক দিন ধরে এমইডিইএ-এর গবেষকেরা জেরাল্ড ক্লার্কের ইমিউন-সিস্টেম নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করবে, তার ক্যান্সারগুলোও পরীক্ষা করবে আরও নিবিড়ভাবে। হয়তো তারা কিছু খুঁজে পাবে।"

মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল কাউয়ি। "চূড়ান্ত ফলাফল যা-ই আসুক না কেন সেটা ল্যাব থেকে আসবে না। এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।"

"তাহলে কোথা থেকে আসবে?"

কোন উত্তর দেবার পরিবর্তে জ্বলন্ত তামাকভরা পাইপটা দিয়ে অন্ধকার জঙ্গলের দিকে ইঙ্গিত করল কাউয়ি।

কয়েক ঘন্টা পর, জঙ্গলের আরও গভীরে, ক্যাম্প-ফায়ারের আলো সীমানার বাইরে একটি নগ্ন অবয়ব নিঃশব্দে সামনের দিকে কুঁজো হয়ে হাটতে লাগল গাঢ় অন্ধকারের দেয়াল ভেদ করে। তার হালকা-পাতলা শরীরটা রঙ করা। মেহনু ফল এবং ছাই মেশানো সেই রঙ তাকে দিয়েছে নীল-কালো রঙের জটিল এক বর্ণ, রুপান্তরিত করেছে জীবন্ত এক ছায়ায়।

অন্ধকার নামতেই ঐ আগন্তুকদের উপর চোখ রেখে আসছে সে। জঙ্গল তাকে শিখিয়েছে কিভাবে ধৈর্য ধরতে হয়। অনুসন্ধানী স্বভাবের টেশারি-রিন গোত্রের সবাই জানে সফলতা দুই পদক্ষেপের মাঝের নিরবতার উপর যতটা নির্ভর করে তার থেকে অনেক কম নির্ভর করে ছুটে চলার মধ্যে।

সারা রাতজুড়ে তার উপর আরোপিত দায়িত্ব সে পালন করেছে। আধারে ডুবন্ত এক প্রহরী হয়ে চোখ রেখেছে ক্যাম্পের উপর। ঘুরে ঘুরে দীর্ঘকায় মানুষগুলোকে দেখেছে সে, তাদের কাছ থেকে আসা বিদেশী গন্ধের সাথে পরিচিত হয়েছে। তাদের ভাষা অদ্ভুত লেগেছে তার কাছে, যেমনটা লেগেছে তাদের পোশাক-আশাক দেখে। এখনও সে দেখে চলেছে, খুঁজে ফিরছে স্মৃতিতে রাখার মত কিছু, শেখার চেষ্টা করছে তার নতুন শত্রুদের ব্যাপারে।

মানুষটা চার পেয়ে জন্তুর মত বসে আছে কাদার ভেতর হাত উপুড় করে দিয়ে। একটা ঝিঝিপোকা তার ভর দিয়ে রাখা হাতের পাঞ্জার উপরে বসে পড়ল। ডেকে চলছে স্বভাবসুলভ সুরে। লোকটার দৃষ্টি ক্যাম্পের দিকে নিবদ্ধ থাকলেও পোকাটাকেও চোখেচোখে রাখছে।

সকাল হবে হবে করছে।

আর অপেক্ষা করতে চাইল না সে। যা বোঝার বুঝে ফেলেছে। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। তারপর ছোটা শুরু করল দ্রুত গতিতে। তার দ্রুততা এবং নিঃশব্দতা এমন পর্যায়ের যে ঝিঝিপোকা তখনও তার দৃঢ় হাতের উল্টোপিঠে লেগে আছে, রাতের শেষ গান গেয়ে চলেছে এখনও। সে তার হাতটা ঠোঁট পর্যন্ত উচুঁ করে ফুঁ দিয়ে ঝিঝিপোকাটাকে উড়িয়ে দিল। শেষ বারের মত ক্যাম্পটাকে দেখে নিল সে, তারপর হারিয়ে গেল জঙ্গলে। সে দৌড়াবে কিন্তু একটা পাতাও নড়বে না, এমনভাবেই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে তাকে। কেউ জানতেও পারবে না তার আগমনের কথা, তবে এই অন্ধকারের মানুষটা ঠিকই জানে কি তার চুড়ান্ত দায়িত্ব।

মৃত্যু সবার কাছেই আসবে, শুধু বেছে নেয়া ব্যক্তিটি ছাড়া।

অধ্যায় ৬

আমাজন ফ্যাক্টর
আগস্ট ১১, বিকেল ৩:১২
আমাজন জঙ্গল

ট্রিগারের উপর আঙুল রেখে শটগানটা সামনের দিকে তাক্ করে আছে নাথান। কুমিরটা বড়জোর বিশ ফিট দূরে হতে পারে। কৃষ্ণকায় মেলানোসুকুস গোত্রের বিশাল একটি নমুনা। কালো রঙের এই কুমির সকল দৈত্যাকার কুমিরের রাজা। আমাজন নদীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পরভোজী। নদীপাড়ের কাদার ভেতর শুয়ে ভরদুপুরে রোদ পোহাচ্ছে। কাদা লেগে থাকার কারণে বর্মসদৃশ গায়ের কালো আঁশটেগুলো বেশি আলো প্রতিফলিত করছে না। চোয়াল দুটো একটুখানি হা-করা। হলদে রঙের তীক্ষ্ণ দাঁতগুলো নাথানের গোটা তালুর চেয়েও বড় হবে। দাঁতের গর্তগুলোও দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। ফোলানো চোখ দুটো যেন শীতল কৃষ্ণগহ্বর, সেখানে উঁকি দিচ্ছে মৃত্যু। নিশ্চল এই দৈত্যটা দেখে কোনভাবেই বোঝা যাচ্ছে না তিনটি নৌকা ওর কাছ ঘেষে যাচ্ছে।

"আক্রমণ করবে নাকি আমাদের?" নাথানের পেছন থেকে ফিসফিসিয়ে বলল কেলি।

পেছনে না তাকিয়েই কাঁধ তুলল নাথান। "ওদের ভাবসাব আগে থেকে বোঝা যায় না, তবে আমরা ওকে না ঘাটালে ও কিছু করবে না।"

নাথান কুঁজো হয়ে ফোলানো নৌকাটার সামনের দিকে এগিয়ে গেল। তার নৌকায় ওব্রেইন সহোদরের সাথে আরও আছে রিচার্ড জেন এবং আনা ফঙ। একজন মাত্র রেঞ্জার কর্পোরাল ওকামটো ছোট্ট নৌকাটা চালাচ্ছে একেবারে পেছনে বসে। গাট্টাগোট্টা এশিয়ান কর্পোরাল বিরতিহীনভাবে শিষ দেয়ার অভ্যেস করে ফেলেছে। এই চারদিন ধরে এটা শুনতে শুনতে এখন অত্যাচার বলেই মনে হচ্ছে সবার কাছে। কিন্তু নদীপাড়ে বিশ্রাম নেয়া ঐ কালো কুমিরটা অন্তত তার এই তাল-লয়হীন সুরের প্রতিক্রিয়া জানাল কাদার ভেতর হাত-পা নেড়ে প্যাঁচপ্যাচ শব্দ করে।

সবচেয়ে সামনের নৌকোটা খুব ধীরে কুমিরটাকে অতিক্রম করল, যতটা সম্ভব নদীর অপরপাশ ঘেষে। নৌকাটার ডান পাশে অনেকগুলো এম-১৬ রাইফেল, সবগুলোই তাক্ করা কালো কুমিরটার দিকে। প্রত্যেক নৌকায় ছয়জন করে আছে। সবচেয়ে সামনের নৌকায় আছে তিনজন রেঞ্জার এবং তিনজন সিভিলিয়ান-প্রফেসর কাউয়ি, অলিন পাস্তারনায়েক এবং ম্যানুয়েল অ্যাজভেদো। ম্যানির তার পোষা জাগুয়ারটা নিয়ে নৌকার মাঝ বরাবর হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে। টর-টর এর আগেও নৌকায় চড়েছে, মনে হয় ভ্রমণটা বেশ ভালই উপভোগ করছে সে। লেজ নাড়াচ্ছে অলস ভঙ্গিতে, শব্দ পেলেই কান দুটো খাড়া হয়ে যাচ্ছে, চোখদুটো আধখোলা, দেখে বোঝা যায় ঘুম পাচ্ছে ওর।

সবচেয়ে পেছনের নৌকায় আছে ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যানসহ বাকি ছয়জন রেঞ্জার্স।

"শালার কুমিরটাকে তো ওদের গুলি করা উচিত," বলল ফ্রাঙ্ক।

নাথান শীতল দৃষ্টি হেনে বলল, "এটা বিপদাপন্ন প্রজাতি। গত শতকে এগুলো বিপুল পরিমাণে অবৈধশিকার করা হয় যে প্রায় বিলুপ্তির মুখে পড়েছিল ওরা। সম্প্রতি তাদের সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে।"

"কিন্তু এই ভাল খবরটায় আনন্দিত হতে পারছি না, দুঃখিত," বিড়বিড় করে বলল ফ্রাঙ্ক তার চারপাশের পানির দিকে তাকিয়ে। তারপর মাথায় লাগানো বেসবল ক্যাপটা টেনে একটু নিচে নামিয়ে দিল, মনে হল যেন ক্যাপের পেছনে লুকাতে চাইছে সে।

"এই কেইমানরা প্রতিবছর শতশত মানুষ মারে," মাথা নিচু করে খানিকটা সামনে ঝুঁকে আস্তে করে বলল জেন। "নৌকা ডুবিয়ে দেয়, ইচ্ছা হলে যেকোন কিছুই আক্রমণ করে। খবর পড়েছিলাম, একটা ব্ল্যাক কেইমান মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, ওটার পেট কেটে নৌকার দুটো মোটর-ইঞ্জিন বের করা হয়েছিল। ভাবা যায়? পুরো দুটো মোটর গিলে নিয়েছে! ওব্রেইনের সাথে আমিও একমত, তাই বলছিলাম ঠিক জায়গামত যদি কয়েকটা গুলি লাগানো যায়..."

এরইমধ্যে সামনের নৌকাটা কুমিরের রোদ পোহানো সীমানা পার হয়ে গেছে, এবার নাথানদের পালা, ধীরে ধীরে ঘোলা পানির স্রোত বেয়ে দৈত্যটা পার হতেই গর্জে উঠল তাদের নৌকার মোটর।

"চমৎকার," বলল নাথান। কুমিরটার দিকে তাকাল সে, ওটার অবস্থান ত্রিশ মিটারের বেশি দূরে হবে না। দেখতে বেশ ভয়ঙ্কর ওটা, মনে হয় যেন অন্যকোন হিংস্র জগতের। "এটা তো বিচ্ছিরি রকমের সুন্দর।"

"একটা পুরুষ, তাই না?" কৌতুহলপূর্ণ চোখে জিজ্ঞেস করল আনা ফঙ।

"আঁশটেগুলোর সরু প্রান্ত আর নাক দেখে তো সেরকমই মনে হয়।"

"শশশ!" কেলি শব্দ করে উঠল! "ওটা তো নড়ছে!" প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল সে। খুব দ্রুত নৌকার অপর প্রান্ত গিয়ে বসল। রিচার্ড জেনও অনুসরন করল তাকে।

শক্ত খোলসে ঢাকা মাথা আস্তে করে উপরে তুলল দৈত্যটি, তারপর নাথানদের নৌকাটা দেখতে লাগল।

"ঘুম ভাঙছে ওটার," বলল ফ্রাঙ্ক।

"এটা মোটেও ঘুমিয়ে ছিল না," নৌকাটা আরেকটু নিরাপদ দূরত্ব যেতেই শুধরে দিল নাথান। "আমরা ওটা নিয়ে ঠিক যতটা কৌতুহলি, ওটাও আমাদের নিয়ে ততটাই কৌতুহলি।"

"ঐ জিনিসটা মোটেও কৌতুহলি নয়, আমি নিশ্চিত," পুরোপুরি ওটাকে অতিক্রম করে যেতেই খুশিমনে বলল ফ্রাঙ্ক। "আসলে ওটা ভাবছে সুযোগ পেলেই আমার মাথাটা..."

দৈত্যাকার কুমিরটা হঠাৎ চারপায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল, সাথে সাথেই দ্রুত গতিতে কয়েক পা সামনে এগিয়ে ঝাঁপ দিল নদীর ঘোলা-পানিতে। মুহূর্তেই নদীর বাদামী জলে

উধাও হয়ে গেল। কিছু গুলি ছুড়ল রেঞ্জার নৌকা থেকে কিন্তু কুমির হঠাৎ এমন চলতে শুরু করায় ও ক্ষিপ্রতার কারণে সবাই হতবাক হয়ে গেছে। ট্রিগার টিপতে দেরি হয়ে গেছে ততক্ষনে। কিছু বুলেট নদী পাড়ের কাদায় গিয়ে বিঁধলো।

"থামো!" চিৎকার দিল নাথান। "ওটা পালিয়ে যাচ্ছে।" আত্মরক্ষার কিছু না থাকায় কেইমানদের প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো ওরা অপরিচিত পরিস্থিতি থেকে দৌড়ে পালাতে চায় তবে যদি না কেউ ওদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলে।

রডনি গ্রেভ্‌স নামের এক কালো কর্পোরাল রেঞ্জার বেশখানিকটা এগিয়ে গেল, পানিতে খুঁজছে কিছু, তার বন্দুক তাক্ করা। "আমি দেখছি না।"

ব্যাপারটা ঘটল খুব দ্রুত। একেবারে পেছনের নৌকোটা শূন্যে লাফিয়ে উঠল প্রায় তিন ফিটের মত। নাথান একঝলক কুমিরটার পুরু এবড়ো-খেবড়ো লেজ দেখতে পেল। দাঁড়িয়ে থাকা রেঞ্জারের মাথা নিচের দিক দিয়ে পানিতে পড়ে গেল।

ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল নৌকার ইঞ্জিনের দিকে। "গ্রেইভ্‌স!"

পড়ে যাওয়া কর্পোরাল হঠাৎ পানির ভেতর থেকে মাথা তুলল। নৌকাগুলো থেকে মাত্র দশ মিটারের মত দূরে সে। মাথার হ্যাটটা ভেসে গেলেও তার অস্ত্রটা বেহাত হয় নি। সে স্রোতের উল্টো দিকে থাকায় বেশ জোরে পা দিয়ে মাটি আঘাত করে করে সাঁতরাতে কাছের নৌকায় উঠতে চাইছে। তার ঠিক পেছনে, সাবমেরিনের ভেসে ওঠার মত করে কুমিরটার মাথাটা পানির উপর জেগে উঠল। ওর চোখ দেখে মনে হচ্ছে দুটো পেরিস্কোপ।

রেঞ্জার্সরা সবাই দ্রুত নিজেদের অস্ত্র হাতে নিয়ে গুলি করতে উদ্যত হল কিন্তু গুলি ছোড়ার আগেই কেইমানটা আবার ডুব দিল পানিতে।

নাথান একমুহূর্ত কল্পনা করে নিল কুমিরটার কথা–পুরু লেজ নেড়ে সামনের দিকে আগাতে থাকবে ওটা, খুঁজতে থাকবে পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে থাকা একজন মানুষকে। "ধ্যাত!" বলল সে, তারপর গলার সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠল, "কর্পোরাল গ্রেইভ্‌স! নড়বেন না! লাথি দেবেন না!" তার কথা কর্পোরিলের কান পর্যন্ত পৌছাল না। এরইমধ্যে সবাই চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। সবাই তাকে তাড়াতাড়ি করতে বলছে। ভয়ের কারণে পা দুটো আরও দ্রুত নাড়াতে থাকল সে। ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান নৌকাটা একটু পেছনে নিতে থাকল ভীতসন্ত্রস্ত সাঁতারুকে তোলার জন্য। আবারও চিৎকার করে উঠল নাথান : "সাঁতার দেবেন না!" এবারও ব্যর্থ হল তার চিৎকার। অবশেষে সে যা করার দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল, আর এটা করার জন্য প্রয়োজন প্রচুর সাহসের কিন্তু তার নিজের ভেতর সাহসের পরিবর্তে জেগে উঠল হতাশা। সে দ্রুত শটগানটা পাশে ছুড়ে দিয়ে ঝাঁপ দিল পানিতে। দক্ষ সাঁতারুর মত সাঁতরাতে থাকল। চোখদুটো খোলা কিন্তু অন্ধকারের মত ঘোলা পানির কারণে কয়েক ফিটের দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। মাটিতে সজোরে একটা ধাক্কা দিয়ে হাত দুটো সামনে নিয়ে এল সে, তারপর পানির স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে এগোতে থাকল। টের পেল শেষের নৌকোটা তাকে পাশে কাটিয়ে বা-দিকে চলে যাচ্ছে। একটুখানি জেগে উঠতেই তার থেকে

কয়েক মিটার দূরে রডনি গ্রেইভ্সকে দেখতে পেল সে। "কর্পোরাল গ্রেইভ্স! লাথি মারা বন্ধ করুন! তা-না হলে আপনি কিন্তু মরবেন!" নাথান নিজের হাত-পাও নাড়ছে না, চিৎ হয়ে অর্ধনিমজ্জিত অবস্থায় ভেসে রেঞ্জারের দিকে এগুচ্ছে।

কর্পোরাল নাথানের দিকে ঘুরতেই তার চোখদুটো প্রশস্ত হয়ে গেল, তীব্র আতঙ্ক গ্রাস করল তাকে। "হায় ঈশ্বর!" চিৎকার করে উঠল সে রুদ্ধশ্বাসে, পা দিয়ে মাটি আঘাত করতে থাকল আগের চেয়েও দ্রুত গতিতে। তার কাছের নৌকাটি তার থেকে মাত্র তিন মিটার দূরে। সবাই এরইমধ্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তাকে তোলার জন্য।

নাথান খুব কাছেই কিছু একটার উপস্থিতি অনুভব করল যেটা স্রোতের বিপরীতে চলে গেল তারপর কর্পোরাল এবং তার মাঝখানে জেগে উঠল ওটা। বিশাল শরীর, ক্ষিপ্রগতি। *হায় ঈশ্বর!* "গ্রেইভ্স!" শেষবারের মত কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে চিৎকার দিয়ে বলল সে।

আরেকজন রেঞ্জার, পানিতে পড়া রেঞ্জারের ভাই টমাস গ্রেইভ নৌকা থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। তার হাত দুটো প্রসারিত করা ভাইকে তোলার জন্য। পেছন থেকে দু-জন রেঞ্জার তার বেল্ট শক্ত করে ধরে আছে যাতে তুলতে গিয়ে সে নিজে পড়ে না যায়। সে তর হাত দুটো আরও সামনের দিকে এগিয়ে দিল, শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে। অন্যদিকে তার মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে আছে ভয়ে। রডনি আরেকটু এগিয়ে গেল, তার আঙুলগুলো ব্যাকুল হয়ে উঠল ভায়ের হাত ধরার জন্য।

ঠিক তখনই একটা হাত ধরে ফেলল টমাস। "তাকে ধরেছি!" চিৎকার দিল সে। হাতের মাংসপেশীগুলো লোহার মত শক্ত হয়ে উঠল।

দু-জন সৈন্য তাকে পেছন দিকে টানছে। তার আরেকটা হাত রডনির ভেঁজা জ্যাকেটটা ধরে ফেলল। তার ভায়ের শরীরের উপরের অংশ নৌকার উপরে এখন। রডনিও আরেকটু জোর খাটাল এবার। পানি থেকে ধীরে নৌকার উপর উঠতে থাকল সে। প্রথমে বুক, তারপর পেট। সে বুকের ভেতর আটকে থাকা দম ছাড়লে তারা হাসল।

"শালার কুমির।"

কিন্তু যেইনা পা দুটো শূন্যে তুলেছে নৌকার উপরে তোলার জন্য ঠিক তখনি চোখের পলকে কুমিরটা বিশাল হা-করা মুখ নিয়ে পানির উপর উঠে রডনির বুটপরা পা-দুটো মুখে পুরে নিল, একেবারে উরু পর্যন্ত। তারপর চোখের পলকে বিশাল চোয়াল দুটোর মাঝে শিকারকে আটকে নিয়ে পানিতে ফিরে গেল ওটা। বিশাল দৈত্যের সাথে যুদ্ধ করার মত কোন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আগেই রডনিকে ওর ভাইয়ের হাত থেকে একরকম ছিঁড়েই নিয়ে গেল কুমিরটা। একটা কান্নার শব্দ ঠোঁটে নিয়েই ডুবে গেল সে। রডনি চলে গেলেও তার শেষ আর্তচিৎকারটা পুরো বনজুড়ে প্রতিফলিত হতে থাকল। রেঞ্জাররা সবাই হাঁটু গেঁড়ে বসে জলের দিকে অস্ত্র তাক করে আছে। গুলি ছুঁড়ল না কেউ, নিশ্চুপ সবাই। গুলি চালালে এলোপাথাড়িভাবেই চালাতে হবে, আর সেটা কুমিরের পরিবর্তে রডনির শরীরেও লাগতে পারে, তার মৃত্যুর কারণ হতে পারে। তাদের অভিব্যক্তি দেখে নাথান বেশ ভালই বুঝতে পারল, রডনি গ্রেইভ্স আর নেই।

তারা সবাই দৈত্যটার বিশালাকৃতি দেখেছে। দেখেছে রাক্ষুসে চোয়াল দুটো।

নাথানও ভাল করেই জানে গুলি না করে রেঞ্জাররা ঠিকই করেছে।

কুমিরটা প্রথমে গভীরে নিয়ে যাবে রডনিকে, তারপর পুরোপুরি ডুবে যাবার আগপর্যন্ত শুধু কামড় বসিয়েই পড়ে থাকবে ওটা। এরপর হয়তো ওকে ছিঁড়ে খাবে অথবা জলমগ্ন কোন এলাকার গাছের শেকড়ের মাঝে সংরক্ষণ করবে পচেঁ যাবার জন্য, তখন ছিঁড়ে খেতে সুবিধা হবে ওটার। পুরো ব্যাপারটা এমনভাবে ঘটল কারো কিছুই করার থাকল না। নাথান তখনো পানিতে ভাসছে হাত-পা স্থির করে দিয়ে। কুমিরটা হয়তো খুশি মনে তার শিকারকে নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু এখানে একটা কুমির যেহেতু আছে সেহেতু আরও পরভোজীর বসবাস করাটা অবান্তর নয়। আর বিশেষ করে এই মুহূর্তে জায়গাটা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে রডনির রক্ত নদীতে ছড়িয়ে পড়ায়। নিজেকে শরীরটা আবার স্রোতের ধারায় ভাসাতে থাকল সে যতক্ষণ না নৌকা থেকে বাড়িয়ে দেয়া কোন হাত ধরতে পারল। কয়েকজন তাকে ধরে টেনে ওঠাল নৌকায়। উঠেই তার চোখে পড়ল বিধ্বস্ত মুখে দাঁড়িয়ে থাকা টমাস গ্রেইভ্‌সের দিকে। কর্পোরাল নিজের দু-হাতের দিকে চেয়ে আছে অপলক চোখে। যেন তার ভাইকে ধরে রাখার মত যথেষ্ট শক্তি না থাকায় নিজের হাত দুটোকেই দোষ দিচ্ছে।

"আমি খুবই দুঃখিত," কোমল কণ্ঠে বলল নাথান।

মুখ তুলে তাকাল লোকটা। তার চোখে চোখ পড়তেই নাথান অবাক হয়ে লক্ষ্য করল মানুষটার চোখে ক্রোধের আগুন জ্বলছে। তার ভাই চলে গেলও নাথান যে বেঁচে গিয়েছে সেই কারণে ক্ষুব্ধ। একটু অমার্জিতভাবে ঘুরে দাঁড়াল টম।

ইউনিটের আরেকজন ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান কথা বলে উঠল। সেও ক্ষুব্ধ। "ঈশ্বরের দোহাই লাগে, বল তো কি করতে চাচ্ছিলে তুমি? তুমি কি জানো তুমি একটা মাথামোটা টাইপের লোক? আরেকটুর জন্যে তুমিও মরতে বসেছিলে!"

নাথান মাথার ভেঁজা চুলগুলো হাত দিয়ে ঝাড়া দিতে লাগল। চলতি সপ্তাহে এটা নিয়ে দু-বার আমাজনের নদীতে ঝাঁপ দিল কাউকে বাঁচানোর জন্য। নিঃসন্দেহে এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। "আমি তাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম," বিড়বিড় করে বলল সে।

ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যানের কণ্ঠের আগুন আর নেই। এরইমধ্যে নাথানের নিজের নৌকাটা তার পাশেই এসে থেমেছে। একটা নৌকা পার হয়ে নিজেরটায় ফিরে গিয়ে বসে পড়ল তার আগের জায়গায়। সবাই যার যার জায়গায় বসার পর ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান হাত নেড়ে আবার যাত্র শুরু করতে বলল। নাথান শুনতে পেল টম গ্রেইভ ওয়াক্সম্যানকে বাধা দিয়ে কিছু বলছে।

"ক্যাপ্টেন...আমার ভাই..ওর লাশটা?"

"সে আর নেই, কর্পোরাল...সে আর নেই!"

এরপর তিনটি নৌকার বহরটি আবার চলতে শুরু করল সামনে। অন্য নৌকায় বসে থাকা প্রফেসর কাউয়ির চোখে চোখে পড়ল নাথানের। দুঃখের সাথে মাথা নাড়ল সে। জঙ্গলে যত সংখ্যক মিলিটারিই থাকুক, যত গোলাবারুদই থাকুক, কোন কিছুই তোমাকে

পুরোপুরি রক্ষা করতে পারবে না। জঙ্গল যদি তোমাকে চায়, তোমাকে সে নেবেই। একেই বলে আমাজন ফ্যাক্টর। বিপুল সবুজের এই অরণ্যে যারাই আসে সবাইকেই এই অরণ্যের অনুকম্পা ও পাগলামি দুটোই দেখতে হয়।

নাথান তার হাটুতে কিছু একটার স্পর্শ অনুভব করতেই ঘুরে দেখল কেলি তার পাশে এসে বসেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

"বেশ বোকার মতই কাজ করছিলে তুমি, আসলেই বোকার মত, তবে..." নাথানের দিকে তাকাল মেয়েটি, "তুমি যে চেষ্টা করেছ সেটা দেখে আমার খুব ভাল লেগেছে।"

মর্মান্তিক এই ঘটনায় নাথান এতটাই মুষড়ে পড়েছে যে আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দেয়া ছাড়া আর কিছুই বলার শক্তি নেই তার। তবে কেলির কথাগুলো নাথানের ভেতরে জমে থাকা শীতলতাকে উষ্ণ করে দিল। হাটুর উপর থেকে হাতটা সরিয়ে নিল সে। দিনের বাকি ভ্রমনটুকু কাটল নীরবতায়। সবাই চুপ, এমনকি কর্পোরাল ওকামাটোর মুখেও কোন শিষ নেই, নৌকাটা চালিয়ে গেল চাপচাপ। দিগন্তে সূর্য হেলে পড়ার আগপর্যন্ত তাদের ভ্রমণটা এরকম নীরবই রইল। যেন সবাই যতটা পারে নিজেকে রডনির মৃত্যু থেকে দূরে রাখার প্রাণান্তকর চেষ্টা করে যাচ্ছে।

ক্যাম্প তৈরির পর পরই এই নিদারুণ সংবাদটি ওয়াওয়ের বেস-স্টেশনে পাঠিয়ে দেয়া হল। রাতের খাবারে থাকল মাছ, ভাত আর বড় এক প্লেট গাছআলু, যেগুলো ক্যাম্পের পাশেই কোন একজায়গা থেকে সংগ্রহ করেছে প্রফেসর কাউয়ি। খাবারের সময়টাতেও থমথমে ভাব বিরাজ করল। একটা বিষয়ে কিছু আলোচনা হল আর সেটা মিষ্টি স্বাদের গাছ আলু নিয়ে। নাথান জিজ্ঞেস করল এগুলো কোথা থেকে এসেছে। "এত রকমের গাছ একসাথে তো এমন দেখা যায় না।"

প্রফেসর কাউয়ি ফিরে এল সাথে পাম পাতায় বানানো বেশ মজবুত একটি ব্যাক-প্যাক নিয়ে, যেটা কাণায় কাণায় বুনোআলুতে ঠাসা। কাউয়ি গভীর জঙ্গলের দিকে দেখিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল। "আমার অনুমান, যেখান থেকে এগুলো আনলাম সেটা একটা পুরনো ইন্ডিয়ান বাগান ছিল। কিছু অ্যাভোক্যাডো এবং ছোটছোট কয়েকটি আনারস গাছ দেখলাম ওখানে।"

কেলি সোজা হয়ে বসল। "ইন্ডিয়ান বাগান?"

গত চারদিনে একজনের ছায়াও দেখে নি তারা। জেরাল্ড ক্লার্ক যদি তার ব্যবহৃত নৌকাটা কোন ইয়ানোমামো গ্রাম থেকে নিয়েও থাকে তবু নাথানদের কাছে তার কোন সূত্রই নেই সে কোথা থেকে ওটা নিয়েছে।

"অনেক আগেই এটা পরিত্যাক্ত হয়েছে," কেলির চোখে যে আশার আলো ফুটে উঠেছিল তা নিভিয়ে দিয়ে বলল কাউয়ি। "এরকম জায়গা পুরো আমাজনজুড়ে অনেক আছে। প্রায় সবগুলোই নদীর আশেপাশের অঞ্চলে। এখানকার গোত্রের মানুষেরা বিশেষ করে ইয়ানোমামোরা যাযাবর গোছের। তারা ঘর বানায়, বাগান করে, এক বা দু-বছর থাকে তারপর চলে যায় অন্যখানে। আমার মনে হয় না এমন একটা বাগানের উপস্থিতি বিশেষ কোন তাৎপর্য বহন করে।"

"কিন্তু এটা নিদেনপক্ষে কিছু একটা তো বটেই," বললো কেলি, এখনো চেষ্টা করছে জেগে ওঠা আশাটাকে বাঁচিয়ে রাখতে। "কেউ যে এখানে আছে বা ছিল তার একটা চিহ্ন অন্তত দেখা গেল।"

"আর সেইসাথে চমৎকার এই আলুগুলোও। ভাত খেতে খেতে তো প্রায় ক্লান্তই হয়ে গিয়েছিলাম," বলল ফ্রাঙ্ক।

হাসল ম্যানুয়েল, জাগুয়ারটার গলায় আঙুল বোলাচ্ছে। বিশাল বড় এক মাগুরমাছ খাওয়ানো হয়েছে ওটাকে। এখন বসে আগুন পোহাচ্ছে।

একটু দূরে, রেঞ্জার্সদের দ্বিতীয় ক্যাম্প-ফায়ারটা জ্বলছে। সূর্যাস্তের সময় তারা ছোট্ট পরিসরে তাদের হারানো কমরেডের জন্যে স্মরণসভা করেছে। এখন আবার মনমরা সবাই। দু-একটা কথাবার্ত চললো তাদের মধ্যে কিন্তু আগের রাতের মত নয়। গতরাতে রেঞ্জাররা সবাই মিলে হাসি-ঠাট্টা আর মজার-মজার সব কৌতুক দিয়ে মাতিয়ে রেখেছিল। আজ রাতে তার কিছুই নেই।

"সবারই এখন ঘুমানো দরকার," কেলি উঠে দাঁড়িয়ে বললো। "কালকেও আরেকটা লম্বা দিন কাটাতে হবে আমাদের।"

সবাই তার কথায় সায় দিয়ে উঠে দাঁড়াল, কেউ কেউ হাই তুলল। তারপর চলে গেল যার যার হ্যামোকে । ল্যাট্রিন থেকে ফিরে নাথান দেখল প্রফেসর কাউয়ি তার হ্যামোকে র কাছে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছে।

"প্রফেসর?" নাথান বললো, বুঝতে পারল কাউয়ি তাকে আলাদাভাবে কিছু বলতে চায়।

"আসো, একটু হাটি। রেঞ্জাররা মোশন-সেন্সর অ্যাকটিভ করুক ততক্ষণে।" শামান তাকে নিয়ে কিছুটা জঙ্গলের ভেতর চলে গেল।

"কি হয়েছে?" পেছনে হাটতে হাটতে জিজ্ঞেস করল নাথান।

চুপ চাপ হাটছে কাউয়ি, বেশ অন্ধকারে গিয়ে তবেই থামল সে। ক্যাম্পে দু-জায়গায় জ্বলতে থাকা আগুন দুটো দেখে মনে হচ্ছে দুটো সবুজ বাতি। পাইপে লম্বা একটা টান দিল কাউয়ি।

"এখানে নিয়ে এলে যে?"

ছোট্ট একটা ফ্লাশ-লাইট জ্বালালো কাউয়ি।

চারপাশে তাকালো নাথান। বেশ পরিস্কার কিছুটা জায়গা। শুধু কিছু গাছ ছাড়া সবই কেটে ফেলা হয়েছে। কিছু রুটি গাছ, কমলাগাছ ও কিছু ডুমুরগাছ দাঁড়িয়ে আছে। ঝোঁপঝাড় ও ছোটছোট গাছে বনের মেঝেটা ঢেকে আছে তবে তার ঘনত্বটাকে প্রাকৃতিক বলে মনে হচ্ছে না। নাথান বুঝতে পারল সে কি দেখছে। ইন্ডিয়ানতের পরিত্যাক্ত কোন বাগান এটা। নিশ্চিত হওয়ার মত আরও একটা জিনিস চোখে পড়ল তার। দুটো বাঁশের খুঁটি বাগানের মাঝখানে পোঁতা, দুটোর মাথাই পেড়ানো। সাধারণত এই ধরণের আলোর ব্যবস্থা করা হয় টক-টক পাউডার ব্যবহার করে। ওগুলো বাশের ফাঁকে পুরে তারপর জ্বালানো হয়। এটা করা হয় ফসল কাটার সময়। ঐ সময় পোকার উপদ্রব বেশি হয়।

তাই পাউডার পোড়ানো হয়। ওটার ধোঁয়ার বিচ্ছিরি গন্ধে ক্ষুধার্ত পোকা-মাকড়েরা কাছে আসে না। কোন সন্দেহ নেই, ইন্ডিয়ানরা এক সময় চাষবাস করেছিল এখানে। আমাজনে চলা-ফেরার সময়ে এর আগেও নাথান অনেক চাষ-জমি দেখেছে কিন্তু আজ রাতে যা দেখছে তা পুরোপুরি আলাদা। আবাদি জমিটুকুতে ফসল হয় উপচে পড়ছে, জায়গায় জায়গায় জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। পুরো ব্যাপারটায় যেন ভৌতিকতার ছাপ আছে। কাউয়ি যে এতক্ষণে তার দিকে শীতল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তা বুঝতে পারল নাথান।

"আমাদেরকে 'ফলো' করা হচ্ছে," বলল কাউয়ি।

কথাটা প্রকম্পিত করল নাথানকে। "কি বলছ তুমি?"

কাউয়ি তাকে বাগানে নিয়ে গেল। হাতের ফ্লাশ-লাইট ফলেভরা একটি গাছের দিকে ধরে আলোটা নামিয়ে আনল নিচের একটা ডালে। "এই ডাল থেকে ফল পেড়ে নেওয়া হয়েছে।" কাউয়ি এবার ঘুরে দাঁড়াল। "আমি বলব, আমরা যখন নৌকাগুলোকে টেনে পাড়ে তুলছিলাম ঠিক সেই সময়টাতে এটা করা হয়েছে। ভেঙে নেয়া কিছু ডালপালায় এখনও ওগুলোর আঠা লেগে আছে।"

"তুমি খেয়াল করেছ এটা?"

"আমি লক্ষ্য করছিলাম এগুলো। গত দুইদিন সকালবেলায় আমি যখন ফল আনতে বনে ঢুকেছিলাম, খেয়াল করেছিলাম আগের রাতে আমার ব্যবহার করা রাস্তাটা একটু অন্যরকম হয়ে গেছে। কয়েকটা ছোট ডাল ভাঙা, তারপর দেখলাম একটা হগপ্লাম গাছের অর্ধেক ফল এক রাতের ভেতরেই সাবাড়।"

"বনের জীব-জন্তুও তো হতে পারে, রাতে যেগুলো খাবার খুঁজে বেড়ায়?"

মাথা নেড়ে সায় দিল কাউয়ি। "আমিও এমনটাই ভেবেছিলাম প্রথমে। তাই চুপ ছিলাম। কোন পায়ের ছাপ বা সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ ছিল না আমার কাছে। কিন্তু এই ঘটনাগুলো আমাদের চারপাশে এত নিয়মিত ঘটছে যে এগুলোকে আর কাকতালীয় বলে চালিয়ে নিতে পারছি না। আমাকে অন্যভাবে ভাবতে হচ্ছে। তাই বলছি, কেউ আমাদের পেছনে লেগেছে।"

"কে?"

"খুব সম্ভবত ইন্ডিয়ানরা। এই জঙ্গলটা তাদের, ওরা ভাল করেই জানে কিভাবে অদৃশ্য থেকে কাউকে অনুসরন করতে হয়।"

"ইয়ানোমামো?"

"খুব সম্ভবত," বলল কাউয়ি। নাথানের কাছে মনে হল যেন কাউয়ির কণ্ঠে কিছুটা সন্দেহের আভাস ফুটে উঠছে। "এছাড়া আর কে হতে পারে?" চোখ দুটো সরু হয়ে গেল তার। "ঠিক জানি না আমি। তবে যে ব্যাপারটায় আমার সন্দেহ হচ্ছে, আমাদেরকে যারা অনুসরন করছে তাদেরকে কিন্তু খুব বেশি সতর্ক মনে হচ্ছে না। আসলে এরকম কাজ যারা করে তারা কখনও নিজেদের উপস্থিতি টাউর হয়ে যাবে এমন কিছু করবে না।"

"কিন্তু তুমি তো একজন ইন্ডিয়ান, সাদাচামড়ার কারোর চোখেই এগুলো পড়বে না, এমনকি আর্মি রেঞ্জারদেরও না।"

"হয়তোবা," বললো কাউয়ি। নাথানের কথায়ও সন্দেহ যায় নি মনে হচ্ছে।

"ক্যাপ্টেন ওয়াক্রম্যানকে বলা উচিত আমাদের।"

"এজন্যেই তোমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে এলাম, বুঝেছ?"

"মানে বুঝলাম না, কি বলতে চাইছ তুমি?"

"যদি তারা ইন্ডিয়ান হয়ও তবুও আমি মনে করি না এটা রেঞ্জারদের কানে দেয়া উচিত। ওরা এটাকে একটা ইস্যু বানিয়ে পুরো জঙ্গল চষে বেড়াবে ইন্ডিয়ানদের খোঁজে। তাছাড়া ওরা ইন্ডিয়ান হোক আর যে-ই হোক, কিছু সময় পর এমনিতেই হারিয়ে যাবে। এখন যদি তাদের সাথে আমরা যোগাযোগ করতে চাই তবে তাদেরই আমাদের কাছে আসতে দেয়া উচিত বলে মনে করি আমি। ওদেরকে আমাদের স্বভাব-চরিত্রের সাথে পরিচিত হতে দাও। যা করার ওরাই করুক প্রথমে, আমরা আগ বাড়িয়ে কিছু করতে গেলে বিপত্তি বেধে যাবার সম্ভাবনাই বেশি।"

স্বাভাবতই, এমন সতর্কবার্তার বিরুদ্ধে নাথান আপত্তি জানাতে চাইল। এই অভিযান সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে দৃঢ়ভাবে কাজে নেমেছে সে। ভেতরে অনেক উদ্বিগ্নতা তার। এই উদ্বেগ জঙ্গলে টিকে থাকার, এই উদ্বেগ এত বছর পর তার বাবার নিরুদ্দেশের রহস্যের সমাধানের। ধৈর্য আর কতই বা রাখা যায়। স্যাঁতস্যাঁতে সময়টা এগিয়ে আসছে, বৃষ্টিও শুরু হবে খুব তাড়াতাড়ি। আর তখন জেরাল্ড ক্লার্কের ব্যবহৃত পথ পানিতে ধুয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ধুয়ে যাবে তাদের সমস্ত আশা। তারপরও কথা থেকে যায়। নাথানের বেশ ভালই মনে আছে, আজকের কুমিরের আক্রমণের কথাটা। ঐ একটি ঘটনাই সবাইকে এটা মনে করিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট, আমাজন বন হল রাজা। রাজাকে রাজার মতই চলতে দিতে হয়, তার নিজস্ব গতিতে। যুদ্ধে, অত্যাচারে, সবসময় পরাজিতরাই আমন্ত্রিত হয় তার কাছে। বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হল চারপাশের চলমান ধারায় নিজেকে ভাসিয়ে দেয়া। যা হচ্ছে হতে থাক—এমন মনোভাব বজায় রাখা।

"আমার মনে হয় এটাই সবচেয়ে ভাল হয় যদি আরও কয়েকটা দিন দেখি আমরা," বলল কাউয়ি। "দেখা যাক আমার অনুমান সঠিক কিনা। হয়তো তোমার কথাই ঠিক। ওগুলো জঙ্গলের কোনো প্রাণী-ই হবে। যদি আমার কথাই ঠিক হয় তবে ইন্ডিয়ানদেরকে নিজ থেকে এগিয়ে আসার একটা সুযোগ দিতে চাই আমি। ভয় দেখিয়ে বা অস্ত্রের মুখে ফেলেও কাজটা করা যায় তবে সেক্ষেত্রে সব পণ্ড হয়ে যাবে, কোন তথ্যই পাওয়া যাবে না ওদের কাছ থেকে।"

অবশেষে হার মানল নাথান। তবে শর্তসাপেক্ষে। "তাহলে আমরা আর দুটো দিন দেখবো তারপর বলে দেব ওদেরকে।"

কাউয়ি মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ফ্লাশ-লাইটটা বন্ধ করল। "এখন তাবুতে ফেরা উচিত।"

ওরা দু-জন অন্ধকার জঙ্গল ছেড়ে আলোকিত জঙ্গলে ফিরে এল। শামানের কথাগুলো নাথান গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে থাকল। ওর কাথার ভাঁজে আরও কিছু লুকানো আছে যেন। নাথান মনে করতে পারল শামানের কথা বলার ভঙ্গিটা। চোখ দুটো সরু করে একটা

সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল সে। তার মানে সেও সন্দিহান, ওরা আসলেই ইন্ডিয়ান কিনা। ইন্ডিয়ান না হলে আর কারা হতে পারে? তাবুতে ফিরে নাথান দেখল প্রায় সবাই যার যার হ্যামোকে ফিরে গেছে। কয়েকজন রেঞ্জার পেরিমিটার ঠিক করছে। কাউয়ি তাকে শুভরাত্রি জানিয়ে নিজের মশারিঘেরা হ্যামোকে গিয়ে শুয়ে পড়ল। পায়ের বুট জোড়া খুলে ফেলতেই নাথান শুনতে পেল পাশের হ্যামোক থেকে ফ্রাঙ্কের গোঙানির শব্দ, কী যেন বলছে বিড়বিড় করে। আজকের ট্র্যাজেডির পর কারোর ঘুমই দুঃস্বপ্ন ছাড়া হওয়ার কথা নয়। নিজের হ্যামোকে শুয়ে পড়ল নাথান। একটা বাহু দিয়ে চোখ জোড়া ঢেকে দিল। ক্যাম্পফায়ারের আলো চোখে লাগছে খুব। ভাবনায় পেয়ে বসল তাকে। আমাজনের সাথে যুদ্ধ করার মত কিছুই নেই, ভাল লাগুক বা না-লাগুক, এটাই সত্যি। নিজের স্বতন্ত্র গতিতে চলে এটা, আছে নিজস্ব ক্ষুধা। তুমি সর্বোচ্চ যেটা করতে পার তাহল প্রার্থনা। প্রার্থনাটা নিজেকে বাঁচানোর জন্য নয়, জঙ্গলের পরবর্তী শিকার না হওয়ার জন্য। এসব চিন্তা করতে করতে ঘুমাতে অনেক দেরি হয়ে গেল তার। একটি মোক্ষম প্রশ্ন উঁকি দিল তার মনে : পরবর্তী শিকারটা কে?

কর্পোরাল জিম ডি-মারটিনির কাছে জঙ্গলটা অসহ্য লাগতে শুরু করেছে। চারদিনের নদীপথের ভ্রমনে সে ক্লান্ত। ভ্যাপসা আবহাওয়া, হুল ফুঁটানো মাছি, বড়বড় মশা, বাঁদর আর পাখির বিরতিহীন ডাকা-ডাকি পুরো ভ্রমণটাকে বিষিয়ে তুলেছে যেন, সাথে বিরক্তির মাত্রা বাড়িয়ে যোগ হয়েছে ছত্রাক। তাদের সবার জামা-কাপড়, হ্যামোক, কাঁধে ঝুলানো ব্যাগে সাদা সাদা ছত্রাকে ছেয়ে গেছে। ঘামে ভেঁজা মোজা মাসখানেক লকারে আটকে রাখলে যেমন গন্ধ হয় তেমন গন্ধ হয়েছে সবকিছুতে। আর এসব কিছুই হয়েছে মাত্র গত চারদিনে।

চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে একটা গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল ডি-মারটিনি। খুব কাছেই অস্থায়ী ল্যাট্রিনটা। তার কাঁধে এম-১৬ রাইফেল ঝুলানো। জারগেনসেনের রাতের এই শিফটটা ভাগাভাগি করে নিয়েছে তার সাথে। তবে ডি-মারটিনির সাথে যোগ দেয়ার আগে সে একবার ল্যাট্রিনে ঢুকল। কয়েক মিটার দূরেই ওটা। মারটিনি তার বন্ধুর জিপার নামানোর শব্দও শুনতে পেল।

"কাজ সারার জন্য ভাল সময়ই বেছে নিয়েছ," গজগজ করতে করতে বললো সে।

তার কথা শুনতে পেল জারগেনসেন। "ধ্যাত্, এত বিচ্ছিরি পানি।'

"জলদি কর।" ঝাঁকি দিয়ে সিগারেটের ছাই ফেললো ডি-মারটিনি। তার চিন্তা-ভাবনাজুড়ে আছে সহকর্মী রডনি গ্রেইভ্স, যাকে আজ তারা হারিয়েছে। মারটিনি সবচেয়ে সামনের নৌকায় থাকলেও কালো দৈত্যটাকে যথেষ্ট কাছ থেকে দেখেছে সে। পানি থেকে মাথা জাগিয়েই চেখের পলকে হতভাগা রডনিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠেছিল তখন, যদিও সে কোন আনাড়ি মিলিটারি নয়। এর আগেও চোখের সামনে অনেককেই মরতে দেখেছে, গুলি খেয়ে, হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে, পানিতে ডুবে, কিন্তু আজ যা দেখলো তার সাথে কোন কিছুরই তুলনা চলে না। দুঃস্বপ্ন থেকেও ভয়াবহ ছিল এটি।

মাথা ঘুরিয়ে পেছনে একবার দেখে নিল সে। মনে মনে অভিশাপ দিতে লাগল জাগারসেনকে। ল্যাট্রিনে এত সময় ধরে কি করছে? "শেষ কর," বিড়বিড় করে বলল সতীর্থের উদ্দেশ্যে। তারপর সিগারেটে লম্বা একটা টান দিল। জারগেনসেনের দেরি হলেও একদিক থেকে দোষ দেয়া যায় না। একা দাঁড়িয়ে থাকার সুবাদে সে খুব ভালভাবেই ফ্যান্টাসি করতে পারছে তাদের টিমের দু-জন নারীকে নিয়ে। আজকের ক্যাম্পে তৈরির পর থেকেই সে এশিয়ান নারী বিজ্ঞানীর উপর গোপনে নজর রেখে চলেছে। খাকি পোশাক ছেড়ে নতুন পোশাকেও তাকে খুব ভাল লাগছিল তার। সে এসব নষ্টচিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে রাখল। আরও কয়েক টান দিয়ে সিগারেটটা মাটিতে ছুড়ে মেরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকার জঙ্গলের দিকে তাকাল। অন্ধকার দূর করা একমাত্র আলোর উৎসটা হলো তার রাইফেলে লাগানো ফ্লাশ-লাইট। সে ওটা কিছুক্ষণ পরপর সামনে-পেছনে আর নদীর দিকে ফেলছে।

আরও একটু গভীর জঙ্গলে, মোশন-সেন্সর ছাড়িয়ে অনেকদূরে অসংখ্য জোনাকি মিটমিট করছে। ডি-মারটিন বড় হয়েছে দক্ষিণ-ক্যালিফোর্নিয়ায়, যেখানে এ-ধরনের কোন পোকা-মাকড় নেই। তাই এসব আলোর খেলা তাকে অন্যমনস্ক করে তুলল। মিটমিটে আলো একদিকে তাকে অনড় করে রেখেছে, অন্যদিকে শুকনো পাতা ঝরার শব্দকে মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে থাকা জঙ্গলের শ্বাস-প্রশ্বাস। গাছের বড় বড় ডালের মটমট শব্দ যেন আসছে বৃদ্ধের অস্থির সংযোগস্থল থেকে। সব বিশ্লেষণ করে তার মনে হচ্ছে জঙ্গলটা যেন জীবন্ত কোন প্রাণী, আর সে আছে ওই প্রাণীটার পেটের ভেতরে।

ডি-মারটিনি চারপাশে একবার আলো ফেলে দেখে নিল। সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে বাডি-সিস্টেম বিশেষ করে এ-মুহূর্তে অভিশপ্ত অন্ধকার এই জঙ্গলে সর্বোচ্চস্তরে গিয়ে ঠেকেছে। রেঞ্জারদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে : বেঁচে থাকার জন্য বাডি সিস্টেম অপরিহার্য। শত্রুকে ঠেকাতে সঙ্গে কোন একজনকে পাওয়া যাবেই। তার নিজের পাশে বাডি-সিস্টে না থাকায় কিছুটা ভয় গ্রাস করল তাকে। আবারও ডাক দিল সে : "কী হল জারগেনসেন!" মারটিনি পেছনে ঘুরতেই কিছু একটা ফুঁটলো তার গলায়। সাথে সাথে ওই জায়গাটা চেপে ধরল হাতের তালু দিয়ে। কাঁটা থেকেও ভয়ঙ্কর কিছু ফুঁটেছে তার গলায়, চোয়ালের ঠিক নিচে। বিরক্তিতে হাত দিয়ে ডলা দিল, কিন্তু তার মনে হল ভিন্নরকম কিছু ফুঁটেছে, চামড়া থেকে এখনও সেটা ঝুলছে! ভড়কে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ওটা টেনে খুলে ফেলল।

"শালার এটা কি!" ফিসফিসিয়ে বলে এক পা পেছনে সরে গেল মারটিনি। "শালার রক্তচোখার দল!"

ল্যাট্রিন থেকে জারগেনসেন হেসে বলল, "তোমার পাছা উদোম নেই বলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতে পার!"

বিরক্তিপূর্ণ চোখে চারপাশের জঙ্গলটা দেখে নিয়ে জ্যাকেটের কলার উঁচু করে দিল মারটিনি। রক্ত-লোলুপ পোকাগুলো যেন আরও কম আক্রমণের জায়গা পায়। পেছনে

খুলতেই তার ফ্লাশ-লাইটের আলোতে অপরিচিত কিছু একটা চোখে পড়ল। উজ্জ্বল রঙের বস্তুটা তার পায়ের কাছে মাটিতে পড়ে আছে। নিচু হয়ে তুললো সে। একটা ডার্ট! তীক্ষ্ণ একটা কাঁটার চারপাশে একগুচ্ছ পালক-শক্ত করে বাধা। কাটার অগ্রভাগ রক্তে ভেঁজা, তার নিজের রক্ত। *ওহ্!* হাটু গেঁড়ে বসে পড়ল সে, চিৎকার দিতে চাইল কিন্তু শত চেষ্টা করেও জিহ্বাটা একটু নাড়ানো ছাড়া কোন শব্দ করতে পারল না। লম্বা করে শ্বাস নিয়ে সামনের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে চাইলো, বুঝতে পারছে অসাড় হয়ে আসছে সে। বুকে যেন পাথর বেঁধে দিয়েছে কেউ। একবিন্দুও এগোতে পারল না। হাত-পা ভারি হয়ে এল, শরীরের সমস্ত বল যেন শুষে নিল মুহূর্তের মধ্যে। কাত হয়ে পড়ে গেল সে। বিষ ঢুকছে তার দেহে...পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে শরীরটা। বেঁচে থাকা চেতনাটুকু দিয়ে অনুধাবন করল সে। তার হতের আঙুলগুলো এখনো কিছুটা নাড়াতে পারছে। তার এম-১৬ রাইফেলের ব্যারেলের উপর আঙুল বুলাল মাকড়সার পায়ের মত। খুব চেষ্টা করলো ট্রিগারটা খুঁজে পাওয়ার। যদি কিছু গুলি ছোড়া যেত...যদি সতর্ক করা যেত জারগেনসেনকে।

সে টের পেল গভীর জঙ্গল থেকে কেউ একজন তাকে দেখছে। মাথা ঘুরিয়ে দেখতে পেল না কিন্তু ফোঁটানো কাঁটাটা তার শরীরের ভেতরে যে এক আদিম সতর্কবার্তা পাঠাচ্ছে তা বেশ বুঝতে পারছে। আতঙ্ক আরও একটু পেয়ে বসল তাকে। ট্রিগারটা হাতে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল সে। প্রার্থনা করছে প্রাণপনে, চেতনার সবটুকু দিয়ে। অবশেষে একটু আঙুল পৌছাল ট্রিগারে। মুখ দিয়ে যদি একটিবার বুক ভরে দম নিতে পারত তবে পরিত্রাণের সাথেই কাজটি করতে পারত। শরীরের অবশিষ্ট শক্তি দিয়ে ট্রিগারের উপর রাখা আঙুলে চাপ দিল। কিন্তু কিছুই ঘটল না। হতাশায় ডুবে যাওয়া মারটিনি বুঝতে পারল রাইফেলটার সেফটি-লক অন করা। একফোটা অশ্রু বেয়ে পড়ল পরাজিত মানুষটার চিবুক বেয়ে। সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে গেল তার শরীর, এমন কি চোখের পাতা জোড়াও বন্ধ করতে পারল না। ওঁৎ পেতে থাকা ব্যক্তি অবশেষে মারটিনির দেহটাকে মাড়িয়ে একপাশে গিয়ে দাঁড়াল। রাইফেলে লাগানো টর্চের আলোতে সে যা দেখল তার কোন অর্থ খুঁজে পেল না।

একটা নরী...নগ্ন অবস্থায় তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সারা শরীরে এক অশরীরি সৌন্দর্য, চিকন গড়ন, মসৃণ পা, কোমরের মৃদুবাঁকটা প্রশস্ত পশ্চাদদেশে গিয়ে শেষ হয়েছে। বক্ষ দৃঢ়। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে গেল তার গভীর কালো চোখ জোড়ার রহস্যময়তায়। যেখানে প্রতিফলিত হচ্ছে সীমাহীন ক্ষুধা। আর এটাই মারটিনির সমস্ত মনোযোগ হরণ করল। দম নিতে না পেরে মারা যাচ্ছে সে। মহিলা ঝুঁকে এল তার উপর। এক মুহূর্তের জন্য মনে হল যেন সে তার ভেতরে শ্বাস-প্রশ্বাস চালান করছে। অনুভব করল কিছু একটা তার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, উষ্ণ-ধোঁয়াময় কিছু একটা। তারপর সে হারিয়ে গেল। অন্ধকার গ্রাস করল তাকে।

কেঁপে উঠে জেগে গেল কেলি। চারপাশে চিৎকার চেঁচামেচি। সে দ্রুত উঠে বসে চট করে হ্যামোকে র বাইরে আসার জন্য দৌড় দিতেই হাটু ভেঙে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। "ধ্যাত্!" বাইরে তাকাল সে।

ক্যাম্পফায়ার দুটোতে আরও ডাল-পালা দেয়া হয়েছে, আগুন জ্বলছে দাউ-দাউ করে। লেলিহান শিখা অনেক দূরের কতোগুলো ফ্লাশ-লাইটের আলোয় পুরো বনকে আলোকিত করে ফেলেছে। কারোর অনুসন্ধান চলছে। বিভিন্ন রকম চিৎকার আর আদেশের ধ্বনি প্রতিফলিত হচ্ছে পুরো জঙ্গল জুড়ে। পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মশারি থেকে বেরুবার পথ খুঁজতে গিয়ে যুদ্ধ করতে হল কেলিকে। নাথান এবং ম্যানুয়েলকে ধারে-কাছেই পেয়ে গেল সে। দু-জনেই খালি পায়ে, পরনে বক্সার শর্টস ও টি-শার্ট। জাগুয়ারটা দু-জনের মাঝে বসা। "কি হচ্ছে এখানে?" কিছুটা চেঁচিয়ে বললো সে, মশারি থেকে বের হয়ে এল।

বাকি সিভিলিয়ানরাও এক এক করে জড় হতে শুরু করেছে। একেক জনের ভাব-ভঙ্গি যেমন ভিন্ন তেমনি ভিন্ন তাদের পোশাক-আশাক। কেলি লক্ষ্য করল রেঞ্জারদের সবগুলো হ্যামোকই খালি, একজনমাত্র কর্পোরাল দুটো ক্যাম্পফায়ারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বন্দুক তাক করে আছে।

নাথান সামনে ঝুঁকে বলল, "পাহারায় থাকা এক রেঞ্জার হারিয়ে গেছে। এই জায়গাটা নিরাপদ করা না পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে আমাদের সবাইকে।"

"হারিয়ে গেছে? কে? কিভাবে?"

"কর্পোরাল ডি-মারটিনি।"

কেলির মনে পড়ে গেল লোকটাকে। তেল দেয়া চকচকে চুল, চ্যাপ্টা নাক, চোখ সন্দেহে ভরা। "কি হয়েছে ওর?"

মাথাটা এদিক ওদিক নাড়াল নাথান। "কেউ কিছু জানে না এখনো। হঠাৎ করেই গায়েব হয়ে গেছে সে।"

নদীর দিক থেকে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এলে সবগুলো ফ্লাশ-লাইটের আলো ওদিকটায় নিক্ষেপ করা হল একসঙ্গে। এতক্ষনে প্রফেসর কাউয়ি এসে যোগ দিয়েছে নাথানদের সাথে। কেলি লক্ষ্য করল তাদের দু-জনের মধ্যে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি বিনিময় হল। নির্বাক থেকেই কিছু একটা ভাব বিনিময় করল মানুষ দুটো। ফ্রাঙ্ক হঠাৎ আবির্ভূত হল নদীর দিক থেকে, হাতে ফ্লাশ-লাইট নিয়ে দৌড়ে এল তাদের দিকে। তার মেছতায় ঢাকা গলার উপর ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মুখটা দেখতে অদ্ভুত লাগছে।

"নিখোঁজ রেঞ্জারের অস্ত্রটা পাওয়া গেছে।" একে একে সে তাকাল নাথান, ম্যানুয়েল ও কাউয়ির দিকে। "এই জঙ্গলের ব্যাপারে আপনাদের থেকে ভাল কেউ জানে না। অবশ্যই এখানে কিছু আছে যে-বিষয়ে আপনাদের মতামত আমরা কাজে লাগাতে পারি। ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান আপনাদেরকে একটু আসতে বলেছেন জায়গাটা দেখার জন্য।"

দেরি না করে সবাই যাবার জন্য উদ্যত হল। হঠাৎ একটা হাত উচুঁ করে ধরল ফ্রাঙ্ক। "শুধু এই তিনজন আসবে আমার সঙ্গে, আর কেউ না।"

সামনে এগিয়ে গেল কেলি। "মানুষটা যদি আহত হয়ে থাকে তাহলে আমি সাহায্য করতে পারব।"

খানিকটা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগে শেষে সম্মত হল সে। রিচার্ড জেনও পা বাড়াল। সঙ্গে যাওয়ার সপক্ষে কিছু বলতে চায় সে কিন্তু মাথা নাড়ল ফ্রাঙ্ক। "প্রয়োজনের চেয়ে বেশি লোক নিয়ে গিয়ে ঝামেলা পাকাতে চাই না।"

ফ্রাঙ্ক তার দলবল নিয়ে নদীর দিকে রওনা হল। জাগুয়ারটা তার মালিকের পাশে নিঃশব্দে হাটছে। তারা গভীর জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে গেল যেটা নদীর তীর ঘেষে চলে গেছে। আসল রূপকথার জঙ্গল এটাই। ঝাঁকে ঝাঁকে বুনো আঙ্গুর, ঝোঁপ-ঝাড়, গাছপালা ছেয়ে আছে সবখানে। বিচ্ছিন্ন দলটা জঙ্গলের গভীরতা ভেদ করে এগুচ্ছে সামনে, জড় করে রাখা ফ্লাশ-লাইটের আলো তীব্র হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। কেলি হাটছে নাথানের পিছু পিছু। এই প্রথম সে খেয়াল করল কেমন করে নাথান তার কাঁধটা প্রশস্ত করে রেখেছে আর কত দক্ষতার সাথে লতা-পাতা পাশ কাটিয়ে এগুচ্ছে সামনে। ঝুলে আসা একটা লিয়ানা লতাকে অতিক্রম করল সে মাথা নিচু করে, কেলিও তাকে অনুসরণ করতে গেল কিন্তু পারল না, হোঁচট খেল লতায় জড়িয়ে। তার পায়ের হিল পিছনে যেতেই পা থেকে ওটা খুলে গেল। ভারসাম্য হারিয়ে কাত হয়ে পড়ে যেতেই নাথানের হাত তাকে ধরে ফেললো। "সাবধানে!"

"থ্যা...থ্যাংক্স," লজ্জা পেল সে। উঠে দাঁড়ানোর জন্য এক হাত বাড়িয়ে দিল ঝুলে থাকা একটি আঙ্গুর লতার দিকে কিন্তু ওটা ছুতেই নাথান তাকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিল।

"আউ! কি করছ!" তার আঙুলের ডগাগুলো জ্বলাপোড়া করছে। সে তাড়াতাড়ি হাতটা শার্টের ঝুলে থাকা অংশে মুছে নিল কিন্তু এতে করে যন্ত্রণা আরও বেড়ে গেল। হাতে ফোঁটা সুক্ষ্ম কাঁটাগুলো আরও দৃঢ়ভাবে গেঁথে গেলে তার মনে হল হাতটা যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছে।

"ওভাবেই ধরে রাখো," বললো কাউয়ি। "ডলাডলি করলে ওটা বেশি ছড়ায়।" একটা লম্বা গাছ থেকে এক মুঠো মোটা পাতা ছিঁড়ে সেগুলো তার হাতের তালুতে পিষে নিল। সাবধানে কেলির কব্জিটা ধরে পাতার তেলতেলে রসটুকু ওখানে লাগিয়ে দিল সে।

প্রায় সাথে সাথেই কাটা-কাটা ভাবটা অনেক কমে এল। অবাক বিস্ময়ে হাতের পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল কেলি।

"কু-রান-ইয়েহ," পেছন থেকে বললো নাথান। "ভায়োলেটা শ্রেণীর উদ্ভিদ। খুবই শক্তিশালী ব্যাথানাশক।"

যন্ত্রণা দূর হওয়া পর্যন্ত ওটা ভালভাবে ডলতে থাকল কেলি। তার ভাই ফ্লাশ-লাইটের আলো ফেলতেই সে দেখল দু-তিনটে ফোস্‌কা পড়েছে আঙুলের ডগায়।

"তুমি ঠিক আছ তো?" ফ্রাঙ্ক জিজ্ঞেস করল।

মাথা নেড়ে সায় দিল সে। খুব বোকা বোকা লাগছে নিজেকে।

"ওটা ডলতে থাক, *কু-রান-ইয়েহ* খুব দ্রুত কাজ করে।" তার হাতে আস্তে করে পিতৃস্নেহপূর্ণ এক চাপ দিল কাউয়ি।

কেলিকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল নাথান। সে ধূসর রঙের আঙ্গুরগুলো দেখালো। "এগুলোর নাম ফায়ার লিয়ানা।" বলার পেছনে কারণ হল প্রচুর পরিমাণে আঙ্গুর গাছতলায় পড়ে আছে। আর কেলি হোঁচট খেয়ে ওগুলোর উপরেই পড়তে বসেছিল। নাথান সময়মতো হাতটা না ধরে ফেললে কী যে হত! "আঙ্গুরগুলো একরকম পদার্থ নিঃসরন করে আর এই জ্বালাময়ী পদার্থের কারণেই পোকা-মাকড় ধারে কাছে আসে না।"

"বলতে পার এটা ওদের একরকম রাসায়নিক যুদ্ধ," কাউয়ি যোগ করল।

"ঠিক তাই," আবার হাটা শুরু করার জন্য ফ্রাঙ্কের দিকে চেয়ে ইশারা করল নাথান। "তোমার চারপাশে সবজায়গায় সব সময় এমনটা ঘটে চলেছে। আর সেজন্যেই এই জঙ্গলটা বিশাল এক মেডিকেল স্টোরহাউজ। যে পরিমাণে বিশুদ্ধ ও বৈচিত্রময় কেমিকেল কম্পাউন্ডের যুদ্ধ চলে এখানে তা গোটা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা একত্রে কাজ করেও ল্যাবে আবিষ্কার করতে পারবে না।"

কেলি শুনে গেল চুপচাপ, এই কেমিকেল যুদ্ধে তার মত এক আনাড়ির কী-ই বা বলার থাকতে পারে, চুপচাপ দেখা ছাড়া? আরও কয়েক মিটার এগোতেই তারা রেঞ্জারদের দলটার কাছে পৌছাল। সবাই একটা জায়গা ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দু-জন রেঞ্জার তাদের থেকে একটু সরে জঙ্গলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতে অস্ত্র, চোখ ঢেকে আছে নাইট-ভিশন গগল্‌সে।

কর্পোরাল জারগেনসেন দাঁড়িয়ে আছে তাদের ইউনিট ক্যাপ্টেনের সামনে একেবারে সোজা হয়ে। "স্যার, আমি তো বলেছি আমি তখন ল্যাট্রিনে ছিলাম। ডি-মারটিনি খুব কাছেই একটা গাছের পাশে দাঁড়িয়েছিল।"

"আর এগুলো?" ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান একটি সিগারেটের শেষঅংশ তুলে ধরল জারগেনসেনের নাকের সামনে।

"ও আচ্ছা, আমি ওকে এটা জ্বালাতে শুনেছিলাম কিন্তু বুঝতে পারি নি সে চলে গেছে। আমি চেইন টেনে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি সে নেই। কিছু বলেও যায় নি নদীর কাছে কোথাও হাটতে যাচ্ছে কিনা।"

"সিগারেটের ধোঁয়াই কপাল পুড়িয়েছে," গড়গড় করে বললো ওয়াক্সম্যান। তারপর একটা হাত নাড়ল, "তুমি যেতে পার, কর্পোরাল।"

"জি, স্যার।"

লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান এগিয়ে এল তাদের দিকে, চোখে এখনও জ্বলজ্বল করছে আগুন। "আপনাদের দক্ষতা এখানে কাজে লাগাতে চাই আমি," বলল ক্যাপ্টেন। তার চোখ নাথান, কাউয়ি এবং ম্যানুয়েলের উপর একে একে ঘুরে বেড়াল। হাতের টর্চের আলো সামনের একটি জায়গায় ফেললো সে। ওখানকার কিছু জায়গায় ঘাস আর লতাগুলো চ্যাপ্টা হয়ে মাটির সাথে মিশে আছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কেউ হেটে গেছে ওখানে। "ডি-মারটিনির ফেলে যাওয়া অস্ত্রটা এখানে পেয়েছি আমরা, সাথে এই সিগারেটের অংশটা। কিন্তু মানুষটার কি হল তার কোন সূত্র পাচ্ছি না। ছাপগুলো এখান থেকে কোন দিক গেছে সেটা দেখার জন্য কর্পোরাল র‍্যাকজ্যাক আশেপাশের এলাকাটা

চষে ফেলেছে কিন্তু কিচ্ছু পাওয়া যায় নি। কোথাও কোন চিহ্ন নেই। চোখে পড়ার মত শুধু এই জায়গার ঘাসগুলো আছে। এরকম ট্রেইল চলে গেছে নদীর দিকে।"

কেলি লক্ষ্য করল এই জায়গাটার এলোমেলো অংশটুকু নিশ্চিতভাবেই নদীপ্রান্ত গিয়ে মিশেছে। পাড়ের লম্বা ঘাসগুলোর কিছু ছেঁড়া আর কিছু চাপ খেয়ে মাটিতে মিশে আছে।

"আরেকটু ভালভাবে দেখতে চাই আমি," বললো প্রফেসর কাউয়ি।

ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান মাথা নেড়ে সায় দিয়ে নিজের ফ্লাশ-লাইটটা কাউয়ির হাতে তুলে দিল। নাথান এবং কাউয়ি সামনে এগিয়ে গেল কিছুটা, পেছনে অনুসরন করছে ম্যানুয়েল। কিন্তু জাগুয়ারটা ঐ জায়গার একপ্রান্তে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। ঘাসগুলো শুঁকে গভীর একটা শব্দ করছে গলার ভেতর থেকে।

চাবুকে হাত রেখে ভয় দেখাতে চাইল ম্যানুয়েল। "চলো, টর-টর।"

জাগুয়ার সেটা তো শুনলই না উপরন্তু এক পা পিছিয়ে গেল আরও। পেছন ফিরে তাকাল কাউয়ি। সে-ও কুঁজো হয়ে কি যেন একটা দেখছে। বড় ঘাসগুলোর ভেতরে কিছু একটা নেড়ে-চেড়ে দেখে তারপর আঙুলগুলো নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুকলো।

"কি এটা?" নাথান জিজ্ঞেস করল।

"কুমিরের বিষ্ঠা," ঘাসে হাত মুছল সে, তারপর গরগর করতে থাকা টর-টরের দিকে তাকিয়ে সায় দিল। "টর-টরও একমত হবে আমার মনে হয়।"

"কি বলছেন, ঠিক বুঝলম না?"

উত্তর দিতে মুখ খুললো ম্যানুয়েল। "জাগুয়ারের মত বন্যপ্রাণীদের দারুণ এক ক্ষমতা আছে। এরা কোন্ প্রাণীর আকৃতি কত বড় হবে সেটা বুঝতে পারে সেই প্রাণীর বিষ্ঠা অথবা প্রস্রাবের গন্ধ শুঁকে। আসলে এ-কারণেই পুরো পশ্চিম-আমেরিকাজুড়ে হাতির প্রস্রাব বিক্রি হয় বব-ক্যাট্ আর পুমাদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে। ওগুলো যদি কোথাও ঐ প্রস্রাবের গন্ধ পায় তবে তার ধারেকাছে যাবে না!"

ওদিকে, কাউয়ি খুব সতর্কতার সাথে লম্বা ঘাসের আগাগুলো পরীক্ষা করতে করতে নদীর দিকে গেল। ভেঙে যাওয়া কিছু ডগা খুব সাবধানে একপাশে সরিয়ে রাখল সে, তারপর হাত নেড়ে ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যানকে ডাকল, কেলিও গেল তার পিছু পিছু। কাউয়ি হাতের লাইটটা কর্দমাক্ত নদী পাড়ের উপর ফেলল। তীক্ষ্ণ নখযুক্ত হাতের ছাপ পরিস্কার গেঁথে আছে সেখানকার কাদায়।

"কুমির।"

কেলি শুনতে পেল কাউয়ির কণ্ঠে কেমন একটা পরিত্রাণের শব্দ। খুব অদ্ভুত ঠেকল তার কাছে ব্যাপারটি, আবারো প্রফেসর এবং নাথানের মধ্যে রহস্যময় দৃষ্টি বিনিময় হল। সোজা হয়ে দাঁড়াল কাউয়ি। ব্যাখ্যা করার জন্য প্রস্তুত সে।

"কেইমানরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নদীপাড়েই শিকার করে থাকে। তাপির এবং বন্য শূকরেরা যখন পানি খেতে আসে তখনই সুযোগ বুঝে আক্রমণ করে ওদেরকে। তোমার কর্পোরালও নিশ্চিতভাবেই নদীর খুব কাছে চলে এসেছিল, আর তখনই ওটা ওকে ধরেছে।"

"এটা কি ঐ পুরুষ কুমিরটা হতে পারে যেটা রডনিকে আক্রমণ করেছিল?" জিজ্ঞেস করল ওয়াক্সম্যান।

কাঁধ তুলল কাউয়ি। "ব্ল্যাক কেইমানরা সাধারণত বুদ্ধিমান হয়। আমাদের নৌকাগুলো যে খাবারের বেশ ভাল উৎস সেটা বোঝার পর হয়তো আমাদের পিছু নিয়েছে ওটা। আর পানিতে শব্দ বহুদূর পর্যন্ত যায়। নৌকার মোটরের শব্দ ধরে আমাদের অবস্থান জেনে কোথাও হয়তো ঘাপটি মেরে ছিল, তারপর অপেক্ষা করেছে রাত নামা পর্যন্ত।"

"নরকে যাক ঐ হারামিটা!" হাতটা মুঠিবদ্ধ করে ভয়ঙ্করভাবে কথাটা বললো ওয়াক্সম্যান। "দু-জন, এক দিনেই!"

স্টাফ সার্জেন্ট কসটস এগিয়ে এল। শ্যামলা বর্ণের লম্বামত রেঞ্জারটা শক্ত হয়ে দাঁড়াল ওয়াক্সম্যানের সামনে। তার চোখে-মুখে কাঠিন্য। "স্যার, আমি জনবল পাঠানোর কথা বেইস-ক্যাম্পে জানাতে পারি, হুইয়াস-এ করে আরও দু-জন সকালের মধ্যে চলে আসবে।"

"আচ্ছা জানাও।" সে আঙুল তুললো রেঞ্জারদের দিকে। "আর এখন থেকে প্রতি শিফ্‌টে দুটো করে পাহারা চাই আমি, প্রত্যেক পাহারায় দু-জন করে থাকবে! জঙ্গলে কোন সিভিলিয়ান অথবা রেঞ্জারের একা চলাফেরা করতে পারবে না। একদমই না। আমি চাই প্রত্যেকটা ক্যাম্পের নদীর দিকটায় মোশন-সেন্সর বসানো হোক, শুধু জঙ্গলের দিকে নয়।"

"ইয়েস, স্যার।"

ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান নাথানদের দিকে ঘুরল। কোন উষ্ণতা নেই তার কথায়, আছে শুধু আলোচনাটা শেষ করার আভাস। "সাহায্যের জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।"

বনের পথ ধরে ফিরে আসছে দলটি। হাঁটা শুরু করতেই নিজেকে আবারো অসাড় মনে হল কেলির। আরও একজন গেল...এত তাড়াতাড়ি! ফায়ার লিয়ানা গাছের পাশ দিয়ে যাবার সময় খুব সতর্ক চোখে তাকাল লতাগুলোর দিকে। এই বনে শুধুমাত্র রাসায়নিক যুদ্ধই চলছে না চলছে খাবারের জন্য বন্য-বর্বর আক্রমণও। যেখানে শক্তিশালীরা খাচ্ছে দূর্বলকে।

ক্যাম্পে ফিরে আগুনের কুণ্ডুলির উষ্ণতা আর আলো পেয়ে ভাল লাগালো তার। ক্ষণিকের জন্যে হলেও এ আগুন জঙ্গলের আধারময় হৃৎপিণ্ডটা দূরে সরিয়ে রাখছে, দেখাচ্ছে নতুন দিনের আশা। সে দেখল ক্যাম্পে থেকে যাওয়া টিম-মেটরা তাদের দিকে তাকাচ্ছে। তাদের চোখে-মুখে কৌতুহল। আনা ফঙ দাঁড়িয়ে আছে রিচার্ড জেনের পাশে। ফ্রাঙ্কের সঙ্গি অপারেটিভ অলিন পাস্তারনায়েক আগুনের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ো হাত দুটো গরম করছে।

ম্যানুয়েল খুব দ্রুত বর্ণনা করল সবকিছু। কিছুক্ষণ তার কথা শুনেই আনা ফঙ হাত দিয়ে তার মুখ ঢেকে ফেললো, সহ্য করতে না পেরে ঘুরে চলে গেল সে। রিচার্ড জেন সব শুনে মাথা নাড়ল কেবল। আর অলিন পাস্তারনায়েক তার স্বভাবসুলভ নির্বিকার ভঙ্গিতে কথাগুলো শুনে গেল। তার দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে আগুনের উপর। তাদের প্রতিক্রিয়ায়

কেলির কোন আগ্রহ নেই। তার সমস্ত চিন্তাজুড়ে আছে দু-জন মানুষ–নাথান এবং কাউয়ি। ক্যাম্পফায়ারের পাশে বসে কেলি দু-জনের উপর নজর রাখছে। কাউয়ি নাথানকে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল। আড়চোখে কেলি দেখছে তাদের। কোন বাক্য-বিনিময় হলো না তাদের মধ্যে কিন্তু কাউয়ির চোখে-মুখে যে অনুসন্ধানী অভিব্যক্তি তা ঠিকই ধরা পড়ল তার চোখে। একটা না-বলা প্রশ্ন ছুড়ে দিল প্রফেসর, নাথানও উত্তর দিল মাথাটা একটুখানি নেড়ে। নিঃশব্দে তাদের মধ্যে কিছু একটা বিনিময়ের পর কাউয়ি তার পাইপটা নিয়ে কয়েক পা দূরে গিয়ে দাঁড়াল, যেন কিছুটা সময় একা থাকতে চাইছে সে।

কেলি মুখ সরিয়ে নিল। বৃদ্ধ লোকটির ব্যক্তিগত গোপনীয়তার ব্যাঘাত ঘটাতে চায় না সে। ঘুরতেই সে দেখল নাথান তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে চোখ ফিরিয়ে নিল আগুনের দিকে। নিজেকে বোকা বোকা আর অনেক ভীত মনে হচ্ছে। একটা ঢোক গিলে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল। তার মনে পড়ল লোকটার শক্ত-সামর্থ হাত দুটো হঠাৎ ধরে ফেলেছিল তাকে, বাঁচিয়েছিল পড়ে যাওয়া থেকে। সে টের পেল নাথান এখনো তার দিকে তাকিয়ে আছে। সেই দৃষ্টি যেন সূর্যের তাপ হয়ে ওর চামড়ায় এসে লাগছে। উষ্ণ, গভীর আর তীক্ষ্ণ এক অনুভূতি হলো, কিন্তু আগের চিন্তাটা ফিরে আসতেই এই অনুভূতি ম্লান হয়ে গেল। কি লুকাচ্ছে মানুষটা?

অধ্যায় ৭

তথ্য সংগ্রহ
আগস্ট ১২, সকাল ৬:২০
ল্যাংলে, ভার্জিনিয়া

লরেন ওব্রেইনের কাজে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। "জেসি!" জোরে ডাক দিয়ে বানানো স্যান্ডউইচটা পাশে রেখে লাঞ্চ-বক্সের ঢাকনা আটকে দিল। "তাড়াতাড়ি নেমে এস, সোনা।" ডে-কেয়ার সেন্টারটা বিশ মিনিটের পথ। ওখানে যেতে হলে ল্যাংলের গাড়িবহরের সাথে রীতিমত যুদ্ধ করতে হয়। ঘড়িতে সময় দেখে চোখ কপালে ওঠার উপক্রম হলো তার। "মার্শাল!"

"এই তো আসছি আমরা," একটা দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল।

লরেন ডাক দিয়ে ঘরের কোণার দিকে গিয়ে দাঁড়াল। তার স্বামী তাদের একমাত্র নাতনীটিকে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনছে। খুব সুন্দর একটা জামা পরানো হয়েছে জেসিকে, যদিও তার মোজাগুলো জামার সাথে ম্যাচ করে নি তবুও এতেই চলবে। এতদিন পর সে ভুলেই গেছে ছোট বাচ্চা লালন করার অনুভূতিটা। হিসেব-নিকেশ, পরিকল্পনা সব পরিবর্তন করতে হবে আবার।

"ডে-কেয়ার সেন্টারে ওকে নিয়ে যেতে পারব আমি," সিঁড়ির শেষ ধাপটা অতিক্রম করে বলল মার্শাল। "নয়টার আগে কোন মিটিং নেই আমার।"

"না, আমিই পারব।"

"লরেন..." সে তার কাছে গিয়ে গলায় আল্‌তো করে চুমু খেল। "তোমায় একটু সাহায্য করতে দাও।"

সে ঘুরে কিচেনে ছুটল, লাঞ্চ-বাক্সটা ঠিকমত আটকানো হয়েছে কিনা দেখে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। "যত তাড়াতাড়ি পার তোমার অফিসে যাওয়া উচিত।" কণ্ঠ থেকে চিন্তার ছাপ দূরে রাখতে চাইলো সে।

কিন্তু স্ত্রীর কথাটা কানেই তুলল না মার্শাল। "জেসি, তুমি সোয়েটার নাও নি কেন?"

"নিচ্ছি, গ্র্যান্ড-পা," সে বড় দরজাটার দিকে ছুটল।

মার্শাল ঘুরে দাঁড়াল লরেনের দিকে। "ফ্রাঙ্ক আর কেলি ভাল আছে। কোন রকম কিছু হলে সাথে সাথেই জানতে পারব আমরা।"

মাথা নাড়ল লবেন। এখনও সে স্বামীর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। সে চায় না তার ভয়ের কান্না মার্শাল দেখুক। গতরাতে তারা খবর পেয়েছে কুমিরের আক্রমণে পড়া প্রথম রেঞ্জারটার কথা, তারপর কয়েক ঘণ্টা বাদেই ফোনটা আবার বেজে ওঠে। মার্শাল কথা বলতেই ওর কণ্ঠটা কেমন যেন ঠেকছিল আর তা থেকেই লরেন বুঝতে পেরেছে এবারের খবরটা আরও ভয়াবহ। এত রাতে ফোন করে খবরটা দেয়ার অর্থই হল খারাপ

কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে। হয়ত কেলি অথবা ফ্রাঙ্কেরই। সে পুরোপুরি নিশ্চিত। কথা বলা শেষে ফোন রেখে মার্শাল যখন দ্বিতীয় রেঞ্জারটার ঘটনা বর্ণনা করল, লরেন ভেঙে পড়েছিল স্বার্থপরতাপূর্ণ পরিত্রাণের কান্নায়। কিন্তু এখনও তার ভেতরটা কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে একটা ভয় যেটাকে কোনভাবেই মুছে ফেলতে পারছে না। দু-জন মরেছে...আরও কতজন মরবে? বাকি রাতটা একফোঁটাও ঘুমাতে পারে নি সে।

"আরও দু-জন রেঞ্জার পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে আমাজনে, ওদের সাথে আরও শক্তিশালী প্রটেকশান ব্যবস্থা রয়েছে।"

সে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে চোখের পানি মুছল। অবুঝ হয়ে পড়ছিল যেন। এই তো গত রাতেই তার যমজ সন্তান দুটোর সাথে কথা হয়েছে। ঘটনার নির্মমতা ওদেরকে নাড়িয়ে দিয়েছে সত্যি কিন্তু তারপরও ওরা যথেষ্ট সংকল্পবদ্ধ অভিযানটি এগিয়ে নিতে।

"বাচ্চা দুটো খুব শক্তমনের," বললো মার্শাল, "প্রাণশক্তিতে ভরা আর বেশ সতর্ক। বোকার মত কোন সিদ্ধান্ত তারা নেবে না।"

লরেন এখনও তার স্বামীর দিকে পেছন ফিরে আছে। "বোকার মত মানে?" বিড়বিড় করে বললো সে। "তারা তো ঐ জঙ্গলেই, তাই না? এটাই কি যথেষ্ট বোকামি নয়?"

মার্শাল তার কাঁধে হাত রাখল। পেছনের চুলগুলো আল্‌তো করে সরিয়ে মৃদু একটা চুমু খেল ঘাড়ে। "তারা ভালই থাকবে," কানের কাছে ফিসফিস করে বলল সে। এই চুয়ান্ন বছর বয়সেও মার্শাল এখনও চোখে পড়ার মত সুদর্শন ও শক্ত-সামর্থ। শরীরে আইরিশ রক্ত। কপালের দু-পাশের চুলগুলোই শুধু কালো থেকে রুপালী হতে শুরু করেছে। শক্ত চোয়াল দুটো মিশেছে কোমল দুটি ঠোঁটে। চোখ দুটো নিলচে-বাদামী। যে চোখ এখন সম্পূর্ণ নিবদ্ধ লরেনের উপর।

"কেলি এবং ফ্রাঙ্ক দু-জনেই ভাল থাকবে," ছোট্ট করে বলল সে। "তোমার মুখ থেকে এটা একবার শুনতে চাই।"

সে নিচের দিকে তাকাতে চাইল কিন্তু মার্শালের আঙুলগুলো তার মুখটাকে উপরের দিকে তুলতে বাধ্য করল যেন।

"বল...প্লিজ, আমার জন্যে হলেও একবার বল। আমিও শুনতে চাই এটা।"

স্বামীর চোখেও বেদনার শিখা জ্বলতে দেখল লরেন। "কেলি এবং ফ্রাঙ্ক...ভাল থাকবে।" কথাগুলো যদিও অস্পষ্টভাবে বলল তারপরও জোরেসোরে বলার কারণে মনের ভেতরে এক নিশ্চয়তাপূর্ণ প্রশান্তি অনুভব করল সে।

"অবশ্যই ভাল থাকবে। ওরা তো আমাদেরই সন্তান, আমরাই বড় করেছি ওদের, তাই না?" সে হালকা একটু হাসল লরেনের দিকে তাকিয়ে। দুঃখের দীপ্তি ম্লান হতে শুরু করেছে তার চোখ থেকে।

"হ্যা, তা তো অবশ্যই।" বাহুডোরে স্বামীকে জড়িয়ে ধরল।

কিছুক্ষণ এভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর মার্শাল তার কপালে চুমু খেল। "আমি জেসিকে ডে-কেয়ার সেন্টারে নিয়ে যাচ্ছি।"

আপত্তি করল না সে। বড় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নাতনীকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করে সে-ও নিজের বিএমডব্লিউ গাড়িটিতে চড়ে বসল। ইন্সটার ইন্সটিটিউটে পৌছতে যে চল্লিশ মিনিট খরচ হল তা একরকম অস্বস্তিতেভরা তাই গন্তব্যে পৌছে ব্রিফকেসটা হাতে নিয়ে পাসওয়ার্ড পাঞ্চ করে মেইন-দরজাটা অতিক্রম করে মূল ভবনে ঢুকতেই খুব স্বস্তি লাগল তার। অমন বিদঘুটে এক রাতের পর নিজেকে ব্যস্ত রাখাটা খুবই জরুরি, বিশেষ করে তার দুশ্চিন্তাগুলো দূরে রাখতে পারবে অন্তত। সে তার অফিসের দিকে এগোতেই কয়েকজন পরিচিত মানুষের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করল। হাই-হ্যালো-গুড মর্নিং বলতে বলতে এগিয়ে চলল সে। ইমিউনলজি বিষয়ক রিপোর্টটা আজকেই সম্পন্ন করতে হবে। জেরাল্ড ক্লার্কের ইমিউন-সিস্টেমের পরিবর্তন নিয়ে কেলি যে তত্ত্ব দিয়েছে তা নিয়েও বেশ উদ্বিগ্ন লরেন। প্রাথমিক ফলাফল এবং দেহ খণ্ডগুলো সে-রকম কোন কাজে আসে নি। ক্যান্সার ওর শরীরটাকে এমনভাবেই আক্রমণ করেছে যে কোন রকম ফলাফল বের করে আনা অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। অফিসে পৌছে লরেন দেখলো এক আগন্তুক তার দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

"গুড মর্নিং, ডা. ওব্রেইন," একটা হাত বাড়িয়ে দিল লোকটি। বয়স পঁচিশের বেশি হবে না, হালকা-পাতলা গড়ন, শেভ করা মাথা, গায়ে নিল রঙের সার্জিক্যাল অ্যাপ্রন।

লরেন এমইডিইএ-এর প্রজেক্টের প্রধান হবার সুবাদে রিসার্চ টিমের সবার নামই জানে। কিন্তু এই লোকটা কে? "হ্যা, আপনি?"

"আমি হ্যাংক অ্যালভিসো।"

নামটা অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল তার, তবুও মাথা ঝাঁকাল সে। মনে করার চেষ্টা করল লোকটা তার পরিচিত কিনা।

"মহামারী বিভাগ," বললো সে। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলার দ্বিধান্বিত হাবভাব পরিস্কার বুঝতে পারছে সে।

মাথা নেড়ে সায় দিল লরেন। "ও, হ্যা, মনে পড়ছে, আমি দুঃখিত, ডা. অ্যানভিসো।" এই তরুণ একজন এপিডেমিওলজিস্ট, কাজ করে স্ট্যানফোর্ডে। সামনা-সামনি কখনো তাকে দেখে নি লরেন। রোগ কিভাবে ছড়ায় এবং মহামারীতে রূপ নেয় সে-বিষয়ে কাজ করে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সে। "আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?"

সে একটা ম্যানিলা ফোল্ডার তুলে ধরল। "আমি খুব খুশি হব যদি এগুলো একটু দেখেন।"

লরেন ঘড়ি দেখল। "ইমিউনলজিতে দশ মিনিটের ভেতর আমার একটি মিটিং আছে।"

"ওসব কিছুর চেয়েও আপনার এটা দেখা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

লরেন তার অফিসের দরজাটা ম্যাগনেটিক আইডি-কার্ড দিয়ে খুলে ভেতরে নিয়ে গেল অ্যানভিসোকে। বাতি জ্বালিয়ে নিজের চেয়ারে বসে অতিথিকেও বসতে বলল সে। "বলুন, আপনি কি পেলেন?"

"এটার উপরেই কাজ করে আসছি আমি বেশ কিছু দিন ধরে," সে ফোল্ডারের ভেতরে হাত ঢোকাল। "আমি কিছু তথ্য খুঁজে পেয়েছি যেগুলো বেশ বিদ্‌ঘুটে কিংবা বলতে পারেন অপ্রত্যাশিত, সঙ্গত কারণেই এগুলো আপনাকে দেখাতে চাইছি।"

"কি তথ্য?"

"আমি ব্রাজিলিয়ান মেডিকেল রেকর্ডগুলো ঘেটে দেখেছি, জেরাল্ড ক্লার্কের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোন ঘটনা পাওয়া যায় কিনা।"

"অন্য কারোন এমন বিস্ময়কর রিজেনারেশন হয়েছে কিনা?"

লাজুকভাবে হাসল সে। "আসলে সেটা নয়, তবে আমি চেষ্টা করছিলাম আমাজন রেইন-ফরেস্টে বসবাসকারীদের মধ্যে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার হারটা নিরুপনের মাধ্যমে জেরাল্ড ক্লার্ক ঠিক যে জায়গাটায় মারা গিয়েছিল সেই জায়গাটাকে এক সূতোয় বাঁধতে। আমি ভেবেছিলাম পরক্ষভাবে হলেও আমরা সে-সব অঞ্চল সনাক্ত করতে পারব যে-সব অঞ্চল দিয়ে জেরাল্ড ক্লার্ক ভ্রমন করেছে।"

নড়েচড়ে বসল লরেন। ব্যাপারটাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাটা বেশ কৌতুহলোদ্দীপক, এমন কি এভাবে দেখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে ডা.অ্যালভিসোকে এই কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। যদি সে জেরাল্ড ক্লার্কের ক্যান্সারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোন ক্যান্সারের খোঁজ আমাজনের কোথাও আবিষ্কার করতে পারে তবে অনুসন্ধান কাজের পরিধিটা অনেক ছোট হয়ে আসবে। ফলে কেলি ও ফ্রাঙ্ককে বেশি সময় জঙ্গলে অবস্থান করার দরকার হবে না। "তো কি পেলেন অবশেষে?"

"ঠিক যা আশা করেছিলাম তা অবশ্য পাই নি," চিন্তিত মুখে বলল সে। "জঙ্গলের ও আশেপাশের প্রত্যেকটি সিটি হাসপাতাল, মেডিকেল ফ্যাসিলিটি ও ছোট-ছোট ফিল্ড ক্লিনিকগুলোর সাথে যোগাযোগ করেছি আমি, তারাও আমাকে আমার চাহিদা অনুযায়ী বিগত এক দশকের সকল মেডিকেল রেকর্ড পাঠিয়ে যাচ্ছে। এই বিপুল পরিমাণ তথ্য কম্পিউটার দিয়ে বিশ্লেষণ করে অবশেষে কিছু তথ্য জড়ো করেছি আমি।

"কিছু কি পেয়েছেন ঐসব এলাকায় ক্যান্সারের প্রাদূর্ভাব নিয়ে?" কণ্ঠে আশা নিয়ে জিজ্ঞেস করল লরেন।

মাথাটা একটু নাড়ল সে। "পেয়েছি তবে একটাও জেরাল্ডের মত নয়। তার বিষয়টা একেবারেই আলাদা।"

লরেন তার হতাশা চেপে রাখলেও কণ্ঠে বিরক্তি ভাব ঠিকই ফুটে উঠলো। "তাহলে আর কী এমন পেলেন?"

ডা. অ্যালভিসো একটা কাগজ বের করে এগিয়ে দিলে কাগজটা হাতে নিয়ে রিডিং গ্লাসটা পরে নিল লরেন। এটা উত্তর-পশ্চিম ব্রাজিলের একটা ম্যাপ। নদীগুলো সাপের মত একেঁবেঁকে ঐ অঞ্চলের ভেতর দিয়ে আমাজন নদীতে গিয়ে মিশেছে। নগর ও শহরগুলোকে ছোট-ছোট বিন্দু দিয়ে দেখানো হয়েছে, সবগুলোই গড়ে উঠেছে নদীর আশেপাশে। সাদা-কালো ম্যাপটার কয়েকটি জায়গায় লাল রঙের ক্রস চিহ্ন দেয়া।

"এই যে...এই জায়গাগুলোই আমাকে তথ্য সরবরাহ করেছে। তাদের সাথে কাজ

করার সময় বার্সেলো সিটির এক হাসপাতালের একদল ডাক্তারের আমার যোগাযোগ হয়।" তার কলমটি আমাজনের কাছে একটি শহরের দিকে নির্দেশ করল। জায়গাটা মানাউস থেকে নদী পথে দুই মাইলের মত হবে। "এক অজানা ভাইরাস থেকে সৃষ্ট রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল ওখানকার শিশু ও বয়োজ্যেষ্ঠদের মাঝে। শুনে প্রথম দিকে মনে হয়েছিল ওটা কোন একধরনের হেমোরিজিক ফিভার। শরীরে জ্বর, জন্ডিস, বমি করা, মুখের ভেতর ঘা হওয়া এই সব আর কি। আমাকে যখন জানানো হয় ততদিনে এক ডজনেরও বেশি শিশু মারা গেছে ঐ রোগে। বার্সেলোর এক ডাক্তার বললো, এমন রোগ সে আগে কখনো দেখে নি। পরে সে এ বিষয়ে সাহায্য করতে অনুরোধ করলে আমি রাজি হয়ে যাই।"

ভ্রু-কুঁচকালো লরেন, কিছুটা বিরক্তও সে। এই মহামারী বিশেষজ্ঞকে পয়সা দিয়ে ভাড়া করে উড়িয়ে আনা হয়েছে শুধুমাত্র এই নির্দিষ্ট বিষয়টির উপর কাজ করার জন্য? কিন্তু সে কোন কথা না বলে তাকে আরো বলে যেতে দিল।

"যেহেতু ঐ অঞ্চলের সব রকম মেডিকেল টিমের সাথেই আমার নিজস্ব কাজটি নিয়ে যোগাযোগ তৈরি হয়েই ছিল সেহেতু আমি ঐ নেটওয়ার্ককেই কাজে লাগালাম। আমি তাদের সবার কাছেই একটা জরুরি অনুরোধ পাঠালাম, এরকম কোন রোগের সাথে তারা পরিচিত কিনা সেটা যাচাই করে আমার কাছে রিপোর্ট পাঠাতে।" ডা. অ্যালভিসো দ্বিতীয় কাগজটি বের করে এগিয়ে দিল। এটাও মনে হলো আগের ম্যাপটার মতই–নদীগুলো, ক্রস চিহ্ন, সব ঠিক জায়গাতেই আছে। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাপটিতে কয়েকটি ক্রসের চারপাশে নীলবৃত্ত আঁকা, আর প্রত্যেকটার পাশেই আলাদা আলাদা তারিখ দেয়া। "এই সার্কেল দেয়া জায়গাগুলোতেও ঐ রোগের উপস্থিতি দেখা গেছে।"

লরেনের চোখ প্রসারিত হলো। "সার্কেল দেয়া জায়গার সংখ্যা অনেক। কমপক্ষে এক ডজনেরও বেশি মেডিকেল টিম এই কেসগুলো দেখেছে।"

"আপনার এখানে কি এ-রোগের কোন লক্ষণ দেখা গেছে?"

লরেন তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর মাথা নাড়ল। এপিডেমিওলজিস্ট একটা সার্কেল দেয়া ক্রস দেখাল তাকে।

"প্রত্যেকটি রিপোর্টেরই তারিখ দিয়েছি আমি। এটাই রিপোর্ট করা সর্বশেষ জায়গা।" সে জায়গাটার উপর টোকা দিল। "এটাই ওয়াওয়ের মিশনারি।"

"জেরাল্ড ক্লার্ককে যেখানে পাওয়া গিয়েছিল?"

মাথা নেড়ে সায় দিল ডক্টর। এখন তার মনে পড়েছে, আমাজনে ফ্রাঙ্করা পৌছানোর প্রথম দিনেই যে ফিল্ড রিপোর্টটা পাঠিয়েছিল তার কথা। ওতে বলা হয়েছিল ওয়াওয়ের মিশনারি ও তার আশপাশ এলাকা ধ্বংস করে ফেলেছে বেশ কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইন্ডিয়ান। কোন এক অজ্ঞাত রোগ গ্রামের কিছু শিশু মারা যাবার পর তারা খুব ভয় পেয়ে যায়।

"স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায় আমি জায়গাগুলো পরীক্ষা করে দেখেছি," বলে চলল অ্যালভিসো। নীল রঙের বৃত্তগুলোর উপর দিয়ে কলম টেনে নিচের দিকে আসতে শুরু করল সে। "যে ছোট স্টিমবোটটা জেরাল্ড ক্লার্কের লাশ বহন করেছে সেটা ঠিক এই

বন্দরগুলোতে থেমেছিল।" নদীর আশেপাশের শহরগুলো দেখালো সে। "এসব জায়গা দিয়ে জেরাল্ডের লাশটা নিয়ে যাবার পর পরই ঐ অজ্ঞাত রোগ ওসব এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।"

"মাই গড," বিড়বিড় করে বলল লরেন। "আপনি মনে করছেন লাশটা রোগ সৃষ্টিকারী কিছু প্যাথোজেন বহন করেছে?"

"প্রথমে এমনটাই চিন্তা করেছিলাম। ভেবেছিলাম এটাও একটা সম্ভাব্য কারণ হতে পারে। মৃতদেহটাকে ওয়াওয়ে থেকে বহন করার কাজে তো একাধিক ক্যারিয়ার ব্যবহার করা হয়েছে। আর প্রায় সবরকম পরিবহণই করা হয়েছে বিভিন্ন নদীপথে তাই যেকোন ধরণের ছোঁয়াচে রোগ খুব সহজেই ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবে রোগটা যে পদ্ধতিতে ছড়াল সেটাই কিন্তু সর্বশেষ প্রমাণ নয় যে, জেরাল্ডের বডিটা ছোঁয়াচে রোগের ভাইরাসের উৎস ছিল।"

লরেন যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল। "লাশটা রোগের উৎস ছিল না। ব্রাজিল থেকে ওটা পাঠানোর আগেই আমার মেয়ে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়গুলো পর্যালোচনা করেছে। রোগ সৃষ্টিকারী কোনধরণের প্যাথোজেন আছে কিনা তাও পরীক্ষা করা হয়েছিল। কলেরা, ইয়োলো ফিভার, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, যক্ষ্মা এসব পরিচিত প্যাথোজেন খোঁজ করা হয়েছিল কিন্তু কিছুই পাওয়া যায় নি, পুরো লাশটাই ক্লিন ছিল।"

"কিন্তু আমার তা মনে হয় না।" সে তার ফোল্ডারের ভেতর থেকে সর্বশেষ কাগজটি বের করে আনল। মিয়ামির সিডিসি রিপোর্ট ওটা। "ক্লার্কের লাশটা মিয়ামির ইন্টারন্যাশনাল কস্টামসে অফিসিয়ালভাবেও একবার পরীক্ষা করা হয়েছিল। ওই রিপোর্ট বলছে স্থানীয় তিন শিশু এ রোগে আক্রান্ত। সবগুলো শিশুই ঐ এয়ারপোর্টে কর্মরত মানুষজনের।"

লোকটার মুখ থেকে এমন ভীতি জাগানো কথা শুনে লরেনের মনে হল সে যেন তার চেয়ারে ডুবে যাচ্ছে। "তাহলে রোগটা যা-ই হোক না কেন সেটা এখন এখানে চলে এসেছে। আমরাই ওটা এখানে এনেছি। আপনি এখন এটাই বলতে চাচ্ছেন, তাই না?"

মাথা নেড়ে সায় দিল ড. অ্যালভিসো।

"এটা কতটা ছোঁয়াচে? কতটা ক্ষতিকর?"

লোকটার কণ্ঠ যেন হঠাৎ করেই যান্ত্রিক হয়ে উঠল। "নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন।"

লরেন এই ব্যক্তি সম্পর্কে ভালই জানে। বয়সে তরুণ হলেও তার কর্মজগতে সে-ই সেরা, তা-না হলে তাকে একাজে জড়ানো হতো না। "আপনার অনুমাণ কি বলে? কি হতে পারে বলে মনে করছেন? আমার মনে হয় কিছু একটা পেয়েছেন আপনি, তাই না?"

বড়সড় একটা ঢোক গিললো সে। "রোগ পরিবহণের হার ও পরিপূর্ণ মাত্রায় এটা সক্রিয় হওয়ার সময়কে প্রাথমিকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এটা সাধারণ ঠাণ্ডা-কাশির ভাইরাস থেকে শতগুন বেশি ছোঁয়াচে...আর এটা ইবোলা ভাইরাসের মতই মারাত্মক।"

লরেনের মনে হল তার মুখমণ্ডলজুড়ে রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে। "আর মৃত্যুর হার?"

ডা. অ্যালভিসো নিচের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল কেবল।

"হ্যাঙ্ক?" ভগ্নস্বরে বলল লরেন, ভয়ে তার কণ্ঠ চেপে আসছে যেন।
মুখ তুলল অ্যালভিসো। "এখন পর্যন্ত একজনকেও বাঁচানো যায় নি।"

১২ আগস্ট, ভোর ৬:২২
আমাজন জঙ্গল

লুই ফ্যাভ্রি তার ক্যাম্পের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, উপভোগ করছে সূর্যদয়ের সময়টাতে নদীর সৌন্দর্য দেখতে। দীর্ঘ এক কর্মময় রাতের শেষে খুব শান্ত এক মুহূর্ত। শত্রুর ক্যাম্পের একেবারে নাকের ডগা দিয়ে এক কর্পোরালকে অপহরণের পরিকল্পনা করে সেটাকে বাস্তবে রুপ দিতে গিয়ে বেশ কয়েক ঘন্টা সময় পার হয়ে গেছে। ফলাফলটা বরাবরের মতই, কোন রকম ব্যর্থতা ছাড়াই কাজটা সম্পাদন করেছে তার দল।

এখন এই চারদিন পর অন্য দলের উপর গোপনে নজরদারি করার কাজটি রুটিনের ছকে বেঁধে ফেলা হয়েছে। প্রতি রাতে নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক মানুষ রানারের কাজ করে। রেঞ্জারদের থেকে বেশ খানিকটা পথ সামনে এগিয়ে থেকে অবস্থান করে তারা। গভীর জঙ্গল মাড়িয়ে সুবিধামত কোন জায়গায় পৌছে তারা শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত লম্বা গাছগুলোতে চড়ে বসে। তারপর সেখানে ডাল-পালার আড়ারে চমৎকারভাবে গা ঢাকা দিয়ে ঘাপটি মেরে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে থাকে নিচের রেঞ্জারদের ওপর। গোপনে প্রহরা চলাকালীন সময়ে তারা বাকি সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রাখে রেডিওর মাধ্যমে। সারাটা দিনজুড়ে লুই তার বাকি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে প্যাডেল-নৌকার এক কাফেলাযোগে এগিয়ে গেছে সামনে। অন্যদের থেকে দশ কিলোমিটার পেছনে অবস্থান করছিল তারা। শুধুমাত্র রাতেই একটু কাছাকাছি এসেছে সবাই।

নদীর দিক থেকে ঘুরে গভীর জঙ্গলের দিকে হাটা শুরু করল লুই। অসংখ্য গাছের আড়ালে তাদের ক্যাম্পটা এমন এক জায়গায় যে বাইরে থেকে সেটা বোঝা কঠিন। দেখতে হলে উপর থেকে দেখতে হবে। সে আশেপাশে এলাকাটা একটু ঘুরে দেখল। তার চল্লিশ জনের দলটি ক্যাম্প গুটিয়ে নিতে শুরু করেছে। দলটি বেশ বৈচিত্রময়। তামাটে চামড়ার ইন্ডিয়ানদের সংগ্রহ করা হয়েছে বিভিন্ন গোত্র থেকে, দীর্ঘকায় কৃষ্ণাঙ্গ মারুনদের আনা হয়েছে ডাচ-গায়ানা থেকে। শ্যামলবর্ণের কলম্বিয়ানদের ভাড়া করা হয়েছে মাদক-ব্যবসা থেকে। তবে এত পার্থক্য থাকার পরও একটা দিক থেকে সবারই মিল আছে–সবাই প্রচুর পরিমাণে কষ্টসহিষ্ণু। রক্তাক্ত ছায়াময় জঙ্গল তাদেরকে ভেঙে-চুড়ে গড়ে দিয়েছে নতুন করে, ছাপ রেখেছে রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

রাইফেল এবং বন্দুকগুলো নৌকার পালের কাপড়ে পেঁচিয়ে ঘুমানোর জায়গার ঠিক পাশেই সারি করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্রগুলোও তার দলের লোকজনের মতই বৈচিত্রময়। জার্মান হেকলার এবং এমপিএস, চেক স্করপিয়ন, ছোট আকৃতির সাবমেশিন গান, ইসরাইলে বানানো উজি, এমনকি বহু পুরনো কিছু ব্রিটিশ স্টেনগানও আছে তাদের কাছে। প্রত্যেকেই নিজের পছন্দমত অস্ত্র রেখেছে যেমনটা রেখেছে লুই নিজেও।

লুইয়ের পছন্দের হল কমপ্যাক্ট মিনি উজি। এটার ক্ষমতা এর সহোদরদের মতই কিন্তু দৈর্ঘ্যে মাত্র চৌদ্দ ইঞ্চি। এটার কার্যকারী নক্সার কারণে লুই খুব সন্তুষ্ট। ছোটখাট কিন্তু প্রাণঘাতি। ঠিক তার মতই!

তাদের এতসব অস্ত্রের পাশে আরেকটি জিনিস যোগ হয়েছে। টিমের কিছু সদস্য বেশ কতগুলো ম্যাশেট চাপাতি ধার দিচ্ছে। পাথরের উপর স্টিলের ঘর্ষণের শব্দ মিশে যাচ্ছে ভোরের পাখির ডাক আর বানরের চিৎকারের সাথে। হাতে-হাতে যুদ্ধ একটা ভাল ধাঁরালো ছুরি বন্দুকের চেয়েও বেশি কাজে দেয়।

ক্যাম্পের সব কিছু ঘুরে দেখা শেষ হতেই তার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড তার দিকে এগিয়ে এল। লোকটা লম্বা ও কৃষ্ণকায়, মারুন গোত্রের বাসিন্দা। নাম জ্যাক। মাত্র তের বছর বয়সে তারই প্রতিবেশী এক গোত্রের মেয়েকে ধর্ষণ করার অপরাধে গ্রাম থেকে বের করে দেয়া হয় তাকে। বাল্যজীবনটা জঙ্গলেই কেটেছে। আর তারই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে সে এখনো –তার নাকের একটা পাশ নেই, পিরানহা মাছের আক্রমণের শিকার হয়েছিল ছোটবেলায়। সে খুব ভদ্রতার সাথে মাথা নেড়ে সায় দিল, "ডক্টর।"

"হ্যা, জ্যাক, বলো।"

"মিসট্রেস টুসি বোঝাতে চাইছেন, তিনি আপনার জন্য প্রস্তুত।"

হাফ ছাড়ল লুই। অবশেষে বন্দি এতক্ষণে প্রমান করেছে সে যথেষ্ট কঠিন। পকেটে হাত দিয়ে একটা ডগ-ট্যাগ বের করে এনে হাতের তালুতে ওটা দিয়ে কয়েকবার আঘাত করে ক্যাম্পের একেবারে প্রান্তে কিছুটা নির্জনতায় বানানো এক তাবুর দিকে এগিয়ে গেল সে। চোখে ধুলা দেয়ার মত এই বিশেষ তাবুটি সাধারনত লুই এবং টুসি একসঙ্গে ব্যবহার করে। কিন্তু গতরাতে এমনটা হয় নি। সারারাত টুসি তার নতুন অতিথির মনোরঞ্জন করেছে।

লুই নিজের উপস্থিতি জানান দিল। 'টুসি ডার্লিং, আমাদের মেহমান কি সাহায্য করতে প্রস্তুত?" সে ঢোকার মুখের কাপড়টা তুলে মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকল।

ভেতরটা অসহ্য গরম। একটা ছোট্ট ব্রেইজিয়ার জ্বলছে ঘরের এক কোণে, যেটার সামনে হাটু গেঁড়ে বসা তার মিসট্রেস। একগুচ্ছ শুকনাপাতা পোড়াচ্ছে সে ছোট্ট স্টোভটার আগুনে। সুগন্ধী ধোঁয়া উপরে উঠছে কুণ্ডুলি পাকিয়ে। উঠে দাঁড়াল সে আগুনের সামনে থেকে। তার কফি বর্ণের ত্বক চকচক করে উঠল হালকা ঘামের কারণে।

লুই তাকিয়ে রইল তার দিকে, যেন ভেতরে টেনে নিচ্ছে তাকে। দ্রুত ছুটে গিয়ে তাকে জাপটে ধরতে ইচ্ছে হলো তার কিন্তু নিজেকে সংযত রাখল। তাদের মাঝে আজ সকালে এক অতিথি উপস্থিত আছে। সে তার মনোযোগ আগন্তুকের দিকে দিল। নগ্নদেহে হাত-পাগুলো চার দিকে ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে আছে।। সারা শরীরে পোশাক বলতে শুধু মুখের ভেতর দলা পাকানো এক টুকরো কাপড়। লুই কর্পোরালের রক্তাক্ত শরীর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল। তার হাতে এখন ডগট্যাগটি। সে একটি ফোল্ডিং ক্যাম্প-চেয়ারে বসল। হাতের ডগট্যাগে খোদাই করা নামটা পড়ল শব্দ করে : "কর্পোরাল জেমস ডি-

মারটিনি। আমি খুব নির্ভরযেগ্য মাধ্যম থেকে জানতে পেয়েছি তুমি আমাদেরকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছো।"

একটু গোঙানির মাত শব্দ করল লোকটি। চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে এল তার।

"এটাকে কি হ্যা হিসেবে ধরে নেব?"

সীমাহীন অত্যাচারে নিঃশেষ রেঞ্জার মাথা নেড়ে সায় দিল। ব্যাথার অপমানে পুরো চুপ্‌সে গেছে সে। কিসে তাকে বেশি কষ্ট দিয়েছে—ভাবল লুই। তার উপর করা নির্যাতন? নাকি ঠিক এই মুহূর্তটা যখন সে মুখ খুলতে যাচ্ছে?

ক্লান্তির এক শ্বাস ফেলে মুখ থেকে কাপড়টা টেনে বের করল লুই। তার দরকার তথ্য। বছরের পর বছর ধরে সে শিখেছে, সফলতা ও ব্যর্থতার ভেতর যে পার্থক্য তা লুকিয়ে থাকে তথ্যের মধ্যে। তার শত্রুপক্ষের টিম সম্পর্কে বিপুল পরিমাণ তথ্য তার কাছে আসছে। তার টিমের সেট সেভিন নামের এক সদস্য সরাসরি তথ্য পাঠায় তার কাছে। সেভিন ছাড়াও আরও অনেক বিশ্বস্ত সুত্রের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করছে সে। কিন্তু এতেও লুইর মন ভরছে না পুরোপুরি। সে এই তরুণ কর্পোরালকে অপহরণ করেছে তার কারণ হলো তার কাছে সরবরাহ করা অন্য সূত্রগুলোর পাঠানো তথ্যে খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে অনেক কিছুই ব্যাপকভাবে অনুপস্থিত। আর্মি রেঞ্জারদের অস্ত্রের মজুদ কেমন, তাদের রেডিও কোড, টাইমটেবিল, এসব তথ্য তারা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সাথে আরও যে জিনিসটা জানা দরকার সেটা মিলিটারিদের এই জঙ্গলে আসার উদ্দেশ্য কি। তারা মুখে তো এটা বলা-বলি করে না। আর অর্ডার বলতে তাদের যা দেওয়া হয় সেটা শুধু মিলিটারিরাই বোঝে। গুপ্তচরদের কান পর্যন্ত পৌছায় না সে-সব। আর সবশেষে লুই এই অপহরণটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে ছুড়ে দিয়েছিল তার দলের প্রতি। একটু পরখ করে দখল তার সঞ্চিত শক্তির সামর্থ্য।

অপহরণকারী দলটি কাজ করল একেবারে নির্ভুলভাবে। লাইটভিশন গ্লাস চোখে দিয়ে ছোটদলটি নদী বেয়ে সবার অলক্ষ্যে রেঞ্জারদের ক্যাম্পের কাছে পৌছায়। তারপর অপেক্ষা। ঠিক উপযুক্ত সুযোগটি আসার সাথে সাথেই এক রেঞ্জারকে ডার্টে বিদ্ধ করে ঘায়েল করে। কুরারি নামের একরকম বিষ দিয়ে ডার্টগুলো বানিয়ে দিয়েছিল টুসি।

শিকারকে করায়ত্ত করার পর তাকে নিয়ে ফেরত আসার সময় আবারও বুদ্ধির খেলা। তাদের ব্যবহৃত পথটা ঢেকে দিয়ে সেখানে আরেকটি ভুলপথ একেঁ দেয়া হয়। খুব কৌশলের সাথে ধোঁকা দেয়া পথটাকে নদীর তীরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে জায়গায় জায়গায় কুমিরের বিষ্ঠা এবং পায়ের ছাপ তৈরি করে ওরা। তার মিসট্রেস অপহৃত ব্যক্তিকে ক্যাম্পে ফিরিয়ে আনা পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার জন্য মুখের সাথে মুখ লাগিয়ে এক রকম এ্যান্টিডোট ঢুকিয়ে দিয়েছিল শরীরের ভেতরে।

কিন্তু টুসি তার মেধার প্রকৃত স্বাক্ষর রেখেছে গতকাল রাতে। সারারাতজুড়ে তার শৈল্পিক অত্যাচারের পদ্ধতিটা ছিল বড়ই বিচিত্র। যন্ত্রণা ও আনন্দের প্রয়োগ একই সাথে, এক অদ্ভুত সম্মোহনীময় ছন্দে চলেছে পুরো রাতজুড়ে, একেবারে মুখ খুলতে রাজি হওয়ার আগ পর্যন্ত।

"প্লিজ, আমায় মেরে ফেলুন," খসখসে গলায় খুব বিনয়ের সাথে বলল রেঞ্জার। রক্ত বেয়ে আসছে তার ঠোঁট থেকে।

"খুব তাড়াতাড়িই সেটা করব, বন্ধু...তবে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।" লুই কিছুটা পেছন দিক হেলে টুসিকে সামনে দিয়ে হেটে যাবার জায়গা করে দিল। ধোঁয়া উড়তে থাকা পাতার আঁটি হাতে নিয়ে সে কর্পোরালের চারপাশে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করেছে। ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে সারা ঘরময়। লুই লক্ষ করল হতভাগ্য কর্পোরাল যতটা সম্ভব নিজেকে গুটিয়ে রাখতে চাইছে মেয়েটির কাছ থেকে। তার ভীতসন্ত্রস্ত চোখ ওর প্রত্যেকটি নড়াচড়া গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।

ব্যাপারটা খুব উত্তেজনারকর ঠেকল লুইর কাছে কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখল শেষ পর্যন্ত। "প্রথমেই মানুষজনের সংখ্যা নিয়ে কথা বলা যাক।" পরবর্তী কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে কর্পোরালের পেট থেকে সব তথ্যই বের করে নিল। আর্মিদের সব কোড, কাজের সময়সূচী সবই বললো কর্পোরাল, কোন কিছুই লিখে নেওয়ার দরকার হলো না লুইর। সব রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ও নাম্বারগুলো মাথায় সাজিয়ে নিয়েছে সে। এই তথ্যগুলো অন্যদলের যোগাযোগে আড়িপাততে দারুণ কাজে আসবে। এগুলো শোনার পর রেঞ্জারদের শক্তিমাত্রা কতটুকু সে বিষয়ে তথ্য আদায় করল লুই। কত ধরনের ও কি পরিমাণেন অস্ত্র আছে, রেঞ্জারদের দক্ষতা কোন্ পর্যায়ের, দূর্বলতা কি কি, আকাশপথে সাহায্যের পরিমাণ কেমন–সবই জেনে নিল সে।

মানুষটাও সব বলে দিল বাচালের মত। গড়গড় করে বলে যাচ্ছে একের পর এক, যতটুকু জানতে চাওয়া হয়েছে তার চেয়েও বেশি।

"...স্টাফ সার্জেন্ট কসটসের ব্যাকস্যাকের ভেতর একটা পকেটে হুইস্কি আছে...দুই বোতল...ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যানের নৌকার ভেতরে এক জায়গায় কাঠের এক ঝুড়ি মিনি নাপাম বোমা আছে...কর্পোরাল কঙ্গারের একটা পেন্থাউস ম্যাগা–" দাঁড়াও, ভাই। সোজা হয়ে বসল লুই। "কি বললে এইমাত্র? নাপাম বোমা?"

"ছোট সাইজের...এক ডজনের মত..."

"বেমা কেন?"

দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল কর্পোরালকে।

"জেম্‌স," কঠিন গলায় বলল লুই।

"আমি...আমি জানি না। আমার মনে হয় জঙ্গলে চলার পথে আটকে থাকা কোন জিনিস অপসারণ করার জন্য।"

"একটা বোমা কি পরিমাণ জায়গা পুরোপুরি ধ্বংস করতে পারে?"

"আমি..." একটু ফুপিয়ে উঠল লোকটি, "...আমি নিশ্চিত নই, হয়তো এক একর...আমি ঠিক জানি না।"

হাতের কনুই দুটো দু-হাটুর উপর ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে এল লুই। কৌতুহলে এক ভুরু উচুঁ হয়ে গেছে তার। "আমার কাছে সত্যি বলছ তো, জেমস?" সে একটা আঙুল

নেড়ে টুসিকে ইশারা করল। বিরক্তিকর আলোচনায় মন না দিয়ে ঘরের এক কোণায় আসন গেঁড়ে বসে কিছু নতুন যন্ত্রপাতি বের করায় ব্যস্ত সে। সংকেত পেয়েই হাতের কাজ ফেলে জঙ্গল ক্যাটের মত চার হাত পায়ে ভর দিয়ে নগ্ন কর্পোরালের কাছে চলে এল।

"না," চাপাকণ্ঠে কেঁদে উঠল সে। "না, আমি আর কিছুই জানি না।"

চেয়ারে আবারো হেলান দিয়ে বসল লুই। "আমি কি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?"

"দয়া করেন আমার উপর।"

"আমার মনে হয় আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি," উঠে দাঁড়িয়ে সে তার মিসট্রেসের দিকে ঘুরল। "আমাদের এখানকার কাজ শেষ, ডার্লিং। সে এখন পুরোপুরি তোমার।" একটু এগিয়ে এসে গালটা এগিয়ে দিল তার দিকে একটা চুমু পাবার আহ্বান চোখেমুখে।

"না," আকুতিভরা কণ্ঠে অনুরোধ করল মাটিতে পড়ে থাকা মানুষটি।

"সময় নষ্ট করো না," টুসিকে বলল লুই। "সূর্য প্রায় মাথার উপর উঠে গেছে, খুব তাড়া তাড়িই নৌকায় চড়তে হবে আমাদের।" একটু হাসল সে। চোখেমুখে ধোঁয়াটে লালসার উপস্থিতি। তাবু থেকে বেরুনোর জন্য পা বাড়াতেই এক নজর তার মিসট্রেসকে দেখে নিল। এরইমধ্যে সে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তার কাজের প্রাথমিক ধাপটি শেষ করার জন্য। হাঁড়ের সূচ, সুতা হাতে নিয়ে প্রস্তুত করছে। সম্প্রতি মাথা কুঁচকানোর এই খেলায় এক নতুন-মাত্রা যোগ করার চেষ্টা করছে টুসি। সে তার শিকারের চোখজোড়া জীবিত অবস্থায়ই সেলাই করতে পছন্দ করে এখন। ভেতরের সত্ত্বাটা যেন পালাতে না পারে শিকারের। শুয়ার গোত্রের শামানরা চোখকে বিশেষ তাৎপর্য দিয়ে থাকে। তাদের কাছে চোখ হলো আত্মার কাছে পৌছানোর রাস্তা।

পেছন থেকে তীক্ষ্ণ এক চিৎকার ভেসে এল।

"টুসি, লোকটার মুখে কাঁপড় গুঁজে নিতে ভুল না," বকুনির সুরে বলল লুই। কথাটা বলতে গিয়ে একটা ভুল করে বসল সে, তাদের দিকে এক নজর তাকাতে হল তার। কর্পোরালের উপর বসে আছে টুসি, তার দুই উরু দিয়ে মাথার দু-পাশ চেপে ধরে আছে। আর হাত দুটো ব্যস্ত সুই-সুতো প্রস্তুত করতে। দুই উরুর মাঝে আটকে থেকে চিৎকার দিচ্ছে রেঞ্জার। আরেকটু ঝুঁকে গেল টুসি। বিস্ময়ে একটি ভুরু উচুঁ হয়ে গেল লুইর। তার কাছে মনে হল নতুন কিছু করতে যাচ্ছে মেয়েটি।

"আমায় ক্ষমা কর, ডার্লিং," বলল লুই তাবু থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে। বকুনিটা একটু তাড়াতাড়িই দেয়া হয়ে গেছে আসলে। মুখে কাপড় গোঁজার কোন প্রয়োজনই নেই। কর্পোরালের ঠোঁট জোড়া এরইমধ্যেই সেলাই করে দিয়েছে টুসি।

অধ্যায় ৮

গ্রাম
১৩ই আগস্ট, দুপুর বেলা
আমাজন জঙ্গল

ছুঁড়ে দেয়া দড়িটা ধরে ফেললো নাথান, তারপর সেটাকে একটা শাল গাছের সাথে বেঁধে দিল সে। তার ভ্রুজোড়া কুঁচকে আছে। "সাবধান," সহযাত্রীদেরকে সতর্ক করল। "জায়গাটা জলমগ্ন, সাবধানে পা ফেলতে হবে সবাইকে।" সে কেলিকে নৌকার উপর থেকে নামিয়ে পাড়ের সবচেয়ে শক্ত মাটির জায়গায় যাওয়া পর্যন্ত সাহায্য করল। তার হাঁটু পর্যন্ত কাদা-পানিতে মাখামাখি, সারাশরীর ভিঁজে গেছে। মুখটা মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তুলে ধরল সে। ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে। সারারাত ঝড়ের শেষে তুমুল বর্ষণ শুরু হয়। এখন এই ঘন্টাখানেক হল মুষলধারে বর্ষণ হচ্ছে। অতিক্ষুদ্র বৃষ্টি কণার বিশাল এক চাদর কুয়াশার মত আছড়ে পড়ছে পুরো জঙ্গলের উপর। আজকের ভ্রমনটা এখন পর্যন্ত বেশ অসহ্যকর বলা চলে। সারা সকালজুড়ে তাদের সবাইকে হস্তচালিত পাম্প দিয়ে নৌকার ভেতর থেকে পানি সেঁচতে হয়েছে। অবশেষে একটু আগে ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান দুপুরের খাবারের জন্য থামতে বললে নাথান খুব খুশি হয়। সবাইকে নৌকা থেকে নামতে সাহায্য করার পর নদীপাড়ের কাদা ভেঙে একটা উঁচু জায়গায় গিয়ে পৌছাল সে। তার চারপাশের পুরো জঙ্গল কাঁদছে, মাথার উপর সবুজের চাদর থেকে ফোটা-ফোটা জল এক হয়ে নিচের দিকে নেমে আসছে অসংখ্য ছোট বড় ধারায়।

এমন প্রতিকূল অবস্থায়ও প্রফেসর কাউয়িকে নিরুদ্বেগ মনে হচ্ছে। পাম-পাতা দিয়ে ঝটপট একটা থলে বানিয়ে জঙ্গলের দিকে খাবার সংগ্রহ করতে ছুটল সে। তার সাথে আছে কর্পোরাল জারগেনসেন। সে-ও ভিঁজে গেছে। তার খিটমিটে চেহারা দেখে মনে হচ্ছে জঙ্গলে ঢুকতে বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই দীর্ঘকায় এই সুইডিশ কর্পোরালের কিন্তু ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যানের কড়া নির্দেশ, এই জঙ্গলে কেউ কোথাও একা যেতে পারবে না, এমন কি অভিজ্ঞ কাউয়িও নয়।

পুরো ক্যাম্পজুড়ে সবাই ডুবে আছে বিষন্নতায়। জেরাল্ড ক্লার্কের শরীর থেকে ছড়িয়ে পড়তে থাকা ছোঁয়াচে জীবাণুটা সম্ভাব্য কি রোগের কারণ হতে পারে সে-সম্পর্কিত তথ্য গতকাল তাদের কাছে পৌছেছে। আক্রান্তদেরকে সুস্থদের থেকে আলাদা করে রাখার জন্য কুয়ারান্টাইন-সেল তৈরি করা হয়েছে মিয়ামিতে এবং জেরাল্ডের লাশ যে ইন্সটিটিউটে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা হচ্ছে তার আশপাশ জুড়ে। পাশাপাশি ব্রাজিলিয়ান সরকারকেও এই বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। একাধিক কুয়ারান্টাইন-সেল তৈরি করা হচ্ছে পুরো আমাজন জুড়ে। এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র শিশু, বৃদ্ধ এবং যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দূর্বল তাদেরকেই ঝুঁকির মুখে ধরা হচ্ছে। আর প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন হিসেবে ধরা হচ্ছে

স্বাস্থ্যবান পূর্ণবয়স্কদের। তবে এখনো অনেক কিছুই জানার বাইরে রয়ে গেছে। এই রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার ধরণ, চিকিৎসা-পদ্ধতি সবকিছুই এখনো অজানা। ওদিকে ইউনাইটেড স্টেটসে একটি চতুর্থ লেভেলের কনটেইনমেন্ট স্থাপন করা হয়েছে ইন্সটার ইন্সটিটিউটের ভেতর এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য।

নাথান ঘুরে তাকাল ফ্রাঙ্ক এবং কেলির দিকে। একটা হাত দিয়ে বোনকে ধরে রেখেছে ফ্রাঙ্ক। এখনো ফ্যাকাশে হয়ে আছে মেয়েটি। তার ছোট্ট মেয়েটাসহ তাদের পরিবারকে ইন্সটার ইন্সটিটিউটের কুয়ারান্টাইনে অন্যসব বিজ্ঞানী এবং কর্মজীবিদের সাথে রাখা হয়েছে। তাদের কারোর মধ্যে এখনো রোগের কোন লক্ষণ দেখা যায় নি কিন্তু নেতিবাচক কিছু ঘটার শঙ্কা কেলির চোখে-মুখে ফুটে উঠছে স্পষ্ট। ঘুরে দাঁড়াল নাথান, তাদের ব্যক্তিগত সময়টুকুতে ব্যঘাত না ঘটিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

গত আট চল্লিশ ঘন্টার ভেতর তাদের দলের কাউকে এই জঙ্গল শিকার বানাতে পারে নি আর এটাই একমাত্র আশাব্যঞ্জক ঘটনা। দুদিন আগে কর্পোরাল ডি-মারটিনিকে হারানোর পর থেকে সবাই খুব সতর্ক হয়ে গেছে। জঙ্গলের ভয়ঙ্কর প্রাণী ও তাদের স্বাভাবসুলভ আচরণ সম্পর্কে নাথান এবং কাউয়ির সতর্কবার্তাগুলো সবাই মনে রেখেছে। এখন নৌকা থেকে নামা বা গোসলের আগে প্রত্যেকে জায়গাটা পরীক্ষা করে নেয়, কাদার ভেতর ডুবে থাকা স্টিংরে অথবা লুকিয়ে থাকা ইলেকট্রিক ইল আছে কিনা। কাউয়ি তাদের শিখিয়েছে কিভাবে সাপ এবং বিচ্ছুদের থেকে দূরে থাকতে হয়। সকালে বুট পায়ে দেবার সময় কেউ-ই ওগুলো ভালভাবে না ঝেড়ে পায়ে দেয় না। নাথান ক্যাম্পের আশপাশ ঘুরে তাদের ক্যাম্পের সীমানাটুকু দেখে নেয়, ভয়ঙ্কর কিছু আছে কিনা তা খুঁজে বেড়ায় সতর্কতার সাথে। ফায়ার লিয়ানা, পিপড়ার বাসা, লুকানো সাপের আস্তানা এগুলো পরীক্ষা করে একেবারে রুটিন মাফিক একটি কাজ হিসেবে। তাদের দলের সাথে যুক্ত হয়েছে নতুন দুই সদস্য, ওরা হারিয়ে যাওয়া দু-জনের জায়গায় এসেছে। ওই দু-জন মনোযোগ দিয়ে কাঠ সংগ্রহ করছে। ওদেরকে ভাল করে দেখল নাথান। দু-জনেই প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাওয়া সৈনিক, উভয়েই নতুন কমিশন পেয়ে রেঞ্জার-ইউনিটে যোগ দিয়েছে। তাদের একজন ট্যাংক-যোদ্ধা, কথায় ব্রনক্সের টান আছে, নাম এডি জোন্স। অপরজন বিস্ময়করভাবে একজন নারী, তাদের রেঞ্জার দলের প্রথম নারী রেঞ্জার। ওর নাম মারিয়া ক্যারেরা। ছয়মাস আগে সংবিধানের দশ নম্বর অধ্যাদেশের সীমাবদ্ধতাপূর্ণ একটি আইন সংশোধন সংক্রান্ত এক বিল কংগ্রেসে পাস হয়, তারপর থেকেই রেঞ্জারদের মত স্পেশাল ফোর্সেও নারীরা অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। তবে এই নতুন নারী রিক্রুটরা স্পেশাল ফোর্সগুলোতে যোগ দিয়েই প্রথম সারির যোদ্ধা হিসেবে কাজ করতে পারে না। অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য আমাজনের এই মিশনের মত বিভিন্ন মিশনে পাঠানো হয় ওদেরকে।

রাতে এক রেঞ্জার হারানোর পরদিন সকালেই নতুন দু-জনকে ওয়াওয়ের বেস-স্টেশন থেকে উড়িয়ে আনা হয়েছে এখানে। মাথার উপর স্থির হয়ে থাকা একটা হেলিকপ্টার থেকে দড়ি বেয়ে নিচে নামে ওরা, তারপর পরই ছোট কয়েকটি ট্যাঙ্কি জ্বালানী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কিছু সরঞ্জাম নামানো হয় ওপর থেকে। এবারের পণ্য সরবরাহটা ছিল

একই সাথে কঠিন ও সর্বশেষ। গতকাল সকাল থেকে তাদের টিম জঙ্গলের আরও গভীরে প্রবেশ করতেই হুয়ির উড়ে আসার সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করেছে নাথানেরা, ফেলে এসেছে আকাশপথ থেকে আসা সাহায্যের পরিধিও। আসলে আজ অবধি তারা প্রায় চারশ মাইলের মত ভ্রমণ করে ফেলেছে। তারপরও তাদের কাছে আসতে সক্ষম দূরপাল্লার একমাত্র যে কপ্টারটি আছে সেটা হলো কালো রঙের কম্যানচি। চকচকে কালো রঙের এই যোদ্ধা দানবটিকে শুধুমাত্র জরুরি প্রয়োজনেই ব্যবহার করা হবে। যেমন দূরের আহত কোন সদস্যকে উড়িয়ে নিতে অথবা উপর থেকে শত্রুদের উপর হামলা চালাতে। অন্যথায় আজকের পর থেকে ভ্রমণের একেবারে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে একলাই পথ চলতে হবে।

সব কিছু ঘুরে ফিরে দেখা শেষ হতেই ক্যাম্পের মাঝখানে ফিরে এল নাথান। কর্পোরাল কঙ্গার এক স্তুপ ছোট ডাল-পালার উপর ঝুঁকে আছে। স্তুপের নিচে কয়েকটি পাতা রেখে তাতে দেয়াশলাই দিয়ে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছে সে। একটা কাঠি জ্বালাতেই উপর থেকে কয়েক ফোটা পানি পড়ে নিভিয়ে দিল শিখাটা। "ধুরো!" তরুণ কর্পোরাল বেশ বিরক্তির সাথে হাতের দেয়াশলাইটা ছুড়ে ফেলে দিল। "শালার সবকিছুই পানিতে ভেঁজা। দাঁড়াও, ম্যাগনেসিয়াম ফ্লেয়ার দিয়ে তোমাদের কপালে আগুন দিচ্ছি।"

"ওগুলো বাঁচিয়ে রাখ," ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান খুব কাছ থেকে আদেশ দিলেন। "আজকের লাঞ্চের জন্য একটা কোল্ড-ক্যাম্পই করা হোক।"

পাশ থেকে ম্যানুয়েল একটু কাতরে উঠল, তার সারা শরীর ভেঁজা। তবে দলের যে সদস্যকে সবচেয়ে হতভাগা মনে হচ্ছে সে হলো টর-টর। জাগুয়ারটি গোমড়ামুখে তার মাস্টারের চারপাশে ধীর ও সদম্ভ পদক্ষেপে হাটছে, গায়ের লোমগুলো পানিতে চুই-চুই, কান দুটো নিচের দিকে ভাঁজ হয়ে ঝুলে আছে। একটা ভেঁজা বেড়ালের চেয়ে হতভাগা আর কে হতে পারে! এমন কি সেটা দুশ পাউন্ডেরও হয় তবুও।

"মনে হয় আমি সাহায্য করতে পারব," নাথান বললো। সবার চোখ তার উপর এখন। "ইন্ডিয়ানদের পুরনো একটি কৌশল আমি জানি।" সে ঘুরে জঙ্গলের দিকে হাটা শুরু করল। কিছুক্ষণ আগে চারপাশ ঘুরে দেখার সময় একটা বিশেষ ধরনের গাছ নজরে আসে তার, সেটাই এখন খুঁজছে। তার পিছুপিছু আসছে ম্যানুয়েল ও ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান। খুব দ্রুতই সে খুঁজে পেল ওটা। লম্বা গাছটার ধূসর বহিরাবরণ চোখে পড়ার মত অমসৃন। কোমরে গোঁজা চাপাতিটা হাতে নিয়ে গাছের ছালের ভেতর ঢুকিয়ে দিল সে। লৌহবর্ণের ঘন এক প্রকার আঠা বেরিয়ে এল সাথেসাথে। সে একটা আঙুলে খানিকটা আঠা লাগিয়ে ওয়াক্সম্যানের নাক বরাবর তুলে ধরল।

ক্যাপ্টেন ঘ্রাণ শুকে বলল, "তার্পিন তেলের মত লাগছে।"

নাথান গাছটায় চাপড় মারল। "এটার নাম কোপাল, শব্দটা এসেছে অ্যাজটেক সভ্যতা থেকে। তারা ভার্নিশকে বলত কোপালি। সেখান থেকে আজকের এই কোপাল। এ-ধরণের গাছ পাওয়া যায় সেন্ট্রাল ও সাউথ আমেরিকার সব রেইন-ফরেস্টে। এটা এখন বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। ক্ষত সারানোর কাজে, ডায়রিয়া চিকিৎসায়, ঠাণ্ডার রোগ কমাতে, এমনকি বর্তমানে এটা দাঁতের আধুনিক চিকিৎসায়ও ব্যবহৃত হচ্ছে।"

"দাঁতের চিকিৎসায়?" জিজ্ঞেস করল ম্যানুয়েল।

আঠা লাগানো চটচটে আঙুলটা তুলে ধরল নাথান। "যদি তুমি তোমার দাঁতে কখনো ক্যাভিটি পূরণ করে থাক তবে ধরে নাও এই কোপালির কিছু অংশ মুখে নিয়ে ঘুরছ।"

"বুঝলাম, কিন্তু এটা আমাদের কাজে আসবে কিভাবে?" ওয়াক্সম্যান জিজ্ঞেস করল।

নাথান ঝুঁকে পড়ে গাছের গোড়ায় পড়ে থাকা কিছু আধা-পচাঁ পাতা এক জায়গায় জড় করল। "কোপালে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোকার্বন থাকে। সত্যি বলতে, সম্প্রতি এটা নিয়ে এখন গবেষণা চলছে, এটাকে জ্বালানীর উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যায় কিনা। কোন ইঞ্জিন এই কোপাল দিয়ে চালালে তা গ্যাসোলিন থেকে আরও নিখুঁত ও কার্যকরভাবে চলবে।" নাথান যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেল অবশেষে। "তবে ইন্ডিয়ানরা এই কোপালির গুণাগুণ বহুকাল আগেই জেনে বসে আছে।" সে উঠে দাঁড়াতেই সবাই দেখল তার হাতে একদলা থকথকে কোপাল আঠা। একটা লাঠির সূঁচালো ভাগে হাতের আঠাটুকু লাগাল, ঠিক হাওয়াই মিঠার মত করে। "একটা দেয়াশলাই দেয়া যায়?"

ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান পানিরোধি একটি কনটেইনার থেকে দেয়াশলাই বের করে দিল।

নাথান কাঠিটা জ্বালিয়ে আঠার বলটার একপ্রান্তে ধরল, সাথে সাথেই উজ্জ্বল নীলশিখা জ্বলে উঠল তাতে। সে জ্বলন্ত লাঠিটা মশালের মতো করে ধরে নিভে যাওয়া ক্যাম্প-ফায়ারের কাছে চলে এল। "ইন্ডিয়ান শিকারীরা শতশত বছর ধর বৃষ্টি-বাদলের দিনে ক্যাম্প-ফায়ার জ্বালানোর কাজে এটা ব্যবহার করে আসছে। ঘন্টাখানেক জ্বলবে এটা, ভেঁজা কাঠগুলো শুকনো করার জন্য সময়টা যথেষ্ট, তারপর বাকিগুলো এমনিতেই জ্বলবে।"

সবার চোখ অগ্নিশিখার দিকে। নাথানের আঠার বলটা ডালপালা আর পাতার মাঝখানে বসানো শেষ হতেই কেলি ও ফ্রাঙ্ক তাদের সাথে যোগ দিল। অল্পকিছুক্ষণের মধ্যেই ছোট ডাল ও কাঠগুলোতে আগুন ছড়াতে থাকল ধীরে ধীরে।

"দারুণ," হাত দুটো আগুনে গরম করতে করতে ফ্রাঙ্ক বলল।

নাথান খেয়াল করল কেলি মুখে একটা হাসির রেখা ফুটিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। গত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এটাই তার প্রথম হাসি।

গলাটা পরিস্কার করে নিল নাথান। "আমাকে ধন্যবাদ দেবেন না। ধন্যবাদ দিতে হলে ইন্ডিয়ানদের দিন।"

"আমারও মনে হয় ওটা করতে পারব," প্রফেসর কাউয়ি হঠাৎ কথা বলে উঠল পেছন থেকে।

সবাই ঘুরে দাঁড়াল। কাউয়ি এবং কর্পোরাল জারগেনসেন দ্রুত হেটে এল তাদের দিকে। "একটা গ্রাম পেয়েছি আমরা," জারগেনসেন বললো প্রসারিত চোখে। সে হাত দিয়ে জঙ্গলের একটা দিক দেখাল, যেদিকে তারা খাবার সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। "আধা কিলোমিটারেরও কম হবে এখান থেকে। পুরো গ্রামটাই ফাঁকা।"

"অথবা হতে পারে দেখে তেমনটাই মনে হচ্ছে," নাথানের দিকে খুব তৎপর্যপূর্ণ একটা দৃষ্টি দিয়ে বলল কাউয়ি।

নাথানের চোখ দুটো প্রসারিত হল। *এরাই কি সেই একই ইন্ডিয়ান যারা তাদের উপর গোপনে নজর রাখছে?* আশা জেগে উঠল তার ভেতর। আজ যখন ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়েছিল খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিল নাথান। পাছে জেরাল্ড ক্লার্কের ব্যবহৃত পথ পানিতে ধুয়ে না যায়। আমাজনিয় অঞ্চলের বর্ষার সময়টা যে শুরু হতে যাচ্ছে ঝড়টা তার লক্ষণমাত্র। সময় কমে আসছে দ্রুত। *কিন্তু এখন...*

"আমাদের এক্ষুণি এটা অনুসন্ধান করা উচিত," বলল ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান। "তবে সবার আগে তিনজন রেঞ্জারের একটা দল গ্রামটাকে রেকি করে আসবে।"

একটা হাত উঁচু করল কাউয়ি। "আমার মনে হয় এটাই ভাল হয় যদি আমরা কম আক্রমণাত্মকভাবে সামনে আগাই। এরইমধ্যে ইন্ডিয়ানরা কিন্তু জেনে গেছে আমরা এখানে আছি। আমার বিশ্বাস এ-কারণেই ওরা গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে।"

ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান বাধা দেওয়ার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল কিন্তু এক হাত উঁচু করে তাকে থামিয়ে দিল ফ্রাঙ্ক। "তাহলে আপনার পরামর্শটা কি?"

কাউয়ি নাথানের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল। "প্রথমে আমরা দু-জন যাবো...আর কেউ না।"

"অসম্ভব!" চিন্তা-ভাবনা না করেই বলে ফেলল ওয়াক্সম্যান। "আমি চাই না আপনারা ঝুঁকি নিয়ে ওখানে যান।"

ফ্রাঙ্ক তার মাথার রেডসক্স ক্যাপটা খুলে ভুরুতে জমে থাকা পানি মুছল। "আমার মনে হয় প্রফেসরের কথা আমাদের শোনা উচিত। ভারি অস্ত্র-সস্ত্রের দলবল নিয়ে গেলে ইন্ডিয়ানরা শুধু আমাদেরকে ভয়ই পাবে। কিন্তু তাদের সহযোগীতার দরকার আছে আমাদের। পাশাপাশি আপনাদের একা যাওয়ার ব্যাপারে ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যানের কথাটাও মাথায় রাখতে চাই আমি।"

"তাহলে শুধু একজন রেঞ্জার আসুক," নাথান বলল। "হাতের রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে হাটবে আমাদের সাথে। এই ইন্ডিয়ানরা হয়তো বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে কিন্তু তাদের বেশিরভাগই রাইফেলের সাথে পরিচিত।"

"আমিও যেতে চাই," আনা ফঙ বলল। তার দীর্ঘ কালো চুলগুলো কপালের দু-পাশ দিয়ে কাঁধের উপর গিয়ে পড়েছে। "দলের সাথে একজন মহিলা থাকলে তুলনামূলকভাবে অনেক কম আক্রমণাত্মক মনে হবে। এ-কারণে ইন্ডিয়ানরা কোথাও আক্রমণ করার সময় কোন মহিলা সঙ্গে রাখে না।"

নাথান মাথা নেড়ে সায় দিল। "ডা. ফঙ ঠিকই বলেছেন।"

ভুরু কুচকাল ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান। পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে বেসামরিক কাউকে অচেনা লোকালয়ে পাঠাতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই তার।

"সেক্ষেত্রে আমি যেতে পারি তাদের ব্যাকআপ হিসেবে।"

সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সদ্য যোগ দেয়া নারী রেঞ্জার ক্যারেরার উপর। মেয়েটা চোখে

পড়ার মত সুন্দরী, শ্যামলা-বর্ণের ল্যাটিন আমেরিকান। মাথার চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা। সে ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যানের দিকে ঘুরল। "স্যার, নারীদের যদি কম ভয়ঙ্কর মনে হয় তবে আমি মনে করি এখনকার মিশনের জন্য আমিই সবচেয়ে উপযুক্ত।"

চোখেমুখে অনিচ্ছা ভাব থাকা সত্ত্বেও অবশেষে রাজি হল ওয়াক্সম্যান। "বেশ, এবারের মত প্রফেসর কাউয়ির সিদ্ধান্তের উপর আস্থা রাখছি আমি। তবে আমি চাই বাকি সৈন্যরা তাদের থেকে একশ মিটার পেছনে থাকবে। পাশাপাশি সামনের দলটির সথে আমাদের নিরবিচ্ছিন্ন রেডিও যোগাযোগ থাকবে।"

ফ্রাঙ্ক তাকাল নাথান ও কাউয়ির দিকে। মাথা নেড়ে সায় দিল তারা। সন্তুষ্ট চিত্তে গলাটা পরিস্কার করে নিল ফ্রাঙ্ক। "তাহলে যাওয়া যাক।"

কেলি দেখল ওদের পুরো টিমটা কিছুক্ষণের ভেতরেই কয়েকটি ছোটদলে ভাগ হয়ে গেল। নাথান, কাউয়ি, আনা ফঙ এবং প্রাইভেট ক্যারেরা এরইমধ্যে তাদের পন্টুনে চড়ে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে। সেই সময়টাতে ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান ব্যস্ত রইল তার নিজের দলটি নিয়ে। তিনজন রেঞ্জারকে নিয়ে দ্বিতীয় নৌকাতে চড়ে বসল সে। দ্রুত সাড়া দেওয়ার জন্য নাথানদের থেকে শ-খানেক মিটারের মত নিরাপদ দূরত্বে বজায় রেখে সামনে আগাতে থাকবে ওদের পিছুপিছু। পাশাপাশি আরও তিনজন রেঞ্জার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কর্পোরাল জারগেনসেনের নেতৃত্বে এগোতে থাকবে গ্রামের দিকে। এই দলটা গ্রাম থেকে একশ মিটার দূরে পজিশন নেবে। প্রস্তুতি হিসেবে সারা মুখে রঙ মেখে ক্যামোফ্লেজ করেছে তারা। ম্যানুয়েলও প্রস্তুতি নিয়েছিল সর্বশেষ দলটির সাথে যাবার জন্য কিন্তু ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান ধমকের সুরে থামিয়ে দিয়েছে তাকে। "বাকি সব সিভিলিয়ানরা থাকবে এখানে।"

সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে কেলি চুপচাপ দেখল তাদের চলে যাওয়া। দু-জন রেঞ্জার–কর্পোরাল টম গ্রেইভ্স ও সদ্য যোগ দেয়া প্রাইভেট এডি জোন্স–ক্যাম্পের গার্ড হিসেবে কাজ করছে। বাকি সবাই যে যার কাজে রওনা দিতেই জোন্স বিড়বিড় করে অশ্লীল ভঙ্গিতে রডনিকে কিছু বলল। ঘটনাচক্রে কেলি শুনে ফেলল তা।

"আমাদের কি বেকুব গাধা মনে করে আঙুল চুষতে এখানে রেখে গেল?"

কোন কথা বলল না কর্পোরাল গ্রেইভ্স। সে একমনে তাকিয়ে আছে ঝিরঝির বৃষ্টির দিকে। পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে ,তার ভাই রডনির শোকে এখনো কাতর সে।

চারপাশে কেউ নেই কেলির। সে ফ্রাঙ্কের দিকে এগিয়ে গেল। তার ভাই এই মিশনে নামেমাত্র লিডার হলেও ছোটদল তিনটির যেকোন একটিতে যোগ দেবার অধিকার তার আছে কিন্তু সে এখানে থেকে যেতেই মনস্থির করেছে। কেলি জানে এটা সে ভয়ের কারণে করে নি, করেছে তার যমজ বোনটির কথা মাথায় রেখে।

"স্যাটেলাইটের সাথে সংযোগ দিয়েছে অলিন," একটা বাহু তার বোনের কাঁধের উপর রেখে বলল ফ্রাঙ্ক। "এখন তুমি রেডি থাকলে স্টেট্সের সাথে যোগাযোগ করতে পারি আমরা।"

মাথা নেড়ে সায় দিল কেলি। আগুনের খুব কাছেই পানিরোধি একটা ত্রিপলের নিচে

ল্যাপটপের উপর ঝুঁকে আছে অলিন। তার পাশেই স্যাটেলাইট ডিশ। সামনে রাখা কি-বোর্ডে দ্রুত হাত চালিয়ে যাচ্ছে সে। গভীর মনোযোগে সমস্ত মুখ-মন্ডল শক্ত হয়ে আছে তার। রিচার্ড জেন পেছন থেকে তার কাঁধের উপর দিয়ে ঝুঁকে তার কাজ দেখছে

হাতের কাজ শেষ করে তাদের দিকে ফিরে মাথা নেড়ে সায় দিল অলিন। "সব রেডি।"

কেলি তার কণ্ঠে রাশিয়ান টানটা ধরতে পারল। এটা এতই সূক্ষ্ম যে সম্পূর্ন মনোযোগ না দিয়ে তার কথা শুনলে ধরাই যাবে না। এর আগে সে কাজ করেছে রাশিয়ার স্টেট সিকিউরিটিতে। সারা দুনিয়ায় অবশ্য একে কেজিবি নামেই সবাই চেনে। সে কম্পিউটার সারভিল্যান্স শাখার এক সদস্য হিসেবে কাজ করত কমিউনিজমের পতনের আগপর্যন্ত। তারপর বার্লিন প্রাচীর ভেঙে ফেলার এক মাস আগে স্বপক্ষ ত্যাগ করে আমেরিকায় যোগ দেয় সে। রাশিয়াতে থাকাকালীন প্রযুক্তির পরিমণ্ডলে দীর্ঘদিন কাজ করার ফলে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল সেটার জোরেই আজ সিআইএ'র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অধিদপ্তরের একজন লো-লেভেল-সিকিউরিটি পদে নিযুক্ত হয়েছে।

ফ্রাঙ্ক কেলিকে কম্পিউটারের সামনে রাখা একটি ক্যাম্প-চেয়ারের কাছে নিয়ে গেল। ছোঁয়াচে রোগটা ছড়িয়ে পড়ার খবর জানার পর থেকে কেলি দিনে দু-বার তথ্যগুলো আপডেট করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। সে যুক্তি দেখিয়েছিল, এতে করে স্টেট্স এবং তারা, উভয় পক্ষের কাছেই সবরকম তথ্য থাকবে। কিন্তু বাস্তবে তার পরিবারের সবাই ঠিক আছে কিনা এটা জানার জন্যই উদগ্রীব থাকে সে। তার বাবা-মা আর তার মেয়ে এখন গ্রাউন্ড জিরোতে।

একটা ক্যাম্প-চেয়ারে বসে পড়ল কেলি। অলিন একপাশে সরে যেতেই আড়চোখে তাকে দেখে নিল। লোকটার আশেপাশে থাকাকালীন সে কখনোই স্বস্তি বোধ করে না। হতে পারে এই কারণে, সে নিজে এমন এক বাবার কাছে লালিত হয়েছে যে সিআইএ'র একজন সদস্য, কিংবা একারণেও যে, লোকটা সাবেক কেজিবি অথবা লোকটার এক কান থেকে আর এক কান পর্যন্ত গলার উপরে কাঁটা দাগটিও হতে পারে কেলির এই অস্বস্তির কারণ। অবশ্য অলিনের দাবি সে রাশিয়ান কেজিবি'র একজন সামান্য কম্পিউটার অপারেটর ছাড়া বেশি কিছু ছিল না। কিন্তু তার কথা যদি সত্যিই হয় তাহলে অমন ভয়ঙ্কর কাঁটাদাগ তার হল কি করে?

"ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে কানেকটেড হয়ে যাব আমরা।"

কেলি দেখল স্ক্রিনে ছোট একটি ঘড়ি কাউন্ট-ডাউন করছে। ঘড়িটা উল্টো চলে ত্রিশ সেকেন্ড থেকে শূন্যে পৌছাতেই তার বাবার মুখ ভেসে উঠল স্ক্রিনে। তার শরীরে সাধারণ পোশাক, গলার টাই অর্ধেক ঢিলা করা, কোন জ্যাকেট নেই।

"তোমাকে তো ভেঁজা ইঁদুরের মত লাগছে," কাঁপা কাঁপা ছবি থেকে প্রথম কথা ভেসে এল।

মৃদু হেসে এক হাত দিয়ে ভেঁজা চুলগুলো নড়া দিল কেলি। "বৃষ্টি শুরু হয়েছে।"

"তাই তো দেখছি," তার বাবাও হাসল। "এখন বল, ওদিকের খবর কি?"

ফ্রাঙ্ক সামনে ঝুঁকে ক্যামেরার রেঞ্জের ভেতর চলে এল। তারপর এ-পর্যন্ত তাদের যাবতীয় সব খুঁটিনাটি বিষয়ের এক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে গেল সে। তরা যখন কথা বলছে কেলি তখনও নাথানের নৌকার শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছে স্পষ্ট। এখানকার নদীর পানি এবং মাথার উপর ছেয়ে থাকা বিস্তৃত জঙ্গল একসাথে ভ্রম সৃষ্টিকারী এক শব্দ-তরঙ্গের খেলা খেলছে। মনে হচ্ছে যেন নৌকাগুলো খুব কাছেই কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সব শব্দ থেমে গেল। তারা নিশ্চয় গ্রামে পৌছে গেছে এরইমধ্যে।

"তোমার বোনকে দেখে রেখ, ফ্রাঙ্ক," তার বাবা কথা শেষে বলল।

"অবশ্যই, স্যার।"

এবার কেলির পালা। "মা আর জেসি কেমন আছে?"

আশ্বস্ত করে হাসি দিল তার বাবা। "দু-জনেই খুব ভাল আছে। সবাই ভাল আছি আমরা। পুরো ইন্সটিটিউটই। এখন পর্যন্ত আমাদের এখানে আক্রান্ত কাউকে পাওয়া যায় নি। সংক্রমিত করতে পারে এমন যেকোন কিছুই আলাদা করে ফেলা হয়েছে, আর এই ইন্সটিটিউটের পশ্চিম-পার্শ্বের পুরোটাই আমরা অস্থায়ী ফ্যামিলি হাউজিংয়ে রুপান্তর করে ফেলেছি। এমইডিইএ'র অসংখ্য সদস্যের সাথে আছি আমরা, তাই ডাক্তার পাই চব্বিশ ঘণ্টাই।"

"জেসি কেমনভাবে নিচ্ছে ব্যাপারটা?"

"তার বয়স তো মাত্র ছয়," কাঁধ তুলল বাবা। "প্রথম দিকে সে একটু ভীত হয়ে পড়েছিল চেনা জায়গা ছেড়ে একেবারে নতুন এক জায়গায় আসায়। পরে দেখা গেছে সে অন্য স্টাফদের ছেলে-মেয়েদের সাথে বল খেলায় ব্যস্ত। আচ্ছা দাঁড়াও, তুমি নিজেই কেন জিজ্ঞেস করছ না ওকে?"

নড়েচড়ে বসল কেলি। তার মেয়ের ছবি ভেসে উঠতেই ছোট্ট একটা হাত আন্দোলিত হল। "হাই, মামি!"

অশ্রুসিক্ত হল তার চোখ। "হাই, সুইটহার্ট। মজা করছ খুব, তাই না?"

ভয়ঙ্করভাবে মাথা নাড়ল তার মেয়ে, নানার কোল বেয়ে উঠতে উঠতে "আমরা চকেলেট কেক খেয়েছি তারপর ঘোড়ায় চড়েছি।"

হাসি চেপে তার বাবা জেসির মাথার উপর দিয়ে কথা বলে উঠল, "কাছেই ছোট্ট একটি খামার আছে, আমাদের সীমানার মধ্যেই। ওখান থেকেই একটা ঘোড়া এনেছিল ওরা বাচ্চাদের আনন্দ দিতে।"

"অনেক মজা করছ মনে হচ্ছে, সোনা। ইশ্, তোমার সাথে যদি থাকতে পারতাম!"

জেসি তার আসনে বসে নড়েচড়ে উঠল যেন। "আর জান কি হয়েছে? একটা ক্লাউন এসেছে এখানে, অ্যানিমেল বেলুন বানিয়ে দেবে আমাদের।"

"ক্লাউন?"

তার বাবা ফিসফিসিয়ে পাশ থেকে কথা বলল, "হিস্ট-প্যাথলজিস্ট ডা. এমরি, দারুণ ভাঁড়ও সাজতে পারে লোকটা।"

"আমি তাকে একটা বানর বানিয়ে দিতে বলব," জেসি বলল।

"দারুণ হবে," আরও একটু সামনে ঝুঁকে গেল কেলি। তার বাবা ও মেয়ের ছবি থেকে সবচেয়ে উষ্ণতাটুকু উপভোগ করছে সে। ভাঁড় এবং ঘোড়া নিয়ে আর কিছুক্ষণ কথা বলার পর জেসিকে তার নানার কোল থেকে নামিয়ে দেয়া হল। "মিস গ্রামেরসি'র সাথে আবার ক্লাসে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে তোমার।" প্রথমে একটু গাল ফুলিয়ে উঠলেও মেনে নিল সে অবশেষে।

"বাই হানি," বলে উঠল কেলি। "আই লাভ ইউ।"

আবারো হাত নাড়ল মেয়েটি। "বাই মাম! বাই, আঙ্কল ফ্রাঙ্কি।"

আবেগাপ্লুত কেলি খুব কষ্টে নিজেকে সংযত রাখল সামনের স্ক্রিনটা স্পর্শ করা থেকে।

জেসি চলে যাবার পর তার বাবার মুখে গুরু-গম্ভীর ভাব ফুটে উঠল। "সব খবর কিন্তু আশানুরূপ নয়।"

"কি?" বলে উঠল কেলি।

"এ-কারণেই তোমার মা এখানে নেই এখন। আমরা এখানে বিপজ্জনক কোন কিছু নিরাপদ স্থানে আটকে রাখলেও ফ্লোরিডায় কিন্তু এটা ছড়িয়ে পড়ছে বেশ জোরেসোরেই। এক রাতেই মিয়ামি হাসপাতালে ছয়টা কেইস রিপোর্ট করা হয়েছে, আর অন্যান্য কাউন্টি হাসপাতালগুলোতে হয়েছে আরও ডজনখানেক। আক্রান্তদের যে-সব কুয়ারেন্টাইন এলাকাতে আলাদা করে রাখা হচ্ছে সেগুলোর পরিধি বাড়াতে হচ্ছে প্রতিনিয়তই। কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে না সময়মত কাজটা করতে পারছি আমরা। তোমার মা এবং আরও কয়েকজন মিলে সারা দেশের আক্রান্তদের রিপোর্টগুলো মনিটরিং করছে।"

"মাই গড।" শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল কেলির।

"গত বারো ঘণ্টায় আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা বাইশে গিয়ে ঠেকেছে, মারা গেছে আট জন। দেশের সেরা মহামারী-রোগ বিশেষজ্ঞদের হিসেব অনুযায়ী প্রতি বারো ঘণ্টায় আক্রান্তদের সংখ্যা দ্বিগুন হচ্ছে। সত্যি বলতে, আমাজনেও মৃতের সংখ্যা বাড়ছে খুব দ্রুত। ইতিমধ্যেই সেই সংখ্যা পাঁচশ'র কাছাকাছি চলে গেছে।"

মাথার ভেতর হিসেবটা দ্রুত করে নিতেই মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল কেলির। তার কাঁধের উপর রাখা ফ্রাঙ্কের হাতজোড়া আরও শক্ত হয়ে গেল। কয়েক দিনের মধ্যেই আক্রান্তদের সংখ্যা দশ হাজারে গিয়ে ঠেকবে, শুধুমাত্র আমেরিকাতেই।

"প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি একটি বিল পাশ করেছেন ফ্লোরিডাতে আরও ন্যাশনাল গার্ড পাঠানোর জন্য। আনুষ্ঠানিকভাবে বলা হয়েছে এই রোগ হল দক্ষিণ-আমেরিকান ভিরুলেন্ট ফ্লু। কিভাবে এটা এখানে এসেছে তার সুনির্দিষ্ট কারণ এখনো উন্মোচন করা হয় নি।"

কেলি কিছুটা পেছন দিকে হেলে গেল, যেন এই দুরত্ব ঘটনার ভীতি কিছুটা কমাবে। "চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে?"

"এখনো না। অ্যান্টিবায়োটিক এবং অ্যান্টিভাইরাসগুলো কোন কাজে আসছে বলে মনে হয় না। সর্বোচ্চ যা করতে পারছি তা হল রোগের লক্ষণ অনুযায়ী রোগীর শিরায় ফ্লুইড, জ্বরের ওষুধ এবং ব্যাথানাশক সরবরাহ করা। কিন্তু যতক্ষণ না জানতে পারছি কি কারণে এই রোগ ছড়াচ্ছে, যুদ্ধটা চালানো অনেক কঠিন।" স্ক্রিনের দিকে আরও একটু

ঝুঁকে এল তার বাবা। "এ-কারণে এখানে তোমার ফিল্ডের কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জেরাল্ড ক্লার্কের কি হয়েছিল তা যদি খুঁজে বের করতে পার তবে এই রোগের সমাধানটা খুঁজে পাব হয়তো।"

মাথা নেড়ে সায় দিল কেলি। কথা বলতে মুখ খুলল ফ্রাঙ্ক। তার কণ্ঠ ফ্যাসফ্যাসে হয়ে গেছে। "আমরা আমদের সাধ্যমত চেষ্টা করব।"

"তাহলে বরং তোমরা যে যার কাজে ফিরে যাওত," নিরস ভঙ্গিতে বিদায় জানানোর পর কানেকশনটা কেটে দিল তার বাবা।

কেলি তার ভাইয়ের দিকে তাকাল। সে দেখল তার একপাশে ম্যানুয়েল এবং অন্যপাশে রিচার্ড জেন দাঁড়িয়ে আছে।

"এ কি করলাম আমরা?" জিজ্ঞাসা ম্যানুয়েলের। "হয়তো সেই ইন্ডিয়ান শামানটার কথা শোনা উচিত ছিল। ক্লার্কের মৃত্যুর পর ওয়াওয়ের ঐ শামান মৃতদেহটাকে পুড়িয়ে ফেলতে বলেছিল।"

মাথা ঝাঁকাল জেন, কিছু বলল বিড়বিড় করে। "এতে কিছুই হতো না। রোগটা ঠিকই জঙ্গল থেকে ছড়িয়ে পড়তো শেষমেষ। ঠিক এইড্সের মত।"

"ঠিক কি বলতে চাচ্ছেন আপনি?" জিজ্ঞাসা করল কেলি।

"এইড্স শুরু হয়েছিল আফ্রিকান জঙ্গলের ভেতরে একটা মহাসড়ক তৈরির পর থেকে। এই প্রাচীন ইকো-সিস্টেমকে আমরা খুঁচিয়ে দিয়েছি, এনেছি পরিবর্তন কিন্তু তখনও জানতে পারি নি কোন্ জিনিসকে আমরা জাগিয়ে দিলাম।"

কেলি উঠে দাঁড়াল ক্যাম্প-চেয়ার ছেড়ে। "তাহলে এটা থামানোও আমাদের কাজ। এইড্স এই জঙ্গলের তৈরি হতে পারে কিন্তু এই জঙ্গলই এই রোগের সবচেয়ে সেরা চিকিৎসা সরবরাহ করছে। সত্তর-শতাংশ এইড্স ড্রাগস আসছে গ্রীষ্মমন্ডলীয় গাছ-পালা থেকে। তাহলে নতুন এই রোগটার জন্য যদি এই জঙ্গলেই হয়ে থকে তবে তার সমাধানও কেন এখানে থাকবে না?"

"তাই যেন পাই আমরা," জেন বলল।

অপর একপ্রান্তে জাগুয়ারটা গলা দিয়ে ঘরঘর শব্দ করে উঠল হঠাৎ। মাথা নিচু করে দিয়ে সামনে পিছনে নড়াচড়া করছে ওটা। কান দুটো খাড়া, চোখজোড়া পেছনের জঙ্গলের দিকে নিবদ্ধ।

"কি হয়েছে ওটার?" এক পা পেছনে সরে গিয়ে জিজ্ঞেস করল জেন।

টর-টরটা আরও গভীরভাবে শব্দ করা শুরু করতেই ছায়া-ঘেরা জঙ্গলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ম্যানুয়েল। "কোন ঘ্রাণ পেয়েছে সে...কিছু একটা আছে ওখানে।"

সরু রাস্তাটা ধরে ইন্ডিয়ানদের গ্রামের কাছে চলে এল নাথান। বিশাল গোলাকৃতি একটি ঘর দেখা যাচ্ছে, যেটার ছাদের মাঝ বরাবর খোলা। ঘরটির কাছে আসতেই নাথান আশা করল পরিচিত কোন শব্দ শোনার কিন্তু শাবানোটা থেকে শব্দ পেল না সে। কোন হুইয়াস

তর্ক করছে না। চিৎকার করছে না কোন নারী আরও খাবারের জন্য। হাসছে না কোন শিশুও। ঘরটা অতিমাত্রায় নিশ্চুপ। একই সাথে সাহসটুকুও শুষে নিচ্ছে যেন ওটা।

"ঘরের গঠনশৈলী নিশ্চিতভাবেই ইয়ানোমামোদের," আনা ফঙ এবং কাউয়িকে আস্তে করে বলল নাথান। "তবে বেশ ছোট। ত্রিশ জনের বেশি মানুষ ধরবে না এটাতে।"

তাদের পেছনে হাটছে প্রাইভেট ক্যারেরা। দু-হাতেই এম-১৬ রাইফেল। মাটির দিকে তাক্ করা। সে তার রেডিও মাইক্রোফোনে ফিসফিস করে কথা বলে যাচ্ছে।

শাবানো ঘরটার ছোট দরজা দিয়ে মূল গ্রামে ঢুকতে যেতেই তাকে বাধা দিল নাথান। "ইয়ানোমামোদের সাথে ওঠা-বসা হয়েছে কখনো আপনার?"

মাথা ঝাঁকাল আনা।

মুখের অগ্রভাগটা সূচাঁলো করল নাথান। "ক্লক, ক্লক, ক্লক," চিৎকার দিল সে। তারপর আনার দিকে ফিরে ব্যাখ্যা করল বিষয়টা। "গ্রামটাকে পরিত্যাক্ত মনে হোক বা না হোক ইয়ানোমানোদের কাছে আসার আগে প্রথমেই নিজের উপস্থিতি জোরেসোরে জানান না দিয়ে আসবেন না কখনোই। নইলে তীরটা অন্তত পেছনে বিঁধবে আপনার। ইয়ানোমামোদের বৈশিষ্ট অনুসারে তারা আগে আপনাকে আঘাত করে নেবে। পরে জিজ্ঞেস করবে কি বৃত্তান্ত।"

"কৌশালটা তো খারাপ না," পেছন থেকে বিড়বিড় করে বলল ক্যারেরা।

প্রবেশমুখে দাঁড়িয়ে থাকল তারা পুরো এক মিনিট। তারপর মুখ খুলল কাউয়ি। "কেউ নেই এখানে।" পেছনে ফিরে একটা হাত নাড়ল সে। "নদীতে কোন নৌকা দেখছি না, মাছ ধরার জাল বা অন্যান্য সরঞ্জামাদিও নেই। আগন্তুকদের দেখে কোন ইয়েবিও ডাকা-ডাকি করছে না।"

"ইয়েবি?" তাদের রেঞ্জার দেহরক্ষী জিজ্ঞেস করল।

"ধূসর ডানার ট্রাম্পেটার," নাথান বলল। "দেখতে কদাকার মুরগির মত। আসলে পাখনাওয়ালা এই প্রাণীগুলোকে ইন্ডিয়ানরা প্রহরী-কুকুরের মত ব্যবহার করে। যখন কেউ কাছে আসে ওদের দল বেধে উচ্চস্বরে হাঁক-ডাক শুরু করে দেয় ওরা।"

রেঞ্জারটা মাথা নেড়ে সায় দিল। "তাহলে ঐ মুরগি নেই তো কোন ইন্ডিয়ানিও নেই।" সে অল্প একটু জায়গাজুড়ে চক্রাকারে ঘুরে এল। চারপাশের জঙ্গলটা দেখে নিল ভাল করে, হাতে ধরে রাখা অস্ত্রটা নিচু করে ধরে রাখতে চাইছে না সে। "আমিই যাচ্ছি আগে।"

অস্ত্র উঁচিয়ে মূল-দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। নিচু হয়ে মাথাটা গলিয়ে দিল ভেতরে। কিছুক্ষণ পর বাঁশ দিয়ে বানানো দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল পুরোপুরি। কলাপাতা দিয়ে ঘেরা দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিল নাথানদের উদ্দেশে।

"সব ঠিক আছে। কিন্তু আমার পেছনেই থাকুন সবাই।"

গোলাকৃতি ঘরটার মাঝ বরাবর এগিয়ে গেল ক্যারেরা। হাতেধরা অস্ত্র প্রস্তুত তার কিন্তু নাথানের নির্দেশনা অনুযায়ী সেগুলোর সম্মুখভাগ মাটির দিকে তাক করে রাখা। ইয়ানোমামোদের মধ্যে কেউ কারো দিকে তীর তাক্ করে রাখা মানে যুদ্ধের ডাক দেওয়া।

যেহেতু নাথান নিশ্চিত নয় আধুনিক সমরাস্ত্রের সাথে বিচ্ছিন্ন এই ইন্ডিয়ানরা পরিচিত কিনা সেহেতু সে চায় না দু-দলের ভেতর কোন ভুল বোঝাবুঝি হোক। দলগতভাবে নাথান, কাউয়ি এবং আনা একসাথে প্রবেশ করল শাবানোতে। তাদের চারপাশজুড়ে প্রত্যেক পরিবারের আলাদা আলাদা থাকার জায়গাগুলো বড় বড় তামাকপাতার দেয়ালে ঘেরা। শুকনো লাউয়ের খোলস দিয়ে বানানো পানির পাত্র। হাতেবোনা হ্যামোক বিছানাগুলো শূন্যে ঝুলে আছে উপরের বাঁশ থেকে। পাথরের দুটি বাটি পড়ে আছে ঘরের মাঝ বরাবর। ওগুলোর ঠিক পাশেই পাথরের একটা যাতা-কল। কাসাভার ময়দা ছড়িয়ে আছে মাটিতে।

হঠাৎ একটি টিয়াপাখি ডানা মেলতেই তার বাহারী রঙের পাখা দেখে সবাই সচকিত হয়ে পড়ল। পাখিটা বাদামি রঙের এক কাদি কলার উপর বসে কলা খাচ্ছিল।

"খুব সুবিধার ঠেকছে না ব্যাপারটা আমার কাছে," বলল কাউয়ি।

মাথা নেড়ে সায় দিল নাথান। সে ভাল করেই জানে প্রফেসর কি বলতে চাইছে।

"কেন?" প্রশ্ন ক্যারেরার।

"যখন ইয়ানোমামোরা জায়গা বদল করে নতুন কোথাও যায়, হয় তাদের পুরনো শাবানোটা পুরিয়ে ফেলে অথবা প্রয়োজনীয় সব দ্রব্যাদী সঙ্গে নিয়ে নেয়।" কাউয়ি তার চারপাশের দিকগুলোতে ইঙ্গিত করল। "বাস্কেটগুলোর দিকে দেখ, তারপর বিছানা, পালকের স্তূপগুলো এসব কিছু তো এভাবে ফেলে যাওয়ার কথা নয়।"

"তাহলে কিজন্যে তারা এত তাড়াহুড়ো করে নিজের বাসস্থান ছড়তে বাধ্য হল?" জিজ্ঞেস করল আনা।

খুব ধীরে মাথা ঝাঁকাল কাউয়ি। "কোন কিছু তাদেরকে আতঙ্কিত করে দিয়েছিল অবশ্যই।"

"আমরা?" সবার দিকে তাকিয়ে বলল আনা। "আপনার কি মনে হয় তারা জানত আমরা আসছি?"

"জায়গাটা ইন্ডিয়ানদের হয়ে থাকলে আমি নিশ্চিত তারা আমাদের গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। জঙ্গলের উপর সুক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে তারা সবসময়। কিন্তু আমার মনে হয় না আমাদের দলটির কারণেই তারা তড়াহুড়ো করে তাদের শাবানো ছেড়ে পালিয়েছে।"

"এটা কেন বলছ তুমি?" জিজ্ঞেস করল নাথান।

মানুষজন থাকার জায়গাগুলোর সামনে গেল কাউয়ি। "আগুন জ্বালানো জায়গাগুলো পুরো ঠাণ্ডা।" যে কলার কাদির উপর বসে টিয়াপাখিটা কলা খাচ্ছিল সেটা একটা মৃদু ধাক্কা দিল সে। "এগুলো অর্ধেকটাই পচে গেছে। ইয়ানোমামোরা কখনোই এভাবে খাবার অপচয় করে না।"

বুঝতে পারল নাথান। "তাহলে তুমি বলছ ওরা আরো আগেই গ্রামটা ছেড়ে চলে গেছে?"

"অন্তত সপ্তাহখানেক আগে তো হবেই।"

"কোথায় গেছে তারা?" আনা জিজ্ঞেস করল।

জায়গাটা এক চক্কর দিয়ে দেখে নিল কাউয়ি। "এটা বলা কঠিন তবে আরও একটা

জিনিস এখানে আছে ওটাও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।" নাথানের দিকে তাকাল সে-ও ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে কিনা।

ভ্রু কুঁচকে চারপাশের খুপরি ঘরগুলোর দিকে অনুসন্ধানী চোখে তাকাল নাথান, তারপরই সেটা ধরা পড়ল তার চোখে। "একটা অস্ত্রও নেই।" ফেলে যাওয়া পাত্র বা থলেগুলোর কোনটার ভেতরেই কোন তীর-বর্শা বা কোন ছুরি-নেই। "যা-ই তাদেরকে পালাতে বাধ্য করুক না কেন," কাউয়ি বলল, "তারা তাদের জীবন নিয়ে শঙ্কায় ছিল।"

প্রাইভেট ক্যারেরা আরও কাছে এসে দাঁড়াল তাদের। "যদি আপনার কথা ঠিক হয়, যদি এই জায়গাটা অনেক আগেই পরিত্যাক্ত হয়ে থাকে তবে আমি আমার দলটাকে নিশ্চিন্তে এখানে আসতে বলতে পারি?"

মাথা নেড়ে সায় দিল কাউয়ি। এক পাশে সরে গেল রেঞ্জার। রেডিওতে কথা বলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। কাউয়ি আস্তে করে নাথানকে ইশারা করল। গোপনে কিছু কথা বলতে চায় সে তার সঙ্গে।

আনা ফঙ ব্যস্ত ইন্ডিয়ানদের আলাদা আলাদা থাকার জায়গাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে। ফেলে যাওয়া জিনিসগুলোও নেড়ে-চেড়ে দেখছে সে।

ফিসফিস করে কথা শুরু করল কাউয়ি, "এরা সেই ইয়ানোমামো নয় যারা আমাদেরকে অনুসরণ করছে।"

"তাহলে কারা?"

"অন্যকোন দল...আমি এখনো সন্দিহান আদৌ এরা কোন ইন্ডিয়ান কি না। আমার মনে হয় ফ্রাঙ্ক এবং ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যানকে এক্ষুনি এটা জানানো উচিত।"

"তোমার কি মনে হচ্ছে যে বা যারা এই ইন্ডিয়ানদের তাড়িয়েছে তারাই আমাদের পিছু নিয়েছে?"

"নিশ্চিত নই, তবে সেটা যাইহোক না কেন, ইয়ানোমামোদেরকে যেহেতু তাদের বাসস্থান ছাড়তে বাধ্য করেছে সে-কারণে আমাদেরও এটা গুরুত্বের সাথেই দেখা উচিত।"

এরইমধ্যে অবিরাম ঝরতে থাকা গুড়িগুড়ি বৃষ্টি থেমে গেছে। মেঘের স্তরগুলোও ভাঙতে শুরু করেছে। বিকালের কোমল আলো দীর্ঘসময় পর আবারো পথ খুঁজে পেয়েছে বনের উপর আছড়ে পড়ার। বৃষ্টির ধোঁয়াটে চাদর সরে যেতেই উজ্জ্বল আলোয় ভেসে গেল চারদিক। দূর থেকে ইঞ্জিনের গর্জন শুনতে পেল নাথান। ওয়াক্সম্যান এবং তার রেঞ্জাররা আসছে।

"তুমি পুরোপুরি নিশ্চিত তাদেরকে এগুলো বলা উচিত?" জিজ্ঞেস করল নাথান।

কাউয়ি মুখ খোলার আগেই আনা ফঙ হাজির হল। দক্ষিণ আকাশের দিকে কিছু একটা দেখাচ্ছে সে। "দেখুন, কত পাখি!"

সেদিকে তাকাল নাথান। বৃষ্টি থেমে যেতেই পাখিগুলো নিজের বাসা ছেড়ে আবারো আকাশে ডানা মেলেছে ভিজে যাওয়া ডানাগুলো শুকাতে আর খাবারের খোঁজে। কিন্তু আধ-মাইল দূরেই কালো পাখির বিশাল একঝাঁক গাছ ছেড়ে আকাশে উড়তেই মনে হল যেন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে দক্ষিণের আকাশ। সংখ্যায় হাজার হাজার।

"হায় ঈশ্বর," নাথান দ্রুত প্রাইভেট ক্যারেরার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। "আপনার বায়নোকুলারটা একটু দিন তো।"

রেঞ্জারের চোখজোড়াও পাখির ঝাঁকের মোহনীয় নৃত্যের দিকে নিবদ্ধ। সে একটানে তার জ্যাকেট থেকে বায়নোকুলারটা খুলে নাথানের দিকে বাড়িয়ে দিল। একটু দম নিয়ে সে ওটার ভেতর দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। পাখিগুলোর দিকে ফোকাস করতে এক মুহূর্ত লাগল তার। লেন্সের ভেতর দিয়ে দেখতেই পাখিগুলো বর্ণ ও আকারে ভাগ হয়ে গেল। খালি চোখে সবগুলোকে এক রকম মনে হলেও আসলে দলটা ছোট-বড় নানা রকমের পাখির ঐক্যতান। অনেকগুলো আবার নিজেদের ভেতরে মারামারি করছে বাতাসে ভেসে থেকেই। তবে তাদের বাহ্যিক পার্থক্য থাকলেও সবগুলো পাখির একটা আচরণগত মিল আছে।

"শকুন," বায়নোকুলারটা নামিয়ে রেখে নাথান বললো। কাছে এসে দাঁড়াল কাউয়ি। "অসংখ্য..."

"টার্কি-শকুন, ইয়োলো-হেড এমন কি রাজসিক-শকুনও আছে।"

"বিষয়টা খোঁজ নিয়ে দেখা উচিত," কাউয়ি বলল। তার চোখেমুখের উদ্বেগ নাথানসহ কারোর দৃষ্টিই এড়ালো না। একদিকে হারিয়ে যাওয়া ইন্ডিয়ান...অন্যদিকে শকুনের দল...ঘোরতর বিপদের সংকেত এটা।

"ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যানের ইউনিটটা এখানে না পৌছা পর্যন্ত কোথাও যাওয়া যাবে না," সতর্ক করে বলল প্রইভেট ক্যারেরা।

তাদের পেছনে ইঞ্জিনের শব্দ এবং নৌকা একই সাথে আসতে আসতে গন্তব্যে পৌছেই থেমে গেল। কয়েক মিনিটের ভেতরে তিনজন রেঞ্জার নিয়ে শাবানোতে প্রবেশ করল ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান। যা যা ঘটেছে দ্রুত বর্ণনা করে গেল প্রাইভেট ক্যারেরা।

"যে রেঞ্জারগুলোকে আপনাদের পিছুপিছু আসতে বলেছিলাম তাদেরকে ক্যাম্পে ফেরত পাঠিয়েছি আমি," বলল ক্যাপ্টেন। "ওরা বাকি সবাইকে এখানে নিয়ে আসবে, এই সময়ের ভেতর আমরা খুঁজে দেখব ওখানে কিছু আছে কিনা।" তার ইউনিটের তিনজন রেঞ্জারকে সংকেত দিল সে : প্রাইভেট ক্যারেরা, কর্পোরাল কঙ্গার এবং স্টাফ সার্জেন্ট কসটস, এরাই শকুনের বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করতে যাবে।

"আমিও ওদের সাথে যেতে চাই," বলল নাথান। "ওদের চেয়ে জঙ্গলটা ভাল করে চিনি আমি।"

একমুহূর্ত থেমে শ্বাস ফেলল ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান। "তা আপনি এরইমধ্যে প্রমাণ করেছেন।" সে হাত নেড়ে যাত্রা শুরু করার আদেশ দিল নাথানদেরকে। "রেডিও-কন্ট্যাক্ট রাখবে সবাই।"

রওনা দিতেই নাথান আঁড়চোখে দেখল কাউয়িকে ওয়াক্সম্যানের কাছে যেতে।

"ক্যাপ্টেন, আমার মনে হয় আপনাকে একটা বিষয় জানানো উচিত..."

নাথান খুব দ্রুত শাবানোর ছোট দরজাটা দিয়ে বের হয়ে গেল। পালিয়ে বাঁচল যেন সে। মনে মনে কল্পনা করল, ওয়াক্সম্যান তার এবং কাউয়ির রাতের বেলায় চুপিসারে

ক্যাম্পের চারপাশে ঘুরঘুর করে বেড়ানোর কাহিনীটা শুনে খুশি হবে না মোটেই। প্রফেসরের চাতুর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শোনার আগেই ওখান থেকে কেটে পড়তে পেরে খুব খুশি সে।

গাছ-পালার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল তারা। পুরুষ রেঞ্জার কঙ্গার এবং কসটস সবার সামনে, মাঝখানে নাথান এবং সবার পেছনে ক্যারেরা, সে পেছন দিককার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বে আছে। ভেঁজা গাছ-পালার ভেতর দিয়ে দ্রুতপায়ে হেটে চলেছে তারা। কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ, ঝরাপাতার পুরু স্তরের উপর দিয়ে সাবধানে হাটতে হচ্ছে তাদেরকে। তাদের ঠিক পেছনেই পানির ছোট্ট একটি ধারা বৃষ্টির পানি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে নদীতে। মনে হচ্ছে যেন তাদের পথই অনুসরণ ওটা। পায়ে হাটা পুরনো একটাপথ চোখে পড়ল তাদের, যেটা পানির ধারার সাথে সমান্তরাল হয়ে চলে গেছে। পথটাজুড়ে কিছু পায়ের ছাপ লক্ষ করল সে। ছাপগুলো পুরনো। বৃষ্টিতে প্রায় অস্পষ্টই হয়ে গেছে। সবগুলোই নগ্ন-পায়ের ছাপ। সে একটা ছাপ প্রাইভেট ক্যারেরাকে দেখাল।

"ইন্ডিয়ানরা এই রাস্তা দিয়েই পালিয়েছে, আমি নিশ্চিত।"

মাথা নেড়ে সায় দিল ক্যারেরা, তারপর সামনে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিল নাথানকে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, গভীরভাবে ভাবল সে। যদি তারা ভয়ই পেয়ে থাকবে তবে কেন পায়ে হেটে পালাবে? কেন নদীপথ ব্যবহার করল না? পানির ধারাটা অনুসরণ করে ছাপগুলো দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল নাথানেরা। একটু ধীরে চললেও কিছুটা সামনে এগিয়ে রেঞ্জারদের দলটার সাথে দুরত্ব কম রেখে হাটছে ওরা। তাদের চারপাশের বন অস্বাভাবিকভাবেই শান্ত। প্রায় নিশ্চুপ। ব্যাপারটা অদ্ভুত, এবং ভয়ঙ্করও। ঠিক এমন সময় নাথানের মনে পড়ে গেল সে তার নিজের শটগানটা ক্যাম্পে ফেলে এসেছে। তাই সে প্রতিটি পদক্ষেপ খুব সাবধানে ফেলছে। চোখ দুটোও ব্যস্ত লুকিয়ে থাকা কোন বিপদ আছে কিনা তা খুঁজতে। কোন কিছুই দৃষ্টির বাইরে রাখতে চায় না সে। হঠাৎ হোচট খাওয়ার মত করে থেমে গেল নাথান। দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। প্রাইভেট ক্যারেরা প্রায় ধাক্কা দিতে বসেছিল তাকে পেছন থেকে।

"ধ্যাত্তারি! থামার আগে সংকেত দেবেন না?"

অপর দু-জন রেঞ্জার বুঝতে পারল না তারা থেমে গেছে, হেটে চলল তাদেরকে পেছনে রেখেই।

"বিশ্রাম দরকার?" ক্যারেরার কণ্ঠে পরিহাসের সুর।

"না," কয়েকটা লম্বা শ্বাস নিয়ে বলল নাথান। "এদিকে দেখুন।"

ছোট একটা গাছের এক ডালে রংচটা হলদে রঙের বস্তু গেঁথে আছে। বস্তুটা পুরোপুরি ভেঁজা। আকারে একটা তাসের অর্ধেক হবে। প্রান্তগুলো অমসৃণ। নাথান ডাল থেকে মুক্ত করে নিল ওটা।

"কি এটা?" ক্যারেরা তার কাঁধের উপর দিয়ে দেখে বলল। "ইন্ডিয়ানদের কোন কিছু নাকি?"

"না, সেরকম কিছু না।" বস্তুটার উপর আঙুল বুলাল সে। "এটা পলেস্টার, আমার

মনে হচ্ছে। মানে কৃত্রিম কিছু একটা।" সে ঐ ডালটা পরীক্ষা করে দেখল যেটাতে ওটা গেঁথে ছিল। চিকন ডালটার অগ্রভাগ কাটা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে ভাঙা নয়। সূঁচালো প্রান্তটা ভাল করে দেখা শুরু করতেই গাছের গুঁড়িতে আঁকা কিছু চিহ্ন নাথানের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। "এটা আবার কি?" সে দ্রুত গাছের গুড়ির উপর ঝুঁকে জমে থাকা পানি সরিয়ে দিল। "হায় ঈশ্বর!"

"কি হল?"

নাথান সরে দাঁড়াল যাতে রেঞ্জার ভাল করে দেখতে পারে। গাছের গুড়ির বাঁকে যেটা খোদাই করা হয়েছে সেটা গোপন কোন মেসেজ।

প্রাইভেট ক্যারেরা আনন্দের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে শিস দিয়ে উঠল। তারপর ঝুঁকে গেল সামনের দিকে। "এই G এবং C দিয়ে..."

"জেরাল্ড ক্লার্ক," চট করে বলে উঠল নাথান। "সে-ই লিখেছে এটা। এই তীরচিহ্নটা নিশ্চিতভাবেই সে-দিকটা নির্দেশ করছে যেদিক দিয়ে জেরাল্ড ক্লার্ক এসেছিল...অথবা অন্তত তীরচিহ্নটা এটা বলছে, পরবর্তী চিহ্নটা কোথায় বা কোন্ দিকে পাওয়া যাবে।"

ক্যারেরা তার কবজিতে লাগানো রিস্ট-কম্পাসটা দেখল। "তীরটা দক্ষিণ-পশ্চিমে দেখাচ্ছে। আমরাও তো ওদিকটাতেই যাচ্ছি।"

"কিন্তু সংখ্যাগুলো দিয়ে কি বোঝাচ্ছে? ১৭ এবং ৫?"

রেঞ্জার খুব দ্রুত মুখটা উঁচু করল। "সম্ভবত কোন তারিখ, মিলিটারিদের মত করে লেখা। প্রথমে দিন তারপর মাস।"

"তাহলে এটা ১৭ই মে? প্রায় তিন মাস আগে।" ঘুরে দাঁড়িয়ে নাথান আরও কিছু প্রশ্ন করতে যাবে এমন সময় একটা হাত উঁচু করে তাকে থামিয়ে দিল ক্যারেরা। বাকি হাতটা কানে লাগানো রেডিও এয়ারপিসের উপর। দৃঢ়ভাবে চেপে আছে কানের সাথে।

অপরপ্রান্তের কথা শেষ হতেই কথা বলল সে, "রজার দ্যাট...বুঝতে পেরেছি। আমরা পথেই আছি, এক্ষুণি আসছি।"

নাথান কৌতুহলের সাথে তাকাল।

"কঙ্গার এবং কসটস," সে বলল, "তারা কিছু মৃতদেহ পেয়েছে ওখানে।"

কথাটা শুনে পেটের ভেতরটা মুচড়ে উঠল নাথানের।

"জলদি চলুন," শক্ত গলায় বলল ক্যারেরা। "তারা আপনার মতামত জানতে চায়।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে হাটতে থাকল নাথান। তার পেছনে প্রাইভেট ক্যারেরা এ-পর্যন্ত আবিষ্কার হওয়া সব কিছু বলে চলেছে তার ক্যাপ্টেনকে।

আরও দ্রুত হাটা ধরতেই নাথান খেয়াল করল সে এখনো হলদে রঙের কাপড়টা হাতে ধরে আছে। স্মরণ করল জেরাল্ড ক্লার্কের মিশনারিতে হাজির হওয়ার কথা। লোকটা নগ্ন পায়ে পোশাকহীন অবস্থায় জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছিল। শুধু একটা প্যান্ট ছিল তার পরনে। লোকটা কি তাহলে নিজের জামা ছিড়ে এমন ফ্ল্যাগ বানিয়ে গাছে গাছে টানিয়ে দিয়েছিল? যেন রাস্তাজুড়ে রুটির টুকরো ছড়িয়ে বোঝাতে চাইছিল কোথা থেকে সে এসেছে। দু-আঙুলের মাঝে কাপড়ের টুকরোটা নিয়ে একটু ঘষল নাথান। দীর্ঘ চারবছর

পর আজ তার হাতে দেখানোর মত প্রমাণ উপস্থিত যে তার বাবার দলের কেউ না কেউ এখনো বেঁচে আছে। তার বাবার বেঁচে থাকা নিয়ে আজ অবধি এমন কোন আশা সে জিইয়ে রাখে নি মনে। এমনকি বেঁচে থাকার সম্ভাবনাও প্রত্যাখ্যান করে গেছে দৃঢ়ভাবে। আর এতদিন পর, যখন বাবার মৃত্যু-শোকটা কাটিয়ে উঠেছে তখনই সেই হারানোর শোকটা দ্বিতীয়বারের মত পেয়ে গেলে তা সহ্য করা নাথানের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়বে। আরও একবার ভাল করে ফিকে হলুদ রঙের কাপড়টা দেখল সে, তারপর পকেটে চালান করে দিল ওটা।

রাস্তা ধরে যেতে যেতে সে ভাবল এমন কাপড়ের ফ্ল্যাগ আরও আছে কি না। যদিও জানার কোন উপায় নেই তবু একটা বিষয় সে ভাল করেই জানে : সে তার অনুসন্ধান থামাবে না যতক্ষণ না এই সত্যটা আবিষ্কার করতে পারছে যে, তার বাবার ভাগ্যে কি ঘটেছিল।

পেছন থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ করে উঠল প্রাইভেট ক্যারেরা। সেদিকে তাকাল নাথান। ক্যারেরা তার হাত দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে রেখেছে। ঠিক তখনই নাথান বুঝতে পারল পঁচাগন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। মাংসপচাঁ গন্ধ।

"এদিকে!" কণ্ঠটা সার্জেন্ট কস টসের। পথের শেষপ্রান্ত থেকে মিটার দশেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে বয়স্ক রেঞ্জার। রঙচঙ মেখে এমন কেমোফ্লেজ নিয়েছে যে তার আশেপাশের পরিবেশ থেকে তাকে আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। নাথান তার কাছে যেতেই যে দৃশ্যটি দেখল তাতে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল সে।

"হায় ঈশ্বর!" বিস্ময়ে পেছন থেকে বলে উঠল ক্যারেরা।

তরুণ কর্পোরাল কঙ্গার আরও কিছুটা দূরে দাঁড়ানো, একটা রুমাল দিয়ে মুখ বাধা, দাঁড়িয়ে আছে হত্যাযজ্ঞের মাঝে। হাতের এম-১৬ নাড়িয়ে শকুনগুলো উড়িয়ে দিতেই অগণিত মাছি তার চারপাশ ঘিরে ধরল। দেহগুলো এখানে-সেখানেভাবে ছাড়ানো-ছিটানো। পথে, গাছের বাঁকে, আবার কিছু পড়ে আছে পানির ধারাটার মাঝ বরাবর। নারী-পুরুষ, শিশু, সবরকম মানুষই আছে, দেখে বোঝা যায় এরা সবাই ইন্ডিয়ান কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলাটা কঠিন হয়ে পড়েছে। পুরো মুখমণ্ডল কিছুতে চিবিয়ে খেয়েছে, হাত-পাগুলোর মাংস বেশির ভাগই খাওয়া, হাঁড় দেখা যাচ্ছে, ভেতরের অন্ত্রগুলো পেট চিড়ে বের করা। পঁচা মাংসভুকেরা দ্রুত ক্ষেয়ে নিয়েছে বেশিরভাগ অংশ। বাকিটুকু দিয়েছে অসংখ্য মাছি, কীট-পতঙ্গ আর কেঁচোদেরকে। মৃতদেহগুলোর খর্বাকৃতিই শুধু বলে দিচ্ছে এরা ইয়ানোমামো, নিরুদ্দেশ হওয়া গ্রামবাসী। আর সংখ্যাটা বলে দিচ্ছে পুরো গ্রামটাই এখানে রয়েছে সম্ভবত।

চোখ বন্ধ করে ফেললো নাথান। কল্পনা করল তার ফেলে আসা এইসব গ্রামবাসীদের কথা যাদের সাথে সে কাজ করেছে অতীতে। ছোট্ট টামা, মহৎ তাকাহো। হঠাৎ কেমন যেন করে উঠল নাথান, দৌড়ে পানির-ধারাটার কাছে গিয়ে পানির উপর ঝুঁকে পড়ল। গভীরভাবে শ্বাস নিল সে। খুব চেষ্টা করল পাকস্থলি থেকে উগড়ে আসা খাবারগুলো চেপে রাখতে কিন্তু ব্যর্থ হল। একটা চাপা আর্তনাদ করে বমি করে দিল। সামনের দিকে ঝুঁকে

থাকল সে। হাত দুটো হাটুর উপর রেখে গভীর করে দম নিচ্ছে। পেছন থেকে চিৎকার দিয়ে উঠল কসটস।

"দিন ফুরাতে বেশি বাকি নেই, র‍্যান্ড। আপনার কি মনে হয়, এখানে কি হয়েছিল? অন্যকোন গোত্রের আক্রমণ?"

নাথান নড়ল না একটুও। পাকস্থলীর উপর বিশ্বাস নেই তার। কাছে এসে প্রাইভেট ক্যারেরা সহানুভূতির একটা হাত রাখল তার কাঁধে। "যত তাড়াতাড়ি এখানকার কাজ শেষ হবে আমাদের," কোমল কণ্ঠে বললো সে, "তত তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে পারব আমরা।"

মাথা নেড়ে সায় দিল নাথান। শেষবারের মত লম্বা করে শ্বাস নিয়ে জোর করে মৃতদেহগুলোর কাছে এগিয়ে গেল।

"কি মনে হয় আপনার?"

উগড়ে আসা পিত্ত-রস ঢোক গিলে পাকস্থলিতে ফেরত পাঠিয়ে খুব নিচুস্বরে কথা বলল সে। "তারা রাতের বেলয় পালাতে চেয়েছিল।"

"কিভাবে বুঝলেন এটা?" জিজ্ঞেস করল কসটস।

নাথান সার্জেন্টের দিকে তাকিয়ে কাছেই পড়ে থাকা একটি মৃতদেহের দিকে দেখাল। "ঐ দেখুন, একটা মশাল পুড়ে কয়লা হয়ে আছে। গভীর অন্ধকারে যাত্রা শুরু করেছিল ওরা।" সে দেহগুলো ভাল করে পর্যবেক্ষণ ও হত্যার ধরণটা বিশ্লেষন করল। কিছু লাশের দিকে আঙুল তুলে দেখাল সে। "যখন আক্রমণটা হয়েছিল, এই পুরুষগুলো নারী ও শিশুদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যখন তারা ব্যর্থ হয় নারীরা হয়ে দাঁড়ায় দ্বিতীয় সারির প্রতিরক্ষার দেয়াল। শিশুগুলো নিয়ে পালাতে চেয়েছিল ওরা।" গাছের বাঁকে পড়ে থাকা একটা নারী-মৃতদেহকে দেখাল সে। একটা মৃত-শিশুকে জড়িয়ে পড়ে আছে। ঘুরে দাঁড়াল নাথান। "আক্রমণ করা হয়েছিল নদী থেকে।" কাঁপা হাতে বেশ কয়েকটি পুরুষ-মৃতদেহের দিকে দেখাল সে। কিছু পড়ে আছে পানির কাছে, কিছু পানিতে। "বেশ অপ্রত্যাশিতভাবেই আক্রমণের শিকার হয় তারা। এতই দ্রুত যে কোনরকম পাল্টা আক্রমণ করার সুযোগও পায় নি ওরা।"

"কিভাবে ওদেরকে হত্যা করা হয়েছে তাতে কিছু যায় আসে না আমার," কসটস বলল, "কোন্ হারামির বাচ্চারা ওদেরকে এভাবে মারল সেটা জানতে চাইছি।"

"আমি জানি না," নাথান বললো। "একটা শরীরেও কোন তীর বা বর্শার আঘাত দেখাতে পাচ্ছি না। তবে এটাও হতে পারে, শত্রুরা আক্রমণের পর তাদের অস্ত্রগুলো আবার ফেরত নিয়ে গেছে, নিজেদের অস্ত্রের মজুদ ঠিক রাখা এবং কোন প্রমাণ না রাখার জন্য। দেহগুলো যেভাবে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে আছে তাতে বলা অসম্ভব কোনটা অস্ত্রের আঘাতের কারণে হয়েছে আর কোনটা মাংসভুক পোকার কারণে হয়েছে।"

"তাহলে অন্যভাবে বলতে গেলে, আপনার কাছে কোন সূত্রই নেই," মাথা ঝাঁকাল কসটস তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে একপাশে সরে গিয়ে রেডিওতে কথা বলতে থাকল সে।

ঘামে ভেঁজা কপাল মুছল নাথান, এখনো কাঁপছে সে। *কি ঘটল এখানে?*

কথা শেষ করে সামনে এগিয়ে এল কসটস। "নতুন আদেশ এসেছে। একটা লাশ

নিতে হবে ডা. ওব্রেইনের পরীক্ষা করার জন্য," কণ্ঠে আওয়াজ তুলল সে। "সবচেয়ে কম নষ্ট হওয়া একটা লাশ নিয়ে যেতে হবে। কেউ কি আছে একটা বেছে নিতে সাহায্য করতে পারে?" কেউ কোন উত্তর দিল না। এতে কিছুটা অপমানিত হয়ে বাঁকা হাসি দিল সার্জেন্ট। "ঠিক আছে," কসটস বলল। "আমি অবশ্য ভাবি নি কেউ রাজি হবে।" প্রাইভেট ক্যারেরার দিকে তাকাল সে। "দুর্বল ডক্টরকে ক্যাম্পে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন না কেন আপনি? এটা পুরুষের কাজ, বুঝলেন?"

"জি, স্যার।"

নাথানকে সঙ্গে আসার জন্য ইশারা করল ক্যারেরা। তারপর দু-জনে গ্রামের দিকে হাটা শুরু করল একসাথে। সার্জেন্টের শ্রবণসীমার বাইরে আসতেই বিড়বিড় করে উঠল ক্যারেরা। "কি জঘন্য একটা লোক।"

সায় দিল নাথান তবে সত্যি বলতে সে-ই একমাত্র আনন্দিত ব্যক্তি অমন রোমহর্ষক পরিস্থিতি থেকে সরে আসতে পারায়, সার্জেন্ট কসটস কি মনে করল তা নিয়ে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করে না সে। তবে ক্যারেরার রাগের কারণটা বুঝতে পারছে সে ঠিকই। বাকি সব পুরুষ-সহকর্মীদের কাছ থেকে যে এই নারীকে অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণের শিকার হতে হয় তা ভাল করে জানে নাথান। এইমাত্র সঞ্চিত তিক্ত-অভিজ্ঞতাটুকু ফিরে আসার সময়টুকুতে তাদের দু-জনকেই নিশ্চুপ রাখল।

শাবানোর কাছে পৌঁছাতেই মানুষজনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। গতি বাড়িয়ে দিল নাথান। প্রাণের মাঝে যত দ্রুত ফিরে আসা যাবে প্রাণহীনদের কথা ভোলা যাবে তত দ্রুত। প্রাইভেট এডি জোন্সের কাছে চলে এল সে। শাবানোর মূল প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে পাহারার কাজে ব্যস্ত সৈনিকটি। তার থেকে খানিকটা দূরে নদীপাড়ে দু-জন রেঞ্জার দাঁড়িয়ে আছে। ওখানেই পাহারা দেবার দায়িত্ব পড়েছে তাদের। নাথান এবং ক্যারেরা গোলাকৃতি শাবানোর দরজার কাছে পৌঁছাতেই এডি জোন্স তাদেরকে স্বাগত জানিয়েই হুট করে খবরটা জানাল। "আপনারা একটুও বিশ্বাস করবেন না, জঙ্গল থেকে কি ধরে এনেছি আমরা।"

"কি ধরে এনেছেন?" ক্যারেরা জিজ্ঞেস করল।

জোন্স আঙুল তুলে দরজার দিকে দেখাল। "যান, নিজের চোখে দেখে আসুন।"

ক্যারেরা তার বন্দুকের ব্যারেলটা দুলিয়ে নাথানকে প্রথমে যাওয়ার ইশারা করল। শাবানোতে ঢুকে নাথান দেখল একদল মানুষ জড়ো হয়ে আছে ঘরটার ঠিক মাঝখানে। ওখানে কোন ছাদ না থাকায় দিনের শেষ আলোটুকু প্রবেশ করছে ভেতরে। ম্যানুয়েল সবার থেকে একটু দূরে টর-টরকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নাথানকে দেখামাত্রই একটা হাত উঁচু করল সে, কিন্তু তার মুখে কোন হাসি নেই। সবাই কম বেশি আলোচনায় মগ্ন।

"একে ধরেছি আমরা!" উচ্চস্বরে বলল ওয়াক্সম্যান। তিনজন রেঞ্জার কিছু একটার দিকে অস্ত্র তাক্ করে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু অন্য সিভিলিয়ানদের জন্য সেটা দেখা যাচ্ছে না।

"কব্জির বাধনটা অন্তত খুলে দিন," অভিযোগের সুরে বলল কেলি। "তার পা-দুটো তো বাধাই আছে। আর লোকটা বেশ বৃদ্ধ।"

"আপনি যদি লোকটার কাছ থেকে কোন সহযোগীতা আশা করেন," যোগ করল কাউয়ি, "তবে এভাবে কাজ করলে কোন লাভ হবে না।"

"আমাদের প্রশ্নের সামনে মুখ খুলতেই হবে তাকে," হুমকির সুরে বলল ওয়াক্সম্যান।

ফ্রাঙ্ক এগিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল। "এই অপারেশনটা কিন্তু এখনও আমার, ক্যাপ্টেন। এই বন্দী লোকটাকে কোনরকম অত্যাচার হোক তা আমি চাই না।"

এরইমধ্যে নাথান খোলা জায়গাটা পার হয়ে সবার সাথে যোগ দিয়েছে। আনা ফঙ এক নজর দেখল তাকে, চোখে তার আতঙ্ক ভর করেছে। রিচার্জ জেন একটু সরে দাঁড়াল তাকে দেখে, সন্তুষ্টির এক হাসির রেখা ফুটে উঠল তার ঠোঁটের কোণায়। মাথা নেড়ে সায় দিল সে নাথানকে দেখে।

"জঙ্গলে ঘাপটি মেরে থাকার অবস্থায় লোকটাকে ধরেছি আমরা। ম্যানুয়েলের জাগুয়ার এ-কাজে সাহায্য করেছে। মনে হয় তুমি ওর চিৎকারও শুনেছ, জাগুয়ারটা বুড়োকে গাছের সাথে জোরে চেপে ধরেছিল।"

জেন আরও এক-পা সরে যেতেই নাথান দেখতে পেল কাকে ধরেছে তারা। ছোটখাট এক ইন্ডিয়ান, মাটিতে বসা, হাত-পা প্লাস্টিকের মোটা দড়ি দিয়ে বাধা। তার কাঁধ পর্যন্ত সাদাচুল পরিস্কারভাবেই বোঝাচ্ছে লোকটা একজন বৃদ্ধ। সবার সামনে জবু-থবু হয়ে বসে কি যেন বলছে বিড়বিড় করে। তার চোখজোড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে তার দিকে তাক্ করা রাইফেল আর পাশে থাকা টর-টরের উপরে। তার ইয়ানোমামো ভাষায় বিড়বিড় করে বলতে থাকা কথাগুলো শুনল নাথান। সে আরো ঝুঁকে গেল বৃদ্ধটির কাছে। শামানদের মন্ত্র এগুলো, শয়তান দূর করার সময় পাঠ করা হয়। নাথান অনুধাবন করল লোকটা নিশ্চয়ই একজন শামান হবে। সে কি এই গ্রামের? হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে যাওয়া কেউ?

ইন্ডিয়ানটার চোখদুটো হঠাৎ নাথানের উপর স্থির হল, নাকের অগ্রভাগটা নড়ছে। "মৃত্যু লেগে আছে তোমার সাথে," সতর্ক করল সে তার নিজস্ব ভাষায়। "তুমি এটা জান। তুমি এটা দেখেছ।"

নাথান বুঝতে পারল তার শরীরে ও পোশাকে লেগে থাকা মাংসপঁচা গন্ধ নাকে গেছে শামানটার। সে আরও কাছে গিয়ে ইয়ানোমামোতে বলতে শুরু করল "এই যে দাদু, আপনি কে? আপনি কি এই গ্রামের কেউ?"

বৃদ্ধের চেহারায় ফুটে উঠল ক্ষোভ। মাথা ঝাঁকাল সে। "এই গ্রামে শাওয়ারির দুষ্টু আত্মার ছায়া পড়েছে। এখানে এসেছিলাম নিজেকে হ্যান-আলির কাছে উৎসর্গ করতে কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে।"

নাথানের চারপাশজুড়ে সব তর্ক-বিতর্ক থেমে গেল বৃদ্ধ লোকটার সাথে তার ভাবের আদান-প্রদান হতে দেখে। পেছন থেকে কেলি ফিসফিস করে উঠল। "সে কারো সাথেই কোন কথা বলে নি, এমনকি প্রফেসর কওয়ির সাথেও না।"

"ব্লাড জাগুয়ার ব্যান-আলির খোঁজ করছেন কেন আপনি?"

"আমার নিজের গ্রামটাকে বাঁচাতে। আমরা তাদের কথায় কান দেই নি। আমরা শ্বেতাঙ্গ লোকটির মৃতদেহ পোড়াই নি...লোকটা ব্যান-আলিদের দাস ছিল।"

সঙ্গে সঙ্গেই নাথান বুঝতে পারল ব্যান-আলির ছাপ দেয়া শ্বেতাঙ্গ লোকটি জেরাল্ড ক্লার্ক ছাড়া আর কেউ নয়। *যদি তাই হয়, তাহলে তার অর্থ...*"আপনি ওয়াওয়ে থেকে এসেছেন?"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে মাটিতে থুথু ফেলল সে। "অভিশাপ দাও ঐ নামটাকে! অভিশাপ দাও ঐ দিনটাকে যেদিনটায় ঐ অশুভশক্তি গ্রামে ঢুকেছিল!"

নাথান এবার বুঝতে পারল এই শামানই ওয়াওয়ের মিশনারির আশপাশের সব আক্রান্ত শিশুদেরকে চিকিৎসা দিতে চেয়েছিল, তারপর তাতে কাজ না হওয়ায় তাদের গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেয় বাকিদেরকে বাঁচানোর জন্য। কিন্তু তার নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সে যে ব্যর্থ হয়েছে তা বোঝাই যাচ্ছে। ছোঁয়াচে রোগটি এখনও ইয়ানোমামো শিশুদের মাঝে ছড়াচ্ছে।

"এখানে এসেছিলেন কেন? কি করেই বা এলেন?"

"ঐ শ্বেতাঙ্গ লোকটির ব্যবহার করা পথ খুঁজে পেয়েছিলাম আমি, তারপর নৌকাটা পেলাম। নৌকাটার রঙ আর কারুকার্য দেখে বুঝতে পেরেছিলাম ওটা এই গ্রামেরই হবে। আর এখানকার পথ-ঘাটও ভাল করে চিনি আমি। তাই এখানে এসেছি ব্যান-আলিদের খোঁজে, তাদের কাছে নিজেকে সপে দেবার জন্য। তাদের দেয়া অভিশাপ তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানানোর জন্য। কিন্তু আমার অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। মাত্র একজন নারী জীবিত পেয়েছিলাম এই গ্রামে।" যে দিকটায় হত্যাযজ্ঞ হয়েছিল সেদিকটায় তাকাল সে। "আমি তাকে পানি দিলাম, সে আমাকে সব খুলে বলল তাদের গ্রামে কি হয়েছে।"

সোজা হয়ে দাঁড়াল নাথান।

"কি বলেছে সে?" জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান।

তার প্রশ্ন কানেই তুলল না নাথান। "কি হয়েছিল, বলুন তো?"

"তিন মাস আগে শ্বেতাঙ্গ লোকটি এ-গ্রামের শিকারীদের হাতে পড়ে। তার অবস্থা তখন খুব খারাপ। দুর্বল আর হাড্ডিসার। ইন্ডিয়ানরা তার শরীরে আঁকা চিহ্নগুলো দেখে ভয় পেয়ে তাকে একটা জায়গায় বন্দী করে রাখে। তাদের ভয় ছিল, লোকটা তাদের গ্রামে আবার না চলে আসে। তার কাছে যা যা ছিল সব নিয়ে তাকে একটা গুহায় বন্দী কারে রাখে তারা। গভীর জঙ্গলে একা ফেলে আসে যেন ব্লাড-জাগুয়াররা এসে তাকে নিয়ে যায়। শিকারী দলটি তাকে খবার দিত, যত্ন নিত কারণ ব্যান-আলির অধীনে থাকা কোন কিছুর তিল পরিমাণ ক্ষতি করার সাহস তাদের ছিল না। কিন্তু বন্দী লোকটার অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হতে থাকল। তারপর মাসখানেক পর এক শিকারীর ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়ে।"

মাথা নেড়ে সায় দিল নাথান। ছোঁয়াচে রোগটা ছড়িয়ে পড়ার কথা বলছে সে।

"এখানকার শামান ঘোষণা দিল গ্রামের সবাই অভিশপ্ত। বন্দি লোকটাকে মেরে

ফেলার দাবিও জানাল সে। ব্যান-আলির তীব্র ক্রোধকে প্রশমিত করার জন্যই তাকে পুড়িয়ে ফেলল। কিন্তু পরের দিন সকালে যখন তারা গুহার কাছে পৌছাল দেখল লোকটা নেই। তারা ভাবল ব্যান-আলি এসে তাকে নিয়ে গেছে, তাদেরকে মুক্তি দিয়ে গেছে। তার একদিন পর তারা আবিষ্কার করল তাদের একটা নৌকা নেই। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।" একটু থামল ইন্ডিয়ান। "তারও কয়েকদিন পর সেই শিকারীর অসুস্থ ছেলেটি মারা যায়, তারপর আক্রান্ত হয় আরো কয়েকজন। এক সপ্তাহ আগে এ-গ্রামের এক মহিলা বাগান থেকে কলা সংগ্রহ করে ফেরার সময় এই শাবানোর বাইরের দেয়ালে একটা চিহ্ন আঁকা দেখতে পায়। কেউ জানে না এটা কিভাবে এখানে এল।" ইন্ডিয়ান শামান গোলাকৃতি ঘরটার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটা দেখিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল। "এটা এখনও আছে ওখানে। ব্যান-আলির চিহ্ন।"

নাথান তার কথা থমিয়ে অন্যদের দিকে ফিরল। সে এতক্ষণ ধরে যা যা শুনেছে তা বলে দিল ওদের। তার কথা শুনে সবার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। নাথানের কথা থামতেই ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান জারগেনসেনকে বাইরে পাঠাল, শামান বর্ণিত চিহ্নটি শাবানোর দেয়ালে আছে কিনা দেখতে। তার ফিরে আসার সময়টুকুতে সবাই যখন অপেক্ষা করছে, নাথান সে-সময়ে ব্যস্ত ওয়াক্সম্যানকে বুঝিয়ে শামানের হাতের বাঁধনটা খোলার কাজে। বন্দী ব্যক্তিকে সাহায্য করতে দেখে ওয়াক্সম্যান রাজি হল।

শামান এখন পানির বোতল হাতে নিয়ে মাটিতে বসে আছে। খুব সন্তুষ্টির সাথে চুমুক দিচ্ছে তাতে। কেলি হাটু ভেঙে বসে পড়ল নাথানের পাশে। তার বলা কাহিনী শুনে একটা জায়গায় আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে শামানের চিকিৎসা পদ্ধতির বেশ মিল পাচ্ছে সে। এই গ্রামের সবাই জেরাল্ড ক্লার্ককে জঙ্গলের ভেতর এক জায়গায় আলাদা করে রেখেছিল অন্যদের থেকে, ঠিক এখন স্টেট্সসহ এবং অন্যান্য জায়গায় যেমন আক্রান্তদেরকে কুয়ারেন্টাইন করে অন্যদের থেকে আলাদা করে রাখা হচ্ছে। ইন্ডিয়ানরা জেরাল্ড ক্লার্ককে আলাদা করতে সক্ষম হলেও ক্লার্কের রোগের মাত্রাটা যখন বাড়তে শুরু করে তখন গোত্রের অন্যেরা একে একে আক্রান্ত হয়...অথবা সেই শিকারীটি যার সন্তান আক্রান্ত হয়েছিল, কোন না কোনভাবে নিজেকেই ঐ অজানা রোগের বাহক করে ফেলেছিল। মোটামুটি এভাবেই রোগটা ছড়িয়ে পড়েছে এখানে।

"পুরো গোত্রই আতঙ্কিত হয়ে উঠল।"

ওদিকে জারগেনসেন মাথা নিচু করে শাবানোতে ঢুকেই তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। "বৃদ্ধ ঠিকই বলেছে। বাইরের দেয়ালে আনাড়িহাতে একটা চিহ্ন আঁকা। ঠিক জেরাল্ড ক্লার্কের শরীরে যেমনটা আঁকা ছিল।" মুখে অভিব্যক্তি ফুটিয়ে নাক কুঁচকালো সে। "কিন্তু ঐ জিনিসটা দিয়ে যে বিচ্ছিরি গন্ধ আসছে তাতে মনে হচ্ছে ওটা শূকরের বিষ্ঠা বা ওরকম কিছু দিয়ে আঁকা। তীব্র নাক-জালানো গন্ধ।"

ভুরু কুঁচকে নাথানের দিকে ফিরল ফ্রাঙ্ক। "শামান আর কি কি জানে দেখুন না বের করতে পারেন কিনা।"

নাথান মাথা নেড়ে সায় দিয়ে শামানের দিকে ঘুরল। "ঐ চিহ্নটা দেখার পর কি হল?"

মুখ ঢেকে ফেললল শামান। "ঐ রাতেই সবাই পালিয়ে যায়...কিন্তু...কিন্তু তাদেরকে ধরে ফেলে।"

"কি ধরে ফেলে?"

ভুরু কুঁচকালো ইন্ডিয়ান। "যে মহিলা আমার সাথে কথা বলেছিল সে ছিল মৃতপ্রায়। তার জবান বন্ধ হয়ে আসছিল। নদী থেকে কিছু একটা উঠে এসে তাদেরকে খেতে আসছিল। তারা শুয়ে পড়ে কিন্তু ওটা তাদেরকে পানিরধারা পর্যন্ত অনুসরণ করে ধরে ফেলে।"

"কি? কিসে ধরল তাদেরকে? ব্যান-আলি?"

আরও এক ঢোক পানি গিলল শামান। "না। তবে ওই মহিলা আর কিছু বলে নি।"

"তাহলে কি সেটা?"

নাথানের চোখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল বৃদ্ধ। সে বোঝাতে চাইছে যা বলছে সত্যিই বলছে। "জঙ্গল!" চাপাকণ্ঠে বলল সে। "নদী থেকে জঙ্গলটা উঠে এসে তাদেরকে আক্রমণ করেছিল!"

নাথানের কপালে ভাঁজ পড়ল।

কাঁধ তুলল শামান। "আর কিছু জানি না আমি। ওই অভিশপ্ত মহিলা মারা গেলে তার আত্মা গোত্রের বাকি সবার আত্মার সাথে যোগ দিল। পরের দিন, মানে আজকে আমি আপনাদের নদী দিয়ে আসার শব্দ শুনেছিলাম। দেখতে গিয়েছিলাম আপনারা কারা।" সে ম্যানুয়েলের জাগুয়ারটার দিকে তাকাল। "কিন্তু ওর কাছে ধরা পড়ে যাই। মৃত্যু আমার পিছু নিয়েছে, ঠিক যেমনটা নিয়েছে আপনাদেরও।"

পেছন দিকে হেলে বসল নাথান, তাকাল ম্যানুয়েলের দিকে। বায়োলজিস্ট টর-টরকে চামড়ার একটা দড়ি দিয়ে বেধে রেখেছে কিন্তু শান্ত রাখতে পারছে না ওটাকে। বিরক্তির ভাব-ভঙ্গি মুখে ফুটিয়ে এদিক-ওদিক হাটছে, কাঁধের লোমগুলো খাড়া, কিছুটা ভয়ও পেয়েছে বোধহয়।

শামানের কথাগুলো সবাইকে ভাষান্তর করার কাজটা শেষ করল কাউয়ি। "সে এতটুকুই জানে।"

জারগেনসেনকে লোকটার পায়ের বাঁধনও কেটে দেবার হুকুম দিল ওয়াক্সম্যান।

"তার কথা শুনে কি বুঝলে?" কেলির প্রশ্ন। এখনও সে হাটু গেঁড়ে বসে আছে।

"বুঝতে পারছি না," বিড়বিড় করল নাথান। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মৃতদেহগুলোর কথা মনে পড়ল তার। সে ভেবেছিল নদীর অপরপ্রান্ত থেকে কোন কিছু আক্রমণ করেছিল তাদেরকে, কিন্তু ওই মহিলার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে নদীটা নিজেই উঠে এসে তাদেরকে আক্রমণ করেছিল!

তাদের সাথে যোগ দিল কাউয়ি। "ঘটনাটা ব্যান-আলিকে নিয়ে প্রচলিত বিশ্বাসের রূপকথার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বলা হয়ে থাকে তারা, মানে ব্যান-আলি ইচ্ছেমত যেকোন

কিছুতেই রূপ নিতে পারে।"

"কিন্তু নদী থেকে কী-ই বা আসতে পারে, আর মানুষ মারতে পারে এভাবে? কল্পনাও করতে পারছি না।"

শাবানোর দরজার কাছে একটা ছোট শোরগোল উঠলে তাদের মনোযোগ সেদিকে চলে গেল। স্টাফ সার্জেন্ট কসটস ভেতরে এল দরজা ঠেলে, পেছনে একটা ট্রাভয়েস ট্রে টেনে আনছে সে। ভি-আকৃতি ট্রে-টার উপর একটি মৃতদেহ রাখা। হত্যাযজ্ঞের জায়গা থেকে তুলে আনা হয়েছে ওটাকে। তাদের পেছনে তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠল শামান। ঘুরে দাঁড়াল নাথান।

ইন্ডিয়ানটার চোখদুটো ভয়ে কাঁপছে। "ঐ অভিশপ্তকে এখানে এনো না। ব্যান-আলিকে আমাদের উপর ডেকে আনছ তুমি!"

জারগেনসেন এগিয়ে গিয়ে তাকে শান্ত করতে চাইল কিন্তু ঐ বয়সেও ভালই পেশী-শক্তি দেখাল শামান। সে রেঞ্জারের হাত গলে বেরিয়ে গেল। তারপর এক দৌড়ে একটা ঘরে গিয়ে, ছাদ থেকে ঝুলিয়ে দেয়া হ্যামোকটি মইয়ের মত বেয়ে গোলাকৃতি ছাদের খোলা অংশ বরাবর উঠে গেল।

এ দৃশ্য দেখে এক রেঞ্জার রাইফেল তাক্ করল তার দিকে।

"গুলি করো না!" চিৎকার দিল নাথান।

"তোমার অস্ত্র নামাও, কর্পোরাল!" আদেশ দিল ওয়াক্সম্যান।

ছাদের উপরে উঠেই বৃদ্ধ শামান থামল, তারপর নিচের মানুষদের দিকে ফিরে তাকাল সে। "এই লাশটা ব্যান-আলির সম্পত্তি। তাদের জিনিস তারা নিতে আসবেই!"

এ কথা বলেই ছাদ থেকে জঙ্গলের দিকে ঝাঁপ দিল শামান।

"তাকে ধরে আন," দুই রেঞ্জারকে আদেশ দিল ওয়াক্সম্যান।

"ওরা ওকে কখনোই খুঁজে পাবে না," বলল কাউয়ি। "যে রকম ভয় পেয়েছে সে, জঙ্গলে হারিয়ে যাবে চোখের পলকেই।"

প্রফেসরের ভবিষ্যৎবাণীই সত্যি হল। খুঁজে পাওয়া গেল না ইয়ানোমামো শামানকে। দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা নামতেই কেলি শাবানোর এক কোণায় নিরাপদ ও আরামদায়ক একটি জায়গা খুঁজে নিল নিজের জন্য। ব্যস্ত হয়ে পড়ল লোকগুলোর মৃত্যুর কারণ খুঁজে বের করতে। ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান আর ফ্রাঙ্ককে জেরাল্ড ক্লার্কের চিহ্ন দেয়া গাছটা দেখতে নিয়ে গেল নাথান।

"ইন্ডিয়ানদের হাতে ধরা পড়ার আগে এটা লিখেছিল সে," ফ্রাঙ্ক বলল। "কি দূর্ভাগ্যের ব্যাপার! লোকালয়ের কত কাছে এসে পড়েছিল সে তারপর ধরা খেয়ে বন্দী হল।" মাথা ঝাঁকাল ফ্রাঙ্ক। "প্রায় তিন মাস ধরে বন্দী থাকল।"

শাবনোতে ফিরে আসতেই টিমের বাকি সদস্যরা রাতের আনুষঙ্গিক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তারা। আগুন জ্বালান হল। রাতের প্রহরী নির্ধারণ করা হল। রাতের খাবার তৈরি করার পর আগামীকালের জন্য কাজের পরিকল্পনাও করে নিল তারা। নদীপথ ধরে এগুনো

হবে না আপাতত, আগামীকাল থেকে জেরাল্ড ক্লার্কের ব্যবহৃত পথটা ধরেই ভ্রমন করবে টিমটা।

সূর্যাস্তের পর, রাতের খাবার ভাত-মাছ রান্না হতেই কেলি তার অস্থায়ী মর্গ ছেড়ে বেরিয়ে এল। একটা ক্যাম্প-চেয়ারে নিজের ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। তারপর জ্বলতে থাকা আগুনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে তার পরীক্ষার ফলাফল জানাল সবাইকে।

"আমি যতটুকু বুঝতে পারছি, তার শরীরে বিষাক্ত কিছু ঢোকানো হয়েছিল। মৃতদেহে ভয়ঙ্কর কিছু নমুনা পেয়েছি আমি। জিহ্বাটা ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে। এর মানে দেহে এমন কিছু প্রবেশ করানো হয়েছিল যাতে শরীরের আভ্যন্তরীন নালীগুলো সংকুচিত হয়ে যায়, মেরুদণ্ড এবং অন্যান্য অস্থিও বাদ যায় নি এই রোগ থেকে।"

"কি ধরনের পয়জন এটা?" জিজ্ঞেস করল ফ্রাঙ্ক।

"এটা বের করতে ল্যাবরেটরির সাহায্য লাগবে আমার। এমনকি পরীক্ষা ছাড়া এটাও বলতে পারছি না, ঠিক কিসের মাধ্যমে বিষটা ছড়িয়েছিল। হয়তো বিষমাখা তীর, বর্শা বা ডার্ট। মৃতদেহটা মাংস খাওয়া পোকার আক্রমণে এতই নরম হয়ে গেছে যে ঠিক করে বলা প্রায় অসম্ভব।"

সূর্যাস্ত দেখে নাথান তাদের আলোচনাটা শুনে গেল চুপচাপ। তার মনে পড়ল অদৃশ্য হয়ে যাওয়া শামানের শেষকথাগুলো–তাদের জিনিস তারা নিতে আসবেই! তারপর আবারো ঘুরে ফিরে সেই ভয়ঙ্কর হত্যাযজ্ঞের ছবি ভেসে উঠল তার চোখে। তার আশেপাশে এবং পুরো আমেরিকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়া অজ্ঞাত রোগটির কথাও ভাবল গুরুত্বের সাথে। এগুলোর ভেতর দিয়ে যেতেই নাথানের বোধ তাকে জাগিয়ে তুলল আবারো, জানান দিয়ে গেল খুবই সত্যি একটা কথা–সময় তাদের কাছ থেকে খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে।

অধ্যায় ৯

নিশুতি আক্রমণ
আগস্ট ১৪, রাত ১২:১৮
আমাজন জঙ্গল

একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠল কেলি। ঝড়ের বেগে উঠে বসল বিছানায়। স্বপ্নটাকে পরিস্কারভাবে মনে করতে পারল না, শুধু আবছাভাবে কিছু মৃতদেহের ছবি ভেসে ওঠা ছাড়া। একটা দৌড়-ঝাঁপের মুহূর্তও ছিল স্বপ্নে। ঘড়ি দেখল সে। রেডিয়াম কাঁটাগুলো মাঝরাতের পরের সময়কে দেখাচ্ছে।

পুরো শাবানোজুড়ে বেশির ভাগ মানুষই ঘুমিয়ে আছে এখন। এক রেঞ্জার আগুনের পাশে দাঁড়ান, তার সহকর্মী পাহারা দিচ্ছে দরজাটা। কেলি জানে আরও দু-জন রেঞ্জার এই গোলাকৃতি ঘরটার বাইরে পাহারা দিচ্ছে। অন্যদিকে, বাকি সবাই যার যার আরামদায়ক, উষ্ণ হ্যামোকে ঘুমিয়ে আছে। দীর্ঘ ও ভয়ঙ্কর একটা দিন গেছে সবার। একদিকে মরা মানুষের স্তূপ, অন্যদিকে তার পরীক্ষা করা ছিন্ন-ভিন্ন দেহ, সাথে আছে চলমান দুশ্চিন্তা–এগুলোই যথেষ্ট দুঃস্বপ্ন দেখার জন্য। তাই জেগে গিয়ে অবাক হল না কেলি। এত সব ছাপিয়ে একটি চিন্তা সব সময় তার মাথায় ঘুরছে–ভার্জিনিয়াতে ফেলে আসা তার পরিবারকে নিয়ে যে দুশ্চিন্তা সেটা কিছুতেই মাথা থেকে নামিয়ে রাখতে পারছে না সে। তার অবচেতন মনে জমে থাকা অসামান্য চিন্তার খোরাকটুকু নিয়ে তার মস্তিষ্ক সেগুলো বিশ্লেষন করেছে ঘুমটা অগভীর স্তরে থাকার সময়ে। স্টেট্স থেকে আসা গত কাল দুপুরের খবরের থেকে রাতের খবরটা আরও বেশি ভয়াবহ। ঐ অল্প সময়ের ভেতরেই আরও বারোটা কেস রিপোর্ট করা হয়েছে আমেরিকায়। মারা গেছে দুই শিশু আর বয়স্ক এক নারী। এরা সবাই পাম বিচের বাসিন্দা। এদিকে, এই আমাজনজুড়ে রোগ ও মৃত্যু ছড়াচ্ছে শুকনো কাঠের ভেতর দিয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ার মত, খুব দ্রুত গতিতে। মানুষজন ভয়ে নিজেদেরকে হয় গৃহবন্দী করে রাখছে অথবা শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। মৃতদেহগুলো পোড়ানো হচ্ছে মানাউসের রাস্তায় রাস্তায়।

কেলির মা জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত তাদের ইন্সটার রিসার্চ সেন্টারে কেউ আক্রান্ত হয় নি। কিন্তু এত তাড়াতাড়িই বলা যাচ্ছে না তারা পুরোপুরি বিপদমুক্ত। আমাজনের কেসগুলো বিশ্লেষণ করে সর্বশেষ যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, রোগটা সর্বনিম্ন তিনদিন ও সর্বোচ্চ সাতদিন পর্যন্ত সময় নিচ্ছে পুরোপুরি সক্রিয় হতে। এটা আসলে নির্ভর করছে আক্রান্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্য কোন পর্যায় আছে তার উপর। পুষ্টিহীন ও কম রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাসম্পন্ন শিশুরাই অসুস্থ হচ্ছে দ্রুত। রোগের কারণ হিসেবে একটা ব্যাকটেরিয়াল প্যাথোজেনকে দৃঢ়ভাবে আলাদা করেছে সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল। কিন্তু আরও বিভিন্ন রকম ভাইরাসের উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে নিয়মিত। এখন পর্যন্ত এ রোগের জন্য দায়ি ভাইরাসটিকে সনাক্ত করা যায় নি।

এই রিপোর্ট যত ভয়াবহ-ই হোক না কেন এর থেকেও ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার ঘটেছে। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে কথা বলার সময় তার মাকে খুব ফ্যাকাশে লাগছিল দেখতে। "আমরা জানি রোগটা আকাশপথেও এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে পারে তাই আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে ওঠা-বসা না করলেও রোগটা ঠিকই ছড়িয়ে পড়ছে অন্যভাবে।"

কেলি জানে এ-কথার অর্থ কি। খুব সহজেই যেখানে রোগটা ছড়ানোর সুযোগ আছে সেখানে এরকম প্যাথোজেনকে কুয়ারেন্টাইন করে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব কাজ। সাথে, এটার রয়েছে উচ্চমাত্রায় মৃত্যুর হার।

"একটাই আশা আছে এখন," তার মা বলেছিল সবশেষে। "একটা সমাধান চাই আমরা।"

কেলি তার হ্যামোকে র পাশে রাখা পানির বোতল থেকে লম্বা এক ঢোক পানি পান করল। এক মুহূর্ত বসে থাকল সে, ঘুম যে আর আসবে না তা বুঝতে পারছে। নিঃশব্দে হ্যামোক থেকে নেমে এল। আগুনের পাশে দাঁড়ানো রেঞ্জারটা তার নড়াচড়া দেখে তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। গতকালকের পরা একটা টি-শার্ট আর ট্রাউজার এখনো পরে আছে কেলি। বুট জোড়া আস্তে করে পায়ে ঢুকিয়ে নিয়ে প্রায় নিঃশব্দে দরজার দিকে হাটা ধরল। ঘুমিয়ে থাকা অন্য সদস্যদেরকে জাগানোর কোন ইচ্ছে নেই তার। তাকে দেখে মাথা নেড়ে সায় দিল রেঞ্জার। ধীরে হেটে শাবানোর দরজাটার কাছে এল কেলি। মাথা নিচু করে বাইরে বের হতেই দেখল প্রাইভেট ক্যারেরা পাহারা দিচ্ছে।

"এই একটু ফ্রেশ হওয়া দরকার," ফিসফিস করে বলল কেলি। নারী রেঞ্জার মাথা নেড়ে সায় দিয়ে হাতের অস্ত্রটা নদীর দিকে তাক করল। "আপনি একা নন।"

কেলি দেখল কয়েক মিটার দূরে নদীপাড়ে একজন দাঁড়িয়ে আছে। ছায়ামূর্তিটার অবয়ব দেখেই কেলি চিনতে পারল নাথান র‍্যান্ডকে। একা দাঁড়িয়ে আছে, শুধু দু-জন রেঞ্জার একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে পাহারায়। হাতের ফ্লাশ-লাইটের কারণে সহজেই চোখে পড়ছে তাদের।

"পানি থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকবেন," সতর্ক করে দিল প্রাইভেট ক্যারেরা। "পর্যাপ্ত পরিমাণ মোশন-সেন্সর না থাকার কারণে নদী এবং জঙ্গলের দিকগুলো পুরোপুরি সিকিউর করতে পারি নি।"

"আচ্ছা, দূরে থাকব নদী থেকে।" কেলির ভালই মনে আছে কর্পোরাল ডি-মারটিনির ঘটনাটি।

শাবানো ছেড়ে হাটা শুরু করতেই কেলি শুনল জঙ্গলের গুঞ্জন-সঙ্গিত, এই সঙ্গিতে অংশ নিয়েছে অসংখ্য ঘাস-ফড়িং, ঝিঁঝি পোকা ও ব্যাঙের দল। সঙ্গীতটা বেশ শান্তই মনে হল তার কাছে। একটু দূরে, অসংখ্য জোনাকি নৃত্য করছে গাছের শাখায় আর নদীর উপর। আলোক-বিন্দুর মোহনীয় দৃশ্য এক।

কেলির আসার শব্দ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল নাথান। একটা সিগারেট ঝুলে আছে তার ঠোঁটে। রাতের অন্ধকারে ছোট্ট একটা লাল-দিপ্তী ছড়াচ্ছে ওটার অগ্রভাগ থেকে।

"আমি জানতাম না তুমি সিগারেট খাও," তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে উঁচু পাড় থেকে নদীর দিকে তাকিয়ে বলল কেলি।

"খুব একটা খাই না," একটু হেসে বলল সে। লম্বা একটা ধোঁয়ার স্রোত মুখ থেকে বের করে। "মানে বেশি না। এটা কর্পোরাল কঙ্গারের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি।" সে বুড়ো আঙুল দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা রেঞ্জার দু-জনকে দেখাল। "গত চার-পাঁচ মাসে একটাও ধরি নি, কিন্তু...আমি জানি না...আসলে ভাবলাম বাইরে আসার জন্য আমার একটা অজুহাত দরকার। একটু হাটা হাটি করলে ভালই লাগবে, তাই এটা চেয়ে নিলাম আর কি।"

"আমি জানি তুমি কি বলতে চাচ্ছ। আমিও বাইরে এসেছি লোক দেখানো ফ্রেশ বাতাস নিতে।" সে হাতটা বাড়িয়ে দিলে সিগারেটটা এগিয়ে দিল নাথান। কেলি ওটা নিয়ে লম্বা একটা টান দিয়ে ধোঁয়া বের করে দিল। দুশ্চিন্তাও যেন খানিকটা বেরিয়ে গেল সেই সাথে। "ফ্রেশ বাতাসের মত না এটা।" সিগারেটটা তাকে ফিরিয়ে দিল আবার।

নাথান শেষ একটা টান দিয়ে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষে ফেলল ওটা।

"এগুলো তো মেরে ফেলবে তোমাকে।"

নদীটা শান্ত বয়ে যাচ্ছে, তারাও দাঁড়িয়ে আছে নীরবতায়। একজোড়া বাদুর উড়ে গেল নদীর উপর দিয়ে, মাছ ধরছে ওরা দূরে কোথাও। একটা পাখি করুণ সুরে ডাক দিল।

"মেয়েটা ভাল থাকবে," অবশেষে কথা বলল নাথান, প্রায় ফিসফিসিয়ে।

তার দিকে তাকাল কেলি। "কি?"

"জেসি, তোমার মেয়ে...ও ভালই থাকবে।"

স্তব্ধ হয়ে গেল কেলি এক মুহূর্তের জন্য। দম ছাড়তে পারছে না সে।

"আমি দুঃখিত," বিড়বিড় করে বলল সে। "অনধিকার চর্চা করে ফেললাম বোধহয়।"

তার কনুই স্পর্শ করল কেলি। "না না, ঠিক আছে। আসলে আমি আমার দুশ্চিন্তাগুলোকে হালকাভাবে নিতে পারি না।"

"তুমি বড় একজন চিকিৎসক হতে পার, কিন্তু সবার আগে তুমি একজন মা।"

কিছু সময়ের জন্য চুপ থাকল কেলি, তারপর নরম গলায় বলল, "এটা তার থেকেও বেশি কিছু। জেসি একমাত্র সন্তান আমার। এক মাত্র...সারা জীবনের জন্য।"

"কি বলতে চাচ্ছ, তুমি?"

কেলির কাছে এটার কোন সঠিক ব্যাখ্যা নেই, কেন এই ব্যাপারটা নিয়ে সে নাথানের সাথে আলোচনা করছে তবে এতে অন্তত তার ভেতরের ভয়গুলো জোরেসোরে বের করে দেবার সাহস পাচ্ছে সে। "জেসির জন্মের সময় আমার কিছু রোগ ধরা পড়ে...ফলে ইমারজেন্সি একটা অপারেশন করাতে হয় আমাকে।" নাথানের দিকে তাকাল, তারপর দূরে। "ডাক্তার বলেছে এরপর আর কোন সন্তান ধারন করতে পারব না আমি।"

"ওহ্, দুঃখিত।"

ক্লান্তভাবে হাসল সে। "এটা অনেক দিন আগের কথা। এত দিনে এটা আমি মেনেও নিয়েছি, কিন্তু এখন চিন্তা হচ্চে জেসিকে নিয়ে। ঝুঁকির ভেতরে আছে সে।"

একটা শ্বাস ফেললল নাথান, তারপর পড়ে থাকা একটি গাছের উপর বসল সে। "সব বুঝি আমি, ভাল করেই। তুমি এখানে জঙ্গলে পড়ে আছ। দুশ্চিন্তা কর এমন একজনকে নিয়ে যাকে তুমি প্রচন্ড ভালবাস কিন্তু তার কাছে যেতে পারছ না, সামনে এগিয়ে যেতে হচ্ছে তোমাকে বড় একটা সমস্যা সমাধানের জন্য।"

কেলিও বসে পড়ল তার পাশে। "এটা অনেকটাই তোমার মতই...মানে প্রথমবার যখন তোমার বাবা হারিয়ে গিয়েছিল...সেই অনুভূতির কথা বলছি।"

নদীর দিকে তাকিয়ে ধীর গতিতে কথা বলল নাথান। "তোমার ব্যাপারটায় যে শুধু দুশ্চিন্তা আর ভয় লুকিয়ে আছে তা নয়, একটা ভুলও করা হচ্ছে এখানে।"

কেলি ভাল করে জানে আসলে কি বলতে চাইছে নাথান। জেসিকে এভাবে বিপদের মাঝে রেখে এখানে কি করছে সে? জঙ্গলে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে? তার তো বাড়িতে যাওয়ার জন্য প্রথম ফ্লাইটটা ধরা উচিত।

নিরবতা আবারো নেমে এল দু-জনের মাঝে, কিন্তুউভয়ের যন্ত্রণাই বাড়ছে ক্রমশ।

অবশেষে একটা প্রশ্ন করল কেলি যেটা নাথানকে প্রথম দেখার পর থেকেই তার মথায় ঘুরছে। "তাহলে তুমি এখানে কেন?"

"কি বলতে চাও?"

"তোমার বাবা-মা, দু-জনকেই হারিয়েছ এই আমাজনে। তাহলে এখানে কেন ফিরে এসেছ তুমি? এটাও কি যথেষ্ট কষ্টদায়ক নয়?"

হাতে হাত ঘষল নাথান, তাকিয়ে আছে মাটির দিকে, মুখে কোন কথা নেই।

"আমি দুঃখিত। আমার নাক গলানো উচিত না এতে।"

"না, ঠিক আছে," বলল সে দ্রুত। একনজর তার দিকে তাকিয়ে আবার সরিয়ে নিল চোখদুটো। "আমার...আমার আসলে সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলে খারাপ লাগছিল। ওটা এখনো ব্যবহার করা যাবে।"

একটু হাসল কেলি। "আলোচনার বিষয় পরিবর্তন করা উচিত আমাদের।"

"না না, কোন সমস্যা নেই এতে। আসলে হয়েছে কি আমি সিগারেটটা নিয়ে ভাবছিলাম ঠিক তখনই তুমি প্রশ্নটা করেছ, ভেবেছ বিষয়টা আমার পছন্দ নয়। যাইহোক, তোমার যে প্রশ্ন তার উত্তর দেয়াটা কঠিন, এমনকি এর অনুভূতিগুলো কোন শব্দে প্রকাশ করাটা আরও কঠিন।" নাথান পেছনে হেলে গেল খানিকটা। "যখন বাবাকে হারালাম তখন একটা সময় পর তাকে খোঁজাখুঁজিও বন্ধ করে দিলাম, জঙ্গলও ছাড়লাম আমি, আর প্রতিজ্ঞা করলাম এখানে আর কখনো ফিরে আসব না। কিন্তু স্টেট্সেও দুঃখ আমার পিছু ছাড়ল না। দুঃখগুলো অ্যালকোহলে ডুবাতে চাইলাম, ড্রাগসও নিলাম নিজেকে বোধহীন করার জন্য কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। অ্যালকোহল বা ড্রাগস আমার বিচ্ছিরি কথাগুলোকে আমার থেকে দূরে নিতে পারল না। তারপর বছরখানেক আগে নিজেকে আবিষ্কার করলাম একটা বিমানে বসে আছি এখানে আসার জন্য। আমি ঠিক জানতাম না

কেন এমনটা করলাম। কেন এয়ারপোর্টে গেলাম, কেন টিকিট কাটলাম ভেরিগ-এর কাউন্টার থেকে। কেমন একটা ঘোরের ভেতর ছিলাম আমি যেটা কাটার আগেই মানাউসে এসে নামলাম আমি।" একটু থামল নাথান।

কেলি তার পাশে বসে থাকা মানুষটার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ভারি এবং গভীর আবেগে ভরা। সে একটা হাত রাখল নাথানের হাটুর উপর, সংকোচ লাগছে তার। কোন কথা বলল না নাথান, সে নিজের হাত দিয়ে তার হাটুকে আড়াল করে ফেলল।

"জঙ্গলে ফিরে এসে আমি লক্ষ্য করলাম কষ্টগুলো অনেক কম অনুভূত হচ্ছে, অনেক হালকা লাগছে নিজেকে। আমি জানি না কেন, তবে এজন্য হয়তো, আমার বাবা এখানেই মারা গেছে, এখানেই থকত তারা, এটাই তাদের স্বপ্নের ঠিকানা ছিল।" মাথা ঝাঁকাল নাথান। "আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না তোমাকে।"

"আমার মনে হয় বোঝাতে পারছ, নাথান। এই জঙ্গলই একমাত্র জায়গা যেখানে থাকলে তোমার মনে হবে বাবা-মার সবচে কাছে আছ তুমি।"

দীর্ঘ সময় চুপ মেরে রইল নাথান। কেলিও অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না।

"নাথান?" অবশেষে নিরবতা ভাঙল সে।

খসখসে গলায় কথা বলল নাথান। "আগে কখনো এই অনুভূতিগুলো প্রকাশ করতে পারি নি। কিন্তু তোমার কথাই ঠিক। এখানে, এই জঙ্গলে আমার চারপাশ জুড়েই তারা আছে, আমার মা আমাকে শিখিয়েছে কিভাবে ম্যানিয়ক থেকে আটা তৈরি করতে হয়...বাবা শিখিয়েছে কিভাবে শুধুমাত্র পাতা দেখেই গাছ চিনতে হয়..." সে ঘুরল কেলির দিকে, চোখ জোড়া জ্বলজ্বল করছে তার। "এটাই আমার বাড়ি।" আনন্দ ও বেদনার মিশ্র অভিব্যক্তি ফুটে উঠল নাথানের চোখেমুখে।

কেলি নিজেকে আরও একটু ঘনিষ্ঠ আবিষ্কার করল। ডুবে গেছে সে বাবা-মাহীন ছেলেটার আবেগের সাগরে। "নাথান..."

পানিতে ছোট্ট একটা বিস্ফারনের মত হল। কেঁপে উঠল দু-জনেই। নদীপাড় থেকে কয়েক মিটার দূরে পানির সরু একটা ধারা শূন্যে উঠে গেল প্রায় তিন ফুটের মত। যখন পানির অগ্রভাগটা শব্দ করে ছড়িয়ে পড়ল সবদিকে, বড় সড় কিছু একটা পানির ভেতর দিয়ে আঁকা-বাঁকা হয়ে চলতে চলতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"কি ওটা?" জানতে চাইল কেলি। উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

নাথান তার কাঁধের উপর একটা হাত রেখে তাকে বসিয়ে দিল আস্তে করে। "ওতে ভয় পাবার কিছু নেই। ওটা একটা বোটা মাত্র, স্বচ্ছ-পানির ডলফিন। সংখ্যায় প্রচুর পরিমাণে ওরা, কিন্তু বেশ লজুক। বেশির ভাগ সময় এমন নির্জন জায়গায় ওদের দেখা যায়। ছোট ছোট দলে ঘুরে বেড়ায় ওরা।"

তার কথা সত্যি করে দিয়ে আরও একজোড়া পানির ধারা উপরে ঠেলে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল সবদিকে। এবার কেলি বেশ ধাতস্থ এবং কম আতঙ্কিত। ডলফিনগুলোর পিঠের খড়া কাটাগুলো পানি থেকে কিছুটা জেগে আছে, ভেসে বেড়াচ্ছে দ্রুত গতিতে, তার পর ডুব দিল আবার পানিতে। সবগুলোই ছুটছে খুব দ্রুততার সথে।

"ওরা তো খুব ফাস্ট," বলল কেলি।

"শিকার করছে সম্ভবত।"

তারা আবারো গাছের গুড়িঁটার ওপর ভাল করে বসতেই ডলফিনের ঝাঁকটা ছোটাছুটি শুরু করে দিল। কোনটা লাফিয়ে, কোনটা সাঁতরিয়ে, পুরো নদীজুড়ে। বিক্ষিপ্ত শব্দে আর শিসের ধ্বনি প্রতিফলিত হচ্ছে ভয়ঙ্করভাবে। মুহূর্তেই পুরো নদী ভরে উঠল ডলফিনে। ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটছে স্রোতের সাথে পাল্লা দিয়ে।

ভ্রু-কুঁচকে উঠে দাঁড়াল নাথান।

"কি হল?" জিজ্ঞেস করল কেলি।

"আমি জানি না।"

একটা ডলফিন পানি থেকে লাফিয়ে এসে তাদের পায়ের কাছে পড়ল। কাদার সাথে আটকে গিয়েছিল প্রায়। ঠিক তখনই লেজ দিয়ে পেছন দিকে আঘাত করে আবারো পানিতে গিয়ে পড়ল। তলিয়ে গেল গভীরজলে।

"কোন কিছু ওদেরকে তাড়া করেছে।"

কেলি উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। "কি?"

মাথা ঝাঁকাল নাথান। "তাদের এমন আচরণ এর আগে আমি দেখি নি।" সে পাহারায় থাকা রেঞ্জার দু-জনের দিকে তাকাল। ওরাও ডলফিনদের এমন কুঁচকাওয়াজ দেখছে। "আরো আলো দরকার আমার।" নাথান দৌড় শুরু করল দাঁড়িয়ে থাকা রেঞ্জারদের দিকে। কেলি অনুসরন করল তাকে। তার রক্তও জেগে উঠেছে যেন। গার্ডরা দাঁড়িয়ে আছে যে জায়গায় সেখানে পানির একটা ধারা নদীতে গিয়ে শেষ হয়েছে।

"কর্পোরাল কঙ্গার, আপনার ফ্লাশ-লাইটটা একটু দেবেন?" তাড়া দিয়ে বলল নাথান।

"ওগুলো সামান্য ডলফিন," অপর রেঞ্জার বলে উঠল। লোকটা সার্জেন্ট কস্টস। শ্যামলা বর্ণের এই রেঞ্জার তাদের দিকে রেগেমেগে তাকাল। "রাতে টহল দেবার সময় ঝাঁকে ঝাঁকে দেখেছি ওদের। ও, ভুলেই গেছিলাম, তখন তো আপনারা আরামে ঘুমিয়ে ছিলেন নিজেদের বিছানায়!"

তবে অন্য রেঞ্জার কর্পোরাল কঙ্গার কিছুটা সাহায্যপূর্ন মনোভাবের। "এই নিন, ডা. র‍্যান্ড," ফ্লাশ-লাইটটা এগিয়ে দিয়ে বলল সে।

বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানিয়ে লাইটটা হাতে তুলে নিয়ে দ্রুত নদীর দিকে নেমে গেল নাথান। হাতের লাইটটা জ্বালিয়ে পানিতে ফেলল সে। ডলফিনের ঝাঁক এখনো যাচ্ছে তবে সংখ্যায় আগের মত অত বেশি নয়। কেলিও নদীর দিকে তাকাতেই নাথান লাইটের পাওয়ার বাড়িয়ে দিল, আলোয় ভেসে গেল নদীর উপরিভাগ।

"ধ্যাত্," বলল নাথান। আলো প্রায় শেষপ্রান্তে নদীর উপরিভাইট দেখে মনে হচ্ছে আন্দোলিত হচ্ছে যেন। অমসৃণ পথরের উপর দিয়ে দ্রুত বয়ে চলা সাদাপানির মত। ফেনা উঠছে, শব্দ হচ্ছে ঘরঘর করে। পানির এই স্রোত নদী বেয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে দ্রুত। আরও একটা ডলফিন লাফিয়ে উঠল ডাঙ্গায়। পেটে ভর দিয়ে পানিতে ফিরে যাবার চেষ্টা করছে কাদার ভেতর দিয়ে। কিন্তু আগেরটার মত সহজে মুক্তি পেল না

এটা। কাদায় আটকে হাঁসফাঁস করছে আর তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করছে মুখ দিয়ে। ডলফিনটার উপর আলো ফেলল নাথান । দম আটকে কয়েক পা পেছনে সরে গেল কেলি। ডলফিনের লেজটার শেষ প্রান্ত নেই। পেটটা চিড়ে ফাঁক হয়ে আছে। পাকস্থলি থেকে মলদ্বার পর্যন্ত টেনে বের করা। নদীর একটা স্রোত এসে হতভাগা ডলফিনটাকে পনিতে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

একটু দূরে আলো ফেলল নাথান। উথাল-পাথাল সাদা-পানির স্রোতটা এরইমধ্যে অনেক কাছে চলে এসেছে তাদের।

"কি এটা?" জিজ্ঞেস করল কর্পোরাল কঙ্গার, কণ্ঠে টেক্সাসের টানটা ভারি শোনাল।

নদীর অপরপ্রান্তে একটা শূকরের কানফাঁটা আর্তনাদে রাতের নিস্তব্ধতা বিঘ্নিত হল। পাখিরা ডানা মেলল নিজেদের বাসা ছেড়ে। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জেগে উঠল বানরের দল। চিৎকার করতে থাকল তারস্বরে।

"কি হচ্ছে এখানে?" টেক্সান রেঞ্জারটা প্রশ্ন করল আবারো।

"আপনার লাইট-ভিশন গগল্‌সটা আমায় দিন," চট করে বলল নাথান।

কেলি দাঁড়িয়ে আছে তার পেছনে। "কি ওটা?"

নাথান রেঞ্জারের হাত থেকে অনেকটা ছোঁ মেরেই গগল্‌সটা নিয়ে নিল। "নদীর এমন স্রোত আমি আগেও দেখেছি কিন্তু এত বেশি কখনো দেখি নি।"

"কিসের জন্য এমনটা হচ্ছে?" জিজ্ঞেস করল কেলি।

গগল্‌স পরে নদীর দিকে তাকাল নাথান। "পিরানহা মাছ...মাংসখেকোরা শিকারের প্রতিযোগীতায় মেতেছে।" নাইট-ভিশনের লেন্সের ভেতর দিয়ে আলো-আঁধারের জগৎটা সবুজাভ সাদা-কালোতে দেখা যাচ্ছে। পানির স্রোতটার দিকে ফোকাস করতে নাথানের এক মুহূর্ত লাগল। গগল্‌সের টেলিস্কোপিক লেন্সগুলো টিউন করে ছবিটা জুম করে কাছে আনল সে। স্রোতের ঘোলা পানিতে বড় ডানার একটি ডলফিন দেখতে পেল, ওটাকে ধারালো দাঁতের পিরানহার দল ঘিরে ধরেছে। এক পলকেই ওটা রুপালী রঙের ভয়ঙ্কর মাছগুলোর মাঝে হারিয়ে গেল। খাবার নিয়ে নিজেদের ভেতরে হাঙ্গামা শুরু করে দিল মাছগুলো।

"ভয়ের কি আছে এতে?" তাচ্ছিল্যের সাথে বলল কসটস। "ঐ শালার মাছেরা ডলফিনগুলোকে চিবিয়ে খাক। পানি ছেড়ে শুকনো ডাঙ্গায় আর উঠে আসবে না ওরা।"

সার্জেন্টের কথা ঠিক আছে, তবে নাথানের মনে পড়ল সেই মৃত ইন্ডিয়ানদের কথা। মৃতদেহগুলোর অবস্থা...আর বেঁচে যাওয়া একজনের বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে নদীর উঠে আসার কথা। এটাই কি ওদের সেই ভয়ের কারণ? এখানকার পানি কি পিরানহায় গিজগিজ করছে যে কারণে রাতের বেলা ইন্ডিয়ানরা পালাতে ভয় পাচ্ছিল? এই কারণেই কি পায়ে হেটে পালাচ্ছিল তারা? এদিকে ডলফিনকে যেভাবে আক্রমণ করছে ওরা...হিসেবটা যেন ঠিক মিলছে না। এমন শিকারের কথা কখনো শোনে নি সে। গগল্‌সের ভেতর দিয়ে কিছু একটা নড়ে উঠতে দেখে সেদিকে খেয়াল করল নাথান। পানির স্রোত থেকে সরে এসে পাড়ে তাকাল সে। একটা মৃতদেহ পড়ে আছে। চশমার

ভেতর দিয়ে ওটাকে দেখে মনে হচ্ছে একটা বুনোশূকর। এটাই কি সেই শূকর, যেটা কিছুক্ষণ আগে চিৎকার দিয়ে উঠেছিল?

কিছু ছোটছোট প্রাণী লাফাতে শুরু করল মৃতদেহটার পাশে। দেখতে বিশালাকৃতির কোলাব্যাঙের মত। কিন্তু পার্থক্য হল ওগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে মৃতদেহটাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে, ওটাকে টেনে পানির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

"এ...কি...অবস্থা..." বিড়-বিড় করে বলল নাথান।

"কি?" জিজ্ঞেস করল কেলি। "কি দেখছ তুমি?"

নাথান টেলিস্কোপিক লেন্সে কয়েকটা ক্লিক করল আরও ভাল করে দেখার জন্য। সে দেখল কোলাব্যাঙের মত দেখতে প্রাণীগুলো আবারও পানি থেকে উঠে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে মৃত শূকরটার উপর। অন্যরাও যোগ দিল। ঠিক সেই সময়ে একটা বড়সড় কাঠবিড়ালি জঙ্গলের ভেতর থেকে লাফিয়ে পড়ল পাড়ের কাদায় তারপর দৌড় দিল কাদার ভেতর দিয়েই কিন্তু কাদায় পিছলে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পানি থেকে ব্যাঙসদৃশ প্রাণীগুলো উঠে এসে লাফাতে থাকল ওটার চারপাশে, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নতুন খাবারের উপর। নাথানের হঠাৎ মনে পড়ল সে কি দেখছে। এগুলোই ইন্ডিয়ানরা দেখেছিল। শামানের কথাগুলো মনে পড়ল তার। জঙ্গলটা নদী থেকে উঠে এসে আক্রমণ করেছিল তাদের। নদীপাড়ে পড়ে থাকা কাঠবিড়ালিটা শেষ বারের মত একটু নড়ে উঠল মারা যাবার আগে। কেলি কি মৃতদেহটা পরীক্ষা করার সময় এমন ভয়ানক কোন কিছুর চিহ্ন দেখে নি? চোখ থেকে গগল্‌সটা নামিয়ে রাখল সে। পানির স্রোতটা মাত্র ত্রিশ মিটারের মত দূরে আছে এখন।

"নদী থেকে আমাদের সবার দূরে সরে যেতে হবে। সব রকম পানিপথ থেকে দূরে।"

"কি আবোল-তাবোল বলছেন! পাগল হয়েছেন নাকি?" অবজ্ঞার সাথে বলল সার্জেন্ট কস্টস।

কর্পোরাল কঙ্গার গগল্‌সটা নিয়ে যথাস্থানে রাখল। "সম্ভবত ডক্টরের কথা আমাদের শোনা উচিত–" হঠাৎ কিছু একটা বাঁকা হয়ে ছুটে এসে কর্পোরালের হেলমেটে এসে লাগলতেই ভেঁজা কিছুতে বাড়ি দেবার মত শব্দ হল। "হায় ঈশ্বর!"

নিচের দিকে আলো ফেললো নাথান। কাদার ভেতরে এক অদ্ভুত প্রাণী পড়ে আছে অনেকটা স্থবির হয়ে। দেখতে ব্যাঙাচির মত তবে আকারে বেশ বড়, পেছনে একজোড়া শক্ত-সামর্থ পা আছে।

কারো কোন প্রতিক্রিয়া হবার আগেই আবারো লাফ দিল প্রাণীটা। এবার গিয়ে পড়ল কর্পোরালের উরুতে তারপর খুব দ্রুত শক্ত চোয়াল দিয়ে কামড়ে ধরে ঝুলে থাকল ওটা। কেঁপে উঠে কর্পোরাল তার অস্ত্রের বাট দিয়ে আঘাত করল ওটাকে। পড়ে যেতেই কয়েক পা পেছনে সরে গেল সে। "শালার দাঁতও আছে দেখছি!"

কস্টস এগিয়ে বুটপরা পা দিয়ে চেপে ধরল ওটাকে। এক পাড়া খেয়েই নাড়ি-ভুড়ি বেরিয়ে গেল ওটার। দাঁতে দাঁত চেপে লাথি দিয়ে দূরে ফেলে দিল সে। "দাঁতের

কারুকাজ আর দেখানো লাগবে না তোমার!"

সবাই মিলে নদী থেকে খুব দ্রুত সরে এল। কঙ্গার ক্ষতস্থান হাত দিয়ে চেপে ধরে একপায়ে লাফিয়ে চলছে। ভাল করে ওখানে আঙুল চালাতেই দেখতে পেল তার ইউনিফর্মটা ছিঁড়ে গেছে সামান্য। হাতটা চোখের সামনে তুলে ধরতেই নাথান দেখল কর্পোরালের আঙুলের মাথায় রক্তের ছাপ। "আসলে আমার থেকেই খানিকটা কামড়ে নিয়েছে," দূর্বল একটা হাসি দিয়ে বলল কঙ্গার।

ইতিমধ্যে তারা শাবানোর মূল দরজার কাছে পৌছাল।

"কি হচ্ছে ওদিকে?" জিজ্ঞেস করল প্রাইভেট ক্যারেরা।

নদীর দিকে দেখাল নাথান। "ইন্ডিয়ানদেরকে যারা আক্রমণ করেছিল তারা এখন আমাদের পিছু নিয়েছে। জায়গাটা এখনই ছাড়তে হবে।"

"আপাতত তুমি তোমার পজিশনে থাক," প্রাইভেট ক্যারেরাকে আদেশ দিল কসটস। "কঙ্গার, তুমি তোমার পা-টা ভাল করে দেখ, ততক্ষনে আমি ক্যাপ্টেনকে রিপোর্ট করে আসি।"

"আমার মেডিকেলের ব্যাগটা ভেতরে আছে," বলল কেলি।

একটা বাঁশের খুঁটির সাথে হেলান দিল কঙ্গার। "সার্জেন্ট, আমার ভাল লাগছে না।" সবার চোখ গিয়ে পড়ল কর্পোরালের উপর। "সবকিছু ঝাপসা লাগছে।"

তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল কেলি। নাথান দেখল তার ঠোঁটের কোণ দিয়ে লালা বেরিয়ে আসছে। এরপরই মাথাটা নিচু হয়ে পেছনে হেলে গেল। তার সারা শরীর কাঁপছে।

সার্জেন্ট কসটস দ্রুত ধরে ফেলল তাকে। "কঙ্গার!"

"ভেতরে নিয়ে যাও ওকে," কেলি দ্রুত শাবানোর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

কঙ্গারকে টেনে ভেতরে নিতে থাকল কসটস কিন্তু বার বার বিক্ষিপ্তভাবে তার সারা শরীর কেঁপে ওঠায় টেনে নিয়ে যেতে কষ্ট হল খুব। প্রাইভেট ক্যারেরা সাহায্য করার জন্য নিচু হতেই চিৎকার দিয়ে উঠল কসটস। "তুমি তোমার পজিশনে থাক, প্রাইভেট।" তারপর তাকাল নাথানের দিকে, "পা দুটো ধর।"

হাটুগেঁড়ে বসে কঙ্গারের পা দুটো তুলে ধরল নাথান। তার কাছে মনে হল সে যেন শক্তিশালী কিছু ধরে আছে। তার সারা শরীর প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠছে। "চলুন।"

তারা দু-জনে সরু দরজা দিয়ে কঙ্গারকে ভেতরে নিয়ে এল। অন্যরাও ছুটে এল এ সময় চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ শুনে।

"কি হয়েছে?" জিজ্ঞেস করল জেন।

"সবাই সরে যাও!" ভারি রেঞ্জারকে টেনে নিতে নিতে চিৎকার দিল কসটস।

"এদিকে আসুন,"বলল কেলি। এতক্ষণে সে তার মেডিকেল ব্যাগ খুলে হাতে একটা সিরিঞ্জ নিয়ে নিয়েছে। "ওকে শুইয়ে দিয়ে শক্ত করে রাখুন।"

কঙ্গারকে মাটিতে নামিয়ে রেখে একপাশে সরে গেল নাথান। তার জায়গায় দু-জন রেঞ্জার এসে পা-দুটো চেপে ধরল মাটির সাথে। হাটুতে ভর দিয়ে কসটস কঙ্গারের কাঁধটা

শক্ত করে ধরে রাখল। কিন্তু রেঞ্জার তারা মাথা উদভ্রান্তের মত নড়াচড়া করছে, মনে হচ্ছে যেন সম্পূর্ন নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেলেছে সে। তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে আসল, সাথে রক্ত। কসটস দেখল রক্তটা আসছে তার ঠোঁট থেকে যেখানে সে জোরে কামড়ে ধরেছে। "হায় ঈশ্বর!"

কেলি একটা রেজর-ব্রেড দিয়ে রেঞ্জারের জামার হাতা ছিঁড়ে দ্রুত সূচটা ঢুকিয়ে ইনজেক্ট করে দিল বাহুতে। ইনজেকশ শেষে হাটুভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল কি প্রতিক্রিয়া হয়। শক্ত করে রেঞ্জারের একটা হাত ধরল সে। "এই তো...এই তো সব ঠিক হয়ে যাবে।"

হঠাৎ করেই শান্ত হয়ে গেল রেঞ্জার।

"ওহ, ঈশ্বর," হাফ ছেড়ে বলল কসটস। "থ্যাঙ্কস।"

কিন্তু কেলি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারল না। "ওফ্!" দ্রুত তার দিকে ঝুঁকে গলায় হাত দিয়ে পাল্স দেখল সে। তারপর রেঞ্জারকে শুইয়ে দিয়ে তার বুকে কার্ডিও পালমোনারি-রিসাসিটেনশন শুরু করল। "কেউ মুখ দিয়ে শ্বাস দিতে শুরু কর, এক্ষুণি!"

রেঞ্জাররা হতভম্ব হয়ে আছে, বুঝতে পারছে না কী করতে হবে। নাথান কসটসকে সরিয়ে দিয়ে কঙ্গারের মুখের লালাটুকু মুছে নিল, তারপর তার বুকে কেলির চাপ-দেয়ার সাথে তাল মিলিয়ে ওর মুখের সাথে মুখ লাগিয়ে বাতাস প্রবেশ করতে থাকল সে। নাথানের মনোযোগ একটু অন্যদিকে গেল। অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল, সবাই কি যেন বলাবলি করছে।

"ব্যাঙের মত দেখতে এক রকম প্রাণী, কিংবা মাছ," বর্ণনা করল কসটস। "লাফিয়ে এসে কঙ্গারের পা কামড়ে ধরে..."

"বিষাক্রান্ত হয়েছে সে," হাফিয়ে উঠে বলল কেলি। "প্রাণীগুলো বিষাক্ত ছিল।"

"এমন কোন জীবের কথা শুনি নি কখনো," কাউয়ি বলল।

ওর কথায় সায় দিতে চাইল নাথানও কিন্তু মরতে বসা রেঞ্জারের মুখে শ্বাস চালু করতে ব্যস্ত এখন।

"তারা সংখ্যায় হাজার হাজার," কসটস বলে চলেছে, "সামনে যা পাচ্ছে সব সাবাড় করতে করতে তেড়ে আসছে এদিকে।"

"তাহলে আমরা এখন কি করব?" জিজ্ঞেস করল জেন।

ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যানের কণ্ঠ থামিয়ে দিল সবার উদ্বেগ। "সবার আগে যেটার দরকার, আমরা একদমই আতঙ্কিত হব না। কর্পোরাল গ্রেইভস এবং প্রাইভেট জোন্স পাহারায় যোগ দেবে ক্যারেরার সাথে।"

"থামুন," দুই দমের মাঝে বলল নাথান।

ওয়াক্সম্যান ঘুরে দাঁড়াল তার দিকে। "কি?"

নাথান হাফাচ্ছে। জ্ঞান ফেরানোর জন্য কঙ্গারের মুখে বাতাস প্রবেশ করিয়ে পুণরায় দম নেবার সময়টুকুতে বলে উঠল সে, "আমরা পানির খুব কাছে আছি। শাবানোর ঠিক পেছন দিয়েই বয়ে গেছে ওটা।"

"তো?"

"ওরা ঐ পানি বেয়ে আমদের এখানে চলে আসবে...ঠিক যেভাবে ইন্ডিয়ানদের কাছে এসেছিল।" দ্রুততার সাথে দম নেওয়া ও ছাড়ার জন্য মাথাটা ঝিম ঝিম করছে নাথানের। একবার কর্পোরালের মুখে দম ছাড়ছে আবার মুখ তুলে দম নিচ্ছে। "আমাদেরকে দূরে যেতে হবে। এখান থেকে অনেক দূরে। নিশাচর..." আবারো নিচু হল সে দম দেয়ার জন্য।

"কি বলতে চাইছেন?"

উত্তর দিল প্রফেসর কাউয়ি। "ইন্ডিয়ানদের আক্রমণ করা হয়েছিল রাতে। আবার এখনো আক্রমণ হল রাতেই। নাথানের বিশ্বাস এই প্রাণীগুলো নিশাচর। যদি এখন আমরা ওদের থেকে দূরে থাকতে পারি তাহলে কাল সূর্য ওঠা পর্যন্ত নিরপদে থাকব।"

"কিন্তু এখানে তো আমাদের থাকার জায়গা আর নিরাপত্তা আছে...তাছাড়া ওগুলো নিছক মাছ কিংবা ব্যাঙ...অথবা অন্যকিছু..."

নাথানের মনে পড়ল নাইট-ভিশন গগল্‌সের ভেতর দিয়ে দেখা দৃশ্যের কথা। প্রাণীগুলো লাফিয়ে আসছে পানি থেকে উঁচু গাছ বেয়ে উঠছে। "আমরা এখানে নিরাপদ নই!" রুদ্ধশ্বাসে বলল সে। আবারো নিচু হতেই তার কাঁধের উপর রাখা একটা হাত তাকে থামিয়ে দিল।

"এটার আর দরকার নেই," বলল কেলি। "ও মরে গেছে।" অন্যদের দিকে ফিরল সে, "আমি দুঃখিত। বিষটা খুব দ্রুত ছড়িয়েছে। অ্যান্টিভেনম ছাড়া এটা সারানো সত্যি..." বিমর্ষ হয়ে মাথা ঝাঁকাল কেলি।

নাথান তরুণ রেঞ্জারের নিথর দেহের দিকে তাকাল। "ওহ্!" উঠে দড়াল সে। "আমাদেরকে সরে যেতে হবে...পানি থেকে অনেক দূরে। আমি জানি না এরা নদী-নালা থেকে ডাঙ্গায় কত দূর পর্যন্ত চলতে পারে, কিন্তু আমি যেটা দেখেছি ওটার ফুলকা দেখা যাচ্ছিল। সেক্ষেত্রে মনে হয়, পানি থেকে দূরে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না ওরা।"

"তাহলে আপনার পরামর্শ কি?" জিজ্ঞেস করল ফ্রাঙ্ক।

"আরও উঁচু কোন জায়গায় চলে যাওয়া উচিত আমাদের। নদী এবং যেকোন ধরনের পানির নালা থেকে দূরে থাকতে হবে। আমার মনে হয় ইন্ডিয়ানরা বিশ্বাস করেছিল শুধুমাত্র নদীর কাছাকাছি থাকলেই বিপদ হবে কিন্তু ঐ পরভোজীরা পানির সরু ধারাটা দিয়ে উঠে এসে ওদের আক্রমণ করে।"

"আপনি এমনভাবে বলছেন, মনে হচ্ছে ঐ প্রাণীগুলো বুদ্ধিমান!"

"না, আমি মনে করি না ওরা বুদ্ধিমান।" নাথানের মনে পড়ল ডলফিনরা কেমন করে পালাচ্ছিল যেখানে নদীর অন্যান্য বড় মাছের একটাকেও কোন বিরক্ত করা হয় নি। তার আরও মনে পড়ল শূকর আর কাঠবিড়ালিটার কথা। একটা যুক্তি ধীরে ধীরে দৃঢ় হয়ে উঠল তার মাথার ভেতর। "হয়ত, ওরা উষ্ণ-রক্তের প্রাণীদেরকেই বেশি পছন্দ করে। আমি জানি না...হয়তো শরীরের তাপমাত্রা বা অন্য কিছুর সাহায্যে ওরা ওদের শিকারকে অন্যদের থেকে অলাদা করতে পারে–হোক সেটা পানি কিংবা নদীর তীরবর্তী এলাকায়।"

ফ্রাঙ্ক ঘুরে দাঁড়াল ওয়াক্সম্যানের দিকে। "আমার মনে হয়, ডা. র‍্যান্ডের কথা শোনা উচিত আমাদের।"

"আমিও তাই মনে করি," কেলি বলল। সে কর্পোরাল কঙ্গারের দিকে তাকাল। "এক কামড়েই যদি এমন অবস্থা হতে পারে তাহলে এখানে থাকার ঝুঁকি নেয়াটা ঠিক হবে না।"

ফ্রাঙ্কের দিকে তাকাল ওয়াক্সম্যান। "আপনি এই অপারেশনের প্রধান হতে পারেন কিন্তু ব্যাপারটা যখন নিরাপত্তা নিয়ে তখন আমার কথাই শেষ কথা।"

প্রাইভেট ক্যারেরা মাথা নিচু করে গোল ঘরটায় ঢুকল। "বাইরে কিছু একটা হচ্ছে। নদী থেকে ভয়ঙ্কর কিছু একটা উঠে আসছে মনে হয়। একটা নৌকা চুরমার হয়ে গেছে।"

শবানোর বাইরে জঙ্গলটা জেগে উঠেছে বানরের চিৎকার আর পাখিদের চেঁচামেচিতে।

"সুযোগ কমে আসছে দ্রুত," ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলল নাথান। "যা করার এখনই করতে হবে। পানির ধারাটা বেয়ে যদি ওরা উঠে এসে উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের উপর তাহলে কঙ্গারের মত...ইন্ডিয়ানদের মত আরও অনেককেই মরতে হবে।"

নাথান এবার সমর্থন পেল সবচেয়ে কম সমর্থন পাওয়া জায়গা থেকে। "ডক্টর ঠিকই বলেছেন," বলল সার্জেন্ট কসটস। "ঐ হারামিগুলোকে দেখেছি আমি। কোন কিছুই ওদেরকে আক্রমণ করা থেকে বিরত করতে পারবে না।" একটা হাত নাড়াল সে। "এই ঠুনকো ঘর তো পারবেই না। বোকার মত আমরা এখানে বসে আছি, স্যার।"

একটু সময় নিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল ওয়াক্সম্যান, "মালপত্র গোছানো হোক।"

"বাইরে লাগানো মোশন-সেন্সরগুলোর কি হবে?" কসটস জানতে চাইল।

"ওগুলো থাকুক ওখানে, এ মুহূর্তে ওগুলো রেখেই যেতে হবে। আমি চাই না বাইরে আর কেউ যাক।"

কসটস ক্যাপ্টেনের আদেশ মেনে ঘুরে দাঁড়াল। কিছুক্ষণের মধ্যেই যার যার ব্যাগগুলো ঘাড়ে ঝুলিয়ে নিল সবাই। দু-জন রেঞ্জার অগভীর একটা কবর খুড়ল কর্পোরাল কঙ্গারের জন্য। ক্যারেরা নিচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। সে চোখে নাইট-ভিশন গগল্‌স পরে নদী ও জঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখছে।

"নদীর উত্তাল ভাবটা নেই এখন, কিছু গাছপালার ভেতর থেকে কেমন যেন শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি।"

শাবানো থেকে দূরের জঙ্গলটা থমথমে হয়ে আছে। দরজার কাছে এগিয়ে নাথান এক হাটুর উপরে ভর দিয়ে বসে পড়ল প্রাইভেট ক্যারেরার পাশে। তার সবকিছু গোছগাছ করা হয়ে গেছে এরইমধ্যে, খাটো নলের শটগানটাও ডানহাতে ধরা। "কিছু দেখতে পাচ্ছেন আপনি?"

গগল্‌স জোড়া অ্যাডজাস্ট করে নিল ক্যারেরা। "কিছুই না, কিন্তু জঙ্গলটা এত ঘন যে বেশি দূর পর্যন্ত দেখা যায় না।"

দরজা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল নাথান। ছোট্ট একটা ডাল ভাঙার শব্দ পেল সে। তারপর গায়ে ফোটা দেয়া একটা ছোট হরিণ লাফিয়ে জঙ্গলের বাইরে থেকে এসে দ্রুত

দৌড়ে গেল নাথান ও রেঞ্জারের সামনে দিয়ে। কোন বিপদ আছে কিনা এখানে তা বোঝার আগ পর্যন্ত ঘাপটি মেরে রইল দু-জনে।

"হায় ঈশ্বর," ক্যারেরা দম ছেড়ে একটু হেসে বলল। হরিণটা গোল ঘরের একপ্রান্তে গিয়ে থামল। কান দুটো এদিক সেদিক নাড়ছে।

"ভাগ!" হাতের এম-১৬ রাইফেল নাড়িয়ে ভয় দেখিয়ে বলল রেঞ্জার।

ঠিক তখনই গাছ থেকে হরিণের উপরে কিছু একটা পড়ে আটকে থাকল। ব্যথা ও আতঙ্কে চিৎকার দিয়ে উঠল হরিণটা।

"ভেতরে চলে আসুন," নাথান আদেশ দিল ক্যারেরাকে।

দরজার ভেতর দিয়ে নিচু হয়ে ভেতরে আসতেই নাথান হাতের শটগান দিয়ে তাকে আড়াল করে ফেলল। আরও একটা প্রাণী উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই হরিণের উপর। তৃতীয়টা লাফিয়ে এল গাছের নিচ থেকে। বিক্ষিপ্তভাবে একটু দৌড়ে এক পাশে পড়ে গেল শাবকটি। পাগুলো শূন্যে লাথি মারছে।

পানির ধারার দিকে স্থাপন করা মোশন-সেন্সরটি বেজে উঠল কর্কশ শব্দে।

"ওরা এসে পড়েছে এখানে," চাপাকণ্ঠে বলল নাথান।

তারপাশে নাইট-ভিশন গগল্‌সটা খুলে ফ্লাশ-লাইটটা জ্বালাল ক্যারেরা। উজ্জ্বল আলো জঙ্গলের পথ ছাড়িয়ে গিয়ে পড়ল নদী অবধি। দু-পাশের জঙ্গল অন্ধকারই থাকল, আলোকরশ্মি তা ভেদ করতে পারছে না। "আমি দেখছি না।"

উপর থেকে কিছু একটা পড়ল ধপ করে, তাদের থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরে। প্রাণীটাকে দেখা যাচ্ছে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পেছনে লম্বা লেজ নড়ছে এদিক-ওদিক। ওটা ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে এল নাথানদের দিকে। এক জোড়া কালো চোখের নিচে মুখটা হা-করা। দাঁতগুলো চকচক করে উঠল উজ্জ্বল আলোতে। অদ্ভুত এই প্রাণীটি দেখতে বড় ব্যাঙাচি আর পিরানহার সঙ্কর বলে মনে হচ্ছে।

"এটা কি?"? ফিসফিস করে বলল ক্যারেরা। সাথে সাথে তার দিকে লাফিয়ে আসতে শুরু করল ওটা।

দেরি না করে শটগানের ট্রিগার টেনে ধরল নাথান। মুহূর্তেই ছোটছোট গুলির ঝাঁক প্রাণীটিকে ছিন্ন-ভিন্ন করে উড়িয়ে দিল। এ-কারণেই নাথান জঙ্গলে থাকার সময় শটগান রাখতে বেশিই পছন্দ করে। নিখুঁতভাবে তাক্ করতে হয় না। বেশ বড় জায়গা নিয়ে আঘাত হানতে পারে। বিষাক্ত সাপ, বিচ্ছু, মাকড় এবং নিশ্চিতভাবেই বিষাক্ত উভচরের মত ক্ষুদ্রাকৃতির ভয়ঙ্কর প্রাণীর বিরুদ্ধে শটগান সবচেয়ে জুতসই অস্ত্র।

"পেছনে সরে যান," নাথান দরজা বন্ধ করে দিল সাঁই করে। সামান্য কলাপাতা দিয়ে ঢাকা দরজা ঐ প্রাণীগুলোকে আটকে রাখতে পারবে খুবই অল্প সময়ের জন্য।

"বেরুনোর তো এই একটাই পথ," ক্যারেরা বলল।

উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টে গোঁজা বড় ছুরিটা হাতে নিল নাথান। "শাবানোতে এমন নিয়ম নেই।" সে একটু দূরে দেয়ালে ঝোলানো একটা তলোয়ার দেখাল, দেয়ালটা নদী এবং জলরাশির বিপরীত দিকে। "যেখানে ইচ্ছে সেখানেই দরজা বানাতে পারবেন আপনি।"

নাথান ঘরের মাঝখানে যেতেই ফ্রাঙ্ক এবং ওয়াক্সম্যান যোগ দিল সাথে। ওয়াক্সম্যান একটা ফিল্ড-ম্যাপ ভাঁজ করছে।

"ওগুলো এসে পড়ছে এখানে," বলল নাথান। সে দেয়ালের কাছে পৌঁছে হাতের ছুরিটা উঁচু করে পাম আর কলা পাতায় বানানো দেয়াল বরাবর কোপ বসাল দ্রুত গতিতে। "এক্ষুণি আমাদেরকে পালাতে হবে এখান থেকে।"

সায় দিল ওয়াক্সম্যান, হাত নেড়ে চিৎকার দিল সে। "সবাই প্রস্তুত হও! এখনই!"

নাথান এরইমধ্যে বড় একটা ছিদ্র করে ফেলেছে দেয়ালে। ছুরির বদলে এখন পা দিয়ে আঘাত করে জায়গাটা আরও বড় করে ফেলছে।

ওয়াক্সম্যান কর্পোরাল ওকামোটোকে কিছু একটা ইশারা দিতেই সে এগিয়ে গেল নাথানের দিকে। তার হাতে অপরিচিত একটি অস্ত্র দেখল নাথান। "ফ্লেমথ্রোয়ার," ওকামোটো অস্ত্রটা একটু উপরে তুলল। "প্রয়োজন হলে ঐ বাস্টার্ডগুলোকে পুড়িয়ে রাস্তা পরিস্কার করব আমরা।" ট্রিগার চাপতেই কমলা রঙের আগুনের এক ফোয়ারা বেরিয়ে এল অস্ত্রটার নল দিয়ে। আগুনের শিখাটা দেখতে কম্পনরত সাপের জিহ্বার মত।

"অসাধারণ!" কর্পোরালের পিঠে চাপড় মারল নাথান। নদীতে এতদিন একসাথে চলার সুবাদে এই বোটম্যানের প্রতি অন্যরকম একটি ভালবাসা তৈরি হয়ে গেছে তার। যদিও এই এশিয়ান কর্পোরালের বেসুরো শিস বাজানোটা এখনো মেজাজ নষ্ট করে দেয়। নাথানকে চোখ টিপে নির্দ্বিধায় সে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। সে এগিয়ে যেতেই নাথান দেখল কর্পোরালের পিঠে ছোট্ট একটি ফুয়েল ট্যাঙ্ক।

বাকি চার রেঞ্জার ওয়ারকজ্যাক, গ্রেইভ্স, জোন্স এবং কসটসও অনুসরন করল তাকে। প্রত্যেকের কাছে এম-১৬ রাইফেল আর গ্রেনেড-লঞ্চার। তারা বের হয়েই দু-জন বামে এবং দু-জন ডান পাশে দাঁড়াল। মাঝখানে ওকামোটো। ঐ দিকটাতে বসানো মোশন-সেন্সরের লেজারে রেঞ্জারের পা পড়তেই উচ্চস্বরে অ্যালার্ম বেজে উঠল।

"এবার সিভিলিয়ানরা বের হবে," অর্ডার দিল ওয়াক্সম্যান। "কাছাকাছি থাকবেন সবাই। একজন রেঞ্জার রাখবেন সবসময় জঙ্গল আর নিজেদের মধ্যবর্তী জায়গায়।"

রিচার্ড জেন এবং আনা বের হয়ে এল দ্রুত, তারপর তাদের অনুসরন করল অলিন আর ম্যানুয়েল, তার সাথে টর-টর। সবশেষে কেলি, ফ্রাঙ্ক এবং কাউয়ি।

"জলদি কর," নাথানকে বলল কেলি।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে পেছনে তাকাল সে। ওয়াক্সম্যান শেষ রেঞ্জারদের দিকে তাকিয়ে আছে, এরা পেছন থেকে পাহারা দিচ্ছে ওদের। রেঞ্জার দু-জন ঘরের মাঝ বরাবর কি একটা কাজে ব্যস্ত।

"এবার চল!" আদেশ দিল ওয়াক্সম্যান।

উঠে দাঁড়াল রেঞ্জাররা, তাদের মধ্যে সামাদ ইয়ামির নামের এক কর্পোরাল বুড়ো আঙুল তুলে সংকেত দিল ওয়াক্সম্যানকে। এই কর্পোরাল কথা বলে না বললেই চলে, আর যখন বলে কণ্ঠে থাকে পাকিস্তানি টান। নাথান ইয়ামির সম্পর্কে আরেকটি তথ্য জানে : সে তাদের ইউনিটের ডেমোলিশন এক্সপার্ট। কোন কিছু ধবংস করার কাজে সিদ্ধহস্ত। রেঞ্জার

দু-জনের পেছনে মাটিতে রাখা বস্তুটিকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল নাথান।

নাথানকে তাকিয়ে থাকতে দেখল ওয়াক্সম্যান। ক্যাপ্টেন তার রাইফেল উঁচিয়ে ধরল পুড়িয়ে ফেলা দেয়ালটার দিকে। "বাইরে থেকে নিমন্ত্রণ পাবার অপেক্ষা করছেন নাকি, ডা. ব্যান্ড?"

ঠোঁট কামড়ে ধরল নাথান। তারপর ঘর থেকে বেরিয় গেল ফ্রাঙ্ক ও কেলির পিছুপিছু। প্রাইভেট ক্যারেরাকে আবারো তার পেছনে আসতে দেখল। সে-ও ফ্রেম থ্রোয়ারের পোশাক পরেছে। চারপাশের গভীর ও অন্ধকার জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আছে সে চোখ সরু করে। তার থেকে আরো পেছনে, ওয়াক্সম্যান আর ইয়ামির হেটে আসছে। তারাই শাবানো ত্যাগ করা সর্বশেষ সদস্য।

"কাছাকাছি থাকুন সবাই!" হাঁক দিল ওয়াক্সম্যান। "বিপদ দেখলেই আক্রমণ হবে...হয় গুলি, না-হয় আগুন।"

নাথানের পেছন থেকে কথা বলে উঠল ক্যারেরা। "আমরা একটা পাহাড়ে উঠতে যাচ্ছি...প্রায় কিলো মিটার সামনে।"

"আপনি কিভাবে জানেন ওটা ওখানে আছে?"

"টপোগ্রাফিক্ক ম্যাপে দেখেছি," অনিশ্চয়তাপূর্ণ কণ্ঠে বলল সে। নাথান তার দিকে প্রশ্নবিদ্ধ চোখে তাকিয়ে পড়ল। গলার স্বর নিচু করে মাথা নেড়ে সায় দিল ক্যারেরা। "পানির এই ধারাটা ম্যাপে নেই, তাই পাহাড়টার ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে পারছি না।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল নাথান। ম্যাপে এমন ভুল থাকে বলে আবাক হল না। ঘন জঙ্গলজুড়ে এই পানি-পথগুলোকে ছকে বাধা অসম্ভব যেখানে বৃষ্টির সাথে সাথে হ্রদ এবং জলাভূমির গতিপথও পরিবর্তিত হয়। তুলনামূলক ছোটনদী ও পানির ধারাগুলো আরও বেশি হারে গতিপথ পরিবর্তন করে। এ-কারণে, ওদের বেশির ভাগেরই কোন নাম নেই, উল্লেখ থাকে না কোন তালিকায়ও। কিন্তু পাহাড়ের বিষয়টা আলাদা। ওটা নিশ্চয় ম্যাপে আছে।

"চলতে থাকুন সবাই," ওয়াক্সম্যান তাড়া দিল পেছন থেকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই ঘন জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। চারপাশে চোখ বুলাল নাথান, কান খাড়া করে রেখেছে, বিপজ্জনক কিছু যদি শোনা যায়। একটু দূরেই পানি বয়ে যাওয়ার শব্দ কানে এল। ইন্ডিয়ানদের কথা মনে পড়ে গেল তার। কাছের রাস্তাটা দিয়েই ওরা পালাচ্ছিল, পাশেই ছিল পানির ধারা। একটুও জানত না বিপদ কত কাছেই ঘাপটি মেরে আছে। জানত না সামনে অপেক্ষা করতে থাকা মৃত্যুর কথা। ফ্রাঙ্ক এবং কেলির পেছনে দীর্ঘ পদক্ষেপে হাটছে নাথান। আগুনের একটা শিখা ঝলকানি দিয়ে উঠল একেবারে সামনে। কর্পোরাল ওকামোটো সবাইকে পথ দেখাচ্ছে। নদী থেকে দূরে, সামান্য ঢালু জায়গা দিয়ে হাটতে হাটতে নিজেদের ভেতরে কিছু কথাবার্তা হল। তবে সবার চোখ চারপাশের জঙ্গলের দিকে।

বিশ মিনিটের মত হাটার পর ওয়াক্সম্যান তার পাশের রেঞ্জারকে আদেশ দিল, "মোমবাতি জ্বালাও, ইয়ামির।"

ঘুরে দাঁড়াল নাথান, তার কাছে মনে হল ওয়াক্সম্যান অন্য কিছু করতে বলছে রেঞ্জারকে। সাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল ইয়ামির, যে-পথ দিয়ে হেটে এসেছে সেদিকে মুখ করে। হাতের এম-১৬ রাইলেফল কাঁধে ঝুলিয়ে কিছু একটা হাতে নিল সে।

“রেডিও ট্রান্সমিটার,” বলল ক্যারেরা।

ইয়েমি উঁচু করে ধরল হাতের যন্ত্রটা তারপর পিটপিট করে লাল আলো জ্বলতে থাকা একটা সুইচে চাপ দিল।

ভ্রু কুচকালো নাথান। “এটা কি?”

বুম করে একটা চাপা শব্দ হল সঙ্গে সঙ্গে। বনের একটা অংশ উড়ে গেল শূন্যে! বিশাল আকৃতির আগুনের কুণ্ডুলি উঠে গেল রাতের আকাশে। হতভম্ব হয়ে নাথান একপা পেছনে সরে গেল। বিস্ময়ে চিৎকার ভেসে এল সিভিলিয়ানদের কাছ থেকে। নাথান দেখল, আগুনের উর্ধ্বমুখি কুণ্ডুলি মিইঁয়ে যেতে শুরু করেছে। তবে এরইমধ্যে জ্বালিয়ে দিয়েছে বনের অনেকখানি জায়গা। লাল রঙের ভয়ঙ্কর লেলিহান শিখার ভেতর দিয়ে বনের পরিস্কার হয়ে যাওয়া অংশটি দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। প্রতিটি গাছের ডাল-পালা আর পাতা পুড়ে গেছে। অন্তত এক একর জায়গাজুড়ে তো হবেই। শাবানোর কোন চিহ্নই নেই ওখানে। এমনকি কর্কশ শব্দে বাজতে থাকা মোশন-সেন্সরগুলোও থেমে গেছে, পুড়ে গেছে আগুনের তীব্রতায়। নাথান এতটাই নির্বাক হয়ে পড়ল যে কোন কথা বলতে পারল না। কিন্তু ক্রোধে উন্মত্ত চোখ দুটো দিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাইল ওয়াক্সম্যানকে।

ওয়াক্সম্যানও তাকাল তার দিকে। তারপর সবার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল সে। “হাটতে থাকুন।”

ক্যারেরা সামনে এগিয়ে যাবার জন্য ইশারা করল নাথানকে। “ফেইল-সেইভ পদ্ধতি এটা। পেছনে যা আছে জ্বালিয়ে দাও সব–এটাই এই পদ্ধতির আসল কথা।”

“কি বিস্ফোরিত হল?” জিজ্ঞেস করল কাউয়ি।

“নাপাম বোমা,” কর্পোরাল জবাব দিল নিরস ভঙ্গিতে। “জঙ্গলের নতুন অস্ত্র।”

“কেন আমাদেরকে আগে বলা হল না...অন্তত একটা সংকেত?” পেছন থেকে হনহন করে হেটে সামনে এসে ফ্রাঙ্ক বেশ জোরেই বলল কথাটা।

“ওটা আমার সিদ্ধান্তে হয়েছে। আমি-ই আদেশ দিয়েছি।” উত্তর দিল ওয়াক্সম্যান। “এ ব্যাপারে কাউকে কোন কৈফিয়ত দিতে চাই না আমি। নিরাপত্তার বিষয়টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে।”

“আমি সাধুবাদ জানাই এটাকে, ক্যাপ্টেন,” লাইনের সামনের দিক থেকে বলে উঠল রিচার্ড জেন। “ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনার কাজের প্রশংসা করছি। আশা করি, ঐ বিষাক্ত প্রাণীগুলো সব মরেছে এবার।”

“এতে কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না,” অলিন বলল সরু চোখে। তারপর পাশের একটা দিক দেখাল সে। আগুন থেকে ছড়িয়ে পড়া আলোতে দেখা যাচ্ছে ওটা। পানির একটা ধারা তাদের থেকে সামান্য একটু দূর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, ওখানকার পানি

আন্দোলিত হচ্ছে লাফিয়ে চলা একধরণের ছোটখাট প্রাণীর ছোটাছুটিতে। সংখ্যায় হাজার-হাজার। ঘোলা পানির একটা উদগীরণ উঠে এল নিচ থেকে। স্যামন মাছের ডিম ছাড়ার মত।

"জোরে জোরে হাটুন!" চিৎকার দিল ওয়াক্রম্যান। "উঁচু কোন জায়গায় উঠতে হবে আমাদেরকে।"

হাটার গতি বেড়ে গেল দলটির। ঢালু জায়গা বেয়ে খুব দ্রুত পা চালাতে লাগল সবাই। চারপাশের জঙ্গলের দিকে খেয়াল বাদ দিয়ে মনোযোগ এখন হাটার গতির দিকে। প্রাণীগুলোও এগিয়ে চলেছে তাদের ডানপাশ দিয়ে। আগুনের ঝলকানিতে কিছু একটা দেখে চিৎকার দিয়ে উঠল সবার সামনের লোকটি।

"আবারো পানি পেয়েছি এখানে!" বলল ওকামোটো।

সবাই ছুটে গেল তার দিকে।

"হায় ঈশ্বর," বলল কেলি।

প্রায় চল্লিশ মিটার সামনে পানির আরেকটি ধারা তাদের পথে বাধা হয়ে চলে গেছে। দশ মিটারের মত চওড়া হবে ধারাটা, কিন্তু ওটার পানি ভয়ঙ্কর রকমের অন্ধকার আর শান্ত। অপর প্রান্ত থেকে বনটা সোজা গিয়ে মিশেছে সামনের ছোট পাহাড়টায়, ওটাই তাদের গন্তব্য।

"এটাও কি ঐ একই পানির ধারা?" জিজ্ঞেস করল ফ্রাঙ্ক।

রেঞ্জারদের মধ্যে জারগেনসেন সবাইকে *ঠেলে-ঠুলে* সামনে এগিয়ে গেল। তার নাইট-ভিশন গগল্স জোড়া হাতে। "আমি জায়গাটা ভাল করে দেখেছি। এটা আরেকটা বড় ধারার শাখা, এখান থেকে বয়ে গিয়ে মিশেছে আরেকটার সাথে।"

"ধ্যাত্!" তীব্র ক্রোধে মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে গেল ওয়াক্রম্যানের। "শালার এই জায়গাটার সবদিকেই পানি!"

"যদি পারি তো পার হয়ে যাওয়াই উচিত," বলল কাউয়ি। "ঐ প্রাণীগুলো খুব জলদি এ-পথ ধরে চলে আসবে।"

ওয়াক্রম্যান শঙ্কিত চোখে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বয়ে চলা জলরাশির দিকে। সে ওকামোটোর দিকে ঘুরল। "আলোটা জ্বালাও।"

রেঞ্জার ফ্রেমথ্রোয়ারের ট্রিগার টেনে ধরল পানির দিকে তাক করে। এতে অবশ্য অন্ধকার পানির তলায় কিছু আছে কিনা তা বোঝা গেল না খুব একটা। "স্যার, প্রথমে আমিই যাই," বলল ওকামোটো। "দেখি নিরাপদে পার হওয়া যায় কিনা।"

"সাবধানে, বাবা।"

"অবশ্যই, স্যার।" লম্বা একটা দম নিয়ে বুকে কপালে ক্রুশ করে নেমে গেল পানিতে। একটু হেটে সামনে এগোল ধীরে ধীরে। তার অস্ত্রটা বুক সমান উঁচু করে রেখেছে। "স্রোতটা খুব ধীরে যাচ্ছে," আস্তে করে বলল। "কিন্তু জায়গাটা গভীর।" অর্ধেকটা যেতেই কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল সে।

"জলদি!" বিড়বিড় করে বলল ফ্রাঙ্ক।

অবশেষে পানি ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠে গেল রেঞ্জার। মুখে বড় একটা হাসি ফুটিয়ে সবার দিকে ঘুরল সে। "এটা নিরাপদই মনে হচ্ছে।"

"এখন পর্যন্ত," বলল কাউয়ি। "তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের।"

"শুরু করা যাক!" আদেশ দিল ওয়াক্সম্যান।

দল বেধে পানিতে নামল সবাই।ফ্রাঙ্ক ধরে আছে কেলির হাত, আনা ফঙকে সাহায্য করছে নাথান।

"আমি ভাল সাঁতারু নই কিন্তু," বিড়বিড় করে বলল আনা।

রেঞ্জাররা সাবার পেছনে। অস্ত্রগুলো মাথার উপর উঁচু করে জলরাশি পার হচ্ছে। সবার সামনের দলটি ঢালু পাড়ে উঠে গেছে ইতিমধ্যে। একদিকে ভেঁজা বুট, অপর দিকে গতকালের বৃষ্টি, সব মিলিয়ে কর্দমাক্ত আর পিচ্ছিল জায়গাটা দিয়ে হাটা বেশ বিপজ্জনক।

অন্ধকার ফুড়ে এগিয়ে এল জারগেনসেন, হাতে নাইটভিশন। "ক্যাপ্টেন," বলল সে, "আরও একটা পানির ধারা দেখেছি আমি পাশেই, ওটার পানিও খুব শান্ত মনে হল। আর একটাও প্রাণী দেখলাম না কোথাও।"

"তারা অবশ্যই ধারেকাছে কোথাও আছে," নাথান বলল। "হয়তো শিকার ধরার খেলাটা খেলছে না, এই যা।"

"অথবা হতে পারে আগুনের কারণে ওগুলো নদীতে ফিরে গেছে," কণ্ঠে আশা ফুটিয়ে জারগেনসেন বলল।

ওয়াক্সম্যান ভ্রু কুঁচকালো। "আমি মনে করি না আমদের উচিত হবে—"

একটা তীক্ষ্ণ চিৎকারে বাধা পড়ল ক্যাপ্টেনের কথা। তাদের বা-পাশে পিচ্ছিল ও কাদাময় ঢালে পড়ে গেল এক রেঞ্জার এডি জোন্স। পড়ে যাওয়াটা ঠেকাতে হাত দিয়ে বাধা দিতেই মুচড়ে গেল সেটা।

"ধ্যাত্!" তীব্র হতাশায় চিৎকার দিল সে। একটা ছোট গাছ ধরে সামনে এগোতে চাইল কিন্তু একটু টান দিতেই শেকড়সহ ওটা উঠে এল নরম মাটির কারণে। ধপ্ করে ঢালু পাড়ে পড়ে গিয়ে গড়াতে থাকল নিচের দিকে। তার হাত থেকে অস্ত্রটাও ছিটকে গেল। তারপরই সে পড়ে গেল পানিতে। র‍্যাক জ্যাক এবং দ্রেইভ্স নামের দু-জন রেঞ্জার দৌড়ে গেল তাকে সাহায্য করতে। দ্রুত নিজের ভারসাম্য খুঁজে পেয়ে উঠে দাঁড়াল সে। কিন্তু তার আগেই পানি খেয়ে নিয়েছে কিছুটা। ফলে খকখক করে কাশছে।

"অসহ্য!" বেশ কষ্ট করে পাড় পর্যন্ত নিজের শরীরটা টেনে আনল। "শালার জঙ্গল একটা!" মাথার হেলমেটটা সোজা করতে করতে আরও বৈচিত্রপূর্ণ কিছু গালি দিল সে।

"ধীরে জোন্স...খুব ধীরে," র‍্যাকজ্যাক বলল। হাতের লাইটটা ভেঁজা রেঞ্জারের দিকে এগিয়ে দিল। "জঙ্গলে স্কি খেলা হলে সে খেলায় আমি দশে পুরোপুরি দশ দিতাম তোমায়।"

"নম্বর তোমায় পাছায় ভরে রাখ," রেগেমেগে বলল জোন্স। নিচু হয়ে ঝুঁকে প্যান্টে লেগে থাকা দড়ির মত লম্বা আঠালো শৈবাল ছাড়াতে লাগল এবার। তার বিরক্তি এখন চরম পর্যায়ে পৌছে গেছে।

ঠিক তখনই কিছু একটা ভেঁজা রেঞ্জারের ব্যাকপ্যাকের উপর দিয়ে বেয়ে উঠতে লাগলে সবার আগে গ্রেউভ্সই ওটা দেখল। "জোন্স!"

কুঁজো অবস্থাতেই মাথা তুলল সে, "কি?"

প্রাণীটা লাফ দিয়ে জোন্সের চোয়ালের নিচের নরম মাংসে কামড় বসিয়ে দিল। সাথে সাথে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল জোন্স। "এটা আবার কি!" প্রাণীটাকে গলা থেকে টান দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এল সে। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ছুটল ফিনকি দিয়ে। "আ...হ্...!"

আরও ডজনখানেক লাফানো প্রাণীর আগমনে পানির ছোট ধারাটা জীবন্ত হয়ে উঠল যেন। ওরা পানি থেকে লাফিয়ে জোন্সের পায়ের উপর এসে পড়ল। পেছন দিকে পড়ে গেল জোন্স। তীব্র যন্ত্রণায় বেঁকে গেল তার মুখ। জোরে শব্দ করে পানিতে পড়ে গেল সে।

"জোন্স!" র‍্যাকজ্যাক এগিয়ে গেল আরেকটু।

পানি থেকে আরও একটা প্রাণী লাফিয়ে এসে কর্পোরালের পায়ের কাছে এসে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল গ্রেইডস। অগভীর পানিতে জোন্স ছটফট করতে লাগল। উদভ্রান্তের মত হাত-পা ছুড়ছে সে।

"পেছনে সরে যাও!" চিৎকার দিল ওয়াক্সম্যান। "দৌড়াও সবাই!"

র‍্যাকজ্যাক এবং গ্রেইভ্স পানির কাছ থেকে দৌড়ে চলে যেতে শুরু করল। আরও প্রাণী আসতে থাকল লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে। দলের সবাই পড়িমড়ি করে ছুটতে শুরু করে দিল উপরের দিকে। কেউ কেউ চার হাত-পা দিয়ে আগাচ্ছে পিচ্ছিল জায়গাটা বেয়ে ওঠার জন্য। এমন সময় হঠাৎ কেলির কর্দমাক্ত হাতটা ছুটে গেল তার ভাইয়ের হাত থেকে, সঙ্গে সঙ্গে পা ফস্কে পড়ে যেতেই ঢালু জায়গা দিয়ে গড়িয়ে নিচে নামতে শুরু করল সে।

"কেলি!" চিৎকার দিল ফ্রাঙ্ক।

নাথান মেয়েটা থেকে মাত্র দুই মিটার দূরে। সে বিদ্যুৎগতিতে ঝুঁকে ওর কোমরটা ধরে ফেলল একহাতে। অন্যহাতে শটগানটা নিয়ে সে-ও পড়ে গেল কেলির উপর। ম্যানুয়েল এগিয়ে এল সাহায্য করতে। সে নিচু হয়ে দু-জনের পা ধরে টানতে থাকল উপরের দিকে। টর-টরটা উদ্বিগ্ন হয়ে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করছে তার পেছনে। ব্রাজিলিয়ান তার জগুয়ারকে ইশারা করল : "সরে যাও ওখানে থেকে।"

সবাই কম-বেশি দূরে চলে যাওয়ায় তারা তিনজনই পেছনে এখন। ফ্রাঙ্ক কয়েক মিটার দূরে অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। শুধুমাত্র প্রাইভেট ক্যারেরা আছে তাদের সাথে। পেছনে দাঁড়িয়ে ফ্রেম-থ্রোয়ার থেকে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়াচ্ছে সব দিকে।

"তাড়াতাড়ি উঠতে হবে," একটু ঢালুতে নেমে তাদের উপর সতর্ক নজর রেখে চিন্তিত গলায় বলল সে।

"ধন্যবাদ," বলল কেলি। দলের বাকি সদস্যের দিকে তাকাল।

ফ্রাঙ্ক এগিয়ে এসে বোনের হাতটা আবার ধরল। "এমনটা আর করো না।"

"আমি তো ইচ্ছে করে করি নি।"

নাথান পেছনে তাকাল। ক্যারেরা তাকিয়ে আছে তার দিকে। চোখেমুখে ভয়। যা

ঘটছে তা দেখে ভীত হয়ে পড়েছে সে। হঠাৎ একটা প্রাণী ঝোপ থেকে লাফ দিল তার উপরে। আগুনের শিখা ঠেকাতে পারল না ওটাকে। পেছনে পড়ে গেল ক্যারেরা। আগুনের শিখা উঠে গেল উপরের দিকে। প্রাণীটা ক্যারেরার বেল্টের সাথে লেগে আছে কিন্তু জায়গাটা কামড় বসানোর উপযোগী না হওয়ায় শরীরটা বেঁকিয়ে ধরল মাংসবহুল কোন জায়গা পাবার জন্য। কারো কোনরকম প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগেই সপাং করে একটা শব্দ হতেই প্রাণীটা দু-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল দু-দিকে। ক্যারেরা ও নাথান দু-জনেই ঘুরে দাঁড়াল, দেখল ম্যানুয়েল তার ছোট চাবুকটা ব্যবহার শেষে আবারো ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

"এখনও কি বোকার মত ওখানে বসে থাকবেন?" চট করে বলল ম্যানুয়েল।

নাথানের সাহায্যে উঠে দাঁড়াল কেলি। এখন সবাই দ্রুত পাহাড় বেয়ে উঠছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা পৌছে গেল চূড়ায়। নাথান আশা করল হিংস্র প্রাণীগুলো আর তাদের মধ্যেকার ঢালু পথের এই দূরত্বটা ভালভাবেই নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে।

"আমাদের আরো এগিয়ে যাওয়া উচিত," বলল সে। "তাদের সাথে যতটা দূরত্ব রাখা যায় ততই ভাল।"

"তত্ত্বটা বেশ ভাল," বলল কাউয়ি। "কিন্তু সেটাকে বাস্তবে রুপ দেয়া সম্পূর্ন ভিন্ন ব্যাপার।" শামান দূরে, পাহাড়ের পাদদেশের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

সেদিকে তাকাল নাথান। এরকম উচ্চতা থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পানির আরেকটি ধারা প্রবাহিত হচ্ছে পাহাড়ের অপরপ্রান্ত দিয়ে। নাথান তাদের ঘোরতর বিপদের কথা বুঝতে পারছে বেশ ভাল করেই। মারাত্মক একটা ভুল করে ফেলেছে তারা। পানির ছোট যে ধারাটি তারা পার হয়ে এসেছে সেটা বড় কোন নদীতে গিয়ে শেষ হয় নি, ওটা আসলে এই ধারাটারই একটি অংশ।

"একটা দ্বীপের উপর আমরা এখন," কেলি বলল আতঙ্কের সাথে।

নাথান উপর থেকে পানির ধারাটি দেখল ভাল করে। পাহাড়ের একটি পাদদেশ পর্যন্ত ওটা একটা ধারা হিসেবেই বয়ে যাচ্ছে কিন্তু তারপরই ধারাটা দুটো শাখায় ভাগ হয়ে বয়ে গেছে পাহাড়ের দু-পাশ দিয়ে। কিছুটা পথ গিয়ে আবার ওরা মিলিত হয়ে রুপ নিয়েছে একক ধারায়। দলটি আক্ষরিক অর্থেই একটা দ্বীপের উপর এখন, চারপাশে মৃত্যু-ভয়ঙ্কর জলধারা। অসহায় অনুভব করল সে।

"আমরা ফাঁদে আটকা পড়ে গেছি।"

দুপুর ২:২
ইস্টার ইন্সটিটিউটের ওয়েস্ট-উইঙ্গ
ল্যাঙ্গলে, ভার্জিনিয়া

লরেন ওব্রেইন এক কাপ কফি নিয়ে বসে আছে কমিউনাল গ্যালে'র ছোট্ট একটি টেবিলে। কর্মব্যস্ততা শেষে এই জায়গাটা লরেনের একেবারে নিজস্ব। এখন কুয়ারেন্টাইনে থাকা

বাকিসব এমইডিইএ সদস্যরা হয়তো তাদের অস্থায়ী বেডরুমে ঘুমাচ্ছে অথবা কেউ কেউ কাজ করছে মূল ল্যাবরেটারিতে। এমনকি মার্শালও কাজে ক্ষান্ত দিয়ে নিজের রুমে চলে গেছে জেসিকে নিয়ে। আগামীকাল খুব সকালে তার একটা কনফারেন্স কল-এ বসতে হবে সিডিসি, দুই ক্যাবিনেট প্রধান এবং সিআইএ'র ডিরেক্টরদের সাথে। সে সুন্দরভাবে মিটিংটাকে আখ্যায়িত করেছে 'রাজনৈতিক দলাদলি ছড়িয়ে পড়ার আগেই আঘাত হানার ব্যবস্থা' হিসেবে। এই হল সরকারের অবস্থা। শক্তহাতে সমস্যা মোকাবেলা করার দিকে মনোযোগ না দিয়ে তারা ব্যস্ত আছে একে অপরকে দোষ দিয়ে নিজের দোষ ঢাকতে। আগামীকাল মার্শালের উদ্দেশ্য হল জনগনের ধ্যাণ-ধারণায় ব্যাপক একটি পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা করা। একটা নিস্পত্তিমূলক কর্ম-পরিকল্পনা দরকার। এখন পর্যন্ত পনেরটি অঞ্চলে রোগ ছাড়িয়ে পড়েছে, আর সেগুলো ম্যানেজ করা হয়েছে পনেরটি ভিন্ন ভিন্ন পন্থায়। ব্যাপারটা বেশ বিভ্রান্তিকর।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টেবিলের উপর স্তুপকৃত ফাইল ও প্রিন্ট করা কাগজগুলোর দিকে তাকাল লরেন। তার দলটি খুব সহজ একটি প্রশ্নের জবাব খুঁজে যাচ্ছে এখনো—কিসের কারণে রোগটা হচ্ছে?

পরীক্ষা এবং গবেষণা এখনো অব্যাহতা আছে পুরো দেশজুড়ে। আটলান্টার সিডিসি থেকে একেবারে স্যান ডিয়েগো'র সক্ষ ফ্যাসিলিটি পর্যন্ত। কিন্তু ইস্টার ইন্সটিটিউট হয়ে উঠেছে এই রোগ বিষয়ক সব কাজের প্রাণকেন্দ্র। ডা. শেলবির করা একটি রিপোর্ট ঠেলে সরিয়ে রাখল লরেন। রিপোর্টটি কৃত্রিম উপায়ে কোষ বিভাজনের মাধ্যম হিসেবে বানরের কিডনি-কোষ ব্যবহারবিষয়ক। ব্যর্থ হয়েছে সে। এখনো পর্যন্ত এই ছোঁয়াচে রোগটি সবরকম সনাক্তকরন থেকে দূরে আছে। অ্যারোবিক এবং অ্যানারোবিক কালচার, পলিমারেইজ চেইন রিঅ্যাকশন, সবরকম পরীক্ষাই ব্যর্থ হয়েছে। আজকের দিন পর্যন্ত কোন সফলতা পায় নি কেউ। প্রতিটি গবেষণাই একই রকম মন্তব্য দিয়ে শেষ হয়েছে : নেতিবাচক ফলাফল। শূন্য মাত্রার বৃদ্ধি। অসম্পূর্ন গবেষণা। ব্যর্থতা প্রকাশে যতসব বাহারি উক্তি!

এতক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া কফি মগের পাশে রাখা তার বিপরিটা গুঞ্জন করে ভাইব্রেট করতে লাগল। ছোঁ মেরে ওটা নিয়ে সে নিল টেবিলের ওপর থেকে।

"এত রাতে আমায় ডাকছে কোন্ পাগলে?" বিড়বিড় করল সে বিপারের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে। কলারের নাম্বারের জায়গায় উঠেছে একটা নাম লার্জ-স্কেল বায়োলজিক্যাল ল্যাব্স। লরেন এই সংস্থাটি চেনে না তবে এরিয়া-কোড দেখে মনে হচ্ছে উত্তর-ক্যালিফোর্নিয়ার কোথাও হবে। কলটা হয়তো কোন টেকশনিশিয়ান করেছে, তাদের ফ্যাক্স নাম্বারটা চাইবে হয়তো, কিংবা কোন রিপোর্টের বিষয়ে খসড়া পাঠাবে।

উঠে দাঁড়াল লরেন, পাকেটে রাখল বিপারটা, দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা ফোনের কাছে গেল সে। রিসিভারটা তুলতেই তার পেছনের দরজা খোলার শব্দ পেল। মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতেই দেখতে পেলো জেসিকে। খুব অবাক হল সে। গায়ে নাইটড্রেস, ভেঁজা চোখ দুটো ডলছে।

"নানু..."

রিসিভারটা রেখে মেয়েটির কাছে গেল লরেন। "সোনা, তুমি এখানে কি করছ? তোমার তো বিছানায় থাকার কথা।"

"আমি তোমায় খুঁজে পাচ্ছি না।"

সে হাটু গেঁড়ে ছোট মেয়েটার সামনে বসে পড়ল। "কি হয়েছে? স্বপ্নে ভয়ের কিছু দেখেছ আবারো?" এখানে প্রথম কয়েকটা রাত দুঃস্বপ্ন দেখে দেখে জেগে উঠেছে জেসি। অপরিচিত জায়গায় এমন আবদ্ধ থাকার কারণে হয়েছিল ওটা। কিন্তু খুব দ্রুতই সে মানিয়ে নিয়েছে, বন্ধুত্ব করে নিয়েছে অন্য শিশুদের সঙ্গে।

"আমার পেট ব্যাথা করছে," সে বলল। তার চোখজোড়া ছলছল করছে ভয়ের অশ্রুতে।

"ওহ্, সোনামনি, এ-কারণে এত রাতে আইসক্রিম খেতে চলে এসেছ," লরেন আরো কাছে গিয়ে মেয়েটিকে টেনে জড়িয়ে ধরল। "একগ্লাস পানি খাও, তারপর তোমাকে আবার বিছানায়-"

লরেনের কণ্ঠ রোধ হয়ে এল যখন বুঝল মেয়েটার শরীর কি পরিমাণ গরম। সে এক হাতের তালু রাখল জেসির কপালে। "ওহ্, ঈশ্বর!" অস্ফুটস্বরে বলে উঠল সে। *জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে মেয়েটা।*

রাত ২:৩১
আমাজন জঙ্গল

লুই তার তাবুর পাশে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় জ্যাক লম্বা পা ফেলে নদীর দিক থেকে চলে এল। তার লেফটেন্যান্ট ভেঁজা কম্বলে জড়ানো কিছু একটা বহন করছে। জিনিসটা যা-ই হোক একটা তরমুজের থেকে বড় হবে না ওটার আকার।

"ডক্টর," মারুন গোত্রের লোকটি বলল কঠিন গলায়।

"জ্যাক, কি আবিষ্কার করলে?" সে এই লোকটাকে সাথে আরও দু-জনকে দিয়ে পাঠিয়ে ছিল মাঝরাতের ঠিক পর পর হওয়া বিস্ফোরণের ব্যাপারে তদন্ত করতে। রাতে বনের মধ্যে ক্যাম্প করে প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর বিস্ফোরণের তীব্র শব্দে আবার জেগে ওঠে তারা। এর আগে সূর্যাস্তের সময় ইন্ডিয়ানদ শাবানো ও তার অধিবাসীদের করুণ পরিণতির কথা জানতে পেরেছে লুই। তার কয়েক ঘন্টা পরই এই বিস্ফোরণ...

কি ঘটে চলেছে ওখানে?

"স্যার, গ্রামটা আগুনে পুড়ে গেছে...সাথে ওটার আশ-পাশের বেশ খানিকটা জঙ্গলও। তখনও যে আগুনটুকু ছিল তা বেশ তীব্র হওয়ায় খুব বেশি কাছে যেতে পারি নি। সম্ভবত কাল সকালের ভেতর..."

"অন্য দলটার কি খবর?"

মাথা নিচু করে পায়ের দিকে তাকাল জ্যাক। "চলে গেছে, স্যার। আমি ওদের পিছু

পিছু যাওয়ার জন্য ম্যালাকিম এবং টডিকে নদীপাড়ের কাছাকাছি রেখে এসেছি।"

একটা হাত মুষ্টিবদ্ধ করল লুই, অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাস দেখানো ঠিক হয় নি তার। একজন সৈন্যকে সফলভাবে অপহরণ করার পর নিজের শিকার নিয়ে যথেষ্ট আত্মতুষ্টিতে ছিল সে, কিন্তু এই হল অবশেষে। নিশ্চিতভাবেই ওদের উপর নজরদারি করতে থাকা কাউকে দেখে ফেলেছে ওরা। আর এখন, শেয়াল পরিণত হয়েছে শিকারী কুকুরে। লুইর মিশনটা আরও অনেক কঠিন হয়ে গেল। "বাকি সবাইকে জড়ো কর। রেঞ্জাররা যদি কিছু টের পেয়ে আমাদের থেকে সরে গিয়ে থাকে তবে কোনভাবেই ওদেরকে খুব বেশি দূরে যেতে দেওয়া যাবে না।"

"জি, স্যার। কিন্তু আমি ঠিক নিশ্চিত নই, ওরা আমাদের থেকে পালিয়ে যাচ্ছে কিনা।"

"কি কারণে এমনটা ভাবছ?"

"আমরা নদী ধরে আগুন জ্বলতে থাকা জায়গাটায় যখন গেলাম দেখলাম পাশের আরেকটা পানির ধারা দিয়ে একটা মৃতদেহ ভেসে যাচ্ছে।"

"মৃতদেহ?" লুই ভয় পেল। ওটা তারই কোন গুপ্তচরের হবে, যাকে মেরে পানিতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে ওদেরকে সতর্ক বার্তা দেবার জন্য।

জ্যাক হাতে মুড়িয়ে রাখা ভেঁজা কম্বলটা খুলে ওটার ভিতরের জিনিসটা পাতা বিছানো জঙ্গলের মাটিতে ফেলল–একটা মানুষের মাথা। "আমরা এটা পেয়েছি, শরীরের অন্যান্য অংশের কাছেই ভাসছিল এটা।"

ভ্রু কুঁচকে হাঁটু গেঁড়ে বসল লুই। মাথাটা ভাল করে পরীক্ষা করল। খুব সামান্যই বাকি আছে ওটার। মুখের সবটুকুই ছিঁড়ে নেয়া, কিন্তু মাথার শেভ করা উপরিভাগটা দেখে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে ওটা কোন রেঞ্জারের।

"লাশের বাকি অংশও এরকমই," বলল জ্যাক। "অল্প কিছু হাঁড় অবশিষ্ট আছে।"

উপরের দিকে তাকাল লুই। "কি হয়েছিল ওর?"

"কামড়ানোর ক্ষত দেখে মনে হচ্ছে পিরানহা।"

"নিশ্চিত তুমি?"

"তা বলতে পারেন।" জ্যাক মুণ্ডুটার ক্ষত-বিক্ষত নাকের অর্ধেক অংশের উপর আঙুল বুলাল। লুইয়ের মনে পড়ে গেল, বালক বয়সেই তার এই লেফটেন্যান্ট নদীর এসব ভয়ঙ্কর পরভোজী প্রাণীদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

"ওরা কি লোকটা মারা যাবার পর ছিঁড়ে খাচ্ছিল?"

কাঁধ তুলল জ্যাক। "তা যদি না-হয়ে থাকে তবে হতভাগাটার জন্য দুঃখই হচ্ছে আমার।"

সোজা হয়ে দাঁড়াল লুই, তারপর তাকাল নদীর দিকে। "শালার হচ্ছেটা কি ওদিকে?"

অধ্যায় ১০

পলায়ন
আগস্ট ১৪, রাত ৩:১২
আমাজন জঙ্গল

পাহাড়-দ্বীপটির চূড়ায় অন্য সিভিলিয়ানদের সাথে রেঞ্জার-বৃত্তের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে নাথান। এটার সংখ্যা এখন কমে এসেছে আটজনে। এক সিভিলিয়ানের জন্য এক রেঞ্জার–নাথান ভাবল, অনেকটা নিজস্ব দেহরক্ষীর মত।

"আরও একটা নাপাম বোমা ব্যবহার করে হারামিগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে পথ বের করে নিলে কেমন হয়?" জিজ্ঞেস করল ফ্রাঙ্ক। সে দাঁড়িয়ে আছে ওয়াক্সম্যানের কাছে। "শুধু একটা বোমা নিচে গড়িয়ে দিয়ে নিজেদেরকে একটু আড়াল করে নিলেই হয়ে গেল।"

"আমরা সবাই মরব এতে। যদি ওটার তাপে আমরা ভাঁজাভাঁজা না-ও হয়ে যাই তবুও আটকা পরতে হবে আমাদের জ্বলন্ত বন আর ঐ বিষাক্ত হারামিগুলোর মাঝে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফ্রাঙ্ক, তাকিয়ে আছে গভীর অন্ধকার জঙ্গলের দিকে। "তাহলে গ্রেনেড ব্যবহার করলে কেমন হয়? পর পর কয়েকটা ছুঁড়ে দিয়ে ওদেরকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেই?"

ওয়াক্সম্যান ভ্রু কুঁচকালো। "আমাদের এত কাছাকাছি এরকম কিছু করাটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ হবে। তাছাড়া এমন কোন নিশ্চয়তা নেই যে, গাছ-পালার আড়ালে থাকা ঐ বানচোতগুলো সব বিস্ফোরণের চোটে মরে যাবে। তাই বলছি এই পাহাড়েই থাকি, চেষ্টা করি আগামীকাল সকাল পর্যন্ত অবস্থান করার।"

ফ্রাঙ্ক দু-হাত ভাঁজ করে বুকের কাছে রাখল। এই পরিকল্পনায় সন্তুষ্ট হতে পারছে না সে। ছোট পাহাড়টার উভয় পাশজুড়ে ফ্লেমথ্রোয়ারের শব্দ এবং সবেগে বেরিয়ে আসা আগুনের আলোয় রাতের নীরবতা আর অন্ধকার তিরোহিত হয়েছে। কর্পোরাল ওকামোটো এবং প্রাইভেট ক্যারেরা ফ্লেমথ্রোয়ার হাতে পাহাড়ের দুই ঢালে পাহারা দিচ্ছে। যদিও গত আধঘন্টায় ঐ প্রাণীগুলোর একটাকেও দেখা যায় নি। ওরা অবশ্যই আশেপাশেই আছে এখন। চারপাশের বন মৃতের মতই শান্ত। বানরের ডাকও নেই, নেই পাখির গান। এমনকি পোকামাকড়েরাও যেন চুপ মেরে আছে। ওদিকে ফ্লাশ-লাইটের আলোক-সীমানার বাইরে ঘাপটি মেরে থাকা প্রাণীগুলো ঝোঁপ-ঝাঁড় থেকে বের হতেই শুকনো পাতার শব্দ শোনা গেল।

পানির দিকে তাক করা নাইট-ভিশনগুলো দিয়ে দেখা গেল ঐ প্রাণীগুলো জলধারা এবং তার আশেপাশের অঞ্চল দিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ আগে করা নাথানের অনুমাণই সঠিক বলে মনে হচ্ছে। ফুলকা দিয়ে শ্বাস নেয়া এই প্রাণীগুলো নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে কম পরিমাণে হলেও পানিতে ফিরে যাবার দরকার আছে।

কাছেই পাতাঝরা নরম মাটিতে হাটু গেঁড়ে বসল ম্যানুয়েল। সে কাজ করছে ফ্লাশ-লাইটের আলোতে। কেলি এবং কাউয়ি তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ানোর সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বন থেকে আগুনে আহত একটি প্রাণী তুলে নিয়েছিল ম্যানুয়েল। যদিও আংশিক পুড়ে গেছে তবুও নমুনা হিসেবে যথেষ্ট ভাল অবস্থা আছে। প্রাণীটা লেজের প্রান্ত থেকে ধাঁরালো দাঁতের মুখ পর্যন্ত একফুটের মত লম্বা। কালো আর বড় বড় চোখগুলো বাইরের দিকে প্রসারিত, যার সাহায্যে চারপাশে প্রায় তিনশ-ষাট ডিগ্রির কাছাকাছি পরিমাণ দৃশ্য দেখতে পায় ওটা। দৃঢ় অস্থিগুলো গিয়ে শেষ হয়েছে ওটার দেহের মতই দীর্ঘ মেরুদণ্ডে। পায়ের প্রতিটি আঙুলের মাঝে হাঁসের পায়ের মত সংযুক্তকারী চামড়া।

সবাই তার কাজ দেখছে। ম্যানুয়েল খুব দ্রুত প্রাণীটার ব্যবচ্ছেদ করে ফেলল। ব্রাজিলিয়ান বায়োলজিস্ট দক্ষতার সাথে ছুরি আর চিমটা দিয়ে কাজ করছে। এগুলো সে নিয়েছে কেলির মেডিকেল ব্যাগ থেকে।

"এটা অবিশ্বাস্য," অবশেষে বলল ম্যানুয়েল। বায়োলজিস্ট তার বিবরণ শুরু করতেই কেলি এবং কাউয়ির সাথে যোগ দিল নাথান। "স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এটা জেনেটিক্যালি ভিন্ন-ভিন্ন টিস্যু থেকে সৃষ্টি হয়েছে। বলা যায় একাধিক প্রজাতির সংকর।" ভেতরটা দেখাল সে। "পানির অন্যান্য প্রাণীর মত আঁশটে নেই, তবে শ্বসনক্রিয়া ব্যবস্থা আছে নিশ্চিত। ফুলকা আছে, কোন ফুসফুস নেই। আঙুলের সংযোগস্থলে চামড়ার যে ভাঁজ তা নির্দেশ করে উভচর প্রাণীকে। শরীরের রেখাগুলো দেখে অনেকটা ফোবোবোইট ট্রিডিট্যাটাস, মানে ডোরাকাটা বিষাক্ত ব্যাঙের মত। ব্যাঙের গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে বিষাক্ত এটি।"

"তাহলে তুমি বলছ এটা ঐ ব্যাঙ থেকেই বিবর্তিত হয়েছে?" নাথান জিজ্ঞেস করল।

"প্রথমে এমনটাই ভেবেছিলাম আমি। এটা দেখতে এমন ব্যাঙাচির মত লাগে যেটার ফুলকা থাকা অবস্থায়ই বৃদ্ধিটা থামিয়ে দেয়া হয়েছে, আর তখনই ওটার পেছনের পাগুলো গজিয়েছে। কিন্তু ব্যবচ্ছেদ করার পর বুঝলাম, ব্যাপারটা আমার অনুমানের মত নয়। আর সবচেয়ে যেটা চোখে পড়ার মত তা হল, এটার অসামঞ্জস্যপূর্ণ আকৃতি। এটার ওজন হবে পাঁচ পাউন্ডের মত। ওজনটা ভয়ঙ্কর রকমের বেশি, এমনকি সবচেয়ে বৃহদাকৃতির বিষাক্ত ব্যাঙের চেয়েও।" ব্যবচ্ছেদ করা প্রাণীটা উল্টিয়ে ওটার চোখ ও দাঁতগুলো দেখাল ম্যানুয়েল। "সেই সাথে এর মাথার খুলিটাও বেঢপ সাইজের। ব্যাঙের খুলির মত আনুভূমিকভাবে সমান না থেকে এটার খুলি উলম্বভাবে গঠিত, অনেকটা মাছের মত। আসলে, মাথার গঠন, চোয়াল আর দাঁতের আকার-আকৃতিতে আমাজনিয় নদীর পরভোজী *সেরাস্যালমাস রমবেয়াস*-এর সাথে অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ।" কাজ থামিয়ে মুখ তুলে তাকাল সে। "ব্ল্যাক পিরানহা।"

সোজা হয়ে দাঁড়াল কেলি। "এটা অসম্ভব।"

"এই জিনিসটা যদি আমার সামনে না থাকত আমিও আপনার সঙ্গে একমত

হতাম।" সোজা হয়ে বলল ম্যানুয়েল, "সারাজীবন আমাজনের প্রাণীদের নিয়ে কাজ করেছি, এমন কোন কিছু কখনও দেখি নি। সত্যিকারের একটা কাইমিয়ারা এটা। একক একটি প্রাণী যা একই সাথে ব্যাঙ এবং মাছের জৈবিক বৈশিষ্টগুলো বহন করছে।"

প্রাণীটার উপরে চোখ বুলাল নাথান। "এটা কিভাবে হতে পারে?"

মাথা ঝাঁকাল ম্যানুয়েল। "জানি না, তবে কিভাবে একজন মানুষের নতুন করে হাত গজাতে পারে? আমার মনে হয় এরকম কাইমিয়ারার উপস্থিতি এটাই নির্দেশ করছে যে, আমরা সঠিক পথেই আগাচ্ছি। কিছু একটা আছে এই জঙ্গলে, এমন কিছু যা তোমার বাবার দলটা আবিষ্কার করেছিল, এমন কিছু যেটা দৃঢ়ভাবে বিবর্তন করার ক্ষমতা আছে।"

প্রাণীটার দেহাবশেষের দিকে তাকাল নাথান। *কি জিনিস হতে পারে সেটা?*

একটা চিৎকার ভেসে এল প্রাইভেট ক্যারেরার। পাহাড়ের উত্তর-প্রান্তের ঢালুতে পাহারা দেবার দায়িত্বে পড়েছে তার। "ওগুলো আবারো আসতে শুরু করেছে!"

সোজা হয়ে দাঁড়াল নাথান। মেয়ে রেঞ্জারটা যে-দিকে দাঁড়িয়ে আছে সে-দিকের বন থেকে ভেসে আসা মরমর শব্দটা বাড়ছে ধীরে ধীরে। মনে হচ্ছে যেন পুরো জঙ্গলটাই ছুটে আসছে তাদের দিকে।

ক্যারেরা নিচের দিকে আগুন ছুড়ল। তীব্র আলো অন্ধকারকে দূরে ঠেলে দিতেই শত শত ক্ষুদ্রাকৃতির প্রাণীর চোখে আগুনটা প্রতিফলিত হল। প্রাণীগুলো মাটিতে এবং গাছে সবখানেই ছেয়ে গেছে। ওদের মধ্য থেকে একটা প্রাণী উঁচু পামগছের ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ল আগুনের সীমানার ভেতরে। অটোমেটিক রাইফেল থেকে ভেসে এল একটি শব্দ। মুহূর্তেই রক্তাক্ত শরীরটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

"সবাই পেছনে সরে যান!" চিৎকার দিল ক্যারেরা। "ওরা আসছে!"

গাছের উপর আর নিচে থেকে ছোটখাট প্রাণীগুলো লাফিয়ে লাপিয়ে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। আগুন বা গুলি কোনটাকেই পরোয়া করছে না ওরা। প্রাণীগুলো যেন ওদের বিশাল বাহিনী নিয়ে মানুষজনকে দাবড়ানি দিতে বদ্ধপরিকর।

নাথানের মনে পড়ে গেল ইন্ডিয়ানদের হত্যাযজ্ঞের কথা। ঐ ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে যেন। সে দ্রুত শটগানট হাতে তুলে নিল, তাক্ করেই গুলি চালিয়ে একটা প্রাণীকে ছিন্নভিন্ন করে দিল ওটা শূন্যে থাকা অবস্থায়। ওটা গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে ক্যারেরার উপর পড়তে যাচ্ছিল। ছোটছোট মাংসের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। দলগতভাবে সবাই ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থামিয়ে পাহাড়চূড়া থেকে দক্ষিণে নেমে যেতে বাধ্য হল। ফ্রেমথ্রোয়ারের আগুন আর বন্দুকের গুলি ছোড়ার সময় সৃষ্ট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আলোকিত করে রাখল তাদের পথ। দৌড়ানোর ফলে ফ্লাশ-লাইটের আলোগুলো নাচছে, ছায়াগুলো ছোট-বড় হচ্ছে আলোর ঝাকুনিতে।

পাহাড়ের দক্ষিণ দিকের দায়িত্বে থাকা কর্পোরাল ওকামোটো দলের বাকিদের তার দিকে আসতে দেখে ফ্রেমথ্রোয়ারারের আগুন নিক্ষেপ করল তাদের দিকে। "এদিকটা এখনো ক্লিয়ার!" চিৎকার দিয়ে বলল সে।

নাথান ঝুঁকি নিয়ে তার রাস্তার দিক একটু তাকাল। বনের মাঝ দিয়ে জলধারা দুটোর

মিলনস্থলটি দেখতে পেল সে। ওটা ভাগ হওয়ার পর একটা ধারা পাহাড়ের দক্ষিণ পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

"পাহাড়ের এ-পাশটার কোন প্রাণী নেই কেন?" আনা ফঙ জিজ্ঞেস করল। তার মুখ-মণ্ডল লাল হয়ে আছে স্নায়ুচাপে।

রিচার্ড জেন সতর্কভাবে নিজের পেছন দিকে চোখ রেখে উত্তর দিল, "তারা সম্ভবত চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য সবাই একপাশে জড় হয়েছে।"

নিচের পানি ধারাটার দিকে তাকাল নাথান। ওটা বেশ চওড়া, বাঁকহীন আর শান্ত কিন্তু আসল ব্যাপারটা সে ভালই জানে। বড় কাঠবিড়ালিটার কথা মনে পড়ে গেল তার। ওটা জঙ্গল থেকে ছুটে এসেই নদীপাড় ধরে দৌড়ানো শুরু করেছিল, আর সেখানেই পরভোজীরা আক্রমণ করেছিল ওটাকে।

"তারা আমাদের গবাদি-পশুর মত চড়াচ্ছে," বিড়বিড় করে বলল সে।

"কি?" বুঝতে না পেরে বলল কেলি।

"তারা আমাদেরকে পানির কাছাকাছি নিতে চায়। তাই আমদেরকে ধাওয়া করে নদীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে।"

ম্যানুয়েলের কানে গেল নাথানের কথাটা। "আমার মনে হয়, ও ঠিকই বলছে। স্বল্প দূরত্বে ডাঙ্গায় ওদের চলাচল করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, ওরা মূলত জলজ-প্রাণী, নিজেদের শিকারকে ধরাশায়ী করার আগে ওরা চাইবে সেটাকে পানির যত কাছা কাছি আনা যায়।"

কেলি পেছনে ফিরে দেখল একসারি রেঞ্জার আগুন জ্বালিয়ে পেছনে ছুড়ে দিতে দিতে সামনে এগোচ্ছে। "এখন আমাদের কি করার আছে?"

সবার সামনে ওকামোটা নদীটার কাছে পৌছতেই গতি থামিয়ে দিল, চোখে-মুখে পানির ভয় ফুটে উঠেছে তারও। কর্পোরাল তার পেছনে দাঁড়ানো ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যানের দিকে ঘুরল। "স্যার, আমি প্রথম পার হওয়ার চেষ্টা করি। শেষবার যেমনটি করেছিলাম।"

মাথা নেড়ে সায় দিল ওয়াক্সম্যান। "সাবধানে, কর্পোরাল।"

ওকামোটো পানির দিকে পা বাড়াতেই নাথান চিৎকার দিয়ে উঠল, "না! আমি নিশ্চিত ওটা একটা ফাঁদ।"

ওকামোটো একবার তার দিকে আরেকবার ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল। সিদ্ধান্তে অটল ক্যাপ্টেন হাত নেড়ে এগিয়ে যেতে বলল তাকে। "এই জায়গা থেকে সরে যেতে হবে আমাদের।"

"দাঁড়ান," সামনে এগিয়ে এসে বলল ম্যানুয়েল, কণ্ঠে তার বেদনার ছাপ। "তার বদলে আমি বরং টর-টরকে পাঠাই।"

সবাই জড়ো হয়ে গেল একজায়গায়। জাগুয়ারটার দিকে তাকাল ওয়াক্সম্যান, তারপর মাথা নেড়ে সায় দিল। "তাহলে তাই করুন।"

ম্যানুয়েল জাগুয়ারকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল অন্ধকারচ্ছন্ন কালো পানির দিকে। নাথানের মনোযোগ ঘুরে গেল দ্রুত। ঐ পানিতে নামা মানে আত্মহত্যা করা। কালকের

সূর্যদয়ের ব্যাপারে যতটা নিশ্চিত সে ঠিক ততটাই নিশ্চিত আগামীকালের সূর্যদয়ের ব্যাপারে, কিন্তু ওয়াক্সম্যানের কথাও ঠিক। একটা পথ তাদেরকে খুঁজতে হবে পানির অপরপ্রান্তে গিয়ে। তার মাথার ভেতর বিভিন্ন ঘটনা ঘুরপাক খেতে লাগল। *দড়ির কোন ব্রিজ করা যায় পানির উপর দিয়ে?* দ্রুত চিন্তা করল সে। এমনকি যদি তারা কোনভাবে একটা ব্রিজ তৈরিও করে, জলজ প্রাণীগুলোর প্রচণ্ড লাফানোর ক্ষমতা থাকায় তা কাজে আসবে না। একসাথে একসারিতে বড় একটি টোপে পরিণত হবে তারা সবাই। হয়তো পানিতে গ্রেনেড ছোড়া যেতে পারে ওদের থামাতে কিন্তু পানি ধারাটা বেশ দীর্ঘ। বিস্ফোরণের কারণে যতগুলোই মরুক না কেন অন্যদিক থেকে আরও প্রাণী এসে সে-জায়গা পূরণ করে আক্রমণ চালাবে। না, এমন কিছু দরকার যেটা সমগ্রপ্রাণী-দলটাকেই আটকে রাখবে, কিন্তু কি হতে পারে সেটা? ঠিক তখনই জিনিসটা তার মনে উদয় হল। সে যা খুঁজছে তার প্রয়োগ হতে দেখেছে মাত্র কয়েক দিন আগে। এরইমধ্যে ম্যানুয়েল এবং টর-টর পানির খুব কাছে পৌছে গেছে, মাত্র কয়েক মিটার দূরে তারা এখন। তাদের সাথে আছে ওকামোটো, আগুন জ্বালিয়ে পথ দেখাচ্ছে সে।

"দাঁড়াও," চিৎকার দিল নাথান, "একটা বুদ্ধি পেয়েছি আমি।"

থামল ম্যানুয়েল।

"কি বুদ্ধি?" জানতে চাইল ওয়াক্সম্যান।

"ম্যানুয়েলের বর্ণনামতে এই প্রাণীগুলো মূলত মাছ, তাই তো?"

নাথান ক্যাপ্টেনের ক্ষুব্ধ অভিব্যক্তি উপেক্ষা করে কাউয়ির দিকে ফিরল। "তোমার মেডিসিন ব্যাগের ভেতর আয়াইয়া লতার গুঁড়ো আছে না?"

"অবশ্যই, কিন্তু–" তখনই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে চোখ দুটো গোল হয়ে গেল প্রফেসরের। "অসাধারণ, নাথান। এটা অনেক আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল।"

"কি জিনিস?" ওয়াক্সম্যান জিজ্ঞেস করল, তার কণ্ঠে হতাশা।

তাদের পেছনে, উঁচু পাহাড়ি ঢালে রেঞ্জারদের সারিবাধা দলটি প্রাণীগুলোকে সাময়িক সময়ের জন্য কোণঠাসা করে রেখেছে রাইফেল আর আগুন দিয়ে। আর সবচেয়ে নিচে নদীর কাছে দাঁড়িয়ে আছে ওকামোটা।

দ্রুত ব্যাখ্যা করল নাথান। "ইন্ডিয়ানরা আয়াইয়া আঙ্গুরের গুঁড়ো ব্যবহার করে মাছ ধরতে।" তার মনে পড়ে গেল সেই মুহূর্তের কথা যখন টামা ও তাকাহোকে নিয়ে ডিঙ্গিতে করে সাও-গ্যাব্রিয়েলে যাবার সময় মাছ ধরার একটি দৃশ্য দেখেছিল। এক মহিলা নদীর পানিতে কালো রঙের পাউডার মিশিয়ে দিচ্ছে আর পুরুষগুলো কিছুটা দূরে থেকে স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে পাউডারের প্রভাবে স্থির হয়ে আসা মাছগুলোকে বর্শা অথবা জাল দিয়ে শিকার করছে। "এই আঙ্গুরের গুঁড়োর ভেতরে আছে বিষাক্ত ক্রিস্টালাইন যেটা আক্ষরিক অর্থেই মাছগুলোকে অচেতন করে বা শ্বাস রোধ করে মেরে ফেলে। এর প্রভাবটা পড়ে প্রায় সাথে সাথেই।"

"এখন আপনি কি করতে চাচ্ছেন?" ওয়াক্সম্যান জিজ্ঞেস করল।

"এই জিনিসটার সাথে আমি বেশ পরিচিত। পাউডারের ব্যাগটা নিয়ে আমি স্রোতের

বিপরীত দিকে গিয়ে ওগুলো মিশিয়ে দেব পানিতে। বিষাক্ত ক্রিস্টালাইন যখন পানিতে মিশে গিয়ে স্রোতের সাথে প্রবাহিত হবে নদীর যেকোন ধরনের প্রাণী অচেতন হয়ে পড়বে ওটার প্রভাবে।"

চোখ দুটো সংকুচিত করল ওয়াক্সম্যান। "এই পাউডারে কাজ হবে?"

ব্যাগের ভেতর হাত চালিয়ে উত্তর দিল কাউয়ি, "অবশ্যই হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ফুস্‌কা দিয়ে শ্বাস নেয়া প্রাণীরা থাকবে।" প্রফেসর ম্যানুয়েলের দিকে তাকাল এবার।

মাথা নেড়ে সায় দিল বায়োলজিস্ট। তার চোখেমুখে পরিত্রাণের স্পষ্ট অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। "আমি নিশ্চিত, এটা দারুণ কাজ করবে।"

হাফ ছেড়ে বাঁচল যেন ওয়াক্সম্যান। হাত নেড়ে ওকামোটো এবং ম্যানুয়েলকে নদী থেকে সরে আসতে বলল সে। তারপর নাথানের দিকে ঘুরতেই তীব্র এক বিস্ফোরণের শব্দ হল তাদের পেছনে। মাটি, পাতা আর বেশ কিছু ডাল-পালা উড়ে গেল বাতাসে। কেউ একজন গ্রেনেড ফাটিয়েছে।

"ওরা ঢুকে পড়ছে!" চিৎকার দিল সার্জেন্ট কসটস।।

ওয়াক্সম্যান ইশারা করল নাথানকে, "তাড়াতাড়ি যান!"

ঘুড়ে দাঁড়াল নাথান। প্রফেসর কাউয়ি চামড়ার একটা বড় ব্যাগ ছুড়েঁ দিল নাথানের দিকে। "সাবধানে থেকো।"

একহাত দিয়ে পাউডারের ব্যাগটা ধরে অপর হাতে শটগানটা নিল নাথান।

"ক্যারেরা!" নাথানকে দেখিয়ে ওয়াক্সম্যান চিৎকার দিয়ে বলল, "তাকে ব্যাক-আপ দাও।"

"ইয়েস, স্যার," প্রাইভেট তার জায়গা ওকামোটাকে ছেড়ে দিয়ে ফ্লেমথ্রোয়ারসহ ঢাল থেকে নিচে নেমে এল।

"যখন দেখবেন মাছ ভেসে উঠতে শুরু করেছে," নাথান বলতে লাগল সবার উদ্দেশে, "দ্রুত ঐ পাড়ে চলে যাবেন। এখানকার পানি স্রোতটা যেহেতু বেশি নয় তাই নিশ্চিত করে বলতে পারছি না পাউডার কতটুকু ছড়াবে কিংবা এর কার্য ক্ষমতা কতক্ষণ সক্রিয় থাকবে।"

"কখন আমাদের যাত্রা করতে হবে সেটা আমি জানাবো সবাইকে," বলল কাউয়ি।

নাথান দলের সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। কেলির চোখে চোখ পড়তেই দেখল একটা হাত দিয়ে নিজের গলাটা ধরে আছে মেয়েটি। আত্মবিশ্বাসেভরা ছোট্ট একটা হাসি দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল নাথান। সে এবং প্রাইভেট ক্যারেরা একসাথে স্রোতের উল্টোদিক বরাবর ছুটে চলল। পানির দিকে সজাগ দৃষ্টি দু-জনেরই। নাথান ছুটছে রেঞ্জারটার পেছনে। সে নিরবিচ্ছিন্নভাবে আগুন ছুড়ে রাস্তা তৈরি করে দিচ্ছে। কুয়াশার মত জেঁকে বসা লতা-পাতা, ঝোঁপ-ঝাঁড় ধ্বংস করে এগিয়ে চলছে তারা। পেছনে তাকাল নাথান। তার দলের অন্যেরা বনের মাঝে ধ্বংস হওয়া ছোট্ট একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

"হারামিগুলো অবশ্যই জেনে গেছে খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে," কষ্ট করে দম ছেড়ে ক্যারেরা বলল। মুক্ত হাতটা দিয়ে পানির ধারাটা দেখাল। নাথান দেখল, পানিতে কয়েক

জায়গায় ছলাৎ করে শব্দ হচ্ছে, কিছু প্রাণী লাফিয়ে ডাঙ্গার দিকে দৌড়াচ্ছে দ্রুতবেগে।

"আরও জোরে চলুন," তাড়া দিল নাথান। "গন্তব্যটা আর বেশি দূরে নয়।"

ছুটে চলল তারা, সাথে ছুটছে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ আর ঝোঁপ-ঝাঁড় ধ্বংস হওয়ার শব্দ। অবশেষে সে-জায়গায় পৌঁছাল তারা যেখানে মূল ধারাটা বিভক্ত হয়ে পাহাড়ের উত্তর ও দক্ষিণ পাশ দিয়ে বৃত্তাকার পথে প্রবাহিত হয়েছে। এখানকার মূল চ্যানেলটা বেশ সরু এবং স্রোতময়। পাথরের উপর দিয়ে শব্দ করে প্রবাহিত হচ্ছে জলধারা, চারদিকে অনেক ফেনা। আরও কিছু প্রাণী লাফিয়ে উঠল ডাঙ্গায়, ভেঁজা শরীরগুলো চকচক করে উঠল আগুনের ঝলকে। ক্যারেরা মাটিতে খানিকটা জায়গাজুড়ে আগুন ছুড়লে নাথান এগিয়ে এল তার দিকে। উঠে আসা প্রাণীগুলো কিছু পুড়ে মিশে গেল কাদার সাথে, কিছু পালিয়ে গেল পানিতে।

"এখনই করতে হবে, নইলে করা যাবে না," বলল ক্যারেরা।

শটগানটা কাঁধে ঝুলিয়ে সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল নাথান, হাতে পাউডারের ব্যাগ। দ্রুত ব্যাগের মুখ খুলে ফেলল সে।

"পুরো জিনিসটা ছুড়ে ফেলে দিল," রেঞ্জার পরামর্শ দিল।

"না, আমাকে নিশ্চিত হতে হবে এটা সবজায়গায় ভাল করে ছড়িয়ে পড়েছে কিনা।" নাথান আরো এক পা এগিয়ে গেল নদীর কাছে।

"সাবধানে!" তাকে অনুসরণ করল ক্যারেরা, চারদিকে আগুন ছড়াচ্ছে সে প্রাণীগুলোকে দূরে রাখতে। জলধারা থেকে মাত্র একফুট দূরে নাথান। ক্যারেরা হাটু গেঁড়ে পানিতে আগুন ছুঁড়ল। যে-ই পানি থেকে জেগে ওঠার দুঃসাহস দেখবে সে-ই পুড়ে মরবে। "তাড়াতাড়ি করুন!"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে পানির দিকে ঝুঁকে গেল নাথান। একটা হাত প্রসারিত করা, সেই হাতে ধরে রেখেছে ব্যাগটা। শিকারের মত কিছুকে পানির খুব কাছে পেয়ে আকৃষ্ট হল একটা প্রাণী। খিপ্রগতিতে ওটা লাফিয়ে উঠল শূন্যে। ওটার কামড়ের হাত থেকে বাঁচাতে ঠিক সময়ে হাত ঝাড়া দিল নাথান। প্রাণীটা হাতের পরিবর্তে ধাঁরাল দাঁতে কামড় বসাল শার্টের আস্তিনে। ঝুলে থাকল সেখানে। হাতটা পেছন দিকে ঝাঁকি দিল নাথান, আস্তিনের কাপড়ের কিছু অংশ ছিড়ে একটু দূরে ছিটকে পড়ল প্রাণীটা। "শালা!" আর দেরি না করে নাথান দ্রুত আইয়াইয়া আঙ্গুরের গুঁড়োটুকু ঢালতে লাগল পানিতে। ধীরে ধীরে ছিটিয়ে দিল সবদিকে, নিশ্চিত হতে চাইছে ঠিকমত ছড়িয়ে পড়ছে কিনা। তার পেছনে ক্যারেরা ব্যস্ত আছে তাদের পেছন দিকটার নিরাপত্তা নিয়ে। পানির সব দিক থেকে প্রাণীগুলো ছুটে আসছে এখন তাদের দিকেই।

নাথান ব্যাগ থেকে শেষ পাউডারটুকু ঝেড়ে ফেলে ব্যাগটা ছুড়ে দিল পানিতে। ব্যাগটা স্রোতে ভেসে যেতে দেখে মনে মনে প্রার্থনা করল যেন তার পরিকল্পনায় কাজ হয়। "শেষ!" ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল নাথান।

ক্যারেরা মুখ তুলে তাকাল। নাথান দেখল মেয়েটির পেছনে বেশ কিছু প্রাণী গভীর জঙ্গলের গাছ-পালা থেকে লাফিয়ে আসছে। "একটা সমস্যা হয়ে গেছে," রেঞ্জারটা বলল।

"কি?"

ফ্রেমথ্রোয়ার উঁচু করে ধরে জঙ্গলের দিকে আগুন ছুড়লে নাথান দেখল আগুনের শিখা ছোট আর নিস্তেজ হতে হতে অস্ত্রের নলটার ভেতর ঢুকে গেল।

"জ্বালানি শেষ," মেয়েটা বলল।

ফ্রাঙ্ক ওব্রেইন দাঁড়িয়ে আছে তার যমজ বোনের পাশে, পাহারা দিচ্ছে তাকে। মঝেমাঝে সে নিশ্চিতভাবেই তার বোনের মাথায় ঢুকে যেতে পারে, পড়ে নিতে সে কি চিন্তা করছে। ঠিক এখন যেমন কেলি তাকিয়ে আছে নদীর দিকে, দেখছে কাউয়ি এবং ম্যানুয়েলকে, ওরা পরীক্ষা করছে নাথান র‍্যান্ডের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজটা হচ্ছে কিনা। কিন্তু ফ্রাঙ্কের চোখে ঠিকই ধরা পড়ল কিভাবে তার বোন আড়চোখে জঙ্গলের দিকে উঁকি দিচ্ছে বার বার। তার মনোযোগ নিবদ্ধিত সেই পথের দিকে যেখান দিয়ে হেটে গেছে এথনো-বোটানিস্ট আর মেয়ে রেঞ্জারটি। তার চোখে আবেগের দিপ্তীটাও ফ্রাঙ্ক টের পেল।

হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ তার মনোযোগ সাময়িকভাবে দূরে নিয়ে গেল। আরেকটা গ্রেনেড। বনের একাংশ ছিন্নভিন্ন হয়ে ঝরতে লাগল বৃষ্টির মত। গোলাগুলি চলছে এখন প্রায় বিরতিহীনভাবে, তাদের চারপাশ জুড়ে। রেঞ্জারদের সারিটা পিছু হটে সিভিলিয়ানদের দিকে যেতে বাধ্য হচ্ছে। শীঘ্রই তাদের সবারই আর কোন উপায় থাকবে না নদীর দিকে পিছিয়ে যাওয়া ছাড়া, পানির খুব কাছে যেখানে ওৎ পেতে আছে বিষাক্ত প্রাণীগুলো। কাছেই আনা ফঙ দাঁড়িয়ে আছে রিচার্ড জেনের সাথে, তাদের গার্ড দিচ্ছে অলিন পাস্তানায়েক, যার হাতে একটা নয় মিলিমিটার বেরেটা পিস্তল। অস্ত্রটা খুবই ছোট আর ক্ষিপ্রগতির টার্গেটের বিরুদ্ধে বেশ দূর্বল কিন্তু একেবারে নিরস্ত্র থাকার চেয়ে এটা অনেক ভাল। তার পেছনে ম্যানুয়েলের জাগুয়ারের একটা গর্জন ভেসে এল।

"ওদিকে দেখুন!"

ঘুরে দাঁড়াল ফ্রাঙ্ক। তার বোন ফ্লাশ-লাইটের আলো পানিতে ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। সেই আলোতে সে-ও দেখতে পেল দৃশ্যটা। চকচকে কিছু বস্তু ডুব-সাঁতার কাটতে শুরু করেছে, কিছু ভেসে যাচ্ছে স্রোতে।

"নাথান পেরেছে!" হাসি হাসি মুখে কেলি বলল।

প্রফেসর কাউয়ি তার কাছে এগিয়ে গেল। একটা পিরানহা পানি থেকে লাফ দিল তাদের দিকে কিন্তু বেশিদূর লাফাতে পারল না, মুখ থুবড়ে পড়ল কাদায়। কয়েক সেকেন্ড দাপাদাপি করে শান্ত হয়ে গেল ওটা। কাউয়ি তাকাল ফ্রাঙ্কের দিকে। "এই সুযোগটা হারানো উচিত হবে না, এখনই পার হতে হবে আমাদের।"

ফ্রাঙ্ক ঘুরে দাঁড়াল সামান্য দূরে ঢালুতে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যানের দিকে। সে খুব জোরে হাঁকিয়ে উঠল যেন গোলাগুলির শব্দ ছাপিয়ে তার কণ্ঠ ওয়াক্সম্যানের কাছে পৌঁছায়।

"ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান! র‍্যান্ডের পরিকল্পনায় কাজ হয়েছে," একটা হাত আন্দোলিত করল সে। "আমরা পার হতে পারি এখন।"

ওয়াক্সম্যান সম্মতি দিল মাথা নেড়ে, তারপর গর্জে উঠল তার কণ্ঠ। "শাবাশ ইউনিট! এবার দিয়ে নদীর দিকে যাও!"

ফ্রাঙ্ক তার মাথার লাকি বেসবল ক্যাপটা স্পর্শ করে কেলির কাছে এল। "চল!"

ম্যানুয়েল দ্রুত তাদেরকে অতিক্রম করল। "টর-টর আর আমি সবার আগে যাব। আমার বিশ্লেষনের উপর ভিত্তি করেই এই পরিকল্পনাটা করা হয়েছে।" সে কারোর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল না। পোষা-প্রাণীটা সঙ্গে নিয়ে পানিতে নেমে গেল। ম্যানুয়েলের বুক অবধি পানিতে ডুবে গেলেও টর-টরকে সাঁতরাতে হল। খুব তাড়াতাড়িই অপরপ্রান্তে পৌছে গেল বায়োলজিস্ট, তারপর ঘুরল সবার দিকে। "তাড়াতাড়ি! এখন এটা নিরাপদ আছে!"

"চল সবাই!" আদেশ দিল ওয়াক্সম্যান। "সবার আগে যাবে সিভিলিয়ানরা।"

ফ্রাঙ্কের হাত ধরে আছে কেলি। এরইমধ্যে শতশত প্রাণী পানিতে ভেসে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। ওরা সবাই প্রাণীগুলোকে উপেক্ষা করে পানিতে নেমে গেল। ভীত হলেও সতর্কতার সাথে ভেসে থাকা ধাঁরালো দাঁতের জীবগুলোকে সরিয়ে দিতে হচ্ছে হাত দিয়ে। দম আটকে রাখল ফ্রাঙ্ক, প্রার্থনা করল যেন ওগুলো আরও কিছুক্ষণ নিস্তেজ হয়ে থাকে।

অবশেষে তারা পানি থেকে উঠে বেশ খানিকটা দূরে যেতে সক্ষম হল। সবাই আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয়ে আছে এখনও। এবার যাত্রা শুরু করল রেঞ্জাররা, একসঙ্গে পার হচ্ছে তারা দ্রুত গতিতে, আশেপাশে কি ভাসছে সে-দিকে বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই কারোর। যখনই তারা অপর প্রান্তের মাটিতে পা রাখল ওপারের চারপাশের জঙ্গল থেকে ছুটে আসা প্রাণীগুলোও পৌছে গেল পানির কাছে। কয়েকটা পিরানহা পানির একেবারে কাছে এসে স্থির হয়ে থাকল। তাদের ফুলকাগুলো কাঁপছে শব্দ করে। ওরা নিশ্চিত বিপদটা বুঝতে পারছে কিন্তু কোন বিকল্প পথ নেই ওদের জন্যে। ডাঙ্গায় থাকলে দম আটকে মারা যাবে। নিজেদের মধ্যে নিশ্চুপ কোন সংকেত আদান প্রদান হল যেন, তারপরই সেই বিবর্তিত পিরানহাগুলো ঝাঁপ দিল পানিতে।

"পেছনে সরে যাও!" আদেশ দিল ওয়াক্সম্যান। "পানিটা যে এখনও বিষাক্ত আছে সে-ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না।"

দলটা পানি থেকে বেশ একটু দূরে উঁচু জঙ্গলে ঢুকে গেল। ফ্লাশ-লাইট এখনও তাক করা পানি এবং পাড়ের দিকে। কিন্তু কয়েক মিনিট পরই বোঝা গেল, দৌড়টা আসলেই থেমে গেছে অথবা প্রাণীগুলো কোন কারণে ধাওয়া করা থামিয়ে দিয়েছে।

হাফ ছাড়ল ফ্রাঙ্ক। "বিপদ কেটে গেছে।"

কেলি এখনও নদীর অপর পাড়ে আলো ফেলছে, কিছু একটা খুঁজছে পানির আশেপাশে। "প্রাইভেট ক্যারেরা কোথায়?" ফিসফিসিয়ে বলল সে, তারপর ঘুরল ফ্রাঙ্কের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল, প্রকম্পিত করল সমগ্র বন। চোখ দুটো প্রসারিত হল কেলির, ফ্রাঙ্কের দিকে তাকাল সে। "ওরা বিপদে পড়েছে!"

নাথান শটগানটা উঁচু করে আরেকটা ছুটে আসা প্রাণীকে উড়িয়ে দিল। ক্যারেরা তার ফ্লেইমথ্রোয়ার থেকে ফুয়েল ক্যানিস্টারটা খুলে সেটার উপর ঝুঁকে কিছু একটা করছে।

"আর কতক্ষণ?" জিজ্ঞেস করল নাথান, চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে সে।

"প্রায় শেষ।"

পেছনে পানির দিকে তাকাল নাথান। ক্যারেরার ফ্ল্যাশ-লাইটের আলোতে দেখল পানিতে ঢালা পয়জন কাজ করছে। নদীতে অসংখ্যা প্রাণী ভেসে উঠছে আর সেগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে স্রোত। তাদের ঠিক পেছনের পানিতে কোন প্রাণী ভাসছে না, আর সে-কারণেই ভরসা পাচ্ছে না তারা। যে পয়জন ঢালা হয়েছে তা স্রোতের সাথে দ্রুতগতিতে ভেসে যাচ্ছে দূরে। তাদের জন্য জায়গাটা মোটেও নিরাপদ নয় এখন। এখনই নদী ধরে উল্টোপথে ছোটা দরকার। পার হবার জন্য দ্রুত একটা নিরাপদ জায়গা খোঁজা দরকার, যেখানে স্রোত তুলনামূলক অনেক কম কিন্তু পয়জনটা এখনও সক্রিয় আছে। কিন্তু সে-রকম নিরাপদ স্থান ও তাদের মাঝে পথটা রোধ করে বিছিয়ে আছে একঝাঁক ভয়ালদর্শণ প্রাণী।

"প্রস্তুত," উঠে দাড়িয়ে বলল ক্যারেরা।

সে হাতের জিনিসটা মাটি দিয়ে খানিকটা টেনে এনে ক্যানিস্টারের মুখ শক্ত করে আটকালো। একটা সলতে বের হয়ে আছে ওটার মুখ থেকে। ট্যাঙ্কের ভেতরে সামান্য একটু তেল আছে, ওটুকু দিয়ে অস্ত্রের মুখ থেকে আগুন বের করানো যাবে না কিন্তু ওদের অন্যরকম প্রয়োজনটা ঠিকই মেটাবে। নাথান অন্তত তাই আশা করল। শটগানটা শক্ত করে ধরে এদিক-ওদিক দেখে নিল সে। "তুমি নিশ্চিত, এটা কাজ করবে?

"করা তো উচিত।"

তার কণ্ঠে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের ছাপ পেল না নাথান।

"ঐ টার্গেটটাকে পয়েন্ট করুন," তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলল ক্যারেরা।

নাথান শটগানটার নল ধূসর রঙের বাকলের একটা গাছের দিকে তাক্ করল, তার থেকে ওটা প্রায় পঁচিশ মিটার দূরে স্রোতের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ওটা।

"ঠিক আছে," ক্যারেরা তার লাইটারটা দিয়ে সলতের একমাথায় আগুন জ্বালিয়ে দিল। "রেডি?" সে দ্রুত তার হাতটা পেছন দিকে নিয়ে শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে ক্যানিস্টারটা ছুড়ে দিল সামনের দিকে।

নাথানের দম আটকে এল। ক্যানিস্টারটা গিয়ে পড়ল টার্গেট করা গাছের গোড়ায়।

ক্যারেরা চাপাস্বরে বলল, "শুয়ে পড়ুন!"

দু-জনেই ঝাঁপ দিল মাটিতে। নাথান তার শটগানটা এখনও সামনের দিকে তাক্ করে রেখেছে। তার কপাল ভাল যথেষ্ট সজাগ আছে সে। পাশের ঝোঁপ থেকে একটা পিরানহা লাফ দিয়ে পড়ল তার সামনে, ঠিক তার নাক থেকে ইঞ্চিখানেক দূরে। নাথান দেরি না করে শটগানের নল ধরে বাট দিয়ে প্রাণীটাকে সজোরে আঘাত করল। পেটের উপর ভর দিয়ে রেঞ্জারের দিকে ঘুরল এবার। "ভার্সিটিতে বেসবলটা ভালই খেলাতাম," ফিসফিসিয়ে বলল সে। "বিশেষ করে ফাইনাল ইয়ারে।"

"নিচু হোন!" ক্যারেরা তার মাথা ছোঁয়ালো মাটিতে।

একটা কানফাটা বিস্ফোরণ হল সঙ্গে সঙ্গে। ধাতব টুকরোগুলো মাথার উপরের ডাল-পালা ভেদ করে চলে গেল। পেছনে তাকাল নাথান। ক্যারেরার কৌশল সন্দেহাতীতভাবেই সফল হয়েছে। তার ফ্রেমথ্রোয়ারের প্রায় খালি হয়ে যাওয়া জ্বালানি ট্যাঙ্কটাকে সে রুপান্তর করেছে মলোটোভ ককটেলে। আগুনের শিখায় কয়েক মুহূর্তের জন্যে অন্ধকার কেটে গেল। হাটুর উপর ভয় দিয়ে উঠে দাঁড়াল ক্যারেরা।

"ওটা কি?" এবার ক্যারেরাকে ধরে নিচু করে দিল নাথান।

দ্বিতীয় বিস্ফোরণটা হল বজ্রপাতের মত। কাঠের ছোট-বড় টুকরো ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। জঙ্গলের একটা অংশ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। বৃষ্টির মত আগুনের ফুলকি পড়ল তাদের উপরে।

"উফ্!" বলে উঠল ক্যারেরা। তার জামার আস্তিনে আগুন লেগে গেছে। সে হাতটা মাটিতে চেপে ধরে আগুন নিভিয়ে দিল।

উঠে দাঁড়াল নাথান, পরিকল্পনামত কাজ হয়েছে দেখে খুব সন্তুষ্ট সে। তাদের টার্গেট ঐ গাছটা এখন বিধ্বস্ত। নিলাভ অগ্নিশিখা জ্বলছে ওটার উপরিভাগে। নাথান যেমনটা আশা করেছিল তেমনটাই হয়েছে। হাইড্রোকার্বনে ভরা গাছটার আঠা কাজ করেছে জ্বালানি হিসেবে। তাৎক্ষণিকভাবে বানানো মলোটোভ ককটেইলের কল্যাণে পরিণত হয়েছে প্রাকৃতিক এক বোমায়, সেইসাথে একটি টর্চলাইটে। ফলে সম্পূর্ন নদীর পাড়টাই আলোকিত এখন।

"জলদি আসো!" চিৎকার দিল নাথান, ক্যারেরার সাথে ছুটতে শুরু করেছে সে।

ধ্বংস হয়ে যাওয়া বনের ভেতর দিয়ে দৌড়ে স্রোতের যেতে শুরু করল। জলের ধারার সাথে সমান্তরালভাবে কিছুক্ষণ ছোটার পর বিষাক্ত পানির কাছে আসতেই দেখল ধাঁরাল দাঁতের সেই প্রাণী এবং অন্যান্য মাছে ভরে আছে পানির উপরিভাগ।

"এ-দিকে!" নাথান দৌড়ে পানিতে নেমে গেল, তারপর সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে সাঁতরে পার হতে থাকল পানির ধারাটা। তাকে অনুসরন করল ক্যারেরা। খুব দ্রুতই হামাগুঁড়ি দিয়ে অপরপ্রান্তে উঠে গেল তারা।

"আমরা পেরেছি!" একটা হাসি দিয়ে বলল ক্যারেরা।

দম নিল নাথান। "দেখা যাক সবাই ঠিক আছে কিনা।"

তারা একে অপরকে সাহায্য করল পানি থেকে পুরোপুরি উঠে আসতে। বন ধরে আরেকটু এগোতেই একটা হর্ষধ্বনি শোনা গেল।

"এদিকে, ক্যারেরা!" কসটস বলল, মুখে নির্ভেজাল একটা হাসি ফুটিয়ে। নাথানের প্রতি সম্ভাষণটিও কম আন্তরিক ছিল না। সে সবার কাছে পৌছতেই, ছুটে এসে কেলি তাকে জড়িয়ে ধরল।

"তুমি পেরেছ!" ফিসফিস করে বলল নাথানের কানে। "তুমি পেরেছ!"

"তবে খুব বেশিক্ষণের জন্যে নয়," মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল সে।

ফ্রাঙ্ক তার পিঠে চাপড় মারল।

"চমৎকার, ডা. র‍্যান্ড," ওয়াক্সম্যান বলল উদাসভাবে। রেঞ্জারদের জড়ো করতে ঘুরে দাঁড়াল সে। পানিটা বিষাক্ত থাকুক আর না থাকুক কেউ আর পানির কাছাকাছি থাকতে চায় না।

নাথানের চিবুকে একটা কোমল চুমু খাওয়ার পর তাকে বাহুমুক্ত করল কেলি। "আমাদের সবাইকে বাচাঁনোর জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। তারচেয়েও বেশি ধন্যবাদ দেব নিরাপদে ফিরে আসার জন্য।"

নাথানকে হতবুদ্ধিকর অবস্থায় ফেলে দিয়ে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল সে।

পেছন থেকে তাকে কনুঁই দিয়ে আল্‌তো করে গুঁতো দিল ক্যারেরা। "মনে হচ্ছে কেউ একজন নতুন বন্ধু পেয়ে গেছে," চোখ টিপে বলল সে।

রাত ১০:০২

আমাজন জঙ্গল

ধ্বংস হয়ে যাওয়া নদীর তীরবর্তী জঙ্গলের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে লুই। বাতাসে নাপাম বোমার কটু গন্ধ পাচ্ছে এখনও। তার পেছনে দলের অন্যসব সদস্যরা ডিঙ্গি নৌকা থেকে মাল-পত্তর নামিয়ে ঘাড়ে ঝুলিয়ে নিচ্ছে। এখন থেকে ভ্রমণটা হবে পায়ে হেটে। সূর্য ওঠার সময় থেকে আকাশে মেঘ জমছে, সাথে ঝির-ঝির বৃষ্টি ঝরছে অঝোর ধারায়, বিস্ফোরণের পর থেকে এখনো জ্বলতে থাকা আগুনের অবশিষ্ট নিভে যাচ্ছে সেই বৃষ্টিতে। ধোঁয়াটে কুয়াশার একটি স্তর বনের মধ্যে স্থির হয়ে আছে যেন। দেখতে ভুতুড়ে সাদা আর ঘন।

পাশেই তার মিসট্রেস চারপাশটা ঘুরে দেখছে, তার মুখে ব্যাথিত অভিব্যক্তি ভেসে উঠেছে। জঙ্গলের এই ধ্বংসটুকু যেন তার ব্যক্তিগত ক্ষতি। ধ্বংস হওয়া একটা গাছ, শুধু গুড়িটাই এখন দাঁড়িয়ে আছে খুঁটির মত, সেটার চারপাশ ঘুরে এল সে। একটা মৃতপ্রাণী বিদ্ধ হয়ে আছে সেই গুঁড়িতে। এটা সেইসব বিস্ময়কর প্রাণীগুলোর একটি, যারা অন্য দলটিকে আক্রমণ করেছিল। এ-ধরনের কোন কিছু দেখে নি লুই এর আগে, আর সুই'র অভিব্যক্তি দেখে বোঝা যাচ্ছে তারও একই অবস্থা। প্রাণীটার মাথা কাত করে টুসি দেখল, যেমনটা কোন পাখি কেঁচো ধরার আগে দেখে নেয়।

জ্যাক এগিয়ে এল লুইর পেছন দিক থেকে। "একটা রেডিও কল এসেছে...আপনার নিজস্ব কোডেড ফ্রিকোয়েন্সি থেকে।"

"অবশেষে," হাফ ছাড়ল সে।

এর আগে ভোরবেলায় তার দু-জন স্কাউটের মধ্যে একজন ফিরে এসেছে। মারাত্মকভাবে ভয় পেয়েছে সে, তার চোখে দেখা গেছে বন্যভীতি। সে ফিরে এসে রিপোর্ট করেছে, তার সাথে যে গেছিল সেই টডি একরকম প্রাণীর আক্রমণে মারা গেছে। আর সে কোনমতে জীবন নিয়ে ফিরে এসেছে এখানে। দূর্ভাগ্যবশত, অন্য দলটির সম্ভাব্য অবস্থান নিয়ে তার দেয়া রিপোর্টটি বেশ অস্পষ্ট। মনে হচ্ছে রেঞ্জারদের দল শাখা-নদীটা অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। *কিন্তু ওরা যাচ্ছেটা কোথায়?*

অবশ্য এটা খুঁজে বের করার বিকল্প একটা পথ আছে লুইর। সে জ্যাকের কাছ থেকে রেডিওটা নিল। বার্তাগুলো যে প্রেরকযন্ত্র থেকে পাঠানো হচ্ছে তা এমন এক বিশেষ পদ্ধতিতে যে, বিশেষ ধরণের রিসিভার ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সেটার মর্মোদ্ধার করা সম্ভব নয়। আর এই বার্তা সরাসরি যে ক্ষুদ্র ক্র্যামবল্ড ট্রান্সমিটার থেকে আসছে সেটা তারই বিপক্ষ দলের এক সদস্যের কাছ থেকে–রেঞ্জারদের একেবারে নাকের ডগায় থাকা চড়াদামে কেনা এক গুপ্তচর।

"ধন্যবাদ, জ্যাক।" রেডিওটা হাতে নিয়ে কয়েক মিটার দূরে সরে গেল লুই। সে সকালে আরও একটা কল পেয়েছিল। কলটা এসেছিল তার অর্থ-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ফ্রান্সের সেন্ট সেভিন ফার্মাসিউটিক্যাল থেকে। মনে হচ্ছে আমজন আর ইউনাইটেড স্টেট্সজুড়ে কিছু রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ছে। লোকটার মৃতদেহের সাথে সম্পৃক্ততা আছে এমন কোন কিছু। পারিশ্রমিক বাড়ানোর বেশ ভাল সুযোগ এটা। চুপ করে থাকে নি লুইস, ধারণার থেকে বেশি বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করার জন্য নিজের টাকার পরিমাণটা বাড়িয়ে দেবার কথা বলেছে সে। রাজি হয়েছে সেন্ট সেভিন, যদিও সে জানত রাজি তাদের হতেই হবে। ছড়িয়ে পড়া রোগটার কোন ওষুধ যদি পাওয়া যায় এই জঙ্গলে তবে সেটা দিয়ে শত শত কোটি ডলার ব্যবসা করতে পারবে তার নিয়োগদাতা। তাই আরও কিছু ডলার তার দিকে ছুঁড়ে দিতে সমস্যা কি?

রেডিওটা উঁচু করে ধরল লুই। "ফ্যাভ্রি বলছি।"

"ডা. ফ্যাভ্রি," কণ্ঠে স্বস্তির আভাস ফুটে উঠল স্পষ্ট। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপনাকে পাওয়া গেল।"

"তোমার কলের অপেক্ষা করে আছি আমি," কিছুটা রুঢ়তার আভাস তার কণ্ঠে। "গত রাতে আমার দলের গুরুত্বপূর্ন একজনকে হারিয়েছি আমি, এর কারণ এই বিষাক্ত প্রাণীগুলোর সম্পর্কে কেউ কোন সতর্কবার্তা বা পূর্বাভাস দেয় নি আমদেরকে।"

লম্বা একটা বিরতি নেমে এল। "আমি...আমি দুঃখিত। ঐ সময়টাতে এতটাই দৌড়ের উপর ছিলাম যে একমুহূর্তের জন্যেও সরে আসতে পারি নি, জানাতে পারি নি কিছু। সত্যি বলতে, এখনই এই সময়টুকু পেলাম ল্যাট্রিন করার জন্য।"

"বেশ, তাহলে এখন বল কাল রাতের খবরা-খবর।"

"ভয়ঙ্কর ব্যাপার," গুপ্তচর টানা তিন মিনিট তার কানে হড়-বড় করে সব বলে গেল যা ঘটেছে তার সামগ্রিক বর্ণনা দিয়ে। "যদি না র‍্যান্ড মাছি মারার বিষাক্ত পাউডারটা ব্যবহার করত আমরা সবাই নিশ্চিত মরে ভুত হয়ে যেতাম।"

র‍্যান্ডের নামটা শুনতেই লুইর আঙুলগুলো আরও শক্ত করে ধরল রেডিওটাকে। এই একটা পারিবারিক নামই তার কাঁধের লোমগুলো খাড়া করে দেয়। "এখন তোমরা সবাই কোথায়?"

"আমরা এখনো দক্ষিণ-পশ্চিম দিকেই এগোচ্ছি, জেরাল্ড ক্লার্কের পরের চিহ্নটা খুঁজছি।"

"বেশ।"

"কিন্তু–"

"কিন্তু কি?"

"আমি...আমি বেরিয়ে আসতে চাই।"

"দুঃখিত, কি বললে বন্ধু?"

"গত রাতে প্রায় মারাই যাচ্ছিলাম। তাই আশা করছিলাম আপনি যদি...মানে...আমি এখান থেকে পালিয়ে গেলে যদি আমায় তুলে নিতেন তাহলে লোকালয়ে নিরাপদে ফিরিয়ে নেবার জন্য আমি মোটা অঙ্কের টাকা দিতাম আপনাকে।"

চোখে দুটো বন্ধ করল লুই। বোঝা যাচ্ছে তার গুপ্তচর বেশ ভয়ের মধ্যে আছে। ওকে এখন চাঙ্গা করে তুলতে হবে। "বেশ, যদি তুমি কাজটা বাদ দিতে চাও আমি অবশ্যই তোমাকে তুলে নেব।"

"ধন্যবাদ...আমি খুব–"

বাধা দিয়ে বলল লুই, "তবে আমি নিশ্চিত, যখন তোমাকে আমি পাব তোমার মৃত্যুটা হবে দীর্ঘ, যন্ত্রণাময় আর অপমানজনক। আমার কাজের সাথে যদি পরিচিত থাক, তবে আমি নিশ্চিত তুমি ভাল করেই জান কতটা সৃজনশীল হতে পারি আমি।"

একটা নীরবতা নেমে এল অপর প্রান্তে। লুই কল্পনা করতে পারল তার ছোট্ট গুপ্তচরটি ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে কাঁপছে। "আমি বুঝতে পেরেছি।"

"দারুণ। আমার ভাল লাগছে বিষয়টা নিষ্পত্তি হওয়ায়। এখন এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে আসা যাক। শোন, মনে হচ্ছে আমাদের পেছনে অর্থব্যয়কারী ব্যক্তিটি আরও একটি বাড়তি অনুরোধ করতে চাচ্ছে। আর সেটা মনে হয় তোমাকেই করতে হবে।"

"কি...কি সেটা?"

"নিরাপত্তার খাতিরেই কাজটা করতে চায় ওরা। যে সম্পদ অর্জন করতে যাচ্ছে তার শতভাগ নিজেদের করায়ত্ত করার জন্যই তোমার টিমের যাবতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিকল করে দিতে চায়, যেন বাইরের দুনিয়ার সাথে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে দলটি, আর সেটা যত দ্রুত সম্ভব কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই।"

"আমি এটা কিভাবে করব? আপনি তো জানেন আমাকে কম্পিউটার ভাইরাস সরবরাহ করা হয়েছিল টিমের স্যাটেলাইট আপলিংক নষ্ট করে দেবার জন্য কিন্তু রেঞ্জারদের তো নিজস্ব যোগাযোগের সরঞ্জাম আছে। আমি ওটার ধারে-কাছেও ঘেষতে পারব না।"

"সমস্যা নেই। ঐ ভাইরাসটা ঢুকিয়ে দাও তুমি, রেঞ্জারদের আমি সামলাচ্ছি।"

"কিন্তু–"

"ভরসা রাখ, তুমি কখনোই একা নও।"

লাইনটায় আবারো নিরবতা নেমে এল। হাসল লুই। তার কথাগুলো নিশ্চিন্ত করতে পারে নি তার লোকটাকে। "রাতে আবার জানাও সবকিছু," বলল লুই।

একটা বিরতি। "ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করব।"

"চেষ্টা না...এটা তোমাকে করতেই হবে।"

"ঠিক আছে, ডক্টর।" লাইনটা কেটে গেল।

রেডিওটা নামিয়ে জ্যাকের কাছে এল লুই। "কাজে নেমে পড়তে হবে আমাদের। অন্য দলটা আমাদের থেকে ভাল অবস্থানে আছে।"

"জি, স্যার।" জ্যাক ফিরে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাইকে প্রস্তুত করতে।

লুই দেখল সুই এখনো সেই ক্ষত-বিক্ষত প্রাণীটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার যদি ভুল না হয়ে থাকে, ভয়ের একটা রেখা ফুটে উঠেছে তার মিসট্রেসের চোখে। কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছে না লুই। আর কিভাবেই বা হবে সে? এর আগে কখনো এমন অভিব্যক্তি সে দেখে নি এই ইন্ডিয়ান মায়াবী নারীর চোখে-মুখে। সে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে টেনে নিল দু-বাহুর মাঝে।

তার বাহুডোরে থেকেও মেয়েটি কেঁপে উঠল যেন।

"শান্ত হও, ডার্লিং। ভয়ের কিছু নেই।"

সুই তার দিকে একটু ঝুঁকে গেল কিন্তু তার চোখে অনিশ্চয়তার ছাপ স্পষ্ট। সে-ও জোরে জড়িয়ে ধরল লুইকে, যন্ত্রণার চাপা একটি শব্দ বেরিয়ে এল তার ঠোঁট দিয়ে। ভ্রু কুঁচকালো লুই। সম্ভবত তার প্রেমিকার অব্যক্ত সতকবার্তায় কর্ণপাত কারা উচিত তার। এখন থেকে তাদের আরও ধীরে, আরও সতর্কতার সাথে সামনে এগোতে হবে। অন্য দলটি প্রায় ধ্বংসই হয়ে যাচ্ছিল এইসব অভূতপূর্ব জলজ প্রাণীদের হাতে। তারা যে সঠিক পথেই আছে তার পরিস্কার আলামত এটি। কিন্তু যদি আরও কোন অজ্ঞাত বিপদ থেকে থাকে তবে?

বিষয়টা গভীরভাবে বিবেচনা করতে গিয়ে সে অনুধাবন করল তার দলটি বিনাকষ্টে একটা সুবিধা বাগিয়ে নিয়েছে—গতরাতে বিপক্ষ দলটি নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে তাদের সমস্ত ধূর্ততা আর উদ্ভাবনীকাজে লাগিয়েছে, যেটা সবার অগচরে একটা পথকে সুগম করে দিয়েছে লুইয়ের দলটির জন্য। তাহলে এমনটি আবারো ঘটতে সমস্যা কোথায়? অযাচিত কোন বিপদকে দূর করতে শত্রুপক্ষের উপর নির্ভর করা কেন যাবে না? বিড়বিড় করল লুই। "তারপর আমরা ওদের মৃতদেহগুলোর উপর নাচব আর বগলদাবা করব পুরস্কার!" আরও একবার আত্মতুষ্ট হল লুই। সে একটু ঝুঁকে সুর মাথার তালুতে চুমু খেল। "ভয় করো না, প্রিয়তমা। আমরা হারব না।"

সকাল ১০:০৯
ইন্সটার ইন্সটিটিউট হাসপাতালের ওয়ার্ড
ল্যাঙ্গলে, ভার্জিনিয়া

লরেন ওব্রেইন বিছানার পাশে বসে আছে, ভুলে গেছে একটা বই কোলের উপর রাখা। ডা. সিউসের *গ্রিন এগ্স অ্যান্ড হ্যাম রেসিপি*'র বই। জেসির প্রিয় খাবার এটা। তার নাতনি এখন ঘুমিয়ে আছে। বেলা বাড়ার সাথে জ্বরটাও নেমে গেছে। প্রদাহ এবং জ্বরের জন্য যথাক্রমে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরিজ এবং অ্যান্টি-পাইরেটিক্স একত্র করে বানানো ককটেল

জেসির তাপমাত্রা একশ-দুই থেকে ধীরে ধীরে আটানব্বই দশমিক ছয়ে নামিয়ে এনেছে। কেউই আসলে নিশ্চিত নয় জেসি জঙ্গলের ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত কিনা। যদিও বাচ্চারা স্বাভাবিক জ্বরে হরামেশাই আক্রান্ত হয়, তবু কেউ ঝুঁকি নিচ্ছে না। যে ওয়ার্ডে তার নাতনি শুয়ে আছে সেটা সিল করা আবদ্ধ একটি কক্ষ। এখান থেকে বাতাস বের হতে দেয়া হচ্ছে না। সরাসরি সম্ভাব্য কোন জীবাণুর ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতেই এই ব্যবস্থা। লরেন নিজেও একটা সেলাইবিহীন ডিসপোজেবল কুয়ারেন্টাইন পোশাক পরেছে, সাথে শ্বাস নেওয়ার জন্য সেল্‌ফ-ব্রিদিংমাস্ক। প্রথমে সে ভেবেছিল এটা হয়তো জেসিকে আরও ভয় পাইয়ে দেবে। এখানকার কর্তৃপক্ষ ঘোষনা করেছে, হাসপাতালের সমস্ত স্টাফ এবং আগতদের প্রয়োজনমত নিরাপত্তা পোশাক পরতে হবে। লরেনকে ওরকম পোশাকে দেখে জেসি ঠিকই ভয় পেয়েছিল, কিন্তু মুখের সচ্ছ আবরন আর সাহস জাগানো কিছু কথা শান্ত করেছিল তাকে। সারা সকালজুড়ে লরেন বসে আছে জেসির বিছানার পাশে, এই সময়টুকুতে জেসিকে বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয়েছে। রক্তের স্যাম্পল নেয়া হয়েছে, বদল করা হয়েছে ওষুধ।

হুশ করে একটা শব্দ জানান দিল ঘরে একজন প্রবেশ করেছে। একটু কেঁপে উঠে পেছনে ফিরল লরেন। সে দেখল স্বচ্ছ মুখোশের আড়ালে পরিচিত একটি মুখ। বইটা টেবিলের উপর রেখে উঠে দাঁড়াল সে। "মার্শাল?"

তার স্বামী এগিয়ে এসে প্লাস্টিক পোশাকে ঢাকা বাহু দুটো দিয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে। "আমি এখানে আসার আগে তার চার্টটা পড়েছি," বলল সে। তার কণ্ঠ কিছুটা ক্ষীণ আর যান্ত্রিক শোনাল। "জ্বর নেমে গেছে।"

"হ্যা, ঘন্টা দুয়েক আগে থেকে নামছে।"

"ল্যাব থেকে কোন রিপোর্ট এসেছে?"

তার কণ্ঠে ভয়ের ধ্বনি শুনল লরেন। "না...এত তাড়াতাড়ি বলা যাচ্ছে না এটা মহামারি কিনা।"

রোগের জন্য দায়ি জীবাণুকে না জেনে দ্রুত পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। ডায়াগোনসিস বলতে যা করা হচ্ছে তা তিনটি ক্লিনিক্যাল সিম্পটমের উপরে : ওরাল আলসারেশন, টাইনি সাবমিউকোসাল হেমারিজ এবং শ্বেতরক্ত কণিকার পরিমাণ ব্যাপকভাবে নেমে যাওয়া। কিন্তু এই উপসর্গগুলো পুরোপুরি বোঝা যাবে জ্বরের ছত্রিশ ঘণ্টা পর। অপেক্ষাটা অনেক দীর্ঘ সময়ের। যদি না...

লরেন এই বিষয়টি পরিবর্তন করতে চাইল। "সিডিসি এবং কেবিনেট মেম্বারদের সাথে তোমার কনফারেন্স-কলটা কেমন হল?"

মাথা ঝাঁকাল মার্শাল। "সময়ের অপচয় শুধু। কয়েক দিন লেগে যাবে রাজনৈতিকভাবে এটার সুরাহা করে কার্যকরী কোন পদক্ষেপ নিতে। একমাত্র ভাল খবরটা হল সিডিসি'র ব্রেইন ফ্লোরিডার সীমান্ত বন্ধ করার আমার প্রস্তাবটা সমর্থন করেছে। বেশ অবাক হয়েছি এতে।"

"এতে অবাক হবার কিছু নেই," বলল লরেন, "সারা সপ্তাহজুড়ে তাকে আমি কেস-

ডাটা পাঠাচ্ছি। সাথে এটাও জানাচ্ছি ব্রাজিলে কি ঘটছে। সম্ভাব্য ফলাফলগুলো আসলে ভয়ঙ্কর।"

"আচ্ছা, তাহলে তুমিই তাকে নাড়িয়ে দিয়েছ," তার হাত দুটো চেপে ধরল মার্শাল। "থ্যাংক্‌স।"

বিছানার দিকে তাকাতেই লরেন অনেকক্ষণ ধরে চেপে রাখা দীর্ঘশ্বাস বের করে দিল শব্দ করে। "একটা ব্রেক নিচ্ছ না কেন তুমি? জেসিকে আমি দেখছি কিছু সময়ের জন্য। একটু ঘুমিয়ে নেয়া উচিত তোমার। সারাটা রাত জেগে আছ।"

"একটুও ঘুমাতে পারব না আমি।"

"তাহলে অন্তত সকালের খাবার আর একটু কফি খেয়ে নাও। ওদিকে কয়েক ঘণ্টা বাদেই কেলি আর ফ্রাঙ্কের সাথে কথা বলতে হবে।" একটু পেছনে ঝুঁকে জেসির দিকে তাকাল লরেন। "কেলিকে আমরা কি বলব?"

"সত্যটা বলাই ভাল। জেসির জ্বর হয়েছে কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। আমরা এখনো নিশ্চিত নই এটা সেই রোগ কি-না।"

মাথা নেড়ে সায় দিল লরেন। কিছুক্ষণের জন্য চুপ রইল তারা। অবশেষে মর্শাল তাকে ধীরে দরজার দিকে নিয়ে গেল। "তুমি যাও।"

লরেন এয়ার-টাইট দরজাটা ঠেলে বাইরে এসে করিডোর ধরে তার লকার-রুমের দিকে হাটা শুরু করল। ওখানে তাকে পোশাক বদলে পরিস্কার জামা পরে নিতে হবে। লকর-রুম থেকে বের হতেই নার্স-স্টেশনের সামনে থামল। "ল্যাব থেকে কিছু এসেছে?"

ছোটখাট এশিয়ান এক নার্স প্লাস্টিকের একটা কেস-ফাইল তুলে ধরল। "এগুলো মিনিটখানেক আগে ফ্যাক্স করা হয়েছে।"

লরেন ফাইলটা খুলে ব্লাড কেমিস্ট্রি এবং হেমাটোলজির রিপোর্টগুলো দেখল। লম্বা তালিকার উপর দিয়ে চোখ বুলাতে গিয়ে থেমে গেল শ্বেত-রক্ত কণিকার সংখ্যা দেখে :

টিডব্লিউবিসি : ২১৩০ (এল) ৬০০০–১৫০০০

সংখ্যাটা কম, অনেক কম। মহামারির তিনটি উপসর্গের একটি! ভয়ে কাঁপতে লাগল তার আঙুল। সে দ্রুত রিপোর্টটার অন্য অংশে গেল যেখানে রক্ত কণিকাগুলোর স্তর আলাদা আলাদাভাবে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া আছে। গতরাতে টিমের মহামারি বিশেষজ্ঞ ডা. অ্যালভিসো একটা তথ্য দিয়েছে তাকে, যেটা ল্যাবে রাখা এই রোগের তথ্যগুলো বিশ্লেষন করার সময় অ্যালভিসোর কম্পিউটার সনাক্ত করেছে। সে লরেনকে জানিয়েছে, নির্দিষ্ট কোন শ্বেতকণিকা যেমন ব্যাসোফিলের মাত্রা বেড়ে যায় এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর পরই, যেখানে সামগ্রিকভাবে রক্ত-কণিকার মাত্রাটা নেমে যায়। যদিও এটা এত দ্রুত নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না তবুও পুরনো সব কেসগুলোর আলোকে অ্যালভিসোর তথ্যটাকে সঠিকই ধরে নেয়া যায়। এটা হয়তো প্রাথমিকভাবে রোগটার উপস্থিতি সনাক্ত করতে সাহায্য করবে। লরেন শেষ লাইনটা পড়ল।

ব্যাসোফিল সংখ্যা : ১২(এইচ) ০–৪

"হায় ঈশ্বর!" সে চার্টটা নামিয়ে রাখল নার্স-স্টেশনের টেবিলের উপর। জেসির

ব্যাসোফিল লেভেল স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি, অনেকখানিই বেশি। চোখ বন্ধ করল লরেন।

"আপনি ঠিক আছেন, ডা. ওব্রেইন?"

নার্সের কথা কানে গেল না লরেনের। তার মন সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে আছে ভয়ঙ্কর কিছু একটা অনুধাবন করায় : এই সাংঘাতিক রোগটা জেসিরও হয়েছে!

১১:৪৮

আমাজন জঙ্গল

অন্যদের সাথে সারি বেধে এগিয়ে চলছে কেলি, অসম্ভব ক্লান্ত কিন্তু এগিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতীজ্ঞ সে। সারা রাত ধরে তারা হাটছে, মাঝে সাময়িক বিরতি বাদ দিলে আক্রমণের পর থেকে পাক্কা দু-ঘণ্টা হেটেছে তারা, তারপর একটা অস্থায়ী ক্যাম্প করে সূর্যদয়ের সময়। সে সময়ে রেঞ্জাররা ওয়াওয়ে'র ফিল্ড-বেইসের সাথে যোগাযোগ করে। তারা মনস্থির করেছে দিনের মাঝামাঝি সময় অবধি হাটবে স্যাটেলাইট লিংক দিয়ে স্টেট্সের সাথে যোগাযোগের ঠিক আগ পর্যন্ত। তারপর দিনের বাকি সময়টুকুতে বিশ্রাম নেয়া হবে, সবাইকে কাজ বুঝিয়ে দেয়া হবে, আর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে কিভাবে সামনের দিকে এগোবে সবাই।

কেলি ঘড়ি দেখল। দুপুর আসন্ন। এরইমধ্যে সে ওয়াক্সম্যানকে চিল্লা-ফাল্লা করতে শুনেছে দিনের ক্যাম্প কোথায় করা হবে সে-বিষয়। "পানি থেকে ভাল দূরেই এসেছি আমরা।" কেলি শুনল তার চিৎকার। সারাদিন ধরে তাদের দলটি সব রকম পানির ব্যাপারেই সর্তক ছিল। যাত্রাপথে ছোটছোট ধারা বা পুলগুলো হয় এড়িয়ে গেছে অথবা পার হয়েছে দৌড়ে। তবে আর কোন আক্রমণের শিকার হতে হয় নি কাউকে। এর একটা যুক্তি উপস্থাপন করল ম্যানুয়েল।

"সম্ভবত প্রাণীগুলো ঐ ছোট্ট এলাকার মধ্যেই আবদ্ধ। আর সেজন্যেই হয়তো হারামিগুলোকে এর আগে কোথাও দেখা যায় নি।"

"তাহলে তো নিষ্কৃতি পেয়ে গেলাম," ফ্রাঙ্ক বলল তিক্তস্বরে।

তারা ধীরগতিতে লম্বা পা ফেলে হেটে যাচ্ছে। সকালের ঝিরঝিরে বৃষ্টি আদ্রতাপূর্ণ মেঘমালায় রুপ নিচ্ছে। ভ্যাপসা গরম ভিজিয়ে দিয়েছে সবকিছু : পোশাক, ব্যাগ, জুতো। কিন্তু কেউই কোন অভিযোগ করছে না হাটার ব্যাপারে। সবাই খুব খুশি গতরাতের ভয়ঙ্কর প্রাণীগুলো থেকে লম্বা দূরত্ব বজায় রাখতে পেরে।

এমন সময় সামনে থেকে কর্পোরাল র‍্যাকজ্যাক চিৎকার দিয়ে উঠল, "একটা ক্লিয়ারিং!"

ইউনিটের একজন ট্র্যাকার হিসেবে তাকে এখন দুটো কাজ করতে হচ্ছে। সবাইকে পথ দেখানোর পাশাপাশি জেরাল্ড ক্লার্কের ব্যবহার করা পথের কোন চাক্ষুষ প্রমাণাদি পাওয়া যায় কিনা সে বিষয়েও নজর রাখতে হচ্ছে। "ক্যাম্প করার জন্য জায়গাটা একদম পারফেক্ট মনে হচ্ছে আমার।"

হাফ ছাড়ল কেলি। "আরও আগেই পাওয়া উচিত ছিল।"

"দেখে নাও ভাল করে," চেঁচিয়ে বলল ওয়াক্সম্যান। "নিশ্চিত হয়ে নাও ধারেকাছে কোন পানি নেই।"

"জি, স্যার। কসটস এরইমধ্যে ভাল করে দেখেছে জায়গাটা।"

নাথান কেলির থেকে কয়েক পা এগিয়ে চিৎকার করে সামনের দিকে বলল, "সাবধান ওখানে–"

সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্তনাদ ভেসে এল সামনে থেকে। জমে গেল সবাই, শুধু নাথান ছাড়া, সে দৌড়ে গেল সামনের দিকে। "আশ্চর্য, কেউ শুনতে পান নি আমি কি বলছিলাম সবাইকে?" দৌড়াতে দৌড়াতে বলল সে। তারপর পেছন ফিরে কেলি এবং কাউয়ির দিকে তাকাল। "তোমাদের দু-জনের সাহায্যের দরকার।"

কেলি অনুসরণ করল তাকে। "কি হয়েছে?" সে জিজ্ঞেস করল কাউয়িকে।

ইন্ডিয়ান প্রফেসর এরইমধ্যে পেছনের ব্যাগটা সামনে এনে তার খুলতে শুরু করে দিয়েছে। "আমার মনে হয় *সুপে চাকরা*। শয়তানের বাগান।"

"শয়তানের বাগান?" এমন নাম কেলির পছন্দ হল না।

ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান বাকি রেঞ্জারদেরকে সিভিলিয়ানদের সাথে থাকার জন্য আদেশ দিয়েই ফ্রাঙ্ককে সঙ্গে নিয়ে যোগ দিল নাথানের সাথে।

দ্রুত এগিয়ে গেল কেলি, দেখল দু-জন রেঞ্জার মাটিতে পড়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন তারা মারামারি করছে–একজন মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে, অপরজন হাতের তালু দিয়ে তাকে চড়াচ্ছে ক্রমাগত। নাথান এগিয়ে গেল তাদের দিকে।

"শালা এগুলো আমার শরীর থেকে ঝেড়ে ফেল!" চিৎকার দিয়ে বলছে পড়ে থাকা রেঞ্জার সার্জেন্ট কসটস।

"চেষ্টা করছি তো আমি," কর্পোরাল র‍্যাকজ্যাক হাত দিয়ে ঝাড়তে ঝারড়তে বলল।

নাথান ঠেলে সরিয়ে দিল কর্পোরালকে। "থামুন! আপনি ওদের আরো রাগিয়ে দিচ্ছেন।" তারপর সে ঘুরল পড়ে থাকা রেঞ্জারের দিকে। "সার্জেন্ট কসটস, চুপচাপ শুয়ে থাকুন!" ধমকের সুরে বলল এবার।

"ওরা সারা শরীরে হুল ফুটাচ্ছে আমার!"

কেলি এখন যথেষ্ট কাছে চলে এসেছে তাদের। সে দেখল মানুষটার সারা শরীর ঢেকে আছে বড় বড় কালোপিঁপড়ায়। একেকটা ইঞ্চিখানেক লম্বা হবে। সংখ্যায় ওরা হাজার হাজার।

"নড়াচড়া থামান, ওরা আপনাকে কামড়াবে না।"

কসটস রেগেমেগে তাকাল নাথানের দিকে। চোখে তার ক্রোধের আগুন জ্বলছে যেন কিন্তু সে তার উপদেশ মেনে নিল। সে ঝাড়াঝাড়ি থামিয়ে দিয়ে স্থির হয়ে থাকল। দম ফুরিয়ে হাফাচ্ছে এখন। কেলি দেখতে পেল তার সারা হাতে ও মুখে ফোসাকা পড়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে তার শরীরে ছ্যাঁকা দেয়া হয়েছে।

"কি হয়েছে?" জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান।

নাথান সবাইকে কসটসের কাছ থেকে দূরে রাখার জন্য বলল, “পেছনে সরে যান।”

কসটস কেঁপে উঠল শোয়া অবস্থায়। কেলি দেখল, লোকটার চোখের কোণে যন্ত্রণার অশ্রু। কিন্তু নাথানের কথায় কাজ হল। সে স্থির হয়ে শুয়ে থাকার পর থেকে পিঁপড়ার দল কামড়ানো বন্ধ করে দিল। আস্তে আস্তে তারা নেমে যাচ্ছে ওর হাত-পা আর শরীর থেকে। চলে যাচ্ছে ঝোঁপের আড়ালে।

“কোথায় যাচ্ছে ওরা?” জিজ্ঞেস করল কেলি।

“ফিরে যাচ্ছে বাড়িতে,” বলল কাউয়ি। “ওরা ওদের কলোনির সৈন্য।”

সে দূরের কয়েকটা গাছ দেখাল। কয়েক মিটার দূরে একটা জায়গা বেশ খোলামেলা, দেখে মনে হয় যেন কেউ বড় একটা ঝাড়ু দিয়ে পুরো জায়গাটা পরিষ্কার করে তার চারপাশে লতাগুলোর বেড়া দিয়ে দিয়েছে। জায়গাটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল একটি গাছ। ওটার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আছে পুরো জায়গা জুড়ে, যেন নিঃসঙ্গ কোন দৈত্য।

“এটা একটা পিঁপড়াগাছ,” ব্যাখ্যা দিতে লাগল কাউয়ি, “পিঁপড়াদের পুরো কলোনি এই গাছের ভেতর বাস করে।”

“এটার ভেতরে?”

মাথা নেড়ে সায় দিল কাউয়ি। “রেইন-ফরেস্টর গাছ যে বিভিন্ন উপায়ে জীব-জন্তু ও পশু-পাখিকে অভিযোজিত করে এটা তার অন্যতম উদাহরণ। এই গাছটা বিশেষভাবে বেড়ে উঠেছে ওটার ডাল ও গুঁড়ির ভেতর এক রকম সুড়ঙ্গ সহকারে যেটা পিঁপড়ারা বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করে, এমনকি গাছটা ওদেরকে মিষ্টি স্বাদের একরকম আঠাও সরবরাহ করে খাবার হিসেবে। বিনিময়ে এই গাছটাও কিন্তু উপকৃত হচ্ছে পিঁপড়াদের কারণে। এই কলোনির সকল উচ্ছিষ্ট এবং আবর্জনা গাছটাকে একদিকে যেমন উর্বর করে তোলে, অন্যদিকে পিঁপড়ারাও বেশ সক্রিয় এটাকে বিভিন্ন পোকা-মাকড়, পাখি ও জীব-জন্তু থেকে রক্ষা করতে।” ফাঁকা জায়গাটার দিকে মাথা নেড়ে সায় দিল কাউয়ি। “গাছটার আশেপাশে যা-ই কিছু জন্মাক না কেন সেগুলো ধ্বংস করে দেয় পিঁপড়ার দল। কেউ গাছ কাটতে আসুক বা চড়তে আসুক, কামড়ে তাকে শেষ করে দেয় ওরা। আক্রমণ করে ডাল-পালা থেকে। এই কারণেই জঙ্গলের এসব জায়গাকে বলা হয় *সুপে চাকরা*, মানে শয়তানের বাগান।”

“কি দারুণ সম্পর্ক।”

“আসলেই, তবে এই সম্পর্কটা পারস্পরিকভাবে লাভবান করে বৃক্ষ ও ক্ষুদেপ্রাণী, উভয় প্রজাতিকেই। প্রকৃতপক্ষে, একজন বাঁচতে পারবে না অপরজন ছাড়া।”

কেলি তাকাল পরিচ্ছন্ন জায়গাটার দিকে। এটা ভেবে সে বিস্মিত, এখানকার জীবন কতটাই না পরস্পর সম্পর্কিত। কয়েক দিন আগে নাথান তাকে একটা অর্কিড দেখিয়েছিল যেটার ফুলের গঠন একরকম প্রজাতির বোলতার প্রজননতন্ত্রের মত। বলেছিল নাথান পরাগায়ন করা জন্য বোলতাগুলোকে আকৃষ্ট করতেই এই বিশেষ আকৃতি। তারপর এখানে আরও অনেক লতা-গুল্ম আছে যেগুলো সুমিষ্ট পুষ্পমধু নিঃসরন করে বিভিন্ন রকম

পরাগায়ন কর্মীদের, আর এধরণের সম্পর্ক শুধু পোকা-মাকড় ও গাছের ভেতরেই সীমাবদ্ধ নয়। নির্দিষ্ট কিছু গাছ আছে যেগুলোর ফল খায় নির্দিষ্ট কিছু প্রাণী এবং জন্তু,তারপর সেগুলোর আঁটি বর্জ্যের সাথে বেরিয়ে যায় অঙ্কুরোদগম হওয়ার আগেই। ব্যাপক পরিমাণে বিস্ময়ের ছড়াছড়ি, অবিশ্বাস্য রকমের জটিল এক জালের ভেতর সবরকম জীবনই তাদের চারপাশের জীবনের উপর নির্ভরশীল। একটা সম্পর্কে আবদ্ধ।

নাথান হাটু গেঁড়ে বসে পড়ল সার্জেন্টের পাশে। মনোযোগ ফিরে এল কেলির। এরইমধ্যে পিঁপড়াগুলো নেমে গেছে কসটসের শরীর থেকে।

"কতবার আমি সতর্ক করেছি আপনাকে কোন কিছুতে হেলান দেওয়ার আগে সেটা ভাল করে দেখে নেবেন?"

"আমি ওদের দেখতে পাই নি," কসটস বলল, একইসাথে বেদনার্ত এবং আক্রমণাত্মক কণ্ঠে। "একটু প্রস্রাব করতে গেছিলাম আমি।"

কেলি দেখল মানুষটার জিপার আসলেই নামানো।

মাথা ঝাঁকাল নাথান, "একটা পিঁপড়াগাছের উপর?"

নিজের ব্যাগের ভেতর বিক্ষিপ্তভাবে হাত চালাতে চালাতে ব্যাখ্যা করল কাউয়ি। "পিঁপড়ারা রাসায়নিক ব্যাপারগুলোতে খুব সংবেদনশীল। আপনার প্রস্রাব যখনই গাছে পড়েছে তারা ভেবেছে গাছের ভেতরে তাদের কলোনিকে আক্রমণ করা হয়েছে।"

কেলি অ্যান্টি-হিস্টামিনের একটি সিরিঞ্জ খুলল, এদিকে কাউয়ি তার ব্যাগ থেকে একমুঠো পাতা বের করে সবগুলোকে একসাথে ডলতে লাগল। ওটার ঘ্রাণ নাকে যেতেই তৈলাক্ত পাতাটাকে চিনতে পারল কেলি। "কু-রান-ইয়েহ?" জিজ্ঞেস করল সে।

ইন্ডিয়ানটি হাসল। "চিনতে পেরেছেন তাহলে।" এটা সেই ঔষধি গাছ যেটা কাউয়ি ব্যবহার করেছিল কেলির আঙুলের জ্বালা-পোড়া সারানোর জন্য যখন সে ফায়ার-লিয়ানা গাছ ছুঁয়েছিল। খুব শক্তিশালী ব্যাথানাশক এটি।

ডাক্তার দু-জন ব্যস্ত হয়ে পড়ল রোগীকে নিয়ে। একদিকে কেলি একটা অ্যান্টি-হিস্টামিন ও একটা অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ইনজেকশন দিচ্ছে, অন্যদিকে কাউয়ি পাতাগুলো পিষে রেঞ্জারের হাতে লাগিয়ে দিচ্ছে, সাথে শিখিয়ে দিচ্ছে কিভাবে এটার প্রলেপ দিতে হবে। সার্জেন্টের চোখেমুখে তৎক্ষণাৎ ব্যাথা উপশমের অভিব্যক্তি দেখা গেল।

একটা শ্বাস ফেলে সে এক মুঠো পাতা নিল হাতে। "আমি নিজেই পারব এবার," বলল সে। কর্পোরাল র‍্যাকজ্যাক তার সার্জেন্টকে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

"এই জায়গাটা আমাদের এড়িয়ে যাওয়া উচিত," বলল নাথান। "একটা পিঁপড়াগাছের এত কাছে ক্যাম্প করতে চাই না আমরা। আমাদের খাবারগুলো ওদের আকর্ষন করতে পারে।"

ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান মাথা নেড়ে সায় দিল। "তাহলে আবার হাটা শুরু করা যাক, এখানে অনেকটা সময় নষ্ট করে ফেলেছি আমরা," খুড়িয়ে হাটতে থাকা সার্জেন্টের দিকে তাকাল, তার দৃষ্টিতে কোন সহানুভূতি নেই।

পরবর্তী আধঘণ্টাজুড়ে দলটি আবারো চলতে থাকল সবুজ আচ্ছাদনের নিচ দিয়ে।

ক্যাপুচিন ও পশমি বানরের চিৎকার চেঁচামেচিই কেবল তাদের সঙ্গী হল। ম্যানুয়েল দেখল একটা ক্ষুদে পিঁপড়া খেকো সাপ এক ডালে বসে আছে। ভয়ে জমে গিয়ে ওটাকে দেখতে বড়-চোখের সিল্কের কোট গায়ে দেয়া জবুথবু জন্তুর মত লাগছে। ওটার সবুজ আঁশটেগুলো এমনভাবে আলো প্রতিফলিত করছে যে ওটাকে কৃত্রিম বলে মনে হচ্ছে। পাম গাছের একটা ডগার সাথে পেঁচিয়ে ঝুলে থাকায় এই প্রাণীটা একটা ফরেস্ট পিট ভাইপার–জঙ্গলের বিষধর সাপগুলোর একটি। অবশেষে একটা চিৎকার ভেসে এল সামনে থেকে।

"কিছু একটা পেয়েছি আমি," কর্পোরাল র‍্যাকজ্যাক বলল চেঁচিয়ে।

কেলি প্রর্থনা করল এটাও যেন আরেকটা পিঁপড়াগাছ না হয়।

"আমার বিশ্বাস এটা ক্লার্কের আরেকটি চিহ্ন!"

দলের সবাই ছুটে গেল তার দিকে। ছোট একটা ঢিবির উপর বিশাল ব্রাজিল নাট গাছ দাঁড়িয়ে আছে। এটার ছড়িয়ে পড়া ডালপালার নিচের মাটি অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে ঝরে পড়া বাদাম এবং পাতায়। গাছটার গুড়িতে এক টুকরো ছেঁড়া কাপড় ঝুলছে। অন্যরা সেখানে পৌঁছে গেলেও কর্পোরাল র‍্যাকজ্যাক থামতে ইশারা করল সবাইকে। "আমি জুতোর ছাপ পেয়েছি," সে বলল, "ওগুলো কেউ নষ্ট করবেন না।"

"জুতোর ছাপ?" কেলি বলল চাপাস্বরে।

রেঞ্জাররা গাছটার চতুর্দিকে ধীরে ধীরে ঘুরে দেখে নিল।

"যে রাস্তাটা এখানে এসে থেমেছে সেটা পেয়েছি," আবারও চিৎকার দিল কর্পোরাল।

ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান এবং ফ্রাঙ্ক এগিয়ে গেল তার দিকে। ভ্রূ কুচকালো কেলি। "আমি ভেবেছিলার জেরাল্ড ক্লার্ক খালি পায়ে জঙ্গল থেকে এসেছিল।"

"হ্যা, সে তাই করেছিল," জবাব দিল নাথান। "কিন্তু ইয়ানোমামো যে শামানকে আমরা ধরেছিলাম সে বলেছিল, ইন্ডিয়ান গ্রামবাসীরা ক্লার্কের সবকিছু খুলে নিয়েছিল। তারা সম্ভবত তার জুতা জোড়াও খুলে নিয়ে থকবে।"

মাথা নেড়ে সায় দিল কেলি। রিচার্ড জেন গাছটার দিকে দেখাল। "এটাও কি আরেকটি মেসেজ?"

তারা সবাই অপেক্ষা করছে ওখানে যাবার অনুমতি পাবার জন্য। ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান আর ফ্রাঙ্ক ফিরে এল কর্পোরাল র‍্যাক জ্যাককে রেখে, কর্পোরাল ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করছে পথটা।

"আমরা এখানেই ক্যাম্প করব," সবাইকে সামনে এগোতে বলে ঘোষনা দিল ওয়াক্সম্যান।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দলের সবাই সামনের গাছটার কাছে পৌছাল। ক্ষয়ে যাওয়া বাদামগুলো শব্দ করে ভেঙে যাচ্ছে মানুষের পায়ের নিচে পড়তেই। গাছটার গুঁড়ির কাছে যারা আগে পৌছাল তাদের ভেতর কেলি একজন। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে খোদাই করা পরিষ্কার একটি চিহ্ন।

"G. C...আবারো ক্লার্ক," তীর চিহ্নটা দেখিয়ে বলল নাথান। "পশ্চিম দিকে।"

ব্ল্যাকজ্যাক জুতোর ছাপযুক্ত যে রাস্তাটা পেয়েছে ঠিক সে দিকটা দেখিয়ে বলল, "তারিখটা মে মাসের। এখান থেকে গ্রামটায় পৌছাতে দশ দিন লেগে গিয়েছিল ক্লার্কের? সে এতটা ধীর গতিতে আগাচ্ছিল!"

"সে হয়তো আমাদের মত দ্রুত ছোটে নি," বলল নাথান, "হয়তো মানুষের বসতি বা সভ্যজগত খোঁজার জন্য সে বেশি সময় ব্যয় করেছিল, ঘুরে বেরিয়েছে এদিক-সেদিক।"

"তার দেহাবশেষ নিয়ে আমার মা পরীক্ষা করে যা পেয়েছে তাতে বোঝঅ যাচ্ছে এ সময় তার শরীরে ক্যান্সারটা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। সেজন্যে হয়তো ঘন ঘন বিশ্রাম নিতে হচ্ছিল তাকে।"

আনা ফঙ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "সে যদি আরেকটু আগে লোকালয়ে পৌছাত তাহলে বলে যেতে পারত এতদিন সে কোথায় ছিল।"

গাছের দিক থেকে সরে এল অলিন। "কমিউনিকেশনের সময় হয়েছে, স্যাটেলাইট আপলিংক সেট-আপ করছি আমি। আধ-ঘন্টার ভেতর কনফারেন্স কল কল করব।"

"চলুন, আপনাকে সাহায্য করি," জেন বলল। তার সাথে হাটা শুরু করে দিল সে।

দলের অন্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। কেউ কেউ কাঠ জড় করতে গেল, কেউ গেল আশপাশ থেকে ফল সংগ্রহ করতে, বাকিরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল হ্যামোক তৈরিতে। কেলি ব্যস্ত হল তার নিজের ক্যাম্প নিয়ে, মশারি টানাচ্ছে একেবারে অভিজ্ঞ মানুষের মত।

ফ্রাঙ্ক তার পাশেই কাজ করছে। "কেলি...?"

ভাইয়ের কণ্ঠ শুনেই সে বলে দিতে পারে, তার ভাই সতর্কতা বিষয়ক কিছু বলতে যাচ্ছে। "কি ফ্রাঙ্ক?"

"আমার মনে হয় তোমার ফিরে যাওয়া উচিত।"

সে মশারি টানানো বাদ দিয়ে তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। "তুমি কি বলতে চাইছ?"

"আমি ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যানের সাথে কথা বলেছি। আজ সকালে যখন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে গতরাতের আক্রমনের বিষয়ে রিপোর্ট করেছি, তারা আদেশ দিয়েছে নিরাপদে একটি ক্যাম্প করার পর অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের ফেরত পাঠিয়ে দিতে। প্রায় মরতে বসেছিলাম কাল। তারা চায় না আর কোন প্রাণহানি হোক। পাশাপাশি সিভিলিয়ানদের দেখভাল করতে গিয়ে রেঞ্জাররা স্থবির হয়ে পড়েছে।" ফ্রাঙ্ক পেছনে তাকাল।" আমাদের অনুসন্ধান কাজটি ভালমত চালিয়ে নেবার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে আনা এবং জেনকে ম্যানুয়েল এবং কাউয়ির সাথে এখানে রেখে যাওয়ার।"

"কিন্তু–"

"অলিন, নাথান এবং আমি যোগ দেব রেঞ্জারদের সাথে।"

কেলি এবার ঘুরে দাঁড়াল। "আমি অপ্রয়োজনীয় নই, ফ্রাঙ্ক। আমিই এখনকার একমাত্র চিকিৎসক, আর আমি তোমাদের সাথে তাল মিলিয়েই ভ্রমন করতে পারছি এই জঙ্গলে।"

"কর্পোরাল ওকামোটো একজন প্রশিক্ষিত ফিল্ড চিকিৎসক।"

"ঐ প্রশিক্ষণ তো তাকে ডক্টর অব মেডিসিন বানায় নি।"

"কেলি..."

"ফ্রাঙ্ক, এটা করতে দিও না।"

সে তার চোখের দিকে তাকাতে পারল না। "সিদ্ধান্তটা নেয়া হয়ে গেছে এরইমধ্যে।"

কেলি তার চোখে চোখ রেখে বলল এবার, "সিদ্ধান্তটা তুমি নিয়েছ। এই অপারেশনের নেতা তুমি। অন্য কেউ নয়।"

চোখ তুলে তাকাল ফ্রাঙ্ক। "হ্যা, সিদ্ধান্তটা আমারই ছিল।" কাঁধ ঝাকাল সে, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। "আমি তোমাকে ঝুঁকির মধ্যে রাখতে চাই না।"

মাথাটা গরম হয়ে গেল কেলির, রাগে, হতাশায় কাঁপতে শুরু করল। সে ভাল করেই জানতো সিদ্ধান্তটা তার ভাই-ই নিয়েছে।

"আমরা আমাদের বর্তমান জায়গা থেকে একটা জিপিএস লক পাঠাবো স্যাটেলাইটে, আর দু-জন রেঞ্জার রেখে যাব গার্ড হিসেবে। তারপর মূল ক্যাম্পে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম এমন একটা হেলিকপ্টার আসামাত্রই একটা টিম এসে তোমাদের নিয়ে যাবে। এই সময়টুকুতে ছয়জন রেঞ্জার সাথে নিয়ে আমরা তিনজন এখান থেকে যাত্রা শুরু করে দেব।"

"সেটা কখন?"

"বিশ্রামের জন্য ছোট্ট একটা বিরতি নেবার পর। দুপুরের পরপরই আমরা রওনা হব, হাটতে থাকব সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আমরা এখন ক্লার্কের পথটাইতেই আছি। একটা ছোট দল হলে খুব দ্রুত এগোতে পারব।"

চোখ বন্ধ করে সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলল কেলি। পরিকল্পনা বেশ ভাল হয়েছে। রোগটা এখানে এবং স্টেট্‌সে যেভাবে ছড়াচ্ছে সে হিসেবে সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। তাছাড়া কিছু পাওয়া গেলে একটা গবেষকদল খুব সহজেই যেকোন সময় এখানে উড়িয়ে আনা যাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য। "আমার মনে হয় কিছু বলার সুযোগ নেই আর।"

চুপ থাকল ফ্রাঙ্ক, বিশ্রামের জন্য হ্যামোক বাধার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। একটা ডাক পড়তেই অস্বস্তিকর পরিবেশটা কেটে গেল। অলিন ব্যস্ত স্যাটেলাইট আপলিংকের কাজে। ত্রিপলের নিচে বসে আছে অলিন। ঝুঁকে আছে কিবোর্ডের উপর, টাইপ করছে দ্রুত।

"ধ্যাত্ শালা! চ্যানেল ক্লিয়ার পেতে ঝামেলা হচ্ছে," কাজ করে যাচ্ছে সে। "এত ভেঁজা...আহ্ এই তো, এবার হবে বোধহয়!" উঠে দাঁড়াল সে। "পাওয়া গেছে এতক্ষণ পর।"

সাবেক কেজিবি এজেন্ট একপাশে সরে গেলে কেলি বসে পড়ল ফ্রাঙ্কের সাথে। মনিটরের পর্দায় ভেসে উঠল একটি মুখ। ক্রমাগত কাঁপছে সেটা, ক্ষুদ্র অংশে ভাগ হয়ে যাচ্ছে বার বার।

"সর্বোচ্চ এতটুকুই করতে পেরেছি," পাশ থেকে অলিন বলল আস্তে করে।

মুখটা তার বাবার। তার সেই মুখটা কঠোর দেখাচ্ছে, এমনকি তরঙ্গের এই

ব্যতিচারের মধ্যেও। "কাল রাতের খবর শুনেছি আমি," কথা বলতে শুরু করল সে। "তোমাদের দু-জনকেই নিরাপদ দেখে ভাল লাগছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিল ফ্রাঙ্ক, "আমরা ভাল আছি, একটু ক্লান্ত, তবে ঠিকই আছি।"

"আর্মি থেকে পাঠানো রিপোর্টটা পড়েছি আমি, তবে তোমাদের মুখ থেকেই শুনতে চাই কি ঘটেছে।"

কেলি এবং ফ্রাঙ্ক ভয়ঙ্কর প্রাণীদের সম্পর্কে বলে গেল দ্রুত।

"একটা কাইয়ামিআরা?" তার বাবা জিজ্ঞেস করল তাদের বলা শেষ হতেই। চোখ দুটো সরু হয়ে আছে তার। "ব্যাঙ এবং মাছের সঙ্কর?"

"সেটাই," বলল কেলি। ফ্রাঙ্কের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল যেন বোঝাতে চাইছে, এমনকি ম্যানুয়েলও প্রমান করেছে সে এই অভিযানে থাকার উপযুক্ত।

"তাহলে তো ঝামেলা চুকেই গেল," বলল তার বাবা, সোজা হয়ে বসে সরাসরি কেলির দিকে তাকিয়ে। "এক ঘণ্টা আগে ফোর্ট ব্যাগ থেকে স্পেশাল ফোর্সের প্রধান আমার সাথে যোগাযোগ করেছিল, সংশোধিত পরিকল্পনাটা আমাকে জানিয়েছে সে।"

"সংশোধিত পরিকল্পনাটা কি?" জেন প্রশ্ন করল পেছন থেকে।

তার বাবা বলে চলল : "এই অদ্ভুত রোগটা নিয়ে যে কান্ড ঘটছে তার কথা বিবেচনা করে আমিও জেনারেল করসেনের সাথে সম্পূর্ন একমত হয়েছি, রোগটার সমাধান পেতেই হবে, এদিকে সময় সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

কেলি একবার ভাবল তাকে দল থেকে বাদ দেবার ব্যাপারে আপত্তি জানাবে, কিন্তু ঠোঁট কামড়ে ধরে নিজেকে সংযত রাখল সে এটা চিন্তা করে যে, তার বাবার কাছ থেকে এ বিষয়ে কোন সাহায্য পাবে না সে। অভিযানের আগে তার বাবা চায় নি সে এখানে অসুক।

ফ্রাঙ্ক মনিটরের দিকে ঝুঁকল। "স্টেট্সের কি অবস্থা?"

মাথা ঝাঁকাল তাদের বাবা। "তোমার মাকে দিচ্ছি, সে-ই এসব প্রশ্নের উত্তর দিক," এক পাশে সরে গেল সে।

খুব পরিশ্রান্ত দেখাল লরেনকে, চোখে অবসাদের ছায়া। "আক্রান্তদের সংখ্যা..." একটু কেশে গলাটা পরিস্কার করে নিল। "গত বারো ঘণ্টায় আক্রান্তদের সংখ্যা তিনগুন বেড়েছে।"

ভয়ে কিছুটা নুয়ে পড়ল কেলি, খুব দ্রুতই ছড়াচ্ছে রোগটা।

"বেশির ভাগই ফ্লোরিডার, তবে এগুলো ক্যালিফোর্নিয়া, জর্জিয়া, আলাবামা ও মিসৌরিতেও দেখা যাচ্ছে।"

"ল্যাংলে'র কি অবস্থা?" জিজ্ঞেস করল কেলি, "ইন্সটিটিউটের?"

একটা দৃষ্টি বিনিময় হল তার বাবা-মা'র মধ্যে। "কেলি..." তার বাবা শুরু করল। তার ভাবভঙ্গি কিছুক্ষণ আগের ফ্রাঙ্কের মতই সতর্ক। "আমি চাই না তুমি আতঙ্কিত হও।"

সোজ হয়ে বসল কেলি, তার হৃৎপিণ্ডটা গলারয় উঠে এল সঙ্গে সঙ্গে। আতঙ্কিত হবে না-এই শব্দগুলো কখনো কাউকে শান্ত করতে পেরেছে? "কি হয়েছে?"

"জেসি অসুস্থ..."

শেষের কথাগুলো আর স্পর্শ করল না কেলিকে। তার দৃষ্টি অন্ধকার হয়ে এল। ছোঁয়াচে রোগটার কথা জানার পর থেকেই আতঙ্কের সগরে ভাসছে সে। *আমার জেসি অসুস্থ!*

তার বাবার নজরে পড়ল কেলির মাথাটচা পেছনে হেলে গেছে, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার মুখ। রীতিমত কাঁপছে সে।

"কেলি," তার বাবা বলল। "আমরা জানি না এটা ঐ রোগ কিনা। এখন পর্যন্ত এটা সামান্য জ্বর...এরইমধ্যে তাকে দেয়া ওষুধগুলো কাজও করতে শুরু করেছে। আমরা যখন এই কল করতে আসছি সে মজা করে আইসক্রিম খাচ্ছিল, তাকে সুস্থ দেখাচ্ছিল, চটপট করে কথা বলছিল।"

তা মা একটা হাত রাখল তার বাবার কাঁধের উপর। তাদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হল। "এটা সম্ভবত সেই রোগটা নয়, তাই না লরেন?" হাসল তাদের মা। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! আর কোন উপসর্গ দেখাচ্ছে?"

"না," নিশ্চিত করল তাদের বাবা।

কিন্তু কেলির চোখজোড়া স্থির হয়ে হয়ে আছে তার মায়ের উপর। তার মুখের হাসিটা বেশ ক্লান্ত আর দূর্বল দেখাচ্ছে এখন। দৃষ্টিটা নিচে নেমে গেল তার।

চোখজোড়া বন্ধ করে ফেলল কেলি। *হায় ঈশ্বর!*

"খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে তোমার সাথে," শেষ করল তার বাবা।

ফ্রাঙ্ক হাত দিয়ে মৃদু ঠেলা দিল বোনকে। মাথা নেড়ে সায় দিল সে, "হ্যা, শীঘ্রই..."

জেন আবারো কথা বলে উঠল কেলির পেছন থেকে। "আপনার বাবা এটা দিয়ে বোঝাতে চাইলেন খুব শীঘ্রই তার সাথে আপনার দেখা হবে? পরিশোধিত পরিকল্পনাটাই বা কি? কি ঘটছে এখানে?"

জেনের কথাটা আমলে না নিয়ে ফ্রাঙ্ক জড়িয়ে ধরল কেলিকে। "জেসি ভাল আছে," ফিসফিস করে বলল তাকে। "বাড়ি গিয়েই দেখতে পাবে।" তারপর সে ঘুরে দাঁড়াল জেনের দিকে তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য।

কেলি এখনো অনড় হয়ে বসে আছে ল্যাপটপের সামনে। তার পেছনে বাক-যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। তার চোখে বার বার ভেসে উঠল তার মায়ের মুখটা। কিভাবে হাসিটা মিইয়ে গেল, চোখ দুটো নিচু হয়ে গেল লজ্জায়। যে-কারো থেকেই সে তার মাকে ভাল করে চেনে, এমনকি তার বাবার থেকেও। তার মা তাকে মিথ্যে বলেছে। সে বুঝে গেছে আশ্বস্ত করা কথাগুলোর অন্তরালে লুকিয়ে আছে আরও কিছু।

ঐ রোগটাই হয়েছে জেসির। আর তার মা এটা ভাল করেই জানে। চোখের জল আটকে রাখতে পারল না সে। পরিকল্পনার বদল নিয়ে তর্কে ব্যস্ত থাকায় অন্যেরা লক্ষ করছে না তাকে। সে দু-হাতে মুখটা ঢেকে ফেলল। *হায় ঈশ্বর...এটা হতে পারে না!*

অধ্যায় ১১

আকাশপথে আক্রমণ
আগস্ট, ১৪, দুপুর ১:২৪
আমাজন জঙ্গল

ঘুমাতে পারছে না নাথান যদিও সে তার হ্যামোকে শুয়ে আছে, সে জানে পরবর্তী যাত্রা শুরুর আগে একটু বিশ্রাম নেয়া উচিত। পরবর্তী একঘন্টার মধ্যে তাদের দলটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, কিন্তু তর্ক-বিতর্ক চলছে এখনো। পুরো ক্যাম্পটার উপর চোখ বুলাল সে। অর্ধেকটা ক্যাম্প ঘুমাচ্ছে, বাকি অর্ধেক ব্যস্ত আছে বাদ পড়া বিষয়ে চাপাস্বরে তর্ক করায়।

"আমরা চুপিসারে তাদের পেছন পেছন যেতে পারি," জেন বলল। "কি করবে তারা, গুলি করবে আমাদের?"

"আমাদের উচিত তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া," শান্তভাবে বলল কাউয়ি, কিন্তু নাথান জানে এই প্রফেসর দল থেকে বাদ পড়ায় কোন অংশে কম অখুশি নয় টেলাক্স প্রতিনিধি থেকে।

নাথান তাদের দিক থেকে ঘুরে গেল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে ঠিকই বুঝতে পারছে তাদের হতাশা। যদি সে পেছনের মানুষগুলোর একজন হত তার চার হাত-পা বেধে রাখতে হত অভিযান থেকে তাকে বিরত রাখার জন্য। সে একা একাই চালিয়ে নিত তার অভিযান। ঘুরে শোবার কারণে নতুন একটা দৃশ্য এল সামনে, সে দেখল, কেলি তার হ্যামোকে শুয়ে আছে। সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যে কোনরকম হাউ-কাউ করে নি। নিশ্চিতভাবেই বোঝা যাচ্ছে তার মেয়ের ব্যাপারটা এখন তার কাছে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। তার সাথে চোখে চোখ পড়তেই দেখতে পেল কেলির চোখ দুটো কান্নার কারণে ফুলে আছে। ঘুমানোর চেষ্টা বাদ দিয়ে হ্যামোক ছেড়ে উঠে মেয়েটির কাছে গেল নাথান, হাটু ভেঙে বসল তার সামনে।

"জেসি ভাল হয়ে যাবে," কোমলভাবে বলল সে।

নির্বাক চেয়ে রইল কেলি তার দিকে, তারপর কথা বলল দুঃখভরা দূর্বল কণ্ঠে। "ওর ঐ রোগটা হয়েছে।"

ভ্রু কুঁচকালো নাথান, "তোমার মনের ভয় থেকে এটা বলছ। এমন কোন প্রমান নেই–"

"মার চোখ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি সবটা। আমার কাছ থেকে কোন কিছুই লুকাতে পারে না সে। কখনও না। জেসিরও যে রোগটা হয়েছে তা সে জানে কিন্তু আমাকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে।"

নাথান বুঝতে পারছে না কী বলবে। সে মশারির ভেতর দিয়ে তার কাছে গিয়ে একটা

হাত রাখল তার কাঁধে। খুব ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, চাইছে তার ভেতর শক্তি যোগাতে। তারপর হৃদয়ের আন্তরিকতা দিয়ে কথা বলল সে, কোমলভাবে কিন্তু দৃঢ়তার সাথে, "তুমি যা বলছ তা যদি সত্যি হয় তবে তার সমাধান খুঁজে বের করবই আমরা, কথা দিলাম আমি।"

একটা ক্লান্ত হাসির জন্ম দিল কথাটি। তার ঠোঁট দুটো নড়ে উঠলেও কোন শব্দ বেরিয়ে এল না। তারপরও, অব্যক্ত কথাগুলো পড়তে পারল নাথান খুব সহজেই। *ধন্যবাদ তোমাকে।* এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তেই পাশ ফিরে মুখ ঢেকে ফেলল কেলি।

উঠে দাঁড়াল নাথান, মেয়েটাকে এ সময় একা থাকতে দেয়া উচিত। সে দেখল ফ্রাঙ্ক এবং ওয়াক্সম্যান মাটিতে একটা ম্যাপ বিছিয়ে সেটা নিয়ে আলোচনা করছে। পেছনে তাকিয়ে কেলিকে একনজর দেখে সে প্রতিজ্ঞাটা আবারো করল নিঃশব্দে। *একটা সমাধান আমি খুঁজে বের করবই।* যে ম্যাপটা দু-জন পর্যবেক্ষণ করছে সেটা এই ভূ-খণ্ডের একটা টপোগ্রাফিক ম্যাপ। ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান ম্যাপের উপর আঙুল চালিয়ে কিছু একটা দেখাচ্ছে।

"এখান থেকে পশ্চিম দিকের বনটা ক্রমে উচু হয়ে পেরু'র সীমান্তে গিয়ে মিশেছে। কিন্তু আসলে এটা খাড়া-পাহাড় ও উপত্যকার বিক্ষিপ্ত সংমিশ্রন, একটা সত্যিকারের গোলকধাঁধা। ঐ আঞ্চলে হারিয়ে যাওয়াটা খুব সাধারণ ব্যাপার হবে।"

"জেরাল্ড ফ্রাঙ্কের চিহ্ন দেয়া জায়গাগুলো ধরে সাবধানে এগোতে হবে আমাদের," কথাটা বলেই ফ্রাঙ্ক মুখ তুলে নাথানকে দেখে বলল সে, "আপনার ব্যাকপ্যাকটা গুছিয়ে নেয়া দরকার। খুব তাড়াতাড়িই আমরা রওনা হচ্ছি। যতটুকু পারা যায় দিনের আলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে আমাদের।"

মাথা নেড়ে সায় দিল নাথান। "পাঁচ মিনিট লাগবে আমার তৈরি হতে।"

উঠে দাঁড়াল ফ্রাঙ্ক, "তাহলে গুছিয়ে নেয়া যাক।"

পরবর্তী আধঘণ্টাজুড়ে টিমটা গঠন করা হল। তারা সিদ্ধান্ত নিল রেঞ্জারদের স্যাটকম রেডিও যন্ত্রটা এখানে থেকে যওয়া দলটির কাছে রেখে যাওয়া হবে, যাতে করে ব্রাজিলিয়ান আর্মি তাদেরকে খুব সহজেই খুঁজে পেতে পারে। যে দলটা এগিয়ে যাবে তারা সিআইএ'র শক্তিশালী স্যাটেলাইট ডিভাইস ব্যবহার করবে বাকিদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য।

নাথান তার শটগানটা এককাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে ব্যাকপ্যাকটা বাঁধল একটা সুবিধাজনক জায়গায়। পরিকল্পনা করা হল দ্রুততার সাথে এগোনোর। সূর্যাস্ত পর্যন্ত পথে কয়েকটা ছোট্ট বিরতি নেয়া হবে। ওয়াক্সম্যান একহাত উঁচু করে সংকেত দিতেই জঙ্গলের ভেতর চলতে শুরু করল দলটি, এর নেতৃত্ব দিচ্ছে কর্পোরাল ব্ল্যাকজ্যাক।

যাত্রা শুরু করতেই পেছনের দিকে একবার তাকাল নাথান। সে অবশ্য এরইমধ্যে তার বন্ধু কাউয়ি এবং ম্যানুয়েলকে গুডবাই জানিয়েছে কিন্তু পেছনে তাকিয়ে দেখল বন্ধুদ্বয়ের পেছনে আরও দু-জন দাঁড়িয়ে আছে, তাকিয়ে আছে তার দিকে। দু-জন রেঞ্জার কর্পোরাল জারগেনসেন এবং প্রাইভেট ক্যারেরা। মেয়ে রেঞ্জার তার অস্ত্র উঁচিয়ে বিদায় জানালে নাথানও সাড়া দিল।

ওয়াক্সম্যান মন থেকে চেয়েছিল কর্পোরাল গ্রেইভ্‌সকে অন্য দলটার সাথে রেখে যেতে, যেন সে-ও ফিরে যেতে পারে, এটা বিবেচনা করে যে তার ভাই রডনি গ্রেইভ্‌স মারা গেছে। কিন্তু পাল্টা যুক্তি দেখাল গ্রেইভ্‌স, "স্যার, এই মিশন আমার ভায়ের জীবন নিয়েছে, সাথে আমার দলের আরও কিছু সহকর্মীর। আপনার অনুমতি নিয়েই আমি এর শেষ দেখতে চাই। আমার ভায়ের সম্মানে...আমার ঐসব রেঞ্জার্স ভাইদের সম্মানে।"

মেনে নিল ওয়াক্সম্যান। আর কোন কথা না বলে দলটি যাত্রা শুরু করল জঙ্গলে।

এতোক্ষণে সূর্যের আলো মেঘ ভেদ করে ছড়িয়ে পড়েছে, বাষ্প-স্নানের পরিবেশ তৈরি করছে সবুজের ভ্যাপসা আচ্ছাদনের নিচে। কয়েক মিনিটের মাঝেই ঘেমে চটচটে হয়ে গেল সবার মুখ। নাথান হাটছে ফ্রাঙ্ক ওব্রেইনের পাশে। কয়েক পা হাটার পর পরই মাথার বেসবল ক্যাপটা খুলে কপালে জমে থাকা ঘাম মুছল সে। নাথান একটা রুমাল বেধে নিয়েছে মাথায়, ঘাম আর চোখ পর্যন্ত আসতে পারছে না তার কিন্তু ঘামের নোনতা গন্ধে ছুঁটে আসা কাল-মাছি ও মশার আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারছে না নিজেকে।

এত তাপ আর আদ্রতা এবং নিরবিচ্ছিন্ন ভনভন শব্দ থাকা সত্ত্বেও বেশ ভালই অগ্রসর হল তারা। দু-ঘণ্টার মাঝেই নাথান হিসাব করল সাত মাইলেরও বেশি পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছে তারা। পশ্চিম দিকেই এগোচ্ছে এখনো। র‍্যাকজ্যাক বুটের ছাপ অনুসরণ করেই এগিয়ে যাচ্ছে। তবে নরম কাদায় ছাপগুলো সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে ক্রমশ, গতকালের বৃষ্টির পানিতে এই অবস্থা। তার সামনেই হাটছে কর্পোরাল ওকামোটো, আবারো বেসুরো গলায় শিস বাজানো শুরু করেছে সে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল নাথান। জঙ্গলটাই কি যথেষ্ট বিরক্তির যোগান দিচ্ছে না? হাটা অবস্থাতেই দৃষ্টি সজাগ রাখল সে। যেকোন বিপদ থাকতে পারে : সাপ, ফায়ার-লিয়ানা, পিঁপড়া-গাছ, অথবা যেকোন কিছু, এরফলে তাদের গতি শ্লথ হয়ে যেতে পারে। সবাই প্রতিটি পানির ধারাই পার হল সতর্কতার সাথে। কিন্তু ঐসব মারাত্মক পিরানহার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। নাথান দেখল একটা তিন আঙ্গুলের শ্লথ উঁচু গাছের ডাল বেয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে চলছে, বহিরাগতদের দিকে কোন খেয়ালই নেই ওটার। গাছটার নিচে দিয়ে যাবার সময় সে ওটার যাত্রাপথটা দেখল ওপরে তাকিয়ে। শ্লথদের সাধারণত শান্ত প্রকৃতির মনে হয় কিন্তু যখন আঘাত পায় ওটার ধারে কাছে আসা যেকোন প্রাণীরই নাড়ি-ভুড়ি বের করে ফেলার সুনাম আছে তাদের। ওদের নখগুলো ক্ষুর-ধার। কিন্তু এই বৃহৎ প্রাণীটি তার গেছোযাত্রা অব্যাহত রাখল। পেছনের দিকে তাকাতেই আলোর ছোট্ট একটা ঝলকানি তার চোখে পড়ল, মনে হল কোন কিছু থেকে প্রতিফলিত হয়েছে। দূরের কোন উঁচু গাছ থেকে। প্রায় আধমাইল দূরে হবে। বিষয়টা পরীক্ষা করার জন্য থামল নাথান।

"কি হল?" জিজ্ঞেস করল ফ্রাঙ্ক নাথানকে থামতে দেখে।

আলোর প্রতিফলনটা উধাও। মাথা ঝাঁকাল সে। হয়তো কোন ভেঁজা পাতায় সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়েছে। "কিছু না," সে বলল, হাত নেড়ে হাটা চালিয়ে যেতে বলল ফ্রাঙ্ককে।

কিন্তু বিকেলের বাকি সময়টুকুজুড়ে সে অব্যাহতভাবে পেছনে তাকিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে

দেখে যেদে লাগল। মাথা থেকে এই চিন্তা দূর করতে পারছে না যে, তাদের উপর নজর রাখা হচ্ছে, গোয়েন্দাগিরি করা হচ্ছে উঁচু থেকে। অনুভূতিটা আরও খারাপ হল দিনের আলো শেষ হয়ে আসতেই।

অবশেষে ফ্রাঙ্কের সাথে কথা বলল সে। "কিছু একটা ভাল ঠেকছে না আমার। গ্রামে আক্রমণের শিকার হওয়ার পর কিছু একটা খেয়াল করতে ভুলে গিয়েছিলাম আমরা।"

"কি?"

"মনে পড়ে কাউয়ির ঐ অনুমানটির কথা, আমাদেরকে অনুসরণ করা হচ্ছে?"

"হ্যা, কিন্তু সে তো পুরোপুরি নিশ্চিত ছিল না। শুধু গাছ থেকে কিছু ফল ছেঁড়া ও ঝোপগুলো এলোমেলো দেখা গেছে। পায়ের ছাপ অথবা অন্য কোন বাস্তব প্রমাণ ছিল না।"

নাথান পেছনে তাকাল। "কিন্তু প্রফেসরের কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে কারা অনুসরন করছে আমাদের?"

"ঐ গ্রামের ইন্ডিয়ানরা হবে না কারণ ওরা মারা গেছে আমরা গ্রামে ঢোকার আগেই। তাহলে কারা হতে পারে?"

"না, ঠিক সেরকম কিছু হবে না...তবে কেমন যেন একটা প্রতিফলন চোখে পড়ল কিছুক্ষণ আগে। ওটা কিছু না হয়তো।"

মাথা নেড়ে সায় দিল ফ্রাঙ্ক। "সে যা-ই হোক, ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যানকে এটা জানাব আমি। ঠিকমত প্রস্তুত থকলে কেউ কিছু করতে পারবে না এখানে।" হাটা থামিয়ে ফ্রাঙ্ক পেছন দিকে রেঞ্জারদের প্রধানের কাছে গেল, সে হাটছে অলিন পাস্তারনায়েকের সাথে।

নাথান তার চারপাশের ছায়াঘেরা জঙ্গলটাকে দেখল। হঠাৎ তার মনে একটা আশংকা জেগে উঠল এ সময়, দলের বাকি সদস্যদের রেখে আসাটা বুদ্ধিমানের মত কাজ হয়েছে কিনা কে জানে।

বিকেল ৫:১২

ম্যানুয়েল একটা ব্রাশ দিয়ে টর টরের পশমি লোম আঁচড়ে দিচ্ছে। এটা নয় যে খুব বেশি জীবাণুমুক্ত হতে হবে ওটাকে। জাগুয়ার তার খসখসে জিহ্বা দিয়েই এ কাজটা করে নিয়েছে ভালভাবেই কিন্তু এটা একটা রুটিনমাফিক কাজ হওয়ায় তারা দু-জনেই বেশ উপভোগ করে। ম্যানুয়েল ওটার পেটে ব্রাশ চালাতেই চাপাস্বরে গড়গড় করতে লাগল জাগুয়ারটা। ম্যানুয়ালও বিড়বিড় করে কিছু বলতে শুরু করল তবে সেটা আনন্দে নয়, দলটা তাকে এখানে ফেলে গেছে বলে খুব রাগ হচ্ছে তার। পাশ থেকে একটু শব্দ আসতেই মুখ তুলল সে। তাদের টিমের অ্যাগ্রপলজিস্ট আনা ফঙ।

"আমি কি একটু করতে পারি?" জগুয়ারটার দিকে দেখাল সে।

কিছুটা বিস্মিত ম্যানুয়েল ভ্রু উঁচু করল। সে আগেও দেখেছে এই মহিলাকে জাগুয়ারটার দিকে চেয়ে থাকতে কিন্তু সে ভেবেছিল এটা যতটা না আগ্রহের কারণে তার

চেয়ে বেশি ভয়ের জন্য। "নিশ্চয়," সে তার পাশের জায়গাটার উপর থাবা দিয়ে বসতে বলল। হাটু ভেঙে বসে পড়ল ফঙ। ম্যানুয়েল তার হাতের ব্রাশটা তাকে দিল। "সে সাধারনত পেটে আর গলায় আদর পেতে পছন্দ করে।"

আনা ফঙ সতর্কতার সাথে টর-টরের ঘন পশমে ব্রাশ চালাতে শুরু করল। "এটা খুব সুন্দর। আমার দেশে, মানে হংকঙে আমি চিড়িয়াখানায় জাগুয়ার দেখেছি খাঁচার ভেতরে, একবার সামনে হাটে একবার পেছনে। কিন্তু আপনার মত কাউকে এভাবে জাগুয়ার পুষতে দেখি নি। এখন সমানে থেকে দেখে বুঝতে পারছি, কত সুন্দর হতে পারে এটা।"

মহিলার কথা বলার ধরনটা পছন্দ করল ম্যানুয়েল। কোমলভাবে পরিস্কার কথা বলে, শব্দচয়নও বেশ ভাল, আর ব্যতিক্রমি শিষ্টাচার। "আপনি বলছেন সুন্দর? ও আমার খাবারে ভাগ বসায়, আমার দুটো সোফা কামড়ে ছিড়েছে, আর কতগুলো ছেড়া কার্পেট যে বাদ দিয়েছি তার কোন হিসেব নেই।"

তারপরও আনার মুখে হাসি। "ব্যাপারটা নিশ্চয়ই উপভোগ্য?"

একমত হল ম্যানুয়েল কিন্তু এটা কারো সামনে ঘোষণা দিয়ে বলতে অনিচ্ছুক সে। এই বিশালাকারের বেড়ালটাকে সে যে কত ভালবসে তা প্রকাশ করাটা কাপুরুষোচিত মনে হয়। "খুব জলদিই ওটাকে আমি ছেড়ে দেব।"

চেপে রাখার চেষ্টা করলেও তার কণ্ঠে দুঃখের উপস্থিতি ঠিকই বুঝে ফেলল আনা ফঙ। স্থিরদৃষ্টিতে সে তাকাল ম্যানুয়েলের দিকে, চোখে তার সমর্থনের ছায়া। "আমি নিশ্চিত, তারপরও এটা উপভোগ্য।"

লাজুকভাবে হাসল ম্যানুয়েল। *আসলেই উপভোগ্য।*

আনা ব্রাশ দিয়ে ম্যাসাজ করে যাচ্ছে। তাকে ভাল করে দেখছে ম্যানুয়েল। রেশমি চুলগুলোর একটা গোছা কানের পেছনেম গোঁজা। তার ছোট নাকটা একটু কুঁচকে যাচ্ছে জাগুয়ারটাকে ব্রাশ করার দিকে মনোযোগ দিতেই।

"সবাইকে বলছি!"

একটা কণ্ঠ চিৎকার দিয়ে উঠল তাদের কাজে বিঘ্ন ঘটিয়ে। ফিরে তাকাল দু-জনেই। কাছেই কর্পোরাল জারগেনসেন রেডিও রিসিভারটা নামিয়ে রেখে মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সবার দিকে।

"সবাই শুনুন। আমার কাছে একটা ভাল খবর আর একটা খারাপ খবর আছে।" মৃদু অসন্তোষের দেখা পেল রেঞ্জারটা। "ভাল খবরটা হল ব্রাজিলিয়ান আর্মি আমাদেরকে এখান থেকে নিয়ে যেতে হেলিকপ্টার পাঠিয়েছে।"

"আর খারাপটা?" জিজ্ঞেস করল ম্যানুয়েল।

জারগেনসেন ভ্রু কুঁচকালো। "দু-দিনের আগে সেটা এখানে পৌছাচ্ছে না। পুরো অঞ্চলে মহামারিটা যেভাবে ছড়াচ্ছে, এ-সময়ে কোন কপ্টার-প্লেন পাওয়াটা অপ্রত্যাশিত। আর ঠিক এ-মূহূর্তে আমাদেরকে নিয়ে যাবার ব্যাপারটা তেমন গুরুত্বপূর্ণও নয়।"

"দু-দিন?" ব্রাশটা আনার কাছ থেকে নিয়ে বলে উঠল ম্যানুয়েল। কণ্ঠে তার বিরক্তি। "তাহলে তো বাকি দলটার সাথে এই দু-দিনে আরো সামনে এগোতে পারতাম।"

"ক্যাপ্টেনে ওয়াক্সম্যানের আদেশ ছাড়া কিছু করা যাবে না," অপারগতা প্রকাশ করে বলল জারগেনসেন।

"ওয়াওয়েতে রাখা কমানচি হেলিকপ্টারটা আনা যায় না?" জেন জিজ্ঞেস করল নিজের হ্যামোকে আরাম করে শুয়ে থেকেই। তারও চোখেমুখে ক্ষোভ।

প্রাইভেট ক্যারেরা নিজের অস্ত্রটা পরিষ্কার করতে করতে জবাব দিল, "ওটা দুই সিটের অ্যাটাক-হেলিকপ্টার। ওই কপ্টারটা রেখে দেয়া হয়েছে অন্যদলটার জরুরি সাহায্যের জন্য।"

মাথাটা দুলিয়ে আড়চোখে কেলির দিকে তাকাল ম্যানুয়েল। সে তার হ্যামোকে শুয়ে আছে। চোখে ক্লান্তি, অবসাদ আর পরাজয়। এই দু-দিনের অপেক্ষাটি সবচেয়ে বেশি খারাপ হবে তার জন্য। অসুস্থ মেয়েকে দেখার জন্য সে অপেক্ষা করতে রাজি নয়।

ব্রাজিল নাট-গাছটার গায়ে ক্লার্কের ছুরি দিয়ে খোদাই করা লেখাটা পরীক্ষা করছিল কাউয়ি, সে এবার আশেপাশে চোখ বুলিয়ে মুখ খুলল, "কেউ কি কোন ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছ?"

ম্যানুয়েল গন্ধ শুঁকার চেষ্টা করলেও তেমন কিছু ঠেকল না তার কাছে।

ভ্রু উঁচু করল আনা। "আমি কিছু একটার গন্ধ পাচ্ছি..."

কাউয়ি খুব দ্রুত গাছটার কাছ থেকে সরে এসে গন্ধটা শুঁকার চেষ্টা করল আবার। দীর্ঘদিন জঙ্গলের বাইরে থাকলেও প্রফেসরটার ইন্ডিয়ান অনুভূতি এখনো প্রখর। "ওদিকে!" সে চিৎকার দিল অপরপ্রান্ত থেকে।

দলটা তার পেনে ছুটতেই ক্যারেরা দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে এম-১৬ রাইফেলটি হাতে নিয়ে নিল। তাদের ক্যাম্প থেকে কিছুটা দক্ষিণ দিকে প্রায় একশ ফিট দূরে, ছায়াঘেরা এক জায়গায় ছোট্ট একটি অগ্নিশিখা জ্বলছে, মাটি থেকে খুব বেশি উপরে উঠছে না শিখাটা, ডাল-পালার আচ্ছাদন ভেদ করে ধূসর ধোঁয়ার শীর্ণ এক রেখা উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে।

"আমি দেখছি," বলল জারগেনসেন। "বাকিরা সবাই ক্যারেরার সাথে থাকুন।"

"আমিও আসছি আপনার সাথে," ম্যানুয়েল বলল। "যদি কেউ থেকে থাকে টর-টর সেটার গন্ধ পাবে।"

জারগেনসেন তার বেল্ট থেকে এম-৯ পিস্তলটা হাতে নিয়ে ম্যানুয়েলের দিকে বাড়িয়ে দিল। দু-জনে খুবই সতর্কতার সাথে এগিয়ে গেল গভীর জঙ্গলের দিকে। হাত দিয়ে ম্যানুয়েল ইশারা করতেই টর-টর তাদের আগে এগিয়ে গেল।

তাদের পেছনে সবাইকে একত্র করে আদেশ দিল ক্যারেরা : "সতর্ক থাকুন!"

ম্যানুয়েল অনুসরণ করছে তার পোষাপ্রাণীটাকে, তার পাশেই হাটছে কর্পোরাল জারগেনসেন। "আগুনটা মাটির উপরেই জ্বলছে," ফিসফিস করে বলল ম্যানুয়েল।

জায়গাটার কাছে পৌছাতেই কর্পোরাল থামার জন্য ইশারা করল। তাদের দু-জনের অনুভূতিই এখন প্রখর, দেখছে যেকোন ছায়ার নড়াচড়া, কারো উপস্থিতি আছে কিনা তা বুঝতে কান পেতে আছে, খুঁজছে লুকিয়ে থাকা কোন বিপদের চিহ্ন। কিন্তু পাখির কিচিরমিচিরের সাথে বানরের চিৎকার মিশে সৃষ্ট শব্দজটের মাঝে কাজটা বেশ কঠিন।

তাদের পদক্ষেপ ধীর হয়ে এল আগুনটার আরও কাছে আসতেই। সামনে টর-টরও এগিয়ে গেল, তার সহজাত আচরণ জেগে উঠল আরও কিন্তু ধোঁয়া-মগ্ন এলাকার ভেতর কয়েক ফুট যেতেই থমকে গেল সে, গড়গড় করতে শুরু করল। আগুনের দিকে তাকিয়ে কিছুটা পেছনে সরে এল এবার।

প্রাণীটার দেখাদেখি ওরাও থেমে গেল। জারগেনসেন একটা হাত উঁচু করে নিশ্চুপ সতর্কবার্তা দিল ম্যানুয়েলকে। কিছু একটা বুঝতে পেরেছে জাগুয়ারটি। ম্যানুকে একটু নিচু হয়ে ইশারা করে গার্ড পজিশন নিয়ে জারগেনসেন এগিয়ে গেল সামনের দিকে। দমবন্ধ হয়ে এল ম্যানুয়েলের। কর্পোরাল নিঃশব্দে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতেই সতর্কতার সাথে পা ফেলছে। তার হাতের অস্ত্র তাক্ করা সামনের দিকে।

ম্যানুয়েল তার চারপাশে নজর রাখছে, কান দুটো সজাগ। টর-টর ফিরে এসেছে তার পাশে, এখন নিশ্চুপ ওটা, ঘাড়ের লোমগুলো সোজা হয়ে আছে, জ্বলজ্বল করছে সোনালী চোখ দুটো। ম্যানুয়েল শুনতে পেল, জাগুয়ারটা তার পাশে বসে শব্দ করে ঘ্রাণ নিচ্ছে বাতাসে। তার মনে পড়ল নদীর পাশে কালো কুমিরটার মূত্র দেখে জাগুয়ারটার প্রতিক্রিয়ার কথা। কিছু একটার ঘ্রাণ পাচ্ছে সে...এমন কিছু যা তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। ম্যানুয়েলের রক্তে অ্যাড্রেনালাইন মাদক নেয়ার প্রভাবে তার অনুভূতি বেশ প্রখর এখন। জাগুয়ারের পরিবর্তে সে নিজেই বিভিন্ন রকম অদ্ভুত গন্ধ পাচ্ছে ধোঁয়াটা থেকে–ধাতব, কটু আর তিক্ত গন্ধ। শুধু মাত্র কাঠ পোড়ান ধোঁয়া নয় এটা।

ম্যানুয়েল চাইল জারগেনসেনকে সতর্ক করতে, কিন্তু রেঞ্জার এরইমধ্যে অনেকখানিই এগিয়ে গেছে। জ্বলন্ত জায়গাটাকে ভাল করে দেখতেই রেঞ্জারের কাঁধজোড়া বিস্ময়ে কেঁপে উঠতে দেখল সে। নিভু নিভু করে জ্বলতে থাকা আগুনটার চারপাশে ঘুরে এল ধীরে ধীরে রেঞ্জার, এখনও দৃষ্টি বরাবর তাক্ করা তার রাইফেল। কিন্তু ভয়ঙ্কর কোন কিছুই বেরিয়ে এল না জঙ্গল থেকে। পুরো দুই মিনিট ধরে জায়গাটা দেখল জারগেনসেন, তারপর ইশারা করল ম্যানুয়েলকে আসতে।

আটকে রাখা বাতাস বুক থেকে বের করে দিয়ে এগিয়ে গেল ম্যানুয়েল। পেছনে পড়ে থাকল টর-টর, আগুনের কাছে যেতে এখনো নারাজ সে।

"যে-ই এটা জ্বালিয়ে থাকুক না কেন কাজটা করেই পালিয়েছে," বলল জারগেনসেন। আগুনটার দিকে দেখাল সে। "আমাদেরকে ভয় পাইয়ে দিতেই এটা করা হয়েছে।"

বনের মাটিতে জ্বলতে থাকা আগুনের দিকে ভাল করে দেখার জন্য আরো কাছে এগিয়ে গেল ম্যানুয়েল। যেটা জ্বলছে তা কাঠ নয়, তবে এক ধরণের তৈলাক্ত পদর্থ যেটা লতা-পাতাহীন পরিস্কার জায়গার মাটিতে লেপে দেয়া। তীব্র উজ্জ্বল, এখনও জ্বলছে ঠিকই কিন্তু তাপটা খুব কম। এটা থেকে যে ধোঁয়া উঠে আসছে সেটা বেশ সুরভিত আর তীব্র, অনেকটা কস্তুরী দেয়া ধুপ-ধোঁয়ার মত। কিন্তু যেটা ম্যানুয়েলের অস্থিগুলোকে বরফ শীতল করে দিল সেটা না- ধোঁয়া না এটার অদ্ভুত জ্বালানী। জিনিসটা হল একটা নকশা।

জঙ্গলের মাটিতে অঙ্কিত যে চিত্রটা জ্বলছে সেটা পরিচিতি সর্পিলাকারের পেঁচা প্রতীক ব্যান-আলির ছাপ। জ্বলছে উজ্জ্বলভাবে বনের ছায়াঘেরা আচ্ছাদনের নিচে।

জারগেনসেন বুটের অগ্রভাগ দিয়ে তৈলাক্ত প্রলেপের উপর ডলা দিল। "দাহ্য কিছুর মিশ্রণ।" তারপর অপর পা ব্যবহার করে কিছু মাটি লাথি দিয়ে আগুনের উপর ফেলল সে। ঢেকে গেল অগ্নিশিখটা। ম্যানুয়েলের সহায়তায় আগুনটা নিভিয়ে ফেলল এবার। কাজটা করা হয়ে গেলে বিকেলের আকাশের দিকে উঠে যাওয়া ধোঁয়াটা অনুসরন করে উপরের দিকে তাকাল ম্যানুয়েল।

"ক্যাম্পে ফেরা উচিত আমাদের।"

মাথা নেড়ে সায় দিল ম্যানুয়েল। তারা পুণরায় বড় ব্রাজিল নাট-গাছটার নিচে ফিরে এল। কি আবিষ্কার করেছে তারা বর্ণনা করল জারগেনসেন।

"আমি ফিল্ড-বেইসে রেডিও করছি। আমরা কি পেলাম সেটা জানাতে হবে ওদের," সে মোটাসোটা রেডিও প্যাক থেকে রিসিভারটা তুলে নিল। কয়েক মুহূর্ত বাদেই মেজাজ খারাপ করা গালি দিয়ে রিসিভারটা আছাড় মেরে রাখল রেঞ্জার।

"কি হল?" জিজ্ঞেস করল ম্যানুয়েল।

"পাঁচ মিনিটের জন্য স্যাটকমের স্যাটেলাইট উইন্ডোটা মিস করেছি আমরা।"

"এটার অর্থ কি?" জানতে চাইল আনা।

জারগেনসেন হাত তুলে রেডিও ইউনিটকে দেখাল, তারপর মাথার উপরের আকাশকে। "মিলিটারিদের স্যাটেলাইট ট্রান্সপন্ডার, মানে-যে যন্ত্রটা আমাদের রেডিও সিগন্যাল গ্রহণ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবারো পাঠিয়ে দেয় সেটা আমাদের সীমানার বাইরে চলে গেছে।"

"কতক্ষণের জন্য?"

"আগামীকাল ভোর চারটা পর্যন্ত।"

"অন্য টিমটাকে জানালে কেমন হয়?" জিজ্ঞেস করল ম্যানুয়েল। "পারসোনাল রেডিও ব্যবহার করে?"

"সেটাও চেষ্টা করে দেখা হয়েছে। এই যন্ত্রটার দৌড় মাত্র ছয় মাইল পর্যন্ত। ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যানের টিমটাও আমাদের নাগালের বাইরে এখন।"

"তাহলে আমরা এখন বিচ্ছিন্ন?" জিজ্ঞেস করল আনা।

মাথা ঝাঁকাল জারগেনসেন। "কাল সকাল পর্যন্ত।"

"তারপর?" বিষন্নভাবে হেটে এল জেন, চোখ দুটো বনের দিকে। "দু-দিন ধরে হেলিকপ্টারের জন্য আমরা এখানে অপেক্ষা করতে পারি না।"

"আমি একমত," ভ্রু জোড়া কুঁচকে বলল কাউয়ি। "গ্রামের ইন্ডিয়ানরা তাদের শাবানোতে একই রকম চিহ্ন দেখেছিল, আর ঐ রাতেই তারা আক্রমণের শিকার হয় পিরানহাসদৃশ প্রাণীগুলোর হাতে।"

প্রাইভেট ক্যারেরা ঘুরল তার দিকে। "আপনার পরামর্শটা কি?"

এখনো কুঁচকে আছে কাউয়ির ভ্রু। "আমি এখনো নিশ্চিত নই।" প্রফেসরের চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে আকাশের ধোঁয়াটে মেঘের দিকে। বনটা এখনো ঠাণ্ডা বাষ্প নিঃসরণ করছে। "তবে আমাদেরকে চিহ্ন দেয়া হয়ে গেছে।"

বিকেল ৫:৩৩

ফ্রাঙ্ক এর আগে কখনো সূর্যকে দিগন্ত হেলে পড়তে দেখে খুশি হয় নি। খুব শীঘ্রই থামতে হবে তাদের। এতগুলো ঘণ্টা হেটে আর ছোট বিরতি নিয়ে শরীরের প্রত্যেকটা মাংসপেশিই যন্ত্রণা করছে এখন। একটু সামনে থেকে চিৎকার দিয়ে উঠল একজন। "এদিকে দেখ!"

হাফিয়ে ওঠা দলের সদস্যরা দ্রুত এগিয়ে গেল সেদিকে। ফ্রাঙ্ক ঢালু একটা জায়গা ধরে খানিক ওপর উঠে দেখল কিসের কারণে এমন সতর্কবার্তা। প্রায় আধকিলো মিটার সামনে জঙ্গলটা ভেসে যাচ্ছে একটা ছোট হ্রদের পানিতে। এটার উপরিভাগটা পশ্চিমে ডোবা সূর্যের আলোতে রুপালী পর্দার মত লাগছে। তাদের পথ আটকে দিয়েছে এটা, ছড়িয়ে আছে দুদিকেই মাইলের পর মাইল জুড়ে।

"এটা একটা ইগ্যাপো," বলল নাথান। "জলমগ্ন বন।"

"এটা তো আমার ম্যাপে নেই," ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান বলল।

কাঁধ তুলল নাথান। "এরকম জায়গা অনেক আছে আমাজন জুড়ে। বৃষ্টির মাত্রার উপরে নির্ভর করে কিছু টিকে থাকে, কিছু চলে যায়। কিন্তু এই অঞ্চলটা গ্রীষ্মের শেষ অবধি ভেঁজা থাকায় বোঝা যাচ্ছে, এই হ্রদটা বেশ কিছুদিন ধরেই এখানে আছে।" সামনে দেখাল নাথান। "লক্ষ করুন, এখানকার জঙ্গলটা কিভাবে ভেঙ্গে গেছে, বোঝা যাচ্ছে বছর বছর ধরে জলমগ্নতায় ডুবে আছে এই অঞ্চল।"

ফ্রাঙ্কও দেখল ঘন জঙ্গলটা কিভাবে শেষ হয়েছে সামনে গিয়ে। অবশিষ্ট বলতে যা আছে সেখানে বিশাল কয়েকটি গাছ পানি থেকে উঠে গেছে সোজা। পানিতে ভেসে আছে হাজারখানেক ছোটবড় মাটির ঢিবি। অন্যদিকে, পানির উপরের নীল আকাশটা বেশ খোলা। এত দীর্ঘ সময় শ্যামল-ছায়া মগ্ন থাকার পর এখনকার আলোর কিরণ বেশ তীক্ষ্ণ ও শীতল।

দলটা সতর্কতার সাথে ঢাল বেয়ে নিচে নেমে হাটতে থাকল পানির দিকে। বাতাসটা মনে হল বেশ টাটকা। ভারি জলাভূমির চারপাশজুড়ে কাঁটাযুক্ত ব্রমেলিয়াড এবং বৃহদাকৃতির অর্কিড তাদের দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। মনে হচ্ছে পাখিদের কিচিরমিচির শব্দের কাছে সদ্য শুরু করা ব্যাঙের ডাকাডাকি হার মেনে গেছে। কাক, সারসসহ আরও বেশ কিছু জলচর পাখি মাছ শিকারে ব্যস্ত। তারা কাছে যেতেই একপাল হাঁস উড়াল দিল আকাশে।

পানি থেকে পনের ফিটের মত দূরে থেকে সবাইকে থামতে বলল ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান। "পাড়ের জায়গাটায় ক্লার্কের কোন চিহ্ন আছে কিনা তা দেখব আমরা, তবে তার আগে নিশ্চিত হতে হবে পানির এত কাছে যাওয়াটা নিরাপদ কিনা। আর কোন চমক পেতে চাই না আমি।"

নাথান এগিয়ে এল। "আমাদের কোন সমস্যা হবে না বোধহয়। ম্যানুয়েলের মতে এই পরভোজী প্রাণীগুলো আংশিক পিরানহা। তাই এই ওরা এমন স্থির পানি পছন্দ করবে না। বহমান পানির স্রোতই ওদের বেশি পছন্দ।"

তার দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান। "কিন্তু আমার শেষ অভিজ্ঞতা বলে, পিরানহাগুলো শিকার ধরার জন্য ডাঙ্গায় উঠে আসতেও দারুণ পছন্দ করে।"

ফ্রাঙ্ক দেখল নাথার কিছুটা লজ্জা পেয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল। ওয়াক্সম্যান জলাভূমির তীরের দিকে কর্পোরাল ইয়ামিরকে পাঠাল।

"দেখা যাক কিছু উঠে আসে কিনা।"

পাকিস্তানি রেঞ্জার তার এম-১৬ উঁচু করে ওটার সাথে যুক্ত লাঞ্চার থেকে একটা গ্রেনেড ছুড়ল পানিতে। বিস্ফোরণের সাথে সাথে অনেকখানি পানি বাষ্প হয়ে উড়ে গেল, ভয়ে ছোটাছুটি করতে শুরু করল পাখি আর বানরের দল। পদ্মফুলের ছিন্নভিন্ন অংশ বৃষ্টির মত চার পাশের বনজুড়ে বৃষ্টির মত আছড়ে পড়ল পানির সাথে। তারা দশ মিনিটের মত অপেক্ষা করার পরও কিছুই দেখতে পেল না। কোন বিষাক্ত প্রাণী পালিয়ে গেল না এমন আক্রমণের পর অথবা পাল্টা আক্রমণও করল না কেউ।

ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান তার রেঞ্জার দু-জনকে সামনে পাঠাল কোন গাছে নতুন কোন চিহ্ন আছে কিনা তা খুঁজে দেখতে। "সাবধানে থেকো। পানি থেকে দূরে থাকবে। চোখ-কান খোলা রাখবে।"

খুব বেশি অপেক্ষা করতে হল না তাদের। আবারো এই টিমের ট্র্যাকার কর্পোরাল র‍্যাকজ্যাক মাত্র দশ মিটার দূরে ডানদিকে পানির উপরে ঝুঁকে পড়া একটি পামগাছের গুঁড়িতে পরিচিত পলেস্টার কাপড়ের টুকরো আর গাছের গায়ে খোদাই করা লেখা দেখতে পেল। চিহ্নগুলো প্রায় আগেরটার মতই। নামের অক্ষর এবং তীরচিহ্নটা পশ্চিম দিক নির্দেশ করছে আবারো, ঠিক হ্রদের দিকে। পার্থক্যটা শুধু তারিখে।

"৫ই মে," জোরে পড়ল অলিন। "আগের চিহ্নটা থেকে দুই দিন আগে।"

র‍্যাকজ্যাক দাঁড়িয়ে আছে কয়েক গজ দূরে। "মনে হচ্ছে ক্লার্ক এই পথেই এসেছে।"

"কিন্তু তীরটা তো পানির দিকে দেখাচ্ছে," বলল ফ্রাঙ্ক। চোখ দুটোর উপর ছায়া ফেলতে মাথায় বেসবল ক্যাপটা একটু টেনে দিয়ে পানির দিকে তাকাল। সামনে জলাধার থেকে বেশ দূরে সে দেখতে পেল কিছু উঁচু জমি, এগুলো ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান তার টপোগ্রাফিক ম্যাপে দেখিয়েছিল। লালচে পাহাড়ের একটা সারি দাঁড়িয়ে আছে জঙ্গলের ধারাবাহিকতা ভেঙে দিয়ে, সমতল শীর্ষগুলোর বৃক্ষে আচ্ছাদিত মুকুট পাহাড়গুলোকে সবকিছু থেকে আলাদা করে দিয়েছে।

তার পাশে থাকা কর্পোরাল ওকামোটো একজোড়া বাইনোকুলার এগিয়ে দিল তার দিকে। "এটা দিয়ে দেখুন।"

"ধন্যবাদ।" যথাস্থানে দূরবীনটা ধরল ফ্রাঙ্ক।

নাথানকেও দেয়া হল একটা দূরবীন। লেন্সের ভেতর দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল পাহাড় এবং চূড়াগুলো। ছোটছোট জলপ্রপাতে নেমে আসছে উঁচু চূড়া থেকে নিচের জলমগ্ন এলাকা বরাবর। বাষ্পের ঘন আস্তরণ আটকে আছে পাহাড়গুলোর ঢাল ও বৃক্ষে আচ্ছাদিত চূড়ায়, ফলে নিচু থেকে চূড়া পর্যন্ত দৃশ্যটা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

"পানির ঐ ছোট্ট ধারা এবং প্রপ্রাতগুলোই এই জলাধারে পানির জোগান দেয়," বলল নাথান। "সারা বছর ধরেই জলমগ্ন রাখে জায়গাটা।"

ফ্রাঙ্ক দূরবীনটা নামিয়ে রাখল, দেখতে পেল ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান কম্পাস পর্যবেক্ষণে মগ্ন। গাছটার দিকে দেখাল নাথান।

"বাজি ধরে বলতে পারি এই চিহ্নের দিকেই নির্দেশ করছে। আমি নিশ্চিত, সে এই জলমগ্ন এলাকাটা সম্পূর্ণ ঘুরেই এখানে এসেছিল।" সে কাদাময় দীর্ঘ চরটা দেখাল। "পানি ঘুরে আসতে তার কয়েক সপ্তাহ লেগে গেছে।"

নাথানের কণ্ঠে জেগে ওঠা হতাশা ধরতে পারল ফ্রাঙ্ক। তাদেরও একই পরিমাণ সময় লাগবে ওভাবে ঘুরে পার হতে।

ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান কম্পাস থেকে মুখ তুলে পানির দিকে তাকাল ভুরু কুচকে। "পরবর্তী চিহ্নটা যদি সোজাসুজিই থেকে থাকে তবে সেটাই অনুসরণ করব আমরা।" হাত তুলে পানির দিকে দেখাল সে। "এক সপ্তাহের জায়গায় একদিনেই পার হয়ে যাব আমরা।"

"কিন্তু আমাদের সঙ্গে তো কোন রাবার-বোট নেই," বলল ফ্রাঙ্ক।

ওয়াক্সম্যান তার দিকে তাকাল চোখ কটমট করে। "আমরা আর্মি রেঞ্জার, বয়স্কাউট না।" বনের দিকে দেখাল সে। "অসংখ্য গাছ পড়ে আছে ওদিকে, আরো আছে একরের পর একরজুড়ে বাঁশ। আমাদের কাছে যে দড়িটুকু আছে তার সাথে চারপাশের লতা দিয়ে একজোড়া ভেলা বানিয়ে ফেলতে পারব আমরা। আমাদেরকে এভাবেই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে : হাতের কাছে যা পাও তা দিয়েই প্রয়োজন মেটাও।" সে দূরে, অপর প্রান্তের দিকে তাকাল। "পথটা দু-মাইলের বেশি হবে না এখান থেকে।"

নাথান মাথা নেড়ে সায় দিল। "দারুণ। অনুসন্ধান কাজে অনেকগুলো দিন বাঁচাতে পারব আমরা।"

"তাহলে কাজে নেমে পড়া যাক! রাত নামার আগেই কাজটা শেষ করতে চাই, যেন বাকি সময়টুকু বিশ্রাম নিয়ে সকালেই এটা অতিক্রম করার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারি।"

ওয়াক্সম্যান সবাইকে ছোট কয়েকটি দলে ভাগ করে দিয়ে সবগুলোর সমন্বয় করল। গাছগুলোকে বনের ভেতর থেকে গুঁড়িয়ে হাত ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হল পানির কাছে, কুড়াল দিয়ে ঝটপট বড় বড় বাঁশ কাটা হল, বাঁধাইয়ের জন্য সংগ্রহ করা হল শক্ত লতা। যেখানে প্রয়োজন সেখানেই হাত লগাল ফ্রাঙ্ক। প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো এত দ্রুত জলাধারের কাছে জড়ো হতে দেখে বিস্মিত হল সে। শীঘ্রই ভেলার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই সংগ্রহ করে ফেলল তারা। সবকিছু জোড়া দিতে লাগল আরও কম সময়। সমানাকৃতির দুটো গাছ রাখা হল পাশাপাশি সমান্তরাল করে, তার উপর দেয়া হল বাঁশের ঘন আর পুরু আস্তরণ। দড়ি ও লতা দিয়ে ভাল করে বাধা হল একটার সাথে আরেকটাকে। প্রথম ভেলাটা ঠেলে কাদার ভেতর দিয়ে পানিতে নামানো হল, আধ-ভাসমান হয়ে থাকল ওটা অগভীর পানিতে। একটা আনন্দ ধ্বনি ভেসে এল রেঞ্জারদে কাছ থেকে। নাথানও যোগ দিল তাদের সাথে। বাঁশ আর শুকনো পাতা দিয়ে বৈঠা বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

দ্রুত আরও একটা ভেলা বানানো হল। সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে লাগল দু-ঘণ্টারও কম সময়। ফ্রাঙ্ক দেখল দ্বিতীয় ভেলাটা ভেসে আসছে প্রথমটার পাশেই। এরইমধ্যে সূর্য ডুবতে বসেছে। পশ্চিম আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে লাল-কমলা আর গাঢ় ধূম্রনীলের মিশ্রণে সৃষ্ট আভা। তার চারপাশজুড়ে ক্যাম্প তৈরি হচ্ছে। জ্বালানো হয়েছে আগুন, ঝোলানো হয়েছে হ্যামোক, রান্না হচ্ছে খাবারও। অন্যদের সাথে যোগ দিতে যাবে ঠিক তখনই আকাশে কিছু একটা দেখল ফ্রাঙ্ক। সূর্যাস্তের উজ্জ্বল আলোর বিপরীতে কালো একটা আঁকাবাঁকা রেখা। ভ্রু জোড়া শক্ত করে চোখ দুটো সরু করল সে। কর্পোরাল ওকামোটো হাতভর্তি কাঠ নিয়ে তাকে অতিক্রম করার সময় ফ্রাঙ্ক তাকে বলল, "আপনার বায়নোকুলারটা একটু দেবেন?"

"নিশ্চয়। আমার ফিল্ড জ্যাকেট থেকে ওটা নিয়ে নিন।" সে তার বোঝাটা ঘুরিয়ে ধরল।

ফ্রাঙ্ক তাকে ধন্যবাদ দিয়ে চোখের সামনে তুলে ধরল বায়নোকুলারটা। এমন সময় তার কাছ দিয়ে চলে গেল ওকামোটা। একমুহূর্ত লাগল আকাশে জেগে ওঠা কালো রেখাটা খুঁজে পেতে। ধোঁয়া? মনে হচ্ছে দূরের পাহাড় থেকে আসছে। কোন লোকালয়ের চিহ্ন? কুণ্ডলি পাকানো কালো রেখাটাকে অনুসরণ করল সে।

"কি দেখছেন আপনি?" নাথান জিজ্ঞেস করল।

"ঠিক বুঝতে পারছি না," আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখাল ফ্রাঙ্ক। "আমার মনে হয় একটা ধোঁয়া। হয়তো অন্যকোন ক্যাম্প বা গ্রাম থেকে আসছে।"

ভ্রু কুচকাল নাথান। ফ্রাঙ্কের কাছ থেকে বায়নোকুলারটা নিল সে। "ওটা যা-ই হোক না কেন," জিনিসটা চোখের সামনে ধরে বলল, "এদিকেই আসছে।"

এমনকি বায়নোকুলার ছাড়াও ফ্রাঙ্ক দেখতে পাচ্ছে নাথানের কথাই ঠিক। ধোঁয়ার সারিটা তাদের দিকেই বাঁকিয়ে আছে। একটা হাত উচুঁ করল সে। "কিছুই বুঝতে পারছি না। বাতাসটা তো বইছে বিপরীত দিকে!"

"আমি জানি," বলল নাথান। "এটা ধোঁয়া না। কিছু একটা উড়ে আসছে এদিকে।"

"আমি বরং ক্যাপ্টেন কে জানাই।"

শীঘ্রই সবাই বায়নোকুলার নিয়ে উপরের দিকে তাকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কালো রেখাগুলো এখন রূপ নিয়েছে ঘন কালোমেঘে, তেড়ে আসছে সরাসরি তাদের দিকে।

"কি জিনিস ওগুলো?" বিড়বিড় করল ওকামোটো। "পাখি? বাদুর?"

"আমার তা মনে হয় না," বলল নাথান। ধোঁয়াটো কালো রেখাগুলো আরও বেশি মেঘে মনে হচ্ছে কোন বস্তু থেকে, একটা প্রান্তগুলো ওঠা-নামা করছে উত্তাল ঢেউয়ের মত, যেন এক তরঙ্গের জোয়ার-ভাটা ভেসে আসছে সোজা তাদের দিকে।

"তাহলে ওগুলো কি?" বিড়বিড় করে বলল কেউ একজন।

এক মুহূর্তের মধ্যেই কালোমেঘ তাদের ক্যাম্পের উপরে চলে এল, উড়ে গেল গাছ-পালার ঠিক উপর দিয়ে। দলটা সাথে সাথে ভারি গুঞ্জনের শব্দও হচ্ছে। জঙ্গলে এত দিন কাটানোর পর এ-ধরনের শব্দ বেশ পরিচিত সবার কাছে কিন্তু এখনকারটা অন্যরকম। আগেরগুলোর চেয়ে বেশি জোড়াল।

"পঙ্গপাল," উপরের দিকে তাকিয়ে বলল নাথান। "লক্ষ-লক্ষ হবে।"

পতঙ্গ-মেঘটা মাথার উপর দিয়ে তাদের অতিক্রম করতেই পেছনেরগুলো গাছের পাতার সাথে সংঘর্ষ হয়ে পটপট করে শব্দ হতে থাকল। বিপদ ভেবে মাথা নিচু করল সবাই কিন্তু পঙ্গপালের ঝাঁক একটুও না থেমে অতিক্রম করে গেল তাদের। উড়ে গেল পূবদিকে। ঝাঁকের শেষ অংশটা ভারিগুঞ্জনসহ চলে যেতেই বায়নোকুলারটা নিচু করল ফ্রাঙ্ক।

"কি করছে ওরা? দেশান্তরিত হচ্ছে না কি অন্য কিছু?"

মাথা ঝাঁকাল নাথান। "জানি না। এই অদ্ভুত আচরন দেখে কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"তবে যাই হোক, ওরা চলে গেছে এখন," উড়ন্ত-প্রদর্শনী থেকে মনোযোগ সরিয়ে ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান বলল।

মাথা নেড়ে সায় দিল নাথান। কিন্তু তার দৃষ্টি পূব দিকে যেতেই একটা চোখ সরু হয়ে গেল। "হ্যা, গেছে। কিন্তু ওরা যাচ্ছেটা কোন্ দিকে?"

নাথানের দৃষ্টি অনসরণ করল ফ্রাঙ্ক। কিছু একটা আছে পূব দিকে! তাদের দলের বাকি অংশটি। ভেতর থেকে উগড়ে আসা ভয় ঢোক গিলে চেপে রাখল সে। *কেলি...*

সন্ধ্যা ৭:২৮

দিনের আলো ফুরিয়ে শেষ আলোটুকু দিগন্তে জমা হতেই কেলি অদ্ভুত একটি শব্দ শুনতে পেল। শোঁ-শোঁ করে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে চারদিকে। সে ব্রাজিল নাট-গাছটার চারদিকে ঘুরে আসতেই তার চোখ দুটো সংকুচিত হল। তীক্ষ্ণ শব্দটার উৎস খুঁজতে চেষ্টা করছে সে।

"এটা তুমিও শুনতে পাচ্ছ?" কাউয়ি জিজ্ঞেস করল, গাছটার অপরপ্রান্ত থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে ভদ্রলোক।

কাছেই রেঞ্জার দু-জন অস্ত্র উঁচু করে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাকিরা দাঁড়াল ক্যাম্পের আগুনের কাছে, শুকনো জল এবং বাঁশের কল্যাণে আগুন জ্বলছে অনেকখানি জায়গা নিয়ে। তাদের ক্যাম্পের চারপাশ থেকে কিছু একটা আসছে, এমন একটা কথা ছড়িয়ে পড়ার পর যতটা সম্ভব বেশি আলো জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টা করছে তারা। শিখার পাশেই জ্বালানির বিশাল এক স্তুপ রাখা, বাকি রাতটুকু ভাল করেই পার হয়ে যাবে তাতে।

শব্দটা বাড়ছে দ্রুত," বিড়বিড় করল কেলি। "কি ওটা?"

মাথা উঁচু করল কাউয়ি। "ঠিক বুঝতে পারছি না।"

এরইমধ্যে শব্দটা শুনতে শুরু করেছে বাকিরাও। খুব দ্রুত ওটা বেড়ে চরম মাত্রায় গিয়ে পৌছাল। এখন সবাই তাকাচ্ছে আকাশের দিকে। পশ্চিমে সূর্যের আলোকে পেছনে ফেলে একটা ছায়া বেয়ে উঠছে আকাশে, একটা কালোমেঘ ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। আর ওটা ছুটে আসছে তাদের দিকেই।

"পঙ্গপালের ঝাঁক," বলল কাউয়ি। কণ্ঠে তার উদ্বেগ। "প্রণয়ের ঋতুতে এমনটা

করে এরা, কিন্তু বছরের এই সময়টা তো ওটা করার উপযুক্ত নয়। আর এমন বড় ঝাঁক এর আগে কখনো দেখি নি আমি।"

"এতে কি ভয়ের কিছু আছে?" জারগেনসেন জিজ্ঞেস করল কয়েক পা দূর থেকে।

"সাধারণত নেই, তবে কোন বাগান বা জঙ্গলের ক্ষেত-খামারের জন্য বেশ বিপজ্জনক হতে পারে এরা। পঙ্গপালের বড়সড় একটা ঝাঁক কয়েক মিনিটের মধ্যেই কোন বাগানের পাতা, সবজি, ফল-মূল ছিঁড়ে সাবাড় করে দিতে পারে।"

"আর মানুষদের?" রিচার্ড জেন জিজ্ঞেস করল।

"তেমন ভয়ের কিছু নেই। এরা তৃণভোজী, তবে এদের বিরক্ত করলে একটু কামড়ে দিতে পারে। একটা পিনের খোঁচার চেয়ে বেশি কিছু না ওটা।" কাউয়ি ভাল করে দেখল ঝাঁকটা। "যদি না..."

"কি?" প্রশ্নটা কেলির।

"ব্যান-আলিদের চিহ্ন পাওয়ার পর পরই পঙ্গপালের এমন ঝাঁক হাজির হল...ব্যাপারটা কাকতালীয় হয়তো, তবু ভাল ঠেকছে না আমার কাছে।"

"নিশ্চিতভাবেই এগুলোর ভেতর কোন সম্পর্ক নেই," আনা বলল রিচার্ডের পাশ থেকে।

ম্যানুয়েল এগিয়ে এল টর-টরকে সাথে নিয়ে। জাগুয়ারটা ঘরঘর শব্দ করছে পঙ্গপালের সাথে সুর মিলিয়ে আর বিরক্তিভরে ঘুরছে তার মাস্টারের চারপাশে।

"প্রফেসর, আপনি কি মনে করছেন পঙ্গপালগুলো বিষাক্ত পিরানহাদের মতই হবে? নতুন কোন হুমকি? নতুন একটা আক্রমণ?"

কাউয়ি তাকাল বায়োলজিস্টের দিকে। "প্রথমে এখানে চিহ্নটা দেখলাম আর অদ্ভুত এক ঝাঁকের উদয় হল পরপরই।" কাউয়ি লম্বা পা ফেলে তার প্যাকের কাছে গেল। "এটা এমন এক কাকতালীয় ব্যাপার যেটাকে এড়িয়ে যাওয়া উচিত হবে না আমাদের।"

ভয়ের সাথেই কেলি বুঝতে পারল, প্রফেসরের কথাই ঠিক।

"আমার তাহলে এখন কি করতে পারি?" জারগেনসেন জিজ্ঞেস করল। তার সহকর্মী রেঞ্জার প্রাইভেট ক্যারেরা তার সাথে সাথে আকাশের দিকে চোখ রেখে চলেছে। ঝাঁকের সামনের অংশটা সন্ধ্যার আঁধারে অদৃশ্য হয়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। প্রকৃতির আঁধারের সাথে ছড়িয়ে পড়ছে উড়ে আসা অন্ধকার!

"সবার আগে নিরাপদ আশ্রয়..." উপরের দিকে তাকিয়ে বলল কাউয়ি, সরু হয়ে গেল তার চোখ দুটো। "ওরা প্রায় পৌঁছে গেছে এখানে। সবাই মশারির ভেতরে চলে যান।"

বাধা দিল জেন। "কিন্তু—"

"এখনই!" চিৎকার দিল কাউয়ি। সে আরও বেশি উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে তার ব্যাগের ভেতর হাত চালাতে শুরু করল।

"উনি যা বললেন তা করেন!" অস্ত্রটা কাঁধে ঝুলিয়ে আদেশ দিল জারগেনসেন, আসন্ন যুদ্ধে এই অস্ত্র প্রায় মূল্যহীন।

কেলি দৌড় শুরু করেছে এরইমধ্যে। সে দ্রুত তাবুসদৃশ মশারিতে ঢুকে পড়ল। ঢোকার জায়গাটা বন্ধ করে সেখানে একটা পাথর চাপা দিয়ে মশারির খোলা প্রান্ত দুটিকে আটকে দিল। কাজ শেষ করেই বিছানায় হাত-পা গুটি-সুটি মেরে পড়ে থাকল সে। চারপাশটা একবার চেয়ে দেখল। দলের অন্যরাও ঢুকে গেছে যার যার তাবুতে। প্রত্যেকটা হ্যামোক কাপড় আচ্ছাদিত দ্বীপেরর মত। ক্যাম্পের মাত্র একজন সদস্য এখনো বাইরে দাঁড়িয়ে।

"প্রফেসর কাউয়ি!" জারগেনসেন তার তাবু থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে।

"ওখানেই থাকুন!" ব্যাগের ভেতর বিক্ষিপ্তভাবে হাত চালাতে চালাতে বলল কাউয়ি।

সিদ্ধান্তহীনতায় জমে গেল জারগেনসেন। "কি করছেন আপনি!"

"কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছি।"

হঠাৎ আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। বড়-বড় ফোঁটা পাতার উপর পড়ার পরিচিত শব্দ কানে এল সবার। তবে আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে যেটা সেটা মোটেও পানি নয়–কালো রঙের বৃহদাকৃতির পোকাগুলো ডালপালার আচ্ছাদন ভেদ করে নেমে আসছে মাটির দিকে। ঝাঁকটা পৌঁছে গেছে তাদের কাছে।

কেলি দেখল একটা পোকা এসে পড়ল তার মশারির উপর। তিনইঞ্চি লম্বা প্রাণীটা। পিঠের খোলসটা তেলের মত চকচক করছে ক্যাম্পের আগুনের আলোয়। অবতরণের জায়গাটায় নিজেকে আটকানোর চেষ্টা করতেই পিঠের উপর শরীরের তিনগুন বড় আকৃতির পাখাগুলো কাঁপতে থাকল।

কেলি তার হাত-পাগুলো আরো গুটিয়ে। এর আগেও সে পঙ্গপাল আর এরকম পোকা দেখেছে কিন্তু এখনকারগুলোর মত নয়। ওদের মুখ বলতে বড় বড় দুটি চোয়াল, শূন্যে কামড় কাটছে শব্দ করে। যদিও অন্ধ তবে অনুভূতিহীন নয় এরা। লম্বা শুঁড় মশারির ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে একজোড়া ডিভাইনিং রডের মত ঘোরাচ্ছে এদিক-ওদিক। ওটার আরেক জ্ঞাতি ভাই ধপ করে এসে পড়ল মশারির উপরিভাগে।

একটা আর্তচিৎকার তার মনোযোগ কাউয়ির দিকে নিয়ে গেল। প্রফেসর তার থেকে মিটার পাঁচেক দূরে, এখনো ঝুঁকে আছে আগুনের দিকে। সে একটা পঙ্গপাল জোরে থাবা দিয়ে ফেলে দিল বাহু থেকে।

"প্রফেসর!" চিৎকার দিল জারগেনসেন।

"যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন।" চামড়ার দড়ি দিয়ে বাধা একটি ছোট ব্যাগ খোলায় ব্যস্ত সে।

কেলি দেখল তার বাহুতে পঙ্গপাল কামড়ালে সেখান থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে। এতটা দূর থেকেও সে পরিস্কার বুঝতে পারছে ক্ষতটা বেশ গভীর। মনে মনে প্রার্থনা করল পোকাগুলো যেন পিরানহাদের মত বিষাক্ত না হয়।

কাউয়ি আরও ঝুঁকে গেল আগুনের কাছে, উজ্জ্বল আর রক্তিম হয়ে উঠল তার অবয়ব। কিন্তু মনে হল আগুনের তীব্রতা এবং ধোঁয়া পোকাগুলোকে কিছুটা হলেও কোণঠাসা করে রাখতে পারছে। চারপাশের পুরো জঙ্গলজুড়ে পঙ্গপাল ছুটে বেড়াচ্ছে, গুঞ্জন করছে। প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথেই বাড়ছে ওদের সংখ্যা।

"মশারি ছিঁড়ে ভেতরে চলে আসছে ওরা!" ভয়ে কেঁদে উঠল জেন।

কেলি মনোযোগ ফিরিয়ে আনল তার সামনের পোকাটার দিকে। প্রথম আক্রমণকারীটি ওটার শুঁড় গুটিয়ে নিয়েছে, নিশ্চিত বোঝা যাচ্ছে মশারি কাটতে শুরু করেছে ওটা। সুতোর বুননগুলো ছিঁড়ে ফেলছে ধাঁরালো দাঁত বসানো চোয়াল দিয়ে। বড়সড় একটা ছিদ্র করে ভেতরে ঢোকার আগেই হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে আঘাত করল কেলি। ছিটকে পড়ে গেল ওটা, তবে মরল না। অন্তত মশারিটা নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচল। এবার ঝুলতে থাকা বাকি পোকাটার পেছনে লাগল সে।

"চড় দিয়ে ফেলে দিন ওগুলোকে!" সবার উদ্দেশে চিৎকার দিয়ে বলল সে। "মশারি ছিঁড়ে ভেতরে আসার কোন সুযোগ দেবেন না।"

আরো একটা চিৎকার ভেসে এল কাছ থেকেই। "শালা!" লোকটা ম্যানুয়েল। জোরে একটা চড়ের শব্দ হল, সাথে ভেসে এল আরও কিছু গালিগালাজ।

কেলি ভাল করে তাকে দেখতে পারছে না হ্যামোকটা তার পেছনে। "আপনি ঠিক আছেন?"

"একটা নিচ থেকে বেয়ে উঠেছিল!" জোরে বলল ম্যনুয়েল। "সবাই সাবধান! হারামিগুলোর কামড় মারাত্মক। লালা লাগলেই জ্বলছে অ্যাসিডের মত।"

আবারও কেলি প্রার্থনা করল পোকাগুলো যেন বিষাক্ত না হয়। সে ঘুরে ম্যানুয়েলকে দেখার চেষ্টা করল। সর্বোচ্চ যা দেখতে পেল, টর-টরটা তার মাস্টারের তাবুর চারপাশে হাটছে, পোকার ঝাঁক তাকে ঘিরে ফেলেছে চারদিক থেকে। তবে মনে হচ্ছে জাগুয়ারটার শরীরের পশম আর মোটা চামড়া কাজ করছে প্রাকৃতিক বর্ম হিসেবে। একটা পোকা গিয়ে বসল ওটার নাকের উপর কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিল প্রাণীটা।

এরইমধ্যে পুরো জায়গাটা ভরে উঠেছে পাখার গুঞ্জনে। এমন নিরবিচ্ছিন্ন ভনভন শব্দে কেলির মাথা ঝালাপালা হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যেই ওদের উপস্থিতি আরও বেড়ে গেলে তাবু থেকে বাইরের দৃশ্য দেখাটা কঠিনই হয়ে পড়ল। মনে হচ্ছে যেন কালো কুয়াশার একটা ঘুর্ণি নেমে আসছে তাদের দিকে। সবকিছু ছেয়ে আছে পোকায়। কামড়ে-ছিঁড়ে নিচ্ছে সামনে যা পাচ্ছে। কেলি আবারো মানোযোগ দিল পোকাগুলো তাড়ানোর কাজে, কিন্তু খুব দ্রুতই এটা পাল্টা আক্রমণের কারণে ব্যর্থ মিশনে পরিণত হল। পোকাগুলো সব জায়গা থেকেই ছুটে আসছে। ওদের সাথে যুদ্ধ করার সময় কপাল থেকে ঘাম গড়িয়ে পড়ল চোখের উপর। আতঙ্ক আরও বেড়ে গেল তার। সে সামনে ঝুলতে থাকা একটা পোকাকে সাই করে উড়িয়ে দিয়ে ভাবল এদের সাথে কোনভাবেই পারবে না। হাল ছেড়ে দিতে হবে। ঠিক তখনই তার চোখে ভেসে উঠল জেসি। মেয়েটা শুয়ে আছে হাসপাতালের বিছানায়। বাহু দুটো প্রসারিত করে দিয়েছে তার বহুদিন না-দেখা মায়ের জন্য, কাঁদছে মা-মা বলে। "না!" আরও আক্রমণাত্মকভাবে পোকাগুলো ঝাড়তে শুরু করল সে, হাল ছেড়ে দেবার প্রশ্নই ওঠে না।

আমি এখানে মরতে চাই না...এভাবে জেসিকে না দেখে মরতে চাই না!

সূক্ষ্ম কাটার মত কিছু একটা বিঁধল তার উরুতে। হাতের তালু দিয়ে পিষে ফেলল

পোকাটাকে। আরেকটা এসে পড়ল তার বাহুতে। তীব্র বিরক্তিতে ঝেড়ে ফেলল সেটা। তৃতীয় একটা ঝুলতে থাকল তার চুলে। যুদ্ধ করতে করতে ঝড়ের মত চিৎকার তৈরি হল তার বুকের ভেতরে যেটা বেরিয়ে আসতে চাইছে তীব্র বেগে। তার তাবুটা ছিঁড়ে গেছে। ক্যাম্পের অন্যান্য জায়গা থেকেও ভেসে আসছে কান্নার শব্দ। তীব্র আক্রমণের শিকার তারা সবাই।

তারা সবাই হেরে যাচ্ছে!

জেসি! একটা পঙ্গপালকে গলা থেকে ঝেড়ে ফেলে অস্ফুটস্বরে বলল কেলি। *আমি পারলাম না, বেবি। সরি!* আরেকটা হুল ফুঁটল তার হাটুর নিচে। বৃথাই লাথি দিল সে। চোখ দিয়ে যন্ত্রণা আর হতাশায় পানি ঝরছে। খুব শীঘ্রই দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হল তার। কাশছে সে, গলাটা আটকে আসছে। চোখেও তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে। তীব্র গন্ধে দম বন্ধ হবার যোগার হল। বার্নিশ মিশ্রিত মিষ্টি একগন্ধ, মনে হচ্ছে কোন ফায়ারপ্লেসে সবুজ দেবদারু গাছের কাঠ পোড়ান হচ্ছে। আবার কাশল। *কি ঘটছে চারপাশে!*

অশ্রুসিক্ত চোখ দুটো দিয়ে সে দেখল পঙ্গপালের ঘণ ঝাঁকটা পাতলা হয়ে গেছে। যেন কোন ঝোড়ো বাতাসে উড়ে যাচ্ছে ওরা। ঠিক সোজাসুজি সামনে, ক্যাম্পের আগুনটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে দেখল কাউয়ি দাঁড়িয়ে আছে আগুন থেকে খানিকটা দূরে, বড় একটা পামগাছের পাতা দোলাচ্ছে আগুনের উপর, ফলে ওটা থেকে আরও গাঢ় ধোঁয়া বের হচ্ছে।

"টক-টক পাউডার!" কাউয়ি বলল তাকে। তার সারা শরীর রক্তাক্ত পোকাগুলোর কামড়ে। "মাথাব্যথার একটি ওষুধ...কিন্তু যখন পোড়ান হয় তখন শক্তিশালী পোকা-নাশকের কাজ করে।"

তার মশারির গায়ে যে পঙ্গপালগুলো আটকে ছিল সেগুলো উড়তে শুরু করল জায়গা ছেড়ে। কেলির অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল নাথান তাকে বলেছিল, কিভাবে ইন্ডিয়ানরা তাদের জমির সীমানা নির্ধারণ করার জন্য বাশের টর্চ ব্যবহার করে, আর তাতে একরকম পাউডার পোড়ায় পোকা-নাশক হিসেবে, তাদের ফসলাদি রক্ষা করতে। সে মনে মনে ইন্ডিয়ানদের এমন আসাধারণ উদ্ভাবনকে ধন্যবাদ দিল।

যখন পঙ্গপালোর সংখ্যা দ্রুত কমে এল, কাউয়ি হাত ইশারা করল তার দিকে, তারপর সবাইকে। "চলে আসুন এখানে!" বলল সে। "তাড়াতাড়ি!"

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে হ্যামোক থেকে নামল কেলি, বেরিয়ে এল মশারি থেকে যেটা এখন ছিন্নভিন্ন ন্যাকড়াসদৃশ। মাথা নিচু রেখে আগুনের কাছে পৌছাল সে। পেছনে অনুসরণ করল অন্যেরা। মিষ্টি গন্ধের আতিশয্যের কারণে দম বন্ধ হয়ে আসছে সবার, কিন্তু পোকাগুলো দূরে সরে গেছে। ছত্রভঙ্গ হলো না পঙ্গপালের ঝাঁকটা এখনো ভারি গুঞ্জন মাথার উপর ঘুরছে কালোমেঘের মত। দু-একটা কিছুক্ষণ পর পর ছুটে নেমে আসছে তাদের দিকে বোমারু বিমানের মত কিন্তু পিছু হটে যাচ্ছে ধোঁয়ার কারণে।

"কিভাবে জানলেন আপনি, ধোঁয়ায় কাজ হবে?" জারগেনসেন জিজ্ঞেস করল।

"জানতাম না। মানে নিশ্চিত ছিলাম না আর কি।" একটু দম নিল কাউয়ি, ব্যাখ্যা

করতে করতে পাম পাতাটা নাড়িয়ে গেল সে। "জঙ্গলের ঐ ব্যান-আলির জ্বলন্ত সিম্বল...ওটার ধোঁয়ার পরিমাণ আর গন্ধটা দেখে আমি চিন্তা করলাম এটা কোন ধরনের সংকেত হতে পারে।"

"ধোঁয়ার একটা সংকেত?" জিজ্ঞেস করল জেন।

"না, গন্ধের সংকেত থেকেও বেশি কিছু," বলল কাউয়ি। "কিছু একটা ছিল ঐ ধোঁয়ায় যা এই পঙ্গপালগুলোকে টেনে এনেছে এখানে।"

এমন মন্তব্য শুনে ঘোঁৎ করে উঠল ম্যানুয়েল। "ফেরোমোন বা ওরকম কোন কিছু?"

"সম্ভবত, আর এই পুচকে বজ্জাতগুলোকে এমন কিছু করা হয়েছে যে, এখানে একবার আসার পর যেন আশেপাশের সবকিছুই ধ্বংস করে দেয় পুরোপুরি।"

"তার মানে আপনি যা বলছেন তার অর্থ হল মৃত্যুর জন্য আমাদেরকে চিহ্নিত করে দেয়া হয়ে গেছে," মন্তব্য করল আনা। "পঙ্গপালগুলোকে এখানে পাঠান হয়েছে একটা উদ্দেশ্যে?"

মাথা নেড়ে সায় দিল কাউয়ি। "এই একই ব্যাপার হয়তো ঘটেছে ঐ পিরানহাদের ক্ষেত্রেও, কিছু একটা অবশ্যই তাদেরকে টেনে এনেছিল গ্রামটির দিকে, হয়তো আরেকটা ঘ্রাণের উপস্থিতির কারণে। পানিতে এমন কিছু মেশানো হয়েছিল যার জন্যে মাছগুলো শাবানোর দিকে চলে এসেছিল।" মাথা ঝাঁকাল সে। "আমি পুরোপুরি নিশ্চিত। তবে দ্বিতীয় বারের মত ব্যান-আলি আমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য জঙ্গলকে লেলিয়ে দিয়েছে।"

"তাহলে এখন কি করব আমরা?" জিজ্ঞেস করল জেন। "সকাল পর্যন্ত কি পাউডারটা থাকবে?"

চারপাশের অন্ধকারময় ঝাঁকের দিকে তাকাল কাউয়ি। "না।"

রাত ৮:০৫

নাথান ক্লান্ত হয়ে গেছে তর্ক করতে করতে। সে, ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান আর ফ্রাঙ্ক এখনো তর্কের মাঝেই ঘুরপাক খাচ্ছে যেটা চলছে গত পনের মিনিট ধরে।

"আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে, দেখতে হবে কি হচ্ছে ওদিকে," জোর দিয়ে বলল সে। "অন্তত একজনকে পাঠান ওদের অবস্থা দেখার জন্য। সে ওখানে গিয়ে আবার ফিরে আসতে পারবে সকালের আগেই।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওয়াক্সম্যান। "ওগুলো পঙ্গপাল ছাড়া কিছুই না, ডা. র‍্যান্ড। তারা কোন রকম ক্ষতি না করেই উড়ে গেছে আমাদের উপর দিয়ে। কি দেখে আপনার মনে হল বাকিরা বিপদে আছে?"

ভ্রু কুঁচকাল নাথান। "কোন প্রমাণ নেই আমার কাছে, শুধু মন বলছে তাই বললাম। সারা জীবন জঙ্গলে কাটিয়েছি আমি, সে হিসেবে বলতে পারি পঙ্গপালের এমন ঝাঁক সৃষ্টি হওয়াটা অস্বাভাবিক।"

ফ্রাঙ্ক প্রথম দিকে নাথানের পক্ষে ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে রেঞ্জারদের দেখ-কি-হয় এই

যুক্তির দিকেই ঝুঁকে গেল সে। "আমার মনে হয় ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যানের পরিকল্পনাটা বিবেচনা করা উচিত আমাদের। প্রথম কাজ আগামীকাল সকালে যখন স্যাটেলাইটটা মাথার উপর আসবে, আমরা একটা মেসেজ রিলে করে দেব অন্য দলটার কাছে, নিশ্চিত হব তারা ঠিক আছে কিনা।"

"পাশাপাশি," যোগ করল ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান, "রেঞ্জারদের সংখ্যা এখন ছয়জনে নেমে এসেছে, এখন আরও দু-জন এই ব্যর্থ মিশনে পাঠিয়ে ঝুঁকি নেব না আমি, যেখানে আসলেই বিপদের কোন গন্ধ নেই।"

"আমি একাই যাব," একটা হাত মুঠি করে বলল নাথান।

"আমি তা মেনে নেব না," প্রস্তাবটি বাতিল করে দিল ওয়াক্সম্যান। "আপনি বিপদের মাঝে ঝাঁপ দিচ্ছেন, ডা. র‍্যান্ড। সকাল হলেই আপনি দেখবেন তারা ঠিক আছে।"

ক্যাপ্টেনের দুর্দমনীয় মনোভাবকে নমনীয় করতে নাথান চেষ্টা করছে অন্য কোন উপায় খুঁজতে। "তাহলে অন্তত একটা রেডিও দিন আমায়। তাদের ধারে-কাছে কোথাও গিয়ে যোগাযোগ করতে পারি কিনা দেখি। আপনার পার্সোনাল রেডিওটার রেঞ্জ কত?"

"ছয় বা সাত মাইলের মত হবে।"

"আমরা তো মোটামুটি পনের মাইলের মত এসেছি। তার মানে আট মাইল পেছনে যেতে হবে ওদের নাগাল পেতে। মাঝরাতের আগেই ফিরে আসতে পারব আমি।"

ওয়াক্সম্যান ভ্রু কুঁচকাল।

নাথানের দিকে এক পা এগিয়ে এল ফ্রাঙ্ক। "যাই হোক...প্রস্তাবটা কিন্তু মন্দ নয়, ক্যাপ্টেন।" তার বোনকে সে ফেলে এসেছে জঙ্গলে। এখন পর্যন্ত বোনকে নিয়ে দুশ্চিন্তা আর ওয়াক্সম্যানের যৌক্তিক সতর্কতাপূর্ণ মনোভাবের মাঝে সামঞ্জস্য করে আসছে, চেষ্টা করছে আবেগবর্জিত অপারেশন লিডার হতে, নিজস্ব দূর্বলতাকে সংযত রাখতে।

"আমি নিশ্চিত ওরা হয়তো ঠিকই আছে," দ্রুত বলল নাথান। "কিন্তু আরও একটু সতর্ক হওয়াতে ক্ষতি কি?...বিশেষ করে গত দুই দিন পর।"

এবার মাথা নেড়ে সায় দিল ফ্রাঙ্ক।

"আমাকে শুধু একটা রেডিও দেয়া হোক," বলল নাথান। "আর কিছু দরকার নেই।"

বিরক্তিভরা দম ছেড়ে হার মানল ওয়াক্সম্যান। "কিন্তু আপনি একা যাচ্ছেন না।"

একটা চিৎকার দিতে গিয়েও চেপে রাখল নাথান। *অবশেষে...*

"আপনার সঙ্গে একজন রেঞ্জার যাবে।"

"এটাই ভাল..." ফ্রাঙ্ককে মনে হল স্বস্তির সাগরে ঝাঁপ দিয়েছে। নাথানের দিকে ফিরল সে, চোখে তার কৃতজ্ঞতা।

ঘুরে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান। "কর্পোরাল র‍্যাকজ্যাক! একটু এদিকে আসুন!"

রাত ৮:২৩

ম্যানুয়েল এবং অন্যান্যরা আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, ধোঁয়ার ভরে আছে তাদের চারপাশ। পাউডারের ধোঁয়াটা নিয়ন্ত্রনে রেখেছে পঙ্গপালদের। আশপাশজুড়ে ঘুরপাক

খাচ্ছে ঝাঁকটা, যেন কালো একটা পরিধির ফাঁদে ফেলেছে মানুষগুলোকে। অনেকক্ষণ ধরে আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকার কারণে চোখ জ্বালা করছে ম্যানুয়েলের। প্রফেসরের টক-টক পাউডারটা কতক্ষণ টিকবে আর? এরইমধ্যে পাতলা হয়ে এসেছে ধোঁয়াটা।

"এটা নিন!" পেছন থেকে বলল কেলি। দুই ফিটের মত লম্বা একটি বাঁশ এগিয়ে দিল আগুনের পাশে স্তূপ করে রাখা জ্বালানি থেকে নিয়ে, তারপর প্রফেসরের সাথে হাঁটু ভেঙে বসে কাজ করতে শুরু করে দিল। ইন্ডিয়ান শামান অবশিষ্ট টক-টক পাউডারটুকু দিয়ে সর্বশেষ বাঁশটি প্রস্তুত করছে জ্বালাবার জন্য।

ম্যানুয়েল ভীত-সন্ত্রস্তভাবে পা নাড়ল। শেষ বাঁশটা প্রস্তত করে উঠে দাঁড়াল কেলি এবং কাউয়ি। আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে ম্যানুয়েল। সবাই ঠিক জায়গামত প্যাকটা ঝুলিয়ে নিয়েছে, আর ছোট্ট এক টুকরো বাঁশ ধরে আছে।

"ওকে," জারগেনসেন বলল। "রেডি?"

কোন উত্তর দিল না কেউই। সবার চোখেই প্রতিফলিত হচ্ছে আতঙ্ক।

মাথা নেড়ে সায় দিল জারগেনসেন। "টর্চগুলোয় আগুন জ্বালান।"

দলবদ্ধভাবে প্রত্যেকেই হাতে ধরে রাখা বাঁশের আগাগুলো ক্যাম্পের আগুনে ছোঁয়ালে পাউডারটা জ্বলতে শুরু করল। বাঁশগুলো যখন সবাই উঁচু করে ধরল তখন তাদের মশালগুলো থেকে গাঢ় ধোঁয়ার কুণ্ডুলি পাকিয়ে উঠতে থাকল উপরে।

"কাছাকাছি রাখুন সবগুলোকে, তবে অনেক উঁচুতে ধরে," নির্দেশনা দিল কাউয়ি, নিজের মশালটা উঁচু করে ধরে দেখিয়ে দিল সবাইকে। "দ্রুত এগোতে হবে আমাদের।"

ঢোক গিলল ম্যানুয়েল। পঙ্গপালদের ঘূর্ণায়মান ঝাঁকটার দিকে তাকাল সে। মাত্র দুটো কামড় খেয়েছে কিন্তু এখনও যন্ত্রণা করছে ক্ষতস্থানগুলো। টর-টর তার পাশে দাঁড়িয়ে মৃদুভাবে ঠেলছে তাকে, বুঝতে পারছে বাতাসে বিপদের গন্ধ।

"কাছাকাছি রাখুন সবগুলো," আগুন থেকে সরে গিয়ে অপেক্ষমান ঝাঁকটার দিকে এগিয়ে যেতেই ফিসফিস করে বলল কাউয়ি। পরিকল্পনাটা হল টর-টর পাউডার মেশানো মশালগুলো দিয়ে ঝাঁকটাকে ছত্রভঙ্গ করে কোণঠাসা করে ফেলা। যাতে করে জায়গা ছেড়ে পালায় ওরা। কাউয়ি যেমনটা বলে দিয়েছে প্রথমে, "পঙ্গপালগুলোকে নির্দিষ্ট এই জায়গাতে আনা হয়েছে ব্যান-আলির সিম্বলে লেপ্টে থাকা তৈলাক্ত পদার্থটুকু পুড়িয়ে। এখন যদি আমরা এই বিশেষ জায়গা ছেড়ে বেশ দূরে চলে যেতে পারি, হয়তো ওদের হাত থেকে মুক্তি পাব।"

পরিকল্পনাটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই তাদের। শামানের পাউডার ফুরিয়ে যাচ্ছে, যেটুকু আছে তা দিয়ে ক্যাম্পের আগুন এক থেকে দু-ঘন্টার বেশি জ্বালিয়ে রাখা যেতো না। পাশাপাশি পঙ্গপালগুলোকেও নাছোড়বান্দা মনে হচ্ছে, কোনভাবেই জায়গাটা ছেড়ে যাচ্ছে না। সুতরাং তাদেরকেই এলাকা ছেড়ে যেতে হবে।

"আসো, টর-টর," ম্যানুয়েল অনুসরণ করছে কর্পোরাল জারগেনসেনকে। তাদের দলটা এগোচ্ছে ঘণ সন্নিবেশিতভাবে, টর্চগুলো উঁচু করে ধরে। ম্যানুয়েলের কানে তালা লাগার জোগার হল পোকাগুলোর গুঞ্জনে। সে হাটছে আর প্রার্থনা করছে যেন কাউয়ির

অনুমান সঠিক হয়। কেউ কথা বলছে না। দলটা পা টিপে টিপে ধীর গতিতে হাটছে পশ্চিম দিকে, অন্যদলটা ঠিক যে পথে এগিয়েছে। এটাই তাদের একমাত্র ভরসা এখন। পেছনে তাকাল ম্যানুয়েল। আরামদায়ক উষ্ণ আলো ছড়াতে থাকা ক্যাম্পফায়ারকে দেখে মনে হচ্ছে আগুনের দূর্বল দিপ্তী। মাটিতে ঘুরে বেড়ানো কিছু পঙ্গপাল পা দিয়ে পিষে ফেলল ম্যানুয়েল। কয়েক মিনিট পরই ধীরে দলটা ঢুকে গেল ঘন জঙ্গলে কিন্তু পঙ্গপালের যে মেঘ তার কোন শেষ প্রান্ত দেখা গেল না। এখনো মাথার উপরে ঝাঁক বেধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবদিকেই নজর রাখতে হচ্ছে দলের সবাইকে। পঙ্গপাল ঘিরে আছে সবদিকেই। ভন ভন করছে বাতাসে, আস্তরণ হয়ে ঢেকে আছে গাছের গুড়িগুলো। ধারালো দাঁতগুলো আঁচড় কাঁটছে গাছের গায়ে। শুধুমাত্র ধোঁয়াই দূরে রাখতে পারছে ওদের। ম্যানুয়েল টের পেল তার প্যান্টের নিচের দিকে কিছু একটা সুরসুরি দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল পঙ্গপালটিকে। সময় যতো গড়াচ্ছে আরও ঘণীভূত হচ্ছে পোকাগুলো।

"আমার মনে হয় ওদের ঝাঁকটার মাঝামাঝিতে আছি এখন," মৃদুস্বরে বলল কাউয়ি।

"কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমাদের অনুসরণ করছে," আনা বলল।

গতি একটু কমাল কাউয়ি, চোখ দুটো সরু হল তার। "আমি বুঝতে পারছি ঠিক বলছেন আপনি।"

"এবার তাহলে কি করব আমরা?" ফিসফিস করে বলল জেন। "এই মশালগুলো তো খুব বেশিক্ষণ জ্বলবে না। এখন যদি দৌড় দেই তাহলে হয়তো আমরা–"

"থামুন...আমাকে ভাবতে দিন একটু!" ধমকের সুরে বলল কাউয়ি। সে ঝাঁকটার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল : "ওরা কেন আসছে আমদের পেছনে? যেখানে ওদেরকে ডেকে আনা হয়েছিল সেখানেই আটকে থাকছে না কেন ওরা?"

দলের একেবারে পেছন থেকে ক্যারেরা আস্তে করে বলল, "ওরা হয়তো সেই পিরানহাদের মত কোন প্রাণী। একবার এখানে আসার পর আমাদের গন্ধ পেয়ে গেছে। আমাদেরকে অনুসরন করতে থাকবে ওরা যতক্ষণ না আমাদের ভেতর থেকে দু-একজন শেষ না হচ্ছে।"

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল ম্যানুয়েলের মাথায়। "তাহলে ব্যান-আলি যা করেছে তাই কেন করছি না আমরা?"

"কি বলতে চাইছেন?" কেলি বলল।

"হারামিগুলোকে আরও ভাল কিছু দেয়া যাক। আমাদের রক্তের পেছনে ছুটে আসার চেয়েও মজার কিছু।"

"কি সেটা?"

"ঐ একই ঘ্রাণ যেটা পঙ্গপালগুলোকে এতদূরে টেনে এনেছে।' কর্পোরাল জারগেনসেন এবং আমি আগুনটা নিভিয়ে দিয়েছিলাম যেটা ধোঁয়াটে ফেরোমোন বা ওরকম কিছু একটা তৈরি করছিল, কিন্তু জ্বালানীটা এখনো আছে ওখানে।" সে হাত তুলে জায়গাটা দেখাল।

মাথা নেড়ে সায় দিল জারগেনসেন। "ঠিক বলেছে ম্যানুয়েল। যদি আবারো ওটা জ্বালাতে পারি আমরা..."

উজ্জ্বল হয়ে উঠল কাউয়ির চোখমুখ। "তাহলে নতুন ধোঁয়া এই ঝাঁকটাকে আমাদের থেকে দূরে রাখবে, আটকে রাখবে ওখানে, ঠিক সেই মুহূর্তে পালিয়ে যাব আমরা?"

"ঠিক তাই," বলল ম্যানুয়েল।

"তহলে এটাই করা যাক," জেন বলল। "শুধু শুধু অপেক্ষা করছি কেন?"

সামনে এগিয়ে এল জারগেনসেন। "এমন টিমটিমে মশাল নিয়ে সময় কিন্তু খুব বেশি পাওয়া যাবে না। সবাই একেবারে ফিরে গিয়ে ঝুঁকি নেওয়ার কোন মানে হয় না।"

"কি বলছেন আপনি?" জিজ্ঞেস করল ম্যানুয়েল।

সামনে দেখাল জারগেনসেন। "আপনারা সবাই একত্রে রাস্তাটা ধরে এগিয়ে যাবেন আর আমি ফিরে গিয়ে আগুনটা ধরিয়ে দেব।"

এগিয়ে এল ম্যনুয়েল। "আমিও যাব আপনার সাথে।"

"না। কোন সিভিলিয়ানকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলব না আমি।" জোর দিয়ে বলল জারগেনসেন। "তাছাড়া আমি একা কাজটা করলে খুব দ্রুত করতে পারব।"

"কিন্তু—"

"আমরা সময় এবং পাউডার দুটোই আপচয় করছি," চিৎকার দিয়ে বলল কর্পোরাল। সে ঘুরল তার সহকারী রেঞ্জারের দিকে। "ক্যারেরা, এখান থেকে দূরে নিয়ে যান সবাইকে। দ্রুত। ওখানে আগুন জ্বালানোর পর পরই আমি আপনাদের কাছে চলে আসতে পারব।"

"জি, স্যার।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জারগেনসেন ঘুরে দাঁড়িয়েই দ্রুত পদক্ষেপে হাটা ধরল ক্যাম্পের দিকে। হাতের মশালটা উঁচু করে ধরা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার অবয়বটা ডুবে গেল ঝাঁকের ভেতর। শুধুমাত্র পিট পিট করা আলোয় কিছুটা বোঝা যাচ্ছে তার অবস্থান। কিছুক্ষণ পর সেটাও অদৃশ্য হয়ে গেল কুণ্ডুলি পাকিয়ে ঘুরতে থাকা ঘন পঙ্গপালের ঝাঁকের আড়ালে।

"চলুন সবাই!" ক্যারেরা বলল।

ঘুরে দাঁড়াল দলটি, আবারো চলতে শুরু করল রাস্তা ধরে। মনে মনে সফলতা কামনা করল ম্যানুয়েল। শেষবারের মত পেছনে একবার দেখে নিয়ে বাকিদের অনুসরন করল সে।

জারগেনসেন ছুটে যাচ্ছে পোকার আস্তরণ ভেদ করে। তার হাতে একটামাত্র মশাল থাকার কারণে পোকারা বেশি পরিমাণে জড়ো হচ্ছে তার চারপাশে। বড় সড় কিছু পোকা তাকে কামড়েছে কয়েক দফায় কিন্তু সেই যন্ত্রণাকে আমলেই নেয় নি সে। একজন রেঞ্জারকে অনেক কঠিন প্রশিক্ষণের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। বিভিন্ন রকম পরিবেশে তাদেরকে মানিয়ে নেবারও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়—পহাড়ে, জঙ্গলে, জলমগ্ন বনে, তুষার আর মরুভূমিতে। কিন্তু আমাজনের মতো বন আর এরকম অসহ্য মাংসখেকো পোকার ঝাঁকের ভেতর দিয়ে নয় কখনও।

অস্ত্রটা কাঁধে ঝুলিয়ে পিঠে ঝোলান ব্যাগটা আরও উচুঁ করে ধরল একই সাথে দৌড়ানোর সুবিধার জন্য আর বর্ম হিসেবে ওটা ব্যবহার করে পেছনের পোকাগুলো থেকে নিজেকে বাঁচাতে। যদিও সে আতঙ্কিত, একটা অদ্ভুত জয়ের নেশায় রক্ত গরম হয়ে উঠল তার। এটাই সেই কারণ যার জন্য সে রেঞ্জারদের দলে নাম লিখিয়েছে। নিজেকে প্রমাণ করার মোক্ষম সময় এখন। সত্যিকারের অ্যাকশানে অভিজ্ঞতার স্বাদ পাচ্ছে সে। মিনেসোটার এক পশ্চদপদ এলাকার কয়টা কৃষক-ছেলের এটা করার সুযোগ আছে?

সে তার মশালটা সামনের দিকে ঠেলে ধরে ছুটতে থাকল দ্রুত। "মর শালারা!" চিৎকার দিল সে পঙ্গপালদের উদ্দেশ্যে।

ভনভন করতে থাকা পঙ্গপালের আস্তরণে ঢাকা মাটির উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে জারগেনসেন। পরিত্যাক্ত ক্যাম্পফ্যায়ারটাই তর গন্তব্য। ব্রাজিল নাট-গাছটার চারপাশে ঘুরে এল সে, ব্যান-আলির জ্বলন্ত চিহ্নটা যেখানে আঁকা আছে সেদিকে হাটা ধরল এবার। অনেকটা অন্ধের মতই জায়গাটা অতিক্রম করে গেল সে না দেখেই, তারপর দ্রুত ফিরে এল সেখানে। হাটু ভেঙে বসে পড়ল চিহ্নটার পাশে। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"

জারগেনসেন মশালটাকে নরম মাটিতে গেঁথে দিল, তারপর মাটি আর পঙ্গপালে ঢেকে যাওয়া বার্নিশসদৃশ পদার্থ দিয়ে আঁকা চিহ্নটি বের করতে শুরু করল সে। জায়গাটার উপর পঙ্গপালের পুরু আস্তরণ পড়ে আছে। ওগুলো হাত দিয়ে সরাতেই বেশ কয়েকটা কামড় খেতে হল তাকে। আরও একটু ঝুঁকতেই চাপা পড়ে থাকা শেষ ধোঁয়াটুকু তার নাকে প্রবেশ করল–তীব্র আর কটু। প্রফেসরের কথাই ঠিক, এটা নিশ্চয়ই পঙ্গপালদের আকৃষ্ট করেছে।

দ্রুততার সাথে আসল চিহ্নটার উপর থেকে আবর্জনা সরাতে লাগল জারগেনসেন, সে জানে না কি পরিমাণ কালো তেল পোড়ানো লাগবে ঝাঁকটার মনোযোগ এদিকে নিয়ে আসতে, কিন্তু তারপরও সে কোন ঝুঁকি নেবে না এখন। দ্বিতীয় বারের মত এখানে ফিরে আসার কোন ইচ্ছে তার নেই। হাটুর উপর ভর দিয়ে ঝুঁকে কাজ করতে করতে আঁঠাল কালো তেলটা হাতে মেখে গেল। চিহ্নটা নিয়ে দ্রুত কাজ করে যাচ্ছে সে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সর্পিল আকারের চিহ্নটার অর্ধেকাংশ দেখা গেল। খুশি হয়ে সোজা হয়ে বসল, একটা বিউটেন লাইটার জ্যাকেট থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আগুন জ্বালাল। লাইটারটা নিচু করল সে তেলের দিকে। "এই তো...জ্বলে ওঠ, বেবি।"

তার প্রার্থণা মঞ্জুর হল। তেলটায় জ্বলে উঠল আগুন। আসলেই পদার্থটা এতই দাহ্য যে হঠাৎ করে আগুন ধরে বসল তার তৈলাক্ত হাতের আঙুলে। লাইটারটা ফেলে দিয়ে দ্রুত হাতটা সরিয়ে নিল জারগেনসেন। পুড়ে যাচ্ছে তার আঙুলগুলো। "ধ্যাত্!"

সে অন্য দিকে ঘুরে হাতটা নরম মাটিতে চেপে ধরল আগুন নেভানোর জন্য। এটা করতে গিয়ে দূর্ঘটনাবশত তার কনুইয়ের খোঁচা লাগল পাশে পুতে রাখা বাঁশের মশালে। পড়ে গেল ওটা কাছের ঝোঁপের উপর, আগুন ছড়িয়ে পড়ল একটা অর্ধবৃত্তাকার পথে। আশ্রাব্য শব্দ বেরিয়ে এল জারগেনসেনের মুখ দিয়ে। মুহূর্তেই মশালটা গর্ত করে যে

পাউডারটুকু রাখা ছিল তা ছিটকে পড়ল মাটি এবং ছোট গাছের উপর। হিসহিস শব্দ হল। মশালের অগ্রভাগটা জ্বলছে লাল শিখায় কিন্তু ওটা থেকে কোন ধোঁয়া বেরুচ্ছে না।

ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়াল জারগেনসেন। তার পেছনে ব্যান-আলির সিম্বলটা জ্বলছে উজ্জ্বলভাবে, ঝাঁকটাকে ডাকছে খাবারের দিকে।

"হায় ঈশ্বর!"

প্রথম চিৎকারটা শুনতে পেল কেলি। একটা ভয়ঙ্কর শব্দ প্রত্যেককে যার যার জায়গায় বরফের মত জমিয়ে দিল সেটা।

"জারগেনসেন..." ঝটপট ঘুরে বলল প্রাইভেট ক্যারেরা।

কেলি ছুটে গেল রেঞ্জারের পাশে।

"ফিরে যেতে পারি না আমরা," রাস্তা ধরে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে বলল জেন।

দ্বিতীয় আরেকটি ভয় জাগানো আর হতবুদ্ধিকর চিৎকার ধ্বনিত হল জঙ্গল থেকে। কেলি লক্ষ্য করল পঙ্গপালের ঝাঁকটা হঠাৎ করে যেতে শুরু করেছে তাদের চারপাশ থেকে, ফিরে যাচ্ছে ক্যাম্পের আগের জায়গায়।

"ওরা চলে যাচ্ছে!" প্রফেসর কাউয়ি তার পেছন থেকে বলে উঠল। "কর্পোরাল সফল হয়েছে সিম্বলটা আবারো জ্বালাতে।"

এরইমধ্যে যন্ত্রণাকাতর কান্নার শব্দটা আসতে শুরু করেছে নিরবিচ্ছিন্নভাবে, চিৎকারের ধ্বনিটা দীর্ঘ আর বন্য। কোন রক্তমাংসের মানুষ এমন চিৎকার করতে পারে না।

"তাকে আমাদের সাহায্য করতে যেতে হবে," ম্যানুয়েল বলল।

ক্যারেরা তার খালি হাতটা দিয়ে ফ্লাশ-লাইট জ্বালিয়ে আলোটা ক্যাম্পের দিকে ফেললল সে। পনের মিটারের মত দূরে পঙ্গপালের ঝাঁকটা এত ঘণীভূত যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। "সময় বেশি নেই এখন," বলল সে নরমস্বরে, উঁচু করল মশালটা। নিভে যাবার আগে পটপট শব্দ শুরু করে দিয়েছে ওটা এরইমধ্যে। "আমরা জানি না জারগেনসেন কতোক্ষণের জন্য ওদের মনোযোগ ওদিকে সরাতে সক্ষম হবে।"

ম্যানুয়েল ঘুরল তার দিকে। "অন্তত একটা বার চেষ্টা করে দেখি আমরা। হয়তো এখনো বেঁচে আছে সে।"

ঠিক তখনই দূরের কান্নার শব্দটা ম্লান হয়ে এল। ক্যারেরা মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে মাথা দোলালো আক্ষেপে।

"দেখুন!" একটা হাত উঁচু করে চেঁচিয়ে উঠল আনা।

বা দিক থেকে একটা অবয়ব বেরিয়ে এল ঝাঁকের ভেতর থেকে। ফ্লাশ-লাইটের আলো ফেললল ক্যারেরা সেদিকে। "জারগেনসেন!"

দম বন্ধ করে মুখ ঢেকে ফেলল কেলি।

মানুষটাকে চেনার উপায় নেই, মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে আছে পঙ্গপালের চাদরে। নিজের বাহু দুটো হাতড়ে বেড়াচ্ছে এদিক সেদিক অন্ধের মত। পা দুটো ছোটাছুটি করছে

নিয়ন্ত্রণহীনভাবে। কয়েক পা এভাবে এগিয়েই লতা-পাতায় বেঁধে হোচট খেয়ে পড়ে গেল সে। বসে পড়ল হাটু ভেঙে। এ সময়টুকুতে অস্বাভাবিকভাবে নিশ্চুপ থাকল, শুধুমাত্র বাহু দুটো প্রসারিত করে রাখল সাহায্যের জন্য।

ম্যানুয়েল মানুষটার দিকে যেতে উদ্যত হল কিন্তু তাকে সামলে রাখল ক্যারেরা। ঝাঁকটা হাটু গেঁড়ে বসে থাকা মানুষটাকে ঘিরে আছে, গিলে খাচ্ছে তাকে।

"অনেক দেরি হয়ে গেছে," ম্যানুয়েলকে বলল সে। "আর আমাদের সময়ও ফুরিয়ে আসছে দ্রুত।" তার কথা মেনে নিল ম্যানুয়েল। সঙ্গে সঙ্গে দেখল তার নিজের টর্চের জ্বলন্ত ছাইটুকু পটপট শব্দে ধপ করে জ্বলে উঠল, তারপর নিবু নিবু হয়ে এল। "আমাদের এখান থেকে যতদূরে সম্ভব চলে যেতে হবে, আমাদের এই অমূল্য সুযোগ হারানোর আগেই।"

"কিন্তু–"

কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল ম্যানুয়েল নারী রেঞ্জারের কঠিন দৃষ্টির কারণে কাছে। তার কথাগুলো আরও কঠিন শোনাল। "জারগেনসেনের ত্যাগটাকে মূল্যহীন হতে দেব না আমি।" গভীর জঙ্গলের দিকে দেখাল সে। "হাটুন সবাই!"

সামনে যাত্রা করতেই পেছনে একবার তাকাল কেলি। ঝাঁকটা এখনো আছে তাদের পেছনে, বৈচিত্রহীন কালো মেঘের মত, কিন্তু ওটার মাঝে একজন মানুষ আছে যে তার জীবনকে উৎসর্গ করেছে ওদেরকে বাঁচাতে গিয়ে। চোখ দুটো সিক্ত হল তার। অবসাদ এবং হতাশায় অসাড় হয়ে আসছে পা দুটো, বুকটা মনে হচ্ছে অনেক ভারি। কর্পোরালকে হারানো সত্ত্বেও একটা চিন্তা, একটা মুখচ্ছবি এখনো ভেসে উঠছে কেলির অন্তরে–তার মেয়ের চেহারা। ওর কাছে থাকা এখন খুব দরকার। তার মন আচ্ছন্ন হয়ে উঠল জ্বরে শয্যাশায়ী সন্তানের কথা ভেবে। *আমি ফিরে আসছি তোমার কাছে, সোনা,* মনে মনে বলল সে। কিন্তু একই সাথে তার মনে একটা ভয়ও দানা বেঁধেছে, সে ভাবছে যদি কারো সাথে কোন চুক্তি করা যেত তাদের নিরাপত্তার জন্য তবে সে তাই করত। যতই তারা জঙ্গলের গভীরে ঢুকছে ততই মানুষ কমছে। গ্রেইভ্স ডি-মারটিনি, কঙ্গার, জোন্স...এবং এখন জারগেনসেন...

মাথা ঝাঁকাল কেলি, আশা হারাবে না সে। যতক্ষণ তার দেহে প্রাণ আছে অন্যদের সাথে এগিয়ে যাবে। বাড়ির ফেরার জন্য একটা পথ সে খুঁজে পাবেই।

পরবর্তী একঘন্টাজুড়ে দলটা সেই পথ অনুসরণ করে সামনে এগোল যেটা তাদের দলের বাকিরা ব্যবহার করে এগিয়ে গেছে গতকাল দুপুরে। এক এক করে নিভে গেল তাদের মশালগুলো। ফ্লাশ-লাইটগুলো হাত বদল হতে থাকল। এখন পর্যন্ত পেছন থেকে নতুন করে কোন পঙ্গপালের চিহ্ন দেখা গেল না তবে কেউই সেটা বড় গলায় বলার সাহসও পেল না।

ম্যানুয়েল হাটছে রেঞ্জারের কাছ দিয়ে। "যদি অন্য দলটাকে খুঁজে না পাই তাহলে কি হবে?" আস্তে করে জিজ্ঞেস করল সে। "জারগেনসেনের কাছে আমাদের রেডিও

ইকুইপমেন্টটা ছিল। বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ করার একমাত্র মাধ্যম ছিল ওটা।"

কেলি এটা বিবেচনা করে নি এর আগে। রেডিওটা এখন নেই, তার মানে তারা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন।

"ওই দলের কাছে আমরা পৌছে যেতে পারব," দৃঢ়তার সাথেই বলল ক্যারেরা।

কেউ কোন তর্ক করল না তার সাথে। কেউ চায়ও না এটা করতে। চুপচাপ গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল ওরা, সবার মনোযোগ এখন সামনে এগিয়ে যাওয়ার দিকে। সময় যতই গড়াল দৃষ্টির অস্পষ্টতাজুড়ে ঘণীভূত হতে থাকল চরম ক্লান্তি আর সীমাহীন ভয়। তাদের ফেলে আসা রাস্তায় চিহ্ন হিসেবে থেকে যাচ্ছে পেঁচার ডাক এবং অদ্ভুত রকম কান্নার ধ্বনি। পঙ্গপালের উপস্থিতি আছে কিনা সেজন্যে সবার কান খাড়া হয়ে আছে তাই প্রাইভেট ক্যারেরার ফিল্ড জ্যাকেটে ঝোলান ছোট পারসোনাল রেডিওটা শব্দ করে উঠতেই সবাই খুব কেঁপে উঠল।

জোরে, খসখসে আর ভাঙা ভাঙা কিছু শব্দ ভেসে এল ওটা থেকে। "এটা...যদি শুনতে পেয়ে থাকা...রেঞ্জার..."

ঝট করে সবার মুখ রেঞ্জারের দিকে ঘুরে গেল। তাদের চোখগুলো প্রসারিত।

ক্যারেরা হেলমেট থেকে রেডিও মাইক্রোফোনটা নামিয়ে আনল মুখে। "প্রাইভেট ক্যারেরা বলছি। শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? ওভার।"

একটা লম্বা বিরতি, তারপর..."হ্যা পাচ্ছি। আমি র‍্যাকজ্যাক বলছি, ক্যারেরা। তোমার অবস্থান জানাও।"

রেঞ্জার দ্রুত সব বলে গেল আবেগবহির্ভূ আর পেশাদারী কণ্ঠে। কিন্তু কেলি দেখল মাইক্রোফোনটা ঠোঁটের সাথে লাগিয়ে রাখার সময় হাতটা কি পরিমাণে কাঁপছে তার। কথা শেষ হল এবার।

"আমরা আপনাদের পথেই আসছি। আশা করি নির্ধারিত জায়গায় দু-ঘণ্টার মাঝেই দেখা হবে মূল দলটার সাথে।"

সাড়া দিল কর্পোরাল র‍্যাকজ্যাক, "রজার দ্যাট। ডা. র‍্যান্ড এবং আমি এরইমধ্যে রওনা দিয়েছি তোমাদের কাছে পৌছাতে। ওভার অ্যান্ড আউট।"

রেঞ্জার চোখ বন্ধ করে শ্বাস ফেলল শব্দ করে। "আমাদের সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে," অনেকটা আপন মনে ফিসফিস করে বলল সে।

পরিত্রাণের একটি গুঞ্জন সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়তেই ঘন জঙ্গলের দিকে তাকাল কেলি। আমাজনের এই জগতে ঠিক থাকা থেকে অনেক দূরে আছে তারা সবাই।

অধ্যায় ১২

লেক অতিক্রম
আগস্ট ১৫, সকাল ৮:১১
ইন্সটার ইন্সটিটিউট
ল্যাংলে, ভার্জিনিয়া

লরেন তার অফিসের দরজার লকে ম্যাগনেটিক সিকিউরিটি কার্ডটা ঢুকিয়ে দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল। কয়েকদিনের মধ্যে এই প্রথম অফিসে আসার সুযোগ পেল সে। ইন্সটিটিউটের হাসপাতাল ওয়ার্ডে জেসিকে দেখা এবং এমইডিইএ'র বিভিন্ন সদস্যদের সাথে একাধিক মিটিঙের কাজগুলো একটানা করতে গিয়ে নিজের জন্য একটা মুহূর্ত বের করারও ফুসরৎ পায় নি। এইযে সময়টুকু বের করে নিয়েছে সেটা জেসির ক্রমাগতি ভাল হতে থাকা শারিরীক পরিস্থিতির কারণেই। তার তাপমাত্রা এখনো স্বাভাবিক আছে, কথা বলার ধরণটাও প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে সময় গড়ানোর সাথে সাথে।

সতর্কতার সাথে আশাবাদী লরেন ভাবতে শুরু করেছে, রোগ নির্ণয়ে তার প্রাথমিক পদ্ধতিটা ভুল ছিল। জেসির হয়তো জঙ্গলের রোগটা হয় নি। তার ভয়টা এখন পর্যন্ত চেপে রাখতে পারায় খুশি হল সে। মার্শাল এবং কেলিকে খামোখাই আতঙ্কিত করে তুলেছিল। ডা. অ্যালভিসোর সমীক্ষাগত তত্ত্বের উপর একটু বেশিই আত্মবিশ্বাস স্থাপন করেছিল বলেই এই অবস্থা। কিন্তু এজন্যে মহামারি বিশেষজ্ঞেকে কোন দোষ দিচ্ছেনা বা সমালোনা করছে না সে। ডা. অ্যালভিসো বেশ দৃঢ়ভাবেই তাকে সতর্ক করেছিল, তার দেয়া ফলাফলটি চূড়ান্ত কোন কিছু নয়। বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত করিয়ে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্তে আসতে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

তবে অন্য দিকে, এখনো পর্যন্ত হয়ত্তো সবরকম অনুসন্ধানের মাত্রাগুলোকে প্রায় সংজ্ঞাবদ্ধ করে ফেলেছে তার দেয়া তত্ত্ব। প্রত্যেক দিন ফ্লোরিডা এবং দক্ষিণ আমেরিকায় রোগটা যতই ছড়িয়ে পড়েছে, হাজার হাজার তত্ত্বের জন্ম হচ্ছে মানুষের মাথায়। রোগের কারণ, চিকিৎসা ব্যবস্থা, রোগ-নির্ণয় পদ্ধতি, কুয়ারেন্টাইন বিষয়ক পরামর্শ–এসব কিছুইজুড়ে আছে সবার চিন্তা-ভাবনায়। ইন্সটা হয়ে উঠেছে গোটা জাতির চিন্তা-ভাবনা জমা করার কেন্দ্রবিন্দু। এখন তাদের কাজ হল প্রতিনিয়ত জড়ো হতে থাকা এই অসংখ্য পরিমাণ বৈজ্ঞানিক অনুমাণগুলো থেকে আসল তথ্য খুঁজে বের করা। উদ্ভট কল্পনানির্ভর এপিডেমিওলজিক্যাল মডেলের জঞ্জাল ঘেঁটে মুক্তোগুলো আহরণ করা। এটা এক ধরণের নিরুৎসাহসৃষ্টিকারী কাজ, কারণ প্রতিনিয়তই দেশের সবপ্রান্ত থেকে তথ্য আসছে। তবে সেরা মাথাগুলো আছে তাদের ঝুলিতেই।

নিজের সিটে বসে শরীরটা ছেড়ে দিয়ে কম্পিউটারে একটা ক্লিক করল লরেন। মেইলবক্সে নতুন মেইল আসায় টং করে শব্দ হল। একটা ছোট গোঙানি দিয়ে চশমাটা

চোখে পরে ঝুঁকে গেল স্ক্রিনের দিকে। তিনশত চৌদ্দটা মেসেজ অপেক্ষা করছে তার জন্য। এটা তো শুধু তার একান্তই ব্যক্তিগত মেইলবক্স। অ্যাড্রেস-লিস্ট ধরে স্ক্রল করে নিচে নামতে থাকল আর প্রতিটা মেইলের বিষয়ের উপর চোখ বুলিয়ে গেল সে। মেইলগুলোর ছোটছোট শিরোনামের ভেতর দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু খুঁজে যাচ্ছে তার চোখ।

প্রেরক : jptdvm@davls.ut.arg
বিষয় : স্যাম্পল স্ট্যান্ডার্ড করার বিষয়ে আলোচনা করা দরকার।

রেফান্সের জায়গা অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের ই-মেইল অ্যাড্রেস।

সে আরও একটু নিচে নামতেই, একটা নামের উপর এসে স্থির হল তার চোখ। কেমন যেন পরিচিত লাগছে নামটা কিন্তু সে কিছুই মনে করতে পারল না। সে তার কম্পিউটারের মাউস পয়েন্টারটা নামের উপর ধরল লার্জস্কেল বায়োলজিক্যাল ল্যাবস। চিন্তা করতে নাকটা কুঁচকে গেল। তারপরই মনে পড়ল যে-রাতে জেসি জ্বরে পড়ল সে-রাতেই তার পেজারে একই ঠিকানা থেকে একটি বার্তা এসেছিল। সময়টাও মনে পড়ল তার–মাঝরাতের পরপরই। কিন্তু জেসির জ্বর পেজারের বার্তা থেকে তার মনোযোগ সম্পূর্ন অন্যদিকে নিয়ে গিয়েছিল। হয়তো তেমন গুরুত্বপূণ কিছু না তবুও কি মনে করে যেন মেইলটা খুলল সে। কৌতুহলটা তার জেগে উঠেছে এখন। চিঠিটা ভেসে উঠল পর্দায়।

ডাঃ হাভিয়ের রেনভস।

হাসল সে, সঙ্গে সঙ্গে নামটা চিনতে পারল। বছর কয়েক আগে তার একজন গ্র্যাজুয়েট লেভেলের ছাত্র ছিল সে। কাজ শুরু করেছিল ক্যালিফোর্নিয়ার কোন এক ল্যাবে, হয়তো এই একই ল্যাবের ভিন্ন কোন শাখায়। সে তার সেরা ছাত্রদের একজন ছিল। লরেন চেষ্টা-তদবির করেছিল তাকে এমইডিইএ গ্রুপের এখানকার ইস্টার শাখার শিক্ষানবীশ হিসেবে নিয়োগ দেবার জন্য কিন্তু খুব মার্জিতভাবে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল হাভিয়ের। তার হবু স্ত্রী বার্কলে ইউনিভার্সিটিতে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কাজ করে, স্বভাবতই স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা হতে চায় নি সে।

সাবেক এই ছাত্রের পাঠানো নোটটা পড়ল। পড়া শুরু করতেই ধীরে ধীরে মুছে যেতে লাগল তার ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা হাসি।

ডাঃ ওব্রেইন আমার এই অনাহুতভাবে নাক গলানোকে ক্ষমা করবেন। আমি গতরাতে আপনার সাথে যোগাযোগ করার জন্য আপনার পেজারে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু বুঝতে পারছি আপনি খুব ব্যস্ত আছেন। তাই আমি এই সংক্ষিপ্ত বার্তা পাঠালাম।

দেশের আরও অনেক ল্যাবের মত আমাদের নিজেরটাও মারাত্মক প্রাণঘাতি রোগ নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছে, পুরোপুরি সমাধান করতে না পারলেও সেই মূল ধাঁধাঁটার

সম্ভাব্য কোন সমাধানের ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি : কিসের কারণে রোগটা হচ্ছে? কিন্তু সবার সামনে সেটা প্রকাশ করার আগে আমি আপনার নিজস্ব মতামত প্রার্থনা করছি।

লার্জস্কেল বায়োলজিক্যাল ল্যাবে প্রোটিওনমিক টিমের প্রধান হিসেবে আমি চেষ্টা করে আসছি মানবজাতির প্রোটিন জিনোমের একটি তালিকা তৈরি করতে, এটা হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট ফর ডিএন-এর মতই আরেকটি প্রজেক্ট। সত্যিকার অর্থে, এই রোগটা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে উল্টো পথেই হাটতে হয়েছে আমাকে। বেশিরভাগ রোগ সৃষ্টিকারী এজেন্ট ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাঙ্গাস, পরজীবি-জীবাণু কিন্তু নিজেরা কোন রোগ সৃষ্টি করে না। তারা যে প্রোটিন উৎপাদন করে সেই প্রোটিনই রোগগুলো সৃষ্টি করে। তাই আমি একটি সম্পূর্ন স্বতন্ত্র ধরণের প্রোটিন খুঁজে ফিরেছি সূক্ষ্মভাবে যেটা সব রোগীর ভেতরেই পাওয়া যাবে।

তবে এটার ভাঁজ করা আর পেঁচানো প্যাটার্ন দেখে নতুন একটা চিন্তা এসেছে আমার মাথার। নতুন প্রোটিনটা একটা উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য বহন করছে অন্য একটা প্রোটিনের সাথে যেটার করণে বোভাইন স্পঞ্জিফর্ম এনসেফ্যালোপাথি রোগ হয়। সাধারণ মানুষ এটাকে চেনে গবাদি-পশুর মস্তিষ্ক প্রদাহজনিত অসুখ হিসেবে। এই আবিষ্কারটা অন্যদিকে আরেকটি প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে : আমরা কি তাহলে এই রোগের জন্য ভাইরাস সম্পর্কিত কোন কিছুকে রোগের কারণ হিসেবে ধরে ভুল পথে ছুটে এসেছি? কেউ কি কোন প্রিয়নকে বিবেচনা করছে রোগের কারণ হিসেবে? আপনার বিবেচনার জন্য আমি প্রোটিনটির একটি মডেল তৈরি করে নিচে দিয়ে দিলাম।

নাম : অজ্ঞাত প্রোটিন
উপাদান : ভাঁজকরা প্রোটিন ডুব্লিউ/ডাবল টার্মিনাল আলফা হেলিক্স
মডেল :
পরীক্ষণ পদ্ধতি : এক্সরে বিচ্ছুরণ
ইসি নম্বর : ৩.৪.১.১৮
উৎস : রেগী ২৪-বি ১২ আনাওয়াক গোত্র, আমাজনের নিচু এলাকা।
সিদ্ধান্ত : ২.০০ আর-মূল্য: ০.১৪
স্পেস গ্রুপ : পি ২১ ২০ ২১
ইউনিট সেল : ডিম: এ ৬০.৩৪ বি ৫২.০২ সি ৪৪.৬৮
অ্যাঙ্গেলস : আলফা ৯০.০০ বেটা ৯০.০০ গামা ৯০.০০
পলিমার চেইন : ১৫৬এল
রেসিডিউ : ১৪৪
অ্যাটম : ১২৮৬

তো এই হল টুইস্টিং পাজল। আপনার বিশাল অভিজ্ঞতাকে আমি খুব মূল্যায়ন করি, ডাঃ ওব্রেইন, আমার এই মৌলিক তত্ত্বটাকে প্রকাশ করার আগে আপনার সুচিন্তিত

মতামত, বিচার-বিশ্লেষণ প্রার্থনা করছি।

আপনার বিশ্বস্ত, হ্যাভিয়ের রেনল্ডস, পিএইচডি।

"একটা প্রিয়ন।" লরেন প্রোটিন অণুটার বাহ্যিক গঠনটা দেখল। সত্যি-ই কি এটাই রোগের কারণ হতে পারে? সম্ভাব্যতাটা গভীরভাবে বিবেচনা করল সে। প্রিয়ন শব্দটা 'প্রোটিনেসিয়াস ইনফেকশাস পার্টিক্যাল'-এর বৈজ্ঞানিক নামের সংক্ষিপ্ত রূপ। কোন রোগের পেছনে প্রিয়নের ভূমিকা প্রমাণিত হয়েছে গত দশকে, যেটা আবিষ্কার করার জন্য ১৯৯৭ সালে এক আমেরিকান প্রাণ-রসায়নবিদ নোবেল প্রাইজ পান। প্রিয়ন প্রোটিন পাওয়া যায় সবরকম প্রাণির ভেতরে, মানুষ থেকে শুরু করে এক-কোষি প্রাণীতেও। যদিও সাধারণত ক্ষতিকর নয়, তবে তাদের আণবিক গঠনের মধ্যে একটি অদ্ভুত আচরণ আছে। ব্যাপারটা *ডা: জেকিল অ্যান্ড মি: হাইড*-এর মত। স্বাভাবিক গঠনে থাকাকালীন সময়ে তারা কোন কোষের জন্য নিরাপদ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ কিন্তু এই একই প্রোটিন ভাঁজ হয়ে একটা পাঁচ তৈরি করে নিজের আকার বদলে ফেলে একটা অদ্ভুত বস্তুতে পরিণত হয়, আর এটাই কোষের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে দুমড়ে-মুচড়ে ধ্বংস করে দেয়। এই প্রভাবটা বাড়তে থাকে দ্রুত। কোন বাহকের শরীরে একবার একটা পেঁচানো প্রিয়ন সৃষ্টি হবার পর ওটা শরীরের অন্যান্য প্রোটিনকেও নিজের মত রূপান্তর করে ফেলতে শুরু করে, ফলে আশেপাশের কোষগুলো একের পর এক আক্রান্ত হতে থাকে। ছড়িয়ে পড়ে অসম্ভব দ্রুত গতিতে। আরও খারাপ দিক হলো বাহক সহজেই আরেক জনের শরীরে এই প্রক্রিয়াটি পরিবাহিত করতে পারে। সংক্রামক হিসেবে এটা অসম্ভব ক্ষমতাশালী।

প্রিয়ন রোগের অস্তিত্বের প্রমান পাওয়া গেছে মানুষ ও জীব-জন্তু উভয়ের মাঝেই। ভেড়ার চর্মরোগ থেকে শুরু করে মানুষের ক্রোইট্স ফেল্ট জ্যাকব রোগ পর্যন্ত। যে প্রিয়ন রোগটা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সুপরিচিত সেটা এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির মাঝে পরিবাহিত হয়। ডা. রেনল্ডস তার চিঠিতে সেটা উল্লেখ করেছে বোভাইন স্পঞ্জিফর্ম এনসেফ্যালোপ্যাথি, অথবা আরও ভেঙে বললে, ম্যাড কাউ ডিজিজ হিসেবে।

কিন্তু মানুষের নতুন এই রোগগুলো তো ধ্বংসাত্মক হওয়া থেকেও বেশি কিছু। আর কোন জানা রোগ নেই যেটা এমন অনায়াসে ছড়িয়ে পড়তে পারে। অবশ্য, এখনো একটা প্রিয়নকে এই রোগের কারণ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে বাতিল করার সম্ভাবনা নেই। সে প্রিয়নদের উপর লেখা গবেষণাপত্র পড়ে জেনেছে জেনেটিক মিউটেশন-এ তাদের ভূমিকা এবং ওটার উপস্থিতির ব্যাপারে। ওখানেও কি প্রিয়নের মতই কিছু একটা ওসব রোগ ঘটাচ্ছে? এটা বাতাস-বাহিত হওয়ার ক্ষেত্রেই বা কতদূর এগিয়েছে? প্রিয়নরা অতিমাত্রায় সূক্ষ্ম ও আকারে ভাইরাস থেকেও ছোট, তাই যেহেতু নির্দিষ্ট কিছু ভাইরাস বাতাস-বাহিত হতে পারে সেহেতু নির্দিষ্ট কিছু প্রিয়নেরও হতে সমস্যা কোথায়?

লরেন কম্পিউপার স্ক্রিনে প্রোটিন মডেলটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ডেস্কের উপর রাখা ফোনটা তুলে নিল। ডায়াল শুরু করতেই একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল তার

মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে। প্রার্থনা করল তার সাবেক ছাত্রের পর্যবেক্ষণ যেন ভুল হয়।

ফোনের অপরপ্রান্তে রিং হতেই কলটা রিসিভ হল। "ডা. রেনল্ডস, প্রোটিওনমিক ল্যাব থেকে বলছি।"

"হাভিয়ের?"

"হুম?"

"ডা. ওব্রেইন বলছি।"

"ডা. ওব্রেইন!" সাবেক ছাত্র কথা শুরু করল উত্তেজনাভরা কণ্ঠে। বেশ রোমাঞ্চিত সে।

তাকে থামিয়ে দিল লরেন। "হাভিয়ের, তোমার এই প্রোটিন সম্পর্কে আরও জানতে চাই আমি।" তার কাছ থেকে যতটা সম্ভব তথ্য জোগাড় করা প্রয়োজন, যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল। যদি বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা থেকে থাকে যে, ডা. রেনল্ডসের তত্ত্বটা সঠিক...

লরেন আরও একবার কেঁপে উঠল কম্পিউটার মনিটরে ভেসে থাকা কাঁকড়া সদৃশ আণবিক গঠনটার দিকে তাকিয়ে। আরও একটা তথ্য এই প্রিয়নসৃষ্ট রোগ সম্পর্কে জানে সে। আর তার জানামতে ওই রোগের কোন ওষুধ নেই!

সকাল ৯:১৮
আমাজন জঙ্গল

অলিন পান্তারনায়েকের কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল নাথান। সিআইএ'র এই কমিউনিকেশন এক্সপার্ট বেশ ত্যাক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠছে তার স্যাটেলাইট কম্পিউটার সিস্টেম নিয়ে। সকালের ভ্যাপসা গরম ও তার নিজের আতঙ্কের কারণে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম পড়ছে কপাল দিয়ে।

"এখনো নেটওয়ার্ক নেই...ধুর!" নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল অলিন, চোখদুটো প্রায় বুজে আছে বিরক্তিতে।

"চেষ্টা করে যান," উৎসাহ দিল ফ্রাঙ্ক অপরপ্রান্ত থেকে।

নাথান তাকাল কেলির দিকে, সে দাঁড়িয়ে আছে তার ভায়ের পাশে। চোখে দুশ্চিন্তা আর ক্লান্তি। গতরাতের কাহিনীটা কয়েকভাবে শুনেছে নাথান। দৈত্যাকার পঙ্গপালের এক ঝাঁক জলন্ত ব্যান-আলি চিহ্নের আকর্ষণে ছুটে এসেছিল। ঘটনা এতটাই লোমহর্ষক যে কল্পনা করা যায় না। তবে জারগেনসেনের মৃত্যুই প্রমাণ করে ঘটনার সত্যতা।

গতরাতে জলাভূমির তীরে বানানো ক্যাম্পে সবাই আবার এক সাথে জড়ো হবার পর থেকে রেঞ্জার টিম পাহারা দিয়েছে তাদের। দলটা সারা রাতভর চোখ খোলা রেখেছে চার পাশের বনের মাঝে। আশপাশজুড়ে সতর্ক ছিল যেকোন বিপদের জন্য, দৃষ্টি ছিল সজাগ। পঙ্গপালের গুঞ্জন শোনা যায় কিনা সেজন্যে কান খাড়া করে রেখেছিল সবাই। কিন্তু কিছুই ঘটে নি। সূর্যদয় পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে কোনরকম ঘটনা ছাড়াই।

যোগাযোগ করার স্যাটেলাইট সীমার ভেতর আসতেই বিরতিহীনভাবে অলিন চেষ্টা

করে যাচ্ছে স্টেট্‌সের সাথে যোগাযোগ করতে এবং ওয়াওয়ের ফিল্ড-বেইসে খবরটা রিলে করে পাঠাতে। এটা জানানো খুব দরকার, যেহেতু দল নিয়ে তাদের পরিকল্পনা আবারও পরিবর্তন করা হয়েছে। অজানা সব শিকারী তাদের পিছু নেওয়ায় তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সবাই একসাথে জলাধারটা পার হয়ে এগিয়ে যাবে। ক্যাপ্টেন ওয়াক্রম্যান আশা করছে তারা তাদের পিছু ধাওয়াকারীদের থেকে দু-দিন এগিয়ে যাবে। পার হয়ে যাবার পর ব্যান-আলির কোন নৌকা বা কোন চিহ্ন দেখার জন্য ওয়াক্রম্যান পানির ওপর চোখ রাখবে বিরতিহীনভাবে, আর ডাঙ্গায় উঠে দলকে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করবে উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার পৌছানোর আগ পর্যন্ত। ওয়াওয়ের ফিল্ড-বেইসের রিজার্ভ ফোর্স থেকে রেঞ্জার এনে প্রত্যেক সিভিলিয়ানের বিপরীতে একজন করে রেঞ্জার রাখার পরিকল্পনা করেছে সে। নতুন এই সৈন্য সামন্ত নিয়ে সে এগিয়ে যাবে জেরাল্ড ক্লার্কের পথ ধরে। তবে এই পরিকল্পনায় একটা সমস্যা আছে।

"ল্যাপটপটা খুলে ওটার মাদারবোর্ড বের করতে হবে," বলল অলিন। "কিছু একটা মনে হয় বিগড়ে গেছে। একটা চিপ খারাপ হয়েছে, নয়তো এই দু-দিনের টানা-হেচড়ায় কোন যন্ত্রাংশ নড়ে গেছে, ঠিক বুঝতে পাছি না। সব খুলে পরীক্ষা করতে হবে।"

ওয়াক্রম্যান তার স্টাফ সার্জেন্টদের সাথে কথা বলার সময় অলিনের কথাটা কানে গেল। "ওসব করার সময় নেই এখন আমাদের হতে। তৃতীয় ভেলাটা তৈরি, পাক্কা চার ঘন্টা লেগে যাবে পার হতে। যত দ্রুত সম্ভভ সামনে এগিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে।"

জলাধারের দিকে তাকাতেই নাথান দেখল চারজন রেঞ্জার নতুন বানানো ভেলাটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দলটা ভারি হয়ে যাবার কারণে নতুন একটা ভেলা বানানোর দরকার পড়ে।

অলিন একটা ছোট স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে স্যাটেলাইট-কম্পিউটারের উপর ঝুঁকে পড়ল। "কিন্তু কাউকে আমাদের নাগালের মধ্যে আনার ক্ষমতা আমার নেই। ওরা জানতেও পারবে না আমরা কোথায় আছি।" কব্জির উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল সে। ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে তার মুখমণ্ডল।

উঠে দাঁড়াল জেন, অস্বস্তির সাথে মুখের একপাশে লাগানো ব্যান্ড-এইডের পট্টির উপর হাত বুলালো। পঙ্গপালের কামড়ের কারণে এই ব্যান্ডেজ। "আমরা কাউকে পাঠিয়ে জারগেনসেনের প্যাক থেকে মিলিটারি রেডিওটা নিয়ে আসতে পারি না?" পরামর্শ দিল সে।

সবাই কথা প্রস্তাবের পক্ষে বিপক্ষে বলতে শুরু করে দিল:

"অপেক্ষ করতে গেলে আমাদের আরও একটা দিন পার হয়ে যাবে।"

"ঝুঁকির মুখে পড়বে দলের আরও লোকজন।"

"কারও কাছে পৌছাতে হবে আমাদের।"

"তার রেডিওটা যে এখনও কাজ করবে সেটা কে বলতে পারে? পঙ্গপালগুলো যা করেছে তাতে তো মনে হয় না ওটা সচল আছে। কভার ছিঁড়ে ভেতরে ঢুকে গেছে ওরা।"

এসব কথার ঝড়ে বাধা দিল ওয়াক্রম্যান। তার কন্ঠ গর্জে উঠল। "ভয়ের কোন

কারণ নেই এখানে।" মন্তব্যটা সবার উদ্দেশ্যেই ছুঁড়ে দিল সে। "এমনকি বাইরের সাথে যোগাযোগ করতে না-ও পারি ফিল্ড-বেইস আমাদের বর্তমান অবস্থানের কথা জেনে গেছে গতকালের রিপোর্ট থেকে। পূর্ব-পরিকল্পনা অনুগায়ী ব্রাজিলিয়ান উদ্ধারকারী হেলিকপ্টারটি যখন আগামীকাল আসবে, আমরা সেটা পানির ওপার থেকেও শুনতে পাব। তখন ফ্লেয়ার জ্বালিয়ে উপরে ছুঁড়ে দিয়ে তাদের মনোযোগ আর্কষণ করতে পারব আমরা।"

মাথা নেড়ে সায় দিল নাথান, এই তর্ক-যুদ্ধে অংশ নেয় নি সে। তার মনে শুধু একটাই চিন্তা–সামনে এগিয়ে যাওয়া।

ওয়াক্সম্যান আঙুল তুলল অলিনের দিকে। "গুছিয়ে নাও এটা। ওপারে যাবার পর সমস্যাটা নিয়ে কাজ করার যথেষ্ট সময় পাবে তুমি।"

ক্ষান্ত দিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল অলিন। সে তার ছোট্ট স্ক্রু-ড্রাইভারটা টুলবাক্সের ভেতর চালান করে দিল। সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে যে যার মালপত্র গোছগাছ করা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

"অন্তত হাটতে হবে না আমাদের," বলল ম্যানুয়েল। টর-টরকে ঘুম থেকে জাগাতে যাবার সময় নাথানের কাঁধে চাপড় মারল সে। টর-টর ঘুমিয়ে আছে একটা গাছের নিচে। গতরাতের পর থেকে চারপাশে কি ঘটে চলেছে তা নিয়ে কোন কৌতূহলই নেই প্রাণীটার।

নাথান গলা লম্বা করে এদিক-ওদিক একটু দেখে নিয়ে প্রফেসর কাউয়ির দিকে এগিয়ে গেল। ইন্ডিয়ান শামান দাঁড়িয়ে আছে জলাধারের কাছে, পাইপ ফুঁকে যাচ্ছে একমনে। চোখ দুটো তার বিপদগ্রস্ত, ঠিক কেলির চোখের মতই। যখন নাথান এবং কর্পোরাল ব্যাকজ্যাকের সাথে পালিয়ে আসা দলটার দেখা হল তখন থেকেই প্রফেসরকে অস্বাভাবিক রকম শান্ত আর শোকাহত দেখাচ্ছে। নাথান তার পুরনো বন্ধুর পাশে নিঃশব্দে দাঁড়াল।

এক মুহূর্ত পর নাথানের দিকে না তাকিয়েই কাউয়ি কথা বলল কোমলস্বরে। "ওরাই...ওই ব্যান-আলিরাই পঙ্গপালগুলোকে পাঠিয়েছিল..." মাথা ঝাঁকাল শামান। "ওরাই পিরানহা দিয়ে ধ্বংস করেছে ইয়ানোমামোর ছোট গোত্রটিকে। যেন ব্লাড-জাগুয়ার গোত্রটি আসলেই জঙ্গলকে নিয়ন্ত্রন করছে। এই মিথটা যদি সত্যি হয়, এরপর কি আছে?" মাথাটা আবার ঝাঁকাল সে।

"তুমি কি নিয়ে এত চিন্তা করছ?"

"ইন্ডিয়ান স্টাডিজের উপর প্রফেসর হয়েছি প্রায় দুই দশক হতে চলল। বেড়ে উঠেছি এই জঙ্গলেই।" কণ্ঠ ধরে এল তার। "আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল...কর্পোরালটা...তার চিৎকার..."

কাউয়ির দিকে তাকাল নাথান, একটা হাত রাখল তার কাঁধে। "প্রফেসর, তুমি টক-টক পাউডার দিয়ে সবাইকে বাঁচিয়েছ।"

"সবাইকে না," পাইপে লম্বা এক টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল সে। "আমরা ক্যাম্প ছাড়ার আগেই ব্যান-আলি সিম্বলটা আবারো জ্বালিয়ে দেবার কথা মাথায় আনা উচিত ছিল আমার, যদি ওটা করতে পারতাম তরুণ কর্পোরালটা বেঁচে যেত।"

নাথান বেশ জোর দিয়ে কথা বলল। চেষ্টা করল মানুষটার অপরাধবোধ এবং অনুশোচনা ভুলিয়ে দিতে। "নিজেকে অনেক বেশি শাস্তি দিচ্ছ তুমি। কোন গবেষণা বা অভিজ্ঞতাই তোমাকে ব্যান-আলি এবং তাদের জৈবিক আক্রমণ ঠেকাতে প্রস্তুত করতে পারবে না। কিছু আগে-পরে দেখা গেছে সব কিছুর থেকেই আলাদা এটা।"

কাউয়ি মাথা নেড়ে সায় দিলেও নাথান ঠিক বুঝতে পারল না তার মনটা নরম হল কিনা।

ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান পনির কাছ থেকে চেঁচিয়ে বলল, "উঠে পড়ুন সবাই। এক একটি ভেলায় পাঁচজন করে উঠবেন।"

সে রেঞ্জার এবং সিভিলিয়ানদের সঠিক অনুপাতে ভাগ করতে শুরু করল। নাথানের দলে থাকল কাউয়ি এবং ম্যানুয়েল, সাথে টর-টর। তাদের সাময়িক সঙ্গী হল কর্পোরাল ওকামোটা এবং প্রাইভেট ক্যারেরা। বাঁশ আর কাঠে নির্মিত জলযানের দিকে এগিয়ে গেল সবাই। ভেলার উপরে ওঠার পর ওটার মজবুত গঠন দেখে মুগ্ধ হল কেলি। হাত বাড়িয়ে দিয়ে টর-টরকে ওঠানোর কাজে ম্যানুয়েলকে সাহায্য করল নাথান। ভিজে যাওয়ার ব্যাপারটায় কোন আনন্দ খুঁজে পেল না টর-টর। জাগুয়ারটা নিজের শরীর থেকে পানি ঝাঁড়তে ব্যস্ত হতেই বাকি দলগুলোও চড়ে বসল যার যার ভেলায়।

পাশেল ভেলায় উপর কেলি এবং ফ্রাঙ্ক দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান, কর্পোরাল র‍্যাকজ্যাক এবং ইয়ামির সাথে। অবশিষ্ট পাঁচ সদস্য চড়ল শেষের ভেলাটিতে। অলিন তার স্যাটেলাইট যন্ত্রপাতির ব্যাগটা মাথার উপর ধরে খুব সাবধানে এগিয়ে গেল। তাকে উঠতে সাহায্য করল রিচার্ড জেন এবং আনা ফঙ। তাদের দু-পাশে দাঁড়িয়ে আছে নির্বিকার টম গ্রেইভ্‌স আর রগচটা সার্জেন্ট কসটস। সবই ঠিকঠাকমত চড়ার পর লম্বা বাঁশের খুঁটিগুলো লগি হিসেবে ব্যবহার করে প্রত্যেকটা ভেলাকে অগভীর পানি দিয়ে ঠেলে দূরে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু জলাধারের পাড় হঠাৎ করেই প্রায় খাড়া নিচে নেমে গেছে। পাড় থেকে মাত্র শ'খানেক মিটারের মধ্যেই জলের নিচের মাটির নাগাল পেল না বাঁশের দীর্ঘ খুঁটিগুলো। তাই বৈঠাগুলো ব্যবহারের জন্য নেওয়া হল। প্রত্যেক ভেলার জন্য চারটি বৈঠা। একজন করে পালাক্রমে সবাই বিরতি পাবে। সবার লক্ষ্য বিরতিহীনভাবে এগিয়ে যাওয়া।

ভেলার ছোট বহরটা ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করতেই নাথান বৈঠা চালাতে শুরু করল। পানির বিভিন্ন দিক থেকে ছোট-বড় বেশ কিছু জলপ্রপাতের গর্জন ও ভীতি জাগানো শব্দ প্রতিধ্বণিত হচ্ছে। দূরে তাকাল নাথান, উঁচু ভূমিগুলো এখনো আচ্ছন্ন হয়ে আছে কুয়াশায়। বনের গাঢ়-সবুজ পাহাড়ের লালচে রঙের সাথে মিশেছে পুঞ্জিভূত ঘন-কুয়াশার আস্তরণ। তাদের গন্তব্যে পৌছানোর জন্য যে রাস্তাটা নির্বাচিত করা হয়েছে সেটা খাড়া দুই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া সরু একটি নালা। পাহাড় দুটো সোজা দাঁড়িয়ে আছে, শীর্ষ দুটো সমতল। মাঝের পথটা ধোঁয়াশাচ্ছন্ন হয়ে বয়ে গেছে উচুঁ ভূ-খণ্ডের ভেতর দিয়ে। এটাই সেই জায়গা জেরাল্ড ক্লার্কের সর্বশেষ খোদাই করা বার্তায় নির্দেশ করা হয়েছে।

তারা আরও একটু এগোতেই জলাভূরি বাসিন্দারা নিজেদের পথের দিকে মনোযোগ দিল। একটা তুষার-শুভ্র সারসপাখি ডানা দোলাতে দোলাতে ডাল ছুঁই ছুঁই করে উড়ে গেল পানির উপর দিয়ে। ব্যাঙেরা উচ্চস্বরে লাফিয়ে পড়ছে স্যাঁত-স্যাঁতে মাটির ঢিবি থেকে। দেখতে টার্কি মোরগের মত হুটজিন পাখিগুলোকে প্রাগৈতিহাসিক টেরাহাক টেইল প্রাণীর কুৎসিত সঙ্কর বলে মনে হচ্ছে। তাদেরকে দেখেই চিৎকার করতে শুরু করল ওরা সেই সাথে নিজেদের বাসার উপর উড়ে বেড়াতে লাগল। বাসাগুলো বোনা হয়েছে জলাভূমির পানির উপর মাথা জাগিয়ে রাখা অসংখ্য মাটির ঢিবির উপর সোজা দাঁড়িয়ে থাকা পাম গছের উপরে। শুধুমাত্র মশার ঝাঁকগুলোই আনন্দিত মনে হচ্ছে তাদের উপস্থিতিতে। ভন-ভন করছে উৎফুল্ল হয়ে। শিকারে ভরা স্যান্ডউইচসদৃশ ভাসমান ভেলাগুলোর দিকে তাদের লোলুপ দৃষ্টি।

"শালার মশা," গলায় একটা চড় বসিয়ে বিরক্ত হয়ে বলল ম্যানুয়েল। "এদের শায়েস্তা করতে গিয়েই তো আমার দফা-রফা হয়ে যাচ্ছে।"

পরিস্থিতিটা আরও খারাপ করে দিয়ে ওকামোটা তার বেসুরো আর বিরক্তিকর শিষ দেয়া শুরু করল আবারো। তাদের এই দীর্ঘ ভ্রমনের কথা চিন্তা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল নাথান। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে তাদের চারপাশে ঘিরে থাকা ছোটছোট দ্বীপগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। জলাভূমির কেন্দ্রে পানি এতই গভীর যে জঙ্গলের গাছ এবং মাথা জাগিয়ে রাখা দ্বীপগুলো এখন পানির নিচে চলে গেছে। একটাই মাত্র ঢিবি যেটার বেশিরভাগ বৃক্ষশূন্য, নিঃসঙ্গ জেগে আছে। মাথার উপরে সূর্য উত্তপ্ত আর উজ্জ্বল। তাপ দিচ্ছে বিরতিহীনভাবে।

"এ যে একেবারে বাষ্প," ক্যারেরা বলল তার ভেলার বাম-দিক থেকে।

একমত হতে হল নাথানকে। আদ্রতা এখানকার বাতাসকে এতটাই ঘণ করে দিয়েছে যে, শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। ক্লান্তি সবাইকে পেয়ে বসতেই জলাভূমিজুড়ে তাদের গতি বেশ মন্থর হয়ে পড়ল। জলের পাত্রগুলো হাত বদল হচ্ছে কিছুক্ষণ পর পর। এমনকি বাঁশের ভেলার মেঝেতে গা এলিয়ে দেয়া টর-টরও হাপাচ্ছে মুখ হা করে। এত কষ্টের পরও এতটুকুই স্বস্তি যে, জাপটে ধরা জঙ্গলের মুঠো থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে তারা। ব্যাখ্যাতীত এক মুক্তির অনুভূতি ঘিরে ধরেছে সবাইকে। কিছু সময় পরপর পেছনে তাদের ফেলে আসা পথের দিকে তাকাচ্ছে নাথান এই আশায়, যদি বন্য গোত্রের কাউকে দেখা যায়। হয়তো জলের কিনারায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে তাদের দিকে। কিন্তু ব্যান-আলির আর কোন চিহ্নই চোখে পড়ল না তার। ভুতুড়ে গোত্রের অভিযাত্রীরা লুকিয়েই থাকল। আশার কথা হল, নাথানদের দলটা তাদের ধাওয়াকারীদের পেছনে ফেলে কয়েক দিনের পথ এগিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় কাঁধে চাপ অনুভব করল নাথান।

"এবার আমাকে একটু করতে দাও," কাউয়ি বলল তার পাইপের মধ্যে জমে থাকা তামাকের ছাঁই পানিতে ফেলে দিয়ে।

"সমস্যা নেই," বলল নাথান।

খানিক এগিয়ে গিয়ে বৈঠাটা হাতে নিল কাউয়ি। "আমি এখনো অতোটা বুড়ো হয়ে যাই নি।"

আর কোন আপত্তি না করে ভেলার পেছন দিকটাতে সরে বসল নাথান। একটু স্বস্তি পেল সে। দেখতে পেল ক্রমেই ছোট হতে থাকা তাদের ফেলে আসা আস্তানাটি। পানির পাত্রের জন্য সে হাত বাড়াতেই চোখে পড়ল তাদের ভেলার ডান দিকে কিছু একটা নড়ে উঠল। যেন পাথুরে আর কালো একটা ঢিবি ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। এতই ধীর গতিতে যে জলে একটা বুদবুদও তৈরি হল না। *ওটা কি?* বাম-দিকটাতে আরও একটাকে ডুবতে দেখে উঠে দাঁড়াল নাথান। এই অদ্ভুত জিনিসগুলো নিয়ে কিছু বলতে যাবে অমনি পাথুরে দ্বীপের একটি চকচকে বড় একটি চোখ খুলে তাকাল। মুহূর্তেই বুঝতে পারল নাথান কি দেখছে সে।

"সর্বনাশ!"

ওটা একটা কেইমান। দৈত্যাকার এক জোড়া চোখ। এক চোখ থেকে আরেক চোখের দূরত্ব কম করে হলেও চার ফিট হবে। শুধু মাথাটাই যদি এত বড় হয় তাহলে চোয়ালটা...

"কি সমস্যা?" প্রাইভেট ক্যারেরার প্রশ্নে তার ভাবনায় ছেদ পড়ল। ডুবতে থাকা দ্বিতীয় কুমিরটার দিকে আঙুল তুলে দেখাল নাথান। "এটা কি?" জিজ্ঞেস করল রেঞ্জার। তার চোখেমুখে সন্দেহ, ঠিক একমুহূর্ত আগে নাথানের যেমনটা ছিল।

"কেইমান," স্তম্ভিত গলায় বলল নাথান।

এরইমধ্যে ভেলাগুলোর বৈঠা থমকে গেছে। সবার চোখ এখন নাথানের দিকে। উচ্চস্বরে বলল সে, যাতে তিনটি ভেলার সবার কানেই তার কথা পৌঁছায়, সেই সঙ্গে হাত উঁচু করে শূন্যে দোলাল। "ছড়িয়ে পড় সবাই। যেকোন সময় আক্রমণ করতে পারে ওরা।"

"কোথা থেকে?" প্রায় পঞ্চাশ মিটার দূরে থাকা ভেলা থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান। "কি দেখেছ তুমি?"

উত্তরটা স্বয়ং হাজির হল সবার চোখের সামনে। নাথান ও তার পাশের ভেলার মাঝখানে বিশাল কিছু একটা চলে গেল ভেলা দুটোকে মৃদু দুলুনি দিয়ে। আশেপাশের পানিতে আঁকাবাঁকাভাবে এক জোড়া লেজের উপস্থিতি ভাল করেই বুঝতে পারল সবাই। এমন আচরণের সাথে বেশ পরিচিত নাথান। এই কৃষ্ণকায় বিশাল আকারেরটাই হল অন্যসব কেইমানের রাজা, আর এরা মৃতভোজী নয়। নিজেদের খাবার নিজেরাই শিকার করতে ভালবাসে। এ-কারণেই নিশ্চল থাকাটা তাদেরকে বাঁচিয়ে দিতে পারে এই পরভোজীগুলোর হাত থেকে। প্রায়ই এরা যেগুলোকে খাবার মনে করে একটু নাড়িয়ে দেখে। বোঝার চেষ্টা করে ওগুলো নড়াচড়া করে কিনা। তাদেরকেও এইমাত্র পরখ করে দেখা হল। একটু দূরে, তৃতীয় ভেলাটাও দুলে উঠল সামান্য।

আবারও চিৎকার করে নাথান তার প্রাথমিক পরিকল্পনাটার কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলল, "কেউ নড়বেন না! বৈঠা চালানো বন্ধ রাখুন। নইলে ওদেরকে আকৃষ্ট করা হবে।"

ওয়াক্সম্যান তার কথাটাকে গুরুত্ব দিয়ে বলল, "ওর কথামত কাজ করুন সবাই। রেঞ্জার্স, অস্ত্র উঁচু কর, গ্রেনেডগুলো রেডি রাখ!"

ম্যানুয়েল হামাগুঁড়ি দিয়ে নাথানের পাশে পড়ে আছে, বিস্ময় ও ভয় দুটোই ভর করেছে তার ফিসফিস করা কণ্ঠে। "একশ ফিট লম্বা হবে কমপক্ষে ওটা। সধারণ কেইমান থেকে তিনগুন বড়।"

এম-১৬ হাতে ক্যারেরা দ্রুত তার গ্রেনেড-লাঞ্চারটা প্রস্তুত করে নিল। "এখন বোঝা যাচ্ছে জেরাল্ড ক্লার্ক কেন জলাভূমিটা ঘুরে এসেছিল।"

ওকামোটো তার রাইফেল রেডি করে বুকে ক্রুশ এঁকে মাথা ঝাঁকাল প্রফেসর কাউয়ির দিকে তাকিয়ে। "আশা করি ঝুলিতে আপনার সেই ম্যাজিক্যাল পাউডার আরও কিছুটা আছে।" তারপর নাথানের দিকে তাকাল সে।

সে একটা তথ্য জানিয়ে দিল রেঞ্জারকে, "তাদের শক্ত-পোক্ত দেহাবরনের কারণে একটা জায়গায় আঘাত করলেই কেবল ঘায়েল করা যেতে পারে, আর সেটা হল চোখ।"

"শুধু তাই নয়, গুলিটা করতে হবে উপরের চোয়ালের ভেতর দিয়ে," যোগ করল ম্যানুয়েল, একটা আঙুল দিয়ে নিজের চোয়ালের উপরের দিকে নির্দেশ করে। "তবে এভাবে গুলি করতে হলে খুব কাছ থেকে করতে হবে কাজটা।"

"ঐ যে ডানপাশে," হঠাৎ বলে উঠল ক্যারেরা, কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে হাটু ভর দিয়ে বসে আছে সে।

ছোটছোট ডেউয়ের লম্বা একটা সারি শান্ত পানির উপরিভাগকে নাড়িয়ে দিয়ে গেল, ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে তার পূর্বসংকেত যেন ওটা।

"নিশ্চিত না হয়ে গুলি কর না, খবরদার," তার পাশে নিচু হয়ে বসে থাকা নাথান ফিসফিসিয়ে বলল। "নয়তো ক্ষেপে যেতে পারে ওটা। শুধু তখনই গুলি করবে যদি নিশ্চিত হও যে এক শটেই ওটা মারা যাবে।"

সবার মত ওয়াক্সম্যানও চুপচাপ শুনে গেল নাথানের সতর্কবার্তা। "ডা. র‍্যান্ড যা বলল তা ভাল করে শোন। সুযোগ পেলেই গুলি করবে কিন্তু সেটা যেন কাজে লাগে।"

প্রতিটি ভেলায় রাইফেলগুলো প্রস্তুত হয়ে গেল। নাথান নিজেও তার শটগানটা তুলে নিল হাতে। অপেক্ষা করছে সবাই, পুড়ছে খরতাপে, ঘাম চুঁইয়ে পড়ছে কপাল বেয়ে, ছোটছোট ঢেউ ছাড়া তাদের গতিপথের কোন চিহ্নই রেখে যাচ্ছে না দৈত্যগুলো। মাঝে মাঝে কোন একটা ভেলাকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে পরখ করছে তারা।

"ওরা কতক্ষণ দম আটকে রাখতে পারে?" ক্যারেরা জিজ্ঞেস করল।

"কয়েক ঘণ্টা।"

"আক্রমণ করছে না কেন?" এবার ওকামোটো জানতে চাইল।

এর জবাব দিল ম্যানুয়েল। "ওরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না আমরা ওদের খাবারের উপযোগী কি না।"

এশিয়ান রেঞ্জার দূর্বল কণ্ঠে বলল, "আশা করি ওরা বুঝে উঠতে পারবে না।"

প্রতীক্ষার ব্যপ্তি দীর্ঘ হতে থাকল। বাতাস যেন ভারি হয়ে উঠেছে তাদের চারপাশে।

"আচ্ছা, এখান থেকে যদিম একটা গ্রেনেড ছুড়ে অন্যদিকে?" প্রস্তাব দিল ক্যারেরা, "ওগুলোর মনোযোগ কি তাহলে ওদিকে চলে যাবে না?"

"ঠিক নিশ্চিত করে বলতে পারছি না আমি। এতে হয়তো ওরা কৌতুহল বাদ দিয়ে বিরক্ত হয়ে উঠবে, ছিনিয়ে নেবে আমাদের মত চলমান যেকোন কিছু।"

জেন কথা বলে উঠল সবচেয়ে দূরের ভেলা থেকে, কিন্তু তা নাথানের কান পর্যন্ত পৌছাল না। "আমি বলি কি, ঐ জাগুয়ারটার গায়ে কিছু বিস্ফোরক বেঁধে দিয়ে ওটাকে পানিতে নামিয়ে দেই। কুমিরগুলো যখন জাগুয়ারটার কাছে পৌছাবে আমরা সুইচ টিপে বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেব?"

পরিকল্পনাটা শুনে ভয়ে যেন কেঁপেই উঠল নাথান। ম্যানুয়েলের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল কারণ অনেকের চোখেমুখের অভিব্যক্তি দেখে প্রস্তাবটার ব্যাপারে সায় আছে বলে মনে হল।

"আপনি যদি ওভাবে সফল হনও একটার বেশি মারতে পারবেন না," বলল নাথান। "এরপর ওর সঙ্গি মাতালের মত ছুটে আসবে, গুঁড়িয়ে সবগুলো ভেলা। আমাদের জন্য ভাল হয় অপেক্ষা করে দেখা, যাতে কুমির দুটো একসময় আগ্রহ হারিয়ে চলে যায়। তারপর আবার বৈঠা চালিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাব আমরা।"

ওয়াক্সম্যান ঘুরে দাঁড়াল ডেমোলিশন বিশেষজ্ঞ কর্পোরাল ইয়ামির দিকে। "যদি ততক্ষণেও কুমির দুটো আগ্রহ হারিয়ে না ফেলে তবে তাদের জন্য বাড়তি কিছু বিনোদনের ব্যবস্থা করা দরকার। এক জোড়া নাপাম প্রস্তুত কর।"

কর্পোরাল মাথা নেড়ে সায় দিয়ে তার প্যাকের দিকে মনোযোগ দিল। আরও একবার অপেক্ষার খেলাটা শুরু হল, দীর্ঘ হতে থাকল সময়। নাথান অনুভব করল তার হাটুর নিচের ভেলাটা একটু কেঁপে উঠছে।

"শক্ত করে ধরে রাখুন সবাই!"

হঠাৎ তাদের নিচের ভেলাটা ধাক্কা খেল, সাথে সাথে ভেলার পেছনের অংশটা শূন্যে উটে গেল। ভেলার সবাই বাঁশ ধরে ঝুলে রইল মাকড়সার মত। এখানে সেখানে ঝপাত করে পড়তে থাকল ভেলার উপরে রাখা প্যাকগুলো। তারপর তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে আবার ভেলাটা আছঁড়ে পড়ল পানিতে।

"সবাই ঠিক আছে?" চিৎকার দিল নাথান।

অস্পষ্ট কিন্তু ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেল।

"আমার রাইফেলটা গেছে," বলল ওকামোটা, তার চোখে ক্রোধ।

"কপাল ভাল তুমি যাও নি," বলে উঠল কাউয়ি।

আবারো চিৎকার দিয়ে উঠল নাথান। "ওরা কিন্তু ভয়ানক হয়ে উঠছে।"

ভাসতে থাকা একটা প্যাকের দিকে হাত বাড়াল ওকামোটা। "আমার প্যাকটা।"

নাথান দৃশ্যটা দেখে আৎকে উঠল। "কর্পোরাল, থামুন!"

সঙ্গে সঙ্গে জমে গেল ওকামোটো। "ওহ্..." তার ব্যাকস্যাকের দড়িগুলো এরইমধ্যে ধরে ফেলেছে সে, তোলাও হয়ে গেছে জল থেকে অর্ধেকটার মত।

"ছেড়ে দিন," বলল নাথান। "সবে যান ভেলার কিশার থেকে।"

ছোট একটা ধাক্কায় প্যাকটা ছেড়ে দিয়ে হাতটা গুটিয়ে নিয়ে এল কর্পোরাল, কিন্তু ভেলার কিশারা থেকে সে সরতে গিয়ে দেরি করে ফেলল। দৈত্যটা আচমকা পানি থেকে

উঠে এল। ওটার চোয়াল দুটো হা করা। চোয়ালের ভেতরে দাঁতগুলো যেন এক একটি একহাত লম্বা। এক ঝটকায় দৈত্যটা একেবারে শূন্যে ভাসিয়ে নিল রেঞ্জারকে। ভয়ে আর আতঙ্কে চিৎকার দিল বেচারা। বিশাল চোয়াল দুটো এক হতেই হাঁড় ভাঙার মচমচ শব্দ শোনা গেল। ওকামোটোর চিৎকারটা যন্ত্রণা আর অবিশ্বাসে রুপ নিল এবার। শরীরটা ঝাঁকুনি খাচ্ছে পুরনো কাপড় দিয়ে বানানো পুতুলের মত, পা দুটো দুলছে এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্তভাবে। তারপর বিশালাকার দেহটা আবারো নেমে এল জলের উপরিভাগে।

"ফায়ার!" গর্জে উঠল ওয়াক্সম্যান।

যা ঘটল তাতে নাথান এতই হতচকিত হেয়ে গেছে যে নিজের হাত-পা নাড়তেই পারছে না। গর্জে উঠল ক্যারেরার এম-১৬। একঝাঁক গুলি গিয়ে আছড়ে পড়ল দৈত্যাকার কুমিরটার উপরে। কিন্তু হলদে পেটের আঁশটেগুলো লোহার মতই শক্ত। এমনকি কুমিরটার যে অংশ বন্দুকের সবচেয়ে কাছে ছিল সেখানটাও প্রায় অক্ষতই দেখাল। এর দূর্বল জায়গা, মানে চোখগুলো অক্ষতই আছে। নিজের শটগানটা এক ঝটকায় তুলে নিল নাথান। একঝাঁক গুলি শূন্য বাতাস ভেদ করে আছড়ে পড়ল পানিতে। দৈত্যটা ততক্ষণে ডুব দিয়ে দিয়েছে। আক্রমণটা পুরোপুরি ব্যর্থ হল। ওকামোটাকে নিয়ে কেইমানটা উধাও হয়ে গেল।

ঘটনার নির্মতায় জমে গেল সবাই। কুমিরটা চলে যাওয়ার ফলে পানির টানে নাথানের ভেলাটা একটু দুলে উঠল। সে তাকিয়ে আছে ঠিক যে জায়গাটায় রেঞ্জার অদৃশ্য হয়েছে। বেসুরো শিষ দেয়া বেচারা ওকামোটা। একটা লালচে বুদবুদ জলের উপর উঠে এল কেবল। রক্ত মিশছে পনিতে। এতক্ষণে দৈত্যগুলো জেনে গেছে তাদের খাবার এখানেই আছে!

কেলি তার ভায়ের পাশে ভেলার মাঝখানে হামাগুড়ি দিয়ে আছে। ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান এবং কর্পোরাল র‍্যাকজ্যাজ হাটু গেঁড়ে বসে প্রস্তুত রেখেছে তাদের অস্ত্রগুলো ইয়ামিরের নাপাম বোমা দুটো প্রস্তুত। এক একটার আকৃতি মাঝারি মনের ডিনার প্লেটের সমান। প্রতিটি বোমার উপর একটি ইলেক্ট্রনিক টাইমার বসানো। কিছুটা পেছনে হেনে গেল ডেমলিশন এক্সপোর্ট।

"রেডি," ক্যাপ্টেনের উদ্দেশ্যে মাথা নেড়ে সায় দিল সে।

"অস্ত্রটা হাতে রাখ," ওয়াক্সম্যান বলল। "প্রস্তুত হও।"

ইয়ামির তার এম-১৬ রাইফেলটা তুলে নিয়ে ভেলার পাশে নজর রাখতে থাকল। কিছু একটা ভেঙে যাবার শব্দ হল তাদের পেছন দিকে। দ্রুত পেছনে ঘুরে কেলি দেখল তাদের ভেলাবহরের তৃতীয় ভেলাটা শূন্যে ভাসছে, কিছুক্ষণ আগে নাথানদেরটা যেমন হয়েছিল। কিন্তু এটার যাত্রিরা অতোটা সৌভাগ্যবান নয়।। আকস্মিক আক্রমণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আনা ফঙ ছিটকে পড়ল পানিতে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভেলাটাও আছড়ে পড়ল। রিচার্ড জেন এবং অলিন কোনমতে ভেলাটা ধরে ঝুলে আছে, ঝুলে আছে সার্জেন্ট কসটস এবং কর্পোরাল গ্রেইভ্সও। পানির উপরে ভেসে উঠল আনা, কিছুটা শ্বাসরোধ অবস্থায় কাশছে। তার ভেলা থেকে মাত্র এক গজ দূরে সে।

"একটুও নড়বে না, আনা!" চিৎকার দিল নাথান। "হাত-পা ভাঁজ করে ভেসে থাক।"

নিশ্চিতভাবেই তার আদেশটা মানতে চাইল আনা কিন্তু তার প্যাকটা পানিতে ভরে গেছে, ভারি সেই জিনিসটা তাকে টেনে নিতে চাইছে পানির নিচে। যদি না সে পা দিয়ে নিচে ধাক্কা মেরে ভাসার চেষ্টা করে তবে ডুবতেই হবে তাকে। আতঙ্কে চোখ দুটো ফ্যাকাশে হয়ে সাদা হয়ে গেছে তার। একদিকে ডুবে যাবার ভয় অন্যদিকে পানির নিচে ঘাপটি মেরে থাকা দানব। ভেলাটার উপর মানুষজনের নড়াচড়া মনোযোগ আকর্ষন করল আনার। সার্জেন্ট কসটস পানির দিকে ঝুঁকে আছে বাঁশের লম্বা একটা খুঁটি বাড়িয়ে দিয়ে। এটা তারা লগি হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

"এটা ধরুন!" কসটস বলল তাকে।

"না!" কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল সে।

চেঁচিয়ে উঠল নাথান আবারো। "আনা, যতক্ষণ না তুমি নড়া-চড়া করছ কোন সমস্যা নেই। আর কসটস, ওকে খুব ধীরে ধীরে টানতে থাক। কোন স্রোত তৈরির চেষ্টা কর না।"

কেঁপে উঠল কেলি। ফ্রাঙ্ক জড়িয়ে আছে তাকে। ধারণার থেকেও আস্তে আস্তে সার্জেন্ট তাকে টেনে ভেলার কাছে নিয়ে এল।

"দারুণ, দারুণ..." আপন মনে বিড়বিড় করতে লাগল নাথান আর ঠিক তখনই আনার ঠিক পেছনে শক্ত চামড়ায় মোড়ান একটা নাক ভেসে উঠল। চোখ দুটো এখনো পানির নিচে।

"কেউ গুলি করবেন না!" চিৎকার দিল সে। "ওটাকে ক্ষেপানো যাবে না।"

বন্দুকগুলো তাক করা থাকলেও কোন গুলি বেরুল না। কসটস টেনে আনতে থাকা বাঁশটি থামিয়ে দিয়েছে কেইমানের উপস্থিতি লক্ষ্য করেই। কেউ-ই নড়ছে না এখন। একটা চাপা আর্তনাদ ভেসে এল পানিতে ভাসতে থাকা আনার কণ্ঠ দিয়ে। খুবই ধীরে সরু নাকটি একটু এগিয়ে এল, মুখটা ভেসে উঠতেই কেইমানটার বিশাল চোয়াল খুলে গেল। কসটস আনাকে তার দিকে না টেনে পারল না। দৈত্যটা থেকে কয়েক ফিট দূরে আছে মেয়েটি।

"সাবধানে," বলল নাথান।

এটা যেন অদ্ভুত একটি দৃশ্য। যেখানে নিশ্চিত মৃত্যু এগিয়ে আসছে আর শিকার চেষ্টা করছে প্রাণপনে মুক্তি পেতে, তবে হেরে যাচ্ছে সে। প্রাণীটার নাক এখন এক ফুটেরও কম দূরে আনার শরীর থেকে। কর্পোরাল গ্রেইভস এগিয়ে এল এই পরিস্থিতিতে। ভেলার অপর প্রান্ত থেকে দৌড়ে এসে আনার মাথার উপর দিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিল সে।

"গ্রেইভস!" চেঁচিয়ে উঠল ক্যাপ্টেন।

কুমিরের ভেসে ওঠা নাকের উপর গিয়ে পড়ল রেঞ্জার। দু-হাতে চেপে ধরল চোয়ালটাকে। "ওকে টেনে তোল!" কেইমানটার সাথে যুদ্ধ করতে করতে চিৎকার দিয়ে বলল গ্রেইভস। তাকে নিয়েই দৈত্যটা ডুব দিল পানিতে।

কসটস আনাকে দ্রুত টেনে নিল ভেলার দিকে, অলিন তাকে সাহায্য করল ভেলায় ওঠার জন্য। এক মুমূর্ত পর দৈত্যটা পানির উপর ভেসে উঠল, গ্রেইভস এখনো ওঠার চওড়া মাথার উপর সেঁটে আছে। কেইমানটা নড়াচড়া করছে বিক্ষিপ্তভাবে, চেষ্টা করছে প্রাণপনে তার মাথার উপর অবতরন হওয়া এই অদ্ভুত আগন্তুককে ঝেড়ে ফেলে দিতে। ওটার চোয়াল আংশিক খুলে যেতেই তীব্র ক্রোধমিশ্রিত একটি শব্দ বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

"জাহান্নামে যা!" বলল গ্রেইভস। "আমার ভাইকে খেয়েছিস তোরা..." পা দুটো দিয়ে ওটাকে জাপটে ধরে ফিল্ড জ্যাকেট থেকে একটা গ্রেনেড খুলে নিল সে, সময় নষ্ট না করেই দৈত্যটার গলার ভেতর ছুড়ে দিল ওটা।

বিশাল চোয়ালটা রেঞ্জারকে ঝটকা মেরে ধরতে চাইল কিন্তু সে ওটার নাগালের বাইরে।

"নিচু হও সবাই!" হুঙ্কার দিল ওয়াক্সম্যান।

গ্রেইভস তার জায়গা থেকে লাফ দিল ভেলাটার দিকে, উন্মাদের মত চিৎকার করে বলল, "ওটাই খা, শালার বানচোত।"

জঙ্গলের নিরবতাকে ছিন্নভিন্ন করে ছড়িয়ে পড়ল বিস্ফোরণের শব্দ। কেইমানের মাথাটা উড়ে গেল শূন্যে। টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল গ্রেনেডের ধাতব টুকরোর আঘাতে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় গ্রেইভসও উড়ে গেল বাতসে, বিজয়ের একটা গর্জন বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। ঠিক তখনই অন্য কেইমানটা গভীর জল থেকে উঠে এল। চোয়াল দুটো হা করা, শূন্যে ভাসতে থাকা করপোরালকে লক্ষ্য করে উঠে এল যেন। বাতাসে ভাসমান থাকতেই ধরে ফেরল রেঞ্জারকে, ঠিক ছুঁড়ে মারা কোন বল কুকুর যেভাবে ধরে। তারপর চেপে ধরল শক্ত করে, অবশেষে শিকারকে নিয়ে ডুব দিল ওটা। সবই ঘটল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে।

মৃত কেইমানটা চিৎ হয়ে ধীরে ধীরে ভেসে উঠল পানির উপর। সব সময় আড়লে থাকা পেটের নিচের বাদামী আর হলদে আঁশটেগুলো দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। নিথর দেহটাকে পানির নিচ থেকে ধাক্কা দেয়া হচ্ছে। বেঁচে থাকা অপর কেইমানটা পরীক্ষা করে দেখতে চাইছে আর কি। ওটার চারপাশে একটা মৃদু স্রোতের মত তৈরি হল।

"এবার হয়তো ওটা চলে যাবে," ফ্রাঙ্ক বলল। "হয়ত অন্য একটাকে মরতে দেখে ওটাও ভয়ে পালাবে।"

কেলি জানে এমনটা ঘটবে না। এই প্রাণীগুলো শতশত বছরের পুরনো। সারাটা জীবন জুটি হয়ে থেকেছে। স্রোতটা মিঁইয়ে গেল, আবারো শান্ত হয়ে গেল পানি। সবাই স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে পানির দিকে। কারো শ্বাস থেমে আছে, কারোরটা চলছে উত্তেজনার সাথে। প্রতিটি মিনিট যেন এক একটা দিন। সূর্যতাপ ঝলসে দিচ্ছে সবাইকে।

"কোথায় গেল ওটা?" ফিসফিস করে বলল জেন। তার পাশে পানিতে ভিজে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া আনা আতঙ্কে কেঁপে উঠল একটু।

"আসলেই চলে গেছে হয়তো," বিড়বিড় করে বলল ফ্রাঙ্ক।

তিনটি ভেলার বহর হালবিহীন হয়ে ভাসছে স্রোতে, দুলছে মৃত কুমিরটার পাশে।

নাথানের ভেলা কুমিরটা থেকে সবচেয়ে দূরে। কেলির সাথে চোখাচোখি হতেই মাথা নেড়ে সায় দিল সে। চেষ্টা করল নিশ্চয়তাপূর্ণ অভিব্যক্তি দিতে। কিন্তু তার পেছনে জঙ্গলে অভিজ্ঞ ম্যানুয়েলও আতঙ্কিত এখন। জাগুয়ারটা হামাগুঁড়ি দিয়ে আছে তার মাস্টারের পাশে। খাড়া হয়ে আছে পিঠের লোমগুলো।

ফ্রাঙ্ক একটু নড়ে চড়ে উঠল। "ওটা আসলেই পালিয়েছে। সম্ভবত।"

চূড়ান্ত আঘাত হানার আগে কেলি কিছু একটা অনুভব করল। তাদের ভেলার নিচে হঠাৎ করে পানির একটা দুলুনি হল।

"দাঁড়াও।"

"কি?"

তাদের নিচে ভেলাটা যেন বিস্ফোরিত হল। এবার শুধু উপরে ধাক্কাই না, সোজাসুজি উঠে গেল আকাশের দিকে। তারপর ভেলাটা মাঝখান থেকে ভেঙে টুকরো হয়ে গেল ক্রোধান্বিত কেইমানটার ইস্পাত শক্ত বিশাল নাকের আঘাতে। উড়ে গেল কেলি, পাক খেল বাতাসে। তার মত শূন্যে উঠে যাওয়া ভাঙা ভেলার বাঁশ ও প্যাকগুলো নিচে পড়তে শুরু করল তার সাথে সাথে, তবু কিছু একটা ধরতে চাইল কেলি।

"ফ্রাঙ্ক!"

তার ভাই পানিতে আছড়ে পড়ল বেশ জোরে। পানিতে পড়ার পরই নাক-মুখ দিয়ে কিছুটা পানি ঢুকে গেল তার। খকখক করে একটু কাশল সে, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল নাথানের সতর্কবার্তাটা। যতটা সম্ভব স্থির হয়ে থকতে হবে। কি মনে করে একটু উপরে তাকাতেই কেলি দেখল ধ্বংস হয়ে যাওয়া ভেলাটির বড় একটা গুড়ি নেমে আসছে ঠিক তার মুখ বরাবর। এক ঝটকায় মুখটা মারাত্মক আঘাতের হাত থেকে বাঁচাল কিন্তু গুঁড়িটার অপরপ্রান্ত এসে আঘাত করল তার মাথার একপাশে। ধাক্কায় পেছনে সরে গেল সে, তলিয়ে যেতে লাগল পানির নিচে, অন্ধকার গ্রাস করে নিচ্ছে তাকে।

নাথান দেখল কেলি ধ্বংসাবশেষের আঘাতে হয় মারা যাচ্ছে অথবা জ্ঞান হারাচ্ছে, ঠিক বুঝতে পারছে না সে। চারপাশজুড়ে ভাসছে ভেঙে যাওয়া ভেলাটা, মানুষজন, প্যাকগুলো আর ভেলার টুকরো অংশ। "স্থির হয়ে ভেসে থাকুন সবাই!" যতটা সম্ভব চিৎকার দিয়ে বলল নাথান। ভীত চোখ দুটো খুঁজে বেড়াচ্ছে কেলিকে। কি হল তার?

ঘাতক কেইমানটা আবারো অদৃশ্য হয়ে গেল পানির নিচে।

"কেলি!" চিৎকার দিল ফ্রাঙ্ক।

তার বোন খানিকটা দূরে ধ্বংস স্তূপের সাথে পানিতে ভেসে আছে আধ-ডোবা অবস্থায়। তার মুখটা পানির দিকে উঁপুড় করা, নিষ্প্রাণ লাগছে দেখতে। নাথান দোদুল্যমান অবস্থায় পড়ে গেল। সে কি মারা গেছে? ঠিক তখন দেখতে পেল কেলির একটা হাত নড়ে উঠেছে, দুলছে দুর্বলভাবে। বেঁচে আছে। কিন্তু কত সময়ের জন্য? যে চোট পেয়েছে তাতে তার ডুবে যাবার ঝুঁকি অনেক বেশি।

"ধ্যাৎ!" বুদ্ধি বের করার চেষ্টা করছে নাথান, এমন একটা যা দিয়ে মেয়েটিকে বাঁচান যাবে। কেলির শরীর থেকে অল্প একটু দূরেই ছোট একটি দ্বীপ আছে, ওর উপর মাত্র

একটাই বিশাল ম্যানগ্রোভ গাছ দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে। ওটার মোটা গুঁড়িটা দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য এলোমেলো আর পেচাঁনো শেকড়ের উপর। তারপর দৃশ্যমান ঐ দৃঢ় শেকড়ের কাঁধেই গাছটা ভর করেই ডাল-পালার বিশাল এক ঝুলন্ত আচ্ছাদন তৈরি করেছে পানির উপর। কেলি যদি একবার ওখানে পৌছাতে পারত...

একটা চিৎকার ভেসে এল পানি থেকে, চিন্তায় ছেদ পড়ল নাথানের। কেইমানটার মাথা দেখা গেল, ভেঙে যাওয়া ভেলাটার ধ্বংসস্তুপের মাঝে ভেসে উঠেছে ওটা সাবমেরিনের মত। ওটার বড় একটা চোখ দেখে নিল চারপাশটা। কিছু গুলি ছোঁড়া হল ওটাকে লক্ষ্য করে কিন্তু ওটা ডুব দিয়ে হারিয়ে গেল দ্রুত।

ফ্রাঙ্ক অবশেষে তার বোনকে দেখতে পেয়েছে। "হায় ঈশ্বর...কেলি!" ঘুরে গেল সে, সাঁতার দিতে উদ্যত হল বোনকে বাঁচানোর জন্য।

"ফ্রাঙ্ক! একটুও নড়বেন না!" চিৎকার দিল নাথান। "আমি ওর কাছে যাচ্ছি।" হাতের শটগানটা ভেলার মেঝেতে ফেলে দিল সে।

"কি করছ তুমি?" জিজ্ঞেস করল ম্যানুয়েল।

উত্তর না দিয়ে কাজটা করেই দেখাল নাথান, তার ভেলার খুব কাছেই মৃত কেইমানটা। মাঝখানের পানিটুকু লাফ দিয়ে কুমিরটার পেটের উপর ড়িয়ে পড়ল সে। দ্রুত উঠে দাঁড়াল এবার। তারপর ওটার পিচ্ছিল শরীরের উপর দিয়ে দৌড় শুরু করল যতটা সম্ভব কেলির কাছে পৌছানোর জন্য। ডান দিকে একটা চিৎকার ভেসে এলে নাথান দেখল কর্পোরাল ইয়ামিরকে। কুমিরের সাথে ধস্তাধস্তি করছে সে। হঠাৎ পানির নিচে টেনে নেওয়া হল তাকে। বড় বড় বুদ বুদ ভেসে উঠল কয়েক মুহূর্ত পর। পানিতে ভেসে থাকা সবাইকেই লক্ষ্য বানিয়েছে কেইমানটা। নাথান কুমিরটার শরীরের উপর থেকে লাফ দিয়ে পড়ল কেলির একেবারে কাছে। মেয়েটার মুখ পানি থেকে একটু তুলে ধরল সে দুর্বলভাবে নড়ে উঠল।

"কেলি! আমি নাথান! শান্ত থাক।"

তাদের এই হালকা নড়াচড়া কুমিরটার চোখে পড়ে গেল। নাথান দ্রুত পা দিয়ে আঘাত করতে থাকল ঢিবিটার কাছে পৌছানোর জন্য। ধ্বংসস্তুপের ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে তাকে। হঠাৎ তার হাতে কিছু একটা লাগল, কালো একটা ডিনার প্লেটসদৃশ জিনিস। ওটার গায়ে মিটমিট করতে থাকা কিছু লাল বাতি জ্বলছে। এটা নিহত কর্পোরালের একটি বোমা। কোন কিছু না ভেবেই অন্য হাতটা দিয়ে বোমাটা তুলে নিয়ে পা চালাতে থাকল বিরামহীনভাবে।

"ঠিক তোমার পেছনে!" সার্জেন্ট কসটস চিৎকার দিয়ে উঠল খানিক দূর থেকে।

পেছনে তাকাল নাথান। একটা স্রোত এগিয়ে আসছে ঠিক তার দিকে। তারপরই দেখতে পেল নাকের অগ্রভাগটা ভেসে উঠছে পানির উপর। আস্তে করে ভেসে উঠল হাতির মাথার চেয়েও বড় কালো মাথাটা। সাথে সাথেই নাথান নিজেকে আবিষ্কার করল দৈত্যটার সাথে চোখাচোখি অবস্থায়। শত্রুর দৃষ্টির আড়ালে যে ধূর্ততা লুকিয়ে আছে তা বুঝতে পারল সে। ওটা হিংস্র তবে নির্বোধ নয়। মরার ভান করায় কাজ হবে না এখন।

দ্রুত ঘুরে গেল সে। পা চালাতে লাগল ঢিবির অভিমুখে, হাতে ধরে রাখা নাপাম বোমাটা কাজ করছে বৈঠার মত। কয়েক ফিট এগোতেই তার পা মাটিতে আঘাত করল। বেঁচে থাকার জন্য ভয় আর আতঙ্কের মাঝে জন্ম নেওয়া শক্তিটুকু দিয়ে কেলিকে নিজের বাহুর নিচে টেনে নিয়েই সামনে এগিয়ে যেতে থাকল নাথান।

"ওটা ঠিক তোমার পেছনে!" কেউ একজন বলল।

পেছনে তাকিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করল না নাথান। সে দ্রুত এগিয়ে গেল ম্যানগ্রোভ গাছটার পেঁচানো শেকড়ের দিকে। তারপর কেলিকে শেকড়ের ফাঁকা দিয়ে ঠেলে দিয়ে নিজেও ঢুকে গেল সেখানে।

পানি থেকে মাথা একটু ওপরে তুলতেই কেলি একটু কেশে উঠল, সাথে কিছু পানিও বের হয়ে এল মুখ থেকে। চারপাশটায় আতঙ্কের সাথে চোখ বুলাল সে চেতনা আসতেই। নাথান কেলিকে জাপটে ধরে রাখল সেই ছোট্ট জায়গাটার ভেতরে।

"ওটা...?" নাথানের কাঁধের উপর দিয়ে কেলি দেখল প্রাণীটাকে। বিস্ফারিত হল তার চোখ। "ওহ্, সর্বনাশ!"

দৈত্যটা এগিয়ে এসে পাড়ের কাদার উপর উঠে গেল। তারপরই শেকড়ের দেয়ালকে আঘাত করতে লাগল, ঠিক যেন কোন মালবাহী লরি ছোট্ট একটা ট্যাক্সি-ক্যাবকে আঘাত করছে। পুরো গাছটা কেঁপে উঠল। নাথানের মনে হল গাছটার শেকড় ভেঙে তাদের উপর পড়বে কিন্তু অনড় থাকল গাছটা। মুখটা হা করে হাসফাঁস করল দৈত্যটা। ওটার বড় বড় দাঁতগুলো স্পষ্ট দেখতে পেল সে। হঠাৎ থেমে গেল প্রাণীটা। হিংস্র চোখে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর পেছন দিকে সরে গিয়ে ফিরে গেল পানিতে।

নাথানের দিকে ঘুরল কেলি। "তুমি আমাকে বাঁচালে!"

মেয়েটার দিকে তাকাল সে। শেকড়ের এই জেলখানাটা এত ছোট যে নাক দুটো তাদের প্রায় ছুঁই-ছুঁই করছে।

"না হলে তো মরতে বসেছিলে তুমি, এটাকে বরং এভাবেই দেখা উচিত," হাঁটুতে ভর দিয়ে একটু সোজা হল নাথান। ঝুলে আসা একটা শেকড়কে উপরে ঠেলে দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াল সে। "তাছাড়া আমরা কিন্তু এখনো গাছবন্দী।" চারপাশের জলরাশি ভাল করে দেখছে সে। কুমিরটার উপস্থিতি জানান দেয়া কোন স্রোত আছে কিনা খুঁজে দেখল। কিন্তু পানিটাকে শান্তই দেখাচ্ছে। তবে নাথান জানে, কেইমানটা আশেপাশে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। লম্বা একটা দম নিয়ে শেকড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল সে।

"কোথায় যাচ্ছ?"

"পানিতে এখনো অনেকেই পড়ে আছে...এরমধ্যে তোমার ভাইও আছে," নাথান নাপাম বোমাটা শার্টের ভেতর চালান করে দিয়ে গাছ বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। মনে মনে একটা পরিকল্পনা করেছে সে। বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে একটা ভাল ডাল বেছে নিল, খুব কষ্ট করে পৌছাল ওটার শীর্ষে। এরপর ধীরে ধীরে ডালটা বেয়ে নামতে থাকল পানির দিকে যেখানে গাছের ডালগুলো পানি থেকে খানিকটা উপরে ঝুলছে। ডালটার প্রান্তগুলো সরু হতেই নাথানের শরীরের ওজনের চাপে বাঁকাতে শুরু করল, খুব সতর্কতার

সাথে এগোলো সে। অবশেষে, আর বেশি এগোনোর ঝুঁকি নিল না। নিচে এবং চারপাশের খানিকটা জায়গা দেখে নিল এক নজর। এটুকুতেই হয়ে যাবার কথা। বোমাটা উঁচু করে দোলাতে দোলাতে অন্য ভেলাটার উদ্দেশ্যে চিৎকার দিল :

"কেউ কি জানে এই বিস্ফোরকটা কিভাবে অ্যাকটিভ করতে হয়?"

সার্জেন্ট কসটস উত্তর দিল, "ওখানে একটা টাইমার দেয়া আছে। ওটাতে টাইম বেঁধে দাও, তারপর লাল বাটনটা চাপ দিলেই হবে।"

কথাটা বলার পরেই ওয়াক্সম্যান বাধা দিয়ে উঠল। শান্তস্বরে যে সতর্কবার্তাটা যোগ করল সে তা গুরুত্বের সাথেই শুনে গেল নাথান। "ওটার বিস্ফোরকগুলো চারদিকে কয়েকশ মিটার পর্যন্ত আঘাত হানতে পারে। ভুলভাবে ওটা বিস্ফোরিত করা মানে আমরা সবাই শেষ।"

বোমাটার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল নাথান। খুবই সাদামাটা একটি কি-বোর্ড বোমাটার উপরে বসান, ঠিক যেন একটা ক্যালকুলেট। মনে মনে সে প্রার্থনা করল বোমাটা যেন ভিজে গিয়ে কিংবা টানাহেঁচড়ায় নষ্ট না হয়ে থাকে। বোমাটার টাইমারে পনের সেকেন্ড সময় বেঁধে দিল সে। এই সময়টুকুই অনেক। তারপর বোমাটা আল্‌তো করে বুকের উপর রেখে পকেট থেকে ছুরিটা নিয়ে বসিয়ে দিল হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলে, চামড়া ভেদ করিয়ে গভীরভাবে ছুরিটা বসিয়ে দিল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের করা দরকার। কাটা শেষ করে একটা ছোট ডাল ধরে সে এগোতে লাগল দুলতে থাকা ডালের উপর দিয়ে। সে যখন জল থেকে খানিক ওপরে ঝুলছে তখন থামল। রক্তাক্ত হাতে বোমাটা ধরল ভাল করে। পানির দিকে আরেকটু ঝুঁকে বোমাটা বাড়িয়ে দিল পানির দিকে। নিচের পানিতে গিয়ে পড়তে শুরু করল রক্তের ফোঁটা। সে ধরে আছে শক্ত করে, কেঁটে যাওয়া আঙুলটি বোমার ট্রিগারের উপর। "আয় শালা, কাছে আয়!" অস্ট্রেলিয়াতে থাকাকালীন সে একবার জীবন্ত বন্য-প্রাণীদের একটা পার্কে গিয়েছিল, সেখানে দেখেছিল ত্রিশ ফুট দীর্ঘ একটা নোনা-পানির কুমিরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এমনভাবে যাতে কুমিরটা লাফিয়ে পুলের উপর উঠে আসতে পারে সদ্য মাথা কাটা রক্তাক্ত মুরগির লোভে। নাথানের পরিকল্পনাটাও ঠিক তেমনি। পার্থক্য হল সে নিজেই মুরগি।

আস্তে করে হাতটা দোলাল যাতে আরও একটু রক্ত ঝরে। "কোথায় তুমি, চান্দু?" ফিসফিসিয়ে বলল সে। হাতটা ক্লান্ত হয়ে আসছে। একটু ঝুঁকিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সে আড়চোখে সবাইকে একটু দেখে নিল। ভাসমান ধ্বংসস্তূপের মাঝেই এখনো ভাসছে তারা। কেইমানটার সঠিক অবস্থান না জানার কারণে দুটো ভেলার একটাও এগিয়ে এসে ভাসমান মানুষগুলোকে উদ্ধার করতে পারছে না। সামান্য অমনোযোগী হবার কারণে বিশালাকৃতির দানবের পানির উপরে উঠে আসাটা খেয়ালই করতে পারে নি সে।

"নাথান!" চিৎকার দিল কেলি।

সম্বিত ফিরল নাথানের। কেইমানটা পানির উপরে, একেবারে তার নীচে। চোয়াল দুটো হা করা। গর্জনের শব্দ আসছে সেখান থেকে। বোমার ট্রিগারটা টিপল নাথান, তারপরেই সেটা ফেলে দিল দৈত্যটার খোলা মুখের ভেতরে। ঠিক তখনই নাথান বুঝতে

পারল জলাভূমির এই দৈত্যাকার কুমিরগুলো কতোটা লাফিয়ে উঠতে পারে সে বিষয়ে তাদের অনুমান মোটেও সন্তোষজনক নয়। হাতে-পায়ে ভর দিয়ে কোন মতে উঠে দাঁড়াল নাথান, তারপর সোজাসুজি উপর দিকে দিল লাফ, দু-পায়ে যত শক্তি ছিল সবটুকু দিয়ে পায়ের নিচের ডালটিকে ধাক্কা মেরে স্প্রিংয়ের মত খানিকটা উপরে লাফিয়ে উঠল সে। পাতার আস্তরণ ভেদ করে একটা ডালকে ধরল শক্ত করে। পা দুটো ঝটকা মেরে দূরে সরিয়ে নিল আর ঠিক তখনই কুমিরটার উদ্যত চোয়াল নাথানের নিতম্ব আল্‌তো স্পর্শ করে ফেলল। দৈত্যটার হাফিয়ে ওঠা নিঃশ্বাসও টের পেল পিঠে। এমন ঝুলন্ত শিকারের প্রতি এতক্ষণে আগ্রহ হারাল কুমিরটা। তাই ওটা আবারো পানিতে গিয়ে আছড়ে পড়লে অনেক উঁচু পর্যন্ত পানি ছিটকে উঠল। নিচে তাকিয়ে নাথান দেখল, যে ডালটার উপর সে এতক্ষণে বসেছিল সেই ডালটা আর নেই। শক্তিশালী চোয়াল দুটো নিখুঁতভাবে গুড়িয়ে দিয়েছে ওটা। যদি সে ওটার উপর দাঁড়িয়ে থাকত তাহলে এতক্ষণে দানবের মুখের গ্রাসে পরিণত হত।

নাথান দেখল কেইমানটা গভীর পানিতে থেকে আবারো উপরে ভেসে উঠেছে কিন্তু এবার আর ওটা আধাডুবন্ত অবস্থায় নয়, নিজের ভয়াল আকৃতির পুরোটাই ভেসে উঠল। একটা পুরুষ কুমির। দৈর্ঘ্যে কমপক্ষে ১২০ ফিট তো হবেই। ডালে ঝুলতে থাকা নাথানকে কেইমানটার ক্রোধান্বিত দৃষ্টি আঘাত করল যেন। তবে ওটুকুই শেষ। কুমিরটা ধীরে ঘুরে চলে গেল পানিতে ভাসমান মানুষগুলোর দিকে। গাছে ঝুলন্ত শিকার থেকে ভাসমান শিকারগুলোই ঢের সহজ ঠেকল ওটার কাছে। তবে পুরোপুরি ঘোরার আগেই নাথান দেখল কুমিরটা কেমন যেন কেঁপে উঠল। সেকেন্ড গুণতে ভুলেই গিয়েছিল সে। হঠাৎ দৈত্যটার পেট ফুলে উঠল। চিৎকার দেবার জন্য চোয়াল দুটো প্রসারিত করতেই তীব্র বেগে ছুটে বেরিয়ে এল আগুন। কেইমানটাকে সত্যিকারের আগুন নির্গত করা কাল্পনিক প্রাণী ড্রাগনের মতই লাগছে এখন। একটা পাক খেয়েই ওটা ডুবে গেল গভীর পানিতে, তারপর হুশ করে একটা বিস্ফোরণ উপরের দিকে ঠেলে উঠতেই আগুন, পানি আর কুমিরের দেহাংশ পানির উপরে ছিটকে পড়ল চারদিকে।

নাথান ডালের সাথে শক্ত করে ঝুলে রইল হাত-পা ব্যবহার করে। নিচে শেকড় ঘেরা গর্তে কেলি চিৎকার দিয়ে উঠল ভয়ে। বিস্ফোরণটা যেমন মুহূর্তেই শুরু হয়েছিল তেমনি মুহূর্তেই থেমে গেল। যা থাকল তা জলভূমিজুড়ে বৃষ্টির মত পড়তে থাকা কেইমানটার ছোট-বড় জ্বলন্ত মাংসের টুকরো। বর্মসদৃশ বহিরাবরণের কারণে বোমাটার সবচেয়ে খারাপ প্রভাব দৈত্যাকার কেইমানটার শরীরের ভেতরেই পড়েছে। বিজয়ের উল্লাসধ্বনিত শোনা গেল অন্যদের কাছ থেকে। নাথান গাছ বেয়ে নিচে নেমে কেলিকে বের করে অনল শেকড়ের ভেতর থেকে।

"তুমি ঠিক আছ?" জিজ্ঞেস করল সে।

মাথা ঝাঁকাল কেলি। চুলের সাথে আটকে থাকা এক টুকরো মাংস দেখিয়ে বলল, "মাথা ব্যাথা করছে একটু। কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে।" খকখখ করে কেশে উঠল এবার। "কমপক্ষে এক গ্যালন পানি গিলেছি আমি।"

কেলিকে পানিতে নামতে সাহায্য করল নাথান। সার্জেন্ট কসটস যখন ব্যস্ত হয়ে পড়ল ভাসতে থাকা প্যাক এবং মানুষগুলোকে ভেলায় ওঠানোর কাজে, তখন নাথানের নিজের ভেলাটাতে তার বন্ধু ম্যানু এবং রেঞ্জার ক্যারেরা ছাড়া আর কেউ নেই। বৈঠায় ভর করে তাদের দিকে ভেসে এল সে। ক্যারেরা হাত বাড়িয়ে কেলিকে ভেলায় উঠতে সাহায্য করল। ম্যানুয়েল নাথানের কব্জিটা ধরে টেনে তুলল ভেলায়। "বুদ্ধিটা বেশ দ্রুতই করেছিলে ডক্টর," হেসে বলল সে।

"প্রয়োজনীয়তাই উদ্ভাবনের জনক," বলল নাথান, তার অভিব্যক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা ক্লান্ত হাসি দিয়ে। "কিন্তু আবারো শুকনো পাড়ে ওঠার জন্য তর সইছে না আমার।"

"এখানো কি আরও দু-একটা থাকতে পারে এখানে?" তাদের দলটি বাকি দলের উদ্দেশ্যে রওনা হতেই জিজ্ঞেস করল কেলি।

"আমার কিন্তু এখনো সন্দেহ হচ্ছে," দুঃখের একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি ফুটিয়ে বলল ম্যানুয়েল। "চারপাশের বিশাল এই পরিবেশ যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন, আমার মনে হচ্ছে না এখানে ঐ দৈত্যাকার পরভোজী দুটো ছাড়াও আরও কয়েকটার জন্য পর্যাপ্ত খাবার থাকবে। তারপরও, আমি চোখ-কান খোলাই রাখব, বলা যায় না ও দুটোর কোন বাচ্চা-কাচ্চা আছে কিনা। থাকলে সেগুলোও খুব ছোট হবে না, বিপদের ঝুঁকি তাদের দিক থেকেও থাকবে।"

ক্যারেরা রাইফেল নিয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখল, বাকিরা ব্যস্ত হয়ে গেল বৈঠা চালানোর কাজে। "আপনার কি মনে হয়, ব্যান-আলিই এগুলো পাঠিয়েছে আমাদের কাবু করতে, ঠিক পঙ্গপাল আর পিরানহাদের মত?" ম্যানুয়েলকে জিজ্ঞেস করল রেঞ্জার।

উত্তর দিল কাউয়ি, "না, তবে এই কুমির দুটোকে বাকি আক্রমণকারীদের সাথে দূরে রাখতে চাই না, বরং, আমার মনে হয় এরা ব্যান-আলিদের রাজ্যের প্রধান ফটকের পাহারাদার। এটা ভুল কি সঠিক জানি না, তবে ঐ জোড়াটা স্থায়ীভাবে এখানে আস্তানা বানিয়ে ব্যান-আলি রাজ্যে প্রবেশ করার দুঃসাহস দেখানো যে কাউকেই আটকে দেয়।"

পাহারাদার?...

দূরে তীরের দিকে তাকাল নাথান। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া উচুঁ জমিটুকু বিকেলের উজ্জ্বল আলোয় চকচক করছে এখন। জলপ্রপাতগুলোকে মনে হচ্ছে রুপালী ঝর্না। খাড়া পাহাড় থেকে নিচে নামতেই রুপ বদলে যাচ্ছে ওদের। পাহাড় থেকে শুরু করে উপত্যকা পর্যন্ত সবটাই সবুজের ঘন আচ্ছাদনে ঢাকা। কেইমান দুটোর পাহারাদার হবার ব্যাপারে প্রফেসরের কথা যদি সত্যিই হয়ে থাকে, তবে তাদের সামনে বিস্তৃত ভূমিটা ব্যান-আলি গোত্রের, আর এতে কোন সন্দেহ নেই, সেটা তাদের ভয়ঙ্কর রাজ্যের কেন্দ্রই হবে।

বাকি ভেলাটার দিকে তাকাল সে, মাথাগুলো গুণল। ওয়াক্সম্যান, কসটস, র‍্যাকজ্যাক এবং ক্যারেরা–এখানে পাঠান বারজন রেঞ্জারের মধ্যে থেকে মাত্র চারজন অবশিষ্ট আছে, অথচ এখনো ব্যান-আলির মূল ভূ-খণ্ডেই পৌছাতে পারে নি তারা। "আমরা কখনোই এটা পারব না," বিড়বিড় করল সে বৈঠা চালাতে চালাতে।

ক্যারেরা শুনে ফেলল তার কথা। "চিন্তার কিছু নেই। আমরা পাড়ে উঠে গর্ত খুড়ে ক্যাম্প বানিয়ে নিরাপদে থাকব প্রয়োজনীয় রসদ আকাশপথে এখানে না পাঠানো পর্যন্ত। একদিনের বেশি লাগবে না সবকিছু পেতে।"

ভ্রু কুঁচকাল নাথান। তারা আজ তিন-তিনজন মানুষকে হারিয়েছে, সবাই উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা। একটা দিনও কম গুরুত্বের নয়। দূরের ভূমিটা আস্তে আস্তে কাছে আসতেই হঠাৎ কেমন যেন সন্দিহান হয়ে পড়ল সে। আসলেই কি সে ঐ শুকনো জমিতে পৌঁছাতে চায়? বিশেষ করে এমন একটা জমি যেখানে বিশেষ কিছু অপেক্ষা করছে হয়তো। কিন্তু পিছু ফেরার উপায় নেই এখন। ওদিকে স্টেট্সে অজ্ঞাত এক রোগ মহামারিতে রূপ নিয়েছে। আর এদিকে তাদের ছোট দলটা বড় এক গোলকধাঁধার সমাধানের খুব নিকটে চলে এসেছে। এখন ফিরে যাবার কোনই উপায় নেই। তাছাড়া, তার বাবাও এই পথটাই বেছে নিয়েছিল, চালিয়েছিল পদেপদে বিপদ বিছানো বায়োলজিক্যাল অভিযান। নাথান এখন সেটা ক্ষান্ত দিতে পারে না। এতগুলো মৃত্যু, সীমাহীন বিপদ আর ঝুঁকি সত্ত্বেও তাকে খুঁজে বের করতেই হবে তার বাবার ভাগ্যে কি ঘটেছিল। যত বাধাই আসুক, সে শুধু জানে তাকে এগিয়ে যেতে হবে সামনে।

তারা তীরের কাছে চলে আসতেই ওয়াক্সম্যান হাঁক দিল। "সবাই সাবধান। আমরা ওখানে নামতেই দ্রুত জলাভূমি থেকে দূরে অবস্থান নেব। অল্প দূরেই জঙ্গলের ভেতর আমরা একটা বেইস-ক্যাম্প বানাব।"

নাথান দেখল ক্যাপ্টেন কিভাবে জলাভূমির পানি খুঁটিয়ে দেখছে। ওয়াক্সম্যান নিশ্চিতভাবেই এখনো উদ্বিগ্ন কেইমান বা অন্যান্য পরভোজীদের নিয়ে। তবে ভেতরের রক্ত তাকে জানান দিচ্ছে, সামনেই ওৎ পেতে আছে সত্যিকারের বিপদ–ব্যান-আলি।

ওদিকে নাথান শুনতে পেল ক্যাপ্টেন এবার লেগেছে অলিন পাস্তারনায়েকের পেছনে, "আর তুমি যতদ্রুত সম্ভব আপলিংকটা সচল কর। হাতে আমাদের এখনো তিন ঘণ্টা সময় আছে, তারপর স্যাটেলাইটগুলো আমাদের সীমার বাইরে চলে যাবে আজ রাতের জন্য।"

"আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব।" অলিন নিশ্চিত করল তাকে।

মাথা নেড়ে সায় দিল ওয়াক্সম্যান। নাথানের চোখে চোখ পড়তেই দেখতে পেল ওয়াক্সম্যানের চোখ দুটো দুঃখ আর দুশ্চিন্তায় ভরা। কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের উপস্থিতি থাকলেও সে নাথানের মতই বিচলিত ভেতরে ভেতরে। এই বিচলিত মানুষগুলো তাদের চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে, আর এর উপরেই তাদের টিকে থাকাটা নির্ভর করছে। বেশ বুঝতে পারছে নাথান। ভেলা জোড়া অগভীর পানিতে পৌঁছাতেই ধাক্কা খেল পাড়ের শক্ত মাটিতে। রেঞ্জাররা নামল প্রথমে। রাইফেলগুলো প্রস্তুত করেই তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল ঝটপট। দেখে নিল কাছের জঙ্গলটুকু। শীঘ্রই "অলক্লিয়ার!" ধ্বনি ভেসে এল ঘন জঙ্গলের ভেতর থেকে।

সামনে কোন সমস্যা নেই এমন বার্তা আসার পর ভেলা থেকে নামল নাথান। তার চারপাশে অগণিত জলপ্রপাতের মৃদু গর্জন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। দুপাশে খাড়া-উঁচু পাহাড়ের একটা কাঠামো, যেটার মাঝ দিয়ে জঙ্গলটা সরু হয়ে এগিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে যেন শ্বাস রোধ করে রেখেছে পাহাড় দুটোর। গিরিখাদটির মাঝ বরাবর প্রশস্ত এক জলপ্রপাত খুব

ধীরে আছড়ে পড়ছে জলাভূমির পানিতে।

জঙ্গলের একপ্রান্ত থেকে চিৎকার দিল র‍্যাকজ্যাক। "ওটা পেয়েছি!" কর্পোরাল ছায়াঘেরা জঙ্গলের ঝোঁপের ভেতর থেকে খানিকটা বাইরে ঝুঁকে ক্যাপ্টেনের দিকে হাত ইশারা করল। "ক্লার্কের আরও একটা চিহ্ন।"

ওয়াক্সম্যান ছুটল রাইফেল সাথে নিয়ে। "পাড়ে ওঠ সবাই!"

অপেক্ষা করল না নাথান। সে অন্যদের সাথে ছুটল র‍্যাকজ্যাকের দিকে। জঙ্গলের ভেতর কয়েক পা এগোতেই বড় একটা স্প্যানিশ সিডার গাছের সাথে আটকে থাকা এক টুকরো কাপড় দেখা গেল। তার ঠিক নিচেই আরও একটা খোদাই করা চিহ্ন। উপস্থিত প্রত্যেকেই ওটার দিকে চেয়ে রইল ভয়ের দৃষ্টিতে। একটা তীর চিহ্ন নির্দেশ করছে জঙ্গলের সরু পথটাকে। অর্থটা পরিষ্কার।

"খুলি এবং আড়াআড়ি হাঁড়," বিড়বিড় করল জেন।

তার মানে মৃত্যু সামনেই।

সকাল ৩:৪০

"ব্যাপারটা বেশ মজারই ঠেকছে," বায়নোকুলারটা নিচু করে লুই বলল লেফটেন্যান্টকে। "কেইমানটার বিস্ফোরণ কিন্তু..." মাথা দোলাল সে, "...বেশ শক্তিশালী ছিল।"

আজ সকালে লুই তার গুপ্তচর মারফত জানতে পারে রেঞ্জার্সদের প্রয়োজনীয় রসদ আকাশপথে না আসা পর্যন্ত নদীর পাড় থেকে দূরের কোথাও ক্যাম্প বানিয়ে থাকবে তারা। সে ভেবেছিল আরও তিনজন রেঞ্জার হারানো ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যানের পরিকল্পনাকে স্থবির করে দেবে। দলে রেঞ্জার্সদের সংখ্যা চারে নেমে এসেছে এখন। তার মানে এটা তার জন্য মোটেই কোন হুমকি নয় আর। লুইর দল এখন যেকোন সময় ওদের শেষ করে দিতে পারে। লুই চায় না সেখানে অনাকাঙ্ক্ষিত আর কোন পরিবর্তন আসুক। জ্যাকের দিকে ঘুরল সে।

"মাঝরাত পর্যন্ত আমরা ওদেরকে বিশ্রাম নিতে দেব, তারপর ঘুমন্ত মানুষগুলোকে জাগিয়ে দিয়ে দৌড়ের উপর রাখব সামনের দিকে। কে জানে, আবার কোন বিপদ তৈরি করে ওরা আমাদের জন্য?" জলাভূমির দিকে দেখাল লুই।

"জি স্যার। আমি আমার দলকে মাঝরাতের আগেই তৈরি করে রাখব। আমরা এখন বেশ কিছু বাতি থেকে যথেষ্ট কেরোসিন সংগ্রহ করেছি।"

"বেশ," জলাভূমি থেকে ঘুরে দাঁড়াল লুই। "সবাই যখন দৌড়ের ওপর থাকবে, আমরা তোমাকে পেছন থেকে অনুসরণ করব ডিঙ্গিতে চড়ে।"

"জি স্যার, কিন্তু..." নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে জ্যাক জলাভূমির দিকে তাকাল।

লুই তার লেফটেন্যান্টের কাঁধে হাত চাপড়াল। "ভয় কর না। যদি আরও কোন জানোয়ার পানিতে ওৎ পেতে থাকত তবে সেগুলো ঐ রেঞ্জারগুলোকে আক্রমণ করত। তুমি নিরাপদেই থাকবে।"

তবে লুই জানে তার লেফটেন্যান্টের চিন্তার কারণ। লুই-ই একমাত্র লোক নয় যে

কিনা স্কুবা-ডাইভ দিতে যাচ্ছে অক্সিজেনের সিলিন্ডার কাঁধে নিয়ে একটা মটরযুক্ত স্লেজে চড়ে, একজনের সাঁতারের পোশাক শুকনো আর অন্যজনের ভেঁজা। তার সামনে যে আছে সে আগে আগে সাঁতার কাটতে থাকবে তার পেছনে থাকবে লুই। এমনকি নাইট-ভিশন ল্যাম্প থাকার পরও এই পানি পার হওয়াটা হবে বেশ ঝুকিপূর্ণ। মাথা নেড়ে সায় দিল জ্যাক। আদেশ অনুসারেই কাজ করবে সে। জঙ্গলের দিকে পা বাড়ালো লুই, গন্তব্য তার ক্যাম্পে। লেফটেন্যান্টের মতই আরও বেশ কিছু সদস্য পাড়ে অবস্থান করছে, সবার মধ্যে উত্তেজনা। তারা সবাই গাছের ফাঁকে আটকে থাকা এক রেঞ্জারের অবশিষ্ট অংশ দেখেছে। রেঞ্জারটাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তাকে জীবিত খাওয়া হয়েছে, হাঁড়গুলো বেরিয়ে আছে, চোখগুলো নেই। একঝাঁক পঙ্গপাল তাদের আস্তানার চারপাশে জেঁকে ধরেছিল কিন্তু তাদের বেশির ভাগই এখন উধাও। গুপ্তচরের সতর্কবার্তা পেয়ে আজ সকাল থেকে লুই অব্যাহতভাবে খুব সাবধানে কিছু টক-টক পাউডারের ধোঁয়া ছড়িয়ে এসেছে সারাটা পথজুড়ে। সাবধানের মার নেই। সৌভাগ্যক্রমে স্যুই যথেষ্ট পরিমাণে এই কার্যকারী পাউডার তৈরি করে নিয়েছে শুকনো লিয়ানা আঙ্গুরলতা থেকে। কিছু বাধা-বিপত্তি ছিল, তাসত্ত্বেও লুইর পরিকল্পনাটা এগুচ্ছে সুন্দরভাবেই। লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে তার দলকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে তাকে যথেষ্ট সফলই বলা চলে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ব্যান-আলিরা তাদের সকল মনোযোগ নিবন্ধিত করে আছে অগ্রগামী দলটির সবচেয়ে শক্তিশালী সম্পদ রেঞ্জারগুলোর দিকে।

তবুও লুই আশা করে না, এই বিশেষ ধরণের সুযোগ দীর্ঘ সময়ের জন্য থাকবে। বিশেষ করে একবার যখন তারা নিজেরাই ঐ গোপন গোত্রটির এলাকায় প্রবেশ করে ফেলেছে। আর এই দুশ্চিন্তাটা যে শুধু তার এ-কারণে হয়েছে তা নয়। প্রথমদিকে ভাড়া করা তিন সৈন্য গোপনে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল, সামনে কি বিপদ অপেক্ষা করছে সেটা ভেবেই সব রকম বাধ্য-বাধ্যকতা ত্যাগ করেছিল ওরা। সহজেই কাপুরুষগুলো ধরা পড়ে আর সঙ্গত কারণেই তাদেরকে নিয়ে চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে স্যুই। বাকি সৈন্যদেরকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে, পালানোর শাস্তি কেমন হতে পারে।

লুই জঙ্গলের ভেতর করা অস্থায়ী ক্যাম্পে পৌছেই তার মিসট্রেস সুকে পেল। তাবুর পাশে হাটুর উপর ভর দিয়ে বসে আছে মেয়েটি। খানিকটা দূরে, বিভিন্ন গাছের মাঝে ডানা মেলা ঈগলের মত হাত পা ছড়িয়ে প্রসারিত করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে সেই বিনা দরখাস্তে ছুটিতে যাওয়া তিন সদস্যকে। চোখ সরিয়ে ফেলল লুই। নিশ্চিতভাবেই সুই তার কাজে নতুন কিছু শৈল্পিক ছোঁয়া দিয়েছে কিন্তু লুইর তা দেখতে চাইলো না। তার আসার শব্দে মাথা তুলে তাকাল সু। এক বাটি পানির মধ্যে তার যন্ত্রপাতিগুলো পরিষ্কার করছে সে।

প্রশস্ত এক হাসি দিল লুই তার দিকে তাকিয়ে। উঠে দাঁড়াল সুই তার পেশীবহুল পা দুটোর উপর ভর করে। তাকে বাহুর নিচে আলতো করে ধরে তাবুর দিকে নিয়ে গেল সে। ব্যবচ্ছেদের জায়গাটুকু পার হতেই সুর বুকের গভীর থেকে চাপা একটা গর্জন বেরিয়ে এল, যেন অধৈর্যের বহিঃপ্রকাশ। লুইর হাতটা ধরে সে খুব আগ্রহভরে এগিয়ে গেল তাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন উষ্ণতায় ভরা তাবুর দিকে।

এই মুহূর্তের জন্য মনে হচ্ছে বাকি সবাইকে কিছুটা সময় অপেক্ষায় থাকতে হবে।

অধ্যায় ১৩

ছায়া
১৫ আগস্ট, রাত ৩:২৩
ইস্টার ইন্সটিটিউট ল্যাঙ্গলে, বার্জিলিয়া

ডা. অ্যালভিসোর দরজায় টোকা দিল লরেন। আজ সকালে এই মহামারি বিশেষজ্ঞ বেশ জরুরি ভিত্তিতেই লরেনকে তার সাথে একটু দেখা করার অনুরোধ করে। এটাই প্রথম কোন সুযোগ এতসব কাজের চাপ ঠেলে নিজেকে সাময়িক সময়ের জন্য মুক্ত করার এবং তার সাথে দেখা করার।

কিন্তু তা করার পরিবর্তে সে সারাটা সকাল ও দুপুর ক্যালিফোর্নিয়ার ভ্যাকাভিলে অবস্থিত বায়োলজিক্যাল ল্যাব্সে ডা. হাভিয়ের রেনল্ডস ও তার দলের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং করেছে। তাদের আবিষ্কৃত প্রিয়ন প্রোটিনটাই হতে পারে এই রোগ নিরাময়ের প্রথম ক্লু। এখন পর্যন্ত এই ছোঁয়াচে রোগটা কেড়ে নিয়েছে ষাট জনের জীবন, অসুস্থ করেছে আরও কয়েকশ জনকে। লরেন তার এই প্রাক্তন ছাত্রের দেওয়া তথ্য-উপাত্তগুলো পুণঃবিশ্লেষণ ও পরীক্ষার জন্য আরও চৌদ্দটি ভিন্ন-ভিন্ন ল্যাবে পাঠিয়েছে। সে-সব জায়গা থেকে নিশ্চিত কোন ফলাফল আসার আগে কিছুটা সময় তার হাতে রয়েছে যেটা সে ব্যবহার করতে চায় এই এপিডেমিওলজিস্টের সাথে দেখা করে।

দরজাটা খুলে গেল। স্ট্যানফোর্ড থেকে পাশ করা এই তরুণ ডাক্তারকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কয়েক সপ্তাহের ভেতর একটুও ঘুমায় নি। খোঁচাখোঁচা কালো দাড়ি সারা মুখে, চোখ দুটো রক্তলাল।

"ডা. ওব্রেইন, এখানে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ," সে রুমের ভেতরে আসার জন্য ইঙ্গিত করল তাকে।

লরেন এর আগে কখনো তার অফিসে আসে নি, তাই সে যখন দেয়ালের একপাশে রাখা সারি-সারি কম্পিউটার দেখল, বেশ অবাকই হল। এটুকু বাদ দিলে কামরাটা বরং বেশ সাদামাটাই বলা চলে। এলোমেলো ফাইল-পত্রে ঢাকা একটি ডেস্ক, বইয়ে উপচে পড়া একটি তাক, কিছু চেয়ার। একেবারে নিজস্ব বলতে স্টানফোর্ড কার্ডিন্যাল দলের লাল রঙের একটি ব্যানার, যেটা ঝুলছে বিপরীত দিকের দেয়ালে। কিন্তু লরেনের চোখ দুটো সব বাদ দিয়ে আটকে গেল কম্পিউটার মনিটরের দিকে। মনিটরগুলো নানা রকম গ্রাফ আর সংখ্যায় ভরা।

"কি এমন জরুরি বিষয়, হ্যাঙ্ক?" জিজ্ঞেস করল লরেন।

সে হাত নেড়ে কম্পিউটারগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল। "আপনাকে এগুলো আমার দেখানো দরকার।" তার কণ্ঠে হতাশা।

লরেন মাথা নেড়ে ডা. অ্যালভিসোর এগিয়ে দেয়া চেয়ারটাতে বসে পড়ল একটা মনিটরের সামনে।

"আপনার কি মনে আছে আমি বলেছিলাম, এই রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যাসোফিলের সম্ভাব্য বৃদ্ধির কথা? কিভাবে এই পরীক্ষালবদ্ধ ব্যাপারটি রোগটিকে দ্রুত সনাক্ত ও শ্রেণীবদ্ধ করতে পারে সে কথা?"

মাথা নেড়ে সায় দিল লরেন, কিন্তু এই তত্ত্ব শোনার পর পরই এটার সত্যতা নিয়ে তার ভেতরে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে সেই তখন থেকেই। জেসির দেহেও ব্যাসোফিনের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল কিন্তু বাচ্চাটা বেশ ভালভাবেই সেটা সামাল দিতে পেরেছে। এমনকি এই কথাও শোনা যাচ্ছে যে, তাকে পারলে আগামীকালই হাসপাতালের ওয়ার্ড থেকে ছেড়ে দেয়া হবে। ব্যাসোফিলের বেড়ে যাওয়াটা হতে পারে এমন কিছু যা অন্য কোন জ্বরের সাথে সংশ্লিষ্ট, এই নতুন রোগের সাথে ব্যাসোফিলের কোন সম্পৃক্ততা নেই।

ঠিক এ-কথাটা বলার জন্য সে মুখ খুলতেই ডা. অ্যালভিসো তাকে থামিয়ে দিয়ে কম্পিউটারের কি-বোর্ডের দিকে ঘুরে গেল। দ্রুত টাইপ করে যাচ্ছে সে।

"এটা করতে আমার সম্পূর্ণ চব্বিশ ঘন্টা লেগে গেছে। সারা দেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। সবগুলোই শিশু আর বয়স্কদের মধ্যে জ্বর-বিষয়ক, বিশেষ করে যাদের শরীরে ব্যাসোফিলের পরিমাণ হঠাৎ অনেক বেড়েছে তাদের। নতুন এই মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে আমি একটা মডেল দাঁড় করাতে চাচ্ছিলাম।"

সামনের মনিটরে ইউনাইটেড স্টেট্‌সের একটা ম্যাপ ফুটে উঠল যেটার মাঝে প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্য আলাদা করা কালো রঙের সীমারেখা দিয়ে। ছোটছোট কিছু লাল-বিন্দু ফুটে উঠল ম্যাপটিতে, বিশেষ করে ফ্লোরিডা এবং দক্ষিণাঞ্চলের অঙ্গরাজ্যগুলোতে।

"এগুলো আগের তথ্য। লাল-বিন্দু দেখা প্রত্যেকটি অঞ্চল তথ্য-সংগ্রহের সময়কালীন রোগের পরিস্থিতিকে প্রকাশ করেছে।"

রিডিং গ্লাসটা পরে স্ক্রিনের দিকে আরেকটু ঝুঁকে গেল লরেন।

"কিন্তু ব্যাসোফিলের বৃদ্ধিটাকে একটা মান-নির্ণায়ক হিসেবে ধরে যদি হিসেবটা করি তবে ইউনাইটেড স্টেটসজুড়ে রোগটার সাম্প্রতিক অবস্থার বাস্তব চিত্র পাব," কি-বোর্ডে টাইপ করল মহামারি বিশেষজ্ঞ। সাথে সাথে ম্যাপটি আরও লাল রঙের ফোটায় ভরে গেল। ফ্লোরিডা বলতে গেলে পুরোটাই লাল, জর্জিয়া এবং আলাবামার অবস্থাও প্রায় একই রকম। অন্যান্য অঙ্গরাজ্যগুলো যেখানে আগের ম্যাপটিতে সাদা ছিল এখন ভরে উঠছে লাল ফোটায়। হ্যাঙ্ক ঘুরল লরেন এর দিকে।

"দেখতেই পাচ্ছেন, আক্রান্তের সংখ্যা কেমন ঊর্দ্ধমুখী। এদের মধ্যে বেশির ভাগ রোগিকেই কুয়ারেন্টাইন করে আলাদা করা হয় নি কারণ সিডিসি থেকে ঘোষণা করা এই রোগের তিনটি লক্ষণ আক্রান্তদের মাঝে এখনো দেখা যায় নি, ফলে ওদের কাছ থেকে আক্রান্ত হচ্ছে বাকিরা।"

এ-ব্যাপারে সন্দিহান হওয়া সত্ত্বেও লরেনের পেটটা গুলিয়ে উঠল। ব্যাসোফিল নিয়ে ডা. অ্যালভিসোর অনুমাণ যদি ভুলও হয়, তারপরও সে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তুলে

এনেছে। প্রথম অবস্থাতে রোগের সনাক্তকরণ খুবই কঠিন। তাই যতক্ষণ না নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আক্রান্ত সকল শিশু ও বয়স্কদেরকে কুয়ারেন্টাইন করে রাখা উচিত জরুরি ভিত্তিতে। এমনকি তারা যদি ফ্লোরিডা এবং জর্জিয়ার মত বেশি মাত্রায় আক্রান্ত অঞ্চলের মত না-ও হয়ে থাকে।

"আমি বুঝতে পারছি তুমি কি বলতে চাইছ," বলল লরেন। "আমাদের খুব দ্রুতই সিডিসির সাথে যোগাযোগ করা উচিত, তাদেরকে সারা দেশে কুয়ারেন্টাইন পলিসি চালু করতে বলা উচিত।"

মাথা নেড়ে সায় দিল হ্যাংক। "কিন্তু এটাই সবকিছু নয়।" সে কম্পিউটারের দিকে ঘুরে কিছু একটা টাইপ করল। "নতুন এই ব্যাসোফিলের তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমি একটি একপ্লোরেশন মডেল দাঁড় করিয়েছি ভবিষ্যতের পরিস্থিতিটা বোঝার জন্য। দু-সপ্তাহের মধ্যে রোগের মাত্রাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে এটা তারই ছবি।" সে এন্টার বাটনে চাপ দিলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের অর্ধেক অঞ্চলই লালে ছেয়ে গেল।

কেঁপে উঠে খানিকটা পেছনে সরে গেল লরেন।

"আর এক মাসের মধ্যে," এন্টার বাটনটা দ্বিতীয়বার চাপল হ্যাংক। লাল ফোঁটাগুলো আট-চল্লিশটি অঙ্গরাজ্যের প্রায় পুরোটাই গিলে ফেলল। হ্যাংক তাকাল লরেনের দিকে। "এটা থামাতে এখনই আমাদের কিছু করতে হবে। প্রত্যেকটা দিনই গুরুত্বপূর্ণ।"

রক্ত রঙে ছেয়ে যাওয়া পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে লরেন, গলা শুকিয়ে গেছে তার, চোখ দুটো ছানাবড়া। একটাই শান্ত্বনা মনে, হয়তো ডা. অ্যালভিসোর করা এই রিপোর্টটি অতিরঞ্জিত হয়ে গেছে। লরেনের সন্দেহ হচ্ছে ব্যাসেফিলের বৃদ্ধিপ্রাপ্তিটা আসলেই রোগের প্রাথমিক অবস্থার নির্ণায়ক কিনা। তারপরও সতর্কবার্তাটা বেশ নাড়া দিয়েছে তাকে। প্রত্যেকটা দিনই খুব গুরুত্বপূর্ণ। তার পেজার যন্ত্রটা বিপ করে উঠল, যেন এটা মনে করিয়ে দিতে, এই রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে প্রত্যেকটা সম্পদই নিয়েই যুদ্ধ নামতে হবে। সে পেজারের স্ক্রিনটা দেল। মার্শাল। নির্দিষ্ট সংখ্যার কোডের সাথে একটা ৯১১জুড়ে দিয়েছে তার স্বামী। তার মানে খুবই জরুরি কিছু। "আমি কি তোমার ফোনটা ব্যবহার করতে পারি?" জিজ্ঞেস করল সে।

"আবশ্যই।"

সে উঠে দাঁড়িয়ে ডেস্কের অন্য প্রান্তে গেল। হ্যাংক ডুবে গেল কম্পিউটারের পরিসংখ্যান মডেলে। ডায়াল করল লরেন। রিংটা অর্ধেক হতেই উত্তর এল ওপাশ থেকে।

"লরেন..."

"কি হয়েছে মার্শাল?"

কথাগুলো খুব দ্রুত বেরিয়ে আসল তার স্বামীর মুখ থেকে। কণ্ঠে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। "জেসির অবস্থা ভাল না, আমি হাসপাতালে।"

ফোনটা আরও শক্ত করে ধরল লরেন। "কি...কি হয়েছে ওর? কি সমস্যা?"

"তাপমাত্রা আবার বেড়ে গেছে," বলল সে। "এখন যেকোনো সময়ের চেয়ে সবচেয়ে বেশি। আরও তিনটি শিশু ভর্তি হয়েছে। তাদের সবারই একই রকম জ্বর।"

"কি...কি বলছ তুমি?" তোতলালো লরেন, কিন্তু সে নিজেই জানে এই প্রশ্নের উত্তর।

চুপ মেরে রইল তার স্বামী।

"আমি আসছি," অবশেষে বলল সে। ফোনটা জায়গামত রাখতে হাত কেঁপে উঠল।

হ্যাংক ঘুরল তার দিকে, তার এই অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখে অবাক সে। "ডা. ওব্রেইন?"

কথা বলতে পারছে না লরেন। জেসি...ব্যাসোফিলের বৃদ্ধি...আরও আক্রান্ত শিশু। হায় ঈশ্বর, রোগটা এখানে ছড়িয়ে পড়ছে! লরেন ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে রইল মনিটরে ভেসে ওঠা লাল ফোটায় ছেয়ে যাওয়া ইউনাইটেড স্টেট্‌সের ম্যাপটার দিকে। এই এপিডেমিওলজিস্টের তত্ত্বটা ভুল নয় তাহলে। অতিরঞ্জিত কিছু নেই এখানে।

"সব কিছু ঠিক আছে তো?" কোমলস্বরে জিজ্ঞেস করল হ্যাংক।

খুব ধীরে মাথা ঝাকাল লরেন, চোখ দুটো এখনও স্থির হয়ে আছে স্ক্রিনের উপর।

একমাস।

বিকাল ৫:২৩

আমাজন জঙ্গল

ভায়ের সাথে কেলিও ঝুঁকে আছে, অলিন পাস্তারনায়েকের দু-পাশে তারা দু-জন। রাশান কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেমটি সম্পূর্ণ খুলে নতুন করে সব যন্ত্রাংশ জোড়া দিচ্ছে। সারাটা দুপুর ধরে কাজ করে যাচ্ছে সে, স্টেট্‌সের সাথে যোগাযোগের প্রাণান্তর প্রচেষ্টা হিসেবে।

"এবার কাজ করতে পারে এটা," বিড়বিড় করল সে। "মাদার বোর্ড পর্যন্ত খুলে আবার লাগালাম। এরপরও যদি কাজ না করে জানি না আর কি করার আছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিল ফ্রাঙ্ক। "আগুনে জ্বালিয়ে দিও।"

চূড়ান্ত বারের মত কানেকশনটা পরীক্ষা করল অলিন, স্যাটেলাইট ডিশটা ঠিকঠাক বসিয়ে আবার মনোযোগ দিল ল্যাপটপের দিকে। সৌরশক্তির যন্ত্রটা চালু করলে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই অপারেটিং সিস্টেমটা চালু হল। জীবন্ত হয়ে উঠল স্ক্রিন।

"হার্মেস স্যাটেলাইটের সাথে একটা সংযোগ পেয়েছি আমরা," বলল অলিন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে।

একটা আনন্দ ধ্বনি উঠল কেলির চারপাশে। অলিন ও তার যোগাযোগ যন্ত্রের চারপাশে জড়ো হল সবাই শুধু জলাভূমির কাছে পাহারায় থাকা দু-জন রেঞ্জার বাদে।

"কোন আপলিংক দিতে পারবে তুমি?" ওয়াক্সম্যান জিজ্ঞেস করল।

"হাত তুলে প্রার্থনা করুন," বলল অলিন, কি-বোর্ডে হাত চালাতে শুরু করেছে সে।

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে কেলির। স্টেট্‌সের কারো সোথে যোগাযোগ করাটা খুবই দরকার। প্রয়োজনীয় সব কিছুই দরকার এখন তাদের। কিন্তু সব ছাপিয়ে কেলির কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ হল জেসির এখনকার অবস্থাটা জানা। তার মেয়ের কাছে পৌছানোর একটা উপায় বের করতেই হবে তাকে।

"এবার যাওয়া যাক," চূড়ান্তবারের মত কিছু টাইপ করল অলিন, পরিচিত একটা কাউন্টডাইন শুরু হল স্ক্রিনে।

রিচার্ড জেন কেলির পেছনে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করল, "হে ঈশ্বর...যেন কাজ হয়..." তার এই প্রার্থনাটা যেন সবারই প্রার্থনা।

কাউন্টডাউনটা শূন্যে এসে বিপ্ করে থামল। সাথে সাথে স্ক্রিনটাও কালো হয়ে গেল, কিছু নেই। শেষ হতে চায় না এমন দীর্ঘ কয়েকটি সেকেন্ড অতিবাহিত হবার পর হঠাৎ কেলির বাবা-মার ছবি ভেসে উঠল পর্দায়। একই সাথে ভীতি আর পরিত্রাণের ছবি ফুটে উঠল মানুষ দুটির চোখেমুখে।

"থ্যাংক গড!" বলল কেলির বাবা। "গত কয়েক ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করছি তোমার সাথে যোগাযোগ করার জন্য।"

অলিন একপাশে সরে গিয়ে ফ্রাঙ্ককে জায়গা করে দিল। "কম্পিউটারে সমস্যা ছিল," বলল ফ্রাঙ্ক, "এছাড়া আরো অনেক সমস্যা তো আছেই।"

সামনের দিকে ঝুঁকে গেল কেলি, আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারল না সে। "জেসি কেমন আছে?"

তার মায়ের মুখের অভিব্যক্তিই উত্তরটা দিয়ে দিল যেন। চোখের চারপাশের পেশীগুলো কেমন অস্থিরভাবে নড়ে উঠল তার। একটা বিরতি নিয়ে মুখ খুলল সে। "ও...ও ভালই আছে সোনা।"

স্ক্রিনের ছবিটা কেমন আটকে গেল, যেন কম্পিউটার একটা মিথ্যে সনাক্তকারী যন্ত্র। স্থবিরতা আরও বেড়ে গেল, ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হতে লাগল ছবি। তার মায়ের কাছ থেকে আসা কথাগুলো খুব জড়ানো শোনাচ্ছে এখন।

"রোগের একটা ওষুধ...প্রিয়ন ডিজিজ...তথ্য পাঠাচ্ছি..."

এবার কথা বলে উঠল তার বাবা, কিন্তু কথা বর বার কেটে যাচ্ছে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে উঠল এবার। মনে হল যেন তারা বুঝতে পারছে না তাদের কথাগুলো আটকে যাচ্ছে। "...হেলিকপ্টার রওনা...ব্রাজিলিয়ান আর্মি..."

অলিনের কানের কাছে ফিসফিস করে বলল ফ্রাঙ্ক, "এই ইনকামিং সিগন্যালের সমস্যাটা ঠিক করতে পারবে?"

সে ঝুঁকে গিয়ে কিছু বাটন চাপল। "ঠিক জানি না, মানে বুঝতে পারছি না আমি। এইমাত্র একটা ফাইল রিসিভ করলাম। হতে পারে এ-কারণে অন্য তথ্যগুলো আসতে বাধা পাচ্ছে।"

কিন্তু অলিনের প্রত্যেকটা ক্লিকেই সিগন্যাল আরো খারাপ হতে লাগল। কম্পিউটারের পর্দা স্থির হয়ে গেল, মাঝে-মধ্যেই শো-শো শব্দ হচ্ছে। আবার ফাকে-ফাকে বিচ্ছিন্ন কিছু শব্দ বেরিয়ে এল। "ফ্রাঙ্ক...দেখছিল তোমায়...তুমি কি আগামীকাল সকালে...জিপিএস লক হয়েছে..." এরপর সম্পূর্ণ শব্দটাই আটকে গলে। স্ক্রিনটা শেষবারের মত একবার হঠাৎ ঝলকানি দিয়ে জ্বলে উঠেই নিভে গেল।

"ধ্যাত্!" বিরক্তি প্রকাশ করল অলিন।

"আবারো চালু কর ওটা," পেছন থেকে বলল ওয়াক্সম্যান।

যন্ত্রগুলোর ওপর ঝুঁকে মাথা নেড়ে সায় দিল অলিন। "আমি জানি না আমি পারব কিনা। আমি মাদার বোর্ডটা ঠিক করে সবগুলো সফটওয়্যার নতুন করে ইন্সটল করলাম।"

"তাহলে সমস্যা কোথায়?" কেলি জিজ্ঞেস করল।

"নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। মনে হচ্ছে কোন ভাইরাস সম্পূর্ণ স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন যন্ত্রগুলোকে বিকল করে দিয়েছে।"

"বেশ, চেষ্টা করে যাও," বলল ওয়াক্সম্যান। "স্যাটেলাইটটা আমাদের অকাশ-সীমার বাইরে যাবার আগে হাতে আধ-ঘণ্টার মত সময় পাবে তুমি।"

ফ্রাঙ্ক সবার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। "এমনকি এখন যদি আমরা সংযোগ না-ও পাই তবু এতক্ষণে যা শুনলাম তাতে বোঝা গেল, ব্রাজিলিয়ান হেলিকপ্টার আমাদের এখানে আসছে। হতে পারে ওটা আগামীকাল সকালে এসে পৌঁছাবে।"

তার পেছনে বসা অলিন তাকিয়ে আছে নিষ্প্রান স্ক্রিনের দিকে। "ওহ্, গড।"

সবার চোখ ঘুরে গেল রাশান কমিউনিকেশন এক্সপার্টের দিকে। সে স্ক্রিনের ডান পাশের উপরের কোণায় ভেসে থাকা কিছু সংখ্যাকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। "আমাদের জিপিএস সিগন্যাল এটা।"

"কি হয়েছে?" জিজ্ঞেস করল ওয়াক্সম্যান।

অলিন মুখ তুলে সবার দিকে তাকাল। "সিগন্যালটা ভুল। এই স্যাটেলাইট যন্ত্রকে যা-ই বিকল করুক না কেন সেটা আমাদের এখান থেকে স্যাটেলাইটে পাঠানো জিপিএস সিগন্যালের হিসেবটাও এলোমেলো করে দিয়েছে। এর ফলে স্টেট্সে ভুল জিপ্রিস সিগন্যাল চলে গেছে।" আবারো সে তাকাল স্ক্রিনের দিকে। "আমরা এখন যেখানে আছি তার থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থান দেখিয়েছে।"

কেলির মনে হল তার মাথার ভেতর দিয়ে যেন রক্তের স্রোত বয়ে গেল। "ওরা তাহলে জানবে না আমরা কোথায়?"

"এটাকে আবারো ঠিকঠাক করে চালাতে হবে," বলল অলিন। "অন্তত সিগন্যালটা ঠিক করা যায় কিনা দেখি।"

সে কম্পিউটারটা রিস্টার্ট দিয়ে আবারো কাজে লেগে গেল। পরবর্তী আধঘণ্টা ধরে অলিন উদ্বেগের সাথে তার যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করে গেল। প্রার্থনা ও অভিশাপের বাণীগুলো একই সাথে ইংরেজি এবং রাশিয়ান ভাষায় তার মুখ থেকে অনর্গল বের হতে লাগল। সে যখন ব্যস্ত তার কাজ নিয়ে, তখন প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কাজ পেয়ে গেল। বিশ্রাম নেওয়ার কথাটা কেউ মাথায়ই আনল না। কেলি বসে গেল আনাকে ভাত রাঁধতে সাহায্য করতে। খাবার বলতে এটুকুই আছে তাদের কাছে। সবাই কাজের ফাঁকে অলিনের দিকে নজর রাখছে আর মনে মনে প্রার্থনা করছে। কিন্তু তাদের সকলের চেষ্টা ও প্রার্থনা কোন কাজেই এল না। কিছু সময় পর ফ্রাঙ্ক এসে অলিনের কাঁধে একটি হাত রাখল। অন্য হাতটি তুলে হাতঘড়িটা দেখিয়ে বলল, "অনেক দেরি হয়ে গেছে। যোগাযোগ স্যাটেলাইট সীমার বাইরে চলে গেছে এতক্ষণে।"

পরাজিত, বিধ্বস্ত অলিন তবুও ঝুঁকে পড়ল স্যাটেলাইট যন্ত্রের উপর।

"আগামিকাল সাকালে আবারো চেষ্টা করা যাবে," বলল ফ্রাঙ্ক, অনেকটা আদেশের সুরে। "এখন বরং বিশ্রাম নাও। কাল আবার নতুন করে শুরু কর।"

নাথান, কাউয়ি আর ম্যানুয়েল জলাভূমি থেকে ফিরল তাদের মাছধরা অভিযান শেষে। শিকারের পরিমাণ দারুণ। সবগুলো মাছ দড়িতে গেঁথে লম্বা একটা সারি তৈরি করে নিয়ে এল সবাই মিলে। আগুনের পাশে রেখে দিল ওগুলো।

"আমি ওগুলো পরিস্কার করছি," কাউয়ি বলল মাটির উপর বসে পড়ে।

শ্বাস ফেলল ম্যানুয়েল। "তাহলে কি আর করা।"

নাথান হাত মোছা শেষ করে অলিন আর কম্পিউটারের দিকে তাকাল। তারপর এগিয়ে গেল তার দিকে। "মাছ ধরার সময় কেমন যেন একটা কথা শুনলাম আমি। একটা ফাইল না যেন এরকম কিছু একটা, তাই না?"

"ঠিক কি বলছ বুঝতে পারছি না," কাতরস্বরে বলল অলিন।

"তুমি মনে হয় বলেছিলে, যোগাযোগের মধ্যে কোন এক সময়ে একটা ফাইল ডাউনলোড করা হচ্ছিল।"

মুখমণ্ডল কুঁচকে গেল অলিনের, তারপর বুঝতে পেরেছে এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। "ওহ...হ্যা, একটা ডাটা ফাইল।"

কেলি ও ম্যানুয়েল ছুটে এল এ-সময়। কেলির এবার মনে পড়ল তার মা তার সাথে কথা বলার সময় একটা ফাইল পাঠানোর কথা বলেছিল, ঠিক কানেকশনটা কাটার আগেই। সেই ফাইলটা বের করে ওপেন করল অলিন।

আরও খানিকটা ঝুঁকে গেল কেলি। স্ক্রিনে তথ্যেভরা কিছু পৃষ্ঠা ভেসে উঠল, সেগুলোর ঠিক ওপরে একটা থ্রি-ডি আণবিক মডেলের ঘূর্ণায়মান ছবি। কৌতুহলি কেলি কম্পিউটারের পাশে বসে পড়ল। রিপোর্টটায় চোখ বোলাল সে। "আমার মায়ের কাজ এগুলো," বিড়বিড় করে বলল। কিছুটা আনন্দিত হল এটা ভেবে যে, তার মনটা এখন তার নিজস্ব সব উদ্বেগ থেকে সরে গিয়ে নতুন কিছুতে ব্যস্ত হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর বিষয়-বস্তু মোটেই সহজ বলে মনে হচ্ছে না।

"কি এটা?" জিজ্ঞেস করল নাথান।

"নতুন রোগটার কোন এক সম্ভাব্য কারণ এটা," বলল কেলি।

কেলির কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে আরও পরিস্কার করে উত্তর দিল ম্যানুয়েল। "একটা প্রিয়ন।"

"একটা কি...?"

ম্যানুয়েল বোঝাতে শুরু করল নাথানকে, কিন্তু কেলি মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকল রিপোর্টটা। "বেশ অদ্ভুত" বিড়বিড় করল সে।

"কি অদ্ভুত?" জানতে চাইল ম্যানুয়েল।

"এখানে বলা হয়েছে, এই প্রিয়নটা জেনেটিক ক্ষতির কারণ হতে পারে।" দ্রুত পরের রিপোর্টে গেল সে। ম্যানুয়েলও পড়ল তার কাঁধের উপর দিয়ে। একটা শিষ দিল সে, যেন আনন্দ পাচ্ছে।

"ঘটনা কি?" জিজ্ঞেস করল নাথান।

কেলির কণ্ঠে উত্তেজনা ভর করেছে। "এটাই এই রোগের সমাধান হতে পারে। এখানে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন গবেষকের করা কিছু পেপার রয়েছে যেগুলো প্রকাশিত হয়েছিল নেচার সাময়িকীতে ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। তারা ঈষ্টের উপর চালানো এক গবেষণায় দেখিয়েছিল, প্রিয়নরা জেনেটিকভাবে কিছু পরিবর্তন করে দিতে পারে, এমনকি বিবর্তনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এরা।"

"সত্যি? কিভাবে?"

"বিবর্তনের বিস্ময়গুলোর মধ্যে একটা বড় বিস্ময় হল কিভাবে টিকে থাকা প্রাণীগুলো নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখার পাশাপাশি যুগপৎভাবে একাধিক জেনেটিক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যায়। এ-ধরণের পরিবর্তনগুলোকে বলা হয় ম্যাক্রোভ্যুল্যুশন। যেমনটা দেখা যায় সরল গঠনের অ্যালজি শৈবালের ভেতর। যার কারণে শৈবালগুলো বিষাক্ত পরিবেশেও টিকে থাকতে পারে। এটা আরও দেখা যায় ব্যাকটেরিয়ার ভেতরেও যার জন্য ব্যাকটেরিয়াগুলোর মধ্যে খুব দ্রুত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়। কিন্তু কিভাবে এই একাধিক যুগপৎ পরিবর্তনগুলো ঘটে থাকে তা জানা ছিল না। কিন্তু এই প্রবন্ধটা একটা সম্ভাব্য সমাধানের কথা বলছে। আর সেটা হল প্রিয়ন।" কেলি কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে দেখাল। "এখানে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দেখিয়েছেন, একটা ঈষ্টের প্রিয়ন জেনেটিক কোডের বিন্যাস উল্টে ফেলতে পারে, হয়তো পুরোপুরি কিংবা একটুও না। যখন উল্টে দেয়, বলা যেতে পারে একটা ব্যাপক পরিবর্তন চলে আসে সবকিছুতে, একইসাথে যেটা জাগিয়ে তোলে বিবর্তনের নতুন ধাপকে। বুঝতে পারছ এটার অর্থ কি?"

কেলি ম্যানুয়েলের চোখে ভেসে ওঠা অনুধাবনের দ্যুতি দেখতে পেল। "ঐ পিরানহা প্রাণীগুলো, পঙ্গপালের দল," বিড়বিড় করে বলল বায়োলজিস্ট।

"ঐ সবগুলোর মধ্যেই যে মিউটেশন হয়েছে তার জন্য দায়ি এই প্রিয়ন।"

"কিন্তু এসব রোগের সাথে এই প্রিয়নের কি সম্পর্ক?" জিজ্ঞেস করল নাথান।

ভ্রু কুঁচকাল কেলি। "আমি ঠিক জানি না। তবে এই আবিষ্কারটা দিয়ে ভাল একটা সূচনা হল কিন্তু আমরা এখনো পরিপূর্ণ জবাবটা পেতে অনেক দূরে আছি।"

স্ক্রিনের দিকে তাকাল ম্যানুয়েল। "কিন্তু আর্টিকেলটার এই জায়গায় ওটার হাইপোথিসিস..."

মাথা নেড়ে সায় দিল কেলি। দু-জনেই আলোচনায় ডুবে গেল, কথা হচ্ছে দ্রুত, হচ্ছে মতের আদান প্রদান।

তাদের পাশে বসা নাথান এসব কথা শোনা থামিয়ে দিল। তার ভাবনা ঘূর্ণায়মান পেঁচানো প্রিয়ন প্রোটিনের দিকে নিবদ্ধ। কিছুক্ষণ পর ম্যানুয়েলের আলোচনায় বাধা দিল সে। "এই মিলটা কি খেয়াল করেছ কেউ?"

"কিসের কথা বলছ তুমি?" জিজ্ঞেস করল কেলি।

স্ক্রিনের দিকে দেখাল নাথান। "প্রিয়নটার পেঁচানো প্রান্ত দুটো দেখেছ?"

"ডাবল আলফা হেলিক্স?" কেলি বলল।

"হ্যা...আর এখানে দেখ কর্ক-স্ক্রুর মত পেঁচানো দেখতে মাঝের অংশটা।" আঙুল দিয়ে স্ক্রিনটা স্পর্শ করে নাথান বলল।

"তো?" বলল কেলি।

নাথান ঘুরে কাছের মাটির উপর বসে পড়ল। তারপর একটা কাঠি তুলে মাটির উপর আঁকা শুরু করে দিল তার মুখের বর্ণনানুসারে। "এই হল মাঝের কর্ক-স্ক্রুর মত পোঁনো অংশটা, কেমন ছড়িয়ে আছে উভয় দিকে আর প্রত্যেক পাশেই এই হল দুটো করে প্রান্ত," তার বলা শেষ হলে বাকিদের দিকে তাকাল সে।"

হতভম্ব কেলি তাকিয়ে আছে মাটিতে আঁকা ছবিটার দিকে। দম আটকে আসার উপক্রম হল ম্যানুয়েলের। "ব্যান-আলি প্রতীক!"

দুটি ছবিই দেখতে লাগল কেলি। একটা উচ্চপ্রযুক্তিতে আঁকা কম্পিউটার মডেল, অন্যটি নরম মাটিতে খোদাই করা, কিন্তু দুটোর মধ্যে যে সাদৃশ্য রয়েছে তাতে কোন সন্দেহই নেই। কর্কস্ক্রুর প্যাঁচ, ডাবল হেলিক্স মনে হচ্ছে যেন কাকতালীয়তার চেয়েও বেশি। এমন কি আণবিক গঠনটির ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরতে থাকা অবস্থায়ও অদ্ভুত রকমই মিলে যাচ্ছে।

কেলি ঘুরে গেল নাথান এবং ম্যানুয়েলের দিকে। "হায় ঈশ্বর।" ব্যান-আলি প্রতীকটি এই প্রিয়নেরই আরেক রূপ।

রাত ১১:৩০

জ্যাকের সাহস এখনও গ্রাস করে আছে জলাভূমির এই অন্ধকার পানিভীতি, যদিও তার জন্মের কয়েক বছর পর, বালক বয়সেই পিরানহার আক্রমণে তার চেহারা অদ্ভুতভাবে বদলে যায়। এই গভীর ভয় থাকা সত্ত্বেও সে ভেসে চলেছে পানির ভেতর দিয়ে। পানির ঐসব দাঁতালো প্রাণী আর তার মধ্যে পার্থক্য বলতে একটা ভেঁজা সাঁতারের পোশাক ছাড়া আর কিছুই না। তার পছন্দের কোনই মূল্য নেই এখানে। তাকে তার লিডারের কথা মানতেই হবে। অমান্য করার ফল এখানে লুকিয়ে থাকা যেকোন ভয়ঙ্কর প্রাণীর আক্রমণের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর হবে।

একটা মোটর-চালিত অ্যাটাক-বোর্ডের সাথে ঝুলে আছে সে। ওটার পাখাগুলো নিঃশব্দে ঘুরছে আর তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে জলাভূমির দূরের পাড়ের দিকে। তার শরীরে এমন একটি পোশাক যেগুলো ব্যবহৃত হয় অগভীর পানিতে চালানো নৌবাহিনীর গোপন অভিযানের সময়। সিলিন্ডারসহ সব রকমের যন্ত্রপাতি পিঠের পরিবর্তে বুকে আর পেটের সাথে লাগানো। এতে করে পানির নিচ দিয়ে যাবার সময়ে কোন রকমের স্রোত বা বুদবুদ তৈরি হয় না, ফলে তার উপস্থিতিটা নির্ণয় অসম্ভব হয়ে পড়ে। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তার পোশাকের সাথে আছে, সেটা একটা নাইট-ভিশন গগল্স। এটা তাকে অন্ধকার পানির ভেতরেও দেখতে সাহায্য করছে।

তারপরও এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পানি জেঁকে ধরেছে তাকে। মাত্র ত্রিশ মিটারের মত তার দৃষ্টিসীমা। কিছু সময় পরপর আয়না বসানো ছোট্ট যন্ত্রটি দিয়ে দ্রুত পানির উপরটা দেখে নিচ্ছে আর নিজের গতিপথ ঠিক রাখছে। এই মিশনে অংশ নেয়া তার দলের বাকি দুই সদস্যও তার মত মটর লাগানো ছোট্ট স্লেডের উপর ভর করে তার পেছনে অগ্রসর হচ্ছে। জ্যাক শেষ বারের মত তার আয়না বসানো পেরিস্কোপটা ব্যবহার করল। জলাভূমি পার হওয়ার কাজে রেঞ্জারদের ব্যবহৃত বাঁশের ভেলা দুটো তার খুব কাছেই রয়েছে। আরও একটু সামনে, গাছের সারির মধ্যে ক্যাম্পের জ্বলন্ত আগুন দেখা গেল। এমন কি এত রাতেও জেগে পাহারা দিচ্ছে দু-জন। বেশ ভাল, ভাবল জ্যাক, সে তার সাথের দু-জনকে এগিয়ে যেতে দিল। একেকজন একেকটা ভেলার দিকে। জ্যাক ধীরগতিতে তাদের পেছনে অবস্থান নিল। সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে তার ছোট্ট পেরিস্কোপ দিয়ে। তিন জনের দলটি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সামনে। ভেলা দুটোকে বেধে রাখা দড়ি উঠে গেছে পাড়ে আর ভেলা দুটো ভাসছে পাড় থেকে প্রায় চার ফুট নিচের পানিতে।

এখান থেকে তাদেরকে আরও সতর্ক হয়ে এগোতে হবে। খুব সতর্কতার সাথে দলটি ভেলা দুটোর কাছে পৌছাল। জ্যাক লক্ষ্য রাখছে পাড়ের উচুঁ আর নিচু দিকটা। তার লোকগুলো নিজ নিজ ভেলার আড়ালে অপেক্ষা করছে। দূরে গাছপালার দিকে খেয়াল করল সে। একটু ভালভাবে দেখতেই বুঝতে পারল জঙ্গলের অন্ধকারে হাটাহাটি করতে থাকা মানুষ দু-জন পাহারার কাজে নিয়োজিত। দু-জনেই রেঞ্জার। সে তাদেরকে পুরো পাঁচ মিনিট পর্যবেক্ষণ করল, তারপর সংকেত দিল তার লোকদেরকে।

ভেলার নিচ থেকে মানুষ দুটো ভেলায় রাখা কেরোসিনে ভরা বোতল থেকে কেরোসিন স্প্রে করে দিতে শুরু করল। বাঁশের সারিগুলো কিছুক্ষণের মাঝেই ভিজে গেল কেরোসিনে। বোতলগুলো খালি হতেই তারা জ্যাককে বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে সংকেত দিল। তাদের কাজের ফাঁকে জ্যাক আবারে উঁকি দিল ডাঙ্গার দিকে। এখন পর্যন্ত তাদের হাতের কারসাজি কারো চেখে পড়ার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। সে আরও এক মিনিট অপেক্ষা করে চূড়ান্ত সংকেত দিল। প্রত্যেকেই একটা হাত জাগিয়ে রেখেছে পানি থেকে, সংকেত পেতেই একটা বিউটেন লাইটার দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে সেই আগুনের ফুলকি ছুড়ে দিল কেরোসিনে ভেঁজানো ভেলার দিকে। সাথে সাথে আগুন ছড়িয়ে পড়ল ভেলায়।

কোন রকম অপেক্ষা না করে মানুষ দু-জন তাদের স্লেডগুলোয় চড়ে জ্যাকের দিকে এগিয়ে এল। সে-ও ঘুরে গিয়ে তার নিজর মোটরটাও চালু করে তার লোক দুটোকে জলাভূমির এক বাঁকের দিকে নিয়ে গেল পথ দেখিয়ে। কিছু দূর এগিয়ে চারপাশটা ভাল করে দেখতে লাগল সে। শত্রুদের ক্যাম্প থেকে কমপক্ষে আধ-কিলোমিটার দূরে জঙ্গলের ভেতরে অবস্থান নিতে হবে তাদের।

পেছনে তাকাল জ্যাক। জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে লোকগুলো। ভেলাগুলোর কাছাকাছি অবস্থান করছে তারা, অস্ত্রগুলো তাক্ করা। এমন কি পানির নিচ থেকেও তাদের কথাবার্তা এবং অ্যালার্মের শব্দ শোনা যাচ্ছে ভালই। সবকিছুই দারুণভাবে হল। ডা. ফাভ্রি জানত, শত্রুপক্ষ পঙ্গপালের অমন আক্রমণের পর নিশ্চিতভাবেই পরিচয়বিহীন

আগুনে ভয় পেয়ে যাবে। তারা কখনই এমন আগুনের কাছে থাকতে চাইবে না। তারপরও তাদেরকে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে, পরিকল্পনার বাইরে এক পা-ও আগানো যাবে না। জ্যাক তার সঙ্গের দু-জনকে আবারো অগভীর পানিতে নিয়ে গেল, আর কিছুটা দূরে গিয়ে খুব ধীরে পানি ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠল তারা। মুখ থেকে রেগুলেটর মাউথপিসটা ফুঁ দিয়ে সরিয়ে পায়ে লাগানো চওড়া পাখনাগুলো ছুড়ে দিল। এই মিশনের দ্বিতীয় অংশটি হল এটা নিশ্চিত হওয়া যে, তাদের শত্রুরা সব গুটিয়ে পালাচ্ছে।

পানি থেকে উঠে পরিত্রাণের নিঃশ্বাস ফেলল জ্যাক। খুব ভাল লাগছে তার অন্ধকার জলাভূমি পেছনে ফেলে আসতে পেরে। সে তার নাকের অবশিষ্ট ভাল অংশটুকুতে হাত রাখল, দেখল পিরানহার রেখে যাওয় অংশটুকু ঠিকঠাক আছে কিনা। দ্রুত এক জোড়া নাইট-ভিশন বায়নোকুলার চোখে পরে নিল জ্যাক। চোখের সাথে আটকে যেতেই পেছনে ফিরে ক্যাম্পের দিকে তাকাল সে। তার ঠিক পেছনেই তার সঙ্গী দু-জন মিশন সফল হয়েছে এই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে শিষ বাজাচ্ছে। এসব কিছুই আমলে নিল না সে। চারপাশের সবকিছু ফিকে সবুজে রুপান্তর করা নাইট-ভিশন চশমায় সে দেখতে পেল দু-জন মানুষ, ওদের অস্ত্র বহন করার ভঙ্গী দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওরা রেঞ্জার। মানুষ দু-জন জ্বলন্ত ভেলাগুলো থেকে দূরে সরে দলের অন্যদের উদ্দেশ্যে চিৎকার দিচ্ছে। পেছনে সরে যাচ্ছে দলটি, আরও কিছু বাতি জ্বলে উঠল। বোঝা গেল সেগুলো ফ্লাশ-লাইট। ক্যাম্প-ফায়ারের চারপাশটা সরগরম হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে বাতিগুলো দূরে সরতে শুরু করল জোনাকি দলের মত। দলটি জঙ্গলে ঢাকা গিরিখাদের মত জায়গাটা দিয়ে আরো গভীরে ঢুকে যাচ্ছে। তাদের দু-পাশে দাঁড়িয়ে আছে শীর্ষ-সমতল দুটি পাহাড়।

হাসল জ্যাক। ডক্টরের পরিকল্পনাটা কাজে দিয়েছে। যন্ত্রের ভেতর দিয়ে চোখ রেখেই সে তার রেডিওটা চালু করল। ট্রান্সমিটারটা অন করে মাইক্রোফোনটা ধরল ঠোঁটের সামনে। "মিশন সফল। নির্বোধগুলো পালাচ্ছে।"

"রজার দ্যাট," ডক্টর জবাবে বলল।

ডিঙ্গিগুলো এগিয়ে যাচ্ছে সামনে। "যেমনটা কথা ছিল, ওদের ফেলে যাওয়া ক্যাম্পে দেখা হচ্ছে তাহলে...ওভার অ্যান্ড আউট।"

রেডিওটি জায়গায় রাখল জ্যাক। আরও একবার শিকার শুরু হল। বাকি সদস্যদের দিকে সে ঘুরে দাঁড়াল এই সুখবরটা দেবার জন্য কিন্তু তার পেছনে কেউ নেই। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে চাপাস্বরে তাদের নাম ধরে ডাকল। "ম্যানুয়েল! রবার্তো!"

কোন সাড়া নেই।

চারপাশের সবকিছু কেমন অন্যরকম আধারময় ঠেকল তার কাছে। গাছগুলো আরও বেশি অন্ধকারে ঢাকা। সে দ্রুত নাইট-ভিশন মাস্কটা মুখে পরে নিল। গাছগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কিন্তু ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে খুব সামান্য দূরেই গেল তার দৃষ্টি। খানিকটা পেছনে সরে গেল সে, তার খালি পা দুটো পানি স্পর্শ করল। থেমে গেল জ্যাক, পেছনের পানি আর তার সামনে যে ভয় ওৎ পেতে আছে তা ভেবে জমে গেল সে। নাইট-ভিশন মাস্কের ভেতর দিয়ে কিছু একটার নড়াচড়া দেখতে পেল। হৃদস্পন্দনের মত একঝলক

আশা জেগে উঠল তার, মনে হচ্ছে যেন একটা ছায়ামানব দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে পেছন ফিরে। ত্রিশ ফিটের মত দূরে হবে। জ্যাক একবার পলক ফেলতেই উধাও হয়ে গেল ওটা। তবে এবার চারপাশের সব আধার, ছায়া সব যেন নড়তে শুরু করেছে এদিক-ওদিক, জীবন্ত প্রাণীর মত এগিয়ে আসছে তার দিকে। হোঁচট খেয়ে পেছনের পানিতে পড়ে গেল সে। এক হাত দিয়ে শ্বাস নেবার রেগুলেটরটা মুখে পুরে নিল দ্রুত। ছায়াগুলোর মাঝ থেকে একটা অবয়ব এগিয়ে এল গাছের আড়াল থেকে। পাড়ের কাদার উপর দিয়ে নিঃশব্দে আসছে ওটা। বিশাল কাঠামোটা যেন দৈত্য...চিৎকার দিল জ্যাক কিন্তু মুখের রেগুলেটরটি আটকে দিল সেই শব্দ। একটা ভেঁজা গড়গড় শব্দ বের হল শুধু। আরও কয়েকটি ছায়াময় অবয়ব বেরিয়ে এল গাছের আড়াল থেকে। মারুন গোত্রের একটা প্রাচীন প্রার্থনা উঠে এল তার ঠোঁটে, আরও পেছনে সরে গেল সে। অন্ধকার পানি আর পিরানহার ভয় ছাপিয়ে জীবন্ত খাওয়ার ভয় আচ্ছন্ন করল তাকে। পেছন দিকে ঝাঁপ দিল সে, সজোরে হাত-পা চালাতে লাগল এখান থেকে দূরে সরে যেতে। কিন্তু ছায়াগুলোর গতি তার চেয়েও বেশি।

দুপুর ১: ৫১

শটগানের সাথে ডাকটেপ দিয়ে একটা ফ্লাশ-লাইট জুড়ে সামনের দলটিকে অনুসরণ করছে নাথান। তার পেছনে প্রাইভেট ক্যারেরা এবং কর্পোরাল কসটস। প্রত্যেকের হাতেই লাইট, চারপাশের অন্ধকার দূরে সরিয়ে দিচ্ছে সেগুলো। এত রাত হওয়া সত্ত্বেও বেশ দ্রুতই এগুচ্ছে তারা। চেষ্টা করছে অজানা কারো জ্বালিয়ে দেয়া ভেলাগুলো থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব সৃষ্টি করতে। ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যানের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের এখন আরও বেশি নিরাপদ একটা জায়গা খুঁজতে হবে। একদিকে ঘন জঙ্গল আর অন্যদিকে পানি। জ্বলন্ত আগুন কোন বিপদ ডেকে আনে তা দেখার জন্য অপেক্ষায় থাকার মত নিরা' দ জায়গা এটা নয়। আর দলের কেউই এমনটা ভাবছে না, নতুন কোন আক্রমণ আর হবে না। সবসময় একধাপ এগিয়ে আছে তাদের পরিকল্পনা। এরইমধ্যে রেঞ্জারদেরকে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে তুলনামূলক নিরাপদ কোন জায়গা খোঁজার জন্য। কর্পোরাল ব্ল্যাকজ্যাক রিপোর্ট করেছে, সামনেই কিছুটা উপরে উপত্যাকার পাহাড়ের গুহা রয়েছে। ওটাই এখন তাদের লক্ষ্য। আশ্রয় এবং রক্ষণাত্মক অবস্থানের জন্য আদর্শ হবে ওটা।

অন্যদের অনুসরণ করে এগুচ্ছে নাথান। তার একপাশে ক্যারেরা। হাতে তার ভোঁতা নলের এক অদ্ভুত অস্ত্র। দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা ডাস্টবাস্টার ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কোন রাইফেলের সামনেজুড়ে দেয়া হয়েছে। ঘন জঙ্গলের দিকে তাক্ করে হাটছে সে। "এটা কি?" জিজ্ঞেস করল নাথান।

মনোযোগ জঙ্গলের দিকেই রাখল রেঞ্জারটি। "জলাভূমিতে সব হারিয়ে এম-১৬-এর ঘাটতি পড়েছে আমাদের।" একটু উঁচু করে ধরল হাতের অস্ত্রটা। "এটাকে বলে বেইলে। বন-জঙ্গলের যুদ্ধের প্রথম যুগের অস্ত্র।" সে একটা সুই টিপে ধরতেই তীক্ষ্ণ এক লেজারের

আলো জঙ্গলের আধার ফুঁড়ে একটা জায়গায় গিয়ে পড়লে সে তার কাঁধের উপর দিয়ে পদস্থ রেঞ্জারের দিকে তাকাল। "একটা টেস্ট করি?"

স্টাফ সার্জেন্ট কসটস হাতের এম-১৬ রাইফেলটা উঁচিয়ে চিৎকার দিল। "অস্ত্র পরীক্ষা হচ্ছে!" সামনের সবাইকে সতর্ক করে দিল সে।

অস্ত্রটা উঁচু করে ধরল ক্যারেরা, একটা টার্গেট ঠিক করল সে। লেজারের লাল আলোটা সরু ও লম্বা এক গাছের গুঁড়িতে ফেলল। ষাট ফুটের মত হবে ওটা। "এই সোজাসুজি ফ্লাশ-লাইটটা ধর।"

নাথান মাথা নেড়ে সায় দিয়ে হাতের ফ্লাশ-লাইটটা তুলে ধরল। বাকি সবাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। শক্ত করে অস্ত্রটা ধরে ট্রিগার চাপল ক্যারেরা। কোন বিস্ফোরণ হল না। পরিবর্তে উচ্চ কম্পনের একটা হুইশেলের শব্দ হল। নাথান দেখতে পেল রুপোর মত চকচকে কিছু একটা ঝট করে ছুটে গেল সামনে। সাথে সাথে গাছটি হেলে পড়ে গেল পেছনে। গুঁড়িটা একেবারে নিখুঁতভাবে কেটে গেছে। ওটার পেছনে একটা মোটা সিল্ক-কটন গাছ কেঁপে উঠল ওটার গুঁড়ির উপর গাছটা ভেঙে পড়ায়। নাথান ফ্লাশ-লাইটটা দূরের গাছে ফেলল। রুপালী কিছু একটা গেঁথে আছে ওটার গুড়িতে।

লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল ক্যারেরা। "তিন ইঞ্চি রেজর ডিস্ক, অনেকটা জাপানিদের ছুড়ে দেওয়া ধাতব তারকার মত। জঙ্গলে যুদ্ধ করার পক্ষে আদর্শ। স্বয়ংক্রিয় মোডে ফায়ার করলে চারপাশের কম দৃঢ় গাছপালাগুলো গুঁড়িয়ে দিতে পারে নিমিষেই।"

"আর পথে যা-ই বাধুক না কেন সেগুলোও," দলকে সামনে এগিয়ে যেতে ইশারা করে যোগ করল কসটস।

নাথান সম্ভ্রমের সাথে অস্ত্রটি আরেকবার দেখে নিল। তাদের দলটি আবারো জঙ্গলে ঢাকা সরু গিরিখাদের মাঝ দিয়ে এগিয়ে গেল কর্পোরাল র‍্যাকজ্যাক ও ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যানের নেতৃত্বে। ছোট জলাধারের সাথে একটু এলোমেলোভাবে সমান্তরাল হয়ে এগুচ্ছে তারা, তবে পানি থেকে অবশ্যই একটা নিরাপদ দূরত্বে থাকছে, সাবধানের মার নেই। আধঘণ্টা হাটার পর র‍্যাকজ্যাক তাদেরকে দক্ষিণ দিকে লালচে পাহাড়গুলোর কাছে নিয়ে যেত থাকল।

এখন পর্যন্ত পেছনে ধাওয়া করেছে এমন কিছুর প্রমাণ মেলেনি, তারপরও নাথানের কান দুটো খাড়া হয়ে আছে যেকোন রকম শব্দ শোনার জন্য। চোখ দুটো খুঁজে বেড়াচ্ছে চারপাশের ছায়াময় জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা কোন বিপদকে। অবশেষে মাথার উপরে আচ্ছাদন পাতলা হতে শুরু করল। চাঁদের আলোয় বিধৌত হল সবাই। সামনের জগৎটা হঠাৎই শেষ হয়ে গেল লাল-পাহাড়ের দেয়ালের কাছে এসে। আলগা চুনাপাথর আর কাদার মিশ্রনে সৃষ্টি ওটা। ছোট-বড় বেশ কিছু পাথর পড়ে রয়েছে এখানে-সেখানে। ঢালু পাহাড়টার একেবারে চূড়ায় বেশ কিছু গুহামুখ আর বড় বড় ফাঁটল দেখা গেল। চাঁদের আলো উল্টো দিকে থাকায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে গুহা এবং ফাঁটলগুলো।

"এখানেই থাম সবাই," ফিসফিস করে বলল ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান। পাহাড়ের পাদদেশে ঘন ঝোপঝাঁড়ে সবাইকে একরকম লুকিয়ে থাকতে বলল সে। তারপর

র‍্যাকজ্যাককে আদেশ দিল সামনে এগিয়ে যেতে।

কর্পোরালটি ফ্লাশ-লাইট জ্বালিয়ে একজোড়া নাইট-ভিশন গগল্‌স পরে অস্ত্র নিয়ে পা বাড়াল অন্ধকারে। মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

হামাগুঁড়ি দিয়ে আছে নাথান। তার সামনে ও পেছনে রেঞ্জার দু-জন দাঁড়িয়ে আছে। খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখছে পেছন দিকটায়। নিজের শটগানটা একেবারে রেডি করে রেখেছে নাথান। বেশির ভাগের হাতেই সশস্ত্র। অলিন, জেন, ফ্রাঙ্ক এমনকি কেলির হাতেও পিস্তল। অন্যদিকে ম্যানুয়েলের এক হাতে একটা বেরেটা আর অন্য হাতে একটা চাবুক। টর-টর জন্মসূত্রে পাওয়া নিজস্ব অস্ত্র বহন করছে—থাবা এবং ধারালো দাঁত। ওর জন্যে এটাই যথেষ্ট। শুধুমাত্র প্রফেসর কাউয়ি আর আনা ফঙ নিরস্ত্র রয়েছে। প্রফেসর হামাগুঁড়ি দিয়ে পেছনে সরে নাথানের কাছে গেল।

"ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না আমার কাছে," বলল কাউয়ি।

"ঐ গুহাগুলো?"

"না...এই পরিস্থিতিটা।"

"কি বলতে চাইছ?"

কাউয়ি পেছনে ফেলে আসা নিচু জঙ্গলের দিকে তাকাল। জলাভূমিতে ভেলা দুটো এখনো পুড়ছে। "ঐ আগুনের শিখাগুলো থেকে আমি কেরোসিনের গন্ধ পেয়েছি।"

"তো কি হয়েছে? ওটা কোপাল তেলও হতে পারে। পোড়ালে ওগুলো কেরোসিনের মতই গন্ধ ছড়ায় আর এখানে প্রচুর পরিমাণে ওগুলো পাওয়া যায়।"

গাল চুলকাল কাউয়ি। "ঠিক জানি না। পঙ্গপালের ঝাঁকটা যে আগুনের কারণে এসেছিল সেটা কিন্তু একটা শৈল্পিক কাজ ছিল। ব্যান-আলি সিম্বল খোদাই করে তার মাঝে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া। তোমার মনে আছে নিশ্চয়, কিন্তু এটাকে ওরকম সুশৃংখল মনে হচ্ছে না।"

"আমরা কিন্তু পাহারার ভেতর ছিলাম। যা করার খুব দ্রুতই করে সরে পড়তে হয়েছিল ইন্ডিয়ানাদের। হয়তো ঐ মুহূর্তে এতটুকুই করতে পেরেছে ওরা।"

কাউয়ি তাকাল নাথানের দিকে। "ওরা ইন্ডিয়ান ছিল না।"

"তাহলে কারা?"

"যারা আমাদের উপর নজর রেখে আসছে।" খুব সতর্ক কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল কাউয়ি। যারাই সেই বিশেষ প্রতীকটা জ্বালিয়ে দিনে-দুপুরে আমাদের ক্যাম্পের উপর পঙ্গপালের ঝাঁক আনুক না কেন, তারা কিন্তু কোন রকম কোন চিহ্ন রেখে যায় নি। না ঐ জায়গায়, না আশেপাশে কোথাও। এমনকি একটা ডালও ভাঙে নি। অসম্ভব রকমের দক্ষ ওরা। আমার নিজেরও সন্দেহ হয় অমনটা করতে পারব কিনা।"

নাথান এবার কাউয়ির চিন্তার মূল বিষয়টা ধরতে পারল। "যারা আমাদেরকে নাছোড়বান্দার মত অনুসরণ করে আসছে তাদের কাজগুলো দেখে আনাড়ি বলেই মনে হয়, তাই তো?"

জলাভূমির দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল কাউয়ি। "ঠিক ঐ আগুনের মত।"

নাথানের মনে পড়ল গতকাল দুপুরে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাবার সময় কোন এক গাছের উপর থেকে আসা প্রতিফলিত আলোর কথা। "তাহলে তুমি কি বলতে চাচ্ছ?"

দাঁতে দাঁতে চেপে উত্তর দিল কাউয়ি। "এখানে যে ভয়ের ব্যাপার একটাই আছে তা নয়। সামনে যা-ই থাকুক না কেন, হোক সেটা হাত-পা গজিয়ে দিতে পারে এমন কিছু, অথবা ছড়িয়ে পড়া মহামারির কোন ওষুধ, সবই কিন্তু বিলিয়ন ডলার মূল্যের হবে। যে কেউ এখানে ছড়িয়ে থাকা জ্ঞান-ভাণ্ডার হাতিয়ে নেবার জন্য কাড়ি-কাড়ি টাকা ঢালতে প্রস্তুত।"

ভ্রু কুঁচকালো নাথান। "তাহলে তুমি মনে করছ ওই অন্য দলটিই ভেলায় আগুন লাগিয়েছে? কিন্তু কেন?"

"আতঙ্কিত করে আমাদেরকে সামনে এগিয়ে নিতে, যেমনটা আরও একবার হয়েছিল। তারা চায় নি আমাদের সাথে আরও কিছু সৈন্য বা রসদ যুক্ত হোক, ওতে ওদের ঝুঁকি বাড়ত। আর সম্ভবত তারা আমাদেরকে একটা মানব-বর্ম হিসেবেই ব্যবহার করছে ব্যান-আলিদের করা প্রাকৃতিক সব ফাঁদ ও বিপদের বিরুদ্ধে। আমরা এখন ওদের বলির পাঠা হয়ে গেছি। ওরা আমাদের দলের লোকজনদের জীবন ব্যবহার করতে থাকবে ব্যান-আলির কাছে পৌছানোর আগ পর্যন্ত। তারপর হঠাৎ আক্রমণ করে সব আবিষ্কার হাতিয়ে নেবে।"

প্রফেসরের দিকে তাকাল নাথান। "রওনা হবার আগে এগুলো বল নি কেন?"

কঠিন দৃষ্টিতে নাথানের দিকে তাকাল প্রফেসর। প্রশ্নের জবাবটিও তার মনে উঁকি দিল। "কোন বিশ্বাসঘাতক!"

ফিসফিস করে বলল নাথান, "কেউ একজন আমাদের শত্রুপক্ষের হয়ে কাজ করছে।"

"ব্যাপারটা এমন করে দেখানোটা খুবই সহজ—আমরা যে-ই না ব্যান-আলির কাছাকাছি চলে এসেছি অমনি হয়তো অন্য কোন শক্তির প্রভাবে আমাদের স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেমটা বিগড়ে গেল। সাথে যোগ হল যন্ত্রটা ভুল জিপিএস সিগন্যাল পাঠিয়েছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিল নাথান। "যাতে করে আমাদের প্রয়োজনীয় রসদগুলো বয়ে নিয়ে আসা প্লেন আমাদেরকে খুঁজে না পেয়ে ফিরে যায়।"

"ঠিক তাই।"

"এই বিশ্বাসঘাতক লোকটা কে হতে পারে?" ঝোপের ভেতর মাথা গুঁজে বসে থাকা সবার দিকে একবার তাকাল নাথান।

কাঁধ ঝাঁকাল কাউয়ি। "যে কেউ। তবে তালিকার প্রথমে থাকতে পারে ঐ রাশিয়ান। এসব যন্ত্রপাতি সে-ই চালায়। তার পক্ষে এমন ক্ষতি হবার ভান করাটা খুবই সহজ ব্যাপার। তবে তারপরই জেন এবং মিস ফঙ। অলিন যখনই একটু দূরে কোথাও গেছে তখনই এই দু-জনকে ঐ কমিউনিকেশন সিস্টেমের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখেছি আমি। তারপর আসবে দুই ওব্রেইনের নাম। দু-জনেই সিআইএ'র ছত্রছায়ার মানুষ

হয়েছে, ওদের ভেতরে খুব নীরব কিন্তু শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে যার যার মত সুযোগ সুবিধা অর্জনের জন্য। এগুলো বেশ জানা কথাই। আসলে, শেষ কথা হল আমরা কোন রেঞ্জারকেই এই তালিকা থেকে বাদ দিতে পারছি না।"

"বিশ্বাস হয় না।"

"টাকা প্রায় সবাইকেই বদলে দিতে পারে, নাথান। আর আর্মি রেঞ্জারদেরকে যোগাযোগ রক্ষার উপরেই বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।"

কিছুটা পেছনে হেলে গেল নাথান। "তাহলে তো বিশ্বাস করার মত একমাত্র ম্যানুয়েলই থাকে।"

"তাই কি?" কাউয়ির অভিব্যক্তি আরও তিক্ত হয়ে উঠল।

"তুমি কি জান তুমি কি বলছ? ম্যানুয়েল? আমাদের দু-জনের বন্ধু সে।"

"সে-ও কিন্তু ব্রাজিলিয়ান সরকারের হয়েই কাজ করে। আর এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই অভিযান থেকে যা-ই আবিষ্কার হোক না কেন তা এ-দেশের সরকার নিজের করেই নিতে চাইবে। সে-রকম কোন ওষুধ আবিষ্কার হলে টাকার বন্যা বয়ে যাবে এদেশের অর্থনীতিতে।"

ভয়ের একটা স্রোত নাথানকে দুর্বল করে দিচ্ছে। এই প্রফেসর নিজেই কি ঠিক আছে? বিশ্বাস করার মত কেউই কি নেই তাদের? কাউয়ির এই মূল্যায়ন সম্পর্কে পরবর্তী প্রশ্ন করার আগেই একটা চিৎকার রাতের নিরবতাকে ভেঙে দিল। বিশাল বড় কিছু একটা উড়ে এল যেন বাতাস ফুঁড়ে। মানুষগুলো যে যার মত সরে গেল এদিক-ওদিক। নাথানও দ্রুত কাউয়ির সাথে পেছন দিকে সরে গেল। বিশাল জিনিসটা হামাগুড়ি দিয়ে থাকা দলটির মাঝখানে এসে পড়ল এবার। মুহূর্তেই ফ্লাশ-লাইটগুলোর আলো ফেলা হল ওখানে।

চিৎকার দিয়ে উঠল আনা। তীব্র আলোর ঝলকানির মধ্যে কর্পোরাল র‍্যাকজ্যাককে দেখল সবাই। মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। রক্তে ডুবে আছে তার শরীর। একটা হাত দিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে হাতড়াতে লাগল যেন নিজের শরীরের রক্তের সাগরে ডুবে যেতে চাইছে না সে। খুব জোরে একটা চিৎকার দিতে চাইল কিন্তু চাপা আর্তনাদ ছাড়া কিছুই বের হল না।

তাকিয়ে আছে নাথান, বরফের মতই জমে গেছে সে। বিধ্বস্ত কর্পোরালের উপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না। কোমর থেকে শরীরের নিচের অংশটা নেই। অর্ধেকটা কামড়ে কেটে নেয়া হয়েছে।

"অস্ত্র রেডি!" চিৎকার দিয়ে আতঙ্কের কারণে সৃষ্ট স্থবিরতাকে ভেঙে দিল ওয়াক্সম্যান।

হাটু ভেঙে বসে পড়ল নাথান, শটগানটা অন্ধকারের দিকে তাক্ করল সে। কেলি এবং কাউয়ি ছুটে গেল মৃতপ্রায় কর্পোরালের দিকে। কিন্তু নাথান জানে, এর কোন দরকারই নেই। লোকটা এরইমধ্যে ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে।

অস্ত্রটা তাক্ করল সে। পুরো জঙ্গলজুড়ে অসংখ্য ছায়ার আনাগোনা লক্ষ্য করল সবাই। ফ্লাশ-লাইটের আলো থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করছে

দ্রুত গতিতে। তবে নাথান বেশ বুঝতে পারছে, ওগুলো নিছক ছায়া নয়। ফাঁদে পড়া মানুষের এই দলটিকে একরকম ঘিরেই ফেলছে ওরা।

একজন রেঞ্জার একটা ফ্রেয়ার ছুড়ে দিল উপরে। বাতাসে শিষ দেবার মত শব্দ করে আগুনের শিখাটা বাঁকাপথে বেশ উপরে উঠে বিস্ফোরিত হয়ে ম্যাগনেসিয়াম পোড়ার আলোয় চারপাশের জঙ্গলকে আলোকিত করল। রুপালি আলোর এক ঝলকানিতে ঘাপটি মেরে থাকা সেই অশরীরিগুলোকে দেখতে পেল সবাই।

হঠাৎ নাথান সেই ক্ষণজন্মা আলোতে দেখতে পেল দৈত্যসদৃশ একটা প্রাণী তার থেকে কিছু দূরে বসে আছে একেবারে তার চোখে চোখ রেখে। ওটা বসে আছে পাহাড়ের ঢালে একটা পাথরের আড়ালে। আকারে বিশাল, ঠিক একটা মহিষের মত কিন্তু শরীরটা চকচকে আর মসৃণ। ওটা একটা জাগুয়ার। নাথানকে ভাল করে দেখছে। শীতল আর কৃষ্ণকায় চোখ দুটো যেন জমাট বাধা লাভা। অন্যগুলো জঙ্গল আর পাথরের আড়ালে ঘাপটি মেরে আছে। তার মানে ওদের একটি ঝাঁক এখানে চলে এসেছে। কমপক্ষে বিশটা!

"জাগুয়ার!" ভয়ার্ত কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে বলল কাউয়ি। "ব্ল্যাক-জাগুয়ার!"

নাথান ওগুলোর সাথে টর-টরের কাঠামোগত সাদৃশ্যটা ধরতে পারল কিন্তু টর-টরের চেয়ে এরা তিনগুন বড় হবে। ওজন হবে আট টনের মত। যেন আদিম যুগের কোন প্রাণী।

"ওরা আমাদের চারপাশে ঘিরে আছে!" ফিসফিস করে বলল ক্যারেরা।

তার এ-কথায় নাথান তার বাবার পাঠানো শেষ কথাটার প্রতিধ্বনি শুনতে পেল যেন: *বেশিক্ষণ থাকতে পারছি না...হায় ঈশ্বর! ওরা আমাদের চারপাশে ঘিরে আছে!* তাহলে এটাই তার বাবার ভাগ্যেও ঘটেছিল?

আরও কয়েকমুহূর্ত কেউ নড়ল না। দম ছাড়তে পারছে না নাথান। মনে মনে প্রার্থনা করছে যেন এই নিশাচরের দলটি ফ্রেয়ারের আগুনে ভয় পেয়ে পিছু হটে যায়। এই প্রার্থনাটা যেন এক রেঞ্জারকেও ছুয়ে গেল। দ্বিতীয় একটা ফ্রেয়ার ছোড়া হল উপরে। মুহূর্তেই জঙ্গল আলোকিত করে বিস্ফোরিত হল ওটা। আগুনের ছোট্টছোট ফুলকিগুলো প্যারাসুটের মত ভাসতে ভাসতে নেমে এল নিচে।

"স্থির থাক সবাই!" ফিসফিসিয়ে বলল ওয়াক্সম্যান।

নিরবতাটি দীর্ঘায়িত হল, কিন্তু জাগুয়ারগুলো নড়ল না।

"সার্জেন্ট?" বলল ওয়াক্সম্যান। "আমি যে-দিকে দেখাবো সে-দিকে গ্রেনেডগুলো ফেলবে, একেবারে পাহাড়ের উঁচু ঢাল পর্যন্ত। সবাই অস্ত্রগুও প্রস্তুত রাখ। সংকেত দিলেই ছুটে যাবে একেবারে ওপরে গুহার দিকে।"

পাহাড়ে উপরে হা করে থাকা গুহাটাকে এক ঝলক দেখে নিল নাথান। যদি কোনভাবে দলটি ওখানে পৌছাতে পারে তবে যেকোন একটা দিক থেকেই আক্রমণ আসবে শুধু। জায়গাটা বেশ সুরক্ষা দেবে ওদের। আর এটাই একমাত্র ভরসা এখন।

"ক্যারেরা বেইলে'টা ব্যবহার করে আমাদের..."

বন্দুকের তীক্ষ্ণ এক শব্দ ক্যাপ্টেনের আদেশে ছেদ ঘটাল। শব্দের উৎস অপর পাশে থাকা রিচার্ড জেন। গুলি ছোঁড়ার সময় বন্দুকের বিপরীতমুখী ধাক্কায় চিৎ হয়ে পড়ে গেছে সে। একটা জাগুয়ার গর্জন করে এগিয়ে আসতে শুরু করল দ্রুত। অন্যগুলো ওটাকে অনুসরণ করে চাপাস্বরে গরগর করতে করতে এগোতে লাগল তাদের দিকে।

"এক্ষুণি!" চিৎকার দিল ওয়াক্সম্যান।

কসটস এক হাটু ভাঁজ করে বসে হাতের এম-১৬টা তাক্ করে গুলি করতে শুরু করল পাহাড়ের দিকে। ক্যারেরা ঘুরে গেল দ্রুত, তার নতুন অস্ত্রটা কোমর বরাবর উঁচিয়ে ট্রিগারে চাপ দিল সে। সারি সারি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরুতে লাগল অস্ত্রের নল থেকে। রুপালী চাকতিগুলো ঝলকানি দিয়ে তীব্র বেগে ছুটে যাচ্ছে, কেঁপে উঠছে পুরো জঙ্গল। একটা চাকতির একেবারে সামনে লাফিলে উঠল এক জাগুয়ার, আর মুহূর্তেই নরম মাখনের মত মসৃণভাবে দু-ভাগ হয়ে গেল ওটা। তীব্র আর্তনাদ করে জঙ্গলে লুটিয়ে পড়ল প্রাণীটা। মৃত্যুর আগে ওটার চিৎকার ঢাকা পড়ল কসটসের গ্রেনেডগুলোর কানফাঁটা শব্দে। একে একে ফাঁটতে শুরু করছে তার গ্রেনেড। পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে পুরো জঙ্গলে কাঁপিয়ে দিচ্ছে যেন। মাটি আর পাথর চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে বৃষ্টির মত ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে।

চারদিক থেকেই গোলাগুলি চলছে এখন। ফ্রাঙ্ক আগলে রেখেছে তার বোন এবং প্রফেসরকে। তারা হাটুতে ভর দিয়ে বসে আছে কর্পোরাল র‍্যাকজ্যাকের নিথর দেহটার ঠিক পেছনেই। ম্যানুয়েল এক পা ভাঁজ করে বসে আছে টর-টরের পাশে। ঘাড়ের লোমগুলো খাড়া আর চোখ দুটো প্রশস্ত হয়ে আছে প্রাণীটার। জেন এবং অলিন দাঁড়িয়ে আছে ফঙের পাশে, তারা সবাই গুলি ছুড়ছে সামনের অন্ধকার জঙ্গল লক্ষ্য করে। হাতের শটগানটা একটু উঁচু করে একটা জায়গায় তাক্ করল নাথান। একটা জাগুয়ারকে দেখেছে সে। পাথরের আড়ালে ঠিক তার সোজাসুজি ঘাপটি মেরে আছে ওটা। চারপাশে এত ধ্বংসযজ্ঞ, গোলাগুলি চলা সত্ত্বেও একেবারে পাথরের মত স্থির হয়ে বসে আছে। কিছু জাগুয়ার পাহাড়ের ঢালে বিস্ফোরণের জায়গাগুলো থেকে পালাল। বাকিগুলোর কয়েকটি আধমরা আর কিছু ছিন্নভিন্ন দেহ নিয়ে পড়ে আছে এখানে-সেখানে।

"দৌড়াও!" তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার দিল ওয়াক্সম্যান। বিস্ফোরণের শব্দের তোড়ে তার কথাগুলো উড়ে যাচ্ছে। "গুহার দিকে যাও সবাই।"

দলটি হঠাৎ ছুটতে শুরু করল ঝোপ-ঝাঁড় ভেঙে খোলা পাথুরে জমির দিকে। পাহাড়টার উপরে উঠতে হবে তাদের পায়ে ভর করে। জাগুয়ারটার দিকে এখনও সটগানটা তাক্ করে রেখেছে নাথান। যদি ওটার লেজও একবার নড়ে...

ওয়াক্সম্যান আবারো এগোতে বলল সবাইকে। ধাবমান দলটির নেতৃত্বে আছে কসটস।

"ওগুলো আবার দলবদ্ধ হবার আগেই ওখানে পৌছাতে হবে।" ক্যাপ্টেন থেকে গেল ক্যারেরার সাথে, তাদের পেছনে। বিচ্ছিন্ন দলটি আবারো একস্থানে জড়ো হতে শুরু করেছে। কয়েকটা খোঁড়াচ্ছে, কেউ কেউ আবার তাদের মৃত-সঙ্গীকে শুঁকে দেখছে, তবে একটা নিরাপদ দূরত্বে থাকছে ওরা। নাথান খুব সাবধানে এবং নিরবে জাগুয়ারটাকে বাম

দিক থেকে অতিক্রম করল। শুধুমাত্র ওটার চোখগুলোই তার পথের উপর নিবদ্ধ হয়ে আছে। নাথান অনুমান করল এটা এই দলের নেতা হবে। শীতল দৃষ্টির পেছনে কিছু একটা রয়েছে যেটা দিয়ে নাথান বুঝতে পারছে, এই আগন্তুকগুলোকে বিচার-বিশ্লেষন করছে প্রাণীটা।

ক্যারেরা তার অস্ত্রের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিটা বন্ধ করে দিল। যথেষ্ট হয়েছে, কিছু সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। তবে হঠাৎ একটা জাগুয়ার খুব কাছে চলে আসায় আবার একটা চাকতি ছুড়তে হল তাকে। নিখুঁত লক্ষ্যভেদ। রুপালী চাকতিটা জাগুয়ারের কাঁধটা প্রায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। আহত প্রাণীটা উপুড় হয়ে পড়ে গেল। যন্ত্রণায় চিৎকার করছে সে।

"এগিয়ে যাও! থেম না।" ওয়াক্সম্যান তাড়া দিল।

এরইমধ্যে গুহাটা পরিস্কার দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে এসেছে। তাদের আতঙ্কে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে চলাটা হঠাৎ থেমে গেল। আরও সামনে এগিয়ে গেল কসটস। গুহাটার মুখে একটা ফ্লেয়ার ছুড়ল সে। ওটা বিস্ফোরিত হয়ে আলোকিত করে ফেলল ভেতরটা। গভীর গুহাটার শুরু থেকে একেবারে পাথুরে শেষপ্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠল ক্ষণিকের জন্য।

"অল ক্লিয়ার," বলল কসটস। "চলে আসো সবাই।"

প্রথমে অলিন, জেন এবং আনা দৌড়ে ভেতরে ঢুকল। সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে রইল প্রবেশমুখে, হাতে তার এম-১৬। "জোরে দৌড়াও!"

ফ্রাঙ্ক কেলিকে ঠেলে দিল সামনে। তার পেছনে প্রফেসর কাউয়ি। ফ্লেয়ারটা জ্বলা শেষ হলে নাথান গুহামুখের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে রইল কসটসের মত, তার শটগানটা রেডি। ম্যানুয়েল এবং টর-টর পাহাড়ে উঠে গেল ওয়াক্সম্যান আর ক্যারেরার পিছু পিছু।

ঠিক এ সময় একটা জাগুয়ার অন্ধকার ফুড়ে লাফিয়ে এসে একটা পাথরের উপর বসল, ঠিক শেষ দু-জন রেঞ্জারের পাশে। ক্যারেরা তার অস্ত্র তাক করলেও ট্রিগার চাপার আগেই ওটা লাফিয়ে ক্যাপ্টেনের বুকের উপর গিয়ে পড়ল। ওয়াক্সম্যান ছিটকে পড়ল মাটিতে। জাগুয়ারটার তীক্ষ্ণ নখরযুক্ত থাবা ক্যাপ্টেনের পোশাক ভেদ করে বসে গেল বুকে। ক্যাপ্টেন এক ঝটকায় অস্ত্র বের কর কয়েকটা ফায়ার করল দ্রুত, তবে বুলেটগুলো প্রাণীটার মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। জাগুয়ারটি তার ঘাড়ের উপরে জেঁকে বসছে এখন। দৈত্যটা টানা-হিচড়ে করে পাথরটার উপরে ওঠাল ক্যাপ্টেনকে, হাঁড় ভাঙার শব্দ শোনা গেল।

ক্যারেরা নিজেকে সামলে নিয়ে দ্রুত পাথরটার অপর প্রান্তে গেল ক্যাপ্টেনকে সাহায্য করতে। এদিকে নাথান কিছুই দেখতে পাচ্ছে না কিছুটা দূরে থাকায়, তবে ক্যারেরার বিশেষ অস্ত্রটা চালানোর শব্দ শুনতে পেল সে। তারপর হঠাৎই তাকে পিছু হটতে দেখা গেল। তার পেছনে একজোড়া জাগুয়ার। রক্ত ঝরছে ওগুলো থেকে, রুপালী চাকতির টুকরোগুলো বিঁধে আছে শরীরে। এটা নিশ্চিত, ক্যারেরার ভাণ্ডারে আর কোন চাকতি নেই।

এক লাফে গুহার মুখ থেকে ছুটে গেল নাথান তাকে সাহায্য করতে। তার কাছে পৌছাতেই হাতের শটগানটা তুলে ধরল, বন্দুকের নলটা মাত্র ফুটখানেক দূরে দাঁত বের

করে গর্জন করতে থাকা জাগুয়ারের থেকে। ট্রিগারে চাপ দিল সে, ধাক্কা খেয়ে পেছনে সরে গেল ওটা, তীব্র আর্তনাদে গর্জে উঠল।

সুযোগ পেয়ে ক্যারেরাও তার নাইন-এমএম পিস্তলটা হাতে নিয়ে নিল। এক মুহূর্ত দেরি না করে গুলি চালাল অপর জাগুয়ারটাকে লক্ষ্য করে। পড়ে গেল জাগুয়ারটা, নিমেষেই নিথর হয়ে গেল ওটা। ঢালে হোচট খেল তারা। পাথরের অপর প্রান্তে ক্যাপ্টেনকে পড়ে থাকতে দেখা গেল। হামাগুঁড়ি দেবার চেষ্টা করছে। বেচারার একটা হাত নেই। সারা মুখমণ্ডলে রক্ত।

"আমি...আমি তো ভাবলাম উনি মারা গেছেন," কেঁপে উঠে বলল ক্যারেরা। ক্যাপ্টেনের দিকে পা বাড়াল সে।

ক্যাপ্টেন সামান্য একটু এগোতেই একটা থাবা এসে শপাং করে গেঁথে গেল তার উরুতে। তারপর ঝটকা মেরে তাকে টেনে নেয়া হল পেছনের অন্ধকার ঝোঁপে। চিৎকার দিয়ে উঠল সে, তার আঙুলগুলো আঁকড়ে ধরতে চাইছে আলগা মাটি কিন্তু ধরার মত কিছুই নেই সেখানে। একটা গুলির শব্দ হল। ক্যাপ্টেনের মাথাটা একবার পেছনে তারপর আবার সামনে এসে পড়ল শক্ত মাটির উপর। মারা গেল মুহূর্তেই। নাথান পেছনে তাকাতেই দেখল কসটস হামাগুঁড়ি দিয়ে তার এম-১৬ রাইফেলের ট্রিগারে আঙুলটা স্পর্শ করল। কিন্তু আস্তে করে অস্ত্রটা নামিয়ে আনল সার্জেন্ট, তার চোখে-মুখে সুতীব্র দুঃখ।

"ভেতরে যাও, সবাই," কাঁপা কণ্ঠে চিৎকার দিয়ে বলল সে।

ছোট দলটির সবাই অনেকটা গায়ে গায়ে লেগে থেকে গুহার কাছে পৌঁছাল। নাথান এবং ক্যারেরা দ্রুত ছুটে গেল একেবারে প্রবেশমুখে। ফ্রাঙ্ক আর কসটস পাহারা দিচ্ছে অস্ত্র তাক্ করে। গুহার ভেতর ক্রমে নিভে আসা ফ্লেয়ারের আলো এসে পড়ছে তাদের পেছনে। হাত নাড়ল ফ্রাঙ্ক তাদের দিকে।

"জলদি!"

নাথান দেখল কয়েক ফিট নিচে একটা ছায়া দ্রুত বেগে ছুটে যাচ্ছে গুহামুখের দিকে। "সাবধান!" একটু আগে নাথান যেটাকে দেখেছিল সেই বড় জাগুয়ারটি এক লাফে গুহার মুখের সামনে এসে দাঁড়াল। ছিটকে অনেকখানি পেছনে গিয়ে চিৎ হয়ে পড়ল ফ্রাঙ্ক, কসটস আছড়ে পড়ল গুহার দেয়ালে। তারপরই জাগুয়ারটা দ্রুত জঙ্গলের ভেতর চলে গেল।

চিৎকার দিল কেলি। "ফ্রাঙ্ক!"

নাথান দৌড়ে গেল ক্যারেরার সাথে। কসটস উঠে দাঁড়িয়েছে মাটি থেকে, বুক চেপে ধরে দম নিচ্ছে সে, রেঞ্জারটা একেবারে স্তম্ভিত।

"একটু সাহায্য কর!" চিৎকার দিল কেলি।

পাথুরে মাটিতে পড়ে আছে ফ্রাঙ্ক। কেলির ভাই যে শুধুমাত্র ছিটকে পড়ে গেছে তা নয়, হাটুর নিচ থেকে দুটি পা-ই হারিয়েছে। রক্ত ছুটছে ফিনকি দিয়ে। এত অল্প সময়ের মধ্যেই জাগুয়ারটা ফ্রাঙ্কের পা দুটো খাবলে নিয়ে গেছে নিখুঁতভাবে, একেবারে গিলোটিনের মত।

কাউয়ি বসে পড়ল ফ্রাঙ্কের একপাশে। অলিন গুহার ভেতরে টেনে নিয়ে গেল তাকে। পেছনে ছুটল কেলি, তার প্যাক থেকে এক ঝটকায় টর্নিকেই বের করে এনেছে রক্ত বন্ধ করার জন্য। তাড়াহুড়োর জন্য মরফিনের বোতলগুলো প্যাক থেকে মেঝেতে পড়ল। নাথান জড়ো করল সেগুলো।

গুহার মুখে একটা গুলির শব্দ হতেই সাথে সাথে আলোও জ্বলতে দেখা গেল। আরো একটা ফ্লেয়ার জ্বালানো হয়েছে। মরফিনের প্যাকেটগুলো ধরে আছে নাথান, ঠিক কি করবে, কোন দিকে যাবে বুঝে উঠতে পারছে না।

তার হাত থেকে ওগুলো নিয়ে নিল কাউয়ি। "ওদিকে যাও, দেখ কি হল।" মাথা নেড়ে গুহামুখের দিকে ইঙ্গিত করল সে।

অলিন এবং কেলি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আহত ফ্রাঙ্ককে নিয়ে। চোখের জলে গাল ভিজে গেলেও চোখে-মুখে কাঠিন্যতা ধরে রেখেছে মেয়েটি। সংকল্প ও মনোযোগ দুটোই আছে তার। ভাইকে হারাতে চায় না সে কোনভাবেই।

শটগানটা নিয়ে ঘুরে গেল নাথান, যোগ দিল গুহামুখে অবস্থান করা কসটস আর ক্যারেরার সাথে। নতুন ফ্লেয়ারে দেখা যাচ্ছে জঙ্গলটা এখনও চলমান ছায়ায় ঢেকে আছে। মানুষগুলো গুহায় আসার কারণে চারপাশে ছড়িয়ে থাকা পাথরগুলোকে একটা অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে পাচ্ছে জাগুয়ারগুলো। অনায়াসে লুকিয়ে আছে ওগুলোর আড়ালে।

ম্যানুয়েলও যোগ দিল তাদের সাথে, তার এক হাতে পিস্তল। টর-টর ফ্রাঙ্কের পাশ দিয়ে যাবার সময় রক্তের গন্ধ শুঁকে শব্দ করে গর্জন করে উঠল।

"গুনে দেখলাম কমপক্ষে আরও পনেরটা হবে," ক্যারেরা বলল, মুখটা অর্ধেক ঢেকে আছে নাইট-ভিশন গগল্‌সে। "এগিয়ে আসছে ওরা।"

গালি দিয়ে উঠল কসটস। "ওরা যদি ছুটে আসা শুরু করে তাহলে ওদের সবাইকে থামানোটা অসম্ভব হয়ে পড়বে। আমাদের হাতে এখন মাত্র একটা গ্রেনেড লঞ্চার, দুটো এম-১৬ আর গুটিকয়েক পিস্তল আছে।"

"আর আমার শটগানটা," যোগ করল নাথান।

এবার ক্যারেরার পালা। "আমার বেইলে'তে নতুন কার্টিজ ভরলাম, কিন্তু এটাই শেষ।"

ম্যানুয়েল হামাগুঁড়ি দিয়ে পিস্তল হাতে বাইরে এল। "গুহার ভেতরে ওদিকটায় বেশ কিছু আবর্জনা পড়ে আছে। ডালপালা, পাতা, আর ওরকম কিছু হাবিজাবি। ওগুলো দিয়ে এই গুহার মুখে ঠিক এখানে আগুন জ্বালাতে পারি আমরা।"

"তাই কর তাহলে," বলল কসটস।

ম্যানুয়েল ঘুরে দাঁড়াতেই একটা লম্বা নিচু গর্জন শোনা গেল উপর থেকে। জমে গেল সবাই। ফ্লেয়ারের আগুনের উজ্জ্বল আলোয় বিশাল একটি অবয়ব দেখা গেল সবার সামনে। নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের ঢালে। অস্ত্রগুলো তাক্‌ করা হলো ওটার দিকে।

নাথান চিনতে পারল এটাই সেই বিশাল আকারের জাগুয়ারটি।

"একটা বাঘিনী," বিড়বিড় করে বলল ম্যানুয়েল।

ওটা স্থির হয়ে আছে আগের জায়গায়, মানুষগুলোকে গভীরভাবে দেখছে, সাথে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে যুদ্ধের। ওটার পেছনে জায়গাটা ছেয়ে আছে চকচকে আরও কিছু শরীর। পেশীবহুল তীক্ষ্ণ থাবার একটি বাহিনী।

"এখন কি করব?" ক্যারেরা বলল।

"ওটা চাইছে আমরাই ওদেরকে আক্রমণ করি আগে," রাইফেলে চোখ রেখে একটু নিচে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল কাউয়ি।

"খবরদার গুলি কর না," ফিসফিসিয়ে বলল নাথান। "এখন যদি গুলি চালাও পুরো দলটা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।"

"ঠিক বলেছে নাথান," বলল ম্যানুয়েল। "রক্তের লোভ বা নেশা এখন আর নেই ওদের। যেকোন কিছুই ওদেরকে পিছু হটিয়ে দিতে পারে। অন্তত এখানে একটা আগুন জ্বালানো পর্যন্ত অপেক্ষা করি।"

জাগুয়ারটাকে মনে হল যেন তার কথাটা বুঝতে পেরেছে। তীক্ষ্ণ একটা হাঁক দিল ওটা। শক্তিশালী পেশীগুলো ব্যবহার করে অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় বিশাল একটা লাফ দিল মানুষগুলোর দিকে, যেন নির্ভুলভাবে ছুটে চলা এক যন্ত্র। গুলি ছুড়ল রেঞ্জাররা, কিন্তু এই স্ত্রী-জাগুয়ারটি এত ক্ষিপ্র আর অতিপ্রাকৃত গতির যে বুলেটগুলোকে পাশ কাটিয়ে ভেসে গেল বাতাসে। বুলেটগুলো পাথরে আছড়ে পড়লে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হল। একটাও লাগল না ওটার গায়ে, যেন সত্যিকারের একটি ফ্যান্টম। একটা ধারালো চাকতি সাই করে ছুটে গেল বেইলে থেকে, একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল নিচের ঢালু জমিতে।

এক হাটুতে ভর দিয়ে বসে পড়ল নাথান। শটগান তাক করে রেখেছে সে। "এই যে সোনা, এদিকে-এদিকে," খুব নিচুস্বরে জাগুয়ারটাকে আকৃষ্ট করতে চাইল সে। একবার খুব কাছে আসুক ওটা...

ক্যারেরা আবার তাক্ করল তার অস্ত্র, কিন্তু ট্রিগারে চাপ দেবার আগেই টর-টর তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে তার মাস্টারের পাশ দিয়ে এক লাফে গিয়ে পড়ল পাহাড়ের ঢালে।

"টর-টর!" চিৎকার দিয়ে উঠল ম্যানুয়েল।

বেঁধে রাখায় ওটা কয়েক ফিট পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেল। বড় জাগুয়ারটার পথ আগলে ধরে নিজেকে প্রকাশ করল সাহসের সাথে। তীক্ষ্ণ দাঁতগুলো বের করে মাথাটা নিচু করে চাপাস্বরে গরগর করছে ওটা। শরীরের পেছনের অংশ উঁচু করে লেজটা এদিক-ওদিক নেড়ে শত্রুকে যেন হুমকি দিচ্ছে। তীক্ষ্ণ বাঁকা হলদে নখ আর বড় বড় দাঁতগুলো বের করে আছে। কালো দৈত্যটা এবার ছুটে এল ওটার দিকে, এক ঝটকায় ওটাকে ছুড়ে দিতে উদ্যত, কিন্তু ওকেবারে শেষ মুহূর্তে নিজেকে একটু গুটিয়ে নিল। কালো জাগুয়ারটা টর-টরের সামনে এসেই থেমে গেল। আকারে ছোট এই জাগুয়ারটার মতই দাঁড়িয়ে পড়ল ওটা। গরগর করছে দাঁত বের করে। হিসহিস শব্দ করে দুটো প্রাণী চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল একে অপরের প্রতি।

হাতের অস্ত্রটা উঁচু করল কসটস। "তুই মরেছিস এবার।"

ম্যানুয়েল ঘুরে গেল তার দিকে। "দাঁড়াও।"

জাগুয়ার দুটো ধীরে এগিয়ে গেল একে অন্যের দিকে। যেন একটা কাল্পনিক বৃত্তের চারপাশে ঘুরছে। দুই-তিন ফিট হবে তাদের ভেতরকার দূরত্ব। একটা পর্যায়ে কালো জাগুয়ারটার পেছনের অংশ এসে পড়ল দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর দিকে। নাথান নিশ্চিত, এমন সুযোগ পেয়েও গুলি করা থেকে বিরত থাকতে বেশ কষ্টই হল রেঞ্জারদের।

"কি করছে ওরা?" জিজ্ঞেস করল ক্যারেরা।

জবার দিল ম্যানুয়েল, "স্ত্রীটা ঠিক বুঝতে পারছে না কি কারণে তার নিজের গোত্রেরই একজন, হোক না সেটা তার তুলনায় ছোট, এই মানুষগুলোকে বাঁচাতে চাইছে। এ ঘটনা তাকে একেবারে হতবাক করে দিয়েছে।"

এরইমধ্যে জাগুয়ার দুটো গরগর করা থামিয়ে দিয়েছে। খুব সতর্কতার সাথে একে অপরের কাছাকাছি এল, নাকে নাক ছুঁয়ে যায় এমন অবস্থা। কিছু নিশ্চুপ ভাব বিনিময় হল দু-জনের মধ্যে, চক্রাকারে ঘুরছে এখনো। খাড়া লোমগুলো আবার ফিরে গেল আগের জায়গায়। আরও একটু কাছাকাছি আসতেই বড় জাগুয়ারটা এই অদ্ভুত ছোট প্রাণীটার ঘ্রাণ শুঁকল শব্দ করে। অবশেষে তাদের এই ঘূর্ণিনৃত্য থামলে ধীরে ধীরে আবারো নিজেদের জায়গায় ফিরে গেল ওরা। টর-টর একটু নিচু হয়ে গুহা আর জাগুয়ারটার মাঝখান দিয়ে গেল। শেষবারের মত একবার শব্দ করে বড় জাগুয়ারটা একটু এগিয়ে এসে মুখ ঘষল টর-টরের মুখের সাথে, কিছু একটা বোঝাপড়া হল, যেন একটা চুক্তি, হয়তো সাময়িক যুদ্ধ-বিরতির। চোখে ফাঁকি দেবার মত কালো পশমের জাগুয়ারটা ঘুরে গিয়ে একটু সরে দাঁড়ালে ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াল টর-টর। চোখে যেন আগুন খেলা করছে। বেড়াল গোত্রর প্রাণীদের মত সে খুব স্বাভাবিকভাবে জিহ্বা দিয়ে চেটে অগোছালো লোমগুলো আবার আগের জায়গায় নিয়ে গিয়ে মানুষগুলোর দিকে ফিরল।

গুহামুখের কাছে এসে অস্ত্রটি নামালো ক্যারেরা, নাইট-ভিশন গগল্‌সটা পরে নিল সে। "চলে যাচ্ছে ওরা," বিস্মিত হয়ে বলল সে।

ম্যানুয়েল জড়িয়ে ধরল তার প্রিয় প্রাণীটিকে। "মাথা মোটা বেকুব কোথাকার," বিড়বিড় করল সে।

"ঘটনাটা কি হল?" জিজ্ঞেস করল কসটস।

"যৌবন খুব কাছাকাছি চলে এসেছে ওর," বলল ম্যানুয়েল। "কৈশোরের শেষপ্রান্তে থাকা পুরুষটার চেয়ে স্ত্রীটা যদিও আকারে বিশাল তবু বয়সের অনুপাতে সমবয়সী ওরা। পাশাপাশি এত রক্তের ছড়াছড়িতে উত্তেজনাটা চরম মাত্রায় কাজ করছে সবার ভেতরে, আর যৌন উত্তেজনাটাও সক্রিয় হয় এ-সময়। তাদের ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা গেল টর-টর একই সাথে হুমকি ও যৌবনের প্রদর্শনী করেছে চমৎকারভাবে।"

ভ্রু কুঁচকালো কসটস। "তার মানে বলতে চাচ্ছ ওটা ঐ দৈত্যের মন জয় করার জন্য তামাশা করছিল?"

"এবং সে রাজিও হয়েছিল," বলল ম্যানুয়েল, গর্বভরে জাগুয়ারটার একপাশে হাত বুলাতে বুলাতে। "যেহেতু টর-টর বীরের মত এগিয়ে গিয়ে স্ত্রীটার ছুড়ে দেয়া চ্যালেঞ্জ

গ্রহন করেছিল, তাই ওটা ভেবেছে টর-টরই আমাদের দলনেতা, যে কিনা একজন গ্রহণযোগ্য সাহসী সুপুরুষ।"

"তাহলে এখন কি করব?" জিজ্ঞেস করল ক্যারেরা। "ওরা সরে গেছে কিন্তু পুরোপুরি চলে যায় নি, সত্যি বলতে কি, মনে হচ্ছে ওরা নিচু ভূমিতে গিয়ে দলবদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে। হয়তো জলাভূমিতেও ফেরার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে।"

মাথা ঝাঁকাল ম্যানুয়েল। "আমি জানি না কি করতে চায় ওরা। তবে টর-টরের কল্যাণে বেশ কিছুটা সময় পেয়েছি হাতে। আমি বলি কি, এটা কাজে লাগাই। আগুন জ্বালিয়ে পাহারা দিতে থাকি।"

নাথান দেখল জাগুয়ারের দলটা ধীরে ধীরে নিচের জঙ্গলে হারিয়ে যাচ্ছে। কি করছে ওরা?

"মনে হয় আরেকটা নতুন দলের দেখা পেয়েছি আমরা," ক্যারেরা বলল, কণ্ঠে আবারো আতঙ্ক ভর করেছে। সে পেছনের উঁচু গিরিখাদের দিকে দেখাল।

ক্যারেরার দিকে মনোযোগ দিল নাথান। রেঞ্জারের দেখানো জায়গাটায় ভাল করে তাকিয়ে ঘন অন্ধকার জঙ্গল আর বিচ্ছিন্ন পাথুরে জমি ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। "কই, তুমি কিসের-" অমনি কিছু একটা নড়াচড়া তার চোখে পড়ল।

একটু ওপরেই একটা আবছায়া অবয়ব এগিয়ে এল জঙ্গলের ভেতর থেকে, একেবারে খোলা জায়গায়। একটা মানুষের অবয়ব। সত্যিকারের মানুষ! কালো জাগুয়ারদের মতই কালো সে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত কুচকুচে কালো। একটা হাত উঁচু করে ঘুরে আবারও হাটতে শুরু করল সে। নিজেকে খোলা জায়গায় এনে সবার দৃষ্টিতে কাড়তে চাইছে যেন। তারা সবাই বাকরুদ্ধ হয়ে দেখল মানুষটিকে।

"এটা নিশ্চিতভাবেই ব্যান-আলিদের কেউ হবে," বলল নাথান।

অবয়বটা থামল, তারপর আবারো তাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, মনে হল সে অপেক্ষা করছে মানুষগুলোর জন্য।

"আমার মনে হয় সে চাচ্ছে আমরা তাকে অনুসরণ করি," ম্যানুয়েল বলল।

"ওদিকে জাগুয়াররাও পথ আগলে আছে আমাদের, বিকল্প কিছু করার আছে ব'লে তো মনে হচ্ছে না," ক্যারেরা বলল। দূরের অবয়বটি স্থির দাঁড়িয়েই আছে। "তাহলে কি করব?" জিজ্ঞেস করল রেঞ্জার।

উত্তর দিল নাথান, "ওকে অনুসরণ করব আমরা। এজন্যেই আমরা এখানে এসেছি। ব্যান-আলির কাছে পৌছানোর জন্য এটাই সম্ভাব্য সর্বশেষ পরীক্ষা...আমি জাগুয়ার দলের কথা বলছি।"

"অথবা এটাও আরেকটা ফাঁদ হতে পারে," কস্টস বলল।

"এছাড়া অন্য কিছু তো করার দেখছি না," ক্যারেরা বলল। "মনে হচ্ছে আমাদের যাওয়াই উচিত নইলে জাগুয়ারগুলোই শেষ করে দিতে পারে সবাইকে।"

ঘাড়ের উপর দিয়ে গুহার ভেতরে তাকাল নাথান। ত্রিশ-চল্লিশ ফিট দূরে কেলি, কাউয়ি এবং বাকিরা জড়ো হয়ে আছে ফ্রাঙ্কের চারপাশে। আহত মানুষটা একটা শর্টস পরে

আছে শুধু। এখন বেশ শান্ত দেখাচ্ছে তাকে। উঠে দাঁড়াল আনা, এক হাতে একটা আইভি ব্যাগ উঁচু করে আছে ঘাড় অবধি। কেলি এরইমধ্যে তার ভাইয়ের কেটে যাওয়া পা দুটোর একটা ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে, অপর পা-টা একটা প্যাকেট বেঁধে দিচ্ছে রক্ত যাতে বাইরে না আসতে পারে। কাউয়ি হাটুতে ভর দিয়ে বসে পড়ল তার পাশে, বাকি পা-টা বাঁধার জন্য ব্যান্ডেজ প্রস্তুত করে রেখেছে এক হাতে। তাদের চারপাশে গুহার মেঝেতে সিরিঞ্জের প্যাকেট আর বিভিন্ন ওষুধের বোতল ছড়িয়ে আছে।

"আমি দেখছি ফ্রাঙ্ককে সরানো যায় কিনা।"

"একজনকেও ফেলে যাব না আমরা," কসটস বলল।

মাথা নেড়ে সায় দিল নাথান, কথাটা শুনে খুব খুশি হল। অন্যদের দিকে এগিয়ে গেল সে। "ফ্রাঙ্কের কি অবস্থা?" কাউয়িকে জিজ্ঞেস করল।

"অনেক রক্তপাত হয়েছে। একটু স্বাভাবিক হবার পর কেলি ওকে কিছু ইনজেকশন দেবে।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললল নাথান। "ওকে হয়তো আমাদের সরাতে হবে এখান থেকে।"

"কি?" জিজ্ঞেস করল কেলি, তার ব্যান্ডেজ বাধা শেষ। "তাকে নড়াচড়া করা যাবে না কোনভাবেই।" আতঙ্ক, ক্লান্তি আর অবিশ্বাসের কারণে তার কথাগুলো খুব কর্কশ শোনালো।

কাউয়ি এবং কেলি দ্বিতীয় ব্যান্ডেজটা শুরু করতেই নাথান বসে পড়ল তাদের কাছে। ক্ষতস্থানে নড়া লাগতেই একটু কঁকিয়ে উঠল ফ্রাঙ্ক। দু-জনে ব্যান্ডেজটা কিছু দূর করার পর নাথান এইমাত্র গুহামুখে ঘটে যাওয়া সবকিছু বর্ণনা করল।

"ব্যান-আলি আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছে। সম্ভবত আমাদেরকে আমন্ত্রনও জানিয়েছে ওদের গ্রাম পর্যন্ত যাবার জন্য। আমার মনে হয় আমন্ত্রণটা আর দ্বিতীয়বার দেবে না ওরা।"

মাথা নেড়ে সায় দিল কাউয়ি। "আমরা বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছি, কিছু যুদ্ধে বেঁচে গেছি," নাথানের সাথে সুর মিলিয়ে বলল সে। "আর এতকিছুর পর আমারা নিজেদেরকে যোগ্য প্রমান করার অধিকার অর্জন করেছি।"

"কিন্তু ফ্রাঙ্ক?" কেলি বলল।

"একটা স্ট্রেচার বানিয়ে ফেলব বাঁশ আর পামপাতা দিয়ে," কেলির হাতটা স্পর্শ করে নরম গলায় বলল কাউয়ি। "যেহেতু একবার ওদের চোখে পড়েই গেছি এখন যদি ফ্রাঙ্ককে না নিয়ে যাই তাহলে সে তো মরবেই, আমরাও ছাড়া পাবো না।"

নাথান দেখল মেয়েটির মুখ ভয়ে শক্ত হয়ে গেল। চোখগুলো চকচক করে উঠল। ওদিকে তার মেয়ে আর এদিকে তার ভাই এখন বিপদাপন্ন। নাথান তার পাশে বসে একটা হাত রাখল তার পিঠে। "আমরা যেখানেই যাই না কেন সে যেন নিরপদে থাকে সেটা দেখব আমি। একবার পৌছাবার পর অলিন আবারো রেডিও সিগন্যালটা পাঠাবে স্যাটেলাইটে।"

রাশিয়ানটার দিকে তাকাল নাথান। খুব দৃঢ়ভাবে মাথা ঝাঁকাল অলিন। "আমি জানি

আমাদের জিপিএস'টা অন্তত চালু করতে পারব একটা সিগন্যাল পাঠানোর জন্য।"

"আর একবার এটা করা হয়ে গেলে সাহায্যও চলে আসবে। এখান থেকে তোমার ভাইকে নিয়ে গেলে তার সাথে সাথে আমরাও বেঁচে যাব।"

কেলি ঝুঁকল নাথানের দিকে, কোমলভাবে স্পর্শ করল তাকে। "কথা দিচ্ছ তো?" খুব নরম গলায় বলল সে। তার চোখে জল।

হাতের বাঁধনটা একটু দৃঢ় করল নাথান। "অবশ্যই কথা দিলাম।" কিন্তু নাথান যখন তার ভায়ের মলিন মুখের দিকে তাকাল দেখল নতুন ব্যান্ডেজ ভেদ করে রক্ত চুইয়ে পড়ছে। মনে মনে প্রার্থনা করল যেন এই প্রতিজ্ঞাটা সে যেভাবেই হোক রাখতে পারে।

নাথানের বাহু থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল কেলি। কণ্ঠে দৃঢ়তা ফুটিয়ে কথা বলল সে। "তাহলে চল যাই।"

তাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল নাথান।

সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল নতুন ভ্রমণ শুরু করার আগে। কসটস এবং ম্যানুয়েল জঙ্গল থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে এল একটা অস্থায়ী স্ট্রেচার বানাবার জন্য, ওদিকে কেলি আর কাউয়ি ফ্রাঙ্ককে যতটা সম্ভব শান্ত রাখার কাজে ব্যস্ত। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পুণরায় যাত্রা করার জন্য তৈরি হয়ে গেল সবাই। নাথানের সাথে ক্যারেরার দেখা হল গুহামুখে।

"আমাদের উপর নজর রাখা লোকটি এখনও যায় নি," সে বলল।

একটু দূরেই নিঃসঙ্গ কালো মানুষটি দাঁড়িয়ে আছে।

হাঁক দিল কসটস, নিশ্চিত হতে চাইছে সবকিছু ঠিকঠাকমত চলছে কি না। "সবাই হাত লাগাও কাজে। আর সাবধানে থাক।"

বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল নাথান এবং ক্যারেরা। একজনের পেছনে আরেকজন, এভাবে সারি বেঁধে সার্জেন্ট কসটসের নেতৃত্বে দলটা রওনা দিল। দলের একেবারে শেষে ম্যানুয়েল এবং অলিন স্ট্রেচারটা বহন করছে। রোগিকে বাঁশের সাথে বেঁধে নেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্য। দলের সবাই পালাক্রমে হাত চালাবে এটা বহনের কাজে। স্ট্রেচারটা অতিক্রম করতেই কেলি অনুসরণ করল ওটাকে, তারপর নাথান এবং ক্যারেরা অবস্থান নিল তার পেছনে। গুহামুখ অতিক্রম করে কয়েক পা এগোতেই নাথানের বুটের পেছনের অংশে কিছু একটা বাঁধল, জিনিসটা আলগা ধুলোয় পড়ে আছে। নিচু হয়ে ওটা তুলে ভাল করে দেখলো সে। এই জিনিসটা তারা ফেলে রেখে যেতে পারে না। হাত দিয়ে ওটা থেকে ময়লা ঝেড়ে আবার সামনে চলতে শুরু করল সে। সামনে ম্যানুয়েলকে অতিক্রম করে যাবার সময় ভাল করে রেড-সক্স ক্যাপটি মুছে আহত ফ্রাঙ্কের মাথায় পরিয়ে দিল। আবার নিজের জায়গায় আসার জন্য নাথান ঘুরে দাঁড়াতেই কেলির সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল। তার চোখে বেদনা। কষ্টের হাসি দিল সে। তার এই নীরব ধন্যবাদ মাথা নেড়ে গ্রহণ করল নাথান। ক্যারেরার পেছনে অবস্থান নিল এবার। গভীর জঙ্গলে একটু দূরে একাকী দাঁড়িয়ে থাকা কালো মানুষটিকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করল।

এ পথটা এখান থেকে কোথায় নিয়ে যাবে তাদেরকে?

অধ্যায় ১৪

আবাসভূমি
আগস্ট ১৬, ভোর ৪:১৩
আমাজন জঙ্গল

লুই তার ডিঙ্গি নৌকায় বসে অপেক্ষা করছে গুপ্তচরের কাছ থেকে খবর পেতে। সূর্য উঠতে এখনো এক ঘণ্টা বাকি। এরইমধ্যে জলাভূমি ডুবে গেছে গভীর অন্ধকারে। নাইট-ভিশন চশমার ভেতর দিয়ে সে খুঁজে ফিরছে মানবচিহ্ন।

কিছুই নেই।

ভেঙচি কাটল সে। ডিঙ্গিতে অপেক্ষা করতে করতে অনুভব করল, পরিকল্পনাটা ভেস্তে যাচ্ছে। কি হচ্ছে ওদিকটাতে তার কোন ধারণাই নেই। রেঞ্জারদের দলটাকে পালাতে বাধ্য করার যে পরিকল্পনা সেটা সফল হয়েছে। কিন্তু এখন কি হচ্ছে?

মাঝরাতে লুইর দল ভেলায় চড়ে জলাভূমিটা পার হয়েছে, তারপর সব মালামাল টেনে-হিচড়ে তুলেছে ডাঙ্গায়। পাড়ের কাছাকাছি আসতেই বেশ কয়েকটা ফ্রেয়ারের আগুন দেখা গেছে আকাশে, সামনের উঁচু কোন পাহাড় থেকে ছোঁড়া হয়েছিল ওগুলো, দক্ষিণ দিকের পাহাড়গুলোর কাছে হবে জায়গাটা। গোলাগুলিও হয়েছে অনেক, এই জলাভূমিতে এসে আছড়ে পড়েছে তার শব্দ। বায়নোকুলার ব্যবহার করে ফ্রেয়ারের ক্ষণিকের ঝলকানিতে পরিবেশটা দেখেছে লুই। রেঞ্জাররা নিশ্চিতভাবেই আবার আক্রমণের শিকার হয়েছে। কিন্তু দূরত্বটা বেশি হওয়ায় কে বা কি তাদেরকে আক্রমণ করেছে তা দেখতে পায় নি। জ্যাকের অর্জিত তথ্যগুলো পেতে তার সাথে যোগাযোগের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। তার এই লেফটেন্যান্ট রহস্যময়ভাবে গা-ঢাকা দিয়েছে। তথ্যের প্রয়োজনে একটা ছোট দলকে পাঠিয়েছিল লুই যেটা তার সবচেয়ে সেরা অনুসন্ধানকারী দল। নাইট-ভিশন এবং ইনফ্রারেড যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত মানুষগুলোকে পাঠিয়েছিল শুধুমাত্র ঘটনা কি তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য। সে এবং বাকিরা পাড় থেকে সামান্য দূরে ভেলায় চড়ে অপেক্ষা করেছে তাদের জন্য। কিন্তু দুই ঘণ্টা কেটে গেলেও কোন সাড়া পাওয়া যায় নি। এমন কি কোন রেডিও বার্তাও আসছে না ওদের কাছ থেকে। তার নিজের ভেলায় তার মিসট্রেসসহ আরও তিনজন মানুষ আছে। তারা সবাই বায়নোকুলার দিয়ে চেয়ে আছে দূরের পাড়ের দিকে।

সুই প্রথমে দেখল জঙ্গল থেকে কেউ একজনকে বেরিয়ে আসছে, আঙুল দিয়ে দেখাল সে। সতর্ক করে দেয়ার মত ছোট্ট একটা শব্দ করল মুখ দিয়ে। বায়নোকুলারটা তুলে ধরল লুই। যাকে দেখা গেল সে তার পাঠানো দলটির নেতা। এক হাত দুলিয়ে তাকে পাড়ের দিকে আসতে ইশারা করল লুই। "অবশেষে," বিড়বিড় করে বলে বায়নোকুলারটা নামিয়ে রাখল।

কাদাময় পাড়ের দিকে এগিয়ে গেল ভেলার বহরটা। প্রথম ক'জনের সাথে লুইও পাড়ে উঠল। তার লোকদেরকে একটা রক্ষণাত্মক অবস্থান নিশ্চিত করার ইশারা দিয়ে সে এগিয়ে গেল তার প্রধান বার্তাবাহকের কাছে। কালো চুলের মানুষটি এক জার্মান সৈনিক, নাম ব্রেইল। লুইকে দেখে সৌজন্যমূলক মাথা নাড়ল সে। খাটো আকৃতির, পাঁচ ফিট থেকে বেশি হবে না উচ্চতায়, শরীরে কালো রঙের পোশাকে নকশা আকা। খুব সহজেই মানুষের চোখে ফাঁকি দিতে পারে।

"কিছু কি পেলে?" জিজ্ঞেস করল লুই।

লোকটি স্পষ্ট জার্মানটানে বলল। "জাগুয়ার পালের একদল।"

মাথা নাড়ল লুই, অবাক হয় নি সে। জলাভূমিজুড়ে অদ্ভুত আর বন্য কিছু আর্তনাদের শব্দ শুনেছে তারা।

"কিন্তু ওগুলো মোটেই কোন সাধারণ জাগুয়ার নয়," ব্রেইল বলে গেল। "দৈত্যের মত এক একটা। স্বাভাবিক আকৃতির তিনগুন হবে। আপনাকে ওদের একটার ছবি দেখাচ্ছি।"

"উহু, বলে যাও," লুই বলল। দেখার ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ নেই। "অন্যদের কি খবর?"

সবরকম বিবরণী দিতে থাকল ব্রেইল, বলে গেল কিভাবে তার দলের সদস্যদেরকে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে খুব সাবধানে পাহাড়টা বেয়ে উপরে ওঠানো হয়েছে। চারজনের এই দলের বাকি সবাই পাহাড়ের উপরে বিভিন্ন গাছে অবস্থান নিয়েছে এখন। "জাগুয়ারের দলটা চলে যাচ্ছে গিরিখাদ ধরে আরও গভীর জঙ্গলে। ওগুলোকে মনে হচ্ছে যেন সামনের বেঁচে থাকা মানুষগুলোর উপর খুব নজর রাখতে রাখতে এগুচ্ছে।" একটা হাত উঁচু করল সে। "ওগুলো ঐ জায়গাটা ছেড়ে যাবার পর ছিন্ন-ভিন্ন একটা মৃতদেহের উপর পেয়েছি এগুলো।" গুপ্তচরটি রুপার দুটি ধাতব পাত লাগানো এক টুকরো খাকি কাপড় তুলে ধরল। পাত দুটো ক্যাপ্টেনের পদমর্যাদাকে নির্দেশ করে।

তার মানে রেঞ্জারদের দলপতি শেষ? "জাগুয়ারগুলো বাকি সবাইকে আক্রমণ করছে না কেন?" জিজ্ঞেস করল লুই।

ব্রেইল তার নাইট-ভিশন যন্ত্রটা স্পর্শ করল। "কেউ একজনকে দেখলাম আমি, দেখতে ইন্ডিয়ানদের মত, সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল আরও উঁচু গিরিখাদে।"

"ব্যান-আলিদের কেউ?"

কাঁধ ঝাঁকাল মানুষটি।

কে হতে পারে লোকটা? অবাক হল লুই। সদ্য পাওয়া এই তথ্যটাকে খুবই গুরুত্বের সাথে নিল সে। তার শত্রু-দলকে খুব বেশি সামনে এগোতে দিতে চায় না সে, বিশেষ করে সেই রহস্যময় গোত্রের সাথে সফল যোগাযোগের বিষয়টিই বেশি চিন্তার ব্যাপার এখন। পুরস্কারের এত কাছে চলে এসে ওগুলো হারাতে চায় না কোনভাবেই। কিন্তু বেঁচে যাওয়া জাগুয়ারগুলোই নিঃসন্দেহে বড় একটা বাধা। ওগুলোর অবস্থান এখন তার দল এবং শত্রুদের মাঝামাঝি। ওই জাগুয়ারগুলোকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পথ থেকে দূর করতে হবে, তবে সেটা করতে হবে তার শত্রুদের সম্পূর্ণ অগোচরে।

গভীর জঙ্গলের দিকে তাকাল লুই। অন্যের ছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে থাকার সময় প্রায় ফুরিয়ে আসছে। একবার যদি সে গ্রামের অবস্থানটা জানতে পারে, আর জানতে পারে ওটার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কতটা মজবুত, তাহলে চূড়ান্ত খেলাটার জন্য পরিকল্পনা করে নেবে সে।

"জাগুয়ারগুলো এখন কোথায়?" জিজ্ঞেস করল লুই। "ওরাও কি গিরিখাদ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে?"

বিরক্তিসূচক শব্দ করল ব্রেইল। "আপাতত ওরা ওদের পেছন পেছনই যাচ্ছে। ওদের অবস্থানের যদি বড় কোন পরিবর্তন ঘটে তবে আমার লোকগুলো ওয়্যারলেসে জানাবে। ভাগ্য ভাল যে নাইট-ভিশন দিয়ে দৈত্যগুলোকে সহজেই সনাক্ত করা যায়। যেমন বড় তেমনি হিংস্র।"

মাথা নেড়ে সায় দিল লুই, সন্তুষ্ট সে। "অন্যান্য বিপদাপদের কোন খবর আছে?"

"সারাটা অঞ্চল আমরা চষে ফেলেছি, ডক্টর। কোন হিংস্র প্রাণীর চিহ্ন চোখে পড়ে নি।"

ভাল। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে হলেও রেঞ্জারদের মনোযোগ লুইর দল থেকে সরে গিয়েছে। কিন্তু লুই জানে, ব্যান-আলি রাজ্যের এত কাছে চলে আসার সুযোগটি বেশিক্ষণের জন্য থাকবে না। তাকে তার দল-বলসহ এখান থেকে সরে পড়তে হবে দ্রুত। তবে প্রথমেই পথের বাধা ওইসব জাগুয়ার থেকে মুক্ত হতে হবে তাদেরকে। সে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল সুই দাঁড়িয়ে আছে তার পেছনে। নিঃশব্দ ও প্রাণঘাতী, যেকোন বন্য-বাঘের মতই। একটু এগিয়ে আল্‌তো করে একটা আঙুল রাখল লুই তার চিবুকে। মেয়েটিও ঝুঁকে এল তার দিকে। লুইর এই জীবনসঙ্গী একই সাথে বিষাক্ত এবং বিধ্বংসী।

"সুই, মাই ডারলিং...মনে হচ্ছে আরও একবার তোমার বুদ্ধির সাহায্য নিতে হবে।"

সকাল ৫:৪৪

নাথানের কাঁধটা ব্যাথা করছে স্ট্রেচারের ভারে। দু-ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে হাটছে তারা। পুবের আকাশে প্রভাতের আগমনিতে কোমল-গোলাপী আভা ছড়িয়ে পড়েছে ধীরে।

"আর কতদূর?" হাফ ছেড়ে প্রশ্ন করল ম্যানুয়েল। এবার মনের কথাটাই বলেছে সে।

"আমি জানি না, কিন্তু এখান থেকে ফেরার কোন রাস্তা নেই আর," বলল নাথান।

"যদি না তুমি কারও সকালের নাস্তা হতে চাও," প্রাইভেট ক্যারেরা মনে করিয়ে দিল পেছনে ফেলে আসা শত্রুদেরকে। সারাটা রাত ধরে জাগুয়ারগুলো পিছু পিছু এসেছে তাদের, বেশিরভাগই গা ঢাকা দিয়েছে পাহাড়ি বনের ঝোঁপ-ঝাঁড়ের ভেতরে। কখনও দু-একটা আলগা মাটির উপর ছুটে গিয়ে অবস্থান নিচ্ছে বড় বড় পাথরের আড়ালে। ওগুলোর উপস্থিতি টর-টরকে জাগিয়ে রেখেছে। একদম নিঃশব্দ জাগুয়ারটা স্ট্রেচারের চারপাশে

ঘুরছে প্রহরীর মত। চোখগুলো জ্বলে উঠছে ক্রোধের আগুনে। তাদের সবার জন্য যে পথটা একমাত্র নিরাপদ সেটা হল সামনে থাকা নিঃসঙ্গ সেই ছায়ামানবের দেখানো পথ। ঐ অপরিচিত মানুষটি নাথানদের থেকে তিনশ মিটারের মত সামনে এগিয়ে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তার গতিটা এমনই, খুব সহজেই তাকে অনুসরণ করা যাচ্ছে।

কিন্তু ক্লান্তি খুব দ্রুতই পেয়ে বসেছে সবাইকে। এতগুলো দিনে খুব সামান্যই ঘুমাতে পেরেছে তারা, ফলে ক্লান্তি পৌছেছে একেবারে চরম পর্যায়ে। সমগ্র দলটি এগুচ্ছে শম্বুক গতিতে, পা টেনে টেনে হাটছে তারা, হোঁচট খাচ্ছে প্রায়ই। কিন্তু সবার স্নায়ু দূর্বল করে দেয়া সারা রাতের এই কষ্টের ভ্রমন ছাপিয়ে একজন মানুষই সবচে বেশি কষ্ট পেয়েছে তাদের দলের–ফ্রাঙ্কের পাশ থেকে কখনোই সরছে না কেলি। অব্যাহতভাবে ভাইকে পরীক্ষা করে যাচ্ছে, বদলে দিচ্ছে রক্তে ভিঁজে যাওয়া ব্যান্ডেজগুলো। সবই করতে হচ্ছে তাকে চলন্ত অবস্থায়। মুখটা ছাইবর্ণ হয়ে আছে মেয়েটার, চোখ দুটোতে রাজ্যের ভয় আর ক্লান্তি। যখনই ডাক্তারি কাজকর্ম সরিয়ে রাখছে তখনই একজন বোনের ভুমিকা নিচ্ছে সে। ফ্রাঙ্কের হাতটা ধরে রাখছে উঁচু করে, প্রাণপণে চেষ্টা করছে ভাইকে সাহস যোগাতে।

আশার কথা হল, মরফিন আর চেতনানাশকগুলো একেবারে নিস্তেজ করে রেখেছে ফ্রাঙ্ককে। যদিও অনেক লম্বা বিরতির পর দু-একবার কাতরিয়ে উঠছে সে। যতবারই এমনটা হয়েছে কেলিও উত্তেজিত হয়ে পড়েছে প্রচণ্ডভাবে, চোখে-মুখে কষ্টের ছাপ এমনভাবে পড়েছে যেন ব্যাথাটা তার নিজের শরীরেই। ব্যাপারটাকে নাথান কিছুটা যৌক্তিক হিসেবেই দেখছে।ফ্রাঙ্ক তো কেলিরই যমজ ভাই।

"অ্যাটেনশন!" কসটস জোরে বলে উঠল দলের একেবারে সামনে থেকে। "রাস্তা বদলাতে হবে আমাদের।"

সামনের দিকে উঁকি দিল নাথান। সারাটা রাত ধরে ক্লান্তিভরা শরীরে শক্ত মাটির উপর দিয়ে হেটে হেটে এমন একটা জায়গায় এসে থেমেছে সবাই যেখানে জঙ্গলটা গিয়ে মিশেছে পাথুরে, আরও খাড়া পাহাড়ি রাস্তায়। সে দেখল তাদেরকে পথ দেখান মানুষটি খাড়া অংশটি অতিক্রম করে পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য ফাঁটলগুলোর একটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ফাঁটলগুলো উপর থেকে একেবারে নিচ পর্যন্ত গভীর, চওড়ায় দু-দুটো গাড়ির গ্যারেজের সমান হবে।

ছায়ামানব ফাঁটলের মুখে একটু থেমে তাদের দিকে ঘুরে একটু দেখে নিল, তারপর স্বাগত জানানোর কোন লক্ষণ না দেখিয়েই লম্বা পা ফেলে নেমে গেল ফাঁটলটার ভেতরে।

"আমি প্রথমে দেখে আসি জায়গাটা," কসটস বলল।

জোর পায়ে রেঞ্জার এগিয়ে গেলে অন্যেরা তাদের গতি ধীর করল। একটা ফ্রাশ-লাইট লাগানো আছে তার এম-১৬ রাইফেলের সাথে। লাইটটা লক্ষ্যের দিকে স্থির রাখল সে। ফাঁটলের মুখে এসে একটু দম নিল, তারপর বাঁকা হয়ে আলোটা নিচের দিকে ধরল। কয়েক সেকেন্ড ওভাবে থেকে ভারসাম্য রেখে একটা হাত দোলালো। "একটা খাদ ওটা, বেশ খাড়া।"

দলের সবাই রেঞ্জারের দিকে ছুটে গেল। নাথান কোনমতে উঁকি দিয়ে দেখল ওটার

গভীরতা। ফাঁটলটা একেবারে পাহাড়ের উচ্চতার সমান গভীর, মিশে গেছে নিচের মাটিতে। খোলা মুখটা বেশ প্রশস্ত আর তাই নক্ষত্রের মিটমিটে আলোতেও ফাঁটলের ভেতরটা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। নামার জায়গাটা বেশ খাড়াই তবে বেশ কিছু পাথরের কোণা দেখা যাচ্ছে যেগুলোকে ব্যবহার করা যেতে পারে নিচে নামার কাজে।

প্রফেসর কাউয়ি বলল, "এটা দেখে মনে হচ্ছে অপর প্রান্তে আরও একটা গিরিখাদ থাকতে পারে, ঠিক এটার মতই।"

আনা ফঙ দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে। "অথবা হতে পারে এটা একই গিরিখাদের আরেকটি অংশ, উপরের অংশে যাবার একটি শর্টকাট রাস্তা।"

একটু দূরেই ছায়ামানব একের পর এক পাথর বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন তাকে মানুষগুলো অনুসরণ করুক বা না করুক সে-ব্যাপারে কোন আগ্রহই নেই তার। কিন্তু তার এই ধীর-স্থিরতা সবাইকে ছুঁয়ে যেতে পারল না। তাদের পেছনেই জাগুয়ারের দল এগিয়ে আসছে হাঁক-ডাক আর গর্জন করতে করতে।

"আমি বলি কি, একটা সিদ্ধান্তে আসা দরকার আমাদের," ক্যারেরা বলল।

অমসৃণ পাথরের সিঁড়ি লাগানো খাড়া দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকাল কসটস। "এটা একটা ফাঁদ হতে পারে, না-জানি কোন বিপদ ঘাপটি মেরে আছে ওখানে!"

ফাঁটলটার দিকে এক পা এগিয়ে গেল জেন। "আমরা তো এরইমধ্যে ফাঁদে পড়ে গেছি, সার্জেন্ট। আমার মতে পেছনের বিপদ থেকে সামনের অজানা বিপদকেই বেছে নেয়া উচিত।"

কেউ কোন আপত্তি করল না। ব্যাকজ্যাক এবং ওয়াক্সম্যানের করুণ মৃত্যু এখনও জ্বলজ্বল করছে সবার মনে। কসটস এগিয়ে গেল জেনকে অতিক্রম করে। "চলুন। চোখ কান খোলা রাখবেন সবাই।"

ফাঁটলটা বেশ প্রশস্ত হওয়ায় ম্যানুয়েল এবং নাথান স্ট্রেচারসহ সহজেই পাশাপাশি হাটতে পারছে। খাড়া ঢাল বেয়ে নামার কাজটা একটু সহজই হল এতে। কিন্তু তারপরও খুব দেখেশুনে পা ফেলাটা বেশ কঠিনই।

অলিন এগিয়ে এল তাদের দিকে। "তোমাদের কারও কি বিশ্রাম দরকার?"

মুখটা সামান্য বাঁকাল ম্যানুয়েল। "আমি আরও কিছুক্ষণ বইতে পারব।"

নাথান রাজি হল স্ট্রেচারটা তাকে বহন করতে দিতে।

সবাই দীর্ঘ ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করে দিয়েছে। বাকি সবাই এগিয়ে যেতেই ম্যানুয়েল এবং নাথান কয়েকজনের সাথে পেছনে পড়ে গেল। কেলিও আছে তাদের কাছাকাছি, চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ। ক্যারেরা সবার পেছনে থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে।

হাটু ব্যাথা করছে নাথানের, মাংসপেশী যেন পুড়ছে আর কাঁধগুলো টনটন করছে ব্যাথায়। কিন্তু হাটা থামাল না সে। "বেশি পথ বাকি নেই আর," জোরেসোরে বলল, অনেকটা নিজেকেই সুধালো যেন।

"আমিও আশা করি," বলল কেলি।

"মানুষটার প্রাণশক্তি বেশ ভাল," ফ্রাঙ্কের দিকে মাথা নেড়ে সায় দিল ম্যানুয়েল।

"এমন মানুষেরাই তোমাকে এতদূর আনতে পারে," কেলি বলল।

"দেখ, ও ভাল হয়ে যাবে," নাথান অভয় দিল মেয়েটাকে। "তার তো সৌভাগ্যের প্রতীক রেড-সক্স ক্যাপ আছে, তাই না?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেলি। "ঐ পুরনো জিনিসটাকে সে খুব ভালবাসে। তুমি কি জান সে ফার্মক্লাক-এ শর্টস্টপ পজিশনে খেলতো? বেসবলের ট্রিপল এ ডিভিশন।" কণ্ঠস্বর একটু নিচে নেমে গেল তার। "আমার বাবা খুব গর্ব করত ওকে নিয়ে। আমরা সবাই করতাম। এমনকি এমন কথাও উঠেছিল, ফ্রাঙ্ক মেজরস লিগে খেলতে যাচ্ছে। ঠিক তারপরই স্কি করতে গিয়ে একটা দূর্ঘটনায় পড়ে তার হাটু ভেঙে যায় ফলে ওর ক্যারিয়ারটাও শেষ হয়ে যায়।"

বিস্ময়ে ঘোৎ করে উঠল ম্যানুয়েল। "তাহলে এটাই সেই লাকি হ্যাট?"

ক্যাপের প্রান্তে লেগে থাকা ধুলো মুছতে লাগল কেলি, হাসির একটা রেখা ফুটে উঠল তার ঠোঁটের কোণে। "তিনটা মৌসুম ধরে তার পছন্দের খেলাটা সে খেলেছিল হৃদয় উজাড় করে দিয়ে। এমনকি সেই দূর্ঘটনার পরেও কখনো ভেঙে পড়ে নি। সে মনে করত সে এই বিশ্বের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ।"

ক্যাপটার দিকে তাকাল নাথান। ফ্রাঙ্কের আনন্দের দিনগুলোর কথা ভেবে ঈর্ষা হতে লাগল তার মনে। তার নিজের জীবন কি কখনো এমন সহজ ছিল? হয়তো ওর এই ক্যাপটা আসলেই শুভ। আর ঠিক এই মুহূর্তে সর্বোচ্চ পরিমাণ সুপ্রসন্ন ভাগ্যের দরকার তাদের।

এই স্মৃতি রোমন্থনে বাধা দিল ক্যারেরা। "জাগুয়ারগুলো...ওরা আমাদেরকে অনুসরণ করা থামিয়ে দিয়েছে।"

পেছনে তাকাল নাথান। বড় একটা জাগুয়ার দাঁড়িয়ে আছে ফাঁটলের মুখে। দলের সেই স্ত্রী জাগুয়ারটি। সে কিছুটা সামনে-পিছনে করতে থাকল। টর-টর তাকাল ওটার দিকে, ওটার চোখ যেন জ্বলছে। স্ত্রী জাগুয়ারটাও ছোট জাগুয়ারের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপর জঙ্গলে হারিয়ে গেল।

"নিচু উপত্যকাটি জাগুয়াদের অঞ্চলই হবে," বলল ম্যানুয়েল। "আরও একসারি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।"

"কিন্তু কাকে তারা রক্ষা করছে?" জিজ্ঞেস করল ক্যারেরা।

সামনে থেকে সার্জেন্ট কসটস একটা ডাক দিল। খাদটা বেয়ে সম্পূর্ন উঠে যেতে আর দশ ফিটের মত বাকি আছে তার। সে হাটা থমিয়ে দিয়ে অন্যদেরকে তার দিকে এগিয়ে আসতে সংকেত দিল। দলটি জড়ো হতেই সবাই দেখল পুবের আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। পাথুরে খাদটা থেকে দূরেই উপত্যকাটি দেখা যাচ্ছে এখন। বিস্তৃত ঘন জঙ্গল। মাঝে মাঝে স্তম্ভের মত বিশাল দীর্ঘকায় বৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও একটা জলপ্রপাত আছড়ে পড়ছে, এত দূর থেকেও চাপা শব্দ শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট।

"ব্যান-আলিদের দ্বীপ," প্রফেসর কাউয়ি বলল।

অলিন এগিয়ে এল ম্যানুয়েল আর নাথানের কাছে। স্ট্রেচারটা নেবার জন্য হাত বাড়াল সে। "এখান থেকে আমরা নিয়ে যাব, আমাদের কাছে দাও।"

রিচার্ডম জেনকে রাশিয়ানের পাশে দেখে অবাক হল নাথান, তবে আর কোন আপত্তি করল না সে। স্ট্রেচারটা নতুন বাহকদ্বয়ের সাথে হাত বদল করল তারা। ভার থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে একশ পাউন্ড হালকা মনে হল নাথানের। বাহুগুলো মনে হচ্ছে যেন ভেসে উঠতে চাইছে উপরে। সে এবং ম্যানুয়েল কসটসের দিকে এগিয়ে গেল।

"ইন্ডিয়ানটা গায়েব হয়ে গেছেম," গম্ভীর স্বরে বলল সার্জেন্ট।

নাথান দেখল আসলেই মানুষটাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। "তবুও আমরা জানি কোথায় যেতে হবে আমাদের।"

"সূর্য পুরোপুরি ওঠা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করব আমরা," কসটস বলল।

ভ্রু কুঁচকাল ম্যানুয়েল। "ব্যান-আলি সেই প্রথম থেকেই আমাদের উপর নজর রেখে আসছে রাতদিন ধরে। এখন সূর্য উঠুক বা না উঠুক ওরা না চাওয়া পর্যন্ত ওদের ছায়ার দেখাও পাব না আমরা।"

"তাছাড়া," বলল নাথান, "আমাদের একজন অসুস্থ। যত তাড়াতাড়ি কোন গ্রাম বা ওরকম কোন জায়গায় পৌঁছাতে পারব ফ্রাঙ্কের বাঁচার সম্ভাবনা ততই বাড়বে। আমি বলি কি, সাঁমনের দিকে এগিয়ে যাই।"

শ্বাস ফেলল কসটস তারপর মাথা নাড়ল। "ঠিক আছে, তবে একসাথে এগোতে হবে।" সার্জেন্ট সোজা হয়ে আবারো ওখান থেকে নেতৃত্ব দিতে শুরু করল।

প্রতিটা পদক্ষেপেই নতুন দিনটি উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। আমাজনে সূর্যোদয় প্রায় হুট করেই হয়। মাথার উপরে আকাশের মিটমিটে তারাগুলোকে গ্রাস করতে শুরু করেছে সূর্যোদয়ের গোলাপী আলো। মেঘমুক্ত আকাশ একটা উষ্ণ দিনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

খাদের শীর্ষে ওঠার পর সবাই একটু থামল। একটা সরু পথ ঢালু জমির বুকের উপর দিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেছে। কিন্তু কোথায় গিয়ে মিশেছে ওটা? ঢালু উপত্যাকাটির কোথাও কোন কাঠ পোড়ানো ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে না, নেই কোন মানবকণ্ঠের প্রতিধ্বনি। অ আরেকটু এগোনোর আগে কসটস বায়নোকুলার দিয়ে উপত্যকাটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

"ধ্যাত!" বিড়বিড় করে বলল সে।

"কি সমস্যা?" জিজ্ঞেস করল জেন।

"এই গিরিখাদটা আগেরটারই একটা অংশ, মানে যেখানটায় আমরা ছিলাম," ডানদিকে দেখাল সে। "তবে মনে হচ্ছে এই খাদটা নিচের ভূমি থেকে সম্পূর্ন আলাদা হয়ে গেছে খাড়া পাহাড়টার জন্য।"

নিজের বায়নোকুলারটা নিয়ে সার্জেন্টের দেখানো দিকটায় তাকাল নাথান। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আলাদা করে একটা জলপ্রপাতকেই দেখতে পেল সে যেটা গিরিখাতের কেন্দ্রে গিয়ে আছড়ে পড়ছে। ওটার প্রবাহটাকে অনুসরণ করতে থাকল যতদূর পর্যন্ত দেখা যায়। কিছু দূর অতিক্রম করেই জলপ্রপাতটা আবারো আছড়ে পড়ছে আরেকটা নিচু গিড়িখাদে, ঐ অঞ্চলটা দৈত্যাকার জাগুয়ারদের রাজ্য, একটু আগেই নাথানেরা অতিক্রম করে এসেছে।

"আমরা এখন বাক্সবন্দী," কসটস বলল।

নাথান বায়নোকুলারটা বিপরীত দিকে ঘুরাল। আরও একটা জলপ্রপাত দেখতে পেল সে। এটা এই গিরিখাদে এসে পড়ছে দূরের বিশাল এক উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে। প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ উপত্যকাটাই তিনদিক থেকে পাথুরে দেয়ালে আবদ্ধ, আর চতুর্থ দিকটায় খাড়া একটা পাহাড়। জায়গাটা পুরোপুরি জঙ্গলের বিচ্ছিন্ন একটি অংশ, অনুধাবন করল নাথান।

আবারো মুখ খুলল সার্জেন্ট। "বিষয়টা ভাল লাগছে না আমার কাছে। যে-পথে এলাম সেটা ছাড়া আর কোন পথ নেই এখান থেকে বেরুবার কিংবা ঢোকার।"

নাথান বায়নোকুলারটা যখন নামাল ততক্ষণে সূর্য পুবাকাশে উঠে গেছে অনেকখানি। সূর্যালোকে আলোকিত সামনের জঙ্গল। নীল-সোনালী রঙের একঝাঁক ম্যাকাও পাখি বাসা ছেড়ে ডানা ঝাপটে উড়ে এল কুয়াশাঘেরা খাড়া পাহাড়টার দিকে। বড় বড় ডানা মেলে তাদের উপর দিয়ে উড়ে গেল দূরে। দু-দিকের জলপ্রপাত থেকে ভেসে আসা জলকণার চাদর ঢেকে ফেলেছে মাঝের উপত্যকাটাকে, সূর্যের প্রথম আলো জলকণার সাথে মিশে সৃষ্টি করেছে চোখ ধাঁধানো এক দৃশ্য।

"এতো দেখছি এক টুকরো স্বর্গ," প্রফেসর কাউয়ি বলল ফিসফিসিয়ে।

সূর্যালোকের স্পর্শে অরণ্য জেগে উঠতে লাগল পাখির গান আর বানরের চিৎকারে। ডিনার প্লেটের মত বড় বড় প্রজাপতিগুলো রঙিন ডানায় ভর করে ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। ক্রমশ কিছু প্রাণী দ্রুত গতিতে বনের ভেতর ঢুকে গেল। বিচ্ছিন্ন হোক আর নাই হোক, জীবন তার নিজস্ব গতি ঠিকই খুঁজে নিয়েছে এই সবুজ উপত্যকায়।

কিন্তু কি সেই জিনিস যা এই জায়গাটাকে কারোর বাসস্থান বানিয়েছে?

"এবার কি করব আমরা?" জিজ্ঞেস করল আনা।

সবাই চুপ থাকল কয়েক মুহূর্ত, অবশেষে মুখ খুলল নাথান। "আমার মনে হয় না সামনে এগোনো ছাড়া অন্যকোন পথ আছে আমাদের।"

ভ্রু কুঁচকালেও পরক্ষণেই মাথা নাড়ল কসটস। "দেখা যাক পথটা কোথায় নিয়ে যায় আমাদের। তবে সাবধানে থাকতে হবে সবাইকে।"

দলটি ঢালুপথ ধরে সতর্কতার সাথে নিচে নেমে জঙ্গলের প্রান্তে পৌঁছাল। নেতৃত্বে আবারো কসটস, তার পাশে শটগান হাতে নাথান। লতা-পাতার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সবাই। আরও একটু এগিয়ে জঙ্গলের ছায়াঘেরা সীমানার ভেতরে পা রাখতেই অর্কিড এবং বিভিন্ন আঙ্গুর ফুলের ঘ্রাণে বাতাস ভরে গেল, আর তা এতই তীব্র যে তারা সবাই যেন তার স্বাদটাও পাচ্ছে।

তারপরও, মিষ্টি বাতাসের মতই দুশ্চিন্তাটাও বেড়ে চলল অব্যাহতভাবে। কি লুকিয়ে আছে সামনে? কি ধরনের বিপদ? প্রত্যেকটা ছায়াই যেন চিন্তার খোরাক জোগাচ্ছে। সত্যিকারের অবাক করার মত কিছু নাথানের চোখে পড়তে পনের মিনিট সময় কেটে গেল। ক্লান্তি নিশ্চিতভাবেই তার অনুভূতিকে ভোতা করে দিয়ে থাকবে। পা দুটো ধীর গতি হয়ে গেল, তার চোয়ালটা নিচে নামতেই হা হয়ে গেল মুখটা।

ম্যানুয়েল ধাক্কা খেল তার সাথে। "কি হল তোমার?"

ভ্রু দুটো কুঁচকে নিজের পথ ছেড়ে অন্যদিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল নাথান।

"কি করছ, র‍্যান্ড?" জিজ্ঞেস করল কসটস।

"এই গাছগুলো..." বিস্ময়ের অনুভূতি নাথানকে গ্রাস করে নিয়েছে পুরোপুরি, সব দুশ্চিন্তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে নিমেষেই। অন্যেরাও থেমে গাছগুলোর দিকে তাকাল। খুব ধীরে একটা বৃত্তাকার পথ ঘুরে এল নাথান। "একজন উদ্ভিদবিদ হিসেবে এখানকার বেশির ভাগ গাছপালাই আমি চিনি।" সে একটা করে গাছ দেখিয়ে নাম বলতে লাগল। "সিল্ক কটন, লরেল, ফিগ, মেহেগনি, রোজউড, সবরকমের পাম। এসবই যেকোন রেইন-ফরেস্টে দেখা যায়। কিন্তু..." কণ্ঠ থেমে গেল তার।

"কিন্তু কি?" জিজ্ঞেস করল কসটস।

একটা সরু গুঁড়িবিশিষ্ট গাছের দিকে এগিয়ে গেল নাথান। গাছটা ত্রিশ ফিটের মত উপরে উঠে ঘন ডাল-পালার ভেতরে হারিয়ে গেছে। বিশাল কোণাকৃতির ফলগুলো ঝুলছে নিচের দিকে। "তুমি কি জান এটা কি?"

"দেখে তো মনে হয় পাম," সার্জেন্ট বলল।

"না, এটা পাম নয়।" নাথান হাতের তালু চাপড় মারল ওটার গুঁড়িতে। "এটা একটা বিখ্যাত সাইকাডেওয়েড।"

"কি?"

"গাছের একটি প্রজাতি। মনে করা হয়েছিল অনেক আগেই এটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে...সেই ক্রেটাসাস যুগে। ওটাকে আমি শুধু জীবাশ্ম-রেকর্ড হিসেবেই দেখেছি ল্যাবরেটরিতে।"

"তুমি কি নিশ্চিত?" জিজ্ঞেস করল আনা ফঙ।

মাথা নেড়ে সায় দিল নাথান। "আমার গবেষণাটা ছিল প্যালেওবোটানির উপর, গাছ পালার জীবাশ্ম নিয়েই কাজ করেছি।" সে আরেকটা গাছের দিকে এগিয়ে গেল, ফার্নের মত দেখতে তবে উচ্চতায় তার শরীরের দিগুণ। প্রতিটি পাতা লম্বায় তার মতই দীর্ঘ আর চওড়ায় তার প্রসারিত বাহুর মত। বিশাল দৈত্যাকার একটা পাতায় ঝাঁকুনি দিল সে। "আর এই হল সেই জায়ান্ট ক্লাস মস্। ধারণা করা হয় এটা বিলুপ্ত হয়েছে সেই কারবোনিফেরোয়াস যুগে। আর এটাই কিন্তু শেষ নয়। এরকম অসংখ্য উদ্ভিদ এখানে ছড়িয়ে আছে, আমাদের চারপাশেই। গ্লসোপটারডিস, লাইকোপডস, পোডোকার্প, কনফায়ার্স..." সে অদ্ভুত গাছগুলোকে দেখাতে লাগল। "আর সত্যি বলতে আমি এর সবগুলোরই বর্ণনা দিতে পারি।" নাথান তার শটগানটা দিয়ে একটা গাছের দিকে দেখাল যেটার গুঁড়ি সর্পিলাকার আর পেচাঁনো। "তবে এটা যে কি তা নিয়ে আমার কোন ধারণাই নেই।" সে ফিরে দাঁড়াল অন্যদের দিকে, উপচে পড়া ক্লান্তিকে বিস্ময়ের আবরণ দিয়ে ঢেকে বাহু দুটো উঁচু করে ধরল। "আমরা তো দেখছি একটা জীবন্ত জীবাশ্ম জাদুঘরের ভেতরে আছি।"

"এটা কিভাবে সম্ভব?" জিজ্ঞেস করল জেন।

উত্তর দিল কাউয়ি, "এই জায়গাটা বিচ্ছিন্ন, সভ্যতার মাঝে এক বিচ্ছিন্ন জগৎ। যেকোন কিছুই এখানে টিকে থাকতে পারে সহস্র-লক্ষ বছর ধরে।"

"আর ভৌগলিকভাবে এই অঞ্চলটি সেই প্যালেওজোয়িক যুগের, তার মানে পঁচিশ কোটি বছরেরও আগের," যোগ করল নাথান, বেশ উত্তেজিত সে।

"আমাজনে এই নদীটা একসময় বিশুদ্ধ জলের এক সাগর ছিল। পরে টেকটোনিক প্লেটগুলো পরস্পর সরে গিয়ে বড় সাগরের সাথে আমাজনের সংযোগ হতেই সব জল সাগরে গিয়ে মিশল। আমরা আজ এখানে যা দেখছি তা প্রাচীন আমাজনের অতি ক্ষুদ্র এক রূপ। আসলেই বিস্ময়কর!"

কেলি কথা বলে উঠল স্ট্রেচারের পাশ থেকে। "বিস্ময়কর হোক আর না হোক, ফ্রাঙ্ককে নিরাপদ জায়গায় নেয়া দরকার।"

তার কথা নাথানকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল। মাথা নেড়ে সায় দিল সে। সবার এমন কঠিন পরিস্থিতিতে অন্যমনস্ক হয়ে যাওয়ায় লজ্জিত বোধ করল।

গলাটা পরিস্কার করল কসটস। "সামনে এগোনো যাক এবার।"

তার পিছু নিল পুরো দলটি।

জঙ্গল বিমুগ্ধ নাথানের মনোযোগ তার চারপাশেই আটকে থাকল। চোখগুলো পত্র-পল্লবের মাঝেই ঘুরছে শুধু। কোন ছায়ার দিকেই আর মনোযোগ নেই এখন। চিন্তাভাবনা সব জঙ্গলকে নিয়ে। একজন প্রশিক্ষিত বোটানিস্ট হওয়ায় অবিশ্বাসে তার মুখ হা হয়ে আছে চারপাশের এত সব দুস্প্রাপ্য গাছপালা দেখে। অর্গান পাইপের মত বড় বড় স্টক হর্সটেইল, বিশালাকৃতির ফার্ন যা আজকের যুগে বামনাকৃতির পামগাছে রূপ নিয়েছে, দৈত্যাকার প্রাচীন কনিফার যার একেকটা ফলের আকৃতি বড়সড় পোকার মত। আদিম ও আধুনিকের মিশ্রণটা হতবাক করার মত, এমন বিকশিত এক ইকো-সিস্টেম যা আর কোথাও দেখা যায় না।

প্রফেসর কাউয়ি তার পাশে চলে এসেছে। "তোমার কি মনে হয় এগুলো দেখে?"

মাথা ঝাঁকাল নাথান। "আমি ঠিক জানি না। এর আগেও প্রাচীন গাছ-পালা আবিষ্কৃত হয়েছে। চায়নাতে বিলুপ্ত তালিকায় থাকা ডন-রেডউড গাছ পাওয়া গিয়েছিল চল্লিশের দশকে। আফ্রিকায় এক গুহায় পাওয়া গেল দূর্লভ কিছু ফার্ন। আর অতি সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়াতে বিশাল একসারি অতি প্রাচীন গাছ পাওয়া গেছে প্রত্যন্ত এক রেইন-ফরেস্টে, যে গাছগুলোকে মনে করা হত অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।" কথায় গুরুত্ব আনার জন্য নাথান কাউয়ির দিকে তাকাল। "এসব বিবেচনা করলে বলা যায়, আমাজনের খুব সামান্যই আবিষ্কার হয়েছে, এটা আরও বিস্ময়কর ব্যাপার যে, আমরা এমনটা এর আগে দেখি নি।"

"জঙ্গল তার রহস্য ভালমতই লুকিয়ে রাখে," কাউয়ি বলল।

আরও কিছুটা এগোতেই মাথার উপরের আচ্ছাদন আরও ঘন হতে থাকল, দীর্ঘ হতে থাকল গাছগুলো। সকালের সূর্যের ঘন আলো রূপ নিল সবুজ আভায়, যেন সবাই হাটছে অতীত অভিমুখে। জঙ্গল দেখতে দেখতে কথা থেমে গেল সবার। এতক্ষণে যারা

বোটানিস্ট নয় তারাও বুঝতে শুরু করেছে তাদের চারপাশের এই জঙ্গলটা বেশ অস্বাভাবিক। একালের পরিচিত গাছের বিপরীতে আদিকালের গাছগুলোর সংখ্যা অনেক বেশি এখন চারদিকে। গাছগুলো সব বিশালাকৃতির, ফার্নগুলো দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভের মত। অদ্ভুত দর্শন পেঁচানো গাছগুলো ছড়িয়ে আছে মাঝে মাঝে। তারা একটা কাঁটাওয়ালা ব্রোমেলিয়াড গাছের পাশ দিয়ে গেল যেটা ছোটখাট একটা ঘরের মত। আরো আছে বিশাল আকৃতির ফুল যার একেকটা একটা আকার কুমড়ার মত হবে, ঝুলছে লতায় আর বাতাসকে ভারি করে তুলছে সুবাসে। এটা বিস্ময়কর রকমের এক সবুজরাজ্য।

হঠাৎ সামনে থেমে গেল কসটস, স্থির হয়ে আছে নিজ স্থানে, চোখ নিবদ্ধিত সামনের পথের উপর, সেখানে তাক করে রেখেছে অস্ত্র। চাপাকণ্ঠে সবাইকে নিচু হতে বলল সে। হামাগুঁড়ি দিল দলটি। শটগান উঁচু করে ধরল নাথান। ঠিক তখনই দেখতে পেল রেঞ্জারের ভড়কে দেবার কারণটা। নাথান ডানে-বায়ে, এমনকি পেছনেও দেখে নিল। এটা ঠিক কম্পিউটারাইজ্‌ড কোন ছবির মত দেখতে, যেটাকে প্রথম দেখাতে বিচ্ছিন্ন কিছু বিন্দুর মত মত মনে হয় কিন্তু চোখের আকৃতি ও অবস্থান পরিবর্তন করে ভিন্ন কোন কোণ থেকে দেখলে একটা ত্রিমাত্রিক ছবি ভেসে ওঠে। হতবাক হয়ে চারপাশের জঙ্গলকে নতুন আলোতে দেখতে পেল সে। উঁচু গাছগুলোর একেবারে শীর্ষে মোটা ডাল-পালার মাঝে প্লাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে, তার উপরে ঘর-দুয়ার। অনেকগুলোর ছাদ বানানো হয়েছে জীবন্ত ডাল, লতা-পাতা দিয়ে, যার কারণে প্রাকৃতিক ছদ্মবেশে ঢাকা পড়ছে ওগুলো। এই আধা-জীবন্ত কাঠামোগুলো ওদেরকে ধরে রাখা গাছগুলোর সাথে মিশে গেছে নিখুঁতভাবে।

নাথান আরেকটু ভাল করে দেখতেই লতা-পাতার প্রাকৃতিক সেতু ও সাঁকো চোখে পড়ল, যেগুলোকে প্রথম দেখাতে ডাল-পালার সহজাত বিক্ষিপ্ত বুনন মনে হয়েছিল। সাঁকোগুলোর একটা আবার নাথানের খুব কাছেই, তার থেকে কয়েক মিটার দূরে, ডানপাশে। সাঁকোর উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পুরোটাজুড়ে ফুল ফুটে আছে। তার মানে এটাও জীবন্ত। চারপাশ আরও ভাল করে দেখার পরও এটা বলা বেশ কঠিনই মনে হল যে, মানুষের বানানো কাঠামো কোথায় শেষ হয়েছে, আর জীবন্ত কাঠামোগুলো কোথায় শুরু হয়েছে। অর্ধেক কৃত্রিম অর্ধেক জীবন্ত গাছপালা। দুয়ের মিশ্রণটা অসাধারণ, নিখুঁত তাদের ছদ্মবেশ।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা ঢুকে পড়েছে ব্যান-আলিন্দের গ্রামে।

একটু সামনেই আরও বড় কিছু বাসস্থান দেখা গেল, আরও উঁচু উঁচু গাছের উপরে। সবগুলোই কয়েক তলাবিশিষ্ট, প্রত্যেকটার সামনেই ছাদহীন করিডোর, আর ওগুলো মিশেছে মূল ঘরগুলোর সাথে। কিন্তু এগুলো এতটাই বাকল, লতা-পাতায় ঢাকা যে আলাদা করে চেনা বেশ দুরূহ ব্যাপার। দলের সবার চোখে এগুলো ধরা পড়তেই স্থির হয়ে গেল তারা, কোন নড়াচড়া নেই কারোর। একটা প্রশ্ন ফুটে উঠেছে সবার মুখে। গাছের মাথায় এই ঘর-বাড়িগুলোর অধিবাসীরা কোথায়?

একটা গভীর সতর্কবার্তা ভেসে এল টর-টরের গলা থেকে। আর তখনই ছদ্মবেশ নেয়া গ্রামটার মতই সবাইকে দেখতে পেল নাথান। মানুষগুলো ঠিকই আছে স্থির, নিঃশব্দে

দাঁড়িয়ে আছে চারপাশে। যেন জীবন্ত ছায়ামানব। সবার শরীরে কালো রঙ, ওরা মিশে আছে গাছ ও ঝোঁপের ছায়ায়। একজনকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল অন্ধকারের পর্দা ভেদ করে। সভ্যজগতের মানুষগুলোর হাতে অদ্ভুত সব অস্ত্র দেখেও কোন ভাবান্তর হল না এই বন্য মানুষটার।

নিশ্চিত হল নাথান, এই লোকই তাদেরকে এতদূর পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। কালো চুল বেণী করা, সাথে কিছু পাতা ও দু-একটা ফুলও আছে যার কারণে আরও একটু প্রাকৃতিক ছদ্মবেশ যোগ হয়েছে। সে আরও একটু এগিয়ে এসতেই দেখা গেল তার হাতে কোন রকম অস্ত্র নেই। আসলে, মানুষটি একেবারেই নগ্ন, পোশাক বলতে ছোট্ট এক টুকরো কাপড়, নিতম্বের চারপাশে পেঁচানো। লোকটা একটু থেমে মানুষগুলোকে দেখল। তার মুখের অভিব্যক্তি পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব। চাহনি খুবই কঠিন। হঠাৎ কোন শব্দ না করেই ঘুরে দাঁড়াল লোকটি, তারপর হাটা শুরু করল রাস্তা ধরে।

"সে অবশ্যই চাচ্ছে আমরা আবার তাকে অনুসরণ করি," পায়ের উপর ভর দিয়ে প্রফেসর কাউয়ি বলল। অন্যরাও উঠে দাঁড়াল ধীরে। গাছের আড়ালে ছায়া বিধৌত মানুষগুলো দাঁড়িয়েই থাকল একেবারে স্থির হয়ে। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল কসটস।

"যদি ওরা আমাদের মেরে ফেলতেই চাইত," যোগ করল প্রফেসর কাউয়ি "এতক্ষণে সবাইকে শেষ করে দিতে পারত।"

ভ্রু কুঁচকে একরকম সন্দেহ নিয়েই রেঞ্জার অনুসরণ করা শুরু করল পথ দেখানো ব্যান-আলি লোকটাকে। হাটা শুরু করে নাথান অব্যাহতভাবে চোখ বুলাতে লাগল চারপাশের নিশ্চুপ গ্রাম আর তার অধিবাসীদের উপর। মাঝে মাঝে দু-একটা ছোট মুখের অবয়ব চোখে পড়ল এক ঝলক, সে বুঝল ওগুলো শিশু ও নারীরা হবে। একটু দূরেই চারপাশে আরও কিছু অর্ধ-লুকায়িত মানুষের উপস্থিতি বুঝতে পারল সে। গোত্রীয় যোদ্ধা বা স্কাউট হবে হয়ত, ভাবল সে। রঙ করা মুখগুলোর হাঁড়ের গঠন পরিচিত আমেরিকান-ইন্ডিয়ানের গঠনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, কিছুটা এশিয়ান ভাঁজও আছে সেখানে। একটা জেনেটিক বন্ধন হিসেবে এই সাদৃশ্যটা ওরা পেয়েছে ওদের পূর্ব-পুরুষ থেকে যারা সর্বপ্রথম এশিয়া থেকে আলাস্কায় যাবার সংকীর্ণ এক পথ তৈরি করেছিল, প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর আগে এবং পরে আমেরিকায় স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু এ মানুষগুলো কারা? এখানে এল কেমন করে? এদের উৎপত্তিই বা কোথায়? বিপদ আর নিরব হুমকি সত্ত্বেও নাথান ব্যাকুলভাবে জানতে চায় এই মানুষগুলোকে, জানতে চায় এদের ইতিহাস, বিশেষ করে এটা যেহেতু তার নিজের সাথেই এখন যুক্ত হয়ে গিয়েছে। চারপাশের জঙ্গলটার উপর চোখ বুলাল সে। তার বাবাও কি এই পথ ধরেই হেটেছিল? সম্ভাবনার কথাটা বিবেচনা করতেই ফুসফুসটা শক্ত হয়ে উঠল তার, উথলে উঠল পুরনো আবেগগুলো। তার বাবার কি হয়েছিল সেটা আবিষ্কার করার খুব কাছেই চলে এসেছে সে।

আরও কিছু দূর দলটা এগোতেই পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সবাইকে একটা পরিষ্কার আর আলো ঝলমলে জায়গার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সরু রাস্তা ধরে ঝোঁপঝাঁড়হীন পরিষ্কার জায়গাটায় পৌছাতেই দেখা গেল রাস্তাটার উভয়পাশই খোলা। বিরাট বিরাট বৃক্ষ

আর প্রাচীন পাইনগাছের একটা বৃত্ত খোলা জায়গাটা ঘিরে রেখেছে। একটা অগভীর জলপ্রবাহ বয়ে গেছে খোলা জায়গাটার মাঝ দিয়ে কলকল শব্দে। সূর্যের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে সেই পানিতে। দলটি সমনে এগোতে থাকল কিন্তু বৃত্তের সীমার কাছে আসতেই সবাইকে থামতে হল হঠাৎ করে, সবাই হতভম্ব।

পরিস্কার জায়গাটুকুর মাঝে প্রায় পুরোটা জায়গাজুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল একটি গাছ। এমন নমুনা আগে কখনো দেখে নি নাথান। কমপক্ষে ত্রিশ তলার মত উঁচু হবে ওটা, সাদা গুঁড়িটার পরিধি দশ মিটার হবে কমপক্ষে। মোটা শেকড়গুলোর কিছু কালো মাটি ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আছে শক্ত খুঁটির মত। কিছু শেকড় জলধারার উপর দিয়ে গিয়ে আবার মাটিতে ডুবে গেছে। উপর দিকে গাছটার শাখাগুলো ছড়িয়ে আছে চারদিকে ধাপে ধাপে, অনেকটা জায়ান্ট রেডউডের মত। তবে সূঁচালো পাতার পরিবর্তে সেখানে বেশ চওড়া, অনেকটা হাতের তালুর মত পাতা, দুলছে মৃদুভাবে যেন পাতাগুলোর অপর পাশের রুপালী রংয়ের ঝলকানি, আর শুকনো ফলগুলোর আকৃতি নারকেলের মত। হা হয়ে আছে নাথান, হতভম্ব সে। এতটুকুও জানে না যে কিভাবে বা কোথা থেকে এটাকে শ্রেণীকরন শুরু করবে। হয়তো আদি জিমনোসপোরের কোন প্রজাতি, কিন্তু নিশ্চিত হবার কোন উপায় নেই। ফলগুলো দেখতে কিছুটা আধুনিক যুগের ক্যাটস-ক্ল গাছের ফলের মত কিন্তু তারপরও নিঃসন্দেহে এই নমুনাগুলো আসলেই প্রাচীন।

গাছটি নিয়ে আরও একটু ভাবতেই নতুন একটা জিনিস অনুধাবন করল নাথান। এত কঠিন একটা জায়গাতেও প্রাণের চিহ্ন বিদ্যমান। ফলের মতই দেখতে ছোটছোট ঘর বানানো হয়েছে ডালের উপর বা গাছের গায়ে। এমনভাবে বানানো যে ওগুলোকে ফল ভেবে ভুল হয়। বিস্ময়ে অভিভূত নাথান। এতক্ষণে তাদের পথ দেখানো মানুষটি বিক্ষিপ্ত শেকড়ের ভেতর অন্ধকার দিয়ে এগিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভাল করে দেখার জন্য একপাশে সরে যেতেই নাথান বুঝতে পারল, অন্ধকারটা আসলে গাছের গুঁড়ির ভেতরের একটি খোলা পথ। তার মানে একটা প্রবেশদ্বার। গাছের উপরে কুঠরিগুলোর দিকে তাকাল সে। লতা দিয়ে বানান কোন মই বা সাঁকো নেই এখানে। তাহলে অত উঁচু ঘরগুলোতে পৌছায় কিভাবে ওরা? গাছটার ভেতরে কি কোন সুড়ঙ্গ আছে? ব্যাপারটা বোঝার জন্য সামনে পা বাড়াল নাথান।

কিন্তু ম্যানুয়েল একটা হাত ধরে বসল তার। "ওদিকে দেখ," হাত দিয়ে অন্য একটা দিকে দেখাল সে।

সেদিকে তাকাল নাথান। দৈত্যাকার গাছটা তার মনোযোগ এতটাই কেন্দ্রীভূত করে রেখেছিল যে ওখানে কাঠ নির্মিত আরও একটা কুঠরি আছে তা তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। ঘরটা ছোট বাক্সের মত তবে বেশ মজবুত করেই বানানো, পর্যন্ত চোখে পড়া একমাত্র মাটির উপর মানুষের বানান কিছু ওটা।

"ছাদের উপরের ওগুলো সোলার প্যানেল নাকি?" জিজ্ঞেস করল ম্যানুয়েল।

চোখের পাতা সংকুচিত হল নাথানের। সে বায়নোকুলারট উঁচিয়ে ধরল। কেবিনের উপরে দুটো ছোটছোট কালো প্যানেল সকালের রোদে চকচক করছে। ওগুলোকে

পুরোপুরি সোলার প্যানেল বলেই মনে হচ্ছে। আশ্চর্যের ব্যাপার! বায়নোকুলারে চোখ লাগিয়ে আরও ভাল করে দেখতে লাগল সে। ঘরটায় কোন জানালা নেই, দরজা বলতে পামপাতায় বোনা একটা ছাপড়া। নাথানের মনোযোগ আটকে গেল দরজার পাশে রাখা একটা জিনিসের উপর, একটা পরিচিত বস্তু সূর্যের আলোয় জ্বলজ্বল করছে। স্নেকউডের বানানো লম্বা বস্তুটা বহু বছর ব্যবহারের ফলে মসৃণ চকচকে, শীর্ষে হোকো পালক লাগানো। নাথানের মনে হল তার পায়ের তলার মাটি যেন সরে যাচ্ছে।

ওটা তার বাবার ব্যবহৃত ছড়ি!

বায়নোকুলারটা ফেলে দিয়েই কেবিনের দিকে ছুটে গেল সে।

"র‍্যান্ড!" পেছন থেকে চিৎকার দিল কসটস।

কিন্তু কিছুই পরোয়া করল না নাথান। পা দুটো ছুটছে পুরোদমে। অন্যেরাও তাকে অনুসরণ করল, বিচ্ছিন্ন হতে চাইছে না কেউ। জেন এবং অলিন হাসফাঁস করতে লাগল স্ট্রেচার নিয়ে দৌড়াতে গিয়ে।

কেবিনের কাছে দ্রুত ছুটে গিয়ে পিছলে পড়ে থামল নাথান। দম বন্ধ হয়ে আছে তার। ছড়িটার দিকে ভাল করে তাকাতেই গলা আর বুক শুকিয়ে গেল। কাঠে খোদাই করা প্রথম অক্ষরগুলো সি আর–কার্ল র‍্যান্ড। জল এসে গেল তার চোখে। বাবার নিরুদ্দেশের পর থেকে এখনও সে মেনে নিতে পারে নি তার বাবা মারা গেছে। আশাটাকে জিঁইয়ে রাখার প্রয়োজন ছিল তার, পাছে হতাশা গ্রাস করে ফেললে বছরজুড়ে বাবাকে খোঁজার প্রচেষ্টা মাটিচাপা পড়ত। এমনকি যখন অর্থের জোগান ফুরিয়ে গেল, তাকে এক রকম চাপ দেয়া হয়েছিল তার বাবার চিরতরে হারিয়ে যাওয়াটাকে মেনে নিতে। সে তখনও কাঁদে নি। এখন এই দীর্ঘ সময় পর তার যন্ত্রণাগুলো রূপ নিয়েছে আধারময় হতাশায়, এমন এক অধ্যায় যা তার জীবনের চার-চারটা বছর কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু এখন এখানে তার বাবার উপস্থিতির প্রমাণ স্পষ্টভাবে দেখার পর বাধাহীনভাবে অশ্রু বেয়ে পড়ছে চোখ থেকে। তার বাবার এখনো বেঁচে থাকাটা যে অলীক মনে হয় না নাথানের কাছে তা কিন্তু নয়। এমন অতিপ্রাকৃত ব্যাপার গল্প-উপন্যাসে দেখা যায়। যে ঘরটা পড়ে আছে সামনে সেটা দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত থাকার চিহ্ন বহন করছে। শুকনো পাতাগুলো উড়ে এসে স্তূপ হয়ে রয়েছে দরজার সামনে, এটা জানিয়ে দিচ্ছে দীর্ঘদিন এদিকে কারো পা না পড়ার কথা। নাথান এগিয়ে গিয়ে চটের মত পামপাতার দরজাটা টেনে খুলল। ভেতরটা অন্ধকার। তার ফিল্ড জ্যাকেট থেকে ফ্লাশ-লাইটটা বের করে জ্বালাল সে। একটা লেজবিহীন ইঁদুর আর কাঠবিড়ালী ভয় পেয়ে প্রাণ বাঁচাতে সামনের দেয়ালের ফাঁক গলিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল। ধুলোর পুরু স্তর মেঝেতে, তার উপরে ছোটছোট প্রাণীর পায়ের ছাপ, কাঠবিড়ালীর বিষ্ঠাও দেখা যাচ্ছে। আলোটা চারদিকে ফেলল নাথান। একটু ভেতরে সামনের দেয়ালের কাছে চারটা হ্যামোক ঝুলছে কাঠের বানানো সিলিং থেকে, সবগুলোই খালি, কারো স্পর্শ পড়ে নি বহুদিন। ওগুলোর কাছেই কাঠের একটা বেঞ্চ বানানো। ওটার উপরে গবেষণাগারের বিভিন্ন জিনিসপত্রের সাথে একটা ল্যাপটপও আছে।

বাইরে দেখা কাঠের ছড়িটার মত ছোট মাইক্রোস্কোপ আর নমুনা রাখার পাত্রগুলোও

চিনতে পারল নাথান। এসবই তার বাবার যন্ত্রপাতি। সে অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরটার ভেতরে এগিয়ে গিয়ে ল্যাপটপটা খুলল। তাকে একেবারে হতভম্ব করে ওটা সচল হলে ভুত দেখার মত চমকে গিয়ে একটু পেছনে সরে গেল সে।

"ঐ সোলার সেলগুলো," ম্যানুয়েল বলল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। "এখনো ওটাকে শক্তি দিয়ে যাচ্ছে।"

হাত থেকে মাকড়সার জালগুলো সরাল নাথান। "আমার বাবা এখানে ছিল," বিড়বিড় করে বলল সে অনেকটা মন্ত্রতাড়িত হয়ে। "এগুলো তারই যন্ত্রপাতি।"

একটু পেছন থেকে বলল কাউয়ি, "ইন্ডিয়নটা সাথে দলবল নিয়ে ফিরে আসছে।"

আরও এক মুহূর্তের জন্য কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে রইল নাথান। ধুলিকণা ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। ঘরের খোলা জায়গা থেকে সকালের রোদ এসে চকচক করে তুলেছে ওগুলোকে। সুগন্ধি কোন কাঠের তেল এবং শুকনো পামপাতার কারণে ঘরে একরকম ঘ্রাণ ছড়ানো। কিন্তু এর নিচে চাপা পড়ে আছে ছাই আর পুরনো দিনের গন্ধ। কমপক্ষে ছয় মাস এখানে কেউ আসে নি। চোখ মুছে দরজার দিকে ফিরে নাথান দেখল কালো রঙ করা মানুষগুলো কেবিনের দিকে এগিয়ে আসছে। ওদের ঠিক পাশেই ছোটখাট একজন হেটে আসছে দ্রুত–এক বেটে ইন্ডিয়ান। উচ্চতা কোনভাবেই চার ফুটের বেশি হবে না। চকচকে ত্বকে কোন রং মাখানো নেই, শুধুমাত্র পেটের উপর কালো রঙের উজ্জ্বল নক্সা আর নাভির ঠিক উপরে নীল রঙের পরিচিত হাতের ছাপ ছাড়া। নবাগত এই লোকটির কান দুটো ছিদ্র করা, ওখান থেকে পালক ঝুলছে। সাজটা সাধারণ ইয়ানোমামোদের মতই। তবে সে আরও এটা ব্যান্ড পরে আছে মাথায় যেটার ঠিক মাঝখানে নক্সা হিসেবে পরিচিত একটা পোকা বসানো। এই মাংসখেকো পঙ্গপালই কর্পোরাল জারগেনসেনকে মেরে ফেলেছিল।

অন্যদের সাথে যোগ দিল নাথান। আড়চোখে প্রফেসর কাউয়ি তাকে দেখে নিল। সেও এই অদ্ভুত সাজ-সজ্জার মধ্যে থাকা ঘাতক প্রাণীকে চিনতে পেরেছে। তবে এটা এখন প্রমাণিত, নিশ্চিতভাবে এখান থেকেই পঙ্গপাল দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে। তার পেটের ভেতর ছুরি চালিয়ে দেবার মত অনুভব হল নাথানের, তীব্র ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে পড়ল ভেথরে ভেতরে। এই খর্বাকৃতির লোকগুলো যে তাদের দলের অর্ধেক মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে শুধু তা-ই নয়, তার বাবার হারিয়ে যাওয়া দলের জীবিত মানুষগুলোকেও আটকে রেখেছে চার বছর ধরে। ক্রোধ এবং যন্ত্রণায় নিমজ্জিত হয়ে গেল সে। কাউয়ি নিশ্চিত বুঝতে পারছে নাথানের মানসিক অবস্থা।

"শান্ত থাকো, নাথান। দেখা যাক কোথায় এর শেষ হয়।"

পথ দেখিয়ে নিয়ে আসা লোকটি বেটে ইন্ডিয়ানের প্রতি যথেষ্ট নম্রতা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে নাথানদের সামনে এসেই সরে দাঁড়াল একপাশে। বেটে ইন্ডিয়ান তাদের দলের উপর চোখ বুলাল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল প্রত্যেককে। টর-টরকে দেখে চোখ দুটো তার সরু হয়ে গেল। অবশেষে স্ট্রেচারটা চোখে পড়তেই অলিন এবং জেনের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

"এই আহত মানুষটাকে নিয়ে আস," অস্বাভাবিক ইংরেজিতে বলল ইন্ডিয়ানটি,

তারপর একটা হাত তুলে বাকিদের ইশারা করল। "আপনারা এখানেই থাকবেন।"

এই আদেশ দিয়েই অস্বাভাবিক খাটো মানুষটি ঘুরে চলতে শুরু করল সাদা-গুঁড়ির গাছটার দিকে। একেবারে স্থির আর হতভম্ব সবাই। লোকটাকে ইংরেজিতে কথা বলতে দেখে নাথানের ক্রোধ ছাপিয়ে বিস্ময়ের উদ্রেক হল।

অলিন এবং জেন বরফের মত জমে আছে এখনো।

পথ দেখিয়ে নিয়ে আসা লম্বা ইন্ডিয়ান লোকটি রেগেমেগে একটা হাত ইশারা করল, বোঝাতে চাইছে যেন লোক দুটো বাকি ইন্ডিয়ানগুলোকে অনুসরণ করে।

"কেউ কোথাও যাচ্ছে না," সার্জেন্ট কসটস বলে উঠল। এগিয়ে এল প্রাইভেট ক্যারেরাও। উভয়েই অস্ত্র ধরে আছে। "দলটা ভাঙা যাবে না কোনভাবেই।"

ভুরু তুলল লম্বা ইন্ডিয়ানটি, তারপর একটা আঙুল তুলে চলে যেতে থাকা খাটো ইন্ডিয়ানে দিকে দেখাল। "উনি চিকিৎসক," বলল সে। অনভ্যস্ত ভাষা ব্যবহারের কারণে বেগ পেতে হল তাকে। "ভাল চিকিৎসক।"

আরও একবার ইংরেজি ভাষা তাদেরকে হতবাক করে দিল। "এই ভাষাটা সম্ভবত তারা শিখেছে তোমার বাবার এখানে অভিযান চলার সময়ে," বিড়বিড় করে বলল আনা ফঙ।

অথবা সরাসরি আমার বাবার কাছ থেকেই হয়তো, ভাবল নাথান।

কাউয়ি ঘুরে দাঁড়াল কেলির দিকে। "আমার মনে হয় ওদের অনুসরণ করাই উচিত। মনে হয় না ওরা ফ্রাঙ্কের কোন ক্ষতি করবে। কিন্তু তারপরও, স্ট্রেচারের সাথে যাব আমি।"

"আমি আমার ভাইকে ছেড়ে যাচ্ছি না কোথাও," স্ট্রেচারের দিকে আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বলল কেলি।

চট করে বলল জেন, "আমিও যাচ্ছি না। বন্দুক যেখানে আমিও সেখানে।"

"চিন্তার কিছু নেই," প্রফেসর বলল। "আমি তোমার জায়গায় হাত লাগাচ্ছি। তাছাড়া এবার তো আমারই পালা।"

জেন খুবই খুশি হল তবে তা শুধুমাত্র স্ট্রেচার থেকে মুক্তি পাবার জন্য। ছাড়া পেয়েই সে ছুটে গিয়ে দাঁড়াল সার্জেন্ট কসটসের আড়ালে, যার চোখেমুখে রাগের অভিব্যক্তির কোন পরিবর্তন হচ্ছে না সেই কখন থেকে।

কেলি এগিয়ে গেল স্ট্রেচারের সামনে থাকা অলিনের দিকে। "এবার এটা ছাড়, আমি নিচ্ছি," রাশান সৈন্যটি বাধা দিতে চাইল তবে লাভ হল না। "তুমি ততক্ষণে জিপিএসটা চালু করার চেষ্টা কর," আদেশ করল কেলি। "এখানে তুমিই একমাত্র লোক যে এই জিনিসটা ঠিক করতে পারবে।"

সে দ্রুত মাথা নেড়ে স্ট্রেচারের বাঁশের হাতলটা কেলির কাছে হস্তান্তর করল। স্ট্রেচারের ওজন সামলানো একটু কঠিনই হয়ে পড়ল কেলির জন্যে।

এগিয়ে এল নাথান তাকে সাহায্য করতে। "আমি ফ্রাঙ্ককে নিচ্ছি," বলল সে, "তুমি বরং আমাদের পেছনে আস।"

"না," দাঁতে দাঁত চেপে কর্কশ সুরে বলল কেলি। সে মাথা নেড়ে কেবিনের দিকে ইশারা করল। "ওখানে গিয়ে দেখ এখানে কি হয়েছিল সে বিষয়ে কিছু খুঁজে পাও কিনা।"

আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই কেলি চলতে শুরু করল। স্ট্রেচারের অপর প্রান্তে কাউয়ি। লম্বা ইন্ডিয়ানটার মুখে স্বস্তি দেখা গেল এমন সহযোগীতাপূর্ণ সমাধান দেখে। সে-ও দ্রুত হাটা শুরু করল। সে এই ছোট দলটিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিশাল দৈত্যাকার গাছটির দিকে।

ছোট্ট কেবিনটার উঠান থেকে নাথানের দৃষ্টি চলে গেল সাদা গুঁড়ির গাছের উপরের ঘরগুলোর দিকে। অনুভব করল এখান থেকে এই দৃশ্যটা তার বাবাও দেখে থাকবে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তার অনুসন্ধানী চোখ দুটো খুঁজতে থাকল তার বাবার মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণগুলো। কেলি এবং কাউয়ি গাছের সুড়ঙ্গের ভেতর হারিয়ে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়েই রইল সে। দলের বাকিরা তাদের ব্যাগ কাঁধ থেকে নামাতে শুরু করতেই নাথান আবারো মনোযোগ দিল শূন্য কেবিনটার দিকে। দরজার ফাঁক গলে ল্যাপটপটার আলো ঠিকরে আসছে, যেন ভুতুড়ে কোন আভা ঘিরে রেখেছে অন্ধকার ঘরের ভেতরটা। একটা নিঃস্ব, একাকী আলোর হাতছানি। দীর্ঘশ্বাস ফেলল নাথান বাকিদের কথা চিন্তা করে। কি হয়েছিল তাদের ভাগ্যে?

যমজ ভাইটির দেহের ভারে পিষ্ট কেলি বিশাল গাছটার গুঁড়ির মধ্যে থাকা সুড়ঙ্গ দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। তার সমস্ত মনোযোগ ক্রমেই মুমূর্ষু হতে থাকা ভাই এবং সামনের অদ্ভুত পরিবেশ, এই দুইয়ে বিভক্ত হয়ে গেছে। এরইমধ্যে ফ্রাঙ্কের বাঁধনগুলো পুরোটাই রক্তে জব জব করছে। মাছির ঝাঁক ভনভন করছে চারপাশে, কিছু আবার জেঁকে বসেছে ব্যান্ডেজের ওপর। সস্তায় এমন খাবার কমই পায় ওরা। যত দ্রত সম্ভব রক্ত দিতে হবে তাকে। মাথার ভেতর কয়েকটা চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে শুধু কেলির–নতুন একটা আইভি লাইন, পরিস্কার একটা প্রেসার ব্যান্ডেজ, আরও ব্যাথানাশক ও কিছু অ্যান্টিবায়োটিক উদ্ধারকারী হেলিকপ্টারটা নিয়ে আসার আগ পর্যন্ত ফ্রাঙ্ককে বাঁচিয়ে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে।

কেলির ভেতরটা এখনো ভয় আর আতঙ্কে ভরে আছে। গাছটার গুঁড়ির ভেতরে ঢুকতেই কেলি যা দেখল তাতে বিস্মিত না হয়ে পারল না। কেলি আশা করেছিল একটা সরু ও খাড়া সিঁড়ি অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। তার বদলে যে পথটা সে দেখতে পেল সেটা বেশ প্রশস্ত ও সমান, এঁকেবেঁকে উঠে গেছে একেবারে গাছের মাথায়, মানুষগুলোর ঘর-বাড়ির দিকে। দেয়ালগুলো খুব মসৃণ আর রঙটা ঠিক গাঢ় মধুর মত। অল্প কিছু নীলচে হাতের ছাপ দিয়ে সাজানো হয়েছে দেয়লটাকে। প্রবেশদ্বার থেকে শুরু করে প্রতি ত্রিশ ফিট পর পর একটা সরু জানালা কাটা হয়েছে দেয়ালের গায়ে, অনেকটা দূর্গের দেয়ালের মত করে। সকালের তীর্যক আলো জানালা দিয়ে ঢুকে আলোকিত করছে তাদের পথ। সামনের গাইডকে অনুসরণ করতে করতে কেলি এবং কাউয়ি উঠতে থাকল আঁকাবাঁকা পথ ধরে। মেঝেটাও বেশ মসৃণ তবে সেখানে যথেষ্ট খাঁজ রয়েছে পিছলে না পড়ার জন্য। পথের খাড়া ভাবটা যদিও কম তবু খুব তাড়াতাড়িই হাফাতে শুরু করল কেলি, কিন্তু উত্তেজনা আর ভয়ের কারণে থামার কোন ফুসরৎই পেল না। ভয় তার ভাইকে

নিয়ে, ভয় সবগুলো মানুষের জীবন নিয়ে।

"সুড়ঙ্গটা একেবারে প্রাকৃতিক মনে হচ্ছে," পেছন থেকে নিচুস্বরে বলল কাউয়ি। "দেয়ালগুলো কি মসৃণ, পথের বাঁকগুলোও নিখুঁত। দেখে মনে হয় যেন গাছের ভেতরে এই ফাঁপা অংশগুলো এমনিতেই ছিল এখানে, মানুষের বানানো নয়।"

জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিল কেলি কিন্তু শব্দ বেরুল না মুখ দিয়ে। তীব্র ক্লান্তি ও ভয় জেঁকে ধরেছে তাকে। প্রফেসরের কথাগুলো তার মনোযোগকে দেয়াল ও মেঝের দিকে নিয়ে এল। এবার বুঝতে পারল প্রফেসরের কথা। কোথাও কোন কুড়াল বা অন্য কোন যন্ত্রের ছাপ বা দাগ নেই। শুধু জানালাগুলোই মানুষের বানানো তা বোঝা যাচ্ছে। পার্থক্যটা খুবই পরিস্কার। এই মানুষগুলো কি ভাগ্যক্রমে এমন একটা সুড়ঙ্গের খোঁজ পেয়ে তার থেকে সুবিধা ভোগ করে নিচ্ছে? আসার পথে ব্যান-আলিদের যে ঘর-বাড়ি চোখে পড়েছিল তাতে সন্দেহাতীতভাবেই প্রমান হয় এই মানুষগুলো দক্ষ প্রকৌশলি, বিশেষ করে প্রকৃতির সাথে কৃত্রিমতার মিশ্রণের কাজে। হয়তো একই মেধা এখানেও প্রয়োগ করা হয়েছে।

পেছন থেকে মন্তব্য করল প্রফেসর, "মাছিগুলো ভেগেছে।" কেলি দেখল তার ভায়ের রক্তে ভেঁজা ব্যান্ডেজের চারপাশে ভন ভন করতে থাকা মাছির ঝাঁকটা আসলেই উধাও হয়ে গেছে। "বদমাশগুলো পালিয়েছে আমরা এই গাছের ভেতর আসার পর পরই," যোগ করল কাউয়ি। "এই গাছের শরীর থেকে গন্ধযুক্ত তৈলাক্ত কিছু একটা বের হয় যে কারণে পোকা মাকড়েরা দূরে থাকে।"

কেলির নাকেও বিশেষ একটা গন্ধ ধরা পড়েছে। তার কাছে কেমন যেন পরিচিত মনে হচ্ছে গন্ধটা। অনেকটা শুকনো ইউক্যালিপ্টাসের মত ঔষধি এবং মিষ্টি তবে সেই সাথে তীব্র একটা ভিন্ন গন্ধও আছে, মনে হল যেন পেঁকে যাওয়া কোন ফল আর উর্বর মাটির সোঁদা গন্ধের অপূর্ব এক সংমিশ্রণ। মাথা ঘুরিয়ে কেলি দেখল তার ভায়ের ব্যান্ডেজগুলো রক্তে ভিঁজে একাকার। এভাবে রক্ত বের হতে থাকলে তাকে বাঁচান যাবে না। কিছু একটা করতেই হবে। আরও একটু হাটতেই শীতল এক আতঙ্ক গ্রাস করল তাকে, সেইসাথে ক্লান্তিও চেপে ধরেছে, তবু গতি বাড়াল সে। আরও কিছু দূর এগিয়ে সুড়ঙ্গের খোলামুখ দেখতে পেল। সেটা অতিক্রম করতেই লক্ষ্য করল রাস্তাটা তাদেরকে এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে যেটাকে ঠিক কি বলা যায় তা বুঝতে পারল না। একবার মনে হল কুঁড়েঘরের মত কিছু একটা, আবার মনে হল তারা যেন আছে সুড়ঙ্গের মধ্যেই। জায়গাটা বেশ চওড়া, অনায়াসে একটা ট্যাক্সি যেতে পারবে ওটার মধ্য দিয়ে। কিছু দূরেই কুঁড়েঘরগুলো দেখা গেল। পথ যেন ফুরোচ্ছেই না, উঁচুতে উঠে যাচ্ছে সবাই ধীরে ধীরে। উদ্বেগ ঘিরে ধরেছে কেলিকে, তবু ক্লান্তি ছাপিয়ে যাচ্ছে সব কিছু। হোঁচট খেয়ে পড়তে চাচ্ছে তার শরীর, পা দুটো কোনমতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সে, হাঁপিয়ে উঠছে চরম মাত্রায়। চোখ দুটো জ্বালা-পোড়া করছে বিরামহীনভাবে বেয়ে আসা ঘামের কারণে। অবচেতন মন তার শরীরকে ঠেলে দিতে চাইছে বিশ্রামের দিকে বারবার কিন্তু সে ফ্রাঙ্ককে হারাতে চায় না।

তাদের পথপ্রদর্শক বারবার পিছন ফিরে দেখছে তাদের অবস্থান। এতটা দূর আসার পর সে গতি থামিয়ে তাদের দিকে ফিরে কেলির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

"আমি সাহায্য করবে," হাত মুঠো করে বুকের একপাশে চাপড় দিয়ে বলল সে, "আমি শক্তিশালী আছে।" কেলিকে আলতো করে একপাশে ঠেলে স্ট্রেচারের হাতল শক্তহাতে তুলে নিল লোকটা।

শরীর প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে যাবার কারণে আর বাধা দিল না কেলি। মুখ ফুটে যে একটু ধন্যবাদ জানাবে সে-ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে এখন। ও একপাশে সরে যেতেই মানুষ দু-জন আরো দ্রুত গতিতে উপরে উঠতে শুরু করল। কেলিও সমান তালে চলতে থাকলো স্ট্রেচারের পাশে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ফ্রাঙ্ক। শ্বাশ-প্রশ্বাসও কমে আসছে দ্রুত। স্ট্রেচারের ভার থেকে মুক্ত হওয়াতে তার সম্পূর্ন মনোযোগ ভায়ের দিকে এখন। সে দ্রুত স্টেথোস্কোপটা বের করে ফ্রাঙ্কের বুকে ধরলো। হৃদস্পন্দন চলছে ধীর গতিতে, ফুসফুস যেন চুপসে যাচ্ছে ক্রমশ। শরীর অসাড় হয়ে আসছে দ্রুত, হাইপোলেমিক শকের আশঙ্কা দেখা দিল কেলির মনে। রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে হবে দ্রুত। ভায়ের দিকে খেয়াল রাখতে গিয়ে সে বুঝতে পারে নি কখন সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে চলে এসেছে। ফেলে আসা সপূল পথটা বিক্ষিপ্তভাবে শেষ হয়েছে খোলা একটি প্রান্তে গিয়ে। এটা সুড়ঙ্গে ঢোকার প্রবেশদ্বারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে সূর্যের আলো পড়া জায়গায় না গিয়ে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হল এমন একটি জায়গায় যেটার গঠন ফাঁপা এবং মেঝেটা বড়সড় একটা পিরিচের মত।

চারপাশটা একবার চোখ বোলাল কেলি, খানিক আগে দেখা দেয়ালের আলো-বাতাস চলাচল করা কোটরগুলো এখানেও দেখা গেল অনেক উঁচু অবধি। বৃত্তাকার জায়গাটা একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের দূরত্ব একশো মিটারের মত হবে, যেন দৈত্যাকার এই গাছের মাঝে বিরাট আকারের এক বুদবুদের গোলক, মূল গাছ থেকে আলাদ হয়ে আছে আংশিকভাবে।

"এই ফাঁপা জায়গাটা তো বিশাল," কাউয়ি বলল গোলকসদৃশ জায়গাটার দিকে ইঙ্গিত করে। "এমন ফাঁকা জায়গা সাধারণত তৈরি হয় ওক্ বা এরকম কোন গাছে বিভিন্ন পোকা আর পরজীবির আক্রমণে।"

তুলনাটা ভাল লাগল কেলির কাছে, তবে এই শূন্যস্থানটা কোন পোকা-মাকড়ের সৃষ্ট নয়। বাঁকানো দেয়ালজুড়ে বেশ কিছু হাতেবোনা হ্যামোক ঝুলছে, কমপক্ষে বারোটি তো হবেই, সবগুলোই আঙটাজাতীয় কিছুর সাথে বাঁধা। তাদের কয়েকটাতে কিছু ইন্ডিয়ান শুয়ে আছে হাত-পা ছড়িয়ে বিবস্ত্র অবস্থায়। কিছু ব্যস্ত আলি দেখা গেল তাদের চারপাশজুড়ে কাজে ব্যস্ত। বেশ কিছু নারী-পুরুষকে দেখা গেল বিভিন্ন রকম অসুস্থতা নিয়ে জড়ো হয়েছে। কারো পায়ে ব্যান্ডেজ, একজনের হাতে প্লাস্টার, কারো বা জ্বর। সে দেখল এক ইন্ডিয়ান তার গভীরভাবে কেটে যাওয়া বুক নিয়ে হাজির হতেই আরেক ইন্ডিয়ান দ্রুত সেখানে গাঢ় থকথকে কিছু একটা লাগিয়ে দিতেই তার আর্তনাদ মিলিয়ে গেল অনেকটা। কেলির আর বুঝতে বাকি রইলনা সে কি দেখছে—একটা হাসপাতালের ওয়ার্ড।

তাদেরকে এখানে আসতে বলেছিল যে বেটে ইন্ডিয়ানটি, সে দাঁড়িয়ে আছে কয়েক মিটার দূরে। চাহ্নিতে অধৈর্যের বহিঃপ্রকাশ স্পষ্ট। সে একটা খালি হ্যামোক দেখিয়ে দ্রুত কিছু বলল নিজের ভাষায়। তাদের গাইড মাথা নেড়ে সায় দিয়ে হ্যামোকের দিকে নিয়ে গেল সবাইকে।

হাঁটা শুরু করতেই বিড়বিড় করে কথা শুরু করল প্রফেসর। "আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তবে ওটা ইয়ানোমামো ভাষা।"

মুখ ঘুরিয় তাকাল কেলি প্রফেসরের দিকে। তার কণ্ঠে ভয় ও বিস্ময়।

ব্যাখ্যা করা শুরু হল প্রফেসরের। "জানামতে ইয়ানোমামো ভাষার কোন প্রতিপক্ষ বা সমকক্ষ আর ভাষা নেই। তাদের বাচনভঙ্গি এবং স্বরগঠন পুরোপুরিই স্বতন্ত্র, আর এটা কেবল তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। একটা সত্যিকারের নির্বাসিত একটি ভাষা। এই ইয়ানোমামোরাই যে আমাজনের সবচেয়ে প্রাচীন মানুষদের উত্তরসূরী এমনটা ভাবার পেছনে যে কারণগুলো আছে তার মধ্যে এই ভাষার ব্যাপারটা অন্যতম।" দৃষ্টি যেন আরও প্রসারিত প্রফেসরের, দেখছে গোলাকৃতি এই চেম্বারের সব নারী-পুরুষগুলোকে। "ব্যান-আলি নিশ্চয় ইয়ানোমামোরই একটি ছোট দল, যেটা হারিয়ে গেছে সবার অগোচরে।"

কোনমতে মাথা নাড়ল কেলি, দুশ্চিন্তায় ভরা মাথায় প্রফেসরের এই পর্যবেক্ষণকে সাদরে গ্রহণ করল সে। তার মনোযোগ এখনো নিজের ভায়ের দিকে।

বেটে ইন্ডিয়ানের নির্দেশে হ্যামোকটা একটু নিচু করা হলে ফ্রাঙ্ককে সেখানে স্থানান্তর করা হল। খুব নার্ভাস ভঙ্গিতে হ্যামোকের পাশে গিয়ে দাঁড়াল কেলি, নড়াচড়ার করণে সৃষ্ট ঝাঁকুনিতে আর্তনাদ করে উঠলো ফ্রাঙ্ক, চোখের পাতা পিটপিট করে উঠলো। তার শরীরে দেয়া চেতনানাশকের তীব্রতা স্পষ্টতই কমে আসছে। কেলি দ্রুত স্ট্রেচারের উপর রাখা মেডিকেল প্যাকটা তুলে নিল। সিরিঞ্জ এবং মরফিনের বোতল বের করার আগেই বেটে ইন্ডিয়ানটি উচ্চস্বরে কাউকে কিছু একটা আদেশ দিলে তাদের গাইড এবং আরেকজন ইন্ডিয়ান মিলে ফ্রাঙ্কের দু-পায়ের ব্যান্ডেজগুলো আলগা করতে লাগলো। তাদের হাতে অস্ত্র বলতে হাঁড়ের ছুরি মাত্র।

"না, না!" চিৎকার দিল কেলি কিন্তু তার কথা কানে তুললো না কেউই। তারা রক্তে ভেঁজা ব্যান্ডেজগুলো আলগা করতেই সাথে সাথে রক্তপাত শুরু হয়ে গেল।

কেলি হ্যামোকের কাছে ছুটে গেল, লম্বা ইন্ডিয়ানটার কনুই ধরে তার হাতটা সরিয়ে আনতে চাইলো। "না! তুমি জানো না তুমি কি করছো! জায়গাটা আগে শক্ত করে বাঁধব আমি। একটা আইভি লাইনও দিতে হবে। না-হলে রক্তপাতে মারা যাবে সে।"

ইন্ডিয়ানটা ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে বিস্ময়ে ভ্রু কুচকে তাকালো কেলির দিকে। এগিয়ে এলো কাউয়ি। "এই মেয়েটাই আমাদের চিকিৎসক," কেলিকে দেখিয়ে বলল সে।

ইন্ডিয়ানটাকে দেখে মনে হল সে যেন এ-কথা শুনে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। ইতস্তত করে তাদের চিকিৎসক বেটে শামানটির দিকে তাকালো। বেটে ইন্ডিয়ান ফ্রাঙ্কের মাথার কাছে ঝুঁকে আছে। তার হাতে একটা পাত্র। দেয়ালের একটা জায়গা থেকে চুঁইয়ে আসা

আঠা সংগ্রহ করছে সে। "আমিই এখানকার চিকিৎসক," দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "এটা ব্যান-আলিদের ওষুধ। এটাই রক্তপাত বন্ধ করবে। এটা ইয়াগার খুব শক্তিশালী ওষুধ।"

কেলি তাকাল কাউইর দিকে। শব্দটা অর্থ বলতে লাগলো প্রফেসর। 'ইয়াগা...শব্দটা আসলে ইয়াকার মত...ইয়ানোমামোদের ভাষায় এর অর্থ হল মা।" চারপাশে একবার চোখ বোলাল সে। "ওরা এই গাছটির নাম দিয়েছে ইয়াগা। এটা ওদের কাছে দেবতার মত।"

ইন্ডিয়ান শামান তার পাত্রটি নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, অর্ধেকটা ভরে আছে লালচে আঠা। "শক্তিশালী ওষুধ," আবারো বলল সে। তারপর পাত্র হাতে হ্যামোকের কাছে এসে দাঁড়ালো সে। "ইয়াগার এই রক্ত, এই মানুষটির রক্তপাত বন্ধ করবে।" কথাটা মনে হল যেন মুখস্থ কোন প্রবাদবাক্য। লম্বা ইন্ডিয়ান দুটোকে আরো দ্রুত ব্যান্ডেজগুলো কেটে ফেলার নির্দেশ দিল সে।

কেলি আবারও কিছু বলতে চাইলে কাউই তার বাহুতে চাপ দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল। "ব্যান্ডেজ এবং এলআরএস ব্যাগ রেডি রাখো," ফিসফিস করে কেলিকে সে বলল। "প্রস্তুত থাক, কিছুই বলা যাচ্ছে না। তবে আগে দেখি এই ওষুধে কাজ হয় কিনা।"

শান্ত হল কেলি, তার মনে পড়লো সাও গ্যাব্রিয়েলের হাসপাতালের সেই ছোট ইন্ডিয়ান মেয়েটির কথা। মুহূর্তেই চোখে ভেসে উঠল সেই দৃশ্য কিভাবে আধুনিক চিকিৎসা ব্যর্থ হয়েছিল। এক মুহূর্তের জন্য ব্যান-আলির ওপর নির্ভর করলো সে, তবে যতটা না বেটে ইন্ডিয়ানটার কাজে তার চেয়ে বেশি প্রফেসর কাউইর কথায়। চট করে নিজের মেডিকেল ব্যাগের উপর ঝুঁকে পড়ে দ্রুত আঙুল চালাতে লাগলো ওটার মধ্যে। কেলি যা খুঁজছিল তা পেতেই তার চোখে পড়লো কাছের দেয়ালে একটা নালী দিয়ে লালচে আঠা আসছে। ইয়াগার রক্ত। আঠাটা যে লতার ভিতর দিয়ে আসছে ওটা ঠিক কালো একটা ফিতার মত ঝুলে আছে উপর থেকে। আরো কিছু লতা চোখে পড়ল, প্রত্যেকটিই থেমেছে হ্যামোগুলোর কাছে গিয়ে।

ব্যান্ডেজের প্যাকেট হাতে কেলি তার ভায়ের পাশে দাঁড়িয়ে দেখল, ব্যান্ডেজগুলো ততক্ষণে খুলে নেয়া হয়েছে। কি করবে বুঝে উঠতে পারলো না সে। কোন ডাক্তার নয়, একজন বোনের দৃষ্টি নিয়েই অনুভব করছে এখন। তবে যা দেখছে তা সহ্য করা তার পক্ষে কষ্টকর। সাদা হাঁড়ের প্রান্তগুলো বেরিয়ে পড়েছে, ছিড়ে যাওয়া মাংশপেশীগুলো কাঁপছে যেন, গাঢ়রক্ত খানিকটা ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এসে হ্যামোক গলে মেঝেতে পড়ল। কেলি আবিষ্কার করল তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। চারপাশের কোলাহল কখনো মনে হচ্ছে অনেক দূরে, একই সাথে তীক্ষ্ণ হয়ে কানে এসে বাজছে। দৃষ্টিসীমা সংকুচিত হয়ে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে তার সামনে পড়ে থাকা মানুষটির দিকে। মানুষটি ফ্রাঙ্ক নয়...তার মনকে এটা বলে প্রবোধ দিতে চাইলো সে। কিন্তু মনের আরো গভীরে সে জানে আসল সত্যটি–খুবই খারাপ অবস্থায় আছে তার ভাই। অশ্রুতে ভরে গেল চোখ দুটো, একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে চাইলো, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এলো তার কণ্ঠ। এমন সময় টের পেল তার কাঁধে কাউইর হাতটা। কেলিকে সমবেদনা প্রকাশ করল সে।

"ওহ্ গড...প্লিজ..." ফুঁপিয়ে উঠল মেয়েটি।

তার এই কান্নাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে ব্যান-আলি শামানটি গভীর মনোযোগ দিয়ে ক্ষতস্থানগুলো দেখতে লাগল। তারপর সে পাত্র থেকে লালচে আঠা তুলো নিল হাতে। পোর্টওয়াইনের মত দেখতে আঠাটুকু ক্ষতস্থানে লাগাতে শুরু করল এবার। প্রতিক্রিয়াটা বেশ দ্রুত আর ভয়ঙ্কর হল। ফ্রাঙ্কের পা দুটো এমনভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলে যেন ইলেট্রিক শক দেয়া হয়েছে তাকে। চেতনাহীনতার মাঝেই কেঁদে উঠলো ফ্রাঙ্ক পশুর মত শব্দ করে।

কেলি হুমড়ি খেয়ে পড়ল ভায়ের উপর। "ফ্রাঙ্ক!"

শামানটি কেলির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কিছু বলতে বলতে পেছনে সরে গেল। তাকে কোন বাধা দিল না সে। ভায়ের উপর ঝুঁকে পড়ে একটা হাত তুলে নিল কেলি কিন্তু ফ্রাঙ্কের কেঁদে ওঠার শব্দ ততক্ষণে মিলিয়ে গেছে। শরীরটা যেন আবারো নিস্তেজ হয়ে গেছে তার। কেলি বুঝতে পারল সে আর বেঁচে নেই। আরেকটু ঝুঁকে গেল সে, তারপর জোরে কাঁদতে শুরু করল। তখনই কেলি বুঝতে পারল তার ফুসফুস কাঁপছে, আরো গভীরে স্পন্দিত হচ্ছে হৃৎপিণ্ড!

বেঁচে আছে! পরিত্রাণের অনুভূতি নিয়ে হাটু ভেঙে বসে পড়ল সে। তার ক্ষতস্থানগুলো দৃশ্যমান হয়ে আছে এখনো তার চোখের সামনে। হয়তো খারাপ কিছু হতে চলেছে এমনটা অনুভব করে নতুন ব্যান্ডেজগুলো কাজে লাগাবে ভাবলো। কিন্তু সেগুলোর আর প্রয়োজন নেই। গাঢ় আঠাটা ক্ষতস্থানের যেখানেই লাগছে, একটা মজবুত সিল তৈরি হয়ে যাচ্ছে। বড়বড় চোখে একমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে হাত বাড়িয়ে জিনিসটা স্পর্শ করল কেলি। বস্তুটা আর চটচটে নেই তাই হাতে লাগল না একটুও। কেমন যেন শরীরের চামড়ার মত মনে হল, আর বেশ মজবুতও। যেন প্রাকৃতিক ব্যান্ডেজ। গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে শামানটির দিকে তাকাল সে। রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে, ক্ষতস্থানও মজবুতভাবে আটকে গিয়েছে।

"ইয়াগা তাকে যোগ্য মনে করছে," বলল শামান। "সে সুস্থ হয়ে যাবে।"

বিস্ময়াভিভূত কেলি উঠে দাঁড়িয়ে দেখল শামান তার ভায়ের কেটে-ছিড়ে যাওয়া অন্যান্য অঙ্গেও এই বিস্ময়কর বস্তুটা লাগিয়ে দিচ্ছে পরম যত্নে। "বিশ্বাস করতে পারছি না আমি," অনেক কষ্টে বলল কেলি, একেবারে ক্ষীণস্বরে।

কাউয়ি আবারো নিজের বাহুডোরে টেনে নিল কেলিকে। "আমি পনের রকমের ভিন্ন-ভিন্ন গাছ চিনি যেগুলোর এমন ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু এখানে যা দেখলাম তার ধারেকাছেও নেই একটা। এটাই সবচেয়ে কার্যকরী।"

দ্বিতীয় পায়ে আঠাটা লাগাতেই ফ্রাঙ্কের শরীর কেঁপে উঠল আবার। লাগানো শেষ করে শেষবারের মত একবার নিজের কাজ পর্যবেক্ষণ করল শামান, তারপর ঘুরে দাঁড়াল তাদের দিকে। "এই ইয়াগা তাকে রক্ষা করবে," গম্ভীর কণ্ঠে বলল সে।

"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ," কেলি বলল।

ছোটখাট ইন্ডিয়ানটি মাথা ঘুরিয়ে তাকাল তার ভায়ের দিকে। "সে এখন একজন ব্যান-আলি। বেছে নেয়াদের মধ্যে একজন।"

ভ্রু-কুটি করল কেলি।

বলে চলল শামান। "তাকে এখন এই ইয়াগার সেবা করে যেতে হয়ে সবদিক দিয়ে, সারাটা জীবন।" এগুলো বলেই সে ঘুরে দাঁড়াল তবে সাথে আরও কিছু বলল নিজের ভাষায়, খুব ভয়ঙ্কর এবং হুমকির সুরে।

মানুষটা চলে যেতেই প্রফেসরের দিকে ঘুরল কেলি, তার চোখে-মুখে প্রশ্ন।

মাথা ঝাঁকাল প্রফেসর। "আমি একটা শব্দই বুঝলাম শুধু–ব্যান-ই।"

"এটার মানে কি?"

ফ্রাঙ্কের দিকে তাকাল কাউয়ি। "ক্রীতদাস।"

অধ্যায় ১৫

হেলথ কেয়ার
আগস্ট ১৬, বেলা ১১:৪৩
ইস্টার ইন্সটিটিউটের হাসপাতাল বিভাগ
ল্যাংলে ভার্জিনিয়া।

এমন হতাশায় আর কখনো ভোগে নি লরেন। তার নাতনিটা চাদর আর বালিশে এক রকম ঢাকাই পড়ে আছে, এটুকু একটা বাচ্চা অথচ কত রকম ক্যাবল, স্যালাইনের নল, মনিটর, যন্ত্রপাতি ঘিরে রয়েছে তাকে। আপদমস্তক প্রতিরক্ষা জ্যাকেট দিয়ে আবৃত থাকা সত্ত্বেও সে বিভিন্ন রকম যন্ত্র থেকে আসা বিপ্ শব্দগুলো শুনতে পাচ্ছে স্পষ্ট। দীর্ঘ আর সরু এই ঘরে জেসি একমাত্র আক্রান্ত বাচ্চা নয়। গতকাল আরো পাঁচজনকে ভর্তি করা হয়েছে এখানে।

আগামী দিনগুলোতে আরো কতজন আক্রান্ত হয় কে জানে। মহামারী বিশেষজ্ঞের দেখানো কম্পিউটারের সেই মডেলটার কথা মনে পড়ল তার। সে দেখেছিল কিভাবে রোগটি সমস্ত আমেরিকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। কানাডাতেও এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার খবর রিপোর্ট করা হয়েছে। সাথে এটাও শুনেছে, জার্মানিতেও আক্রান্ত দুটো শিশুকে ফ্লোরিডাতে এনে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এখন।

এখন সে অনুধাবন করতে পারছে ডক্টর এলভিসোর ভয়ঙ্কর মডেলটা আক্রান্তদের সংখ্যা ভবিষ্যৎবাণী করার ক্ষেত্রে বেশ দুর্বলই বলা চলে। শুধু আজ ব্রাজিলে আরো কিছু সংখ্যক আক্রান্তদের সম্পর্কে রিপোর্ট করা হয়েছে, নতুন আক্রান্তদের মধ্যে শোনা যাচ্ছে স্বাস্থ্যবান পূর্ণবয়স্করাও রয়েছে। বাচ্চাগুলোর মত এই রোগীগুলো জ্বরে ভোগে নি, তার পরিবর্তে তাদের শরীরে টিউমার এবং ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ছে ঠিক জেরাল্ড ক্লার্কের বেলায় যেমনটা দেখা গিয়েছিল। এ বিষয়ে লরেন ইতিমধ্যে খানিকটা গবেষণাও করেছে। তবে ঠিক এই মুহূর্তে তার দুশ্চিন্তা অন্য কিছু নিয়ে। একটা চেয়ার নিয়ে জেসির বিছানার পাশে বসল সে। তার নাতনি এখন ছোটদের একটা অনুষ্ঠান দেখছে। মনিটরটা তার রুমে হলেও ভিডিওটা চালানো হচ্ছে বাইরে থেকে। হাসির অনুষ্ঠানটি ছোট্ট মেয়েটির ঠোঁটে জাগাচ্ছে না কোন কম্পন, না জাগাচ্ছে কোন হাসির রেখা। যন্ত্রের মত সে শুধু তাকিয়ে আছে, ছলছল চোখ দুটো, ঘামে ভেঁজা চুলগুলো উসকো-খুসকো হয়ে আছে।

তাকে দেয়ার মত কোন প্রশান্তি লরেনের কাছে নেই এখন। মমতার স্পর্শের অনুভূতিটুকুও বাধা পড়েছে কৃত্রিম জ্যাকেটের কারণে। সর্বোচ্চ সে যা করতে পারে তা হল মেয়েটির পাশে বসে থাকা, একটা পরিচিত মুখ তাকে দেখতে দেওয়া, তাকে বুঝতে দেয়া যে সে মোটেও একা নয়। কিন্তু সে তো আর জেসির মা না। প্রতিবারই ওয়ার্ডের দরজাটা যখন শব্দ করে খুলে যায় জেসি মাথা ঘুরিয়ে দেখে কে এলো, আশার ঝলকানি ক্ষণিকের

জন্য দেখা যায় চোখে, কিন্তু ততক্ষণাৎ মিলিয়ে যায় হতাশায়। হয়তো কোন নার্স অথবা একজন ডাক্তার। কিন্তু তার মা আর আসে না। এমন কি লরেন নিজেরও দরজার দিকে খেয়াল করে বার বার, মনে মনে প্রার্থনা করে মার্শালের জন্য যেন সে কেলি ও ফ্রাঙ্কের ভাল কোন খবর নিয়ে আসে। ওদিকে আমাজনে ব্রাজিলের উদ্ধার করা হেলিকাপ্টারটি ওয়াউই'র ফিল্ড ছেড়ে রওনা দিয়েছে কয়েক ঘণ্টা আগে। নিশ্চিন্তভাবে উদ্ধারকারীরা এতক্ষণে হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলোর কাছে পৌছে গেছে। কেলিও এতক্ষণে হয়তো বাড়ির পথে পাড়ি জমিয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কোন খবর নেই। অপেক্ষার মুহূর্তগুলো তীব্র ক্লান্তিকর লাগছে।

জেসি একটু নড়ে উঠে তার শরীরের সাথে লাগানো ক্যাথেটার পাইপটি টেনে ধরলো। "ছেড়ে দাও ওটা, সোনামনি," লরেন বলল।

হাতটা সরিয়ে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেসি, বালিশে আবারও মাথা গুঁজে দিল সে। "মা কোথায়?" সহস্র বারের মত প্রশ্নটি করল। "আমার মাকে এনে দাও।"

"সে আসবে, সোনামনি। কিন্তু দক্ষিণ-আমেরিকা তো অনেক দূরে। তুমি আরেকটু ঘুমিয়ে নাও।"

বিরক্তি ফুটে উঠলো জেসির চোখে-মুখে। "আমার মুখ ব্যাথা করছে।"

লরেন উঠে টেবিল থেকে স্ট্র দেয়া একটা কাপ তুলে নিল। কাপটিতে জুসের সাথে ব্যথানাশক ওষুধ মেশানো। "পাইপটা মুখে দাও সোনা, জুসটা একটুখানি খাও, ব্যাথা চলে যাবে এতে।"

জ্বরের কারণে মেয়েটির মুখ থেকে এরইমধ্যে লালছে ফেনা বেরুচ্ছে, সাথে বিভিন্ন রকম পাচক রস বের হয়ে এসে ঠোঁটের উপর গভীর রেখা সৃষ্টি করেছে। সন্দেহের আর কোন অবকাশ নেই যে, জেসিও এই ভয়ঙ্কর রোগটায় আক্রান্ত। স্ট্রতে একটা টান দিতেই তার মুখমণ্ডল বেঁকে গেল অভক্তিতে। "বিশ্রী স্বাদ এটা। মা তো এমন বানায় না।"

"আমি জানি, সোনা, কিন্তু এটা খেলে তোমার ব্যাথা ভাল হয়ে যাবে।"

"পঁচা বিশ্রী স্বাদ..." বিড়বিড় করে বলললো জেসি, তার দৃষ্টি আবারো ফিরে গেল ভিডিও স্ক্রিনের দিকে।

চুপচাপ বসে আছে দু-জন। পাশের বেড থেকে একটা বাচ্চা কেঁদে উঠল। অন্যদিকে টেলিভিশন থেকে ভেসে আসছে বাচ্চাদের অনুষ্ঠানের একটি গান। দুয়ে মিলে একটা ধাতব শব্দের মত মনে হল লরেনের কাছে, গায়ে সুটের কারণে এমনটা হচ্ছে বুঝল সে। এভাবে আর কতজন? ভাবল লরেন। কতজন অসুস্থ হবে আরও? আর কতজন মরবে এভাবে?

সিল করা দরজাটা খুলে যেতেই হিস করে শব্দ হল পেছনে। লরেন ঘুরে দেখল দীর্ঘকায় মোটাসোটা একজন প্রতিরক্ষা জ্যাকেট গায়ে এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়, হাতে অক্সিজেন লাইন। একটু নিচু হয়ে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল সে। কাছে আসতেই মুখের সচ্ছ প্লাস্টিকের আবরণটা ভেদ করে লরেন চেহারাটা দেখতে পেল। তার স্বামী।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল সে। "মার্শাল..."

সে হাত নেড়ে একটু সম্ভাষন জানিয়ে অক্সিজেনের পাইপটা দেয়ালের একটা হুকে আটকে রেখে জেসির বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল।

"গ্র্যান্ডপা।" বলল জেসি, ক্লান্ত একটা হাসি দিয়ে।

এই মানুষটার জন্য অন্যরকম এক ভালবাসা অনুভব করে মেয়েটা। মার্শালই একমাত্র পুরুষ জেসির কাছে যার মাঝে সে খুঁজে পায় বাবার ছায়া। এমন অসুস্থতার মাঝেও জেসির এমন সাড়া দেয়াটা অনেক আনন্দের।

"লিটল পামপকিন, কেমন লাগছে দেখতে সোনা?"

"আমি তো এখন *বুবু দ্য বিয়ার* দেখছি।"

"তাই নাকি? মজা লাগছে তো?"

দ্রুত মাথা নাড়ল সে।

"আমিও দেখব তোমার সাথে। একটু সরে বস তো, সোনা।"

খুব আনন্দিত হল জেসি। একপাশে একটুখানি সরে গিয়ে জায়গা করে দিল তার পাশে বসতে। নিজের বাহুটা জেসির কাঁধের চারপাশে রাখল মার্শাল। জেসিও হেলান দিল তার গায়ে, মজা নিয়ে তাকিয়ে আছে স্ক্রিনের দিকে।

লরেনের সাথে চোখাচোখি হল মার্শালের। মাথাটা একটু ঝাঁকাল তার স্বামী। ভ্রু কুচকে গেল লরেনের। কি বোঝাতে চাইছে মার্শাল?

বোঝার জন্য জ্যাকেটের সাথে লাগান রেডিওটা অন করল সে যাতে জেসির অগোচরেই কথা-বার্তা বলা যায় লরেনের সাথে।

"কি অবস্থা এখন জেসির?" জিজ্ঞেস করল মার্শাল।

সোজা হয়ে বসল লরেন, ঝুঁকে এল তার দিকে। "ওর তাপমাত্রা নেমে গেছে একানব্বইতে, কিন্তু সার্বিক পরীক্ষার ফল ভাল না। শ্বেতরক্ত কণিকা কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে লোহিত কণিকার বিলিরুবিন বাড়ছে।"

কষ্টে চোখ বন্ধ করে ফেলল মার্শাল। "দ্বিতীয় স্টেজে আছে?"

কণ্ঠের জোর হারিয়ে ফেলল লরেন। সারা দেশের আক্রান্ত হওয়া অসংখ্য রোগিদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এখন এই রোগটার মাত্রা ও ফলাফল নিরুপন করা যাচ্ছে ভালভাবেই। দ্বিতীয় স্টেজ স্বাভাবিক জ্বর থেকে আরও খারাপ দিকে যাওয়াকে নির্দেশ করে। জেসির এখন যেমনটা। এই অবস্থায় জ্বর থাকে না তবে রক্তে লোহিত কণিকা কমতে থাকে সাথে রক্তপাত ও বমিভাব শুরু হয়।

"এখনি হয়ত না," বলল লরেন। "কাল নাগাদ বা হয়তো সর্বোচ্চ গেলে আরও এক দিন।"

তার দু-জনেই জানে ঐ স্টেজে কি হতে পারে। খুব ভাল সেবা দিলেও দ্বিতীয় স্টেজটি তিন থেকে চার দিনের মত থাকে, তারপরই আক্রান্ত ব্যক্তি চলে যায় তৃতীয় স্টেজে, যার ব্যাপ্তি মাত্র একদিন। শুরু হয় তখন তীব্র রক্তপাত। চার নম্বর কোন স্টেজ নেই এই রোগের।

নানাকে জড়িয়ে ধরে রাখা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছে লরেন। এক সপ্তাহরও কম সময় আছে হাতে। মাত্র এই ক'টা দিন-ই সময় পাবে জেসি।

"কেলির কি অবস্থা? তাকে কি উদ্ধার করা হয়েছে? বাড়িতে রওনা হয়েছে তো সে?"

রেডিওটা চুপ মেরে আছে। মার্শালের দিকে তাকাল লরেন। আরও এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল মার্শাল তার দিকে, তারপর কথা বলল। "তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। সর্বশেষ জিপিএস সিগন্যাল ধরে তাদের যেখানে থাকার কথা সেখানে তাদেরকে পাওয়া যায় নি, খোঁজা হয়েছে অনেক কিন্তু কোন চিহ্ন নেই ওখানে।"

লরেনের মনে হল তার পেটে যেন পাথর চাপা পড়ল। "এটা কিভাবে সম্ভব?"

"জানি না আমি। সারা দিন ধরে চেষ্টা করলাম তাদের সাথে স্যাটেলাইটে যোগাযোগ করতে, কিন্তু কোন কাজ হল না। গতকাল যে সমস্যা ছিল আজও সেই সমস্যা হচ্ছে মনে হয়।"

"ওপর থেকে খোঁজা-খুঁজি চলছে না?"

মাথা ঝাঁকাল মার্শাল। "হেলিকপ্টারগুলো ফিরে গিয়েছিল সীমিত জ্বালানির কারণে।"

"মার্শাল..." কণ্ঠ যেন ভেঙে পড়ছে লরেনের।

এগিয়ে এসে সহধর্মিনীর হাতটা তুলে নিল সে। "একবার জ্বালানি ভরে আবারো রাতে পাঠানো হবে ওদের, দেখা যাক ক্যাম্প-ফায়ার চোখে পড়ে কিনা। ইনফ্রারেড সেন্সর দিয়ে খোঁজা হবে ভালভাবে। পরদিন সকালে পাঠান হবে আরও তিনটি হেলিকপ্টার, সাথে থাকবে আমাদের নিজস্ব কমানচি হেলিকপ্টার।" আরও একটু জোর দিয়ে হাতটা চেপে ধরল মার্শাল। "ওদেরকে খুঁজে বের করবেই।"

নিজেকে সম্পূর্ণ অসাড় মনে হল লরেনের। দুটি সন্তান...দু-জনেই বিপদে পড়ে গেছে।

ওদের নিরবতা ভাঙল জেসি, আইভি লাইন দেয়া একটা হাত উঁচু করে দেখাল স্ক্রিনের দিকে। "দেখ কি মজা করে বুবু ভালুকটা।"

রাত ১:০৫

প্রায় পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ মইটা বেয়ে গাছের উপরের ঘরগুলো থেকে নিচে নেমে এল নাথান। তিন তলাবিশিষ্ট সম্পূর্ণ কাঠামোটি দাঁড়িয়ে আছে একটা নাইটক্যাপ ওক্ গাছের শির্ষে। নাথান চিনতে পারল এরকম গাছের জন্ম হয়েছিল ক্রেটেশাস যুগে। কিছুক্ষণ আগে কেলি ও প্রফেসর যখন ফ্রাঙ্ককে নিয়ে চলে গেল তখন একজোড়া বান-আলি নারী উপস্থিত হয়ে নাথানদের দলটিকে একপ্রান্তে নিয়ে যায়। ইশারা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয় যে, গাছের মাথায় ঘরগুলো নাথানদের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সার্জেন্ট কসটস বাধা দিয়েছিল প্রথমে কিন্তু নমনীয় হতে হয় প্রাইভেট ক্যারেরার ত্বরিৎ ও বুদ্ধিদীপ্ত পর্যবেক্ষণের জন্য।

"ওপরে উঠলে আরও বেশি নিরাপত্তা পাব আমরা। কিন্তু এখানে আমরা এখনো টার্গেট হয়ে আছি বলা যায়। যদি ঐ চিতাগুলো রাতভর পিছু নিয়ে এখান পর্যন্ত এসে থাকে তবে–"

তাকে থামায় কসটস। এত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই তার। "ঠিক আছে, সব মালপত্র ওখানে তোলা যাক, তারপর একটা নিরাপত্তা বলয় তৈরি করতে হবে।"

এমন সতর্কতা অপ্রয়োজনীয় ঠেকেছে নাথানের কাছে। এখানে আসার পর থেকেই ইন্ডিয়ানরা বেশ কৌতুহলি হয়ে আছে তাদের প্রতি, তবে একটা নিরাপদ দূরত্ব রেখে চলছে সবাই। ঝোঁপঝাঁড় আর ছোট জানালা থেকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তাদের গতিবিধি। কোন রকম শত্রুতাপূর্ণ আচরন দেখায় নি কেউই। তবে এখনো নাথানের বেগ পেতে হচ্ছে ভেতরে ভেতরে এই শান্তশিষ্ট ইন্ডিয়ানদের সাথে খুনি ইন্ডিয়ানদের ভারসাম্য করতে গিয়ে। এরাই সেই ইন্ডিয়ান যারা ভয়ঙ্কর পঙ্গপালের ঝাঁক পাঠিয়ে মেরে ফেলেছিল তাদের দলের প্রায় অর্ধেক সদস্য। কিন্তু এটাও সত্য এমন দ্বৈত-আচরন অনেক ইন্ডিয়ানদের মাঝে নতুন কিছু নয়, তাদের জীবনটাই এমন। বাহ্যিকভাবে শত্রুতাপূর্ণ এবং নিষ্ঠুর, কিন্তু একবার কাউকে ভালভাবে গ্রহণ করলে ইন্ডিয়ানরা তখন হয়ে যায় শান্তিপ্রিয় ও খোলা মনের। তারপও কথা কিছু থেকে যায়। এই ইন্ডিয়ানরা পরোক্ষভাবেও দায়ি তাদের দলের আরও কিছু মানুষ মারার পেছনে। ক্রোধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেন দাবানল হয়ে ছাড়িয়ে পড়ল নাথানের বুকে। এই ইন্ডিয়ানদের হাতেই এতগুলো বছর বন্দী জীবন কাটিয়েছে জেরাল্ড ক্লার্ক, সাথে হয়তো তার বাবার দলের আরও সদস্যও ছিল। ঠিক এই মুহূর্তে নিজেকে অনুসন্ধানকারী দলের একজন সদস্য ভাবতে কষ্ট হচ্ছে নাথানের। একজন অ্যানথ্রোপলজিস্ট হিসেবে সে এই অদ্ভুত মানুষগুলোকে বুঝতে পারছে ঠিকই কিন্তু একজন সন্তান হিসেবে যখন এই মানুষগুলোকেই দেখছে ক্রোধ আর বিদ্বেষের তীব্র অনুভূতি বদলে দিচ্ছে যেন তার সবকিছু।

অবশ্য এই মানুষগুলোই আবার ফ্রাঙ্ককে সাহায্য করছে। কিছুক্ষণ আগে প্রফেসর ফিরে এসেছে সাদা গুঁড়ির গাছটার ভেতর থেকে, এসেই ঘোষনা দিল ইন্ডিয়ান ওঝা ও কেলি দু-জনে মিলে ফ্রাঙ্কের অবস্থা সামলাতে পারবে। শত দুঃসংবাদের মাঝে এক টুকরো দূর্লভ সুসংবাদ। ইন্ডিয়ানদের এই সহযোগীতা সত্ত্বেও চিন্তিত দেখাল কাউয়িকে। নাথান তার অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাল প্রফেসরের দিকে কিন্তু কিছু বলার আগেই সে তাকে থামিয়ে দিল।

"পরে বলছি," এটাই শুধু বলল।

লতানো আঙ্গুর গাছের বানানো মইটার শেষ ধাপে পৌছে লাফিয়ে মাটিতে নামল নাথান। গাছটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে দু-জন রেঞ্জার এবং ম্যানুয়েল। টর-টর দাঁড়িয়ে আছে তার পাশেই। দলের বাকি সদস্য জেন, অলিন এবং আনা সবাই থেকে গেছে গাছের উপরের ঘরে, ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যোগাযোগ করার যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে। পাশ দিয়ে যাবার সময় নাথানকে দেখে মাথা নেড়ে সায় দিল ম্যানুয়েল।

"এদিকটা আমি দেখছি," কসটস বলল ক্যাব্রেরাকে। "তুমি ম্যানুয়েলকে নিয়ে চারপাশটা একটু দেখে আস আশেপাশের অঞ্চল সম্পর্কে কতটুকু তথ্য আনতে পার।"

মাথা নাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল নারী রেঞ্জার। ম্যানুয়েল পিছু নিল তার। "আসো, টর-টর।"

নাথানের আগমন চোখে পড়ল কসটসের। "নিচে কি করছ তুমি, র‍্যান্ড?"

"নিজেকে একটু কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি।" মাথা নেড়ে ইশারা করল প্রায় তিনশ

ফুট দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কেবিনটার দিকে। "সূর্যটা এখন বেশ আলো দিচ্ছে সোলার সেলগুলোকে, আশা করি যথেষ্ট চার্জ পাচ্ছে কম্পিউটারটা, তাই দেখতে যাচ্ছি বাবার রেকর্ড করা কোন তথ্য বের করতে পারি কিনা কম্পিউটার থেকে।"

বিরক্তির অভিব্যক্তি ফুটে উঠলেও শেষ পর্যন্ত সায় দিল কসটস। নাথান ঠিকই তার চোখ-মুখের ভাষা পড়তে পারল। "সাবধানে থেকো," সার্জেন্ট বলল।

কাঁধের শটগানটা উঁচু করে ধরল নাথান। "সব সময় তা-ই থাকি।"

পা বাড়াল সে খোলা প্রান্তের দিকে। একটু দূরেই, খোলা জায়গাটার একেবারে প্রান্তে, শিশুদের একটা ঝাঁক জড়ো হয়েছে। তাদের কয়েকজন আবার নাথানকে দেখিয়ে একে অপরের সাথে নিচুস্বরে কথা বলছে। আরেকটা ছোটদল ম্যানুয়েল ও ক্যারেরার পিছু পিছু হাটছে টর-টরের থেকে নিরাপদ দূরত্ব রেখে। সহজাত কৌতূহল পিছু ছাড়ছে না ওদের। ওদিকে কিছুটা ভীত গ্রামের বাকি মানুষগুলো ব্যস্ত হয়ে পড়েছে নিত্যকার কাজে। কয়েকজন নারী পানি নিয়ে আসছে মূল ভূ-খণ্ডের মাঝ দিয়ে ও বিরাট দৈত্যাকার গাছটিকে ঘিরে বয়ে চলা জলের ধারা থেকে। গাছের উপর ঘরগুলো থেকে মানুষজন ওঠানামা করতে শুরু করেছে লতানো মই বেয়ে, কয়েকটা ঘরের সামনের খোলা জায়গার চুলার মত কিছু জ্বালান হয়েছে। দুপুরের খাবার প্রস্তুত করা হচ্ছে। একটা ঘরে দেখা গেল এক প্রবীন নারী পদ্মাসনে বসে বাঁশি বাজাচ্ছে। দূর থেকেই বোঝা গেল বাঁশিটা হরিণের হাঁড় দিয়ে বানান। স্বরটা বেশ উঁচু তবে সুরটা চমৎকার। কাছেই দু-জন পুরুষকে দেখা গেল শিকার করার তীর-ধনুক সাথে নিয়ে হেটে আসছে। নাথানকে অতিক্রম করে যাবার সময় তারা সাদরে গ্রহণ করার একটা অভিব্যক্তি দিল। এমন খোলামেলা আচরণ নাথানকে স্মরণ করিয়ে দিল, যদিও এই গোত্রটি একরকম বিচ্ছিন্ন সবার থেকে তবু শ্বেতাঙ্গ নারী-পুরুষের সাথে বসবাস করেছে তারা এর আগেও। তার বাবার দলের বেঁচে যাওয়া সদস্যরাই ছিল সেই শ্বেতাঙ্গ।

কেবিনের কাছে পৌছাল নাথান। তার বাবার ছড়িটা চোখে পড়ল আবারো। দরজার পাশে রাখা লাঠিটার দিকে তাকাতেই বাকি জগতের সব রহস্য, কোলাহল অদৃশ্য হয়ে গেল যেন মুহূর্তেই। একটা প্রশ্নই মনে জেগে উঠল তার : আসলেই কি হয়েছিল তার বাবার?

শেষ বারের মত দলের সদস্যদের অবস্থান করা উঁচু ঘরগুলো দেখে নিয়ে কেবিনটার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল নাথান। ভ্যাপসা গন্ধ আবারো ঘিরে ধরল তাকে, যেন পুরনো কোন সমাধিতে ঢুকেছে। ভেতরে ল্যাপটপটা আগের জায়গাতেই আছে এখনও। যন্ত্রটা চালু আছে, যেন মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগেও তার বাবা এখানে ছিল। আঁধারের মাঝে উজ্জ্বল স্ক্রিনের আলো মনে হচ্ছে যেন ভয়ের কোন সংকেত। কম্পিউটারে আরও কাছে যেতেই নাথান দেখল মনিটরজুড়ে স্ক্রিন সেভার খেলা করছে। ছোটছোট কিছু ছবির একটা ঝাঁক ভেসে ভেসে স্ক্রিনের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পৌছাচ্ছে। অশ্রু জমা হল তার চোখে। ছবিগুলো তার মায়ের। বয়ে চলা অতীতের আরেকটি অধ্যায়। হাসিমাখা মুখের ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে নাথান। একটায় তার মা হাটুর ওপর ভর দিয়ে বসে আছে ছোট এক ইন্ডিয়ান বালকের পাশে। অন্য একটায়, এক ক্যাপুচিন বানর পা ঝুলিয়ে বসে

আছে তার কাঁধে। আরেকটায় দেখা গেল, সে একটা ছোট ছেলেকে জড়িয়ে ধরে আছে, শ্বেতাঙ্গ বালকটির গয়ে ব্যানিওয়াদের মত পোশাক। ছেলেটি নাথান। বয়স তখন তার ছয় বছর। পুরনো স্মৃতি ভেবে মুখে হাসির একটা রেখা ফুটে উঠল তার, বুক ভেঙে কান্নাও আসছে। তার বাবা যদিও কোন ছবিতে নেই, তার উপস্থিতি ঠিকই অনুভব করতে পারছে সে। যেন তার আত্মা নাথানের ঠিক পেছনেই দাঁড়ান, দেখছে সবকিছু। ঠিক এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে তার পরিবারের এত কাছে সে কখনো আসে নি।

বেশ খানিকক্ষণ পর সে মাউস প্যাডটা খুঁজে পেল। মাউসে নাড়া দিতেই মুছে গেল স্ক্রিন সেভারটা, সেখানে জায়গা করে নিল গতানুগতিক একটি স্ক্রিন। ছোটছোট শিরোনামের কিছু আইকন দেখা গেল পর্দায়, সবগুলো ফাইলের ওপর চোখ বুলাতে থাকল নাথান। প্লান্ট ক্লাসিফিকেশন, ট্রাইবাল কাস্টম, সেলুলার স্ট্যাটিসটিক্স...অনেক অনেক তথ্য। সবগুলো পরীক্ষা করতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। কিন্তু একটা ফাইল তার দৃষ্টি আটকে দিল। আইকন হিসেবে একটা বইয়ের ছবি দেয়া। নিচে লেখা একটা শব্দ : জার্নাল।

নাথান আইকনের ওপর ক্লিক করলে একটা ফাইল ওপেন হল।

আমাজনিয়ান জার্নাল, ডঃ কার্ল র‍্যান্ড।

তার বাবার ডায়রি এটা, লিখতে শুরু করেছিল ২৪ শে সেপ্টেম্বর, ঠিক যেদিন তাদের দলটা জঙ্গলের ভেতর যাত্রা শুরু করল। প্রত্যেকটা তারিখেই কিছু না কিছু লেখা আছে। কখনো একটা বা দুটো বাক্য মাত্র, কিন্তু বাদ পড়ে নি একটা দিনও। তার বাবা ছিল খুবই প্রতিটি বিষয় সুক্ষ্ম বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সতর্ক এবং মনোযোগী। একবার সে নাথানকে একটা নোট লিখেছিল তাতে লেখা ছিল : পরীক্ষাহীন কোন জীবন বাঁচার যোগ্যতা রাখে না।

লেখাগুলোতে চোখ বুলিয়ে গেল নাথান, একটা বিশেষ তারিখ খুঁজছে সে। অবশেষে পাওয়া গেল : ১৬ ডিসেম্বর। যেদিন তার বাবার দলটা হারিয়ে যায়।

ডিসেম্বর ১৬

আজ সারাদিন ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, থামার নাম গন্ধ নেই। সবাই আটকে আছি ক্যাম্পে। তবে পুরো দিনটাই যে মাটি হল তা নয়, এক ইন্ডিয়ানকে পেলাম আওয়ারাবা গোত্রের, নদী ধরে যাচ্ছিল কোথাও, পরে আমাদের সাথে দেখা হয়ে যায়, আমরা ওকে আমাদের জলে ডুবতে বসা ক্যাম্পে নিয়ে আসি। ওর সাথে অনেক গল্প-গুজব হয় যা খুবই ভয় পাইয়ে দেওয়ার মত।

একটা গোত্রের গল্প শুনেছি আমি, কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক ইন্ডিয়ানই আছে যারা এই বিষয়ে মুখ খুলতে চায় মানুষের সামনে। তবে আমাদের এই

ইন্ডিয়ান অত চাপা স্বভাবের নয়, বরং যথেষ্ট বাঁচালই বলা চলে। অবশ্য তার কাছ থেকে কথা বের করার কাজটা সহজ হয়ে গিয়েছিল তাকে একটা বড় ছুড়ি ও কিছু বড়শি উপঢৌকন দেবার কারণে। সদ্য পাওয়া সম্পদের ওপর চোখ বুলিয়ে সে বলল অনেক কথাই, এটাও বলল যে, সে জানে কোথায় ব্যান-আলি লোকজন শিকার করে।

উত্তেজনা প্রশমন করে নিয়ে শুনে গেলাম তার কথা, এই আশায় যদি এই হারিয়ে যাওয়া গোত্রটার অস্তিত্ব একটু হলেও থেকে থাকে তবে অনুসন্ধান না করেই বা থাকি কি করে? আর আমাদের এই গোটা অভিযানের জন্যই বিষয়টা অনেক কাজে আসবে। আমরা অনেক প্রশ্ন করলাম তাকে, এক প্রশ্নের উত্তরে সে একটা ম্যাপ এঁকে দেখাল। ব্যান-আলিদের অবস্থান প্রদর্শন করা ঐ ম্যাপটা দেখে বুঝলাম, তারা আমাদের ক্যাম্প থেকে এখনো তিন দিনের বেশি পথ দূরে আছে। তাই আগামীকাল যদি আবহাওয়া ভাল থাকে আমরা ব্যান-আলির খোঁজেই যাত্রা শুরু করতে চাই। দেখা যাক আমাদের নতুন এই ইন্ডিয়ান বন্ধু কতটা সঠিক বলেছে। অবশ্য বুঝতে পারছি, এটা একটা ব্যর্থ চেষ্টা তবুও কে জানে, এই শক্তিশালী জঙ্গল কত কি লুকিয়ে রেখেছে তার একেবারে গভীর হৃৎপিণ্ডে? সব মিলিয়ে বলা যায়, বেশ একটা মজার দিনই পার করলাম।

যতই পড়তে থাকল শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল নাথানের, ল্যাপটপের দিকে আরও ঝুঁকে গেল সে। কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে তার। পরের কয়েক ঘণ্টাজুড়ে ফাইলগুলো দেখে গেল। পড়ে গেল প্রতিদিনের লেখাগুলো। এভাবে বছরের পর বছর পার হল তার চোখের সামনেই। অন্যান্য ফাইলগুলোও চষে বেড়াল সে, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল বিভিন্ন নক্সা আর ডিজিটাল ছবির দিকে। ধীরে ধীরে সবকিছু এক সুতোয় বাঁধতে শুরু করল নাথান। সবার ভাগ্যের পরিণতির যে জটলা বয়ে বেড়াচ্ছে তা খুলতে শুরু করেছে মাথার ভেতরে। পড়া যতই এগোচ্ছে ততই অসাড় হয়ে যাচ্ছে তার সবকিছু। অতীতের ভয়াবহতা ঘিরে ধরছে বর্তমানকে। সবকিছু বুঝতে শুরু করল নাথান। তার দলের সত্যিকার বিপদ বলতে যা বোঝায় এখন তার শুরু মাত্র।

বিকাল ৫: ৫৫

ম্যানুয়েল কিছু দেখানোর জন্য ক্যারেরাকে ডাকল। "ঐ লোকটা কি করছে ওখানে?"

"কোথায়?"

একটা হাত দিয়ে একটু দূরে এক ব্যান-আলি ইন্ডিয়ানকে দেখাল ম্যানুয়েল। বয়ে চলা জলস্রোতের মাঝে হাটছে লোকটি, লম্বা একটা বল্লম তার কাঁধে। বল্লমের ধাতব ফলায় কিছু কাঁচা মাংস বিঁধে আছে।

"ডিনার চলছে নাকি?" একটু কাঁধ উঁচু করে অনুমানে বলল নারী রেঞ্জার।

"কিন্তু কার জন্য?"

সারা বিকেল ধরে সে এবং ক্যারেরা পুরো গ্রামটা ঘুরে দেখেছে টর-টরকে সাথে নিয়ে। জাগুয়ারটার মনোযোগ বিভিন্ন দিকে আকর্ষিত হলেও কৌতুহলি ইন্ডিয়ানদের থেকে ওটা সবসময় একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে। ঘুরতে ঘুরতেই ক্যারেরা কিছু নোট টুকে নিয়েছে সেই সাথে গ্রামটির ও আশেপাশের অঞ্চলের একটা মানচিত্র এঁকে নিয়েছে। শত্রুপক্ষের শক্তির মাত্রা ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য গুপ্তচরেরা যেমন কাজ করে থাকে রেঞ্জার ক্যারেরাও ম্যানুয়েলকে নিয়ে প্রায় সেই কাজটিই করছে। বলা যায় না এই ইন্ডিয়ানদের ছাইচাপা হিংস্রতা কখন আবার জেগে ওঠে।

এই মুহূর্তে, দৈত্যাকার বিশাল গাছটার সাদা গুঁড়ির চারপাশে চক্রাকার ঘুরছে তারা। গাছটির একপ্রান্ত থেকে জলের প্রবাহটা বয়ে গেছে শেকড়গুলোর ভেতর দিয়ে অপর প্রান্তে, মনে হয় যেন জলের স্রোতে শেকড়-মূলের সব মাটি ধুয়ে গিয়েছে। পেচাঁনো শেকড়গুলো পানির ভেতর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে আছে, এমনকি অনেকখানি জায়গা শুধু শেকড়েই পরিপূর্ণ, যা দেখা যাচ্ছে পানি স্বচ্ছ হবার কারণে। যে ইন্ডিয়ানটি ম্যানুয়েলের মনোযোগ কেড়েছিল সে এখন পেচাঁনো শেকড়েরর ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা শেকড় ঠেলে বহু কষ্টে একটা দিকে এগোচ্ছে,স্পষ্ট বোঝা গেল স্রোতের একটা অংশের দিকে লক্ষ্য নিবিষ্ট হয়ে আছে তার।

"আরও কাছ থেকে ব্যাপারটা দেখা যাক, চল," ম্যানুয়েল বলল।

ক্যারেরা তার ছোট ফিল্ড-নোটবুকটা পকেটে ভরে ভোঁতা মুখের অস্ত্র বেইলেটা তুলে নিল হাতে। বিরক্তভরা দৃষ্টি দিয়ে বিশাল গাছটি দেখল, ওটার কাছে যাবার প্রস্তাবে খুশি নয় মোটেও। তবুও এগিয়ে চলল সে ম্যানুয়েলকে পেছনে নিয়ে শেকড় আর জলের স্রোতের ভেতর দিয়ে। ম্যানুয়েল দেখল ইন্ডিয়ানটা বেশ বড় একটা ঘূর্ণিজলের স্রোত পার হয়ে গিয়েছে। চারপাশে ঘন শেকড়-বাকড়ের আস্তরণ। পানিটা একেবারেই স্বচ্ছ শুধু কিছু একটার ঝাঁক একটা অংশকে ঘোলাটে করে তুলেছে।

ইন্ডিয়নটা বুঝতে পারল তাকে কেউ দেখছে, মাথাটা একটু ওপরে তুলে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে দেহের ভষায় সম্ভাষন জানাল ম্যানুয়েল এবং ক্যারেরাকে, তারপর কাজে ডুবে গেল সে। কয়েক মিটার দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে তারা সবকিছু। টর-টর বসে আছে পেছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে। সামনে ঝুঁকে ইন্ডিয়ানটি হাতের বর্শা প্রসারিত করে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বর্শায় গেঁথে থাকা রক্তমাখা তাজা মাংসের টুকরোগুলো পানির শান্ত অংশের ওপর ধরল।

চোখজোড়া সংকুচিত করল ম্যানুয়েল ভাল করে দেখার জন্য। "লোকটা কি করছে?"

ছোট দেহের কিছু প্রাণী লাফিয়ে শূন্যে উঠে গেল পানি ছেড়ে, ওদের লক্ষ্য তাজা মাংসের টুকরোগুলো। দেখতে রুপালি বাইন মাছের মত লাগল। সবগুলোই এখন ব্যস্ত। লাফালাফি করছে পানির ওপর প্রাণীগুলো লাফিয়ে উঠে ছোট চোয়াল দিয়ে মাংস ছিঁড়ে নিয়ে আবার পানিতে গিয়ে পড়ছে।

"পিরানহা," ক্যরেরা বলল ম্যানুয়েলের পাশে থেকে।

মাথা নেড়ে সায় দিল ম্যানুয়েল। "এখনো কৈশোরে আছে ওগুলো। পেছনের পা-গুলো ভালভাবে পোক্ত হয় নি। এখনো লার্ভা স্টেজে রয়েছে, লেজ আর দাঁত হয়েছে শুধু।"

দৃঢ়ভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াল ইন্ডিয়ানটি, হাতের বর্শাটা ঝাঁকুনি দিয়ে মাংসের টুকরোগুলো পানিতে ফেলে দিল সে। মুহূর্তেই সেখানে একটা ছোটখাট ঘুর্ণিঝড় শুরু হয়ে গেল। ক্ষুধায় মাছগুলো ক্ষিপ্রবেগে ছুটে এসে ঘিরে ধরল মাংসের টুকরোগুলো। স্বচ্ছ পানিতে রক্তের স্রোত উঠল যেন। নিজের কাজটা ভালভাবে দেখে ইন্ডিয়ানটি তাকে দেখতে থাকা মানুষ দুটোর দিকে ফিরে এল। অবাক হল সে-ও। আবারো মাথা নেড়ে সায় দিল সে তাদের পাশ দিয়ে যাবার সময়। আড়চোখে ম্যানুয়েলের পাশে থাকা জাগুয়ারটাকেও দেখল ভয় আর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে।

"আরও কাছ থেকে দেখতে চাই আমি," ম্যানুয়েল বলল।

"পাগল হলে নাকি তুমি?" পেছনে ফিরে যাবার ইশারা করল ক্যারেরা। "চল, এখান থেকে চলে যাই।"

"না, আমি একটু দেখতে চাই," এরই মাঝে হাটা শুরু করে দিয়েছে সে শেকড়ের বাকি অংশের দিকে।

বিরক্তিতে গজগজ করলেও তার পিছু নিল ক্যারেরা। পথটা বেশ সরু তাই পাশাপাশি হাটা যাচ্ছে না, আগে-পিছে করে সাবধানে পা ফেলতে লাগল তারা। তাদের পেছনে টর-টর, লেজটা এদিক-ওদিক নাড়াচ্ছে উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে।

শেকড়ে ঘেরা জলাধারের কাছে পৌছাল ম্যানুয়েল।

"খুব কাছে যাবার দরকার নেই," সতর্ক করে দিল ক্যারেরা।

"ওরা কিন্তু ইন্ডিয়ানটাকে কিছু করে নি," বলল সে। "মনে হয় না ভয়ের কিছু আছে।"

তবুও ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে সামনের জলাধারের কাছে দাঁড়াল সে। তার একটা হাত চাবুকের হাতলে। শেকড়ের আড়াল থেকে উঁকি দিল নিচের দিকে। জলাধারটা বেশ প্রশস্ত আর পানিও একেবারে স্বচ্ছ, গভীরতা কমপক্ষে দশ ফিটের মত। জলের আরও একটু গভীরে তাকাল সে, দেখতে পেল এক ঝাঁক মাংসাসি মাছের ঝাঁক কিলবিল করছে। মাংসের কোন চিহ্নই নেই, যা দেখা গেল তা তলানিতে পড়ে থাকা হাঁড়গোর। পরিস্কারভাবে মাংস ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে ওগুলো থেকে। "এত দেখছি একটা মাছের হ্যাচারি," বল ম্যানুয়েল।

গাছের উঁচু শাখার পেঁচানো লতা থেকে আঠা এসে পড়ল পানিতে, ম্যানুয়েল লক্ষ্য করল মাঝে-মাঝে এমনটা হচ্ছে, অবশ্য এতে তার উপকারই হল। শান্ত পানিতে কিছু পড়তেই মাছগুলো খাবার মনে করে উপরে উঠে আসছে, আর তখন আরও কাছ থেকে ভালভাবে দেখার সুযোগ পাচ্ছে সে। মাছগুলোর আকার বিভিন্ন আকৃতির—একেবারে ছোট থেকে শুরু করে মাঝারি পর্যন্ত, শুধুমাত্র অল্প কিছু মাছের সদ্য পা গজাতে শুরু করেছে।

"এরা সবগুলোই এখনো ছোট," গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে বলল ম্যানুয়েল। "আমাদের আক্রমণ করা পূর্ণবয়স্ক একটাও দেখছি না এখানে।"

"আমরা হয়তো সবগুলো বিষ দিয়ে মেরে ফেলেছি," ক্যারেরা বলল।

"দ্বিতীয় দফায় যে আক্রমণ হয় নি আমাদের উপর তাতে অবাক হবার কিছু নেই। আক্রমণ করার মত সৈন্য তৈরি হতে সময় তো দিতে হবে ওদের।"

"কথাটা হয়ত পিরানহার ক্ষেত্রে ঠিক..." কয়েক মিটার দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যারেরার কণ্ঠ ফিসফিসে ও দূর্বল হয়ে গেল। "ঠিক কিন্তু সব কিছুর বেলায় নয়।"

চট করে পেছনে তাকাল ম্যানুয়েল। নারী রেঞ্জারটা অস্ত্র দিয়ে গাছের গুঁড়ির নিচের দিকে দেখাল যেখান থেকে শেকড় আবার মূল গাছে উঠে গেছে। গুঁড়ি থেকে খানিকটা ওপরে বেশ কিছু বেরিয়ে আছে বাইরের দিকে, প্রত্যেকটাই বেশ পুরু এবং সংখ্যায় কয়েকশ হবে। বাকলের গায়ের ছিদ্র দিয়ে কালো পতঙ্গ বেরিয়ে আসতে শুরু করছে বাইরে। সবগুলোই বাকল বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে, একে অন্যের সাথে যুদ্ধ করে ওপরে উঠছে, অল্প কিছু পতঙ্গ পাখা মেলে উড়ছে বাকলের চারপাশে ভন ভন শব্দ করে।

"পঙ্গপাল!" ম্যানুয়েল বলল কিছুটা পেছনে সরে গিয়ে।

তবে পতঙ্গগুলো কোন খেয়ালই করল না মানুষের উপস্থিতি, সবাই যেন দলগত কাজে ব্যস্ত। জলাধারের দিকে একবার তাকিয়ে পলক না ফেলেই ম্যানুয়েল দৃষ্টি সরিয়ে নিল পতঙ্গের ঝাঁক থেকে।

"এই গাছটা..." বিড়বিড় করে বলল সে।

"কি বলছ?"

আরও এক ফোঁটা আঠা পানির উপর পড়তেই ম্যানুয়েল ক্ষুধার্ত পিরানহার ঝাঁকের দিকে তাকাল। স্বচ্ছ পানিতে তীক্ষ্ণ দাঁতের রুপালী দৈত্যগুলো কিলবিল করছে। মাথা ঝাঁকাল সে। "আমি ঠিক নিশ্চিত না, কিন্তু মনে হচ্ছে এই গাছটিই এসব প্রাণীদেরকে লালন করছে।"

মনটা যেন তার ছুটতে শুরু করেছে পাগলা ঘোড়ার মত। চোখ দুটো প্রসারিত করে এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোর মাঝে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া শুরু করল সে। তার ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মুখটা খুব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষন করল ক্যারেরার।

"কি হয়েছে?"

"হায় ঈশ্বর! এখান থেকে বেরোতে হবে আমাদের।"

সন্ধ্যা ৬:৩০

কেবিনের ভেতর ল্যাপটপের ওপর ঝুঁকে আছে নাথান। ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত সে। তার বাবার লিখে যাওয়া জার্নালগুলো বেশ কিছু কয়েক বার করে পড়েছে, এমন কি কিছু গবেষণাপত্রের ক্রসরেকারেন্সও দেখেছে, এর ফলে যে চিত্রটা তার মনের পর্দায় চিত্রিত হল সেটা একই সাথে দুশ্চিন্তা ও অলৌকিকতায় ভরা। স্ক্রল করে সর্বশেষ লেখাটি পড়ল সে :

আজ রাতেই চেষ্টা করব আমরা। ঈশ্বর আমাদের সাথে থাকুন।

নাথানের পেছনে ছাপড়া দেওয়া দরজাটা জানান দিল কারো আগমনের কথা।

"নাথান?" প্রফেসর কাউয়ির কণ্ঠ শোনা গেল।

রিস্টওয়াচ সময় দেখে নাথান বুঝতে পারল ফাইলগুলোর মাঝে কতটা সময় ডুবেছিল সে। হারিয়ে গেছিল বাকি পৃথিবী থেকে। তার মনে হল তার মুখে যেন শুকনো কাপড় গোঁজা, কোন শব্দ করতে পারল না। বাইরের আকাশে সূর্য ধীরে ধীরে হেলে পড়ছে পশ্চিমে, বিকেল এগিয়ে যাচ্ছে গোধূলির দিকে।

"ফ্রাঙ্কের কি অবস্থা?" মনোযোগ ফিরিয়ে এনে জিজ্ঞেস করল সে।

"কি হয়েছে তোমার?" নাথানের ফ্যাকাশে হয়ে থাকা মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল কাউয়ি।

মাথা ঝাঁকাল সে। কথা বলার জন্য এখনো প্রস্তুত নয়। "কেলি কোথায়?"

"বাইরে, সার্জেন্ট কসটসের সাথে কথা বলছে। আমরা এখন একজায়গায় জড়ো হতে চাইছি সব ঠিকঠাকমত চলছে কিনা তা দেখার জন্য। তারপর আবার ফিরে যাব। এখন বল এদিকের খবর কি?"

"ইন্ডিয়ানরা দূরত্ব রেখে চলছে," নাথান উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ডুবন্ত সূর্যের দিকে তাকাল সে। "বেইস-ক্যাম্প হিসেবে গাছের ওপর কয়েকটা ঘর ব্যবহার করছি আমরা। ম্যানুয়েল এবং ক্যারেরা জায়গাটা ঘুরে দেখছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিল কাউয়ি। "ওদেরকে এইমাত্র দেখলাম এদিক দিয়ে যেতে। স্টেট্সের সাথে যোগাযোগের কি হল?"

কাঁধ উচুঁ করল নাথান। "অলিন বলল সম্পূর্ণ সিস্টেমটাই নষ্ট হয়ে গেছে। তবে তার বিশ্বাস সে অন্তত একটা জিপিএস চ্যানেলের মাধ্যমে সিগন্যাল পাঠাতে পারবে। হতে পারে সেটা আজ রাতের মধ্যেই।"

"তাহলে তো ভাল খবর," আবেগহীন কণ্ঠে বলল কাউয়ি।

তার কণ্ঠে চিন্তার ছায়াটা ধরতে পারল নাথান। "কোন সমস্যা হয়েছে নাকি?"

ভ্রু কুঁচকাল প্রফেসর। "কিছু একটা আছে কিন্তু ঠিক ধরতে পারছি না।"

"আমায় বল, কিছু একটা করতে পারি কিনা দেখি," ল্যাপটপের দিকে তাকাল নাথান, তারপর প্লাগটা খুলে ফেলল সোলার প্যানেলের লাইন থেকে। রাত নামছে তাই সৌরশক্তি পাওয়া যাবে না আর। ল্যাপটপের ব্যাটারিটা পরীক্ষা করে দেখে ওটা হাতে তুলে নিল। "আমার মনে হয় সবাই একত্র হয়ে কথাবার্তা বলে নেয়ার সময় এখনই।"

মাথা নেড়ে সায় দিল কাউয়ি। "এ-কারণেই আমি এবং কেলি এখানে এলাম। আমাদের কাছেও কিছু তথ্য আছে।"

আরও একবার নাথান খেয়াল করল প্রফেসরের চোখেমুখে গভীর চিন্তার ছাপ।

"ওকে, এখন সবাই মিলে এক জায়গায় বসা যাক তাহলে।"

তারা দু-জন কেবিন থেকে বের হয়ে পড়ন্ত বিকেলের আলো গায়ে লাগাল। উষ্ণ

কেবিন থেকে বের হতেই ঠাণ্ডা বাতাস যেন জমিয়ে দিল তাদেরকে। নাথান আর কাউয়ি এগিয়ে গেল কেলি এবং সার্জেন্ট কসটস যেখানে কথা বলছে সে-দিকে। ম্যানুয়েল আর ক্যারেরা এরইমধ্যে সেখানে চলে এসেছে, একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে ব্যান-আলিদের একজন। তাকে চিনতে এক মুহূর্ত লাগল নাথানের। এই মানুষটিই তাদেরকে এখানে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। চোখে ফাঁকি দেয়া কালো রঙ ধুয়ে ফেলায় বাদামি চামড়া বেরিয়ে পড়েছে, আর সাথে গাঢ় লাল রঙের ট্যাটুও দেখা যাচ্ছে খোলা বুকে।

মাথা নেড়ে সায় দিল নাথান কেলিকে দেখে। তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। "শুনলাম ফ্রাঙ্কের অবস্থা আগের থেকে ভাল।"

ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার মুখটা, চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল যেন। "সেটা কতক্ষণ থকবে জানি না।" সে খেয়াল করল নাথানের হাতে একটা ল্যাপটপ। "তোমার বাবার রেখে যাওয়া কোন তথ্য আবিষ্কার করতে পারলে কি?"

লম্বা করে দম নিল নাথান। "আমার মনে হয় সবারই সেটা শোনা উচিত।"

"সবাই মিলে একটি পরিকল্পনা করার সময় এসে গেছে," সার্জেন্ট কসটস বলল। "রাত কিন্তু নেমে আসছে।"

কাউয়ি বিশাল উঁচু লাইটক্যাপ ওক্ গাছে বানানো তিন-তলা ঘরগুলো দেখাল। "আমার মনে হয় ঘরে উঠেই সব কথা বলা ভাল।"

কেউ কোন প্রতিক্রিয়া দেখাল না। কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই এক এক করে লতানো মই বেয়ে গাছে উঠে গেল। টর-টর নিচেই থাকল পাহারা দেবার জন্য। মই বেয়ে ওঠার সময় একবার নিচে তাকাল নাথান। জাগুয়ারটা নিচে একা নয়। ব্যান-আলি গোত্রের সেই মানুষটাও মইটার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, বোঝাই যাচ্ছে তাদের দলের দেখাশোনা করার জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে ওকে।

মইয়ের একেবারে শীর্ষে পৌছে ইন্ডিয়ানদের বানানো ঘরের পাটাতনে পা রাখল নাথান, দলের অন্যরা কেউ পাটাতনের ওপর, কেউবা ভেতরে ঢোকার দরজার কাছে অবস্থান করছে। সবার গন্তব্য তুলনামূলক একটা নিচু ঘরের দিকে যেখানে মিলিত হবে। ওপরের দুটো লেভেলে তুলনামূলক ছোট ও দেখতে একরকম কিছু কামরা আছে যেগুলো ব্যবহৃত হবে ব্যক্তিগত ঘর হিসেবে, প্রত্যেকটারই আলাদা ছোট পাটাতন অথবা খোলা বারান্দার মত জায়গা রয়েছে। এই বৃক্ষ-ঘরগুলোতে নিশ্চিতভাবেই কিছু পরিবার বসবাস করত, একরকম জোর করেই সরিয়ে দেয়া হয়েছে ওদেরকে আগত অতিথিদের জায়গা দেবার জন্য। চারপাশে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে মানুষের ছোঁয়া স্পষ্ট। ঘরে বিভিন্ন তৈজসপত্র, কাঠের পাত্র ফুল ও পালক দিয়ে সজ্জিত করে রাখা। শূন্য হ্যামোকগুলো ঝুলছে, এখনো যেন তাতে মানুষের ছোট অবয়বগুলো খোদাই হয়ে আছে। এমনকি কোথাও কোন পুরনো বা স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধও নেই, বরং জীবনের ছোঁয়া প্রতিটি কোণায়। রান্নার মসলার ঘ্রাণের সাথে মানুষের ঘামের গন্ধও অনুভব করা যাচ্ছে ভালভাবেই।

আনা ফঙ সামনে এগিয়ে গেল। তার হাতে এক প্লেট টুকরো করে কাটা ডুমুর। এক ইন্ডিয়ান নারী কিছু ফল, সেদ্ধ আলু আর শুকনো মাংসে সাথে ওগুলো দিয়ে গেছে। খাবার

দেখে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা মনে পড়ে গেল নাথানের। হাত বাড়িয়ে রসেভরা এক টুকরো ফল তুলে নিয়ে কামড় বসাল সে। রস গড়িয়ে পড়ল থুতনি বেয়ে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে রস মুছতে মুছতে সে জিজ্ঞেস করল, "জিপিএস সিগন্যাল ধরতে পেরেছে অলিন?"

"এখনো কাজ করে যাচ্ছে সে," শীতল ও ভয় পাওয়া কণ্ঠে বলল কাউয়ি। "কিন্তু যেভাবে গালি-গালাজ করছে যন্ত্রটাকে, পরিস্থিতি ভাল ঠেকছে না।"

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল কসটস। "সবাই ভেতরে যাও।"

নাথান একপাশে সরে যেতেই বাকি সবাই ঘরে ঢুকল। ভেতরে ঢুকে নাথান দেখল আরও কয়েক প্লেট খাবার রয়েছে সেখানে, সাথে কিছু পাত্রও দেখা গেল যেগুলোতে এক রকম তরল জাতীয় কিছু আছে, গন্ধ বলছে ওটা গাঁজিয়ে তৈরি করা। প্রফেসর কাউয়ি তরল ভরা একটা পাত্র পরীক্ষা করে দেখে বিস্ময়ে নাথানের দিকে তাকাল।

"আরে, এটা তো ক্যাসিরি।"

"সেটা আবার কি?" কসটস জিজ্ঞেস করল ঘরের দরজাটা টেনে দিয়ে।

"কাসাভা বিয়ার," ব্যাখ্যা করল নাথান। "একরকম অ্যালকোহলিক পানীয়, স্থানীয় অনেক গোত্রেই এটা খাওয়া হয়।"

"বিয়ার?" চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল সার্জেন্টের। "সত্যি?"

কাউয়ি এগিয়ে গিয়ে একটা মগে আঠাল তরলের কিছুটা ঢাললো। নাথান দেখল কিছু পাতলা কাসাবা শেকড় তরলের সাথে মগের ভেতর গিয়ে পড়ছে। প্রফেসর মগটা সার্জেন্টের দিকে বাড়িয়ে দিল।

জিনিসটা শুঁকতেই তার নাক কুঁচকে গেল তবু একটা চুমুক দিতেই হল তাকে। "আ-আহ্...!" মাথা ঝাঁকাল সে।

"প্রথম প্রথম এটার স্বাদটা খারাপ লাগলেও পরে খেতে খুব ভাল লাগে," নাথান বলল। নিজের জন্য এক মগ ঢেলে চুমুক দিল সে। তাকে অনুসরণ করল ম্যানুয়েল।

মহিলারাই এটা তৈরি করে, কাসাভা শেকড়গুলো প্রথমে মুখে নিয়ে চিবোয় তারপর সেগুলো থুথু মেশানো অবস্থায় ফেলে দেয় মুখ থেকে একটা পাত্রের মধ্যে। তাদের মুখের লালায় যে এনজাইম আছে সেটা গাঁজন প্রক্রিয়ার সহায়তা করে।"

হাতের মগটা উপুড় করে সবটুকু পাত্রের মধ্যে ঢেলে দিল কসটস। "দরকার নেই বাবা, কপালে থাকলে কোন একদিন হুইস্কি কিনে খাব।"

কাঁধ তুলল নাথান।

সারা ঘরজুড়ে সবাই সবকিছু কম বেশি চেখে দেখে মেঝেতে রাখা হাতে বোনা মাদুরের ওপর বসল। সবাইকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ওদের আসলে ভাল ঘুমের দরকার। নাথান তার ল্যাপটপটা উপুর করে রাখা একটা পাত্রের উপর রাখল। সে এটা চালু করতেই ক্ষুধার্ত দৃষ্টি নিয়ে অলিন তাকাল যন্ত্রটার দিকে। তার চোখ দুটো লাল।

"আমি এখান থেকে কিছু সার্কিট খুলে নিয়ে কমিউনিকেশন যন্ত্রে লাগাতে পারি," কাছে এগিয়ে এসে বলল টেকনিশিয়ান।

কিন্তু তাকে বাধা দিল নাথান। "এই কম্পিউটার পাঁচ বছরের পুরনো। এখান থেকে

কাজে লাগানোর মত কিছু খুঁজে পাবে বলে মনে হয় না, আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, এই মুহূর্তে এটার মধ্যে যে তথ্য জমা আছে তা আমাদের জীবনের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।" সবার মনোযোগ এখন তার দিকে ফিরে এল। একবার সবার উপর থেকে চোখ বুলাল সে। "আমি এখন জেনে গেছি প্রথম অভিযানে অংশ নেওয়া দলটার কি হয়েছিল। ওদের ভাগ্যে যা ঘটেছিল আমরা যদি এড়াতে চাই তাহলে এখান থেকেই শিক্ষা নিতে হবে।"

মুখ খুলল কাউয়ি। "কি হয়েছিল ওদের?"

লম্বা করে নিঃশ্বাস নিল নাথান, তারপর শুরু করল ল্যাপটপের পর্দায় একটা জার্নালের দিকে নজর দিল। "এখানে সব বিস্তারিত আছে। আমার বাবার দলটি অভিযান শুরুর পর শুনেছিল যে ব্যান-আলি নামে একটি গোত্র আছে। এক ইন্ডিয়ানের দেখাও পেয়েছিল তারা, সে বলেছিল সে তাদের গবেষণা দলটাকে ব্যান-আলিদের এলাকায় নিয়ে যেতে পারবে। এটা শুনে বাবা লোভ সামলাতে পারে নি। তাই সে দেরি না করে বাকিদের নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ঠিক দু-দিনের মাথায় ওই দলটিও একইরকম অজ্ঞাত প্রাণীদের আক্রমনের শিকার হয়।"

গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল ঘরে। ছোট-ক্লাসের বাচ্চাদের মত একটা হাত উঁচু করল ম্যানুয়েল। "আমি জানি, আমি জানি, কোথায় ঐ হারামিগুলো বংশ বিস্তার করে। অন্তত ঐ পঙ্গপাল আর পিরানহাদের কথা বলতে পারি আমি।" সে বলে গেল ক্যারেরা এবং সে কি আবিষ্কার করছে। "এই খুনে প্রাণীদের নিয়ে একটা নিজস্ব তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে ফেলেছি আমি।"

বাধা দিল কাউয়ি। "তত্ত্ব আর ধারণার কথা শোনার আগে প্রথমে যা একেবারে নিশ্চিত জানি সেটা শোনা যাক।" নাথানের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল প্রফেসর। "বলে যাও, নাথান। সেই আক্রমনের পর কি হল?"

আরও একবার দম নিল সে। গল্পটা বলা খুব সহজ নয়। "পুরো দলটার সবাই মারা গেল, বেঁচে ছিল শুধু জেরাল্ড ক্লার্ক, আমার বাবা এবং বাকি দু-জন গবেষক। সবাই ব্যান-আলির হাতে ধরা পড়ে। আমার বাবা ইন্ডিয়ানগুলোর সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়েছিলম, বাকিদের বিপদমুক্ত করার চেষ্টাও করেছিল। বাবার নোট থেকে এটা মোটামুটি অনুমান করতে পারছি, ব্যান-আলির ভাষাটা ইয়ানোমামোদের ভাষার প্রায় কাছাকাছি।"

মাথা নেড়ে সায় দিল কাউয়ি। "অবশ্যই সাদৃশ্য আছে। এই ব্যান-আলি যেমন বিচ্ছিন্ন তেমন তাদের নিকটে বিচ্ছিন্ন শ্বেতাঙ্গ কোন মানুষের মুখে ব্যান-আলিদের ভাষা শুনলে সেটা অবশ্যই তাদেরকে একটু হলেও ভাবাবে। মাথা গরম করে হিংস্র কিছু করে ফেলবে না তারা। আমি এতে অবাক হই নি যে, তোমার বাবা এবং বেঁচে যাওয়া বাকিরা একটু সুবিধা পেয়েছিল।"

এতে অবশ্য ভাল কিছুই হয় নি, দুঃখের সাথে ভাবল নাথান, তারপর আবার শুরু করল। "দলের বাকি সদস্যদের সবাই মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল কিন্তু একবার এখানে আসার পর তাদের সব ক্ষত সেরে যায় অলৌকিকভাবে। বাবার লেখা নোট অনুসারে, গভীর কেটে যাওয়া স্থানগুলো বন্ধ হয়ে গেল কোন রকম দাগ রেখে যাওয়া

ছাড়াই, ভাঙা হাঁড়গুলো জোড়া লেগে গেল এক সপ্তাহেরও কম সময়ে, এমন কি দলের একজনের হার্টের সমস্যা ছিল অনেকদিন আগে থেকে, সেটাও দূর হয়ে গেল। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটেছিল জেরাল্ড ক্লার্কের বেলায়।"

"তার হাতটা," সোজা হয়ে বসে বলল কেলি।

"ঠিক তাই। এখানে আসার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কাটা হাতের অবশিষ্ট অংশটি বেশ ফুলে ওঠে, রক্তপাত শুরু হয়, টিউমারের মত একটা মাংসপিণ্ডের সৃষ্টি হয় ওখানে। বেঁচে থাকা মানুষগুলোর মধ্যে এমন কথাও হচ্ছিল যে, তারা স্ফিত অংশটা কেটে বাদ দেবে কিন্তু তাদের কাছে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ছিল না। পরের কয়েক সপ্তাহে অল্প কিছু পরিবর্তন চোখে পড়ে। মাংসপিণ্ডটা আরও বড় হতে থাকল, বাইরেও চামড়ার একটা আবরণ তৈরি হল।"

চোখ দুটো প্রসারিত হল কেলির।

"পুণরায় জন্ম হতে শুরু করল হাতটা।" মাথা নাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল নাথান। কম্পিউটার রাখা জার্নালটা স্ক্রল করে তিন বছর আগের লেখায় ফিরে গেল সে। তার বাবার লিখে যাওয়া শব্দগুলো বেশ জোরে পড়তে শুরু করল। " 'আজকে আমি এবং ডা. চ্যান্ডলার এই বিষয়ে নিশ্চিত হলাম যে, জেরাল্ড ক্লার্কের টিউমারটি আসলে তার অস্থি-পূণর্জন্মের প্রাথমিক রুপ। এমনটা আগে কোনদিন দেখি নি। এখান থেকে পালানোর যে কথাবার্তা চলছিল তা আপাতত স্থগিত করা হয়েছে শুধু এটা দেখতে ক্লার্কের অবস্থা শেষ পর্যন্ত কাথায় গিয়ে দাঁড়ায়। এটা এমন একটা অলৌকিক ব্যাপার যার জন্য এরকম ঝুঁকি নেওয়াই যায়। এদিকে ব্যান-আলিরা আমাদের বন্দী করলেও আমাদের প্রতি তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরন করে গেছে, যে কারণে উপত্যকা পর্যন্ত যেতে আমাদের কোন বাধা নেই তবে তাদের ভূ-খণ্ড ছেড়ে চলে যাওয়াটা একেবারেই নিষেধ। এর সাথে যোগ করা যায় নিচু বনাঞ্চলের ওৎ পেতে থাকা দৈত্যাকার জাগুয়ারগুলোর কথা, সব মিলিয়ে এখান থেকে এই মুহূর্তে পালানোর ব্যাপারটা অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে।' "

একটু সোজা হয়ে আরেকটা ফাইল খুলল সে। হাতে আঁকা কিছু ছবি ভেসে উঠল পর্দায়। সবগুলোই নতুন গজিয়ে উঠতে শুরু করা বাহুটার ছবি। আমার বাবা এই রূপান্তরের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটির প্রমান সংগ্রহ করতে চেয়েছিল। কিভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ স্টেম সেলগুলো ধীরে ধীরে হাঁড়, পেশী, স্নায়ু, রক্তনালী, লোম ও চামড়ায় রূপান্তরিত হয়। পুরো আট মাস লেগে গিয়েছিল হাতটা সম্পূর্ণ জন্মাতে।"

"কিসের কারণে এটা হয়েছিল?" প্রশ্ন কেলির।

"বাবার নোট বলছে, এর কারণ ইয়াগা গাছের আঠা।"

ঢোক গিলল কেলি। "ইয়াগা..."

কাউয়ি মাথা নেড়ে বলল, "এ-কারণেই ব্যান-আলিরা এই গাছটাকে উপাসনা করে।"

"এই ইয়াগাটা কি জিনিস?" প্রশ্ন করল জেন ঘরের এককোণ থেকে। চলমান আলোচনায় এই প্রথম আগ্রহ দেখাল সে।

"এটা অনেক প্রাচীন একটি বৃক্ষ," কাউয়ি ব্যাখ্যা করল। সে এবং কেলি

চিকিৎসাকেন্দ্র অতিপ্রাচীন এই গাছের আঠার কার্যকারিতা সম্পর্কে যা যা দেখেছে বলতে শুরু করল। "ফ্রাঙ্কের ক্ষতস্থান বলতে গেলে সাথে সাথেই ভাল হয়ে গেল এর আঠা লাগানোর ফলে।"

"শুধু তা-ই নয়," বলল কেলি। কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে আরও কিছুটা এগিয়ে এল সে। "সারা দুপুর ধরে আমি হেমাটোক্রিট টিউব দিয়ে ফ্রাঙ্কের রক্তের লোহিত কণিকার মাত্রা পরীক্ষা করেছি। অবিশ্বাস্য গতিতে বাড়ছে ওগুলো। মনে হচ্ছে যেন কিছু একটা তার অস্থিমজ্জাকে প্রভাবিত করছে আরও বেশি পরিমাণে লোহিত কনিকা উৎপাদনের জন্য যাতে তার ঝরে পড়া রক্ত আবার পূরণ হয়ে যায়। ব্লাডসেলও বাড়ছে অবিশ্বাস্য গতিতে। এর আগে এমন দ্রুত কোন প্রক্রিয়া আমি দেখি নি।"

আরেকটা ফাইল ওপেন করল নাথান। "আসলে ঐ আঠাতে এই জিনিসটা আছে। আমার বাবার দল ক্রোমাটোগ্রাফ পেপার দিয়ে আঠাটা তরলীভূত করতে পেরেছিল। ওটা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যেভাবে কোপাল গাছের আঠায় প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোকার্বন থাকে ঠিক তেমনি ইয়াগার আঠায় থাকে প্রোটিন।" স্ক্রিনের দিকে ইঙ্গিত করল আবার। "স্টেট্সে ছড়িয়ে পড়া রোগটার বাহকও এক রকমের প্রোটিন, তাই না?"

মাথা নেড়ে সায় দিল কেলি। "হ্যা, একটা প্রিয়ন। এটা এমন এক প্রোটিন যেটা নিজ থেকে পরিবর্তিত হতে পারে।" মাথা ঘুরিয়ে ম্যানুয়েলের দিকে তাকাল সে। "তুমি ঐ পিরানহা এবং পঙ্গপাল নিয়ে কি যেন একটা বলতে চাচ্ছিলে? একটা তত্ত্ব..."

মাথা নাড়ল ম্যানুয়েল, "ঐ প্রাণীগুলোও গাছের সাথে যুক্ত। পঙ্গপালরা থাকে গাছের বাকলের ভেতর। অনেকটা বোলতারা যেমন বাসা বানিয়ে থাকে। আর পিরানহাগুলোর হ্যাচারিটা শেকড় দিয়ে ঘেরা একটা পুকুরের মত জায়গায়। এমন কি ঐ গাছের আঠাও পড়তে দেখলাম হ্যাচারির পানিতে। আমার মনে হয় এই আঠাই ওগুলোকে ছোট থেকে বড় করে তোলে।"

"আমার বাবাও এ বিষয়ে এরকমই একটা নোট লিখেছে," শান্তভাবে বলল নাথান। আসলে এই বিষয়ের ওপরই একাধিক ফাইল আছে, যার সবগুলো সে এখনো পড়তে পারে নি।

"তাহলে ঐ জাগুয়ার আর কেইমানগুলোর ব্যাপারে কি বলবে?" আনা জিজ্ঞেস করল।

"বিবর্তন। আমি বাজি ধরে বলতে পারি," বলল ম্যানুয়েল, "ঐ দুটো প্রজাতি কয়েক প্রজন্ম আগেই বিবর্তিত হয়ে অমন দৈত্যাকার হয়ে গেছে। আমার মনে হয়, এতদিনে তারা নিজেরা জেনেটিকভাবে এতটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, কোন রকম আঠার সাহায্য ছাড়াই নিজেদের বংশ বিস্তার করতে সক্ষম এখন।"

"তাহলে ওরা এই অঞ্চল ছেড়ে চলে যাচ্ছে না কেন?" জিজ্ঞেস করল আনা।

"হয়ত এটা কোন জৈবিক সীমাবদ্ধতা, কিংবা জেনেটিকভাবেই ওরা এই পরিবেশের সাথে ভালভাবে মানিয়ে গিয়েছে।"

"তার মানে তুমি বলতে চাইছ, ঐ গাছই এসব প্রাণীগুলো সৃষ্টি করেছে

উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে? একেবারে সচেতনভাবে?" তাচ্ছিল্যভরে হাসি দিল জেন।

কাঁধ তুলল ম্যানুয়েল। "কে জানে? হতেও পারে। বিবর্তনের মাত্র কিংবা ক্ষমতা বোঝার জন্য আমাদের জ্ঞান হয়তো খুবই অপ্রতুল।"

"অসম্ভব," মাথা ঝাঁকাল জেন।

"খুব বেশি অসম্ভব নয়। আমরা এরইমধ্যে তার প্রমাণও পেয়েছি," ম্যানুয়েল ঘুরে দাঁড়াল নাথানের দিকে।

ভ্রু কুঁচকাল নাথান। সার্জেন্ট কসটসকে আক্রমণ করা বিষাক্ত পিঁপড়াগুলো ভেসে উঠল তার চোখে। মনে পড়ল গাছটার শাখা-প্রশাখার মাঝে কেমন ফাঁপা ছিল, যেখানে পিঁপড়াগুলো তাদের অভয়ারণ্য গড়ে তুলেছে, গাছের খাদ্যরসের একটা অংশও তারা ভোগ করে। বিনিময়ে পিঁপড়াগুলো কত নিষ্ঠুরভাবে প্রতিহত করে তাদের এলাকায় অনুপ্রবেশকারী যেকোন প্রাণী অথবা গাছপালাকে। সে এবার বুঝতে শুরু করল ম্যানুয়েল আসলেই কি বোঝাতে চাইছে। অবশ্যই এই ঘটনাগুলোর মাঝে সাদৃশ্য রয়েছে।

বলে গেল ম্যানুয়েল। "তাহলে আমরা এখানে যা দেখছি তা হল উদ্ভিদ জগৎ আর প্রাণী জগতের মধ্যে চমৎকার একটি সম্পর্ক, যেখানে উভয়েই বিকশিত হচ্ছে বেশ জটিল অন্ত-সম্পর্ক, ভাগাভাগি করার মাধ্যমে। একে অন্যের পরিপূরক তারা।"

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যারেরা কথা বলল। শেষ বিকালের অস্তগামী সূর্যটা দেখা যাচ্ছে তার কাঁধের পাশ দিয়ে। "এই বজ্জাতগুলো কিভাবে এল তাতে কি যায় আসে। এই উপত্যকা থেকে আমরা বেরুবার চেষ্টা করলে এগুলোকে এড়ানোর কোন পথ কি আমরা জানি?"

তার প্রশ্নটা শুনল নাথান। "এই প্রাণীগুলোকে নিয়ন্ত্রন করা যায়।"

"কিভাবে?"

সে আবার দেখাল কম্পিউটারের দিকে। "এক বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল আমার বাবার ব্যান-আলির গোপন বিদ্যাগুলো শিখতে। বাবার নোট পড়ে মনে হচ্ছে, এই গোত্রের মানুষেরা এক বিশেষ ধরনের পাউডার তৈরি করে যা দিয়ে একইসাথে এই ভয়ঙ্কর প্রাণীগুলোকে আকৃষ্ট এবং প্রতিহত দুই-ই করা যায়। যেমনটা পঙ্গপালের ক্ষেত্রে হাতে-কলমে দেখেছি আমরা, তবে পিরানহাদের নিয়েও এমন কিছু করার ক্ষমতা রাখে ইন্ডিয়ানগুলো। পানিতে বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্য মেশানোর মাধ্যমে ওগুলোকে নিয়ন্ত্রন করে উত্তেজিত করে দিয়ে দূর্বল প্রতিপক্ষদের ওপর লেলিয়ে দিতে পারে ওরা। বাবার বিশ্বাস এগুলো একধরনের হরমোন প্রভাবিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তু যা পিরানহাগুলোকে মারাত্মকভাবে জাগিয়ে তোলে, হিংস্রভাবে আক্রমণ করতে বাধ্য করে।"

মাথা নেড়ে সায় দিল ম্যানুয়েল। "এক্ষেত্রে এটা সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমরা ওগুলোর মধ্যে পূর্ণবয়স্কর ঝাঁকটাকে খুব দ্রুতই ধ্বংস করে দিয়েছি। আমার মনে হয় নতুন যোদ্ধা বাহিনী তৈরি করতে হ্যাচারিটার আরও সময় লাগবে। জৈবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি দূর্বলতা পাওয়া গেল অন্তত।"

"এ-কারণেই হয়তো ব্যান-আলিরা একের অধিক রকম প্রাণী লালন করে।"

বিষয়টা খেয়াল করল ক্যারেরা। "রিজার্ভ সৈন্য।"

ভ্রু কুঁচকাল ম্যানুয়েল। "ঠিক বলেছ। বিষয়টা আমারও ভাবা উচিত ছিল।"

ক্যারেরা ঘুরে দাঁড়াল নাথানের দিকে। "তাহলে এবার ঐ দৈত্যাকার জাগুয়ার এবং কেইমানগুলোর কথা বিবেচনা করা যাক।"

মাথা নাড়ল নাথান। "ওগুলো প্রহরী, ঠিক যেমনটা আমরা ভেবেছিলাম...সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে ওরা। শুধু সীমান্ত বললে ভুল হবে, সীমান্ত থেকে শুরু করে মূল ভূ-খণ্ডের কেন্দ্র পর্যন্ত ওদের আনাগোনা। তবে ওদেরও বশ করা সম্ভব শরীরে বিশেষ কালো পাউডার মেখে, এভাবেই ব্যান-আলিরা নির্ভয়ে চলাফেরা করে ওসব অঞ্চল দিয়ে। আমার মনে হয় এই বস্তুটা কাজ করে কেইমানের মলের মত, যার গন্ধে বাঘও পালায়।"

শিষ দিল ম্যানুয়েল। "তাহলে আমাদের গাইডের শরীরে যা মাখা ছিল তা শুধু মানুষের চোখ ফাঁকি দেবার জন্য নয়।"

"এমন শক্তিশালী বস্তুটা কোথায় পাব আমরা?" কসটস জিজ্ঞেস করল। "কোথা থেকে আসে এটা?"

উত্তর দিল কাউয়ি। "ইয়াগা থেকে।" স্থির দৃষ্টিতে বলল সে, শুধু একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল মুখটা।

নাথান বেশ আবাক হল প্রফেসরের এমন দ্রুত উত্তর শুনে। "ওটা তৈরি হয় ইয়াগার বাকল এবং পাতার তেল থেকে। কিন্তু তুমি বুঝলে কিভাবে?"

"প্রত্যেকটা বস্তুই এই প্রাগৈতিহাসিক গাছের সাথে যুক্ত। আমার মনে হয় ম্যানুয়েলের কথাই ঠিক, এটাও ঠিক পিঁপড়া-গাছের মতই কাজ করে। তবে এখানে পিঁপড়ার ভূমিকায় কারা সেটা নিরুপণে ভুল হয়েছে ম্যানুয়েলের।"

"কি বলতে চাও তুমি?" ম্যানুয়েল বলল।

"এই বিবর্তিত প্রাণীগুলো আসলে জৈবিক যন্ত্রপাতির মত কাজ করে। কাদের জন্য করে জানো? কাজ করে ইয়াগার সত্যিকারের শ্রমিকদের জন্য।" চারপাশে চোখ বুলাল কাউয়ি। "ব্যান-আলি!"

পিনপতন নিরবতা নেমে এল ঘরে।

বলে চলল কাউয়ি, "এখানের এই ইন্ডিয়ানগুলো মূলত কাজ করছে সৈনিক-পিঁপড়ার মত। ব্যান-আলিরা গাছটার নাম দিয়েছে ইয়াগা, তাদের ভাষায় যার অর্থ 'মা।' তার মানে এমন একজন যে জন্ম দেয়...একজন রক্ষণাবেক্ষণকারী। অনেক অনেক প্রজন্ম আগে, খুব সম্ভবত দক্ষিণ-আমেরিকার প্রথম অভিবাসীরা এই গাছের অবিশ্বাস্য আরোগ্য করার ক্ষমতার কথা কোন একভাবে জেনে যায়, কালক্রমে এটারই আরাধনা শুরু করে তারা। ধীরে ধীরে মানুষগুলো হয়ে পড়ে *ব্যান-ইন*, মানে দাস। প্রত্যেকেই যেখানে একে অপরকে সাহায্য করছে, রক্ষণ এবং আক্রমণের জটিল এক জালের মধ্যে বসবাস করে।"

এমন তুলনা শুনে নিজেকে খুব দূর্বল মনে হল নাথানের। *মানুষ এখানে পিঁপড়ার মত ব্যবহার হচ্ছে?*

"এই গাছগুলো প্রাগৈতিহাসিক," কথা শেষ করতে যাচ্ছে প্রফেসর। "হয়তো এটার

আদি উৎপত্তি প্যানজি আমলে, যখন দক্ষিণ-আমেরিকা এবং আফ্রিকা একত্রে ছিল। এটার প্রজাতিগুলো মোটামুটি ছড়িয়ে পড়েছিল যখন মানুষ প্রথম সোজা হয়ে হাটতে শেখে সেই যুগে। যুগ যুগ ধরে এসব গাছপালা নিয়ে শত শত কল্পকাহিনি চালু আছে সারা দুনিয়ায়। যেন মাতৃস্নেহে ভরা এক অভিভাবক। হয় তে এখানকার এই ঘটনাটাই প্রথম নয়।"

এই চিন্তাটা সবাইকে পেয়ে বসল। নাথান ভাবে নি, এমন কি তার বাবাও ইয়াগার ইতিহাস নিয়ে যথেষ্ট ঘাটাঘাটি করেছে, অনেক শ্রম দিয়েছে। বিষয়টা আসলেই ভাবনার।

সার্জেন্ট কসটস তার এম-১৬ রাইফেলটা অন্য কাঁধে ঝোলাল। "ইতিহসের ক্লাস যথেষ্ট হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম যদি রেডিওতে যোগাযোগ নাও করা যায় তারপরও সবাই মিলে এখান থেকে বেরোবার একটা পরিকল্পনা করব।"

"সার্জেন্ট ঠিকই বলেছে," ঘুরে দাঁড়াল কাউয়ি। "তুমি কিন্তু এখনো বল নি নাথান, তোমার বাবা এবং অন্যদের কি হয়েছিল। জেরাল্ড ক্লার্ক ছাড়া পেয়েছিল কিভাবে?"

গভীর করে দম নিয়ে কম্পিউটারের দিকে ফিরল নাথান। সর্বশেষ লেখাটা বের করে জোরে জোরে পড়া শুরু করল সে :

> ১৮ই এপ্রিল
>
> আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ পাউডার সংগ্রহ করেছি আজ রাতে পালানোর জন্য। সবরকম হিসাব ও পরিকল্পনা করে আমরা যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছি, উদ্দেশ্য কোন একটা সভ্যতা খুঁজে বের করা। কাজটা কঠিন, সাথে বিপদ তো আছেই, কিন্তু আর একমুহূর্তেও দেরি করার উপায় নেই আমাদের। কালো পাউডার সারা গায়ে মেখে চাঁদ ডোবার সাথে সাথেই পালাতে হবে। ইলিয়া শর্টকাট রাস্তাটা জানে, এটা আমাদেরকে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে এই এলাকার বাইরে নিয়ে যাবে। আর কোন পথ নেই আমাদের...বিশেষ করে ওটার জন্মের পর। আজ রাতেই যা করার করতে হবে। ঈশ্বর আমাদের সবাইকে রক্ষা কোরো।"

নাথান সোজা হয়ে বসল। "শুধু জেরাল্ড ক্লার্ক একা নয়, তারা সবাই পালাবার চেষ্টা করেছিল।"

সবার দিকে তাকিয়ে একই রকম অভিব্যক্তি খুঁজে পেল নাথান। "শুধু জেরাল্ড ক্লার্কই সভ্য জগতে ফিরতে পেরেছিল।"

"তাহলে সবাই পালিয়েছিল একসাথে," বিড়বিড় করে বলল কেলি।

মাথা নেড়ে সায় দিল নাথান। "এমনকি একজন ব্যান-আলি নারীও ছিল তার সঙ্গে, একজন দক্ষ ট্র্যাকার, নাম ইলিয়া। সে জেরাল্ড ক্লার্কের প্রেমে পড়ে যায়, তাকে বিয়ে করে। ক্লার্ক তাকে সঙ্গে নিয়ে নিয়েছিল।"

"সবার ভাগ্যে কি হল শেষ পর্যন্ত?" প্রশ্ন করল আনা।

মাথা ঝাঁকাল নাথান। "এটাই লেখার শেষ অংশ। আর কিছু নেই।"

দুঃখ ফুটে উঠল কেলির চোখে-মুখে। "তাহলে তারা কেউ পারে নি...শুধু জেরাল্ড ক্লার্ক বাদে।"

"আচ্ছা দাখিকে জিজ্ঞেস করে দেখি বাকি খবরটুকু পাওয়া যায় কিনা," কাউয়ি বলল।

"দাখি?"

নিচের দিকে দেখাল কাউয়ি। "সেই ইন্ডিয়ানটা যে আমাদের পথ দেখিয়ে এই পর্যন্ত এনেছে। ব্যান-আলি ভাষা আমি যতটুকু জানি আর সে যতটা ভাঙা ভাঙা ইংরেজি জানে এই দুইয়ে মিলে কাজ চলে যাবে আশা করছি। এটা অন্তত জানতে পারব, বাকিদের কি হয়েছিল, কিভাবে তারা মারা গেল।"

মাথা নেড়ে সায় দিল নাথান, যদিও সে নিশ্চিত নয়, এই তিক্ত অংশটুকু তার জানার দরকার আছে কি না।

মুখ খুলল ম্যানুয়েল। "কিন্তু ঠিক কিসের কারণে ঐ রাতে ওভাবে পালাতে বাধ্য হয়েছিল ওরা? তাদের এমন তাড়াহুড়োর কারণ কি ছিল?"

গভীর করে নিঃশ্বাস নিল নাথান, "আমি চাচ্ছি সবাই এই কারণটাই শুনুক। আমার বাবা একরকম ভয়ঙ্কর ইতি টেনেছে ব্যান-আলিদের নিয়ে। এমন ভীতিকর কিছু যেটা বাবা চেয়েছিল বাইরের পৃথিবীর মানুষ জানুক।"

"কি সেটা?" জিজ্ঞেস করল কাউয়ি।

ঠিক কোথা থেকে শুরু করবে বুঝতে পারছে না নাথান। "ব্যান-আলিদের নিয়ে নানা রকম তথ্য-উপাত্তগুলো এক করে বুঝে উঠতে কয়েক বছর সময় লেগে গিয়েছিল। আমাজনের অন্যসব গোত্র থেকে এই গোত্রটি কিছু বিষয়ে অসাধারণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। এরা কপিকল এবং চাকা আবিষ্কার করেছে, এমনকি কিছু বাড়িতে হাতে বানানো সরল এলিভেটর বানানো হয়েছে, ভারি পাথর আর গাছের গুঁড়ি বেঁধে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে ওগুলোর। এমন বিচ্ছিন্ন একটি গোত্রের মধ্যে আরও কিছু অগ্রগতি দেখে অদ্ভুত মনে হয়েছিল বাবার কাছে। সে বেশিরভাগ সময়ই ব্যয় করত ব্যান-আলিরা কিভাবে চিন্তা করে, কিভাবে তাদের সন্তানদের শিক্ষা দেয় এগুলো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে। প্রতিটি জিনিসই আকৃষ্ট করেছিল তাকে।"

"আচ্ছা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হল?" জিজ্ঞেস করল কেলি।

"জেরাল্ড ক্লার্ক ইলিয়ার প্রেমে পড়ে গেল। এখানে বন্দী থাকার দুই বছরের মাথায় তারা বিয়ে করল। তৃতীয় বছরে আবিষ্কার করল তারা বাবা-মা হতে চলেছে। চার বছরে এসে এক সন্তানের জন্ম দেয় ইলিয়া।" সামনের মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে সে অপলক। "বাচ্চাটা মৃত, দেহের গঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম," তার বাবার লেখা শব্দগুলো মনে পড়ল নাথানের। "একটা জেনেটিক দৈত্য।"

ভয়ে আৎকে উঠল কেলি।

ল্যাপটপের দিকে তাকাল নাথান। "এখানে কিছু ফাইলে আরও বিস্তারিত আছে। আমার বাবা ও তার দলের একমাত্র মেডিকেল ডাক্তার মিলে এই অদ্ভুত ঘটনার একটা

ভয়ঙ্কর সমাপ্তি টানতে চাইল। এই গাছটা শুধু তার থেকে নিচু প্রজাতিগুলোকে পরিবর্তিত করছে না। এটা গোটা ব্যান-আলি গোত্রকেই ধীরে ধীরে বিবর্তন করছে যুগ যুগ ধরে, খুব সূক্ষ্মভাবে এই মানুষগুলোর চিন্তা-ভাবনার ক্ষমতাকে অনেক উঁচুতে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের উদ্দীপনা শক্তিও বৃদ্ধি পাচ্ছে, এমনকি দৃষ্টি শক্তিও। যদিও বাইরে থেকে দেখতে তাদেরকে একই রকম মনে হয়, কিন্তু আভ্যন্তরীন পরিবর্তন করে যাচ্ছে এই গাছ। আমার বাবার ধারণা ছিল এই ব্যান-আলিরা ধীরে ধীরে জেনেটিক্যালি পরিবর্তিত হয়ে সভ্য মানুষ থেকে সম্পূর্ন আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আর এমনটা হবার একটি লক্ষণ হল ভিন্ন দুই প্রজাতি একত্রে সুস্থ বাচ্চার জন্ম না দিতে পারা।"

"মৃত বাচ্চা..." ফ্যাকাশে হয়ে গেল ম্যানুয়েলের মুখ।

মাথা নেড়ে সায় দিল নাথান। "আমার বাবা এই বিশ্বাসে পৌছে গিয়েছিল যে, বান-আলিরা হোমোসেপিয়েন্সদের প্রায় পেছনে ফেলার অবস্থায় পৌছে গিয়েছে, নিজেরাই রুপান্তরিত হচ্ছে নিজস্ব এক প্রজাতিতে।"

"হায় ঈশ্বর!" ঢোক গিলল কেলি।

"এ-কারণেই তাদের পালানোটা অত জরুরি হয়ে পড়েছিল। এই উপত্যকায় শুরু হওয়া মানুষ জাতির এমন অনৈতিক পরিবর্তনকে অবশ্যই থামাতে হবে।"

প্রায় মিনিটখানেক কেউ কোন কথা বলল না। ফিসফিস করে নিরবতা ভাঙল আনা, তার কণ্ঠে ভয়। "তাহলে আমরা এখন কি করব?"

"শালার জিপিএস'টাকে ঠিক করতে হবে প্রথমে," রুক্ষভাবে বলল কসটস। "তারপর এখান থেকে সটকে পড়তে হবে।"

"আর এই মাঝখানের সময়টুকুতে," যোগ করল ক্যারেরা, "আমরা যতটা পারি ইয়াগা পাউডার সংগ্রহ করব, বলা যায় না ওগুলো কাজে লাগতেও পারে।"

গলাটা একটু পরিস্কার করে উঠে দাঁড়াল কেলি। "আমরা সবাই একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছি, আমেরিকায় যে রোগটা ছড়িয়ে পড়ছে তার কি ব্যবস্থা করব? কিভাবে ঠেকাব ওটাকে? এই উপত্যকা থেকে বেরুবার সময়ে তার সাথে কি এমন ছিল যা থেকে এই রোগ হতে পারে?" নাথানের দিকে ফিরল কেলি। "তোমার বাবার নোটে এখানকার কোন সংক্রামক রোগের কথা উল্লেখ আছে?"

"না, এই ইয়াগার যে সহজাত বৈশিষ্ট্য তাতেই এখানকার সবাই অবিশ্বাস্য রকমের সুস্থ থাকে। তবে একটা নিষিদ্ধ কাজ আছে যেটা কেউ করে না, সেটা এই গোত্র ত্যাগ করে চলে যাওয়া। যে ত্যাগ করবে ছায়ার মত লেগে থাকা এক অভিশাপ তার পিছু নেবে, এমনকি তার সাথে যাদেরই সাক্ষাত হবে তারাও অভিশপ্ত হবে। আমার বাবা এটাকে একটা গালগল্প বলে উড়িয়ে দিয়েছিল যাতে পালাতে ভয় না পায় কেউ।"

বিড়বিড় করল ম্যানুয়েল, যে ত্যাগ করে এবং যাদেরকে দেখে সবাই অভিশপ্ত...এটা তো আমাদের সংক্রামক রোগটার মতই শোনাচ্ছে।"

নাথানের দিকে ঘুরল কেলি। "যদি এটা সত্যও হয়ে থাকে, রোগটা আসছে কোথা থেকে? কিসের কারণে জেরাল্ড ক্লার্কের শরীর হঠাৎ করেই এত টিউমারে ভরে গেল? সে

এত সংক্রমিত হল কিভাবে?"

"আমি নিশ্চিত, এটার সাথে ইয়াগার প্রাণ-রক্ষাকারী আঠার সম্পর্ক আছে," জেন বলল। "হয়ত এই রোগটা এখানকার সবারই আছে তবে সেটা নিয়ন্ত্রণে থাকে এই গাছের কল্যাণে। আমরা যখন এখান থেকে বের হব, আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে, আমাদের সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ স্যাম্পল আছে। এটা যে খুবই জরুরি বিষয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।"

কেলি এড়িয়ে গেল জেনের কথা, তার দৃষ্টিতে ভর করেছে অনিশ্চয়তা। "একটা জিনিস আমাদের দৃষ্টিতে এড়িয়ে যাচ্ছে...গুরুত্বপূর্ণ কিছু," সে বলল নিচু আর শান্ত কণ্ঠে। তার কথা কেউ শুনতে পেরেছে কিনা তা নিয়ে নাথান সন্দিহান।

"দাখি'র কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যায় কি না দেখছি আমি," কাউয়ি বলল। "দেখি সে এর কোন জবাব দিতে পারে কিনা পালিয়ে যাওয়াদের শেষ পরিণতি কি হয়েছিল আর এই রহস্যময় রোগের কোন চিকিৎসা আছে কিনা সে বিষয়ে।"

"বেশ। তাহলে সবার কাজের একটা পরিকল্পনা করে ফেলা যাক," সার্জেন্ট কসটস বলল। সে একে একে সবার দিকে ইশারা করে যার যার কাজ বুঝিয়ে দিল। "অলিন কাজ করবে জিপিএস নিয়ে। ভোরে কাউয়ি এবং আনা আমাদের দলের ইন্ডিয়ান এক্সপার্টকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। তোমাদের কাজ হবে যতটা সম্ভব বেশি পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করা। ম্যানুয়েল, ক্যারেরা এবং আমি দেখব বিশেষ সেই বস্তুটা, মানে পাউডারটা কোথায় জমা আছে। জেন, নাথান এবং কেলি যাবে ফ্রাঙ্কের কাছে, তাকে প্রস্তুত রাখতে হবে যদি জরুরি ভিত্তিতে এখান থেকে চলে যেতে হয় তার জন্য। তোমরা যখন ফ্রাঙ্কের কাছে থাকবে তখন তোমাদের তিনজনের দায়িত্ব হবে ইয়াগার সেই বিশেষ আঠা সংগ্রহ করা।"

খুব ধীরে মাথা নাড়ল সবাই। তারা যদি কিছু নাও পারে অন্তত ব্যস্ত থাকতে পারবে এই সময়টুকু, সুন্দর এই উপত্যকার ভয়ঙ্কর প্রাণীদের নিয়ে সবার দুশ্চিন্তাটা দূরে রাখতে পারবে কমবেশী।

উঠে দাঁড়াল কাউয়ি। "আমি তাহলে কাজ শুরু করে দেই। দাখি এখন নিচে আছে। ওর সাথে কথা বলি।"

"আমি যাব তোমার সাথে," বলল নাথান।

তাদের দিকে এগিয়ে এল কেলি। "আমিও যাব, লম্বা রাত নামার আগে শেষ বারের মত দেখে আসি ওকে।"

তিনজনের দলটা ঘর ছেড়ে বাইরের পাটাতন অতিক্রম করে মইয়ের কাছে এসে দাঁড়াল। সূর্য ডুবে গেছে। পশ্চিম আকাশে লাল আভা দেখা যাচ্ছে শুধু। সন্ধ্যা যেন কালো চাদরের মত ঢেকে দিচ্ছে সবুজ অরণ্যকে। নিরবতা সাথি করে তিনজনেই একে একে নামতে শুরু করল বনের মধ্যে। প্রত্যেকেই নিজস্ব চিন্তায় মগ্ন। নাথান সর্বপ্রথম মই থেকে নামল, তারপর বাকিদেরকে সাহায্য করল নামার কাজে। নাথানকে দেখে এগিয়ে এল টর-টর, মাথা দিয়ে একটু ঘষা দিল তার পায়ে। সে-ও প্রাণীটার কানের পাশে হাত বুলিয়ে দিল অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। কয়েক মিটার দূরে দাখি নামের ইন্ডিয়ানটা দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ।

কাউয়ি তার দিকে এগিয়ে গেল। কেলি তাকাল ইয়াগার দিকে, বিশাল গাছটার উপরের অংশের ডাল-পালাগুলো এখনো সূর্যের আলোয় ধুয়ে যাচ্ছে। তার সরু হয়ে যাওয়া চোখে অবিশ্বাসের আভা দেখতে পেল নাথান।

"একটু যদি অপেক্ষা কর আমিও তোমার সাথে যাব," বলল সে।

মাথা ঝাঁকাল কেলি। "আমি ঠিক আছি। আমার কাছে রেঞ্জারদের একটি রেডিও আছে। তোমার একটু বিশ্রাম নেওয়া উচিত এখন।"

"কিন্তু..."

চোখে চোখ রেখে তাকাল মেয়েটি, ক্লান্তি এবং বেদনা তার চোখে-মুখে। "বেশিক্ষণ থাকব না। মাত্র পাঁচ মিনিট একা থাকতে চাই আমার ভায়ের সাথে।"

মাথা নেড়ে সায় দিল নাথান। কোন সন্দেহ নেই তার, ব্যান-আলি মেয়েটিকে ভেঙেচুরে দিয়েছে, কিন্তু তাকে এমন তীব্র দুঃখের মধ্যে একা থাকতে দিতে চায় না সে। প্রথমে তার একমাত্র মেয়ে, এখন তার একমাত্র ভাই...অনেক যন্ত্রণায় নিপতিত মেয়েটি। নাথানের আরও কাছে এগিয়ে এল কেলি, হাতে শক্ত করে চাপ দিল।

"তুমি যেতে চেয়েছ তাতেই আমি খুশি, নাথান, ধন্যবাদ তোমাকে," ফিসফিস করে বলল সে, তারপর পা বাড়াল খোলা জায়গার দিকে।

নাথানের পেছনে কাউয়ি এরইমধ্যে তার পাইপে আগুন জ্বালিয়েছে, কথা শুরু করে দিয়েছে দাখির সঙ্গে। টর-টরের মাথায় একটা আলতো চাপড় দিয়ে নাথান যোগ দিল তাদের সাথে।

কাউয়ি ঘুরে তাকাল। "তোমার বাবার কোন ছবি আছে তোমার কাছে?"

"ওয়ালেটের মধ্যে আছে একটা।"

"দাখিকে একটু দেখাতে পার? তোমার বাবার সাথে ওরা চারবছর একসাথে থেকেছে, আমার মনে হয় ক্যামেরায় তোলা ছবির সাথে এই মানুষগুলো কমবেশি পরিচিত।"

কাঁধ উঁচু করে নাথান তার চামড়ার মানিব্যাগটা বের করল, সেখান থেকে তার বাবার একটা ছবি বের করল সে। ছবিতে তার বাবা দাঁড়িয়ে আছে ইয়ানোমামোর এক গ্রামে, চারপাশে সেই গ্রামের শিশুরা। কাউয়ি সেটা দাখির কাছে দিল।

ইন্ডিয়ানটা মাথা নেড়ে সায় দিল ছবিটা দেখে। তার চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে উঠল। "কার্ল," ছবির উপর আঙুল বুলিয়ে বলল সে।

"কার্ল...ঠিক বলেছ," কাউয়ি আগ্রহী হয়ে উঠল এবার। "কি হয়েছিল ওদের?" প্রশ্নটা আবারো করল প্রফেসর ইয়ানোমামো ভাষায়। দাখি সেটা বুঝল না। অবশেষে বেশ কিছু অঙ্গ ভঙ্গির মাধ্যমে তাকে বোঝানো হলে সে বুঝতে পেরে মাথা নাড়ল, সেই সাথে বেশ জটিল একটি ভাবের আদান প্রদান হলো তাদের মধ্যে।

দাখি এবং প্রফেসর ভাষা-উপভাষার মিশেলে এত দ্রুত কথা বলতে শুরু করল যে নাথানের পক্ষে সেটা ধরতে পারা সম্ভব হল না।

একটু বিরতির পর কাউয়ি ফিরল নাথানের দিকে। "বাকি সবাই মারা গিয়েছে, মানে মেরে ফেলা হয়েছে। শুধু জেরাল্ড অন্যদের চোখ ফাঁকি দিতে পেরেছিল। স্পেশাল ফোর্সে

থাকার সময়ে তার শেখা কৌশলগুলো তাকে সাহায্য করেছিল পালাতে।"

"আর আমার বাবা?"

দাখি হয়তো এই শব্দটা বুঝতে পেরেছে। ধরে রাখা ছবির দিকে ঝুঁকে ভাল করে সেটা দেখল একবার তারপর চোখ তুলে তাকাল নাথানের দিকে। "ছেলে?" জিজ্ঞেস করল সে। "তুমি ওই মানুষের ছেলে?"

মাথা নেড়ে সায় দিল নাথান।

দাখি নাথানের কাঁধ চাপড়াল, বড় একটা হাসি ফুঁটে উঠল তার মুখে। "ভাল। *উইশাওয়া*'র ছেলে।"

নাথান ভুরু তুলে কাউয়ির দিকে তাকাল।

"শামান বা ওঝাকে ওরা *উইশাওয়া* বলে। তোমার বাবার মধ্যে আধুনিক অনেক কলাকৌশল দেখেছে ওরা, তাই হয়তো তাকে শামান হিসেবেই বিবেচনা করা হয়েছে।"

"কি হয়েছিল তার?"

কাউয়ি আবারো কথা শুরু করল তার ব্যাকরনবর্জিত সহজ ইংরেজি আর ইয়ানোমামো ভাষা মিশেলে। তার দুবোর্ধ্য ভাষা বুঝতে শুরু করেছে নাথান।

"কার্ল...?" মাথা দোলাল দাখি, হাসছে গর্বের সাথে। "আমার ভাই তেশারি-রিন কার্লকে ইয়াগার কাছে ফিরিয়ে আনে, এটা ভাল।"

"ফিরিয়ে এনেছিল?" জিজ্ঞেস করল নাথান।

গল্পটা শুনে গেল কাউয়ি তার কাছ থেকে। দ্রুত কথা বলছে দাখি। কিছুই বুঝল না নাথান। কথা শেষ করে ওর দিকে ফিরল কাউয়ি। তার চোখে-মুখে হতাশা।

"কি বলল সে?"

"যা বলল তার কাছাকাছি অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, তোমার বাবাকে নিশ্চিত ফিরিয়ে আনা হয়েছিল এখানে, জীবিত না মৃত ঠিক করে বলতে পারছি না। যেহেতু সে পালিয়ে গিয়ে অপরাধ করেছে, আবার অন্যদিকে উইশাওয়ার মর্যাদাও ছিল তার, সেজন্যে তাকে একটা বিরল সম্মান দেয়া হয় যেটা এই গোত্রের মানুষের কাছে অসম্ভব দামি।"

"কি সেটা?"

"তাকে ইয়াগার কাছে নেওয়া হয়, তারপর তার শরীর শেকড়ের কাছে খেতে দেওয়া হয়।"

"শেকড়কে খেতে দেওয়া হয় মানে?"

"আমার মনে হয় সে সার জাতীয় পদার্থের মত কিছু বুঝিয়েছে।"

এক পা পেছনে সরে গেল নাথান। যদিও সে জানত তার বাবা মৃত তারপরও এই রূঢ় বাস্তবতা এতটাই ভয়ঙ্কর যে সহ্য করা অসম্ভব। তার বাবা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গাছসৃষ্ট এই ভয়ঙ্কর জৈবিক পরিবর্তনটা থামাতে চাইল কিন্তু ঘটনা শেষ হল নির্মমভাবে, তাকে নিজেই পরিণত হতে হল গাছের খাবারে! পুষ্টির যোগানদাতা হিসেবে!

কাউয়ির পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা দাখি মাথা নাড়ছে আর হাসছে বোকার মত। "এটা ভাল। কার্ল ইয়াগার জন্য ভালই হয়েছে। *নাশি-নার*।"

অসাড় হয়ে পড়া নাথানের জানতে চাওয়ার শক্তি নেই শেষ শব্দটার অর্থ কি, কিন্তু কাউয়ি সেটার অনুবাদ করে দিল নিজে থেকেই।

"*নাশি-নার*। চিরতরের জন্যে।"

রাত ৮:০৮

জঙ্গলের অন্ধকারে অপেক্ষা করছে লুই, ইনফ্রারেড গগল্‌সটা মাথার উপরে তোলা। এইমাত্র সূর্য অস্ত গেল, সত্যিকারের রাতে নেমে আসছে, আঁধার গ্রাস করছে এই উপত্যকাকে। সে এবং তার লোকজন কয়েক ঘণ্টা ধরে যার যার জায়গায় ঘাপটি মেরে আছে। খুব বেশি সময় হয় নি। কিন্তু সে জানে ধৈর্যশীল হতে হবে তাকে, তাড়াহুড়ো করতে গেলে আরো দেরি হয়ে যায়–এটা শেখানো হয়েছে তাকে। আর একটামাত্র অস্ত্র দরকার আক্রমণের আগে। তারই অপেক্ষায় উপুর হয়ে শুয়ে আছে সে, ঝোঁপঝাঁড়ের আড়ালে, মুখ ঢেকে আছে কালো রঙে।

লম্বা দিনটা কেটেছে অনেক ব্যস্ততার মাঝে। আজ সকালে সূর্য ওঠার ঘণ্টাখানেক পর তার গুপ্তচরের সাথে যোগাযোগ হয়েছে। সে তখনো বেঁচে আছে ভাবতেই আবাক হয়েছিল লুই। কী কপাল! তার গোয়েন্দা তাকে জানিয়েছে, ব্যান-আলি গ্রামটা অবশ্যই আছে আর সেটা অবস্থিত পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন এক উপত্যকায়, যেখানে শুধুমাত্র পৌছানো সম্ভব সামনের পাহাড়গুলোর গিরিখাদের ভেতর দিয়ে, এর চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে? তার সবগুলো টার্গেটই এক জায়গায় আছে।

উপত্যকায় একমাত্র বাধা ছিল জাগুয়ারের দলটি। তবে তার প্রিয়তমা সুই এই বিচ্ছিরি ঝামেলাটা সামাল দিয়েছে। ভোরের অন্ধকার গায়ে চেপে সে উপত্যকার একেবারে কেন্দ্রে চলে যায়, সাথে একটা দল নিয়ে যার প্রতিটি সদস্যই বেছে বেছে নেওয়া। তাদের মধ্যে জার্মান কমান্ডো ব্রেইলও আছে। তারা সেখানে বিষ মাখানো মাংস রেখে আসে, সব মাংসই রক্ত মাখানো আর টাটকা। প্রতিটি টুকরোর সাথে ভালভাবে এক রকম ভয়ঙ্কর বিষ মাখিয়ে দিয়েছে সু। এই বিষের না আছে কোন গন্ধ না আছে স্বাদ, তবে এতটাই তীব্র যে জিহ্বায় একটু লাগলেও মৃত্যু অবধারিত। দলটা ওখানে গিয়ে রেঞ্জারদের আক্রান্ত হবার চিহ্ন দেখে বুঝতে পারে, রক্তের ক্ষুধা কতটা তীব্র এই জাগুয়ারগুলোর। হিংস্র মানুষগুলোরও কষ্ট হয়েছে এটা সহ্য করতে।

ভোরের প্রথম অংশটুকুজুড়ে এই দৈত্যাকার প্রাণীগুলো এখানে সেখান ঢলে পড়েছে, ওগুলো আর জেগে উঠবে না। অল্প কয়েকটা জাগুয়ার সন্দেহবশত খাওয়া থেকে দূরে ছিল, কিন্তু ইনফ্রারেড গগল্‌স চোখে দিয়ে সুই এবং তার লোকজন সেগুলোও শেষ করে দিয়েছে, অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে এয়ার-গান, যার প্রতিটা গুলিতে বিষ মাখানো। সব কিছু শান্তভাবেই শেষ হয়েছে। বাধাহীন পথে লুই তার দলবল নিয়ে পৌছে গেছে ব্যান-আলিদের সীমানার একেবারে কাছাকাছি। সবাই প্রস্তুত যার যার অবস্থানে থেকে। তবে শেষ একটা জিনিসের প্রয়োজন তার–তাকে ধৈর্যশীল হতে হবে। কোন তাড়াহুড়ো করা যাবে না।

অবশেষে জঙ্গলের ভেতর নড়াচড়া চোখে পড়ল তার। ইনফ্রারেড গগল্‌সের ভেতর দিয়ে অবয়ব দুটোকে লাগছে জ্বলে থাকা টর্চের মত। তারা চুপচাপ সামনে দিয়ে চলে গেল। আজ সকালে লুই তার কয়েকজন লোককে জঙ্গলের একেবারে প্রান্তে প্রস্তুত রেখেছে। যদি কোন ইন্ডিয়ান তাদের পিছু ধাওয়া করে তবে তাদের ঠাণ্ডা করার দায়িত্ব সভ্য জগতের অসভ্য মানুষগুলোর। কিন্তু ব্যান-আলিদের কেউই কোন রকম আগ্রহ দেখাল না অন্য কোন বিষয়ে। খুব সম্ভবত তাদের সবার মনোযোগ এখন নিজেদের গ্রামে আগত নতুন মানুষগুলোকে ঘিরে, আর সাথে তো এই আত্মবিশ্বাস আছেই, জাগুয়ারের দলটা সবরকম বহিরাগতদেরই আটকে দেবে। *আজ আর তেমনটা হচ্ছে না, বাবারা। তোমাদের ঐ পুঁচকে জাগুয়ারের দল থেকেও পরভুক কিছুর আগমন ঘটেছে আজ তোমাদের রাজ্যে।*

একটু নিচু দিয়ে ঘুরঘুর করতে থাকল মানুষ দু-জন। গগল্‌স নামিয়ে ফেলল লুই এক মুহূর্তের জন্য। যদিও সে জানে, মানুষ দু-জন খুব কাছেই ঘুর ঘুর করছে কিন্তু তাদের কালো রঙের কেমোফ্লেজটা এতই নিখুঁত হয়েছে যে, খালি চোখে তাদেরকে সনাক্ত করতে পারছে না লুই। গগল্‌সটা আবারো পরে নিয়ে হাসল সে। অবয়ব দুটো চলে যাচ্ছে দূরে।

আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময় কিছুই জানে না ব্যান-আলিরা!

এক মুহূর্ত পরেই মানুষ দু-জন জঙ্গলের একেবারে প্রান্তে চলে গেল। তাদেরকে একটু হতবুদ্ধিকর দেখাচ্ছে। ওরা বিপদের কোন গন্ধ আঁচ করতে পেরেছ নাকি? জাগুয়ারগুলোর ওপর পুরো আস্থা রাখতে পারছে না? দম বন্ধ করে রাখল লুই। ধীরে ধীরে মানুষ দু-জন হারিয়ে গেল জঙ্গলের ভেতরে, রাতের টহল দেবার জন্য প্রস্তুত তারা।

অবশেষে রাত নামছে তাহলে।

নতুন একটা জ্বলজ্বলে অবয়বের উদ্ভব হল, ওটা এগিয়ে গেল ইন্ডিয়ান দুটোর পথ ধরে। লম্বা অবয়বটিকে বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে বাকি দু-জন থেকে। গগল্‌স নামাল লুই। নতুন অবয়বটি তার মিসট্রেস সুইয়ের। বিবসনা দেহ। কালো চুলগুলো রুপালী ঝরনার মত ঢেউ খেলে নেমে গেছে নিতম্ব অবধি। সে একেবারে নিঃশব্দে ইন্ডিয়ান দুটোর সব ইন্দ্রিয় ফাঁকি দিয়ে এগিয়ে গেল তাদের দিকে, বন-দেবী জেগে উঠেছে যেন তার ঘুম থেকে।

বিস্ময়ে জমে গেল মানুষ দু-জন। কাছের ঝোঁপ থেকে একটা কাশির শব্দ এল। একটা ইন্ডিয়ান গলায় হাত চাপড়াল দ্রুত তারপরই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তাকে ছোঁড়া কাঁটাগুলো এমন বিষাক্ত যে আধ-টন ওজনের জাগুয়ারও ঘায়েল হয়ে যায় নিমিষে। মানুষটার মাথা পাথুরে মাটি স্পর্শ করার আগেই মারা গেল। অন্য ইন্ডিয়নটি হা করে তাকিয়ে থাকল এক মুহূর্ত, তারপর দিল দৌড়। দ্রুত গতিতে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সপৃল পথে। কিন্তু লুইর সঙ্গিনী আরও গতিশীল, রক্তে আরও বেশি উত্তেজনা আর হিংস্রতা অনেক ভয়াবহ। একেবারে চেষ্টা ছাড়াই সে ইন্ডিয়নটার পথ আগলে দাঁড়াল। মানুষটা ভয়ে হোক আর সতর্ক করার জন্য হোক চিৎকার দিতে চাইল মুখ দিয়ে, কিন্তু মেয়েটির ক্ষিপ্রতা বাধ সাধল আবারো। একটা হাত ছুড়ে দিল সুই লোকটার মুখের দিকে। মুহূর্তেই হাতের

ভেতর থাকা পাউডার ছিটকে গিয়ে পড়ল তার চোখে আর খোলা মুখে। ঝাঁকুনি দিয়ে কেশে উঠল সে। চিৎকার পরিণত হল গড়গড় শব্দে। পাউডারটা শরীরে প্রবেশ করতেই লোকটি হাটু ভেঙে মাটিতে পড়ে গেল। ভাবলেশহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে সু। মাটিতে ভাল করে শুয়ে পড়ার পর সুই তার শিকারের পাশে বসে পড়ল, তারপর তাকাল লুইর লুকিয়ে থাকা জায়গার দিকে, ঠোঁটের কোণায় ফুটে উঠল ভৌতিক এক হাসি।

উঠে দাঁড়াল লুই। ধাঁধার চূড়ান্ত অংশ এখন পেয়ে গেছে তারা, ইন্ডিয়ানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কতটা শক্তিশালী তা সুইয়ের দলের কাছ থেকে জানতে পারবে এবার। সব কিছু প্রস্তুত এখন, অপেক্ষা শুধু আগামীকালের আক্রমণের জন্য।

রাত ৯:২৩

কেলি তার ভায়ের হ্যামোকের পাশে আসন গেঁড়ে বসে আছে। মোটা একটা কম্বলে পেঁচানো ফ্রাঙ্ক খড়ের নল মুখে দিয়ে তরমুজ আকৃতির একটা অর্ধগোলাকার বাদামের খোলস থেকে সাদা এক রকম তরল টেনে নিচ্ছে মুখে। কেলি ফলটা চিনতে পারল। ইয়াগার কয়েকটা শাখায় এমন ফল ঝুলতে দেখেছে। খোলসের ভেতরে তরলটা দেখতে নারকেলের দুধের মত। সে একবার এটা চেখেও দেখেছে যখন তার ভাইকে প্রথম এখানে আনা হয়েছিল, এক ইন্ডিয়ান তার ভাইকে খাবার জন্য দিয়েছিল ওটা। খেতে মিষ্টি স্বাদের আর প্রচুর চর্বিও আছে তাতে, শক্তি ফিরে পেতে তার ভায়ের ঠিক যেমনটা দরকার।

সে তার ভায়ের এই প্রাকৃতিক পানীয়টা খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, পাত্রটা ফিরিয়ে দেবার সময় কেলি ওটা নিতে গিয়ে লক্ষ্য করল তার ভায়ের হাতটা মৃদু কাঁপছে। যদিও জেগে আছে তবু চোখ দুটোতে মরফিনের প্রভাবে নেশাগ্রস্ত ভাব দেখা গেল।

"এখন কেমন লাগছে তোমার?" জিজ্ঞেস করল কেলি।

"যেন একজন কোটিপতি হয়ে গেছি," বলল সে জড়ানো কণ্ঠে। চোখের ইশারায় কম্বলে ঢেকে রাখা আহত পা দুটোর দিকে দেখাল।

"এখন কেমন ব্যাথা করছে?"

ভ্রু নাচাল সে। "কোন ব্যাথা নেই," একটু হেসে বলল, তার হাসি বেশ সজীব। "সত্যি বলতে, মনে হচ্ছে যেন আমার পায়ের গোড়ালি চুলকাচ্ছে।"

"একে বলে ফ্যান্টম সেনসেশন, বুঝতে পেরেছ?" বলল কেলি। "মনে হবে চুলকাচ্ছে কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না। মনে হয় কয়েক মাস এমন চলবে তোমার।"

"বাহ্, চুলকানি থাকবে কিন্তু কোনদিন তা চুলকাতে পারব না...ভালই।"

ভায়ের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল কেলি। পরিত্রাণের অভিব্যক্তির সাথে মিশে আছে ক্লান্তি আর তার ভেতরে জমে থাকা ভয়ের অনুভূতি। এসবই যেন প্রতিফলিত হল তার ভায়ের অভিব্যক্তিতেও। তবে চোখমুখের ফ্যাকাশে ভাবটা কেটে গেছে অনেকটাই। যে অবস্থা ছিল প্রথমে সেটা বিবেচনা করলে ইয়াগার আঠাকে সমীহ করতেই হবে কেলিকে।

এর কল্যাণেই তার ভায়ের জীবনটা বেঁচেছে। আর সুস্থ হওয়ার হারটাও বেশ দ্রুতই হচ্ছে।

হঠাৎ একটা হাই তুলল ফ্রাঙ্ক, একেবারে সুস্থ মানুষের মত, খুব মিষ্টি লাগল শুনতে। "তোমার ঘুমানো দরকার," উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল সে। "অলৌকিকভাবে আরোগ্য হোক না হোক, দেহের ব্যাটারিগুলোর চার্জ দরকার।" চারপাশে চোখ বুলাতে বুলাতে শার্টটা গায়ে জড়াল।

গুহার মত ঘরটাতে দু-জন মাত্র ইন্ডিয়ান অবশিষ্ট আছে। তাদের একজন প্রধান শামান, যে তার দিকে তাকিয়ে আছে অধৈর্যের দৃষ্টিতে। রাতটা ভায়ের পাশেই কাটাতে চেয়েছিল কেলি, কিন্তু শামান রাজি হয় নি। সে এবং তার সহকারীরা ভাঙা ভাঙা ইংরেজি দিয়ে কেলিকে বুঝিয়েছে, তারা তাদের নতুন এই ভাইটাকে ঠিকঠাক দেখে-শুনে রাখবে।

"ইয়াগা ওকে বাঁচিয়ে রাখবে," শামান বলেছিল তাকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেলি। "আমাকে এখান থেকে ঘাড় ধরে বের করে দেবার আগেই বরং যাই আমি।"

আবারো হাই তুলে মাথা নাড়ল ফ্রাঙ্ক। কেলি এরইমধ্যে তাকে আগামীকালের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানিয়েছে, বলেছে কাল সকালেই তার সাথে আবার দেখা হচ্ছে। হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে হাত ধরল ফ্রাঙ্ক। "বোন আমার...অনেক ভালবাসি তোমাকে।"

সে ঝুঁকে গিয়ে তার কপোলে একটা চুমু দিল। "তোমাকেও অনেক ভালবাসি, ফ্রাঙ্ক।"

"ঠিক হয়ে যাব আমি...জেসিও ঠিক হয়ে যাবে।"

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল কেলি, হঠাৎ করে ঠেলে আসা কান্না থামাতে। কোনভাবেই তার ভেতরের অনুভূতিগুলো বাইরে আনতে চায় না ফ্রাঙ্কের সামনে। তার সাহস হল না এমন করতে, তার কান্না হয়তো থামাতেই পারবো না পরে। গত কয়েক দিন ধরে জমা দুঃখগুলো এক জায়গায় শক্ত করে বেঁধে রেখেছে সে। এটা ওব্রেইনদের সহজাত বৈশিষ্ট্য। কঠিন বিপদের মুখেও ইস্পাতের মত অটল থাকে আইরিশরা। কান্নায় ভেঙে পড়ার সময় এখন নয়। নিজেকে সে ব্যস্ত রাখল ফ্রাঙ্কের শরীরে লাগানো পাইপগুলো পরীক্ষার কাজে। এখন শরীরে খাবার ঢোকানো নলটাও যুক্ত করা হয়েছে। যদিও বাইরে থেকে কোন বল-বৃদ্ধিকারী তরল দেবার প্রয়োজন নেই তার, তবু ক্যাথেটার নলগুলো প্রস্তুত রাখল জরুরি প্রয়োজনের কথা ভেবে। শামানটি এখনো কেলির দিকে ভ্রু কুচকে তাকিয়ে আছে, তার কাজ-কর্ম দেখছে বিরক্তির সাথে। *তুই শালার বাট্টু, মর!* মনে মনে রাগ ঝাড়ল কেলি। *আমার যখন ইচ্ছে আমি যাব, তাতে তোর কি?*

ফ্রাঙ্কের পায়ের ওপর থেকে কম্বল সরালো সে শেষবারের মত ক্ষতস্থানগুলো পরীক্ষা করতে। আঠাটা আগের মতই মজবুতভাবে আটকে আছে কাটা অংশে। শুধু তাই নয়, অর্ধ-স্বচ্ছ আঠার ভেতর দিয়ে স্পষ্ট দেখা গেল ক্ষতস্থানজুড়ে নতুন কোষের একটা আস্তরণ এরই মাঝে তৈরি হয়েছে, ঠিক পুরনো খোলসের অন্তরালে নতুন কোষ তৈরি হবার মতন।

আর যে দ্রুত হারে এটা বাড়ছে তা আসলেই বিস্ময়কর। কম্বলটা দিয়ে আবারো ঢেকে দিয়ে সে দেখল তার ভায়ের চোখ জোড়া এরই মাঝে বুজে গিয়েছে। খোলা মুখ থেকে একটু নাক ডাকার শব্দও আসছে। সে খুব সাবধানে ঝুঁকে তার অন্যগালে চুমু খেল। আবারো তার কান্না বেরিয়ে আসতে চাইল কিন্তু খুব কষ্টে চেপে রাখল তা। তবে চোখের অশ্রু ধরে রাখতে পারল না। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চোখ মুছে ঘরের চারপাশটা ভাল করে দেখে নিল আরেক বার। শামান নিশ্চয় কেলির অশ্রুভেঁজা মুখটা দেখেছে। অধৈর্যে কুঁচকে থাকা ভ্রু এখন স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে সহানুভূতিতে। মাথা নাড়ল সে কেলির দিকে তাকিয়ে। চোখ দুটোতে আশ্বস্ত করার আভাস। যেন আবারো মনে করে দিচ্ছে একটা নিরব নিশ্চয়তার কথা, সে তার ভাইকে ভাল করে দেখে রাখবে। অনিচ্ছার সাথেই গভীর করে দম নিয়ে বের হল সে। তার মনে হল, গাছ থেকে বাইরে বেরুবার পথটুকু যেন আর ফুরায় না। আঁধারে ঘেরা পথটায় সম্পূর্ন একা, সঙ্গী বলতে তার ভাবনাগুলো। দুশ্চিন্তার পরিধি আরও বিন্যস্ত, আরও বহুগুনে বেশি এখন। স্বভাবতই তার সকল ভয় ঘুরপাক খাচ্ছে ভাই, কন্যা আর বাকি জগতের মধ্যে।

অবশেষে গাছের সুড়ঙ্গ থেকে বাইরের খোলা জমিতে বেরিয়ে এল সে। শেষে বিকেলের মিষ্টি হওয়া বইছে চারপাশে, তবে যথেষ্ট উষ্ণ সেটা। চাঁদটা মাথার ওপর রুপালী আলো ছড়াতে শুরু করেছে কিন্তু ঘন মেঘ তা বাধা দিতে দিতে ঢেকে দিচ্ছে দূর আকাশের তারাগুলোকেও। দূর হতে মেঘের গর্জন ভেসে এল। সকালের আগেই বৃষ্টি নামতে পারে। নির্মল বাতাস ঠেলে দ্রুত হেটে গেল তাদের জন্য নির্ধারিত গাছটির দিকে। গাছের নিচে ফ্লাশ-লাইট হাতে পাহারায় দিচ্ছে ক্যারেরা, রেঞ্জারটা আলো ফেলল কেলির দিকে। তারপর চিনতে পেরে হাত উঁচু করে সংকেত দিল। তার পাশে গুঁটিসুটি মেরে বসে আছে টর-টর। কেলি আরও একটু কাছে আসতেই মাথা উঁচু করে বাতাসে ঘ্রাণ নিল জাগুয়ারটা, তারপর আবারো নামিয়ে নিল মাথাটা।

"ফ্রাঙ্কের কি অবস্থা?" জিজ্ঞেস করল ক্যারেরা।

কথা বলার কোন ইচ্ছে তার নেই তবু এই রেঞ্জারের দুশ্চিন্তাটা এড়িয়ে যেতে পারে না সে। "আগের থেকে অনেক ভাল, অনেক ভাল।"

"যাক, ভাল খবর," সে বুড়ো-আঙুল দিয়ে মইয়ের দিকে দেখাল। "যতটা পারো ঘুমিয়ে নেয়া উচিত তোমার, সামনে লম্বা একটা দিন, অনেক ঝক্কি পোহাতে হবে।"

মাথা নাড়ল কেলি, যদিও তার সন্দেহ হচ্ছে, ঘুমাতে পারবে কিনা, তারপরও মইয়ের ধাপে পা রাখল সে।

"তৃতীয় লেভেলে একটা আলাদা রুম রাখা হয়েছে তোমার জন্য। ওটা ডানদিকে।"

খুব সামান্যই শুনল কেলি। "গুড নাইট," বিড়বিড় করে বলে মই বেয়ে উঠে গেল সে। কোন কিছুই তার মনোযোগ কাড়তে পারছে না এখন, ডুবে আছে নিজের দুশ্চিন্তার মাঝে। মই থেকে তৃতীয় তলায় পা রেখেই কেলি বুঝল এই লেভেলটা একেবারেই খালি, কেউ নেই। ঠিক কমন রুমের মত। সবাই হয়তো নিজ নিজ ঘরে চলে গেছে এতক্ষণে, যে

ক্লান্তিকর দিন পার হয়েছে সবার, চোখের পাতা এক করতে পারে নি কেউই। একটু ঝুঁকে আরও ওপরের ঘরগুলোর দিকে তাকাল, তারপর নিজের ঘরে যাবার জন্য দ্বিতীয় মই দুটোতে পা রাখতেই ক্যারেরার কথাটা মনে পড়ল তার।

দারুণ...একেবারে শেষে এসে থাকার জায়গা দাবি করলে যা হয় আর কি, তবে তৃতীয় লেভেলটা বেশ ভালই হয়েছে বাকি লেভেল দুটোর তুলনায়। খুব উঁচু ডালের ওপর কাঠামোটা দাঁড়িয়ে আছে, মূল কাঠামো থেকে আলাদা। দেখতে দুই রুমের গেস্ট হাউসের মত। পা ব্যাথা শুরু হয়েছে কেলির, পরের মইগুলোর ধাপ বেয়ে উঠছে সে। বাতাসের একটা ঝাপটা তাকে নাড়িয়ে দিয়ে গেল, আরও একটু ওপরে উঠতেই ডালগুলো মড়মড় করে উঠল, সামান্য দুলে উঠল মইটাও। দমকা বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ। চাঁদটাও এতক্ষণে চলে গেছে ঘন মেঘের আড়ালে। দ্রুত হাত পা চালিয়ে ওপরে উঠে গেল ঝড়-বর্ষা আসার আগেই। অনেক ওপর থেকে, কেলি বহুদূর অবধি দেখতে পেল বিজলির আলোয়। মেঘের গর্জনগুলো ধ্বনিতে হচ্ছে, যেন ড্রাম বাজছে বিভিন্ন দিকে। হঠাৎই তার মনে হল এমন ঝড়-বাদলের সময় এরকম উঁচু কোন গাছ মোটেই নিরাপদ নয় থাকার জন্য। আর সবচেয়ে ওপরের তলা তো আরও বেশি বিপজ্জনক।

বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাগুলো পাতার ওপর পড়া শুরু করতেই আরও দ্রুত করল কেলি। ছোট পাটাতনের কাছে পৌছেই হামাগুঁড়ি দিয়ে ঠেলে উঠল সেখানে। বাতাসের ঝপটা দেখতে দেখতে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। আমাজনের ঝড়গুলো সাধারণত স্বল্পকালীন হয়, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলো অনেকটা হুট করে এসে পড়ে, আর মারাত্মক তো হয়-ই। এটাও যে ব্যতিক্রম হবে না তা বোঝাই যাচ্ছে। সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগেই দরজাটা চোখে পড়ল তার, যেটা এই লেভেলের কক্ষগুলোতে যাবার পথকে সংযুক্ত করেছে।

ক্যারেরা কোন্ রুমের কথা বলেছিল তাকে?

মাথার উপর বিদ্যুৎ চমকে উঠল, সাথে গর্জন করল মেঘ। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হল ঝুপ করে, বাতাসেও বৃষ্টির ঝাপটা তীব্র মাত্রায়। পায়ের নিচের কাঠের পাটাতন চলমান জাহাজের পাটাতনের মত দুলে উঠল। ওর নড়াচড়ার শব্দে কার ঘুম ভাঙে না ভেঙে সেটা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা না ঘামিয়ে কোনমতে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল সে। আগে জান বাঁচনো দরকার।

ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। বিদ্যুৎ চমকাল বাইরে, আর সে আলোতেই দেখা গেল ঘরের পেছনের দরজা পর্যন্ত, একটা হ্যামোক ঝুলছে, সৌভাগ্যবশত ওটা খালি। তাহলে ঠিক সময়েই এসেছে। খুশি মনেই পা বাড়াল ওটার দিকে। হ্যামোকের দিকে এগিয়ে যেতেই অন্ধকার কিছু একটা বাধল তার পায়ে, প্রায় ভারসাম্য হারানোর মত অবস্থা হল। সামলে নিতে গিয়ে হাটু ভেঙে পড়ে গেল। আঙুলে ভর দিয়ে উঠতে গিয়ে ব্যাগের মত কিছু একটা ঠেকল তার হাতে, মেঝেতে পড়ে আছে ওটা।

"কে ওখানে?" একটা কণ্ঠ ভেসে এল পেছনের দরজার ওপাশ দিয়ে। অন্ধকার

একটা অবয়ব আবির্ভূত হল দরজার কাছে।

এখনো সোজা হতে পারে নি কেলি, একটা গভীর আতঙ্ক বয়ে গেল ভেতর দিয়ে। মেঘের গর্জন ধ্বনিত হল, আবারো বিদ্যুৎ-চমক আলো ছড়িয়ে দিল ঘরের ভেতর। এক মুহূর্তে মিলিয়ে যাওয়া সে আলো চিনিয়ে দিল গাঢ় অন্ধকার অবয়বটাকে। "নাথান?" জিজ্ঞেস করল সে ভীতসন্ত্রস্ত আর কিছুটা বিব্রত। "আমি কেলি।"

মানুষটি এগিয়ে এসে তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। "তুমি এখানে কি করছ?"

মুখের সাথে লেগে থাকা ভেঁজা চুলগুলো সরাল কেলি, ভয়ের শীতলতা উবে গিয়ে উষ্ণতায় পুড়ছে তার শরীর। *আমায় কত নির্বোধ মনে করল ছেলেটা,* ভাবল সে। "আমি...আমি ভুল রুমে এসে পড়েছি, দুঃখিত।"

"তুমি ঠিক আছ?" তার হাত দুটো এখনো ধরে আছে নাথান, হাতের তালু দিয়ে উষ্ণতা যেন ছড়িয়ে পড়ছে ভেঁজা শার্ট জড়ানো গায়ে।

"আমি ঠিক আছি। আসলে...খুব লজ্জা লাগছে নিজের কাছে।"

"এটার কোন কারণই দেখছি না। এখানে তো প্রায় অন্ধকার।" আবারো বিদ্যুৎ চমকালে কেলি আবিষ্কার করল নাথানের চোখ দুটো তার উপরে নিবদ্ধ। পূর্ণ নীরবতায় একে অপরের দিকে চেয়ে আছে তারা।

অবশেষে নিরবতা ভাঙল নাথান। "ফ্রাঙ্ক কেমন আছে?"

"ভাল," ফিসফিসিয়ে বলল সে। বজ্রধ্বনি ভেসে এল দূর থেকে, এগিয়ে আসছে যেন আরও তীব্রভাবে তাদের দিকে। চারপাশের জগৎটাকে কেমন যেন মনে হচ্ছে। তার কণ্ঠ এখন ফিসফিসানিতে পরিণত হল। "আমি...আমি তোমায় কখনো বলতে পারি নি...আমি আসলে অনেক কষ্ট পেয়েছি তোমার বাবার কথা শুনে...আমি সরি, নাথান।"

"না, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।"

ছোট্ট কথাগুলো কোমলভাবে ধ্বনিত হল। এক পা এগিয়ে গেল সে নাথানের দিকে নিজের আজান্তেই। সে যেন এক প্রজাপতি, ছুটে যাচ্ছে আগুনের দিকে, ঝলসে যাবে জানে কিন্তু ফেরার পথ নেই। তার ভেতরের অনুভূতিকে জাগিয়ে দিয়েছে নাথানের কষ্টগুলো। হৃৎপিণ্ড ঘিরে থাকা বুকের পাঁজরগুলো যেন ভেঙে আসতে চাইছে দুর্বল হয়ে। অশ্রু এসে আবারো জমতে শুরু করেছে চোখে। ফুপিয়ে কান্না চলে এল তার।

"শান্ত হও," কেলিকে বলল নাথান। তাকে টেনে নিজের দিকে নিল সে। বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল ওকে।

কম্পনগুলো এবার রূপ নিল পূর্ণ মাত্রার কান্নায়। পুরো শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। বুকে জমিয়ে রাখা এত দিনের কষ্ট-আতঙ্ক সব যেন গর্জন দিয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। শক্তি হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল সে কিন্তু নাথান তাকে শক্ত করে ধরে ফেলল। তারপর আল্‌তো করে বসিয়ে দিল মেঝের ওপর। শক্ত করে ধরে আছে মেয়েটাকে, দু-জনের হৃৎপিণ্ড খুব কাছাকাছি। স্পন্দিত হচ্ছে দুই দেয়ালের দু-পাশে।

ঘরের মাঝখানে এখানেই কয়েক মুহূর্ত অতিবাহিত হল তাদের, আর বাইরে বয়ে

চলেছে ঝড়, গাছগুলো দুলছে, যেন যুদ্ধ করছে একে অপরের সাথে সমান শক্তি নিয়ে। আরও কিছুক্ষণ পর সে মাথা তুলে তাকাল নাথানের দিকে।

নিজেকে একটু ওপরে তুলে ধরে তার ঠোঁটে ঠোঁট রাখল সে। নোনতা স্বাদ টের পেল। এত কাছাকাছি তারা যে, উভয়ের চোখের জল এক হয়ে গেছে এখন। দুঃখ ঢাকতে কাঁদতে শুরু করলেও সেখানে এখন জায়গা করে নিচ্ছে অন্য এক ক্ষুধা। হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল দ্রুত।

"কেলি..."

"কথা বল না, প্লিজ!" ফিসফিস করে বলল সে, তারপর আরও জোরে টেনে নিল তাকে নিজের দিকে। ওদিকে বাইরেও ঝড়ের গতি বেড়েই চলেছে, একেকটা গাছ যেন আছড়ে পড়তে চাইছে আরেকটার ওপর। বড় বড় ডালগুলো মটমট শব্দ করছে চারদিকে। বিদ্যুতের ঝলকানি ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সব কিছু তীব্র আলোয়। সব মিলিয়ে এক পরিপূর্ণ ঝড়ের রাত। আর সেই ঝড় শুধু বাইরেই হচ্ছে না, বয়ে চলছে নাথান আর কেলির ছোট্ট ঘরের মধ্যেও। একে অপরকে ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠেছে দু-জন, পেছনের সব কষ্ট, ক্লান্তি, ভয় ভুলে। কোন বাঁধাই আর বাঁধা মনে হচ্ছে না তাদের কাছে। পরিণতির কথা ভুলে প্রণয়ের অশান্ত ঝড়ে ডুবে গেল তারা। সময় যেন থমকে গেছে, আর তার মাঝে ছুটে চলেছে দু-জন। হারিয়ে গেল পৃথিবীর সব ভাবনা থেকে, হারিয়ে গেল ঝড়ের হুংকার থেকেও, তবে হারাল না শুধু একে অপরের কাছ থেকে।

অধ্যায় ১৬

বিশ্বাসঘাতকতা
আগস্ট ১৭, সকাল ৭.০৫
আমাজন জঙ্গল

নাথান চোখ মেলেই দেখল তার বাহুবন্ধনে কেলি। মেয়েটা দু-চোখ মেলে চয়ে আছে ফাঁকা দৃষ্টিতে।

"গুড মর্নিং," বলল সে।

কেলি তার দিকে তাকাল। বৃষ্টির ঘ্রাণ পেল নাথান ওর শরীর থেকে। হাসল মেয়েটি।

"এই কিছুক্ষণ আগে সকাল হল," কনুইতে ভর দিয়ে শরীরটা উঁচু করল নাথান, হ্যামোকে শোয়া অবস্থায় কাজটা যদিও কঠিন তারপর সে তাকাল কেলির দিকে। "আমাকে জাগাও নি কেন?"

"আমি ভাবলাম তোমার অন্তত একটা ঘণ্টা টানা ঘুমানো উচিত।" সে খুব দক্ষতার সাথে হ্যামোক থেকে নেমে একটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে নিল। একটা হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে গেল নাথান। দূরে সরে গেল সে। "আজ অনেক কাজ পড়ে আছে আমাদের।"

একটা অসন্তোষের শব্দ করে সেও উঠে দাঁড়িয়ে খুলে রাখা পোশাকগুলো পরতে শুরু করল। প্রস্তুত হচ্ছে কেলিও। পেছনের খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল নাথান। গতরাতে কয়েক ঘণ্টা ধরে তারা কথা বলেছে, বাবা-মা, ভাই, তার মেয়ের জীবন, সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি এসব কিছু। আরও কয়েক পর্বে অশ্রু বিনিময় হয় তখন। তারপর আরও ঘনিষ্ঠভাবে কিছুটা সময় কাটিয়েছে তারা। অবশেষে একটা হ্যামোকে চাপাচাপি করে ঘুমিয়েছে একসাথে।

পেছনের পাটাতনের দিকে এগিয়ে জঙ্গলটাকে ভাল করে দেখতে লাগল নাথান। সকালের আকাশটা একেবারে পরিষ্কার গাঢ় নীল, গতরাতের ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাত অনেকক্ষণ ধরেই চলেছে, তার প্রমান এখনো গাছের পাতায় বৃষ্টি পানি লেগে আছে, পড়ছে ফোটায় ফোটায়, সূর্যের আলোতে চকচক করছে হীরার মত। তবে এটাই যে সব তা নয়।

"একটু দেখ এদিকে এসে," কেলিকে ডাকল সে।

খাকি পোশাকের বোতামগুলো অর্ধেকটা লাগানো হয়েছে, বাকিগুলো লাগাতে লাগাতে নাথানের সাথে যোগ দিল সে। মাথা ঘুরিয়ে সে দেখল তাকে, আবারো মুগ্ধ হল তার সৌন্দর্যে। বাইরের সৌন্দর্যের দিকে চোখ পড়তেই হতবাক হয়ে গেল কেলি। "কি অপূর্ব..."

নাথানের দিকে ঝুঁকে গেল সে, নাথানও তাকে বাহুডোরে টেনে নিল। গাছটার ওপর দিকের জলে ভেঁজা শাখা-প্রশাখাগুলো ছেয়ে আছে হাজার-হাজার প্রজাপতিতে। পাতা,

ডালে বসে আছে কিছু, কিছু উড়ছে এদিক-ওদিক। একেকটা পাখা হাতের তালুর সমান প্রশস্ত, নীল এবং উজ্জ্বল সবুজের মিশ্রনে অসাধারন লাগছে পাখাগুলোকে।

"মরফো প্রজাতি," বলল নাথান। "কিন্তু রঙের এমন বিন্যাস আগে দেখি নি।"

বিশাল একটা প্রজাপতি উড়ে গেল ঠিক কেলির মাথার ওপর দিয়ে। চওড়া পাখায় সূর্যের আলো বাঁধা পড়ল, আর সাথে সাথে খানিক জায়গাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল রঙিন আলো। "মনে হচ্ছে যেন কেউ রঙিন কাঁচের ছাউনি দিয়েছে গাছের ওপরে।"

হাত দুটো আরও একটু শক্ত করে ধরল তাকে। যেন চাইছে এই মুহূর্তটা আজীবনের জন্য ধরে রাখতে। কয়েক মিনিট এভাবেই তন্ময় হয়ে থাকল তারা দু-জন। নীরবতা ভাঙল নিচ থেকে ভেসে আসা মানুষের চেঁচামেচিতে।

"আমার মনে হয়, নিচে নামা উচিত আমাদের," অবশেষে বলল নাথান। "অনেক কাজ পড়ে আছে সামনে।"

মাথা নেড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কেলি, তার এমন অনিচ্ছার কারণ ঠিকই বুঝল নাথান। এখানে এত ওপরে তারা সব কিছু থেকে একরকম বিচ্ছিন্ন, রাজ্যের সব দুশ্চিন্তা-ভয় সব কিছুই মাথা থেকে সরে গিয়েছিল সাময়িক সময়ের জন্যে হলেও। সেগুলোকে নিয়েই আবারো পাড়ি দিতে হবে অজানায়, কে-ই বা মনে করতে চায় এগুলো? কিন্তু চারপাশের জগৎ থেকে তারা তো পালিয়ে যেতে পারে না, যা করার তা করতেই হবে, বাঁচা-মরা নিয়ে এখন ভাবার পথ নেই আর।

ধীরে, বাকি পোশাকগুলো পরে নিল তারা। ঘর থেকে বের হবে ঠিক তখন পেছনের পাটাতনের কাছে গেল নাথান। বাঁশ ও পাম বাতায় বানানো ছাপড়াটি হুক থেকে ছাড়িয়ে দিল যাতে ওটা নিচে নেমে এসে দরজাটা ঢেকে দেয়। কাজ শেষে ঘরে আসার সময় সে দেখল ওটা যথাস্থানে নেমে এসেছে। কেলি এতক্ষণ দেখল নাথান কি করছে তারপর কাছ থেকে দেখার জন্য এগিয়ে গেল তার দিকে। দরজার ওপরের কাঠের সাথে লাগানো কব্জার মত কিছু জিনিস চোখে পড়ল তার।

"আটকে গেছে, এই দরজাটা বন্ধ এখন...ঠেলে খুলতে হবে, এটা তখন কাজ করবে পাটাতনের ছাউনি হিসেবে, কি দারুণ বুদ্ধি।" মাথা নাড়ল নাথান। গতকাল সে নিজেও অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। "এরকম কোন কিছুর ব্যবহার এখানে দেখি নি আমি, বাবাও তার নোটে এরকম বেশ কিছু জিনিসের কথা উল্লেখ করেছে। প্রাচীন গোত্রগুলোর মাঝে এই গোষ্ঠি যে অনেক বিষয়ে এগিয়ে আছে তার একটা প্রমাণ এটা, ছোটখাট কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। সত্যি বলতে, ঠিক সাদা-মাটা এলিভেটর আবিষ্কারের মত।"

"ঠিক এই মুহূর্তে একটা এলিভেটর ব্যবহার করব আমি," কেলি বলল পেছনের দিকটা দেখিয়ে। "এটাও তোমাকে অবাক করে দেবে। ইয়াগার কথা ভাব, গাছটা কত কিছুই না করছে মানুষগুলোকে নিয়ে।"

সশব্দে সম্মতি জানাল নাথান, তারপর আবারো নিজের জিনিসপত্র গোছগাছে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আবাক হবার মত আরও অনেক কিছুই আছে এখানে। প্রস্তুত হয়ে শেষবারের মত ঘরের ভেতরটা চোখ বুলাল সে, তারপর মূল দরজার দিকে এগিয়ে গেল

যেখানে কেলি তার জন্য অপেক্ষা করছে। নিজেকর ব্যাগটা কেলি কাঁধে ঝুলিয়ে দিতেই নাথান তার দিকে ঝুঁকে গভীরভাবে জড়িয়ে ধরল তাকে। বেশ অবাক হল সে তখন...কেলিও যেন কিছু ফেরত দিতে চাইল নাথানকে, সমান আবেগ দিয়ে। তারা দু-জন এই অভিযান শেষে কোথায় যাবে তা নিয়ে কোন কথা বলে নি একে অপরের সাথে। তারা দু-জনই জানে গতরাতের হুট করে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি আসলে দুটি মনে জমে থাকা তীব্র কষ্টেরই বহির্প্রকাশ, যেন কিছুক্ষণের জন্যে একটি পরিত্রাণ। কিন্তু কালই শেষ হয়ে যায় নি সব, শুরু হয়েছে সবে। নাথান এখন দেখতে চাইছে, এই ঘনিষ্ঠতা শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে যায় তাকে। আর কেলির এই আলিঙ্গন যদি একটা সূত্র হয় এই রহস্যের তবে কেলিও একইরকম ভাবছে হয়তো।

বিচ্ছিন্ন হল তারা, তারপর আর কোন বাক্য বিনিময় ছাড়াই মই বেয়ে নিচের কমন রুমের দিকে এগিয়ে গেল। কমন রুমের আরও একটু কাছে যেতেই রান্না-বান্নার ঘ্রান ঘিরে ধরল তাকে। পাকস্থলিটা মোচড় দিয়ে উঠলে হঠাৎ করে তার ক্ষুধার কথা মনে পড়ে গেল। পাটাতনের মাঝে চুলা জ্বলছে, আনা এবং কাউয়ি সকালের নাস্তা প্রস্তুত করে পরিবশনের জন্য তা সাজাচ্ছে। প্রথমেই তার চোখে পড়ল কাসাবা ময়দার রুটি ও পাথরের পাত্রে রাখা পানি।

আনা ফঙ নাথানকে দেখে একটা থালা এগিয়ে দিল। থালাটিতে আসল স্বাদের তাজা মাংস ভাঁজা উপচে পড়ছে। সে ওটা তুলে ধরল নাথানের উদ্দশ্যে। "বুনো শুকরের মাংস। আজ ভোরে দুই ইন্ডিয়ান নারী এই ভোজের ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছে।"

মুখ ভিঁজে গেল জলে। নাথান দেখল সেখানে আরও খাবার রয়েছে, ফল, কয়েক রকম ডিম, একটা কেক, দেখতে ঠিক পাইয়ের মত।

"তোমার বাবা কেন এখানে দীর্ঘদিন কাটিয়েছে এবার বুঝতে পেরেছি," প্রাইভেট ক্যারেরা বলল, মুখভর্তি রুটি আর মাংস।

বাবার এমন কথা মনে করিয়ে দেয়া সত্ত্বেও সেটা তার প্রচণ্ড ক্ষুধার অনুভূতিকে ছাপিয়ে যেতে পারল না। বাকি সবার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। বসতেই নাথানের খেয়াল হল তাদের দলের দু-জন অনুপস্থিত। "জেন এবং অলিন কোথায়?"

"রেডিও নিয়ে ব্যস্ত," কসটস বলল। "আজ সকালে অলিন জিপিএস সিগন্যাল ধরতে পেরেছে।"

বিষম খেল নাথান কথাটা শুনে। "সে ওটা সারাতে পেরেছে?"

মাথা নেড়ে সায় দিল কসটস, তারপর কাঁধ উঁচু করল অনিশ্চয়তায়। "যন্ত্রটা কোনমতে সারিয়েছে, এখন কে জানে তার সিগন্যাল কারো কাছে পৌছাচ্ছে কিনা।"

ধাতস্থ হতে একটু সময় নিল নাথান এই খবরটা শুনে। আড়চোখে দেখল কেলিকে। সিগন্যালটা যদি ধরা পড়ে নতুন স্যাটেলাইটে তবে আজ রাতের আগেই হয়তো উদ্ধার করা হবে তাদের। আশার যে দিপ্তী জেগে উঠেছে কেলির চোখে তা সহজেই বুঝতে পারল সে।

"তবে রেডিও বার্তা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত অন্ধকারে সুই খোঁজার মত ব্যাপার হবে," বলে গেল কসটস। আর যতক্ষণ না নিশ্চয়তা পাচ্ছি আমরা আমাদের নিজস্ব যা কিছু আছে

তা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাব। আজকে তোমার কাজ হল কেলি আর জেনকে সাথে নিয়ে ফ্রাঙ্ককে প্রস্তুত রাখা যাতে যেকোন সময়ে তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যায়।"

"সাথে আঠা সংগ্রহ করার কাজটিও সারতে হবে," বলল কেলি।

মাথা নেড়ে সায় দিল কসটস, মুখের ভেতর খাবারগুলো চিবোচ্ছে শক্ত করে। "অলিন যতক্ষণ রেডিও নিয়ে কাজ করছে, অন্যরা দলে দলে ভাগ হয়ে গিয়ে দেখবে ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে আরও কিছু দরকারি তথ্য বের করা যায় কিনা। কয়েকজন শুধু সেই বিশেষ পাউডার খোঁজায় ব্যস্ত থাকবে।"

সার্জেন্টের পরিকল্পনা নিয়ে কোন অভিযোগ নেই নাথানের। জিপিএস হোক বা না হোক, সাবধানে যত দ্রুত সম্ভব এগিয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কেউ আর কোন কথা না বলে চুপচাপ বাকি খাবারগুলো শেষ করল, তারপর একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে নেমে পড়ল নিচের জঙ্গলে। ঘরে শুধু অলিন তার স্যাটেলাইট যন্ত্রটি নিয়ে থেকে গেল। ম্যানুয়েল এবং দু-জন রেঞ্জার গেল একদিকে, আনা আর কাউয়ি গেল অন্যদিকে। নাথান এবং কেলি গেল ইয়াগার দিকে, তাদের সাথে রিচার্ড জেন। পরিকল্পনা মত সবাই দুপুর নাগাদ ফিরে আসবে।

নিজের শটগানটা হাতে নিল নাথান। সার্জেন্ট কসটস খুব জোর দিয়ে বলেছে কেউ যেন অস্ত্র ছাড়া বাইরে না বেরোয়, অন্তত একটা পিস্তল হলেও সঙ্গে রাখতে হবে। কেলি কোমরে ঝুলিয়ে নিয়েছে নাইন-এমএম পিস্তল। সদাসন্দিহান জেন নিয়েছে তার নিজের বেরেটা। এই অস্ত্রের পাশাপাশি প্রত্যেক দলকে একটা করে শর্টরেঞ্জের রেডিও দেয়া হয়েছে বাকিদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য।

"প্রতি পনের মিনিট অন্তর সবার কাছ থেকে যেন সব ঠিক আছে এমন সংকেত পাই," কসটস বলেছিল খুব রুক্ষভাবে। "কেউ চুপ থাকতে পারবে না।"

প্রয়োজনীয় সব রকম প্রস্তুতি নেয়া শেষে দলগুলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। জংলা অঞ্চলটুকু অতিক্রম করতেই নাথানের চোখে পড়ল প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিশাল দৈত্যাকার গাছটিকে। এটার সাদা গুঁড়িটার গায়ে জমা শিশিরবিন্দুতে সূর্যের আলো পড়ায় চকচক করছে, সেইসাথে চকচক করছে পাতাগুলোও। উঁচু ডালগুলোতে বিরাট আকৃতির ফলগুলো ঝুলছে, আকারে মানুষের বানান কুড়েঘরের ছোট সংস্করণের মত। এমন দৈত্যাকার গাছ আর কত আছে এখানে তা নিয়ে চিন্তিত নাথান। এটার মোটা ও পেঁচান শেকড়ের কাছে পৌছাল তারা। সামনে থেকে পথ দেখিয়ে শেকড়ের ভেতরের রাস্তা দিয়ে তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে কেলি। খুব কাছ থেকে ওগুলো দেখার পর নাথান একটা ব্যাপার বুঝতে পারল, আসলেই অবাক করার মত। কেন এই গোত্রের মানুষগুলো এই গাছকে ইয়াগা বা মা বলে ডাকে এর প্রতিকী কারণটা তার সামনে পরিস্কার এখন। মূল শেকড়ের শাখা দুটি সমান্তরালে বেরিয়ে এসে একটু প্রসারিত হয়ে গিয়েছে দু-দিকে, ঠিক শুয়ে থাকা মানুষের দু-পায়ের মত। আর পা দুটোর সংযোগস্থলের গঠনকে তুলনা করা যেতে পারে নারীর যোনির সাথে, যে পথে সন্তান জন্ম দেয়া হয়। এই শেকড়ের গঠনটাও সেরকম, পার্থক্য শুধু আকারে। তার মানে এই রাস্তা ধরেই ব্যান-আলিদের জন্ম আর এই রাস্তা

ধরেই তারা বাইরের জগতে বেরিয়ে আসে।

এটার ভেতর দিয়ে একটা ট্রাক ঢোকান যাবে অনায়াসে," জেন বলল ওটার খোলা মুখের দিকে তাকিয়ে।

গাছটির মূল অংশে প্রবেশ করে শরীরটা একটু কেঁপে উঠল নাথানের। ছায়াময় রাস্তাটায় পা রাখতেই নাক ধরে আসা ঐ গাছের তেলের গন্ধ ঘিরে ধরল তাকে। সুড়ঙ্গ পথটার নিচের অংশজুড়ে চারদিকে বিভিন্ন রকমের কারুকাজ, রঙের ছাপ দেখা গেল, সংখ্যায় শত শত, কিছু ছোট কিছু বড়। এই ছাপ দিয়ে কি এই গোত্রের মানুষগুলোকেই বোঝান হচ্ছে? তার বাবাও কি তাহলে এখানে হাতের ছাপ দিয়ে কিছু এঁকেছে কখনো? আর আঁকলেও কোথায় পাওয়া যাবে সেটা?

"এই পথ দিয়ে," কেলি বলল সামনে থেকে।

গাছের মূল দরজাটা পেরিয়ে এখন ঢালুপথ ধরেছে তারা ওপরে ওঠার জন্য। নাথান এবং জেন তাকে অনুসরন করতেই নিল রঙের ছাপ চিত্রগুলো আর দেখা গেল না ওপরের দেয়ালের গায়ে। মসৃণ দেয়ালগুলোর ওপর চোখ বোলাল সে, তারপর তাকাল সামনে। কিছু একটা ভাবিয়ে তুলতে চাইছে কিন্তু ঠিক কি সেটা বুঝে উঠতে পারছেনা। কিছু একটা সমস্যা আছে এখানে। দেয়ালের উপরিভাগটা ভাল করে দেখল নাথান। জাইলেম এবং ফ্লোয়েম, যেগুলোর ভেতর দিয়ে গাছ তার প্রয়োজনীয় পুষ্টিরস আনা-নেওয়া করে সেগুলোও লক্ষ্য করল সে। তার চারপাশের দেয়ালজুড়ে এই তন্তুগুলো অসংখ্য পরিমাণে দেখা গেল। কিন্তু নিচে ঢোকার পথে চারপাশের দেয়ালের উপরিভাগে এমন কিছু চোখে পড়েনি তার। জাইলেম ফ্লোয়েমগুলো মসৃণভাবে আর প্রবাহিত হয় নি, কেমন যেন হঠাৎ করেই থেমে গেছে, আর মসৃণ ভাবটাও নেই ওপর দিকের দেয়ালের মত। ব্যাপারটা আরও ভাল করে পরীক্ষা করার আগেই দলটা বাঁকা সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে গেল।

"বেশ খানিকটা পথ উঠতে হবে আমাদের," কেলি বলল সামনের দিকে দেখিয়ে। "রোগীদের চিকিৎসা করার চেম্বারটা একেবারে গাছের মাথায়।"

সামনে তাকাল নাথান। সুড়ঙ্গটা দেখতে মনে হচ্ছে যেন বিরাট কোন পোকার যাওয়া আসার রাস্তা। উদ্ভিদ-বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনার সময় সে পরিচিত হয়েছে নানা রকমের ক্ষতিকর পোকার সাথে যেগুলো গাছের ভেতর বাসা বাধে। মাউন্টেইন পাইন-বিট্‌ল, ইউরোপিয়ান এম-বারক বিট্‌ল, রাসবেরি ক্রাউন-বোরার, এমন আরও কিছু পতঙ্গ আছে যেগুলো গাছের ভেতর গর্ত করে আবাসস্থল তৈরি করে। তবে এই গাছটাকে অন্যকোন প্রাণী এমন করে দেয় নি এটা সে বাজি ধরে বলতে পারে। এটা প্রাকৃতিকভাবেই তৈরি হয়েছে, সেই পিঁপড়া গাছের মত যেটার মাঝেও এমন ফাঁপা শাখা এবং সুড়ঙ্গের মত পাওয়া গিয়েছিল। এটা এক রকমের বিবর্তিত রূপ। কিন্তু তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়। এই গাছের জন্ম কয়েক শ' বছর আগে, ব্যান-আলিরা প্রথম এখানে পা রাখারও অনেক আগে। তাহলে কেন এটা এমন সুড়ঙ্গের সৃষ্টি করল একেবারে শুরুতেই? নাথানের মনে পড়ে গেল কাল রাতে সবার আলোচনার শেষে কেলির বিড়বিড় করে বলা কথাটা। কিছু একটা দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের...খুব গুরুত্ব পূর্ণ।

সুড়ঙ্গটা এখন বিভিন্ন রাস্তায় ভাগ হয়ে গিয়েছে। কিছু গিয়ে শেষ হয়েছে কয়েকটা ঘরে, আর কিছু গিয়ে মিশেছে আরও দূরের ঘরগুলোর সাথে। যেতে যেতেই নতুন রাস্তা গুনে ফেলল নাথান। কম করে হলেও সেখানে বিশটি ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা। তার পেছনে জেন রেডিওতে জানিয়ে দিল তাদের অবস্থানের কথা। অন্য দলগুলোও ঠিক আছে জানা গেল। অবশেষে তারা সুড়ঙ্গের শেষ অবধি পৌছাল, যেখানে সমগ্র জায়গাটা বৃত্তাকার বলের মত ফুলে উঠেছে যেন, দেয়ালের গায়ে আলো বাতাস আসার জন্য কিছু গর্ত কাটা হয়েছে, তবে মূল সুড়ঙ্গটা এখনো ছায়াঘেরা।

কেলি দ্রুত তার ভায়ের দিকে এগিয়ে গেল। ছোট্ট শামানটি ঘরে দাঁড়িয়ে আছে, পরীক্ষা করছে অন্য রোগীদেরকে। তাদের আসার শব্দে মাথা তুলে তাকাল সে। কোন সহকারীকে দেখা গেল না তার পাশে। "গুড মর্নিং," জড়তার সাথে বলল সে।

মাথা নেড়ে গ্রহন করল নাথান। এখানকার মানুষেরা যতটা ইংরেজি বলতে পারে আজ তার প্রায় সবটুকুই ওর বাবার শেখানো। নাথান তার বাবার নোট পড়ে জেনেছে, এই পুঁচকে শামানটিও এক সময় ব্যান-আলিদের সাধারণমানের এক নেতা ছিল। এই মানুষগুলোর মাঝে শ্রেণী গঠন খুব একটা সুবিন্যস্ত নয়। প্রত্যেকেরই আলাদা অবস্থান এবং কাজ ভাগ করে দেওয়া, তবে একজন রাজা থাকে এদের, এমন কেউ যার সাথে সবচেয়ে বেশি ভাবের আদান প্রদান হয় ইয়াগার।

কেলি বসে পড়ল হাটু ভাঁজ করে ফ্রাঙ্কের পাশে। তার ভাই একটা খড়ের নল মুখে দিয়ে ঐ গাছেরই একটা ফলের ভেতরের রস টেনে খাচ্ছে। কেলিকে দেখে পাশে সরিয়ে রাখল তরল খাবারটা। "বিজয়ীর সকালের নাস্তা এটা," স্বভাবসুলভ একটা হাসি দিয়ে বলল সে।

নাথান দেখল তার মাথায় এখনো রেড-সক্স ক্যাপটা আছে, আর অন্যকোন পোশাক নেই। শরীরের নিচের অর্ধেকটা ঢাকা আছে ছোট একটা কম্বল দিয়ে যেটা ক্ষতস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে বুকের অংশটা খোলা। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সেখানে কি এঁকে দেয়া হয়েছে। গাঢ় লাল রঙের সর্পিল আকারের একটা ছবি, আর মাঝে নীল রঙের হাতের ছাপ।

"জেগে দেখি এই অবস্থা," ফ্রাঙ্ক বলল নাথানের দৃষ্টি খেয়াল করে। "রাতের বেলা ঘুমের মধ্যে যখন ছিলাম তখনই এঁকেছে এটা, ব্যান-আলির চিহ্ন।"

শামানটি নাথানের পাশে এসে দাঁড়াল। "তুমি...উইশাওয়া কার্লের সন্তান?"

নাথান তার দিকে ঘুরে মাথা নেড়ে সায় দিল। তাদের গাইড দাখি নিশ্চিত একথা বলে দিয়েছে শামানকে। "হ্যা, কার্ল আমার বাবা।"

শামান তার কাঁধে হাত রেখে চাপড় মারল। "সে খুব ভাল মানুষ।"

নাথান ঠিক বুঝে উঠে পারল না এ কথার কি রকম সাড়া দেবে। সে দেখল শামানের এই কথায় সে শুধু মাথা নাড়িয়ে গেল কিন্তু মনে মনে চাইছে এই পুঁচকে মানুষটিকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলতে। তার বাবা যদি ভাল মানুষই হয়ে থাকে তবে তাকে কেন মেরে ফেলা হল?

কিন্তু সে জানে এই প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর সে পাবে না, এই বন্য গোত্র ও তার মানুষগুলোকে নিয়ে নাথানের দীর্ঘদিনের গবেষণা এটাই বলে। এই গোত্রগুলোর মাঝে

একজন ভাল মানুষকেও মেরে ফেলা হতে পারে কোন একটা নিষিদ্ধ কাজ করার জন্য, আবার কাউকে সম্মানও দেখান হয় তাকে গাছের সার বানিয়ে দেবার মাধ্যমে।

ফ্রাঙ্ককে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা শেষ হল কেলির। "তার ক্ষতগুলো একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। নতুন কোষের জন্ম-হারটাও অবিশ্বাস্য।"

তার এই খুশির অভিব্যক্তি সহজেই বুঝতে পারল শামানটি। 'ইয়াগা সুস্থ করেছে তাকে। জন্ম নেবে, জন্ম নেবে–" ভ্রু কুচকাল সে, বোঝা যাচ্ছে সঠিক শব্দটা মনে করতে পারছে না। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে নিজের পায়ে চড় মেরে দেখাল।

কেলি শামানের দিকে অপলক চেয়ে থাকার পর নাথানের দিকে তাকাল। "তোমার কি মনে হয় এটা সম্ভব? ফ্রাঙ্কের পা-গুলো কি আবার জন্ম নেবে?"

"জেরাল্ড ক্লার্কের হাত তো গজিয়েছিল," বলল নাথান। "তার মানে এখন আমরা জানি এটা সম্ভব।"

ঝুঁকে এল কেলি। "এই বিশেষ রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি যদি আধুনিক পরীক্ষাগারে থেকে পর্যাবেক্ষণ করা যেত..."

শামানের পেছন থেকে নিচুকণ্ঠে বলল জেন, "মনে রেখ, আমরা কিন্তু একটা মিশনে এসেছি এখানে।"

"কিসের মিশন?" জিজ্ঞেস করল ফ্রাঙ্ক।

খুব চুপিসারে সেটা ব্যাখ্যা করল কেলি। উজ্জ্বল হয়ে উঠল ফ্রাঙ্কের মুখ। "জিপিএস'টা কাজ করছে। তাহলে তো এখনো আশা আছে।"

মাথা নাড়ল কেলি। এতক্ষণে শামান তাদের কথাবার্তায় আগ্রহ হারিয়ে অন্যদিকে সরে গেল।

"সুযোগ পাওয়া মাত্রই," ফিসফিস করে বলল জেন, "এই গাছের আঠা নিতে হবে আমাদের।"

"আমি জানি কোথা থেকে আসে ওটা," কেলি বলল দেয়ালের গায়ে গভীর একটা চ্যানেলকে দেখিয়ে, যে চ্যানেলে আঠাটা আসে। জেন এবং নাথানকে সাথে নিয়ে কেলি একটা ফলের খোসা তুলে নিল যেগুলো তার ভাই খাবার পর ফেলে রেখেছে পাশে। তারপর সেটার ভেতরকার খড়ের নলটা ফেলে দিয়ে দেয়ালের কাছে গিয়ে কাঠের ছিপিটি সরালো চ্যানেলের মুখ থেকে। ঘন থক থকে লালচে আঠা আসতে শুরু করল ওখান থেকে। সে একটু ঝুঁকে চ্যানেলের মুখে পাত্রটা ধরল। কাজটা বেশ ধীরগতির বোঝা গেল।

"দেখি, আমার কাছে দাও পাত্রটা," বলল জেন। "তুমি ভায়ের দিকে খেয়াল রাখ।"

কেলি আপত্তি না করে নাথানের দিকে এগিয়ে গেল। "স্ট্রেচারটা এখনো এখানেই আছে দেখছি," বলল সে, একটা হাত দিয়ে বাঁশ আর পামপাতায় বানানো স্ট্রেচারের দিকে দেখাল সে। 'আমরা যদি কোন সিগন্যাল ধরতে পারি, খুব দ্রুত বাকি কাজগুলো সারতে হবে।"

"আমাদের খুব–"

একটা বিস্ফোরণের শব্দ কাঁপিয়ে দিল সবাইকে। তীব্র শব্দ প্রতিফলিত হয়ে মিলিয়ে যাবার আগে ভয়ে জমে গেল সবাই। দেয়ালের উঁচু অংশের ছিদ্রগুলোর একটা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল নাথান। না, এটা কোন বজ্রপাতের শব্দ নয়। আকাশ একেবারে পরিস্কার নীল। তারপর আরও বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল পরপর। তীব্র গর্জনে কেঁপে উঠল গোটা এলাকা, তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ভেসে এল দূর থেকে। সাথে শুরু হল চেঁচামেচি।

"আক্রমণ করেছে আমাদেরকে!"

বিস্ময়ে হতবাক নাথান। পেছনে ঘুরে দাঁড়াতেই সে দেখল একটা পিস্তল তাক্ করা তার দিকে।

"কেউ নড়বে না," বলল জেন, দেয়ালে হেলান দিয়ে। তার চোখেমুখে কাঠিন্য এবং ভয়ের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। হাতের পাত্রটা উঁচু করে ধরল সে, আঠা ভরে উপচে পড়ছে এখন। পাত্রটা একহাতে আর অন্য হাতে বেরেটা পিস্তল ধরা। "কেউ নড়বে না।"

"তুমি কি..." মুখ খুলল কেলি।

বাধা দিল নাথান, তার আর বুঝতে বাকি রইল না কিছু। "তুমি!" কাউয়ির সন্দেহের কথা মনে পড়ল তার : *অন্যদল পিছু নিয়েছে আমাদের, একজন গুপ্তচরও কাজ করছে আমাদের দলে।* "তুমি একটা বাস্টার্ড। এভাবে বেঈমানি করলে আমাদের সাথে!"

ধীরে উঠে দাঁড়াল জেন। "পেছনে সরে যাও," দৃঢ়ভঙ্গিতে পিস্তলটা ধরা তাদের দিকে।

ওদিকে ঘরের বাইরে বিস্ফোরণ অব্যাহত থাকল। সবগুলোই গ্রেনেডের শব্দ। জেনের উঁচিয়ে রাখা অস্ত্রের সামনে থেকে কেলিকে সরিয়ে নিল নাথান। তাদের পেছনে শামানটি হঠাৎ দৌড় শুরু করল দরজার দিকে, বাইরের বিস্ফোরণের শব্দে হতবিহ্বল সে, চোখের সামনের বিপদটা বেশি গুরুত্ব পেল না তার কাছে। একটা বিপদের সংকেত বেজে উঠল তার মুখে।

"থাম!" ইন্ডিয়ানটার উদ্দেশ্যে চিৎকার দিল জেন।

ঘটনায় এতটাই ভড়কে গেছে সে আগন্তুকের কথাটা ভাল করে শুনতেই পেল না। একটুও থামল না। জেন অস্ত্রটা তার দিকে ঘুরিয়েই ট্রিগার চাপল। বদ্ধ জায়গায় শব্দ হল প্রচণ্ড, কানে তালা লাগার মত। কিন্তু এত তীব্রতার মাঝেও শামানের আর্তনাদ আর কান্না ঠিকই কানে এল। মাথা ঘুরিয়ে দেখল নাথান। একপাশে পড়ে আছে শামান, পেট চেপে ধরে হাফাচ্ছে সে। চেপে রাখা হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। ক্রোধে পুড়ছে নাথান, জেনের দিকে তাকাল সে। "বাস্টার্ড। সে তোমার কথা বুঝতেই পারে নি।"

বন্দুকটা আবারো তাক করা হল তাদের দিকে। ধীরে তাদের চারপাশে একটা চক্কর দিল সে, অস্ত্র স্থির হয়ে আছে এখনো। এমনকি ফ্রাঙ্কের বিছানা থেকেও এটা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলছে, কোন ঝুঁকি নেওয়ার মধ্যে যাবে না জেন। "তুমি সারাটা জীবনই বোকা থেকে গেলে," টেলাক্স কর্মকর্তা জেন বলল। "ঠিক তোমার বাবার মত। তোমরা দু-জনেই এটা বোঝো নি, অর্থ এবং ক্ষমতাই সব কিছু।"

"তুমি কার জন্য কাজ করছ?" থুতু ফেলে জিজ্ঞেস করল নাথান। জেন এখন দাঁড়িয়ে আছে দরজার দিকে পিঠ দিয়ে। একপাশে গুঁটিসুটি মেরে পড়ে আছে শামান, কাতরাচ্ছে যন্ত্রণায়।

অস্ত্র উঁচিয়ে বলল জেন, "এক এক করে অস্ত্রগুলো জানালা দিয়ে ফেলে দাও সবাই।"

ঘোৎ করে উঠল নাথান, কোন কথাই শোনার ইচ্ছে নেই তার। গুলি চালাল জেন, নাথানের দু-পায়ের মাঝের কাঠ টুকরো হয়ে ছিটকে গেল এদিক সেদিক।

"সে যা বলল তা-ই কর," হ্যামোক থেকেই বলল ফ্রাঙ্ক।

ক্ষুব্ধ দৃষ্টি নিয়ে ফ্রাঙ্কের কথামত কাজ করল কেলি। সে কোমর থেকে পিস্তলটা এক টানে ছাড়িয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে ফেলে দিল নিচে।

নাথান এখনো বুঝে উঠতে পারছে না কি করবে। শীতল একটা হাসি হাসল জেন। "পরের বুলেটটা যাবে তোমার প্রেমিকার বুকের ভেতর দিয়ে!"

"নাথান..." সতর্ক করে দিল ফ্রাঙ্ক তার বিছানা থেকে।

দাঁতে দাঁত চেপে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল নাথান, দ্রুত হিসাব কষে দেখল কোনভাবে জেনের দিকে গুলি ছোঁড়া যায় কিনা। কিন্তু এমন কিছু করাটা এই পরিস্থিতিতে অবিবেচকের মত হবে। কেলির জীবন যেহেতু বিপদের মুখে এখন। সে বন্দুকটা ছাড়িয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল।

মাথা নেড়ে সায় দিল জেন, সন্তুষ্ট সে। তারপর বিজয়ীর ভঙ্গিতে আরও একটু এগিয়ে গেল দরজার দিকে। "তোমরা কিছু মনে কর না, কেমন? আমার একটু তাড়া আছে। আমার পরামর্শ হল তোমরা তিনজন এখানেই থাক। এই মুহূর্তে এটাই উপত্যকার সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।" এই ধরনের বিদ্রুপাত্মক কথা শেষে জেন ছুটে গেল টানেলের ভেতর দিয়ে, মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

সকাল ৮:১২

জঙ্গলের গভীরে ম্যানুয়েল দৌড়াচ্ছে প্রাইভেট ক্যারেরাকে সাথে নিয়ে। টর-টর দৌড়াচ্ছে তাদের পাশেই, কান দুটো ভাঁজ হয়ে মিশে আছে মাথার খুলির সাথে। বিস্ফোরণের শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে সকালের আলো ভেদ করে, ধোঁয়ার কুণ্ডলি ওপরে উঠে যাচ্ছে গাছপালা ছাড়িয়ে। কসটস দৌড়াচ্ছে সবার সামনে, চিৎকার করছে রেডিও মাইক্রোফানটা মুখে লাগিয়ে। "সবাই ঘরের কাছে চলে এসো, এক্ষুণি! ওখানেই সবাই অপেক্ষা কর।"

"ওরা কি আমাদের লোক?" জিজ্ঞেস করল ম্যানুয়েল। "জিপিএস সিগন্যালে সাড়া দিয়ে উদ্ধার করতে এসেছে?"

ভ্রু-কুঁচকে তার দিকে তাকাল ক্যারেরা। "এত তাড়াতাড়ি সেটা আশা কর কিভাবে? আমাদেরকে ঘিরে ফেলা হয়েছে চারপাশ থেকে।"

তার কথাটা নিশ্চিত করতেই যেন তিনজনের একটা দলকে দেখা গেল সামনে, চোখে ফাঁকি দেয়া কেমোফ্লেজ পোশাক পরা সবার, একে-৪৭ ও গ্রেনেড লাঞ্চার সবার হাতে।

এক ইন্ডিয়ান ছুটে গেল দলটির দিকে, তার হাতে উদ্যত বর্শা। মুহূর্তেই সে যেন অর্ধেক মানবে পরিণত হল স্বয়ংক্রিয় বন্দুকের গুলির আঘাতে।

টর-টর এত কাছ থেকে গুলির শব্দ শুনে কৌতুহলি হয়ে উঠল, এগিয়ে গেল সামনে।

"টর-টর," ফিসফিস করে বলল ম্যানুয়েল, এক হাটুতে ভর দিয়ে জাগুয়ারটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে, বন্দুকধারীদের একেবারে সামনে গিয়ে পড়ল জাগুয়ারটা। প্রাণীটাকে দেখে তিনজনের একজন স্প্যানিশ ভাষায় চিৎকার করে বাকিদেরকে দেখাল। আরেকজন মুখ বেঁকিয়ে হাতের অস্ত্রটা তাক করল জাগুয়ারটার দিকে।

ম্যানুয়েলও তার অস্ত্র তাক করল কিন্তু তার ট্রিগার চাপার আগেই কসটস তাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল সামনে, কাঁধের এম-১৬ হাতে নিয়েছে ততক্ষণে, মুহূর্তের মাঝেই তিনটা গুলির শব্দ হল।

ধুম! ধুম! ধুম!

তিনজনেই ঢলে পড়ল পেছনে, মাথাগুলো বিস্ফোরিত হয়ে ছিটকে গেল তরমুজের মত। জমে গেল ম্যানুয়েল। আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গেছে।

"জলদি! তাড়াতাড়ি গাছের কাছে ফিরতে হবে, এক্ষুণি," তাড়া দিয়ে বলল কসটস। "বাকি সবাই কোন সাড়া দিচ্ছে না কেন?"

সকাল ৮:২২

একটা ফার্নের ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে আছে কাউয়ি, আনাকে আড়াল করে রেখেছে সে। তাদের ইন্ডিয়ান গাইড দাখি হামাগুড়ি দিয়ে আছে তাদের পাশেই। চারজন ভাড়াটে গুন্ডার একটি দল দাঁড়িয়ে আছে তাদের থেকে কয়েক মিটার দূরেই। লোকগুলো জানে না কাছ থেকে তাদের ওপর কেউ নজর রাখছে। সার্জেন্টের কাছ থেকে নাইট-ক্যাপ গাছের কাছে ফিরে যাবার আদেশ পাওয়া সত্ত্বেও কাউয়ির সাহস হল না শত্রুদের অত কাছে গিয়ে রেঞ্জারের কথার জবাব দেওয়ার। তাদের এখন কোণঠাসা অবস্থা। বদমাশগুলো দাঁড়িয়ে আছে কাউয়িদের বর্তমান অবস্থান ও গন্তব্য, ওক্ গাছের ঠিক মাঝখানে। ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সামনে এগোনো অসম্ভব।

কাউয়ির পেছনে দাখি উপুড় হয়ে আছে, একেবারে পাথরের মত শান্ত, কিন্তু উত্তেজনার যে প্রতিফলন চোখেমুখে দেখা গেল তা সাংঘাতিক। লুকিয়ে থাকা সময়টুকুর মাঝেই সে দেখল তার গোত্রের এক ডজনেরও বেশি নারী-পুরুষ-শিশুকে মেরে ফেলেছে হামলাকারীরা।

দূর জঙ্গল থেকে বিস্ফোরণের আরও শব্দ শোনা গেল। মানুষের চিৎকার আর গাছের ওপরের ঘর-বাড়ি ভেঙে পড়ার শব্দ ধ্বনিত হল বাতাসে। গুন্ডাগুলো পুরো গ্রামটিকেই চষে ফেলেছে। কাউয়ির দলটির এখন একটাই আশা, যদি তারা আরও গভীর জঙ্গলের ভেতরে পালিয়ে যায় তবে দূর থেকে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করতে পারবে।

একজন সৈন্য রেডিওতে কথা বলে উঠল স্প্যানিশ ভাষায়। "ট্যাঙ্গো টিম জায়গা মতই পৌঁছে গেছে। চৌদ্দ নম্বর ঘাঁটি আমাদের দখলে এখন।"

কাউয়ি অনুভব করল হাটুর নিচে কিছু একটা নড়ে উঠছে। পেছনে তাকাল সে। দাখি পাশ থেকে সরে তার জায়গায় আসতে চাইছে। মাথা নেড়ে সম্মতি দিল কাউয়ি। ইন্ডিয়ানটা একেবারে নিঃশব্দে আর দ্রুততায় জায়গা করে নিল। একটা পাতাও নড়ল না। দাখি একজন টেশারি-রিন, যার অর্থ ভুতুড়ে স্কাউট। কোথাও যাওয়া, গোপনে নজরদারি করা এমন সব কাজ করতে হয় তাকে, আর এসবই করতে হয় একেবারে নিঃশব্দে। এখন যেমনটি করছে সে। এমনকি তার গায়ে এখন কোন রঙ মাখা না থাকলেও চারপাশের ছায়ার সাথে একেবারেই মিশে আছে সে। ইন্ডিয়ানটা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে জায়গা বদল করতে থাকল। যেন ছায়াঢাকা এক অবয়ব ছোটাছুটি করছে নিঃশব্দে। কাউয়ি জানে, সে কি দেখছে চোখের সামনে। দাখি এখন বিভিন্ন মন্ত্র পড়ে ইয়াগার সাহায্য কামনা করছে। দলটির চতুর্দিকে একবার ঘুরে এল সে, তারপর হঠাৎই অদৃশ্য হয়ে গেল, এমনকি কাউয়িও হারিয়ে ফেলল তাকে। তার হাত শক্ত করে চেপে ধরল আনা ফগু। আমাদের কি একা রেখে চলে যাওয়া হল? প্রশ্নটি যেন ভেসে উঠল মেয়েটির চোখে। কাউয়ি নিজেও জানে না উত্তরটা, তবে আবারও উদয় হল দাখি। সে হামাগুঁরি দিয়ে আছে। আসলে সে বসে আছে কাউয়ি এবং আনার একেবারে নাক বরাবর তবে চার আক্রমণকারীদের দৃষ্টির বাইরে। পেছন দিকে হেলে গেল দাখি, তারপর ওপরের দিকে, একেবারে শূন্যে, হাতের ছোট তীরটা তাক করল। কাউয়ি খেয়াল করল তার টার্গেটটা কোথায়। তারপর দৃষ্টি নামিয়ে আনল লোকগুলোর দিকে। তার উদ্দেশ্যটা মুহূর্তেই বুঝতে পেরে মাথা নাড়ল কাউয়ি, তারপর আনার দিকে ফিরে অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিল ইশারায়। মাথা নেড়ে সায় দিল মেয়েটি, একবার উপরে তাকিয়ে দেখে নিল খুনিগুলোকে। বুঝতে পেরেছে কি করতে হবে।

কাউয়ি সংকেত দিল দাখিকে। ইন্ডিয়ানটা সাথে সাথেই ধনুক থেকে মুক্ত করে দিল তীরটাকে। টাং করে একটা শব্দ হল, তবে শব্দটা ছাপিয়ে গেল তীরটার পাতা ভেদ করে যাবার শব্দে। লোকগুলোর সবাই ঘুরে দাখির অবস্থানের দিকে অস্ত্রগুলো তাক করল।

সেদিকে খেয়াল দিল না কাউয়ি, তার দৃষ্টি এখন আটকে আছে উপরে। বেশ উপরে ডালের ওপর ইন্ডিয়ানদের পরিত্যাক্ত ঘরের সাথেই লাগানো আছে ইন্ডিয়ানদের অন্যতম সেরা আবিষ্কার তাদের হাতে বানানো সাদামাটা এলিভেটরটি। দাখির তীরের ধারাল ফলাটি এলিভেটরের লিভার হিসেবে রাখা ভারি বস্তুটার দড়িটা কেটে দিল, সাথে সাথেই আলগা হয়ে গেল বিশাল আকৃতির গ্রানাইট পাথরটি। বস্তুটা নেমে এল সশব্দে, একেবারে সরাসরি মানুষগুলোর দিকে। ওটার নিচে একজন চাপা পড়ল, মুখটা একেবারে মিশে গেল মাটির সাথে। ওপর থেকে শব্দ আসতেই সেদিকে তাকিয়েছিল সে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

কাউয়ি এবং আনা দাঁড়িয়ে গেছে এরইমধ্যে। শত্রুদের এত কাছে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে একটা বুলেটও কারো ফসকাল না। দু-জনেই বন্দুক খালি করে ফেলল অবশিষ্ট

তিনজনের জন্যে। দাখি ছুটে এল তাদের দিকে। হাতে একটা বড় ছুরি। যে-ই একটু নড়ে উঠছে তার গলাটাই কেটে ফেলছে সে। কাজটা চোখের পলকে হয়ে গেলেও বেশ বীভৎস। একটা হাত দিয়ে আনাকে নাড়া দিল কাউয়ি, ধাতস্থ করলো তাকে। দু-জনেই ফ্যাকাশে হয়ে গেছে এই ঘটনায়।

"বাকিদের সাথে যোগ দিতে হবে আমাদের।"

সকাল ৯:০৫

অনেক উঁচুতে ঘাপটি মেরে আছে লুই, নিচের উপত্যকাটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। এক জোড়া বায়নোকুলার গলায় ঝোলান কিন্তু তা ব্যবহারের প্রয়োজন মনে করছে না।

সামনের জঙ্গলজুড়ে ধোঁয়া উড়ছে, আগুন জ্বলছে অসংখ্য জায়গায়। সংকেত দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা ফ্লেয়ারও পুড়ছে সমানতালে। মাত্র একঘণ্টার মাঝেই তার বাহিনী সমগ্র গ্রামটিকে ঘিরে ফেলেছে এবং ধীরে ধীরে সবাইকে কোণঠাসা করে গ্রামের মাঝখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর যেখানে তাদেরকে ধাওয়া করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেখানেই লুইর মূল টার্গেট লুকিয়ে আছে, অপেক্ষা করছে পুরস্কারও।

জ্যাক নিখোঁজ হবার পর তার জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হয়েছে লেফটেন্যান্ট ব্রেইল, কথা বলল লুইর পায়ের কাছ থেকে। একটা ম্যাপের ওপর ঝুঁকে বেশ কিছু জায়গায় ক্রস চিহ্ন দিচ্ছে সে। তার দলের সদস্যরা গ্রামের একেকটা জায়গা নিরাপদে দখল করামাত্রই তাকে জানাচ্ছে আর সে ম্যাপের ঐ জায়গাটায় চিহ্ন দিয়ে দিচ্ছে। "সব আমাদের দখলে, ডক্টর। এখন শুধু শেষ কাজগুলো বাকি।"

লুই জানে স্নায়ু চাপের কারণে তার এই লেফটেন্যান্ট নিজের সীমা অতিক্রম করে ফেলছে। "রেঞ্জারগুলোর কি অবস্থা? আমেরিকানগুলোর খবরও চাই।"

"সবাই এক জায়গায় আসছে, ঠিক যেমনটি আপনি আদেশ দিয়েছিলেন।"

"চমৎকার," লুই তার পাশে অপেক্ষমান স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। সুইয়ের হাতে ছোট একটা ব্লো-গান। তার বুকের মাঝে ঝুলছে কর্পোরাল ডি-মারটিনির কুঁচকানো মাথা, ওটা ঝোলানো হয়েছে রেঞ্জারের সৈনিক নম্বর যে চেইন দিয়ে আটকানো ছিল সেই চেনের সাথে।

"তাহলে এবার সবার সাথে যোগ দেওয়া যাক," সে তার প্রিয় অস্ত্র মিনি উজি দুটো হাতে তুলে নিল। ওগুলো হাতে নিতেই কেমন যেন আরও বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন মনে হল নিজেকে। "নাথান র‍্যান্ডের সাথে দেখা করার উপযুক্ত সময় এসে গেছে এখন।"

সকাল ৯:১২

"তোমার ভাই আর শামানের দিকে খেয়াল রাখ," নাথান বলল কেলিকে। বুঝতে পারছে সে সময় খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। "আমি জেনকে ধরছি।"

"তোমার কাছে তো কোন অস্ত্র নেই।" হাটু ভাঁজ করে বসে পড়ল সে শামানের পাশে। নাথান এবং সে ধরাধরি করে শামানকে একটা হ্যামোকে এনে শুইয়ে দিয়েছে। কেলি একটা মরফিনের সবটুকুই তার রক্তের সাথে মিশিয়ে দিয়েছে, যন্ত্রণা আর ছটফটানি থামাতে বিকল্প আর কিছুই ছিল না। পেটের ক্ষত খুব পীড়াদায়ক হয়। আর কোন উপায়ন্তর না দেখে সে এখন ক্ষতের সামনে ও পেছনে ইয়াগার আঠা দিয়ে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করছে।

ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল নাথানের ভেতরটা, যেন একটা গুলি তার পেটেও ঢুকেছে। "প্রথমে আমার বাবার সাথে বেঈমানি করল সে, এখন করল আমাদের সাথে।" রাগেক্ষোভে তার গলা কাঁপছে। সে শুধুমাত্র একটা জিনিসই চায়–এই বেঈমানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রতিশোধ নেবার একটা সুযোগ।

ফ্রাঙ্ক কথা বলল তার হ্যামোক থেকে। "কি করতে চাচ্ছ তুমি এখন?"

মাথা ঝাঁকাল নাথান। "চেষ্টা করতেই হবে আমাকে।"

বেরুবার দরজার দিকে পা বাড়াল সে। দূরের বিস্ফোরণের শব্দ কমে এসেছে অনেকটাই, তবে সেখানে জায়গা করে নিয়েছে গোলাগুলির শব্দ। গুলির শব্দের সংখ্যা যত কম হবে ততই স্পষ্ট হবে, গ্রামের মানুষ খুব দ্রুতই কমে আসছে। নাথান ভালই জানে, এর বদলা নেওয়া সম্ভব নয় যদি বিশেষ কিছু না করতে পারে তারা। কিন্তু কি করবে? দরজা দিয়ে বের হয়েই প্রথমে চারপাশটা ভাল করে দেখে নিল সে, তারপর ছোটা শুরু করল। দ্রুত গতিতে ঘুরে দেখছে প্রতিটি বাঁক। নাথানের মনে পড়ে গেল ব্যান-আলিদের সর্পিল আকৃতির প্রতীকটার কথা। এই পেঁচানো সুড়ঙ্গটা কি ঐ প্রতীকটাকেই নির্দেশ করে? নাকি এটা কেলির দেখানো সেই বিশেষ পেচাঁনো প্রোটিনের মডেল যেটাকে বলা হয়েছিল বিশেষ এক ধরনের প্রিয়ন? যদি প্রিয়নের গঠনটা এই ইয়াগার টানেলকেই নির্দেশ করে তবে প্রতিটি পেঁচানো বাঁকের শেষে যে হেলিক্সগুলো আছে সেগুলো ঠিক কিসের নির্দেশ করে? হেলিক্সগুলোর একটা কি বোঝাচ্ছে হাসপাতালের ঘরটিকে? তাই যদি হয়, তাহলে বাকি হেলিক্সগুলো কি বোঝাচ্ছে? আর নীল রঙের হাতের ছাপটিরই বা অর্থ কি? নাথানের মনে পড়ল এই সুড়ঙ্গে ঢোকার পথে দেয়ালে হাতের কিছু ছাপ দেখেছিল সে। মাথা দোলাল সে। এসবের অর্থ কি?

একটা বাঁক দৌড়ে পার হতেই এক ইন্ডিয়ানের লাশের সাথে পা লেগে গেল তার। কোনমতে ভারসাম্য বজায় রেখে করে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পেল। নিজেকে সামলে নিয়ে ভাল করে দেখতেই মৃত মানুষটার বুকে বুলেটের একটা গর্ত দেখতে পেল সে। দ্বিতীয় গুলিটা মাথার পেছনে করা হয়েছে। সামনে তাকাল নাথান, সেখানে আরও একজন পড়ে আছে, বাঁকের মাঝে থাকার জন্য শুধু নিথর পা জোড়াই চোখে পড়ল তার।

জেন।

নাথানের রক্ত ফুটছে টগবগ করে। বেঈমানটা নিরস্ত্র মানুষগুলোকে এক এক করে মেরেছে, শামানের সেবা যারা করতে পারত তাদের সবাইকেই শেষ করে দিয়ে বেরিয়ে গেছে বাইরে। *শালার কাপুরুষের বাচ্চা!*

সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে ছুটছে নাথান, সাথে হিসাব রাখছে বা-দিকের খোলা মুখগুলোর। যখন একেবারে শেষের অংশে পৌছাল, একটা ছোট ঘরের ভেতর দিয়ে বাইরে আসতে হল তাকে। নিজেকে আবিষ্কার করল প্রায় পাঁচফিট পুরু একটা শাখার ওপর। আবার ছুটতে শুরু করার আগে নিচের পরিস্থিতিটা একটু দেখে নিতে চাইল সে। এখানে আগুন জ্বলছে, ধোঁয়ায় ভরে গেছে খোলা জায়গাটা। গাছটার চারপাশ থেকে বেশ কিছু ইন্ডিয়ান ছুটে আসছে, তাদের কাছে মায়ের মত এই ইয়াগার দিকে, নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়। কিছুক্ষণের মধ্যে ভয়ঙ্কর এক নিরবতা নেমে এল গ্রাম জুড়ে।

গাছের বিশাল শাখাটির প্রান্ত ধরে কিছুটা এগোলো নাথান, কিন্তু তাদের অস্থায়ী ক্যাম্প ধরে রাখা নাইট-ক্যাপ ওক গাছটাকে দেখা গেল না ভাল করে। শাখাটা আসলে অন্যদিকে, নাথানের ক্যাম্পের প্রায় বিপরীত দিকে। এমনকি ওপর থেকে ইয়াগায় ঢোকার মূল প্রবেশ পথটিকে ভালভাবে দেখতে পেল না সে। *ধ্যাত!* নিচ থেকে পিস্তলের গুলির শব্দ এল। *জেন!* গাছটির একপাশ থেকে চিৎকার ভেসে এল এবার। কাপুরুষটা সম্ভবত টানেলের শেষপ্রান্তে ঘাপটি মেরে আছে, কাছে আসা মাত্রই হত্যা করছে কোন ইন্ডিয়ান। নাথান জানে হারামিটার কাছে যে পরিমাণ গোলা-বারুদ আছে তা দিয়ে মানুষগুলোকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে অনেকটা সময় পর্যন্ত। নাথান দেখল নিচের কিছু মানুষ দৌড়ে পালাচ্ছে ঘন জঙ্গলের দিকে।

মোটা ডালের ওপর দিয়ে সাবধানে হাটার সময় তার পায়ের পাতার কুণ্ডুলি পাকানো দড়ি আটকে গেল। দড়িটা শাখার ওপরেই রাখা। নিচু হয়ে দেখল ভাল করে নাথান। কোন দড়ি না ওটা—একটা আঙ্গুর লতার মই। আগুন লাগলে জরুরি নির্গমনের ব্যবস্থা এটা, আপন মনে বলল সে। একটা বুদ্ধি ঝলক দিয়ে উঠল মনে, একটা পরিকল্পনা দানা বাঁধল তার মাথায়। উত্তেজনা মিলিয়ে যাবার আগেই লতানো মইটা ফেলে দিল ওপর থেকে।

হুস্ করে সেটা নেমে গেল দ্রুত, যখন থামল তখন ওটার শেষ প্রান্তটি মাটি থেকে তিন ফিট ওপরে মাত্র। ভ্রমণটা বেশ দীর্ঘই হবে, কিন্তু জেন যদি নিচে থেকে থাকে তাহলে তার চোখ ফাঁকি দিয়ে তার কাছে পৌছান যেতে পারে। আর কোন পরিকল্পনা না করে নাথান ঝুলে পড়ল মই ধরে, নামছে দ্রুতগতিতে মাটির দিকে। তার দল এবং অবশিষ্ট ইন্ডিয়ানরা যদি এখান থেকে পিছু হটে যায় তবে তারা আরও রক্ষণাত্মক অবস্থানে চলে যাবে। তবে তেমন কিছু ঘটে যাবার আগেই জেনকে শেষ করে দিতে হবে। মইয়ের শেষপ্রান্তে পৌছে লাফিয়ে মাটিতে নামল নাথান। লম্বা শেকড়গুলো তার চারপাশজুড়ে ওপরে উঠে গেছে। তার একমুহূর্ত সময় লাগল চারপাশটাকে বুঝতে। জলের ধারাটা তার ঠিক পেছনে বা-দিকে বয়ে গেছে। মনে হল টানেলে ঢোকার পথটা যদি মিনিটের কাঁটা হয় তবে সে এখন আছে চার-এর ঘরে। ফোর-ও-ক্লক পজিশন প্রবেশপথটা এখন তার থেকে চার ধাপ দূরে। সে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘোরা শুরু করল গুঁড়ির চারপাশে।

থ্রি-ও-ক্লক..টু-ও-ক্লক।

জঙ্গলের কোন এক স্থান থেকে স্বয়ংক্রিয় বন্দুকের গুলি ছোড়ার শব্দ ভেসে এল। আরও একটা গ্রেনেড ফাটল। বোঝাই যাচ্ছে, গ্রামের কিছু অংশে মারামারি এখনো শেষ হয় নি। শব্দগুলোকে কাজে লাগিয়ে গুঁড়িটার গা ঘেষে আরও একটু দ্রুত এগোলো নাথান। অবশেষে প্রবেশমুখে ছড়িয়ে থাকা পেঁচানো শেকড়গুলো চোখে পড়ল তার। গুঁড়ির গায়ে মিশে দাঁড়াল নাথান। শেকড়ের অপর প্রান্তে অবস্থান করছে জেন কিন্তু এখান থেকে ঐ পর্যন্ত পৌছানোটাই সবচেয়ে কঠিন। আরও একটা গুলি ছোড়ার শব্দ এল জেনের ঘাঁটি থেকে। ভ্রু কুঁচকে নিজের শূন্য হাত দুটোর দিকে তাকাল সে।

এবার কি করবে, মি. হিরো?

সকাল ৯:৩৪

এক হাটুতে ভর দিয়ে বসে আছে জেন, পিস্তলটা তাক করা বাইরের দিকে। এতগুলো মানুষ মারার পর একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই পিস্তলটা এক হাত থেকে অন্য হাতে চালান করল, তবু হাল ছাড়বে না সে। বিশেষ করে বিজয় যেহেতু একেবারেই নিকটে এসে পড়েছে এখন। আর অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা, তারপর এই মিশনে তার ভূমিকা শেষ হয়ে যাবে।

চোখের কোণা দিয়ে বিস্ময়কর আঠাভরা পাত্রটা দেখে নিল। শত-শত কোটি ডলারের ব্যবসা হবে ওটা দিয়ে। যদিও সেন্ট সেভিস ফার্মাসিউটিক্যাল এরইমধ্যে জেনের সুইস ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে বেশ মোটা অংকের টাকা জমা করে দিয়েছে তার সহযোগীতার জন্য, তারপরও চূড়ান্তভাবে তার দলের সাথে বেঈমানি করার বিনিময়ে তাকে সামগ্রিক ব্যবসার এক চতুর্থাংশ লভ্যাংশ দিতে রাজি হয়েছে তারা। ইয়াগার আঠার যে অবিশ্বাস্য ক্ষমতা আছে তাতে ডলারের বন্যা বয়ে যাবে তার জীবনে।

জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট দুটো ভেঁজাল সে। তার নির্ধারিত ভূমিকার ইতি টানা হবে খুব শীঘ্রই। কয়েকদিন আগে তাদের দলের যোগাযোগ করার কম্পিউটারের ভেতর ভাইরাস ঢুকিয়ে দিয়েছিল সফলভাবে। এখন খেলার চূড়ান্ত অংশটুকু বাকি। গতরাতের শেষে, লুই ফ্যাভ্রি তাকে নির্দেশ দিয়েছে জীবন দিয়ে হলেও ইয়াগার আঠার নমুনা সংগ্রহ করে রাখতে। "ইন্ডিয়ানদের যদি দেখ, ওরা কাউকে দিয়ে আত্মঘাতি কিছু করাচ্ছে," বলেছিল লুই, "যেমন ধর নিজেদের গোপন বিষয়গুলো হাতছাড়া না করার জন্য দেখা গেল ইয়াগাতে আগুন লাগিয়ে ওটাকে শেষ করে দিতে চাইল, এমনটা যদি হয় সেক্ষেত্রে তুমি আমাদের একমাত্র ভরসা।"

সম্মত হয়েছিল জেন তবে অপরিচিত এই ভাড়াটে খুনির দৃষ্টি এড়িয়ে জেন তার নিজের জন্যেও একটা অংশ সরিয়ে রাখছে। আশেপাশে একটু চোখ বুলিয়ে খোলস থেকে কিছু আঠা বের করে একটা কনডমের ভেতর ঢুকাল জেন, তারপর ওটার মুখ ভালভাবে বন্ধ করে মুখে পুরে গিলে ফেলল! নিজের জন্য অতিরিক্ত একটা ইন্সুরেন্স, ভাবল সে।

যেকোন রকমের বিশ্বাসঘাতক এবং টেলাক্সের মত প্রতিযোগী ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি এই বিস্ময়কর ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তুটাকে নিজের করে নিতে চাইবে সেন্ট সেভিসকে পেছনে ফেলে।

দূর জঙ্গলের ভেতরে কিছু গোলাগুলি হল। কিছু বন্দুকের মুখ জ্বলে উঠতে দেখল সে। ফাঁসের দড়িটা টানা শুরু করেছে লুইসের বাহিনী। আর বেশি বাকি নেই খেলা শেষ হতে। এটা সত্য প্রমাণ করতেই যেন একটা গ্রেনেড বিস্ফোরণ হল কাছেই। বিশাল একটা গাছের মাথায় একটা ঘর উড়ে গেল মুহূর্তে। ডাল আর লতাপাতা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। জেন একটু হাসল, ঠিক তখনই গ্রেনেডের শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই একটা চিৎকার ভেসে এল কানে। খুব কাছ থেকেই।

"সাবধান, গ্রেনেড!"

কিছু একটা উড়ে এসে গুঁড়িটার ওপরে, জেনের মাথা থেকে একটু উপর দিয়ে এসে পড়ল পেচাঁনো শেকড়ের মধ্যে।

গ্রেনেড! বুকটা কেঁপে উঠল তার। একটা চিৎকার দিয়ে লাফ দিল সে একপাশে। মেঝেতে পড়েই গড়িয়ে দিল শরীরটা, হাত দুটো দিয়ে মাথাটা ঢেকে দিল। উত্তেজনাকর কয়েকটি সেকেন্ড পার হবার পরও কাঙ্খিত বিস্ফোরণ হল না। খুব সতর্কতার সাথে মাথা থেকে হাত সরালো জেন, দাঁতে দাঁত চেপে আছে সে। উঠে বসল অবশেষে, ধীরে ধীরে হামাগুঁড়ি দিয়ে প্রবেশমুখের দিকে এগিয়ে এল, চারপাশে চোখ বুলাতেই চোখে পড়ল মাটির ওপর ছোট নারকেল আকৃতির একটা ফল পড়ে আছে। এই গাছেরই অপরিপক্ক ফল এটা। হয়তো ওপরের কোন ডাল থেকে পড়েছে।

"ধ্যাত্ শালা!"এটাকে ভয় পেয়ে নিজেই লজ্জা পেল সে। সোজা হয়ে বসল জেন, অস্ত্র তাক করল সামনে, তারপর আগের জায়গায় ফিরে গিয়ে বসে পড়ল পজিশন নিয়ে। একটা ছায়া সরে গেল। শক্ত কিছু একটা এসে তার কব্জিতে আঘাত করল। মুহূর্তেই ব্যাথায় কঁকিয়ে উঠতেই হাত থেকে পিস্তলটা ছিটকে সরে গেল দূরে। পেছনের দিকে পড়তে শুরু করল সে কিন্তু তার আগেই তার হাত ধরে ফেলল সম্পূর্ন আড়াল থেকে ছুটে আসা মানুষটি। জোরে ধাক্কা দিয়ে দরজার বাইরে ছুড়ে ফেলা হল তাকে। তার কাঁধ আছড়ে পড়ল মাটিতে। একটু ঘুরে পেছনে তাকাল সে। যা দেখল তা একেবারেই অসম্ভব। "র‍্যান্ড? কিভাবে?"

নাথান তার দিকে এগিয়ে গেল, যেন উঁচু কোন স্তম্ভ ঢেকে ফেলতে চাইছে দরজার মুখে পড়ে থাকা মানুষটিকে, তার একহাতে একটা মোটা ভাঙা ডাল, ওটা সে উঁচু করে ধরল ভয়ঙ্করভাবে। ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে একটু পেছনে সরে গেল জেন।

"কিভাবে?" জিজ্ঞেস করল সে। "আমার ইন্ডিয়ান বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া ছোট্ট একটা শিক্ষা–পাওয়ার অফ সাজেশন এটার নাম," অপরিপক্ক ফলটায় একটা লাথি দিয়ে জেনের দিকে ঠেলে দিল সে। "কোন কিছুকে গভীরভাবে বিশ্বাস কর, দেখবে অন্যরাও বিশ্বাস করতে শুরু করবে।"

নিজের পায়ে ভর দিয়ে সোজা হতে চাইল জেন সঙ্গে সঙ্গে শপাং করে ব্যাট চালানোর

মত বাড়ি বসিয়ে দিল তার কাঁধে। ধপ্ করে উপুড় হয়ে পড়ে গেল সে।

"এটা দিলাম শামানকে কুকুরের মত গুলি করার জন্য," হাতের লাঠিটা আবারো ওপরে তুলল নাথান। "আর এটা দিলাম-"

নাথানের পেছনে উঁকি দিল জেন। "কেলি! থ্যাংক গড।"

চমকে উঠে পেছনে ঘুরে দেখল নাথান। তার এই একমুহূর্তের দৃষ্টি সরে যাবার সুযোগ নিয়ে এক ঝটকায় পায়ের ওপর ভর দিয়ে সামনের দিকে দৌড় দিল জেন। একটা শব্দ শুনে পেছনে তাকাতেই নাথান দেখতে পেল ততক্ষণে জেন দৌড়ে পালাচ্ছে মোটা শেকড়ের জংলার ভেতর দিয়ে।

"দৌড়াবি না, বানচোত!" লাঠি হাতে নিয়েই দৌড় দিল নাথান তার পিছু। রাগে পুড়ে যাচ্ছে ভেতরটা। জেন গাছের গুঁড়ির পাশ দিয়ে দৌড়ে পেঁচানো শেকড়ের দিকে যাচ্ছে। বেঈমানটা সহজেই ওখান থেকে পালিয়ে যেতে পারবে। নাথান একবার ভাবল ফিরে গিয়ে জেনের অস্ত্রটা নিয়ে আসবে, কিন্তু তা করতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। বদমাশটাকে আর পাওয়া যাবে না।

ওদিকে জেন শেকড়ের ভেতর দিয়ে একেবেঁকে, হাঁচড়ে পাঁচড়ে ছুটে চলেছে। তার ভাগ্যটাও বলতে গেলে দারুণ। নিজের শরীরটা হালকা-পাতলা আর আকারে খাটো হওয়ায় খুব সহজেই একেবেঁকে শেকড়গুলোর মাঝ দিয়ে যেতে পারছে। বেগ পেতে হচ্ছে নাথানকে। একটু কাছে আসামাত্রই সে খুব চেষ্টা করছে জেনকে ধরার, কখনো হামাগুড়ি দিয়ে, কখনো লাফিয়ে, কখনো নিচু হয়ে কিন্তু জেন হাত ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছে বার বার পেঁচানো গোলকধাঁধা থেকে।

অবশেষে শেকড়গুলো শেষ হল। দু-জনেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল খোলা এক পথের মাঝখানে। দৌড় দিল জেন, রাস্তাটা ধরে। একটা গালি দিয়ে তার পিছু নিল নাথানও। একটু এগোতেই পানিপ্রবাহ চোখে পড়ল। আঁকাবাঁকা পথ ধরে আরও একটু দৌড়াতেই নাথান দেখল পথটা গিয়ে মিশেছে একটা বড়সড় জলাশয়ে, রাস্তাটা ওখানেই শেষ।

হাসল নাথান। *তোর খেলা শেষ, জেন।* জলাধারের কাছে আরও একটু পৌছাতেই সামনে থাকা মানুষটাও বুঝল নাথান তাকে কোণঠাসা করে ফেলছে, প্রায় ধরে ফেলেছে তাকে-কিন্তু পরাজয়ের আর্তনাদের পরিবর্তে নাথান শুনতে পেল বিজয়ীর হাসি।

একপাশে একটু সরে গিয়ে জেন মাটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার খুব কাছেই নাথান। দ্রুত ঘুরে গেল জেন তার দিকে, হাতে একটা বন্দুক। একটা নাইন এমএম বেরেটো। হতবিহ্বল হয়ে গেল নাথান, একটু সময় লাগল তার এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা হজম করতে। তার পরেই নিজের শটগানটাও দেখতে পেল, খুব কাছেই শেকড়ে ওটার ফিতাটা আটকে ঝুলছে। জেনের হাতের পিস্তলটা আসলে কেলির। গাছের ওপর থেকে নাথান ও কেলিকে ওগুলো ফেলে দিতে বাধ্য করেছিল জেন। আর্তনাদ করে উঠল নাথান। সৃষ্টিকর্তা সহায় হচ্ছে না তার। শটগানটার দিকে এক পা বাড়াল সে, কিন্তু জিহ্বা দিয়ে চুকচুক একটা শব্দ করল জেন।

"আর এক ইঞ্চি এগোলেই কপালে তিন নম্বর চোখ বানিয়ে দেব!"

সকাল ৯:৪৬

আনাকে এক রকম নিজের পেছনে তাড়িয়ে নিয়ে ছুটছে কাউয়ি। চারপাশে রাইফেলের গুলির শব্দ কমে এসেছে। ভাবলেশহীন মুখে নেতৃত্ব দিচ্ছে দাখি, একেবারে একজন স্কাউটের মতই। এক নিরব নিশ্চয়তা ফুটে উঠেছে তার অভিব্যক্তিতে, অভিভাবকের মত তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নাইট-ক্যাপ ওক গাছের দিকে। বাকি রেঞ্জারদের সাথে দেখা করা দরকার তাদের। যতটা সম্ভব ভাল কোন পরিকল্পনা করতে হবে সবাই মিলে।

কাউয়ি এরইমধ্যে কসটসের সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছে, জানিয়ে দিয়েছে তাদের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে। সে এটাও জেনেছে একা রেখে আসা অলিনও যোগাযোগ করেছে কসটসের সাথে। রাশান রেঞ্জারটা নিজেকে নিরাপদেই লুকিয়ে রাখতে পেরেছে গাছের ওপর ঘরগুলোর মাঝে। কিন্তু এখন পর্যন্ত নাথানের দলের কাছ থেকে কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় নি। মনে মনে প্রার্থনা করল সে তাদের জন্য।

অবশেষে সূর্যের আলো দেখতে পেল কাউয়ি। সেই খোলা জায়গা। তার দলটি গাছটিকে প্রদক্ষিণ করছে দক্ষিণ দিক থেকে, ঝোঁপ-ঝাঁড়ের আড়ালে থেকে। কসটসের বার্তা অনুযায়ী তারা উত্তর দিক থেকে ফিরে আসছে।

গতি কমিয়ে দিল দাখি, নিচু হয়ে এগুচ্ছে সে। আনা এবং কাউয়ি যোগ দিল তার সাথে। ঝোঁপের আড়াল থেকে কাঠের ছোট ঘরটা দেখতে পেল কাউয়ি। বুঝতে পারল, ঠিক কোন দিকে তাদের অবস্থান, কোন দিকে যেতে হবে তাদের। ইন্ডিয়ানটার দেখানো দিকে তাকাল সে। তাদের গন্তব্য নাইট-ক্যাপ ওক গাছটা তাদের থেকে সামনে মাত্র কয়েকশ ফিট দূরে। কিন্তু দাখি ঠিক এটা দেখাচ্ছে না। বিশাল ওক গাছটা ছাড়িয়ে আরও সামনে, কাউয়ি দেখল ম্যানুয়েলের জাগুয়ার টর-টর সামনের খোলা জায়গা ধরে দৌড়ে আসছে। জাগুয়ারটার গতি অনুসরণ করতেই ওটার পেছনে থাকা মানুষগুলোও দেখতে পেল সে। দু-জন রেঞ্জার, সাথে ম্যানুয়েল। ফিরে আসতে পেরেছে তারা।

আনা আর কাউয়িকে সাথে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল দাখি। খুব দক্ষতার সাথে গতি বাড়িয়ে এগিয়ে গেল ওরা তিনজন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দল দুটি গাছের নিচে মিলিত হলে সার্জেন্ট কসটস এগিয়ে এসে কাউয়ির কাঁধে চাপড় মারল। আনা জড়িয়ে ধরল ম্যানুয়েলকে।

"নাথানের কোন খবর আছে?" জিজ্ঞেস করল কাউয়ি।

মাথা দোলাল সার্জেন্ট, তারপর গাছের উপরে ঘরের দিকে দেখাল। "অলিনকে তার জিপিএসের যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিয়ে আমাদের সাথে যোগ দিতে বলেছি।"

"কেন? আমি তো ভেবেছিলাম ঘরে গিয়ে সবার সাথে আলোচনা হবে।"

"কাজটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে । যতটা বুঝতে পারছি, আমাদের ঘিরে ফেলা হচ্ছে সবদিক দিয়ে, তাই গাছে থাকাটাই নিরাপদ নয়।"

বিরক্তির অভিব্যক্তি করলেও কাউয়ি শেষ পর্যন্ত বুঝল হামলাকারীরা পর্যায়ক্রমে সব ঘর-বাড়িই গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। তার মানে কোন ঘরে থাকার অর্থ হল ফাঁদে আটকে পড়া। "তাহলে কি করব আমরা?"

"এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব। তারপর ওদেরকে খুব সাবধানে একবার অতিক্রম করে যেতে পারলে আমাদেরকে আর খুঁজে পাবে না ওরা।"

এক নজরে সময়টা দেখে নিয়ে সবার আরেকটু কাছে এগিয়ে এল ম্যানুয়েল। "সার্জেন্ট একটা নাপাম বোমা রেখে এসেছে পেছনের জঙ্গলে, টাইমার সেট করা হয়েছে, পনের মিনিটের মধ্যে ওটা ফাটবে।"

"মনোযোগটা অন্য দিকে নেবার জন্য," সার্জেন্ট কসটস বলল। নিজের প্যাকটা পিঠে ঝুলিয়ে নিল সে। "আর যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আরও ব্যবহার করা যাবে, যথেষ্ট আছে।"

"এ-কারণেই নাথানের জন্য অপেক্ষা করতে পারছি না আমরা," বন্ধুর চোখের ভাষা পড়ে নিয়ে বলল ম্যানুয়েল।

ইয়াগার দিকে তাকিয়ে আছে কাউয়ি। গুলির শব্দগুলো দূরে চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, ঠিক তাদের সময়ের মত। যদি কোন সুযোগে থেকেই থাকে তবে সেটা কাজে লাগাতে হবে এখনই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাথা নাড়ল কাউয়ি, নতুন পরিকল্পনাটি মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই ওদের। মাথার ওপরে লতানো মইটা নড়ে উঠল। ওপরে তাকাল সে। অলিন নেমে আসছে নিচে, তার রেডিও প্যাকটা পিঠে ঝোলানো।

হাতের এম-১৬টা দোলাল কসটস। "লেটস গেট রেডি টু–"

বিরাট বিস্ফোরণ হল সঙ্গে সঙ্গে। বসে পড়তে বাধ্য হল সবাই। কাউয়ি মাথা ঘুরিয়ে দেখল ঘরের ছাদটা উড়ে গেছে শুকনো পাতার মত। ছিন্নভিন্ন টুকরোগুলো তীব্র বেগে ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। কাঠের বড় একটা টুকরো ছুটে গেল মাথার ওপর দিয়ে, দূর্গের ফটক ভাঙার জন্য ব্যবহার করা ব্যাটারিং র‍্যামের মত জঙ্গল ভেদ করে চলে গেল অনেকটা দূর পর্যন্ত। ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল বাইরে।

এটা কোন গ্রেনেড বিস্ফোরণ নয়।

ধোঁয়ার ভেতর থেকে একদল সৈন্য এগিয়ে এল অস্ত্র উঁচিয়ে। পরপর দুটো বিশেষ জিনিস চোখে পড়ল কাউয়ির। প্রথমটা, সবার সামনে হাটতে থাকা এক বিবস্ত্র নারী। সে হাটছে দীর্ঘকায় এক ভদ্রলোকের হাত ধরে। লোকটার আপদমস্তক সাদা পোশাকে মোড়া। কিন্তু দ্বিতীয়টা দৃশ্যত আরও বেশি ভয়ঙ্কর, যেটা বহন করছে তাদের একজন সৈন্য। লোকটা হাটু ভর দিয়ে বসে লম্বা কালো নল তুলে ধরল কাঁধের ওপর। কাউয়ি এই অস্ত্রটিকে এর আগেও বহুবার দেখেছে হলিউডি ছবিতে।

"রকেট লঞ্চার।" ক্যারেরা চিৎকার দিয়ে উঠল লুইর পেছন থেকে। "নিচু হও সবাই।"

সকাল ১০:০৩

প্রথম বিস্ফোরণটা জমিয়ে দিয়েছে নাথান ও জেন দু-জনকেই। শত্রুর অস্ত্রের দিকে মনোযোগ নাথানের। মাত্র কয়েক ফিট দূরেই অস্ত্রটা তাক করা তার বুক বরাবর, তাই

নড়ার সাহস হল না। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আছে সে। ওদিকে কি ঘটছে কে জানে?

দ্বিতীয় বিস্ফোরণটা হতেই শব্দের উৎসের দিকে ঘুরে গেল জেন। নাথান জানে এমন সুযোগ আর আসবে না তার। এখনই কিছু করতে না পারলে সে মারা পড়বে। কিছু একটা করতেই হবে...হোক সেটা বোকার মত কিছু।

শূন্যে লাফ দিল নাথান, তবে জেনের উদ্দেশ্যে নয়, তার মনোযোগ শেকড়ের সাথে ঝুলতে থাকা শটগানটার দিকে। তার এমন নড়াচড়া দৃষ্টি এড়াল না জেনের। নাথান শুনতে পেল তার শত্রুর অস্ত্রটা গর্জে উঠেছে, সাথে সাথেই তীক্ষ্ণ কিছু একটা বিঁধল তার উরুতে। সে অনুভব করল, তবে পাত্তা দিল না।

তার শরীরটা আছড়ে পড়ল শেকড়ের ওপর, হাত দুটো বাড়িয়ে দিল শটগানের দিকে। ওটা ছাড়িয়ে নেবার সময় নেই তার, ঝুলন্ত অস্ত্রটাই জেনের দিকে ঘুরিয়ে ট্রিগার চাপল সে। বুলেটের প্রতিঘাতের অস্ত্রটা তার হাত থেকে ছুটে যেতে চাইল। একটু সরে ঘুরে গেল নাথান। জেনকে পেছন দিকে পড়ে যেতে দেখল সে, বাহু দু-দিকে প্রসারিত হয়ে আছে। নিজেকে সামলানোর শক্তিটুকু হারিয়ে পেছনের জলাশয়ের পানিতে গিয়ে পড়ল চিৎ হয়ে। ঝপ্ করে একটা শব্দ হল। পাড়ের কাছে হলেও ওখানকার পানি বেশ গভীর। তীব্র যন্ত্রণা আর ভয়ে কেঁদে উঠল সে। একটা শিক্ষা জেন এখন পাচ্ছে, যেটা সে কিছুক্ষণ আগে এক নিরস্ত্র ব্যান-আলির সাথে করেছিল–কারো পেটে গুলি লাগলে সেটা তীব্র যন্ত্রণার হয়। সোজা হয়ে অস্ত্রটা ছাড়িয়ে নিল নাথান, তারপর অসহায় মানুষটির দিকে তাক করল সেটা। নাথান জানে না জেনের পিস্তলটা কোনদিকে গেছে, এবার সে আর বোকামি করবে না।

তীব্র যন্ত্রণা আর ভয়ের ছাপ পড়েছে জেনের মুখে, খুব চেষ্টা করছে পাড়ে ওঠার জন্য। তারপর হঠাৎ করেই তার শরীরটা কেঁপে উঠল, চোখ দুটো বড় হয়ে গেল আতঙ্কে। আর্তনাদ এবার পরিণত হল চিৎকারে। "নাথান...বাঁচাও!"

সহজাত সাড়া দিয়ে নাথান এক পা এগিয়ে গেল সামনে। জেনও এগিয়ে এল একটু, মুখটা ফ্যাকাশে আর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। তারপর হঠাৎ করেই তার শরীরের চারপাশের পানি ফুলে উঠল খানিকটা, একটা স্রোত তৈরি হল তাকে ঘিরে। নাথান কিছু রুপালি প্রাণী দেখতে পেল সেখানে, মনে পড়ল কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এখন। এই সেই পুকুর যেখানে এগুলোর চাষ করা হয়। আর এটার কথাই ম্যানুয়েল বলেছিল তাদেরকে।

জেন কাঁপছে বিক্ষিপ্তভাবে, চিৎকার দিচ্ছে শরীর ঝাঁকুনি দিতে দিতে। ডুবতে শুরু করল সে, কিন্তু পারল না। মাথাটাও ডুবে গেল পানির নিচে। একটা হাত পাড়ের মাটির ওপর ছিল সেটাও টেনে নিল স্রোতটা।

জলাধার থেকে ঘুরে দাঁড়াল নাথান, জেনের জন্য কোন কষ্ট হচ্ছে না। কোনমতে একটু চোখ বুলাল উরুর যেখানটায় গুলিবিদ্ধ হয়েছে। প্যান্টে একটা ছিদ্র হয়ে রক্তপাত হচ্ছে। বুলেটটা ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে গছে, তেমন কিছু হয় নি। ভাগ্যটা অনেক ভাল তার। শটগানটা শক্ত করে ধরে ছুটতে শুরু করল সে, প্রার্থনা করল তার ভাগ্যটা যেন দীর্ঘস্থায়ী হয়।

সকাল ১০.১২

ধ্বংসস্তূপের ভেতর থকে মাথা ঠেলে বের করল ম্যানুয়েল। ধোঁয়ায় ঘিরে ধরেছে তাকে। রকেট-লঞ্চার দিয়ে ঘরগুলো উড়িয়ে দেবার তীব্র শব্দ এখনো মাথার ভেতর বাজছে। চোয়ালটা নাড়াতে গিয়ে যন্ত্রণা হল বেশ। চিৎকার-চেঁচামেচির মাঝে হামাগুড়ি দিয়ে বসল সে। চিৎকারগুলোর সবই বিভিন্ন রকম আদেশ।

"অস্ত্র ফেলে দাও নিচে।"

"তোমাদের হাত দেখাও।"

"সরে যাও ওদিকে নইলে যে যেখানে আছ ওখানেই গুলি করে মারব।"

হুকুম মানানোর জন্য আর বেশি কিছু বলা লাগে না, এটাই যথেষ্ট। কাতরে উঠে রক্ত ভরা থুথু ফেলল ম্যানুয়েল। চোখ তুলে দেখতে চাইল কি হচ্ছে ওদিকে। সে দেখল আনা ফঙ বসে আছে হাটুতে ভর দিয়ে, হাত দুটো মাথার সাথে লাগিয়ে রেখেছে। সম্পূর্ণ অক্ষত দেখাল তাকে। প্রফেসর কাউয়ি বসে আছে তার পাশে, মাথার তালুটা গভীরভাবে কেটে গেছে তার, রক্ত গড়িয়ে পড়ছে সেখান থেকে চোখের নিচ পর্যন্ত। দাখিও আছে, রাজ্যের অবিশ্বাস আর ভয় ভর করেছে তার চোখেমুখে। একটু ঘুরে ম্যানুয়েল দেখল টর-টর ছোট এক ঝোঁপের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে। সে ইশারায় ওটাকে বোঝাতে চাইল যেন ওখান থেকে বেরিয়ে না আসে। একই ঝোঁপের কাছে প্রাইভেট ক্যারেরাকে দেখল তার বেইলেটাকে খুব দ্রুত ওপর থেকে ভেঙে পড়া একটি কাঠের টুকরোর নিচে লুকিয়ে রাখছে।

"এই তুমি!" খেকিয়ে উঠল একজন। "উঠে দাঁড়াও!"

ম্যানুয়েল প্রথমে বুঝতে পারে নি কে কথা বলছে, যখন কানের কাছে গরম একটা বন্দুকের নল এসে ঠেকল তখন একেবারে জমে গেল সে।

"উঠে দাঁড়াও!" আবারো বলল সে। বাচনভঙ্গিতে জার্মান টান সুস্পষ্ট।

হাটুতে ভর দিয়ে আস্তে উঠে করে দাঁড়াল ম্যানুয়েল। মাথাটা একটু ঘুরে উঠল তার, শরীরটাও দুলে উঠল, কিন্তু এতে যেন খুশিই হল গুন্ডাটা।

"তোমার অস্ত্রটা," আবারো চেঁচিয়ে উঠল সে।

চারপাশে চোখ বুলাল ম্যানুয়েল, যেন হারিয়ে যাওয়া জুতা-মোজা খুঁজছে। কাছেই সে তার পিস্তলটা পড়ে থাকতে দেখল, তারপর পা দিয়ে একটা ধাক্কা দিল ওটাকে। "এই যে এখানে।"

দ্বিতীয় একজন সৈন্য হাজির হল কোথা থেকে যেন, এসেই তর্জন গর্জন শুরু করে দিল। "বাকিদের সাথে যোগ দাও," অন্যদের দিকে ঘুরে গিয়ে বলল সে।

হাটু ভেঙে বসে পড়ার সময় ম্যানুয়েল দেখল ক্যারেরা এবং কসটসকে ঘিরে আছে মানুষগুলো। অস্ত্র বা ব্যাগ কিছুই নেই কাছে। সবাইকে মাথায় হাত দিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে। সার্জেন্টের বা-চোখটা ভীষণভাবে ফুলে আছে, নাকটাও বেঁকে আছে, রক্ত ঝরছে সেখান থেকে। নিশ্চিত বোঝা যাচ্ছে ম্যানুয়েলের চেয়েও অনেক বেশি ধকল গেছে কসটসের উপরে।

হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ হল দূরের জঙ্গলে, আগুনের একটা বিরাট গোলক উঠে গেল আকাশে। বিস্ফোরণের চাপা শব্দের প্রতিধ্বণিত হল, সাথে নাপাম বোমার কটু গন্ধটাও এল নাকে। কসটসের দারুণ পরিকল্পনা 'মনোযোগ ঘুরিয়ে দিতে হবে শত্রুদের' খুবই ছোট পদক্ষেপ, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

"হার ব্রেইল, এই শালাটা নড়ছে না," পেছন থেকে একজন বলল জার্মান এবং স্প্যানিশের মিশেলে।

নাইট-ক্যাপ গাছের দিকে তাকাল ম্যানুয়েল। অলিন পড়ে আছে গাছের গোড়ায় উপুড় হয়ে। ধারাল এক কাঠের টুকরো তার কাঁধে বিঁধে আছে, রক্ত বেরিয়ে খাকি পোশাক ভিঁজিয়ে দিয়েছে পুরোপুরি। ম্যানুয়েল দেখল এখনো শ্বাস নিচ্ছে রেঞ্জারটা।

ব্রেইল নামের লোকটি পুড়তে থাকা জঙ্গলের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রেঞ্জারের দিকে দিল। "কুত্তার বাচ্চা!" হাতের পিস্তলটা উঁচু করে গুলি করে দিল অলিনের মাথার পেছনে। ভয়ে লাফিয়ে উঠল আনা, ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করল সে। ধ্বংসস্তুপের মাঝ থেকে আক্রমণকারী দলের নেতৃত্বে থাকা মানুষ দু-জন এগিয়ে এল তাদের দিকে। বেটে ইন্ডিয়ান নারীটি হেটে আসছে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে যেন কোন গার্ডেন পার্টিতে আমন্ত্রিত অতিথি সে, সুন্দর গঠন, মসৃণ পা, সবই চোখে পড়ল বিপদগ্রস্ত মানুষগুলোর। গলায় একটা বড়সড় তাবিজ ঝুলছে। প্রথম দেখায় ম্যানুয়েলের কাছে মনে হল একটা চামড়ার ব্যাগ জাতীয় কিছু, কিন্তু কাছে আসতেই চিনতে পারল ওটা একটা মানুষের কুঁচকানো মাথা। চুলগুলো চেছে ফেলা হয়েছে। পাশে লম্বা এক পুরুষ, পরনে সাদা খাকি পোশাক, মাথায় পানামা হ্যাট। সে ম্যানুয়েলের মনোযোগটি ধরে ফেলল। মহিলার গলায় ঝুলতে থাকা মুণ্ডুটি উঁচু করে ধরল সবার সামনে। সৈনিকের নাম ও নম্বর খোদাই করা ডগ-ট্যাগটি দেখতে পেল ম্যানুয়েল।

"প্রথমে কর্পোরাল ডি-মারটিনির সাথে পরিচয় করিয়ে দেই," মৃদু হাসল সে, যেন মজা করছে, তারপর ওটা ছেড়ে দিল।

রাগে ঘোঁৎ করে উঠল সার্জেন্ট কসটস কিন্তু একে-৪৭ তাক করা তার দিকে, যেভাবে ছিল সেভাবেই বসে রইল হাটু ভাঁজ করে। লুই সামনের বন্দীদের ওপর চোখ বুলাল।

"সবাইকে একসাথে দেখতে পেয়ে খুব ভাল লাগছে।"

কণ্ঠে ফরাসি টানটা ম্যানুয়েলের পরিচিত লাগল। "লোকটা কে?"

প্রফেসর কাউয়ি উত্তর দিল চাপাকণ্ঠে, "লুই ফ্যাভ্রি!" তার কণ্ঠ দূর্বল হয়ে আসছে।

ফরাসি লোকটার দৃষ্টি এবার কাউয়ির দিকে। "একটু ভুল হল বোধহয়, প্রফেসর কাউয়ি। আসলে বলা উচিত ডক্টর ফ্যাভ্রি। দয়া করে আমরা সম্মান দিয়ে কথা বলতে শিখি, তাহলে অপছন্দের অধ্যায়গুলো খুব দ্রুতই সেরে ফেলতে পারব আমরা।"

একটু গরগর করে উঠল কাউয়ি। ম্যানুয়েল এই লোকটার নাম আগেও শুনেছে। লোকটা প্রাণীবিদ, কালোবাজারি ও বিলুপ্তপ্রায় ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে ব্রাজিল থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তাকে। এই প্রফেসরের সাথে নাথানের বাবার খুব বিচ্ছিরি এক অতীত ইতিহাস রয়েছে।

"কিন্তু তোমাদের সবাইকে দেখে মনে হচ্ছে কয়েকজন এখানে নেই," ফ্যাব্রি বলল, "বাকিরা কোথায়?"

কেউ কোন কথা বলল না।

"আহা চুপ থেকো না, প্লিজ! এসো আমরা ব্যাপারটা বন্ধুর মত মিটিয়ে ফেলি, কি পারি না? দিনটাও কি সুন্দর আজ, দেখেছ?" বন্দীদের একে একে দেখছে সে। "এমন দিনটা আশা করি কেউ নষ্ট করে দিতে চাইবে না, নাকি দেবে? আমার প্রশ্নটা কিন্তু খুব সহজ।"

তারপরও কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই তাকিয়ে আছে ফাঁকা দৃষ্টিতে।

অসন্তোষে মাথা নাড়ল ফ্যাব্রি। "তাহলে তো আর সুন্দর থাকতে দিলে না।" ইন্ডিয়ান মহিলাটির দিকে ফিরল সে। "সুই প্রিয়তমা, বেছে নাও।" সে খুব সুন্দরভাবে হাতদুটো ঝাড়া দিল যেন কাজটা খুব সহজেই হয়ে যাবে।

মহিলা বন্দীদের সামনে দিয়ে একবার হেটে গেল, প্রাইভেট ক্যারেরার সামনে গিয়ে একটু ইতস্তত করল সে, তারপর হঠাৎ করেই দুই ধাপ এগিয়ে বসে পড়ল আনা ফঙের সামনে। তার নাকটা অ্যানথ্রপলজিস্টের থেকে মাত্র ইঞ্চিখানেক দূরে। ভয়ে কুঁকড়ে গেল আনা কিন্তু পেছনের অস্ত্রগুলোর কারণে নড়তে পারল না।

"আমার প্রিয়তমা সৌন্দর্যের দারুণ সমঝদার।"

ক্ষিপ্রগতির সাপের মত দ্রুত হাত চালিয়ে দীর্ঘ চুলে গোঁজা একটি খাপ থেকে লম্বা হাঁড়ের ছুড়ি বের করে আনল সে। এমন খাপ শুধুমাত্র একটা গোত্রের বীর যোদ্ধারাই ব্যবহার করে–ম্যানুয়েল চিনতে পারল–ইকুয়েডরের ওয়ার গোত্র। যাদেরকে বলা হয় 'ইকুয়েডরের মাথা শিকারী।' সাদা রঙের ধারাল ছুরিটা সে চেপে ধরল আনার নরম কণ্ঠনালীর ওপর। কেঁপে উঠল এশিয়ান মেয়েটি। সাদা ছুরিটা বেয়ে লাল রক্ত আসতে শুরু করল।

যথেষ্ট হয়েছে, ভাবল ম্যানুয়েল, ভেতরটা খুব দ্রুত সাড়া দিল। তার ডান হাত নেমে এল কোমরে গোঁজা ছোট চাবুকটার ওপর। একটুখানি নড়াচড়াও সে করতে পারে ইচ্ছে করলে। অনেক বছর ধরে তার জাগুয়ারকে বড় করতে গিয়ে তার শরীরের উদ্দীপণ ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কৌশলী আঙুলগুলো চালিয়ে এক ঝটকায় চাবুকটা ছুড়ল সে। চাবুকের অগ্রভাগ ছুরিটার উপরে আঘাত হানল। ইন্ডিয়ান মেয়েটির হাত থেকে ছুটে গেল ওটা, সেই সাথে একটু কেটে গেল তার চোখের নিচে। একেবারে বাঘিনীর মতই হিস-হিস শব্দ করে পেছনে সরে গেল সে। মুহূর্তেই হাতে তুলে নিল আরেকটি ছুরি।

"আনাকে ছেড়ে দাও!" হুঙ্কার দিল ম্যানুয়েল। "আমি বলছি বাকিরা কোথায় আছে।"

আর কিছু বলার আগেই পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা মেরে উপুর করে ফেলে দেয়া হল তাকে। আছড়ে পড়ল সে মাটিতে। একটা পা এসে লাথি দিয়ে সরিয়ে দিল চাবুকটি, তারপর হাতের ওপর পাড়া দিয়ে আঙুলগুলো চেপে ধরল সজোরে।

"তোল ওকে!" খেকিয়ে উঠল ফ্যাব্রি, ভদ্রতাপূর্ণ আচরণের খোলস খুলে পড়েছে এখন।

চুল ধরে টেনে তোলা হল ম্যানুয়েলকে। পাড়া খাওয়া হাতটা বুকের সাথে চেপে ধরল সে। ফ্যাব্রি ঘুরে গিয়ে ইন্ডিয়ান নারীটির রক্ত মুছে দিল তারপর ফিরল ম্যানুয়েলের দিকে। আঙুলে লেগে থাকা রক্ত চেটে খেল সে।

"এগুলোর কি কোন দরকার ছিল?" জিজ্ঞেস করেই একটা হাত বাড়িয়ে দিল পেছন দিকে। বন্দুকধারীদের একজন এসে একটা খাট নলের রাইফেল ধরিয়ে দিল তার হাতে। দেখতে উজি'র মত কিন্তু আকারে আরেকটু ছোট।

ম্যানুয়েলের চুল ধরে থাকা হাতটা আরও মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল।

"ছেড়ে দাও ওকে, ব্রেইল," বলল ফ্রাব্রি।

হাতটি মুক্ত করে দিল তাকে। ছাড়া পেয়ে কেমন ভারসাম্যহীন হয়ে গেল ম্যানুয়েল।

"তাহলে বল, কোথায় তারা?" জিজ্ঞেস করল লুই।

যন্ত্রণা চেপে রাখার চেষ্টা করল ম্যানুয়েল। "ঐ গাছের ভেতর...সর্বশেষ ওখানেই দেখেছিলাম...আমাদের রেডিও বার্তায় কোন সাড়া দেয় নি ওরা।"

মাথা নেড়ে সায় দিল ফ্যাব্রি। "এমনটাই শুনেছিলাম আমি।" খালি হাতটা দিয়ে সে ম্যানুয়েলের কাছে থাকা রেডিওর মত আরেকটা রেডিও তুলে ধরল সামনে। "কর্পোরাল ডি-মারর্টিনি যথেষ্ট আন্তরিক ছিল আমাদেরকে তার স্যাবার রেডিওটা দিতে এবং সঠিক রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিটা জানাতে।"

ভ্রূ কুঁচকাল ম্যানুয়েল। "যেহেতু এটা আগেই জানতে...তাহলে কেন এমন করলে?" আনার দিকে মুখ তুলে তাকাল সে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল ফ্র্যাব্রি বৈচিত্রহীন আর একঘেয়েমী ভঙ্গিতে। "শুধু নিশ্চিত হতে চাইছিলাম কেউ কোন রকম ধোঁকাবাজির চেষ্টা করছে কিনা। আসলে তোমাদের দলে থাকা আমার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না বেশ কিছুক্ষণ হল। এ-কারণেই মনের মধ্যে নানান সন্দেহের সৃষ্টি হচ্ছে।"

"এজেন্ট?" জিজ্ঞেস করল ম্যানুয়েল।

"গুপ্তচর," কাউয়ি বলল সারির শেষ প্রান্ত থেকে। "রিচার্ড জেন।"

"ঠিক বলেছ।" ফ্র্যাব্রি গাছের দিকে ঘুরে গেল হাতের রেডিওটা তুলে ধরল মুখের সামনে। "নাথান, আমাদের কথা যদি শুনতে পাও তাহলে বলছি, যেখানে আছ সেখানেই থাক। আমরা আসছি খুব শীঘ্রই তোমার সাথে দেখা করতে।"

কোন জবাব এল না। প্রার্থনা করল ম্যানুয়েল, নাথান যেন কেলিকে নিয়ে এতক্ষণে ওখান থেকে চলে গিয়ে থাকে। কিন্তু সে এটাও জানে কাজটা অসম্ভব। কেলি কখনও তার ভাইকে রেখে কোথাও যাবে না। তাদের সবাই হয়তো পুরনো গাছটার ভেতর লুকিয়ে থাকবে।

ফরাসি লোকটি সাদা গুঁড়ির বিশাল গাছটির দিকে ভাল করে তাকাতেই চোখ দুটো সরু হয়ে গেল তার। এক মুহূর্ত থমকে রইল, তারপর ঘুরে দাঁড়াল সে, দৃষ্টি নিবদ্ধ করল ম্যানুয়েলের ওপর। "তাহলে এবার আমার স্ত্রীর অপমানের বিষয়টা ফয়সালা করা যাক।" ভোঁতা নাকের উজিটা আবার উঁচু করে ধরা হল তার দিকে। "খুব বেশি ভদ্রতা দেখাতে পারছি না, মিঃ অ্যাজভেদো।"

ট্রিগার চাপল সে, সশব্দে অস্ত্র থেকে বেরিয়ে এল বুলেট।

চোখ বুজে ফেলল ম্যানুয়েল কিন্তু কোন বুলেট আঘাত করল না তাকে। আর্তনাদের একটা শব্দ হল তার পেছনে। দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যটার শরীরের ওপরের অংশ ঝাঁঝড়া হয়ে গেছে। পড়ে গেল সে। মুখটা হা করে আছে, যেন কোন মাছকে পানি থেকে ডাঙ্গায় তোলা হয়েছে। রক্ত বেরিয়ে এল নাক-মুখ দিয়ে।

হাতের অস্ত্র নামাল ফ্যাভ্রি। চোখ খুলে তার দিকে তাকাল ম্যানুয়েল।

একটা ভ্রু উঁচু করল ফ্যাভ্রি। "তোমায় কোন দোষ দেই না আমি। তোমার ব্যাপারে ব্রেইনের আরও বেশি সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। তোমার চাবুকটা ওর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে, মোটেই ঠিক হয় নি এটা। আনাড়ি, খুবই আনাড়ি কাজ।" মাথা ঝাঁকাল লুই। "দু-জন লেফটেন্যান্টকে হারাতে হল গত দু-দিনে।" ঘুরে দাঁড়িয়ে অস্ত্রটা উঁচু করে ধরল সে। "সবগুলোকে নিয়ে চল।" ইয়াগার দিকে পা বাড়াল এবার। "কার্লের ছেলের পেছনে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে গেছি আমি। দেখি লাজুক ঐ ছেলেটির মাথায় হাত বুলিয়ে আমাদের দলে ভেড়ানো যায় কিনা।"

সকাল ১১:০৯

নাথান নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে ইয়াগার পেঁচানো শেকড়ের আড়ালে। ধোঁয়ায় ঘিরে আছে চারপাশটা। সে বিচ্ছিন্ন কিছু গোলাগুলির শব্দ আর চেঁচামেচি শুনতে পেয়েছে যেগুলো এসেছে নাইট-ক্যাপ ওক গাছের দিক থেকে। কি হচ্ছে ওদিকে?

যত দূর চোখ যায় তার মধ্যে শুধু তার বাবার কাঠের ঘরটি চোখে পড়ছে নাথানের। আতঙ্ক আর হতাশা মিলে মিশ্র এক অনুভূতি জেঁকে ধরছে তাকে। হঠাৎ কবর থেকে আত্মা উঠে আসার মত কিছু অবয়র দেখা গেল ধোঁয়ার ভেতর থেকে তার দিকে আসতে। সবগুলোই যেন ছায়া ঢাকা অশরীরি। আরও গাঢ় ছায়ায় নিজেকে টেনে নিল সে, শটগানটা তাদের দিকে তাক করল। ধীরে, প্রতিটি পদক্ষেপেই অশরীরিগুলো যেন বাস্তব অবয়বে পরিণত হচ্ছে। ম্যানুয়েল আর কাউয়িকে দেখা গেল সবার সামনে, তাদের মাঝখানে আনা। এক ধাপ পেছনেই কসটস এবং ক্যারেরা। এমনকি দাখিও আসছে তাদের সাথে। সবাই রক্তাক্ত, হাটছে পেছনে দু-হাত দিয়ে, গতি ধীর হলেই আড়ালে থাকা অবয়বগুলো ধাক্কা দিচ্ছে সামনে। আরও একটু কাছে আসতেই বাকিদের দেখা গেল। মিলিটারি এবং জঙ্গল আর্মিদের একটি দল। সবার অস্ত্র তাক করা কাউয়ি-ম্যানুয়েলদের দিকে। শটগানের দিকে তাকাল নাথান, এই বিশাল বাহিনীর সামনে এটা একেবারেই খেলনা। আরও একটা পরিকল্পনা দরকার তার, কিন্তু এখনকার মত শুধু লুকানোর জায়গা আর ছায়া ছাড়া কিছু নেই।

তার বন্ধুদের থামান হল। আপাদমস্তক সাদা পেশাকে মোড়া এক লোক একটা মাইক তুলে ধরল মুখের সামনে। "নাথান র‍্যান্ড!" চিৎকার দিল সে, ইয়াগার একেবারে শীর্ষের দিকে লক্ষ্য করে। "বেরিয়ে আসো। ভালয় ভালয় আসো নয়তো চরম মূল্য দেবে তোমার বন্ধুরা। আমি তোমাকে দুই মিনিট সময় দিলাম।"

তার দলের সদস্য এবং ইন্ডিয়ানটিকে হাটু ভেঙে বসিয়ে দেয়া হল। নিজেকে আরও একটু ছায়ার মাঝে নিয়ে গেল নাথান। নিঃসন্দেহে চিৎকার করে কথা বলেছে যে সে এই দলের নেতা, কথার টান শুনে বোঝা যাচ্ছে একজন ফরাসি। মানুষটা একবার ঘুরে দেখে নিল তারপর তাকাল গাছের মাথায়, একটা পায়ের পাতা দিয়ে মাটিতে আঘাত করল অধৈর্যের সাথে। সে ধরেই নিয়েছে নাথান গাছের ওপরে আছে। তার গুপ্তচরের দেয়া সর্বশেষ তথ্যের ওপরই নির্ভর করে আছে সে।

সিদ্ধান্তহীনতায় পেয়ে বসল নাথানকে। দেখা দেবে নাকি পালিয়ে যাবে? জঙ্গলে পালিয়ে যাবার সুযোগটা কি তার নেওয়া উচিত? হয়তো পেছন থেকে আক্রমণ করা যাবে শত্রুদেরকে...আপন মনেই মাথা দোলাল। সে কোন গেরিলা যোদ্ধা নয়।

"ত্রিশ সেকেন্ড, নাথান।" লোকটা মুখের সামনে মাইক ধরে গর্জন করে উঠল।

একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল ওপর থেকে। "নাথান এখানে নেই। সে চলে গেছে।"

কেলি কথা বলছে!

হাতের মাইকটি নামাল ফরাসি লোকটি। "মিথ্যা বলছে," নিচুস্বরে বলল সে।

নিজের জায়গা থেকে কিছু বলল কাউয়ি, "ডা. ফ্যাভ্রি...একটা কথা বলার ছিল, দয়া করে শুনুন।"

নাথান খেয়াল করল শটগানের ট্রিগারের ওপর তার আঙুল আরও দৃঢ়ভাবে বসে গেল, তখনই নামটা চিনতে পারল সে। তার বাবার কাছ থেকে এই মানুষটার অনেক কুকীর্তি আর নৃশংসতার কথা শুনেছে। লুই ফ্যাভ্রি...আমাজনের বুকে কল্পিত ছেলেধরা, জঘন্য এক লোক। এমন একটা পিশাচকে তার বাবাই এই এলাকা ছাড়া করেছিল। কিন্তু এখন আবার সে ফিরে এসেছে।

"কি বলবেন, প্রফেসর?" বিরক্তির সাথে জিজ্ঞেস করল লুই।

"যে কথা বলল ঐ কেলি ওব্রেইন। সে তার অসুস্থ ভায়ের সাথে আছে। যেহেতু সে বলছে নাথান ওপরে নেই, তাহলে সে আসলেই ওখানে নেই।"

ভ্রু কুঁচকে ঘড়ির দিকে তাকাল ফ্যাভ্রি। "আচ্ছা, দেখা যাক।" হাতের মাইকটা উঁচু করল। "দশ সেকেন্ড।" তারপর সে এক হাত বাড়িয়ে দিলে একটা ভয়ঙ্কর অস্ত্র দেওয়া হল তার হাতে। কাস্তের মত লম্বা একটি ছুরি। ধোঁয়াটে পরিবেশের মাঝেও চকচকে ধারালো প্রান্তটা স্পষ্ট দেখা গেল। ফ্যাভ্রি সামনে ঝুঁকে অস্ত্রটা আনা ফঙের গলায় ঠেকাল, অন্য হাতটা দিয়ে মাইকটা উঁচু করে ধরল সে। "সময় চলে যাচ্ছে, নাথান। প্রাথমিকভাবে দুই মিনিট সময় দিয়ে খুব ভদ্রতার পরিচয় দিয়েছি আমি। তবে এই পর্যায়ে থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত প্রতি মিনিটে তোমার একটা করে বন্ধুর প্রাণ হারাবে। এক্ষুণি বেরিয়ে আসো, তাহলে ছেড়ে দেওয়া হবে সবাইকে। একজন ভদ্রলোক এবং একজন ফরাসি হিসেবে শপথ করে বলছি। পাঁচ...চার..."

একটা পরিকল্পনার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল নাথান। একটা কিছু মাথায় আসছে। সে জানে লুই ফ্যাভ্রির শপথের কোন মূল্য নেই।

"তিন...দুই..."

আর মাত্র দুই সেকেন্ড আছে কিছু ভাবার জন্য।

"এক..."

কিছুই পেল না সে।

"সময় শেষ।"

উঠে দাঁড়াল নাথান তার লুকানো জায়গা থেকে। মাথার ওপর শটগানটা উঁচু করে ধরে বাইরে বেরিয়ে এল। "তুমি জিতে গেছ," চিৎকার করে বলল সে।

আনা ফঙের ওপর ঝুঁকে থাকা অবস্থা থেকে সোজা হল লুই, একটা ভ্রু উঁচু করল। "ওহ্, আমাকে একদম চমকে দিয়েছ তুমি। এই নিচে এতক্ষণ ধরে কি করছিলে?"

অশ্রু বেরিয়ে গড়িয়ে পড়ল ভয়ে জমে থাকা আনার চোখ দিয়ে। হাতের শটগানটা ছুড়ে ফেলে দিল নাথান। "বললাম তো তুমি-ই জিতেছ," আবারো বলল সে। সৈন্যরা এগিয়ে আসছে তাকে ঘিরে ফেলতে।

হাসল ফ্যাব্রি। "আমি সবসময়-ই জিতি," চোখেমুখে বিস্ময় মুছে গিয়ে সেখানে এখন হিংস্রতা। কিন্তু কেউ কোন কিছু বোঝার আগেই সাই করে ঘুরে গিয়ে হাতের ধারাল ম্যাশেটটা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ঘুরিয়ে আনল পেছন থেকে। তার শিকারের মাথাটা কাঁধ থেকে কেটে নেমে গেল মসৃণভাবে। রক্তের ফোয়ারা ছুটল উপরের দিকে।

"ম্যানু!" কেঁদে উঠল নাথান, পড়ে গেল হাটু ভেঙে। তার বন্ধুর শরীরটা পেছন দিকে পড়ে গেল।

চিৎকার দিল আনা, গভীর বেদনা ফুটে উঠল কণ্ঠে। ঝুঁকে গেল কাউয়ির দিকে। নাথানের দিক থেকে ঘুরে গিয়ে বাকি সবার চোখে মুখের আতঙ্কটুকু উপভোগ করছে এখন ফ্র্যাব্রি।

"দয়া করে বলবে, তোমাদের মধ্যে কেউ কি ভেবেছ আমার প্রিয়তমাকে আঘাত করার শাস্তি না দিয়েই আমি ম্যানুয়েল সাহেবকে ছেড়ে দেব? আহ্! নারীদের প্রাপ্য সম্মান দেখাবে না? আমার ডার্লিং কত কষ্ট পেত, ভেবে দেখ!"

বন্দীদের থেকে একটু দূরে ইন্ডিয়ান নারীটিকে দেখল নাথান, একটা হাত নিজের কেটে যাওয়া স্থানে হাত বুলাচ্ছে।

ফ্যাব্রি এবার ফিরল নাথানের দিকে। তার সাদা পোশাক ম্যানুয়েলের রক্তে ভিজে লাল। দানবটা তার ঘড়িতে একটা টোকা দিয়ে আঙুল তুলল, "আর নাথান, আমি তো শূন্য পর্যন্তই গুণেছিলাম। তুমি-ই দেরি করেছ। ফলে যা করার তা-ই করেছি।"

মাথাটা ঝুলিয়ে রাখল নাথান, আরও নিচু করে ছোয়াল মাটির সাথে। "ম্যানুয়েল..."

দূরে কোথাও, বাঘের গর্জনের মত একটা শব্দ সকালটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিল, প্রতিধ্বনিত হল সারা উপত্যকা জুড়ে।

অধ্যায় ১৭

১৭ আগস্ট
বিকেল ৪:১৬
আমাজন জঙ্গল

সব প্রস্তুতি ঠিকঠাক চলছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করল লুই। কাদা-মাটি মাখা ফিল্ড জ্যাকেটটা এক বাহুতে গুটিয়ে রাখা, শার্টের হাতা ভাঁজ করা। দুপুরের তাপমাত্রা অনেক বেশি হলেও এখন এই স্থানটা যেন আরও বেশি গরম। পরিতৃপ্তির একটা হাসি হাসল লুই গ্রামের ধ্বংসস্তুপের দিকে তাকিয়ে।

মাস্ক নামের এক কলাম্বিয়ান সৈন্য লুইর সামনে এসে শব্দ করে দাঁড়াল তার উপস্থিতি জানান দিয়ে। ছয় ফিটেরও বেশি উচ্চতার এই মানুষটি তার দীর্ঘ দেহের মতই ভয়ঙ্কর। এর আগে মাদক চালানকারীদের এক সংগঠনের ক্যাপ্টেনের দেহরক্ষী হিসেবে কাজ করেছে সে। শ্যামলা বর্ণের মানুষটির সারামুখ এসিডে ঝলসে গেছিল তার বস্‌কে বাঁচাতে গিয়ে। মুখের চামড়া ভয়ঙ্করভাবে বিকৃত হয়ে গেছে, অসংখ্য অমোচনীয় দাগে ভারাক্রান্ত। পরে তাকে তার অকৃতজ্ঞ ক্যাপ্টেন গুলিও করে। স্মৃতিগুলো খুবই তিক্ত আর ভয়ঙ্কর, মৃত্যু যে কত কাছে আসতে পারে তা ভাল করেই জানে সে। অন্যদিকে লুই তার এই শক্তি, সাহস এবং বিশ্বস্ততার প্রতি মুগ্ধ হয়ে তাকে সম্মানিত একটি স্থান করে দিয়েছে তার দলে। ব্রেইনের বিকল্প হিসেবে অসাধারণ কাজ করছে সে।

"মাস্ক," বলল লুই, "উপত্যকায় সব বিস্ফোরক রাখতে আর কত সময় লাগবে?"

"আধঘন্টা।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকাল লুই। সময় খুব কঠিন জিনিস তবে তার সব কিছুই চলছে বেঁধে দেয়া সময় অনুযায়ী। রাশান রেঞ্জার যদি জিপিএস চালু না করত তবে এখনকার বিজয়টা এই রণক্ষেত্রে উপভোগ করার আরও বেশ কিছু সময় তার হাতে থাকত। একটা দম ফেলল সে। সামনের খোলা প্রান্তের দিকে তাকাল। সব মিলিয়ে আঠারো জন বন্দী, সবাই হাটু গেঁড়ে বসে আছে, হাত পেছনে বাঁধা, সাথে পা-গুলোও। বেঁধে দেওয়া দড়িগুলো থেকে একটা ফাঁস তৈরি করে সেটা প্রত্যেকের গলায় পরিয়ে দেয়া হয়েছে– স্ট্রাংগলারস র‍্যাপ। বাঁধন খোলার জন্য হাচড়-পাঁচড় করলেই গলার ফাঁসের দড়িতে টান লাগবে আর গলায় আটকাতে থাকবে ওটা। সে দেখল কয়েকজন ইতিমধ্যে মুখ দিয়ে দম নিতে শুরু করেছে গলার দড়িটা বসে যাওয়ায়। বাকিরা সবাই তপ্ত রোদে বসে রক্তাক্ত অবস্থায় পুড়ছে। লুই খেয়াল করল মাস্ক এখনো তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। "আর পুরো গ্রামটা দেখা হয়েছে ভাল করে?" জিজ্ঞেস করল সে। "ব্যান-আলির আর কেউ অবশিষ্ট নেই?"

"জীবিত কেউ নেই, স্যার।"

এই গ্রামে একশর বেশি মানুষ ছিল। আর এখন তারা আরও একটা বিলুপ্ত গোত্র।

"উপত্যকার কি খবর? ভাল করে দেখা হয়েছে ঐ জায়গাটা?"

"হ্যা, স্যার। পাহাড়ের ফাঁটল ছাড়া আর পালাবার কোন পথ নেই কারোর।"

"খুব ভাল," বলল লুই। গতরাতে ব্যান-আলিদের নিজস্ব স্কাউটদের শেষ করে দিয়েছে সে কিন্তু তারপরও আরও নিশ্চিত হতে হবে। "শেষবারের মত জায়গাগুলো দেখে আসো। পাঁচটার পর এক সেকেন্ডও দেরি করব না আমি।"

মাথা নেড়ে খুব স্মার্ট ভঙ্গিতে ঘুরে গেল মাস্ক। দ্রুত বেগে হাটা শুরু করল মাঝের বিশাল গাছটার দিকে। লেফটেন্যান্টের দিকে চেয়ে আছে লুই। গাছটার গুঁড়ির কাছে স্টিলের ছোট দুটি ড্রাম রাখা। উপত্যকাটা ভাল করে দেখে নেওয়ার পর তার লোকজনেরা কুড়াল, শাবল নিয়ে গাছের ভেতর ঢোকে, তারপর সুবিধামত জায়গাগুলোতে খোঁড়াখঁড়ি করে নল বসিয়ে সংগ্রহ করা হয়েছে মূল্যবান সেই আঠা, পরে সেগুলো জড়ো করা হয়েছে ড্রাম দুটোর ভেতর। একদল মানুষ ড্রাম দুটোকে ঠেলে বাইরের দিকে নিয়ে আসতে শুরু করেছে, অন্য একটা দল খুঁড়তে শুরু করেছে ইয়াগার গুঁড়ির চারপাশটা। চোখ দুটো সরু হয়ে গেল তার। সবকিছুই চলছে ঘড়ির কাঁটার সাথে সমান গতিতে। লুইর এখন শুধু অপেক্ষার পালা। সন্তুষ্ট মনে বন্দীদের লাইনের কাছে হেটে গেল সে। বিভিন্ন ভাগে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে বেঁচে থাকা মানুষগুলোকে। রেঞ্জারদের একজায়গায় বাঁধা, পুড়ছে রোদের মধ্যে। তারা বসেছে বেঁচে যাওয়া ব্যান-আলিদের থেকে একটু দূরে। নিজের বন্দীদের দিকে তাকাল লুই, কিছুটা হতাশ হয়েছে, মানুষগুলো তার জন্য কোন চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে নি। রেঞ্জার দু-জন তাকিয়ে আছে খুব রুক্ষভঙ্গিতে। ছোট এশিয়ান অ্যানথ্রোপলজিস্টটা শান্ত হয়ে গিয়েছে একেবারেই, চোখজোড়া বন্ধ, ঠোঁটজোড়া নড়ছে প্রার্থনার কারণে, আত্মসমর্পণে আপত্তি নেই তার। কাউয়ি বসে আছে ভাবলেশহীনভাবে। সর্বশেষ বন্দীর সামনে থামল লুই। নাথান র‍্যান্ডের চাহ্নিটা রেঞ্জারদের মতই কঠোর তবে একটা কিছুর উপস্থিতি বেশি তার মধ্যে। তার কষ্টের অভিব্যক্তির মাঝেও খুব শীতল এইট সংকল্প দেখা গেল। এই মানুষটার চোখে চোখ রেখে চলতে কষ্টই করতে হয়েছে লুইকে তবু দৃষ্টি সরাতে চায় নি সে। নাথানের মুখমণ্ডলে তার বাবার ছায়া প্রকট। বাদামী চুল, নাকের গঠন, চোয়াল। তবে সে কার্ল র‍্যান্ড নয়। আর অবাক করার ব্যাপার হল এটাই লুইকে হতাশ করে দিচ্ছে। কার্লের ছেলেকে বন্দী করে যে সন্তুষ্টি সে উপভোগ করতে চেয়েছে মনেপ্রাণে তা যেন হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেল।

সত্যি বলতে, সে যেন এই যুবকটিকে কিছুটা সমীহ করছে। এই অভিযানের পুরো সময়টুকু জুড়েই খুব বুদ্ধিমত্তা আর সাহসের পরিচয় দিয়েছে ছেলেটা। এমনকি লুইর গুপ্তচরকেও শেষ করেছে। আর গল্পের একেবারে শেষদৃশ্যে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে দলের বাকি মানুষগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টা করে বিশ্বস্ততার প্রমাণও রেখেছে সে। নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় গুণ, যদিও তাদের দু-জনের গতিপথ ভিন্ন তবুও মনে মনে শ্রদ্ধা করতে কার্পন্য করল না লুই। সব বাদ দিলেও এটা সত্য যে, এই পাথরের মত শক্ত চোখ দুটো যেন তাক করে রাখা অস্ত্র। তার এমন কিছু কষ্টের অধ্যায় আছে যা সে ভুলতে

পারবে না কখনো। তারপরও সে এখনো বেঁচে আছে। লুইর মনে পড়ে গেল ফ্রেঞ্চ গায়ানার হোটেলে তার সেই প্রবীন বন্ধুটির কথা। ডেভিল'স আইল্যান্ড থেকে সাজা শেষে ফিরে আসা মানুষটি। লুইর চোখের সামনে ভেসে উঠল তার বন্ধুর পরিচ্ছন্ন একগ্লাস মদে চুমুক দেবার দৃশ্যটি। এই যুবকেরও সেই আগুনভরা চোখ।

"আমাদের নিয়ে কি করবে তুমি?" নাথান বলল। কোন অনুরোধ নয়, স্বাভাবিক প্রশ্নের ভঙ্গিতে বলল সে।

পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে ভ্রুতে জমা ঘাম মুছল লুই। "আমি খুব ভদ্র লোকের মতই শপথ করে বলেছি, আমি তোমাকে বা তোমার বন্ধুদের মরাব না। আর আমি অবশ্যই আমার কথার মর্যাদা রাখব।"

চোখ দুটো সরু হল নাথানের।

"তোমাদের মারার দায়িত্ব আমি ইউএস মিলিটারির হতে দিয়ে যাব," কৃত্রিম দুঃখের ভান করে বলল সে।

"কি বলতে চাও?" সন্দেহভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল নাথান।

মাথা ঝাঁকিয়ে দু-পা এগিয়ে সার্জেন্ট কসটসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল লুই। "আমার মনে হয় এই প্রশ্নের উত্তর তোমার এই বন্ধুটিরই দেয়া উচিত।"

"আমি বুঝতে পারছি না কি বলছ তুমি," গরগর করে বলল কসটস।

একটু ঝুঁকে সার্জেন্টের চোখেল দিকে তাকাল লুই। "তাই নাকি...তার মানে তুমি বলছ, ক্যাপ্টেন ওয়াক্সম্যান তার স্টাফ-সার্জেন্টকে গোপনে কিছু বলে যায় নি?"

অন্যদিকে তাকাল কসটস।

"কি বলছে সে?" সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করল নাথান। "সব গোপন বিষয় আমরা ভাল করেই জানি, তবু তুমি যদি কিছু জেনে থাক, কসটস..."

মুখ খুলল সার্জেন্ট, একটু ইতস্তত আর লজ্জিত দেখাচ্ছে তাকে। "ঐ নাপাম মিনি বোমাগুলো...আসলে আমাদেরকে অর্ডার দেয়া ছিল মূল্যবান কোন উপাদান খুঁজে বের করতে...যেমন অলৌকিক ক্ষমতার আঠা পেয়েছি ইয়াগা থেকে। সাথে আরও অর্ডার দেয়া ছিল একবার ওটা সংগ্রহ করার পর ওটার উৎস ধ্বংস করে দেবার। সম্পূর্ণভাবে যেন বিলুপ্ত হয়ে যায় ওটা।"

সোজা হয়ে দাঁড়াল লুই, তার বন্দীদের চোখ-মুখের বিস্মিত অভিব্যক্তিটা উপভোগ করছে। এমনকি নারী রেঞ্জারটিকেও হতবুদ্ধিকর দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে মিলিটারি যেন তার গোপন বিষয়গুলো অল্পকিছু বেছে নেওয়া মানুষের ভেতরেই সীমাবদ্ধ রেখেছে।

একটা হাত উঁচু করে বিশাল গাছটার চারপাশে জড়ো হওয়া মানুষের ছোট্ট দলটাকে দেখাল লুই। ওরা লুইর নিজস্ব ডেমোলিশন টিম। সাদা গুঁড়িটার গায়ে রেঞ্জারদের লাগিয়ে রাখা অবশিষ্ট নয়টি মিনি বোমা দেখা গেল, যেন নয়টি সমতল চোখ তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। "ইউএস গভমেন্টকে ধন্যবাদ, তারা এতটা গোলাবারুদ সরবরাহ করেছে যে, এমন বিরাট গাছকেও উড়িয়ে দেয়া যাবে সহজেই।"

মাথাটা নিচু করে ফেলল কসটস।

"তাহলে দেখলে তো," লুই বলল, "আমাদের উভয়ের লক্ষ্য খুব বেশি আলাদা তা কিন্তু বলা যাচ্ছে না। লাভবান কেউ একজন হচ্ছে, হয় ইউএস মিলিটারি না-হয় ফ্রেঞ্চ ফার্মাস্যিউটিক্যাল্‌স। এখানে অবশ্য একটা প্রশ্ন আসতে পারে, এই সম্পদ নিয়ে কে কতটা ভাল কাজে লাগাবে?" একটু কাঁধ তুলল সে, "কে-ই বা জানে? বরং উল্টো এই প্রশ্ন আমরা করতে পারি কারা বড় ক্ষতিটা করছে?" সার্জেন্টের দিকে তাকাল লুই। "আমার মনে হয় এই প্রশ্নের জবাবটা আমাদের সবার-ই জানা।"

একটা ভয়ঙ্কর নীরবতা নেমে এল দলটির ওপর। অবশেষে নাথান সেই নীরবতা ভাঙল। "কেলি এবং ফ্রাঙ্কের তাহলে কি হবে?"

"ওহ্, হ্যা...দলের বিচ্ছিন্ন সদস্যরা...," লুই অবাক হয় নি এই প্রশ্নটা নাথানকে করতে দেখে। "তাদের সুস্থতা নিয়ে চিন্তা কর না। ওরা আমার সাথে আসছে। আমার নিয়োগদাতাদের সাথে যোগাযোগ করেছি। মি: ওব্রেইন একটা আদর্শ গিনিপিগ হিসেবে পরীক্ষাধীন অবস্থায় থাকবে যেন তার হারান পা দুটো কিভাবে আবার বেড়ে ওঠে তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়। সেন্ট সেভিসের বিজ্ঞানীদের তর সইছে না আর, তারা তাদের যন্ত্রপাতি তার ওপর চালানোর জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে।"

"আর কেলি?"

"মিস ওব্রেইনও তার ভায়ের সাথে আসছে যাতে গবেষণার কাজে তার ভাই ঠিকঠাক সাহায্য করে সবাইকে।"

ফ্যাকাশে হয়ে গেল নাথানের মুখ।

কথার বিরতির সময় লুই খেয়াল করল নাথানের দৃষ্টি আটকে আছে বিরাট গাছটার দিকে। একটা হাত উঁচু করে দেখাল সে গাছটিকে। "বোমার টাইম সেট করা হয়েছে এখন থেকে তিন ঘন্টা পর, তার মানে ধর...আটটা বেজে যাবে নিশ্চিত করে বললে," লুই বলল। সে জানে এখানকার বন্দীদের কাছে অজানা নয়, একটা নাপাম বোমা কত শক্তিশালী। আর সেখানে নয়টা একসাথে বিস্ফোরিত হলে প্রলয় ঘটে যাবে। সবার চোখেমুখে জেঁকে বসা নিরাশার ছায়া দেখতে পেল লুই। বলে গেল সে, "পাশাপাশি আমরা অসংখ্য অগ্নুৎপাদনকারী বোমা পুরো উপত্যকাজুড়ে প্লান্ট করে দিয়েছি, এখানে আসার যে রাস্তাটা, মানে পাহাড়ের সেই ফাটলটাও বাদ যায় নি। সবগুলোই বিস্ফোরিত হবে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাবার পরপরই। কোন ইন্ডিয়ান দূরে কোথাও পালিয়ে থাকতে পারে, ওরা এসে তোমাদের মুক্ত করে দিতে পারে, আমরা কিন্তু এই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়ে কোন ঝুঁকি নিতে চাই নি, তাই এতটা কষ্ট করা, বুঝলে? আর সত্যি বলতে কি, তোমরা বাঁধা থাক আর নাই থাক, পালানোর পথ তো নেই। এই বিচ্ছিন্ন উপত্যকার সবটুকুই পরিণত হবে বিশাল এক অগ্নিপুরীতে। ধ্বংস করে দেবে অলৌকিক সেই আঠার অবশিষ্ট সবটুকু, তার উৎসটাও থাকবে না আর। আর এই আগুনকে রাতের বেলা মনে হবে ক্যাম্প-ফায়ার। উদ্ধারকারী হেলিকপ্টারের লোকজন দেখতে পাবে অনেক দূর থেকেও। ছুটে আসবে তারা এখানে। সবার মনোযোগ যখন আগুনের প্রদর্শনীর দিকে আমরা ততক্ষণে বাড়ির পথে থাকব।"

চরম পরাজয়ের প্রতিচ্ছবি জ্বলে উঠল সবার চোখে।

লুই হাসল। "তাহলে দেখলে তো, সব কিছুই সুন্দরভাবে পরিকল্পনা করা আছে।"

তার পেছনে লুইর লেফটেন্যান্ট দৃঢ় পদক্ষেপে হেটে এসে তার কাঁধের কাছে দাঁড়াল। কলম্বিয়ান সৈন্যটি বন্দী মানুষগুলোর দিকে একটু খেয়ালও করল না, যেন ওগুলো গরু-ছাগল ছাড়া কিছুই নয়।

"হ্যা, মাস্ক?"

"সব কিছুই নির্দেশমত করা হয়েছে, স্যার। আপনার আদেশ পেলেই জায়গাটা খালি করতে পারি আমরা।"

"একটু অপেক্ষা কর।"

বন্দীদের সবার ওপর চোখ বুলাল সে। "আমি দুঃখিত, কাজ আছে আমার। যাবার আগে অবশ্যই বিদায় বলে যাব সবাইকে।"

ঘুরে দাঁড়াতেই দারুণ এক পরিতৃপ্তি আচ্ছন্ন করল তার ভেতরটা, মনকে বোঝাল, সে যেন তার বাবা কার্ল-র‍্যান্ডকেই শাস্তি দিচ্ছে, যে তার গর্বিত সন্তানকে তার শিকারে পরিণত করেছে, আর সেটা হয়েছে তার বাবার দেখানো পথেই...সে আশা করল তার বৃদ্ধ বাবা নরক থেকে সব দেখছে।

বিকেল ৪:৫৫

লুইর কথা শুনে আহত এবং বিধ্বস্ত নাথান বসে আছে সবার সাথে। খুব গভীরভাবে চেয়ে দেখতে লাগল শত্রুপক্ষের চলে যাবার প্রস্তুতি।

তার পাশ থেকে কথা বলল কাউয়ি। "লুই তার সম্পূর্ণ ভরসা রাখছে ইয়াগার আঠার ওপর।"

গলায় বাঁধা ফাঁসের দিকে সতর্ক থেকে মাথা ঘোরাল নাথান। "তাতে কি আর আসে যায় এখন?"

"সে আশা করছে এটা শারীরিক ক্ষত সারানোর মত সব রোগ সারাতে পারে, কিন্তু তার কোন প্রমাণ আমরা পাই নি।"

কাঁধ ঝাঁকাল নাথান। "তুমি আমাদের কি করতে বল এখন?"

"বলে দাও সব," কাউয়ি বলল।

"মানে সাহায্য করব? কেন?"

"ঐ বজ্জাতটা এমন মানুষ নয় যাকে আমি সাহায্য করতে চাইছি। আমি সাহায্য করতে চাইছি সারা পৃথিবীতে ওই রোগে যারা মরছে তাদের। ঐ রোগের ওষুধ এখানেই আছে। এটা আমি বুঝতে পারছি। আর ঐ খুনিটা কিনা ধ্বংস করে দিতে চাইছে ওটা। ব্যান-আলির অভিশাপ দূর করার আর কোন উপায়ই থাকবে না তাহলে। তাকে অবশ্যই সতর্ক করার চেষ্টা করতে হবে আমাদের।"

কষ্ট সরিয়ে চিন্তার অভিব্যক্তি ফুটে উঠল নাথানের মুখে। ম্যানুয়েলের মেরে ফেলার

দৃশ্য চোখের সামনে ভাসছে এখনো, এটা আজীবন তার স্মৃতিতে থাকবে। কিভাবে তার বন্ধুর শরীরটা মাটিতে আছড়ে পড়েছিল...নাথান এটাও বুঝতে পারছে কাউয়ি ঠিক কি বলতে চাইছে, কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা হজম করা তার জন্য খুব কঠিন।

"সে আমার কথায় কান দেবে না," নাথান বলল। মন ও প্রাণের মাঝে একটা সাম্যবস্থা তৈরি করে নীরব থাকা মানুষগুলোর মতামতটাও বোঝার চেষ্টা করছে সে। "ফ্যাভ্রি সব কিছুই সময় মেপে করছে এখন, কি কি করবে তাও আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। উদ্ধারকারী মিলিটারিরা এখানে আসতে আর মাত্র ছয় থেকে আট ঘন্টা বাকি। সে এখন যতটা পারে লুটপাট করে সটকে পড়বে।"

"তাকে যে করেই হোক এটা বলতেই হবে আমাদের," জোর দিয়ে বলল কাউয়ি।

উচ্চকণ্ঠের কিছু কথা ইয়াগার দিক থেকে প্রতিফলিত হয়ে এল তাদের কাছে। দু-জনেই তাকাল গাছটার সুড়ঙ্গের দিকে। দুই গুণ্ডা একটা স্ট্রেচার নিয়ে এগিয়ে আসছে। নাথান তাদের বানানো স্ট্রেচারটা চিনতে পারল। ফ্রাঙ্ককে ওটার ওপর বেঁধে রাখা হয়েছে, যেন কোন শূকর বেঁধে নেয়া হচ্ছে জবাই করার জন্য। ঠিক পেছনেই কেলি, তার হাত দুটো পেছনে বাঁধা, ফ্যাভ্রি এবং সুইয়ের মাঝে হাটছে সে। তাদের সবার পেছনে আরও কিছু বন্দুকধারী।

"তুমি জান না তুমি কি করছ!" উচ্চস্বরে বলল কেলি। "আমরা এখনো জানি না এই আঠা সব রোগ সারাতে পারে কিনা।"

এই একই বিষয়ে একটু আগেই নাথানরা কথা বলেছে।

কাঁধ ঝাঁকাল লুই। "তুমি যা বলছ তা ঠিক না ভুল তা প্রমাণিত হবার অনেক আগেই সেন্ট সেভিস আমার অ্যাকাউন্টে টাকা ভরে দেবে। তারা তোমার ভায়ের পা-দুটো দেখবে অথবা যা ইচ্ছা তাই করবে আর লক্ষ-লক্ষ ডলার পরিশোধ করবে আমাকে।"

"তাহলে যে মানুষগুলো মরছে তাদের কি হবে? শিশুরা, বয়স্করা?"

"তাতে আমার কি যায় আসে? আমার দাদা-দাদি অনেক অনেক আগেই মারা গেছে, আর আমার নিজের কোন বাচ্চা-কাচ্চা ও নেই।"

রাগে গনগনে হয়ে উঠল কেলি, তারপর তার বন্ধুদের বন্দীদশা চোখে পড়ল তার। অবিশ্বাসে চোখ জোড়া কুঁচকে গেল মেয়েটির। রাস্তার দিকে তাকাতেই লুইর দলের প্রায় ত্রিশজনের মত দলটা চোখে পড়ল। "কি হচ্ছে এখানে?" জিজ্ঞেস করল সে।

"ওহ্, হ্যা...তোমার বন্ধুরা অবশ্য এখানেই থাকছে।"

গাছের চারপাশে লাগানো বিস্ফোরকের কণ্ঠটা দেখল কেলি তারপর বাকি মানুষগুলোকে, চোখ দুটো স্থির হল নাথানের ওপর এসে। "তুমি ওদেরকে এখানে ফেলে যেতে পার না।"

"আমি অবশ্যই পারি," লুই বলল।

আৎকে উঠল কেলি। কণ্ঠটা নরম হয়ে চোখে পনি এসে গেল। "একবার অন্তত বিদায় নিয়ে আসতে দাও ওদের কাছ থেকে।"

নাটকীয় ভঙ্গিতে বিরক্তির ভান করল লুই। "আচ্ছা, তবে তাড়াতাড়ি করবে।" কেলির

বাহুর ওপরের অংশ ধরে তাকে সারি থেকে বের করে আনল সে। তার চারপাশে সশস্ত্র চারজন সৈন্য, তার মিস্ট্রেসও আছে সাথে। বন্দী মানুষগুলোর দিকে ঠেলে দিল কেলিকে।

কেলিকে দেখেই নাথানের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল যন্ত্রণায়। এখানে তার সামনে না এসে যদি সে স্বাভাবিকভাবে এখান থেকে চলে যেত সেটাই ভাল হত। অশ্রুধারা নামতে থাকল মেয়েটির চোখ দিয়ে। সবার সামনে দিয়ে যাবার সময় এমনভাবে সরি বলল যেন সব কিছু তার নিজের ভুলের জন্যই হয়েছে। কোনমতে সেটা শুনল নাথান, মাথা উঁচু করে তাকাল। বুঝতে পারছে এটাই তাদের শেষ দেখা। সে ঝুঁকে প্রফেসর কাউয়ির দিকে তাকিয়ে লাইনের শেষে নাথানের সামনে গিয়ে থামল। নিচের মানুষটির দিকে তাকাল, তারপর বসে পড়ল হাটু ভর দিয়ে। "নাথান..."

"শান্ত হও," মুখে একটা দুঃখের হাসি ফুটিয়ে কথাটা বলল নাথান, যেন এই কথাটা দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছে গতরাতের সেই মুহূর্তটিকে, "শান্ত হও, কেলি।"

টলমলে অশ্রু ফোঁটা বেয়ে এল মেয়েটির চোখ দিয়ে। "ম্যানুয়েলের খবর শুনলাম," বলল সে, "আমি খুবই দুঃখিত।"

চোখজোড়া বন্ধ করে মাথা নিচু করল নাথান। "যদি কোন সুযোগ পাও," খুব আস্তে করে বলল সে, "ঐ ফরাসি বাস্টার্ডটাকে খুন কোরো।"

তার দিকে ঝুঁকে গেল কেলি, তার কপোলের সাথে কপোল মেশাল সে। "কথা দিলাম আমি," কানের কাছে ফিসফিস করল সে, যেন ভালবাসার মানুষের কাছে গোপন কথা বলা হচ্ছে, তারপর মুখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের সাথে ঠোঁট লাগাল, কেউ দেখল কিনা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করেই। শেষ বারের মত একটা চুমু খেল সে। তারপর লুই ফ্যাব্রি তাকে টেনে নিল পেছনে।

"ঘটনা দেখে মনে হচ্ছে তোমাদের দু-জনের মধ্যে কাজের সম্পর্কের বাইরেও আরও কিছু আছে," তাচ্ছিল্যভরে বলল সে। এক ঝটকায় কেলিকে তার দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে জোর করে একটা চুমু খেল। এমন আকস্মিক ঘটনায় কেঁদে উঠল কেলি। লুই তাকে ছেড়ে দিয়ে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল ইন্ডিয়ান নারীটির দিকে। রক্ত ঝরছে তার ঠোঁট দিয়ে। কেলি তাকে কামড়ে দিয়েছে।

থুতনিতে বেয়ে আসা রক্ত মুছল সে। "চিন্তা করো না, নাথান। তোমার ডার্লিংকে দেখেশুনে রাখব আমি।" তার মিসট্রেস এবং কেলির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের সাথে তার সময়টা যেন দারুণ উপভোগ্য হয় সেটা নিশ্চিত করব আমি আর সু। ঠিক আছে, সুই?"

ইন্ডিয়ান ডাইনি কেলির দিকে ঝুঁকে তার লাল বাদামী চুলের মাঝে আঙুল চালাল। নাকটা এগিয়ে দিয়ে একটু ঘ্রাণ শুকলো পশুর মত করে।

"দেখ নাথান, দেখ। সুই এরইমধ্যে কেমন আগ্রহি হয়ে উঠেছে তার প্রতি।"

মানুষটার দিকে ছুটে যাবার জন্য গর্জে উঠল নাথান, বাঁধনগুলোর সাথে যুদ্ধ করছে সে। "শূয়োরেরবাচ্চা!" দাঁতে দাঁত পিষে বলতে বাধ্য হল গলায় আটকে থাকা ফাঁসের জন্য।

"নিজেকে শান্ত কর, বন্ধু," কেলির বাহু ধরে পেছনে সরে গিয়ে লুই বলল। "সে ভাল জায়গায় আছে এখন।"

তীব্র হতাশা অশ্রু হয়ে ঝরল নাথানের চোখ দিয়ে। নিঃশ্বাস এখন পরিণত হয়েছে শা-শা শব্দে, দড়িটা গলার মাংসে বসে গেছে আরও গভীরভাবে। তবুও চেষ্টা করে গেল সে। মরতে হবেই তাকে। সেটা ফাঁস আটকে হোক আর আগুনে ঝলসে হোক, তাতে কিছুই আসে যায় না।

চোখেমুখে দুঃখের ভাব নিয়ে তার দিকে তাকাল লুই, তারপর টেনে নিয়ে গেল কেলিকে। যাবার সময় বিড়বিড় করল সে। "কি লজ্জার বিষয়, এত সুন্দর একটা ছেলে কিন্তু জীবনটা একেবারে দুঃখে ভরা।"

নাথানের অবস্থা শোচনীয় হয়ে আসছে, অন্ধকার হয়ে আসা দৃশ্যপটে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র তারার বিন্দুগুলো নাচতে শুরু করেছে। কাউয়ি কিছু একটা বলল নাথানকে ফিসফিস করে।

"হাসফাস করা থামাও, নাথান।"

"কেন?" কষ্ট করে বলল সে।

"যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।"

ক্ষান্ত দিল নাথান তবে সেটা যতটা না প্রফেসরের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে, তার থেকে বেশি ক্লান্তির কারণে। পরাজয়টা যেন মেনেই নিল সে। তবে স্থির হওয়ার কারণে তার শ্বাসকষ্টটা একটুখানি কমলো। মাথা তুলে খুনি দলটার চলে যাওয়া দেখল সে, তবে চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে কেলির ওপর। পেছন ফিরে একবার দেখল কেলি, জঙ্গলের মাঝে হারিয়ে যাবার ঠিক আগে। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

বন্দী দলটার সবাই চুপ করে আছে, শুধু আনা ফঙের বিড়বিড় করা প্রার্থনাটুকু কানে আসছে সবার। তাদের পেছনে বন্দী ইন্ডিয়ানদের মাঝে কয়েকজন শোক সংগীত গাইতে শুরু করেছে, আর অন্যেরা শুরু করে দিয়েছে কান্না। যার যার জায়গায় বসে রইল তারা, কোন আশা নেই কারোর, পুড়ছে সূর্যের প্রখর তাপে। প্রতিটি নিঃশ্বাসে, প্রতিটি কান্নায় মৃত্যু এগিয়ে আসছে তাদের দিকে।

"আমাদেরকে গুলি করে কেন মারল না সে?" সার্জেন্ট কসটস বিড়বিড় করে বলল।

"ফ্র্যাভ্রি এমনভাবে তার শিকারকে মারে না," জবাবে বলল প্রফেসর কাউয়ি। "সে চায় আমরা মৃত্যুকে মেনে নিয়ে আলিঙ্গন করি। একটা ধীর-মন্থর শাস্তি। এটা খুব আনন্দ দেয় ঐ বাস্টার্ডকে।"

চোখ বন্ধ করে ফেলল নাথান, যেন এখনই সে পরাজয় মেনে নিয়েছে।

একঘণ্টা পর বিরাট এক বিস্ফোরণের শব্দ এল দক্ষিণ দিক থেকে, কাঁপিয়ে দিল সব কিছু। চোখ খুলল সে, দক্ষিণ আকাশে পাথুরে ধোঁয়ার কুণ্ডুলি চোখে পড়ল তার।

"পাহাড়ের সেই ফাঁটলটা উড়িয়ে দিয়েছে ওরা," সারির ওপর প্রান্ত থেকে বলল ক্যারেরা।

ঘুরে গেল নাথান। বিস্ফোরণের শব্দ প্রতিধ্বনিত হল কয়েক সেকেন্ড ধরে। এখন সবার অপেক্ষা শেষ আরেকটা বিস্ফোরণের জন্য, যেটা ওদের সবার জীবন কেড়ে নেবে,

পুড়িয়ে দেবে এই উপত্যকাটি। আবারো যখন নিরবতা নেমে এল, একটা ক্ষীণ কাশির শব্দ শুনল নাথান, শব্দটা খুবই ব্যাতিক্রমি, জঙ্গলের প্রান্ত থেকে এসেছে। পর মুহূর্তেই বুঝতে পারল নাথান। পেছনে তাকাল কাউয়ি।

"টর-টর?" জিজ্ঞেস করল নাথান, ক্ষীণ একটা আশার আলো দেখতে পেল যেন।

ঘন জঙ্গল ভেদ করে একটা জাগুয়ার বেরিয়ে এল এমন সময়। সেই ছোপ-ছোপ দাগের প্রাণীটা নয় যেটা তাদের বন্ধু লালন-পালন করত। কালো রঙের বিরাট একটি জাগুয়ার। নিঃশব্দে হেটে এল ওটা, বাতাসে ঘ্রাণ শুঁকছে, ঠোঁট সরে গিয়ে ধারালো দাঁত বেরিয়ে আসছে, আর সেখান থেকে বের হচ্ছে বুভুক্ষার প্রতিধ্বণি।

বিকাল ৫:৩৫

কেলি তার ভাইয়ের স্ট্রেচারের পাশে হাটছে। বহনকারী দু-জন যেন ক্লান্তিহীন পেশীবহুল কোন রোবট, হেটেই চলেছে জঙ্গলের নিচু অঞ্চল দিয়ে। কেলি, যার সীমাহীন কষ্টে জর্জরিত হৃদয় ছাড়া আর কিছুই নেই, হোঁচট খাচ্ছে প্রায় প্রতিটি ডালপালার সাথেই। ফ্যাভ্রি তার এই দলটার জন্য দ্রুত একটা গতি ঠিক করে দিয়েছে। ফেলে আসা ওপরের গিরিখাদটা বিস্ফোরিত হবার আগেই সে জলাভূমিটা পার হয়ে জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যেতে চায়।

"ঘটনার পর, মিলিটারি দলটি ওখানে উড়ে যাবে, মলের দিকে মাছির ঝাঁক যেভাবে যায় সেভাবে," সতর্ক করে দিয়েছিল ফ্যাভ্রি। "তাই অবশ্যই ঘটনার আগেই ভালভাবে সরে পড়তে হবে আমাদের।"

কেলিও এরইমাঝে আড়ি পেতে কারো কারো কথাবার্তা শুনেছে। পর্তুগিজ আর স্প্যানিশের মিশেলে চলা কথাবার্তায় মোটামুটি একটা ধারণা পেয়েছে সে তাদের পরের গতিবিধি সম্পর্কে। লুই অন্য একটা দলকে রেডিওযোগে মোটরবোট নিয়ে তৈরি থাকতে বলেছে নদীতে, এখান থেকে একদিনের হাটাপথ দূরত্ব সেই নৌকার কাছে পৌছাতে। একবার সেখানে পৌছাতে পারলে তাদের গতি আরও বাড়াতে পারবে তারা।

কিন্তু প্রথমে তাদেরকে নদী পর্যন্ত পৌছাতে হবে কারো চোখে ধরা না পড়ে, আর তাই গতিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারো ধীরে চলা মেনে নেবে না লুই, এমনকি কেলিরও না। বজ্জাতটা ম্যানুয়েলের ছোট চাবুকটা হাতিয়ে নিয়েছে, ওটা ছুড়ছে কিছুক্ষণ পরপর লাইন ধরে এগুনোর সময়, যেন সবাই তার দাস আর সে হল মনিব, মাতব্বরি করছে সবার ওপর। কেলি এরইমধ্যে ওটার তীক্ষ্ণ আঘাত হজম করেছে একবার যখন পাহাড়ের খাদে প্রথম বিস্ফোরণটা হয়েছিল। পেছনে হওয়া সেই বিস্ফোরণের শব্দের ধাক্কা সামলাতে না পেরে পড়ে গিয়েছিল সে। হতাশা আর ভয় এমনভাবে ঘিরে ধরেছিল তাকে যে একটু নড়তে পারছিল না। তারপর যেন আগুন এসে আঘাত করল তার কাঁধে। চাবুকের অগ্রভাগটা তার শার্টের কাপড় ভেদ করে চামড়ায় গিয়ে আঘাত করে। তারপর থেকে সে ভাল করেই জানে থেমে যাওয়ার পরিণতি কি হতে পারে।

ফ্রাঙ্ক তার স্ট্রেচার থেকে কথা বলল। "কেলি?"

ভায়ের দিকে ঝুঁকে গেল সে।

"এখান থেকে মুক্তি পাব আমরা," জড়ানো কণ্ঠে বলল সে।

তার ভাই প্রথম দিকে বাঁধা দেওয়া সত্ত্বেও সে তাকে কিছু ডেমেরল দিয়েছে ইয়াগার হাসপাতাল কক্ষ থেকে বের হবার আগে। সে চায় নি তার ভাই এই নির্দয় মানুষগুলোর টানহেঁচড়ার কারণে কষ্ট পাক।

"আমরা পারব..."

মাথা নাড়ল কেলি, কল্পনা করল তার হাতজোড়া বাঁধা নয়, আর সে তার ভায়ের হাতে হাত রাখছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, কম্বলের নিচে ফ্রাঙ্কের পা দুটোও স্ট্রেচারের সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা। ঢুলুঢুলু চোখে ফ্রাঙ্ক তার বোনকে সান্ত্বনা দিয়ে গেল।

"নাথান...আর বাকি সবাই...একসাথে একটা উপায় বের করবেই...ওরা মুক্তি পাবে...উদ্ধার করবে..." তার কথাগুলো অসংলগ্ন শোনাল মরফিনের সক্রিয়তার কারণে।

পেছনের দিকে তাকাল কেলি। আকাশ প্রায় সবটুকুই ঢেকে গেছে সবুজের আচ্ছাদনে, তারপর ফাঁক-ফোকড় দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডুলি দেখতে পেল সে, উপত্যকার নিচু অঞ্চল থেকে উঠছে ওপরের দিকে। সে তার ভাইকে আর এটা বলল না যে, অসংখ্য বিস্ফোরক পুঁতে দেয়া হয়েছে এই প্রাচীন জঙ্গলের প্রায় পুরোটা জুড়ে। তাদের পুরনো বন্ধুদের কাছ থেকে কোন সাহায্য আসবে এমনটা প্রত্যাশা করা অবাস্তব ছাড়া কিছুই না। সামনে হাটতে থাকা ফ্যাভ্রির পেছনটা দেখল কেলি। তার সকল ভাবনাজুড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে কেবল একটাই শব্দ- প্রতিশোধ। যে করেই হোক নাথানকে দেয়া প্রতিজ্ঞা সে রাখবেই। লুই ফ্যাভ্রিকে সে হয় মারবে নয়তো মারতে গিয়ে নিজে মরবে।

বিকাল ৫:৫৮

নাথান দেখল বিরাট কালো জাগুয়ারটা ধীর পদক্ষেপে হেটে আসছে খোলা জায়গাটার মাঝ দিয়ে। একাই আসছে ওটা। নাথান ওটাকে চিনতে পারল, জাগুয়ারদের যে দলটা তাদের আক্রমণ করেছিল সেটার দলপতি ছিল এই জাগুয়ারটি। এক ধূর্ত স্ত্রী-জাগুয়ার। লুইর দেয়া বিষাক্ত খাবার থেকে কোনভাবে বেঁচে গেছে সে আর এখন আবার ফিরে এসেছে নিজের জন্মভূমিতে সহজাত আকর্ষণে।

সার্জেন্ট কস্টস দম ফুরিয়ে আর্তনাদ করে উঠল। "দিনটা আজকে ভাল থেকে আরও ভাল হচ্ছে।"

দৈত্যাকার প্রাণীটি চোখের সামনে বন্দী মানুষগুলোকে দেখল। পুরোপুরি প্রস্তুত খাবারের সমারোহ। সেই বিশেষ পাউডার না থাকায় স্বয়ং ব্যান-আলিরাই ঝুঁকির মুখে এখন। এই কালো দেবতা যাকে ইয়াগা তৈরি করেছিল তাদেরকে রক্ষা করার জন্য এখন পরিণত হয়েছে ভক্ষকে। প্রাণীটা এগিয়ে আসছে তাদের দিকে ধীরে ধীরে, মাথাটা নিচু রেখে, লেজটা এদিক ওদিক নাড়াতে নাড়াতে। তখনই জাগুয়ারটার পেশীবহুল কাঁধের

ওপর দিয়ে এক জোড়া আগুনের ঝলক দেখা গেল। টর-টর জঙ্গলের দেয়াল ভেদ করে লাফিয়ে এসে পড়ল ওটার সামনে। ভয়ের কোন লক্ষণ না দেখিয়েই টর-টর ওটাকে পাশ কাটিয়ে নাথান এবং অন্যদের দিকে ছুটে এল। ওটার প্রাণচঞ্চল আবির্ভাবের ধাক্কায় একপাশে পড়েই গেল নাথান। জাগুয়ারটার মাস্টার বেঁচে নেই এখন, তাই যেকোন সময় থেকে অনেক বেশি নিশ্চয়তা আর সান্ত্বনা খুঁজে ফিরছে তার পুরনো এই বন্ধুদের সাথে যোগ দিতে পেরে।

নাথানের শ্বাস আরও একটু রোধ হল। "ভাল...ভাল ছেলে, আমাদের টর-টর।"

বড় জাগুয়ারটা পেছন দিকে হেলে গেল, দেখছে এই অদ্ভুত দৃশ্য। টর-টর নাথনের গা ঘেষে দাঁড়াল একটু আদর পেতে, যেন নিশ্চিত হতে চাইছে সবকিছু ঠিক আছে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় নাথান ওটার আহ্বানে সাড়া দিতে পারছে না, কিন্তু একটা বুদ্ধি এল তার মাথায়। একটু ঘুরে গেল নাথান, ফাঁসটা আরও একটু আটকে গেল গলায়। তারপর দড়িটা তুলে ধরল জাগুয়ারটার সামনে। বাঁধনটা শুকে দেখল টর-টর।

"কামড়ে দাও ওটা," জোর দিয়ে বলল, বাঁধা কব্জি দুটো একটু দোলাল সে। "তারপর তোমাকে আদর করতে পারব, সোনা, কামড়াও..."

হাতটা চেটে দিলে টর-টর তারপর তার কাঁধ শুঁকল। হতাশায় আর্তনাদ করে উঠল নাথান। তারপর ওটার কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে তাকাল। দৈত্যাকার জাগুয়ারটা এগিয়ে এসে টর-টরকে ঠেলে একটুখানি সরিয়ে দিল, গরগর শব্দ আসছে ওটার গলা থেকে। জমে গেল নাথান। জাগুয়ারটা এসে ওর হাতের যেখানটায় টর-টর চেটেছিল ঠিক সেখানটা শুঁকল, তারপর চোখ তুলে তাকাল নাথানের দিকে। কালো চোখজোড়া যেন সব ভেদ করে দেখে নিচ্ছে। নাথান নিশ্চিত, প্রাণীটা তার পায়ের কাছে পড়ে থাকা মানুষটার অসহায়ত্বটা বুঝতে পারছে। তার আরও মনে পড়ল কিভাবে এই প্রাণীটা ফ্রাঙ্কের পা দুটো কেটে নিয়ে গিয়েছিল।

জাগুয়ারটা নাথানের হাত আর পায়ের কাছে মাথা নামিয়ে আনল। একটা গরগর শব্দ হল ওটার ভেতর থেকে। খুব তীব্র একটা টান অনুভব করল নাথান, তারপরই এক ঝটকায় টেনে ফেলে দেওয়া হল তাকে মাটিতে, আরও চেপে গেল গলার দড়িটা। এক মুহূর্তের জন্য কল্পনা করল তাকে খেয়ে ফেলার আগেই কি ফাঁস আটকে মারা যাবে সে। প্রার্থনা করল যেন অন্য জাগুয়ারটা আসে এখন। তেমন কিছু ঘটল না, নাথানকে টেনে আরও একটু ঘুরিয়ে দেওয়া হল, আরও একটু কুঁচকে গেল সে, তারপর টের পেল তার বাহুজোড়া আলগা হয়ে গেছে। সুযোগ কাজে লাগিয়ে নাথান ঘুরে গিয়ে দুটো ঝাঁকুনি দিল, তারপর বসে পড়ল সে। দেখতে পেল একটা দড়ির প্রান্ত ঝুলছে তার কব্জি থেকে। জাগুয়ারটা তাকে মুক্ত করেছে।

এক ঝটকায় গলার ফাঁসটা খুলে ফেলল সে। বড় জাগুয়ারটা দেখছে তাকে। টর-টর একটুখানি চেটে দিল জাগুয়ারটার একপাশ, তার প্রতি একটু ভালবাসা দেখাল যেন। তারপর এগিয়ে এল নাথানের দিকে। দড়িটা খুলে সে একপাশে ছুড়ে ফেলে দিল। পা দুটো এখনো বাঁধা, সেগুলো মুক্ত করার আগে এক বন্ধুকে ধন্যবাদ দেবার আছে তার।

টর-টর এগিয়ে এসে তার লোমশ মাথাটা গুঁজে দিল নাথানের বুকে। সে-ও পরম স্নেহে আদর করে দিল কানের দু-পাশের বিশেষ জায়গায়। আরাম পেয়ে গরগর শব্দ করল ওটা।

"এইতো ভাল ছেলে...দারুণ করেছ তুমি।" টর-টরের মাথাটা তুলে দিয়ে নাথান তাকাল জ্বলজ্বল করতে থাকা চোখ দুটোর দিকে। "ম্যানুয়েলকেও অনেক ভালবাসতাম আমি," বিড়বিড় করে বলল সে। নাকটা দিয়ে একটু ঘষা দিল নাথানের হাতে, ঘ্রাণ শুঁকছে ওটা। নাথানও একটু আদরের শব্দ করল ওটার প্রতি। একটুখানি সরে গেল জাগুয়ারটা। এবার নাথান তার পা-দুটো মুক্ত করতে পারবে।

টর-টর থেকে একটু দূরেই কালো জাগুয়ারটা বসে আছে অলস ভঙ্গিতে। টর-টর ম্যানুয়েলের মৃত্যুর পর খুব সম্ভবত এই বাঘিনির কাছে চলে গিয়েছিল, তারপর পথ দেখিয়ে এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছে তাকে। দু-রাত আগে জাগুয়ারদের আক্রমণের পর ম্যানুয়েল যা বলেছিল আসলে তা-ই সত্যি। এই দুই তরুণ-তরুণীর মাঝে অবশ্যই একটা ভাবের আদান-প্রদান হয়েছে। হয়তো তাদের এই বন্ধনটা উভয়ের দুঃখের জন্য আরও বেশি মজবুত হয়ে গেছে। টর-টর হারিয়েছে তার মাস্টারকে, আর স্ত্রী-জাগুয়ারটা হারিয়েছে তার দলের সবাইকে।

উঠে দাঁড়িয়ে কাউয়িকে মুক্ত করল নাথান। তারপর তারা দু-জনে মিলে অন্যদেরকে মুক্ত করল এক এক করে। দাখিকে মুক্ত করার সময় নাথান ভাবল এই ইন্ডিয়ানটাই প্রধানত দায়ি পিরানহা এবং পঙ্গপালের ঝাঁক তাদের দলের উপর লেলিয়ে দেবার জন্য কিন্তু এখন আর তার মধ্যে এটা নিয়ে কোন ক্রোধ রইল না। ইন্ডিয়ানটা শুধু তার গোত্রের মানুষগুলোকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল, যদিও বাস্তবে ঘটনা উল্টে গেছে। দাখিকে দাঁড় করাল নাথান, ধোঁয়ায় ঢাকা বিধ্বস্ত গ্রামটির দিকে চেয়ে আছে সে। এই জঙ্গলের প্রকৃত শত্রু আসলে কে?

নাথানকে আলিঙ্গন করল দাখি।

"এখনই আমাকে ধন্যবাদ দিতে হবে না," নাথান বলল। সমস্ত জায়গাটাজুড়ে ইন্ডিয়ানদের বাঁধন খোলা হচ্ছে কিন্তু নাথানের মনোযোগ আটকে আছে নয়টি শক্তিশালী নাপাম বোমা পুঁতে রাখা বিশাল গাছটির দিকে।

সার্জেন্ট কসটস তার পাশ দিয়ে যাবার সময় দড়ির দাগ বসে যাওয়া কব্জিগুলো ডলতে লাগল। "আমি যাচ্ছি বোমাগুলো নিষ্ক্রিয় করতে।"

মাথা নেড়ে সায় দিল নাথান। ক্যারেরা তার লুকিয়ে রাখা অস্ত্রটা খুঁজতে যাচ্ছে। কাছেই মুক্ত হওয়া ব্যান-আলিরা জড়ো হয়েছে জাগুয়ার দুটোর চারপাশে। দু-জনই ছায়ায় শুয়ে জিরিয়ে নিচ্ছে একটু, চারপাশের মানুষের দিকে কোন খেয়াল নেই তাদের। কিন্তু নাথান দেখল বড় জাগুয়ারটা চারপাশের সবকিছু কেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে। তার চারপাশের এই মানুষগুলোকে হারতে দেবে না সে।

আনা এবং কাউয়ি যোগ দিল নাথানের সাথে। "মুক্তি তো পেলাম কিন্তু এখন কি করব?" জিজ্ঞেস করল প্রফেসর।

মাথা দোলাল নাথান।

আনা তার বাহু দুটো আড়াআড়িভাবে ধরে আছে।

"কি হয়েছে তোমার?" জিজ্ঞেস করল নাথান তার গভীরভাবে কুঁচকে থাকা ভ্রু জোড়া দেখে।

"রিচার্ড জেন। আমি যদি এই নরক থেকে বের হতে পারি বিদায় জানাব টেলাক্সকে।"

এই খারাপ পরিস্থিতিতেও হাসল নাথান। "আমিও তোমার পেছনেই থাকব আমার নিজের পদত্যাগপত্রটা নিয়ে।"

কিছুক্ষণ পর সার্জেন্ট কসটস ফিরে এল তার স্বভাবসুলভ কাঠিন্যতা নিয়ে। "বোমাগুলোর ধরণ বদলে ফেলা হয়েছে, আর কিছু স্থাপন করা হয়েছে লুকানো জায়গায়। আমি ওগুলোর বিস্ফোরণ থামাতেও পারছি না আবার সবগুলোকে খুঁজেও পাচ্ছি না।"

"তুমি কিছুই করতে পারবে না ওগুলোর?" জিজ্ঞেস করল কাউয়ি।

মাথা দোলাল রেঞ্জার। "ঐ ফরাসি বাস্টার্ডদের দলটাকে একটু প্রশংসা না করে পারছি না। বিরাট কাজ করে ফেলেছে ওরা, ভাবতেও পারছি না।"

"কত সময় আছে আর?" জিজ্ঞেস করল আনা।

"মাত্র দু-ঘন্টারও কম। ডিজিটাল টাইমারে বিস্ফোরণের সময় সেট করা হয়েছে আটটায়।"

ভ্রু কুঁচকে তাকাল নাথান গাছের দিকে। "তাহলে এখান থেকে বেরুবার অন্য কোন পথ খুঁজতে বা কোন একটা আশ্রয়ের জায়গা খুঁজতে হবে।"

"আশ্রয়ের কথা ভুলে যাও," কসটস বলল। "ঐ ওগুলো ফাঁটার আগেই যত দূরে সম্ভব চলে যেতে হবে। এমনকি ফ্যাভ্রির দলের রেখে যাওয়া বোমাগুলোর কথা যদি বাদও দাও তারপরও আমাদের নয়টা নাপাম বোমাই যথেষ্ট এই অঞ্চলটা উড়িয়ে দেবার জন্য।"

"আচ্ছা, দাখি কোথায় গেল?" নাথান বলল। "হয়তো এখান থেকে বের হবার অন্য কোন পথের কথা সে জানতে পারে।"

কাউয়ি ইয়াগার প্রবেশপথের দিকে দেখাল। "শামানের অবস্থা পরীক্ষা করতে গেছে ও।"

মাথা নাড়ল নাথান, মনে পড়ে গেল বেচারা শামানের কথা, জেন তার পেটে গুলি করেছে। "আচ্ছা চল, দেখা যাক দাখি দরকারি কিছু বলতে পারে কিনা।"

কাউয়ি এবং আনা অনুসরণ করল তাদের। কসটস ইশারা করে তাদের এগিয়ে যেতে বলল। "আমি বোমাগুলো আরও পরীক্ষা করে দেখছি, দেখি কিছু করা যায় কিনা।"

দ্রুত পা চালিয়ে গাছের ভেতর ঢুকতেই সেই পুরনো মিষ্টি ঘ্রাণ ঘিরে ধরল তাকে। নীল রঙের হাতের ছাপ দেয়া জায়গা পেরিয়ে গেল তারা। কাউয়ি একটু জোরে হেটে নাথানকে ধরল। "আমি জানি সবার মাথায় শুধু এখান থেকে পালাবার চিন্তা ঘুরছে কিন্তু ছড়িয়ে পড়া রোগটার কি হবে সেই খেয়াল আছে কারো?"

"যদি এখান থেকে বেরুনোর কোন পথ খুঁজে পাই," বলল নাথান, "তাহলে যতটা পারি বেশি পরিমাণে নানা রকম গাছ-গাছড়ার নমুনা সাথে করে নিয়ে নেব। সর্বোচ্চ এটাই করতে পারি। আর এই আশা রাখতে হবে, সঠিক গাছটি খুঁজে পাব আমরা।"

আহত বোধ করল কাউয়ি। সন্তুষ্ট হতে পারল না নাথানের কথায়, কিন্তু এটা ছাড়া আর কোন মিথ্যে আশাও নেই। রোগটার কোন এক ওষুধ এখানে আবিষ্কার হলেও তাতে বাকি দুনিয়ার কাজে আসবে না যদি না তারা নিজেরাই জানে বাঁচে।

পেঁচানো রাস্তা ধরে আরও একটু ওপরে উঠতেই পায়ের শব্দ শুনতে পেল তারা। নাথান তাকাল কাউয়ির দিকে। কেউ একজন আসছে। হঠাৎ এক বাঁক থেকে হাজির হল দাখি, তাদেরকে সামনে পেয়ে চমকে গেছে খানিকটা। সে দ্রুত কথা বলতে শুরু করল নিজের ভাষায়, এমনকি কাউয়িও সবটা বুঝতে পারল না।

"ধীরে বল, ধীরে," বলল নাথান।

দাখি এক পা এগিয়ে নাথানের হাতটা ধরল। "উইশাওয়া'র পুত্র, তুমি আসো।" নাথানকে ওপরের দিকে টেনে নিতে শুরু করল সে।

"তোমার শামান ভাল আছে?"

মাথা নাড়ল দাখি। "সে বেঁচে আছে, কিন্তু অসুস্থ...খুবই অসুস্থ।"

"আমাদেরকে নিয়ে চল তার কাছে," বলল নাথান।

নিশ্চিত পরিত্রাণ পেল ইন্ডিয়ানটি। প্রায় দৌড়েই এগোল তারা। অল্প সময়ের মধ্যেই গাছের শীর্ষে থাকা হাসপাতাল ওয়ার্ডে ঢুকে পড়ল। নাথান দেখল শামান একটা হ্যামোকে শুয়ে আছে। বেঁচে থাকলেও তার অবস্থা ভাল দেখাচ্ছে না। শরীরের চামড়া হলদে হয়ে গেছে, ঘেমে চকচক করছে। সত্যি খুবই অসুস্থ। তাদের আসতে দেখে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা মানুষটি উঠে বসল, যদিও এটা করতে গিয়ে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে হল তাকে। শামানটি দাখিকে কোথাও থেকে কিছু একটা আনার জন্য নির্দেশ দিল, তারপর তাকাল নাথানের দিকে। চোখজোড়া স্থির কিন্তু স্বচ্ছ। নাথান দেখল হ্যামোকের নিচ থেকে দড়ি ঝুলে মেঝেতে গিয়ে পড়েছে। এমন মরনাপন্ন মানুষকেও লুইর লোকগুলো বেঁধে রেখে গেছে।

শামান নাথানের দিকে আঙুল তুলল, "তুমি উইশাওয়া...মানে তোমার বাবার মত।"

নাথান না বলার জন্য উদ্যত হল, সে অবশ্যই কোন শামান নয় কিন্তু বাঁধা দিল কাউয়ি। "তার কথায় সায় দাও, হ্যা বল," জোর দিয়ে বলল সে।

কাউয়ির কথা মেনে নিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল সে। নাথানের সম্মতি শামানকে স্বস্তি দিল অনেকখানি। "ভাল," বলল শামানটি।

দাখি ফিরে এল চামড়ার একটা থলে এবং এক ফুটের মত লম্বা দুটো খড়ের নল নিয়ে। সব কিছু তার গোত্র-প্রধানের সামনে বাড়িয়ে দিলেও শামানের পক্ষে হাত বাড়িয়ে নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। বেশ দুর্বল হয়ে গেছে সে। দাখিকে ইশারা করে কিছু বোঝাল লোকটি।

বুঝতে পেরে দাখি চামড়ার ব্যাগটা তুলে ধরল নেতার সামনে।

"জাগুয়ারের অণ্ডকোষের থলি শুকিয়ে বানানো হয়েছে ওটা," কাউয়ি বলল ব্যাগটাকে দেখিয়ে।

"প্যারিসে এটা খুব জনপ্রিয়," বিরক্তির সাথে বলল নাথান।

আঙুল চালিয়ে পাউচটা খুলল শামান। ভেতরে গাঢ় লাল রঙের পাউডার। বিছানায় বসেই নির্দেশনা দিতে শুরু করল সে। ভাষান্তর করতে থাকল কাউয়ি, তবে বিচ্ছিন্ন দু-একটা শব্দ ধরতে পারল নাথান।

"সে এই পাউডারকে বলছে *তল-নে-ইয়াগা*।"

নাথান বুঝতে পারল—মাতার রক্ত।

দাখি যখন কিছু পাউডার নল দুটোর মাঝে ঢুকাতে ব্যস্ত কাউয়ি তাকাল নাথানের দিকে। "তুমি জান কি ঘটতে যাচ্ছে, জান না?"

অনুমান করতে পারল নাথান। "এটা ইয়ানোমামো ড্রাগ এপেনার মত।"

অনেক বছর ধরে, সে বিভিন্ন ইয়ানোমামো গোত্রের মানুষের সাথে থেকেছে, তাকে অনেকবারই আমন্ত্রণ জানান হয়েছে এই এপেনা'র বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানে। এপেনা, যার অর্থ 'সূর্যের বীর্য' এক রকম ভ্রম সৃষ্টিকারী মাদক, ইয়ানোমামো শামানরা এটা ব্যবহার করে পরকালের জগতে প্রবেশ করতে। বেশ শক্তিশালী জিনিস, বলা হয় এটা গ্রহণ করলে বনের ক্ষুদ্র মানুষকে ডেকে নিয়ে আসে যাদেরকে ইয়ানোমামো ভাষায় বলা হয় *হেকুরা*, এই কল্পিত *হেকুরা*-ই শামানকে চিকিৎসাবিদ্যা শিখিয়ে দেয় ঘোরের মাঝে থাকাকালীন সময়টুকুতে। কৌতুহলবশত নাথান একবার গ্রহণ করেছিল এই ড্রাগ, তবে তার শুধু তীব্র মাথা-ব্যাথা হয়েছিল, আর চোখে দেখেছিল নানান রঙের ঘুর্ণি। তাছাড়া ড্রাগটা নেবার পদ্ধতি তার পছন্দ হয় নি তাই আর ওটা নেয় নি সে। নাক দিয়ে ওটা টেনে নিতে হয় ভেতরে। পাউডার ভরা পাইপ দুটোর একটা নাথানকে এবং অপরটা শামানকে দিল দাখি। ব্যান-আলি প্রধান নাথানকে তার হ্যামোকের কাছে নিচু হয়ে বসার জন্য ইশারা করল।

তার কথা মেনে নিল নাথান।

কাউয়ি সতর্ক করে দিল তাকে। "শামান জানে তার মৃত্যু আসন্ন। সে এখন যা করছে, যা দিচ্ছে তা কিন্তু সাধারন কোন আচারাদি নয়। আমার মনে হয় সে তোমার ভেতর তার সব বিদ্যা, ক্ষমতা আর দায়িত্ব দিয়ে দিতে চাইছে, তোমার নিজের জন্য, এই গ্রামের জন্য, এই গাছের জন্য।"

"আমি এটা নিতে পারব না," কাউয়ির দিকে তাকিয়ে বলল নাথান।

"অবশ্যই নিতে হবে। তুমি যখন শামান হয়ে যাবে এই গোত্রের সব গোপন বিষয় তোমার কাছে পরিস্কার হয়ে যাবে। তুমি কি বুঝতে পারছ এটার অর্থ কি?"

লম্বা একটা দম নিয়ে মাথা নাড়ল নাথান। "প্রতিষেধক।"

"ঠিক তাই, প্রতিষেধক। যেটা আমরা খুঁজছি অগণিত মানুষের জন্য।"

এগিয়ে এসে হ্যামোকের পাশে বসে পড়ল নাথান। শামান দেখিয়ে দিল তাকে কি করতে হবে। এটাও সেই ইয়ানোমামোদের পদ্ধতির মতই। শামান তার পাউডার ভরা নলটির একপ্রান্ত নাকের ভেত ঢুকিয়ে দিল খানিকটা। অন্যপ্রান্তটি নাথানের মুখের কাছে

এগিয়ে দিল। নাথানের কাজ হবে নলের মুখে জোরে ফুঁ দিয়ে পাউডারটুকু নাকের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া। আবার তার ক্ষেত্রেও একই কাজটি করবে শামান। নাথানের নাকে নলের এক প্রান্ত ঢুকিয়ে দেবার পর বাকি প্রান্তটা থাকবে শামানের মুখের কাছে। তারপর দু-জন এক সাথে পাইপ দুটোয় ফুঁ দিয়ে ভেতরের পাউডারটুকু দু-জনের নাসারন্ধ্রে ঢুকিয়ে দেবে।

একটা হাত উঁচু করে ধরল শামান। দু-জনেই লম্বা দম নিল। এবার শুরু করা যাক...ইন্ডিয়ানটি তার হাত নামিয়ে আনলে নাথান দ্রুত পাইপে ফুঁ দিয়ে ভেতরের পাউডারটুকু বের করে দিল, একই সাথে নিজের নাকের মধ্যেও বাতাসের তীব্র একটা ঝাঁকুনি এসে লাগল। তার ফুঁ দেয়া ভালভাবে শেষ না হতেই মাদকটা তার ভেতরে আঘাত করল।

একটু পেছনে সরে গেল নাথান। আগুনের জ্বলন্ত এক শিখা ছড়িয়ে পড়ল মাথার খুলির ভেতরে, তারপর শুরু হল অন্ধ করে দেবার মত যন্ত্রণা। মনে হল যেন তার মাথার পেছনের অংশটা কেউ উড়িয়ে দিয়েছে। চারপাশের সব যেন ঘুরছে, দমটাও বন্ধ হয়ে আসছে। অনেক উঁচু থেকে নিচে তাকালে যেমন অনুভূতি হয় তেমন একটা অনুভূতি গ্রাস করছে তাকে। মনের একটি জগত খুলে গেছে আর সে পড়ে যাচ্ছে তার ভেতর। পড়ছে তো পড়ছেই, অন্ধকারের ঘুর্ণিপাকে হারিয়ে যাচ্ছে সে, একইসাথে দেখতে পাচ্ছে আলোর ঝলকানিও।

দূরে কোথাও কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বের করতে হবে এটাও ভুলে গেছে সে। হঠাৎ তার পড়ন্ত শরীরটা আছড়ে পড়ল এই পরাবাস্তব জগতের শক্ত কিছুর ওপর। চারপাশের ঘিরে থাকা আঁধারের দেয়াল ভেঙে গেল কাঁচের মত। টুকরো হওয়া মাঝরাতের ছিন্নভিন্ন অংশগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তেই। দৃষ্টির মধ্যে যেটুকু আছে তা শুধু ব্যতিক্রমি এক বৃক্ষের অবয়ব। মনে হল যেন অন্ধকার কোন পাহাড়ের চূড়া ছাড়িয়ে বড় হচ্ছে ওটা। নাথান এগিয়ে গেল ওটার সামনে। ভাল করে তাকাতেই আরও কিছু চোখে পড়ল। গাছটি ধীরে ধীরে ত্রিমাত্রিক একটা আকার ধারণ করল, ছোট পাতার অবয়ব, শাখা প্রশাখার ধাপ, ছোট ফলের গুচ্ছ। *ইয়োগা*। তারপর পেছনে, পাহাড়ের পাদদেশ থেকে ক্ষুদ্রাকৃতির অবয়ব দৃষ্টিতে এল, সবগুলো একসারিতে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে গাছটির দিকে। *হেকুরা*, ঘোরের মধ্যেই ভাবল নাথান।

কিন্তু নাথান তাদের দিকে একটু ভেসে যেতেই গাছের মতই ছোট অবয়বগুলো আস্তে আস্তে পরিস্কার হয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই সে বুঝল ছোট অবয়বগুলো আসলে কোন *হেকুরা* বা ক্ষুদে-মানবের নয়, বরং বিভিন্ন রকম প্রাণীদের একটা সারি। ইল্‌ক, বানর, স্লথ, ইঁদুর, কুমির, জাগুয়ার এবং আরও অজানা কিছু জন্তু। ছায়াময় অবয়বগুলোর মাঝে কোথাও কিছু লম্বা কাঠামো চোখে পড়ল তার। ওগুলো নারী ও পুরুষ, কিন্তু নাথান জানে ওগুলো *হেকুরা* নয়। সমগ্র দলটি গাছের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ছায়াময় গঠনগুলো গাছের অবয়বের সাথে মিলে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে তারা? তারও কি অনুসরণ করা উচিত ছায়াগুলোকে?

তারপর গাছের অন্যপ্রান্ত হতে, অবয়বগুলো আবার সামনে ঘুরে এল, তবে এবার পরিবর্তিত রূপে। ওরা আর ছায়াঘেরা ছোট অবয়ব নেই, রূপান্তরিত হয়েছে চমৎকার

উজ্জ্বল আলোর ঝলকানিতে। উজ্জ্বল দলটি ছড়িয়ে গিয়ে গাছের চতুর্দিকে ঘিরে দাঁড়াল। মানুষ ও পশু রক্ষা করছে তাদের মা-রূপী গাছকে।

নাথান আরেকটু এগিয়ে যেতেই অনুভব করল সময় খুব দ্রুত বইতে শুরু করেছে। সে খেয়াল করল মানুষগুলোর উজ্জ্বলতা কমে এলেও তারা আর নতুন করে গাছের ভেতর ঢুকছে না। তারা এখন গাছের ফল খাচ্ছে, নতুন করে দ্যুতি পাচ্ছে সবাই, একবার তরতাজা হওয়ার পর আবার গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ইয়াগার সন্তানদের সারিতে। এমন ঘটনা বার বার ঘটতে থাকল। পুরনো রেকর্ডের মত ছবিগুলো ম্লান হচ্ছে আবার সতেজ হচ্ছে, তারপর আবার ম্লান। প্রতিবারই আগের বারের থেকে একটু বেশি আলো হারাচ্ছে অবয়বগুলো, তারপর একসময় আর মোটেই দেখা যাচ্ছে না।

"নাথান?" একটা কণ্ঠ ডাকল তাকে।

কে? প্রশ্নকারীকে খুঁজল নাথান। কিন্তু অন্ধকার ছাড়া কিছুই নেই চারদিকে। "নাথান, শুনতে পাচ্ছো আমার কথা?"

হ্যা, কিন্তু তুমি কোথায়?

"আমার হাতটা চেপে ধর যদি আমার কথা শুনতে পাও।"

কণ্ঠের দিকে এগিয়ে গেল নাথান, আঁধার থেকে বেরুবার পথ খুঁজছে সে।

"দরুণ, নাথান। এবার চোখ মেলো।"

খুব সংগ্রাম করতে হল তাকে আদেশটা মানার জন্য।

"খুব জোরাজুরি কর না...ধীরে ধীরে চোখ দুটো মেলো।"

আবারো অন্ধকার ভেঙে গেলে চোখ ধাধাঁনো আলোতে নাথানের চোখ ঝলসে যাবার উপক্রম হল। মুখটা হা করল সে, বুক ভরে বাতাস নিতে চাইছে। মাথার ভেতর তীব্র যন্ত্রণা অনুভব হল। পরে ভেঁজা চোখ দুটো একটু মেলতেই তার বন্ধুদের মুখগুলো দেখতে পেল, তার ওপর ঝুঁকে আছে সবাই।

"নাথান?"

কাশল সে, তারপর মাথা নড়ল।

"কেমন বোধ করছ এখন?"

"তোমার কি মনে হচ্ছে আমার কেমন লাগছে?" শোয়া থেকে উঠে বসল সে।

"কি অভিজ্ঞতা হল তোমার?" জিজ্ঞেস করল কাউয়ি। "তুমি কিন্তু বিড়বিড় করছিলে।"

"মুখ থেকে লালাও বের হচ্ছিল," যোগ করল আনা, তার পাশে বসে।

মুখ মুছল নাথান। "হাইপার স্যালিভেশন...একটা অ্যালকালয়েড হেলুসিনোজেন।"

"কিছু দেখেছ তুমি?" জিজ্ঞেস করল কাউয়ি।

মাথা ঝাঁকাল নাথান। একটু ভুল হয়েছে। মাথার যন্ত্রণাটা তীব্র অনুভব হচ্ছে। "কতক্ষণ এমন ছিলাম আমি?"

"প্রায় দশ মিনিট?"

তার মনে হল যেন কয়েক ঘন্টা।

"কি হয়েছিল?"

"আমার মনে হয় আমাকে দেখান হয়েছে রোগের ওষুধটা," বলল নাথান।

চোখ দুটো বড় হল কাউয়ির। "কি?"

নাথান বর্ণনা করে গেল যা যা সে দেখেছে। "স্বপ্ন থেকে এটা পরিস্কার যে, এই গাছের ফলগুলো গোত্রের মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই প্রাণীগুলোর এটা দরকার নেই, মানুষের আছে।"

মাথা নাড়ল কাউয়ি, নাথানের কথাগুলো হজম করতে পেরে চোখ দুটো সরু হল তার। "তাহলে এই ফলের বীজই সব।" প্রফেসর একটু লম্বা সময় নিল, তারপর কথা বলল ধীরে। "তোমার বাবার গবেষণা থেকে আমরা জানি, এই গাছের আঠায় নতুন ধরণের একরকম প্রোটিন-প্রিয়ন রয়েছে প্রচুর পরিমাণে যেটা কোন প্রজাতির ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে, যে প্রজাতিই এই গাছের সংস্পর্শে আসুক না কেন। আর স্বাভাবিকভাবে সেইসব বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাণীগুলো এই গাছকে রক্ষার চেষ্টা করে বা বলতে পারি গাছই প্রাণীগুলোকে তার রক্ষাকারী বাহিনী হিসেবে প্রস্তুত করে। কিন্তু এমন একটা সুবিধা পেতে গেলে তার মূল্যটাও দিতে হবে চড়া দামে। এই গাছ কখনোই চায় না তার সন্তানেরা তাকে ছেড়ে চলে যাক, আর তাই এমন একটা কিছু সে তৈরি করেছে যেটা মানুষগুলোকে চড়া মূল্য দেওয়ার হাত থেকে বাঁচাবে। অন্য প্রাণীগুলোর হয়তো এটার প্রয়োজন নেই, ওগুলো সহজাতভাবেই এখানে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, প্রয়োজনে ওগুলোকে নিয়ন্ত্রণও করা যায়। যেমনটা পিরানহা ও পঙ্গপালদেরকে করা হয় বিশেষ একরকম পাউডার দিয়ে। এই একটা অস্ত্রই যথেষ্ট ওদের জন্য। কিন্তু মানুষের আরও দৃঢ়ভাবে, আরও বুদ্ধিমত্তার সাথে বাঁচতে হবে গাছটিকে রক্ষা করার জন্য। আর তাই তাদেরকে অবশ্যই এই ফল খেতে হবে যাতে আঠা থেকে সৃষ্টি প্রিয়ন-প্রোটিনটি নিয়ন্ত্রণে থাকে। এই প্রোটিন সবসময় চাইছে শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মজবুত করতে, বড় করতে এবং অবশ্যই নতুন অস্থি গজাতে কিন্তু তার এই প্রক্রিয়া ডেকে আনে ক্যান্সার। আর তাই এই ফল গ্রহণ করতে হবে ছড়িয়ে পড়া প্রোটিনটার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে রাখতে। এই ফলের রসে অবশ্যই প্রিয়ন ঠেকানোর কোন উপাদান মানে অ্যান্টি-প্রিয়ন আছে, এমন কিছু যেটা ছড়িয়ে পড়া রোগটাকে থামিয়ে দেয়।"

দুর্বল দেখাল আনাকে। তার মানে ব্যান-আলিরা যে এখানে থাকছে সেটা তাদের কর্তব্যের জন্য থাকছে না, তারা থাকতে বাধ্য হচ্ছে এখানে, অনেকটা দাসের মত।"

মাথা একটু চুলকে নিল কাউয়ি। "ব্যান-ই। মানে দাস। শব্দটা আগেও শুনেছি কিন্তু এখন বুঝতে পারছি কেন এটা ব্যবহার করা হয় এখানে আটকে পড়া মানুষের জন্য। একবার তোমার শরীরে প্রিয়ন ঢুকে গেল আর সাথে সাথেই এখান থেকে বেরুনোর সব পথ তোমার জন্য বন্ধ। তবু যদি চেষ্টা কর নির্ঘাত মৃত্যু হবে। আর এই ফল না খেলে প্রিয়নটা তোমার শরীরে ছড়িয়ে পড়ে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেবে, তারপর তীব্র ক্যান্সারে আক্রান্ত হবে তুমি।"

"জেকিল অ্যান্ড হাইড!" বিড়বিড় করল নাথান, "একই অঙ্গে দুই রূপ।"

কাউয়ি এবং আনা তাকিয়ে রইল তার দিকে।

ব্যাখ্যা করল নাথান, "কেলি এই প্রিয়নটার চরিত্র যেমন বর্ণনা করেছিল পুরো ব্যাপারটা তো সে-রকমই। একদিকে এটা খুব ভাল, উপকারী, কিন্তু এটা আবার বেঁকে বসলে হয়ে উঠতে পারে প্রাণঘাতী, ম্যাড-কাউ রোগের মত।"

সায় দিল কাউয়ি। "ফলের রসটা এই প্রিয়নকে শান্ত রাখে, আর আমরা বিশেষ কিছু সুবিধাও পেতে থাকি প্রিয়নটার কাছ থেকে...কিন্তু যখনই আমরা ওটা খাওয়া বন্ধ করব, আক্রমণাত্মক হয়ে উঠবে প্রোটিনটা। ওটার বাহককে তো শেষ করবেই সাথে তার সংস্পর্শে আসা যেকোন মানুষকেও আক্রান্ত করবে। তখন বাধ্য হয়ে আবার সেই গাছের কাছেই ফিরে আসতে হবে নিজের সেবায়, গাছের সেবায়। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে গাছটি তার নিজস্ব গোপনীয়তা বজায় রেখে চলতে চায়। কেউ যদি তার কাছ থেকে পালিয়ে যায় সেই ব্যক্তির ধারেকাছে যারা থাকবে তারাও আক্রান্ত হয়ে একসময় মারা যাবে, এভাবেই মৃত্যুর একটা চলমান ধারা রেখে যাবে রোগটি।"

"সাবধান করে দেবার মত কেউই অবশিষ্ট থাকবে না," বলল নাথান।

"ঠিক বলেছ।"

নাথানের এখন বেশ ভাল লাগছে, উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে কাউয়ি তাকে সাহায্য করল।

"কিন্তু আসল প্রশ্নটা হল আমি কিভাবে এই স্বপ্নটা দেখলাম? এটা কি আমার অবচেতন মন থেকে সৃষ্টি হয়েছে? যেহেতু এই রোগের সমাধান নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করেছি হয়তো ভ্রম সৃষ্টিকারী ড্রাগের প্রভাবে দেখা দিল তা স্বপ্নের মধ্যে? নাকি শামান কোনভাবে আমার চেতনার মাঝে ঢুকে এটা দেখিয়ে দিল? হতে পারে ড্রাগসৃষ্ট কোন রকম টেলিপ্যাথি?"

চোখেমুখে কাঠিন্যতা ভর করল কাউয়ির। "না," বলল সে দৃঢ়ভাবে, হ্যামোকের দিকে আঙুল তুলে দেখাল। "ঐ শামান কিছুই দেখায় নি তোমাকে।"

ইন্ডিয়ানটা শুয়ে আছে হ্যামোকে, তার দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে ছাদের দিকে। নাকের দুই ছিদ্র দিয়ে বেয়ে পড়ছে রক্ত। দাখি মাথা নিচু করে তার পাশে বসে আছে।

"সে তখনই মারা গিয়েছে। দেখে মনে হচ্ছিল মারাত্মক পর্যায়ের কোন স্ট্রোক," কাউয়ি তাকাল নাথানের দিকে। "যা দেখলে, যা শিখলে তার কোন কিছুই শামানের কাছ থেকে আসে নি।"

ভাবতে কষ্ট হল নাথানের। তার মস্তিষ্ক মনে হল যেন দ্বিগুণ হয়ে গেছে, মাথার খুলিতে সেটা আঁটছে না, বেরিয়ে আসতে চাইছে। "তাহলে এটা অবশ্যই আমার অবচেতন মনের কারসাজি," বলল সে। "ফলগুলোকে প্রথম যখন দেখলাম, আমার মনে পড়ছে ওগুলো দেখতে আনসেরিয়া টমেনটোসা'র মত লাগছিল। যেগুলো ক্যাটস-ক্ল নামে পরিচিত। ইন্ডিয়ানরা এটাকে ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়া তাড়াতে ব্যবহার করে, কখনো টিউমার সারাতেও। কিন্তু এতক্ষণ এটা ও স্বপ্নের মাঝে দেখা বস্তুটার মাঝে মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হয়তো ড্রাগের কারণে আমার অবচেতন মনের বিক্ষিপ্ত তথ্যগুলো জড়ো হতে শুরু করেছে।"

"হয়তো তোমার কথাই ঠিক," কাউয়ি বলল।

প্রফেসরের কণ্ঠের ইতস্তত ভাব ধরে ফেলল নাথান। "এছাড়া আর কি হতে পারে?"

ভ্রু কুঁচকাল কাউয়ি। "'তুমি যখন ঘোরের মধ্যে ছিলে আমি তখন দাখির সাথে কথা বলছিলাম। আলি নে-ইয়াগা পাউডার আসে গাছটির শেকড় থেকে। শেকড়ের আঁশ শুকিয়ে তারপর গুঁড়ো করা হয়..."

"তো?"

"তাই বলছি, হয়তো স্বপ্নে যা দেখলে তা তোমার অবচেতন মনের কাজ নয়। এটা আগে থেকে রেকর্ড করা কোন মেসেজ। একটা দিক নির্দেশনা যেটা বলতে চাইছে, এই গাছের ফল খাও, সুস্থ থাক। সহজ সরল একটি বার্তা।"

"তুমি কি বুঝে বলছ কথাগুলো?"

"আসলে সব ঘটনা বিবেচনা কর একবার। এই উপত্যকায় বিভিন্ন প্রজতির নতুন প্রাণী, অস্থির পূণর্জন্ম, গাছের কাছে মানুষের দাস হয়ে থাকা সবকিছুই কিন্তু এই গাছকেন্দ্রিক। আমি এই সব ঘটনার জন্য গাছকেই দায়ি করব, অন্য কিছুকে নয়।"

মাথা ঝাঁকাল নাথান।

চিন্তিত দেখাল আনাকে। "প্রফেসরের একটা কথায় আমি খুব চিন্তিত। আমি এটা ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছি না, একটা গাছ কিভাবে ভিন্ন-ভিন্ন প্রজাতির ডিএনএ'র জন্য ভিন্ন-ভিন্ন প্রিয়ন তৈরি করতে পারে? এই বিষয়টাই তো সম্পূর্ণ অলৌকিক। কিভাবে এটা শিখল? কোথা থেকেই বা গাছটা এমন কিছু করার জন্য জেনেটিক উপকরণগুলো পেল?"

কাউয়ি একটা হাত দিয়ে ঘরটার চারদিকে দেখাল। "এই গাছটার আদি শেকড়ে মিশে আছে প্যালেওজোয়িক যুগের মাটি, মানে বহু লক্ষ বছর আগে যখন এই ভূমিটা শুধু গাছ-গাছালিতে ভরা ছিল। এটার পূর্বের বংশধররা এখানে যখন জন্মেছিল তখন স্থলপ্রাণীরা সবে চলতে শুরু করেছে মাটির ওপর দিয়ে। সে-সময়ে এটা অন্য প্রজাতি বা প্রাণীর সাথে কোন টিকে থাকার লড়াইয়ে না গিয়ে বরং নিজেদের ক্ষমতার পরিধি আরও বিস্তৃত করার জন্য অন্য কোন নতুন ধরণের প্রজাতিকে সাহায্য করেছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। ঠিক আজকের যুগের আমাজনের অ্যান্ট-ট্রি গাছের মতো।"

প্রফেসর কাউয়ি তার তত্ত্ব নিয়ে এগিয়ে চলল কিন্তু নাথান দেখল প্রফেসরের কথায় আর মনোযোগ নেই তার। তার চিন্তা-ভাবনা আঁটকে আছে আনার শেষ প্রশ্নটায়। *কোথা থেকে গাছটা জেনেটিক উপাদানগুলো পেল?* খুব ভাল একটা প্রশ্ন। এটা খুব ভাবিয়ে তুলেছে নাথানকে। প্রজাতি ভেদে ভিন্ন-ভিন্ন প্রিয়ন তৈরি করাটা কিভাবে শিখল ইয়াগা? স্বপ্নের কথা মনে পড়ল তার। মানুষ এবং প্রাণীদের সারিটা হারিয়ে যাচ্ছিল গাছের ভেতর। কোথায় যাচ্ছিল তারা? এটা কি রূপক অর্থের চেয়েও বেশি কিছু? বিশেষ কোথাও কি যাচ্ছিল তারা?

নাথানের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল দাখির ওপর, হ্যামোকের পাশে হাটুতে ভর দিয়ে বসে আছে। এটা হতে পারে তার কল্পনার ফসল বা হতে পারে ড্রাগের প্রভাব, তবে যা-ই

হোক, নাথানের মনে এটা নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। কোথাও কি এমন কিছু আছে যা এখনো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকছে, এমন কোন জায়গা আছে কি যেখানে এখনো তাদের পা পড়ে নি? আর থাকলে সেটা কোথায়?

অল-নে-বাহ–'ইয়াগার রক্ত' আসছে গাছটির শেকড় থেকে।

নাথানের দৃষ্টি সরু হয়ে গেল দাখির ওপর। তার মনে পড়ে গেল ইন্ডিয়ানটার বর্ণনা করা তার বাবার চূড়ান্ত পরিণতির কথা। খুব সন্তুষ্টির সাথে বলা হয়েছিল কথাগুলো। অনেকটা নিজের অজান্তেই ইন্ডিয়ানটার দিকে এগিয়ে গেল নাথান।

কথা থামিয়ে দিল কাউয়ি। "নাথান...?"

"পাঁজলের একটা টুকরো এখনো খুঁজে পাই নি আমরা," দাখির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল নাথান। "সেই টুকরোটা পেলেই দৃশ্যটা পূর্ণ হবে। আর আমি জানি ওটা কার কাছে এখন।"

সে নিচু হয়ে বসে থাকা ইন্ডিয়ানটার কাছে গেল। মুখ তুলে তাকাল দাখি। তাদের নেতাকে হারিয়ে ভীষণ শোকার্ত সে। নাথান তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দাখিও দাঁড়িয়ে গেল।

"উইশাওয়া," বলল মাথা নত করে, নতুন ক্ষমতা পাওয়া মানুষটিকে।

"তোমাদের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেল, আমি দুঃখিত," বলল নাথান, "কিন্তু আমাদের এখন কিছু কথা বলতেই হবে।" কাউয়ি এগিয়ে এল ভাষান্তরের কাজে সাহায্য করতে, কিন্তু নাথান এরইমাঝে মোটামুটি দক্ষ হয়ে গিয়েছে ইংরেজি ও ইয়ানোমামোর মিশ্রনে তার কথা বুঝিয়ে দিতে।

চোখ মুছে হ্যামোকটির দিকে দেখাল দাখি। "তার নাম দাখু," হাতের তালু মৃত মানুষটার বুকের ওপর রাখল সে। "সে আমার বাবা।"

নাথান ঠোঁট কামড়ে ধরল। এটা তার আগেই অনুমান করা উচিত ছিল। দাখি এখন বলে দেবার পর সাদৃশ্যটা চোখে পড়ল। একটা হাত দাখির কাঁধে রাখল সে। বাবা হারানোর কষ্টটা সে ভাল করেই জানে। "আমি সত্যিই দুঃখিত," পুণরায় বলল নাথান, এবার আরও সহানুভূতির সাথে।

মাথা নেড়ে সায় দিল দাখি, "ধন্যবাদ।"

"তোমার বাবা একজন অসাধারণ মানুষ ছিলেন। আমরা সবাই খুবই মর্মাহত তার এমন মৃত্যুতে, কিন্তু এই মুহূর্তে আরও বড় বিপদের মধ্যে আছি আমরা। তোমার সাহায্য দরকার।"

মাথা নত করল দাখি। "তুমি উইশাওয়া। তুমি বল...আমি কি করব।"

"আমি চাই তুমি আমাকে গাছের শেকড়ের কাছে নিয়ে চল, যেখান থেকে এই গাছকে খাবার দেওয়া হয়।"

দাখির মুখটা উঁচু হল, হঠাৎ সেখানে ভয় আর দুশ্চিন্তা ভর করেছে।

"একটু ধীরে-সুস্থে বল, নাথান," খুব নিচু গলায় সতর্ক করে দিয়ে বলল কাউয়ি।

"তুমি কিন্তু সরাসরি ওদের পবিত্রতম স্থানে যেতে চাইছ।"

প্রফেসরের সতর্কবাণী কানে না তুলে নাথান তার একটা হাত দাখির বুকে রাখল। "এখন আমি একজন উইশাওয়া। আমি অবশ্যই শেকড় দেখতে পারি।"

ইন্ডিয়ানটা মাথা নাড়ল। "আসো, আমি তোমাকে দেখাচ্ছি।" সে তার মৃত বাবার দিকে একবার তাকাল, তারপর ঘুরে দাঁড়াল দরজার দিকে। তারা সুড়ঙ্গের ভেতর ফিরে এল। নাথানের চিন্তায় ব্যাঘাত যাতে না ঘটে সেজন্যে আনা এবং কাউয়ি ফিসফিস করে কথা বলছে। আবারো তার মনে পড়ল ব্যান-আলি প্রতীক আর ইয়াগার পেঁচানো এই সুড়ঙ্গের মাঝে সাদৃশ্যের কথা। কিন্তু এটা কি আরও কোন অর্থ বহন করে? এটা কি সেই প্রিয়নটার গুরুত্বপূর্ণ আণবিক কাঠামোকেও প্রকাশ করছে, কেলি যেমনটা বলেছিল? আসলেই কি এই গাছ আর মানুষের মাঝে কোনরকম যোগাযোগ আছে? অনেকটা একসঙ্গে থাকা কোন স্মৃতির মত? ড্রাগের কারণে যে অভিজ্ঞতা অর্জন হল নাথানের তাতে সে শেষ কথাটার সম্ভাব্যতাকে পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারছে না। হয়তো প্রমাণও পেতে পারে, প্রতীকটা উভয় দিকই প্রকাশ করছে–ইয়াগার সত্যিকারের প্রাণ।

নাথান তার দলকে নিয়ে নেমে যাচ্ছে দ্রুত।

"কেউ আসছে," দাখি বলল, গতি ধীর করে দিয়ে।

তারপর নাথানও শব্দ শনতে পেল। পায়ের শব্দ, ধপ ধপ করে শব্দ হচ্ছে।

একমুহূর্ত পরেই একটা বাঁকের আড়াল থেকে পরিচিত একটা মুখ দৃষ্টিতে এল।

"প্রাইভেট ক্যারেরা!" বলল কাউয়ি।

মাথা নেড়ে সায় দিল রেঞ্জারটি, সুড়ঙ্গের ঢালু পথ দৌড়ে ওপরে ওঠার কারণে দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে তার। নাথান খেয়াল করল রেঞ্জার তার অস্ত্রটা খুঁজে পেয়েছে।

"তোমাদেরকে নিতে পাঠিয়েছে আমাকে। আর দেখতে বলেছে তোমরা এখান থেকে বেরুনোর কোন রাস্তা খুঁজে পেলে কিনা। বোমাগুলো এখনও নিষ্ক্রিয় করতে পারে নি কস্টস, আর সে সম্ভাবনাও নেই।"

রেঞ্জারের কথা শুনে যেন সম্বিত ফিরল নাথানের। অপ্রত্যাশিত কিছু কাজে এমনভাবে ডুবে গিয়েছিল যে এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটাই করতে ভুলে গিয়েছিল দাখিকে– এই উপত্যকা থেকে বেরুনোর অন্য কোন রাস্তা আছে কি?

"দাখি," নাথান বলল। "আমাদের জানা দরকার এখান থেকে নিচের উপত্যকায় যাবার জন্য কোন গোপন রাস্তা আছে কিনা। তুমি কি জানো এমন কিছু?" এই কথাগুলো বোঝাতে বেশ অঙ্গভঙ্গির সাথে সাথে কাউয়ির সাহায্যেরও দরকার হল।

কাউয়ি যখন দাখিকে বোঝাতে ব্যস্ত তখন ক্যারেরা নাথানের দিকে তাকাল একটা ভ্রু উচুঁ করে। "তুমি এখনো এটা জানতে চাও নি তার কাছে?" নিচুস্বরে বলল সে। "এতক্ষণ তাহলে কি করছিলে?"

"ড্রাগ্স নিচ্ছিলাম," বলল নাথান, সাময়িক সময়ের জন্য তার দিকে মনোযোগ দিয়ে আবারো ইন্ডিয়ানের কথোপকথনে ফিরে এল।

অবশেষে দাখিকে মনে হল বিষয়টি বুঝতে পেরেছে। "দূরে যাবে? কেন? থাক এখানে," নিচের দিকে দেখাল সে।

"তা আমরা পারব না, দাখি," একটু রাগের সাথে বলল নাথান।

তার পাশ থেকে আনা কথা বলল, "সে বোমাগুলোর ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। সে তো আর জানে না, এই উপত্যাকা ধ্বংস হতে চলেছে। এমন কিছু একটা যে ঘটতে পারে সেটা তার মাথায়ই আসবে না।"

"যেভাবেই হোক বোঝাতে হবে তাকে," নাথান বলল, তারপর ঘুরে দাঁড়াল ক্যারেরার দিকে। "আর এই সময়টুকুতে তুমি এবং সার্জেন্ট মিলে এই গাছের ফল সংগ্রহ করে ব্যাগে ভরে নাও, যতটা পার।"

"ফল?"

"পরে ব্যাখ্যা দিচ্ছি। যেমনটা বললাম কর...প্লিজ," মাথা নেড়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। "কিন্তু মনে রেখ সবাই...টিক-টক।" খুব অর্থবহ একটা চাহ্‌নি দিল সে সবার দিকে, তারপর পা বাড়াল। দাখির দিকে তাকাল নাথান। কিভাবে এই মানুষটাকে বলবে, তার এই জন্মস্থান, আবাসভূমি কিছুক্ষণের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? সহজ হবে না কাজটা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল নাথান। "চল, শেকড়ের দিকে যাওয়া যাক।"

পথে যেতে যেতে নাথান এবং কাউয়ি দু-জনে একসাথে দাখিকে আসন্ন বিপদটা বুঝিয়ে বলল। ইন্ডিয়ানটার সরল সন্দেহের অভিব্যক্তি মুছে গিয়ে সেখানে নেমে এল রাজ্যের ভয়। হাটার সময় বেশ কয়েক বার হোঁচট খেল, যেন জানতে পারাটাই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশেষে টানেলের শেষ প্রান্তে চলে এল তারা, চারপাশে নীল রঙের হাতের ছাপ। খোলা মুখ থেকে দূরে বাইরের খোলা প্রান্তে সূর্যের আলোর রঙটা গাঢ় মধুর রঙে রূপ নিয়েছে, মনে করিয়ে দিচ্ছে সূর্যাস্তের কাছে চলে আসার কথা। সময় খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে।

"আর কোন রাস্তা আছে এখান থেকে বেরিয়ে যাবার?" পুণরায় জিজ্ঞেস করল নাথান।

দাখি একটা উজ্জ্বল জায়গা দেখাল যেখানে টানেলটা শেষ হয়েছে। নীল হাতের ছাপ সারা দেয়ালে। "এই শেকড়ের ভেতর দিয়ে আমরা যাই।"

"হ্যা বুঝলাম, আমিও শেকড় দেখতে চাই, কিন্তু বের হবার রাস্তাটা কোথায়?"

নাথানের দিকে তাকাল দাখি। "শেকড়ের ভেতর দিয়ে," আবারো বলল সে।

মাথা নাড়ল নাথান। এবার বুঝতে পেরেছে। তাদের দুটো মিশন এখন একটায় পরিণত হয়েছে। "আমাদেরকে দেখাও তবে।"

দেয়ালের কাছে এগিয়ে গেল দাখি, হাতের ছাপগুলোর ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে সবচেয়ে ভেতরের একটা অংশে হাত রেখে কাঁধ লাগিয়ে জোরে ঠেলা দিতেই সমগ্র দেয়ালটি একটা মূল অক্ষের উপর ঘুরে গেল, সামনে খুলে গেল নতুন একটি পথ, সেটা চলে গেছে মাটির গভীরে।

ওপরের দিকে তাকাল নাথান, তার মনে পড়ে গেল নিচের এবং ওপরের অংশের

জাইলেম ফ্লোয়েমের প্রবাহগুলো ঠিক মত মেলে নি। কেন সেটা তা এখন পরিস্কার। একটা গোপন দরজা। ধাঁধাঁর উত্তরটা চোখের সামনেই ছিল সারাটা সময়। এমনকি দেয়ালের হাতের ছাপগুলো যেটা ব্যান-আলির প্রতীককে প্রকাশ করছে একত্রে সেটাও নির্দেশ করছে গোপন দরজাটার কথা। আর ছাপগুলোকে একইসাথে প্রহরীও বলা যেতে পারে যেগুলো দেয়ালের গায়ে পেঁচানো একটা আকৃতি তৈরি করে রক্ষা করছে লুকানো শেকড়কে।

আনা তার ফিল্ড জ্যাকেট থেকে ফ্লাশ-লাইটটা খুলে নিল। নিজের জ্যাকেটের ওপর হাত চাপড়াতে লাগল নাথান, কিন্তু কিছুই পেল না। কোথাও পড়ে গেছে তার নিজের লাইটটা। আনা তার নিজেরটা এগিয়ে দিল নাথানের দিকে, ইঙ্গিতটা স্পষ্ট, নাথানকে আগে যেতে হবে।

দরজার কাছে এগিয়ে গেল নাথান। একটা ভারি আর আদ্রতাপূর্ণ বাতাস এসে মুখে লাগল তার, যেন সমাধিতে আটকে থাকা বাতাস নিঃশ্বাসের সাথে বেরিয়ে এল। নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে খোলা জায়গাটার দিকে পা বাড়াল সে।

অধ্যায় ১৮

শেষ সময়ে
সন্ধ্যা ৭:০১
আমাজন জঙ্গল

দলটা বিশ্রাম নেওয়ার ফাঁকে নিজের হাতঘড়িটা দেখে নিল লুই। উপরের উপত্যকা বিস্ফোরিত হয়ে আগুনের ঘূর্ণিপাকে পরিণত হতে আর এক ঘণ্টা বাকি। সে তার সব মনোযোগ দিয়ে জলাভূমিটির সামনে তাকিয়ে আছে। অস্তগামী সূর্য পানিতে একটি অনুজ্জ্বল রুপালী আভার সৃষ্টি করেছে।

তাদের অভিযানটি খুব দ্রুতই শেষ হচ্ছে। জলাভূমির দক্ষিণ-প্রান্তে যেখানে জঙ্গল খুব ঘন এবং নদী অনেক অংশে বিভক্ত সেখান থেকে খুব সহজেই তারা ঘন জঙ্গল দিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে, তাতে তার কোন সন্দেহ নেই। সে পরিতৃপ্তির সাথে দীর্ঘশ্বাস ফেললা কিন্তু সাথে একটা হতাশার চিহ্নও আছে। এখান থেকে সব কিছু জলের মত সহজ। প্রতিটা সফল অভিযানের পর তার এমন অনুভূতি হয়, যেন প্রণয় শেষে শূন্যতার বোধ, ভাবলো সে। আগের চেয়ে আরো বেশি ধনী হয়ে ফ্রান্স গায়ানায় ফিরে যাচ্ছে সে কিন্তু গত দু-দিনে যে উত্তেজনার মাঝে কাটিয়েছে তার মূল্য টাকায় হয় না। "জীবন এভাবেই চলবে," বিড়বিড় করে বলল লুই। কোন না কোন মিশন থাকবেই তার জন্য।

একটা ছোট কোলাহল তার মনোযোগ ফিরিয়ে আনলে সে দেখতে পেল দু-জন মানুষ কেলিকে মাটির উপর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। তৃতীয় ব্যক্তিটি কয়েক ফিট দূরে দু-পায়ের মাঝে শক্ত করে ধরে গোঙাচ্ছে আর গড়াগড়ি খাচ্ছে। লুই লম্বা পায়ে তাদের দিকে এগিয়ে গেল কিন্তু মাস্ক এরইমধ্যে সেখানে পৌছে গেছে। মুখে দাগসর্বস্ব এই কর্মীটি গোঙানো লোকটিকে তার পায়ের কাছে টেনে আনল।

"কি হয়েছে?" জিজ্ঞেস করল লুই।

মাস্ক লোকটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "পেড্রো ঐ মহিলার জামার নিচে হাত দিয়েছিল তাই সে তার বিচিতে লাথি মেরেছে।"

লুই বিস্ময়ের সাথে মুচকি হাসল। কোমড়ে রাখা চাবুকটির উপর হাত রেখে আস্তে আস্তে হেটে গেল কেলির কাছে। দু-জন গ্রেফতারকারীর একজন তার চুল শক্ত করে ধরে রেখেছে। পেছন থেকে তার মাথা নিচের দিকে টানছে যেন মুখটা ওপরে তুলে রাখতে বাধ্য হয় সে। মানুষ দুটি তাকে জঘন্য ভাষায় কটাক্ষ করায় সেও তাদের গালিগালাজ করতে লাগল।

লুই বলল, "তাকে ওঠাও," লোকগুলো জানে অবাধ্যতার ফল কেমন ভয়াবহ হতে পারে। টেনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হল কেলিকে। লুই তার হ্যাট খুলে ফেলল মাথা থেকে। "এখানে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। আমি তোমায় নিশ্চিত করে

বলছি, এরকম ঘটনা আর ঘটবে না।"

অন্য সবাই এসে জড়ো হল।

আগুনের মত জ্বলে উঠল কেলি। "পরেরবার লাথি দিয়ে তার বিচি দুটো পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দেব।"

"অবশ্যই," লুই তার লোকদের হাত নেড়ে যার যার জায়গায় চলে যেতে ইশারা করল। "কিন্তু এই শাস্তি দেবার দায়িত্বটা আমার।" সে চাবুকটি হাতে তুলে নিল। কিছুক্ষণ আগে এটা দিয়েই মেয়েটিকে আঘাত করেছে, আর এখন আরেক জনের পালা। সে ঘুরে প্রচন্ড বেগে আঘাত করল চাবুক দিয়ে। একটা তীক্ষ্ণ শব্দে সন্ধ্যার আকাশ বিদীর্ন হল। পেড্রো তার বাম চোখ চেপে ধরে চিৎকার করে উঠল। গলগল করে রক্ত পড়তে লাগল তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে। লুই অন্যদের দিকে ফিরে বলল, "বন্দীদের কেউ কোন ক্ষতি করবে না। বুঝেছ?"

সম্মতির একটা আভাস পাওয়া গেল, অনেকে মাথা নেড়ে হ্যা-সূচক জবাব দিলে লুই তার চাবুকটা আগের জায়গায় রেখে দিল। "কেউ একজন পেড্রোর চোখটা দেখ।"

সে পিছনে ফিরে দেখল সুই কেলির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার একটা হাত কেলির চিবুকে রেখেছে। লুই দেখল সুই তার একটা আঙুল কেলির তামাটে চুলের একটা গোছা দিয়ে পেঁচিয়ে ফেলেছে। *আহ্! লাল চুল,* ভাবল লুই। একেবারে আনকোরা এক উপহার হবে তার মিসট্রেসের জন্য।

সন্ধা ৭:০৫

টর্চের আলোয় নাথান দেখল হাতের ছাপযুক্ত ফটকের ওপাশে পথটি প্রধান সুড়ঙ্গের মতই দেখতে। কিন্তু কাঠবেষ্টিত উপরের অংশ অমসৃণ আঁশযুক্ত। সে হাটছে, গাছের গন্ধটি এখন আরো ভারি আর দুর্গন্ধযুক্ত। দাখি তার পাশে, অ্যানা এবং কাউয়িকে পথ দেখিয়ে আনছে। সুড়ঙ্গটি দ্রুত সংকীর্ণ হচ্ছে আর পাক খেয়ে ক্রমেই আঁটসাট হয়ে গেছে। ফলে দলটি একত্রে জড়ো হল।

"আমরা অবশ্যই গাছের প্রধান শেকড়ের কাছে চলে এসেছি," নাথান বিড়বিড় করে বলল। আর কিছুটা পাকানো জায়গায় পর সুড়ঙ্গটি কাঠের তলদেশ হতে বাইরে বের হয়ে গেছে। পায়ের নিচে পাথর এবং অন্যান্য জিনিসের সাথে মাটির কালো দাগ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো ছিটানো। সুড়ঙ্গটা খাড়াভাবে নিচের দিকে নেমে গেছে। পেঁচানো শেকড়ের সাথে সমান্তরালভাবে নিচে নামছে তারা। দাখি সামনের দিকে দেখিয়ে এগিয়ে গেল। ইতস্তত বোধ করতে লাগল নাথান। অদ্ভুত কিছু লাইকেন লেগে আছে দেয়ালজুড়ে, ঝুলছে ম্লানভাবে। ঘ্রাণটা এখন তীব্র, আরও উর্বরা শক্তিসম্পন্ন। এগিয়ে গেল দাখি। নাথান তাকাল কাউয়ির দিকে, কাঁধ উচুঁ করল মানুষটা। এতটুকু উৎসাহই যথেষ্ট।

আরও একটু সামনে এগোনোর পর তারা দেখল শেকড়গুলো মাথার উপর দিয়ে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে আরও বেশকিছু সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে। ছাদ থেকে

শেকড়ের তন্তুগুলো ঝুলছে, মৃদুভাবে কাঁপছেও। খুব একটা ছন্দের সাথে দুলছে ওগুলো যেন এখানে মৃদুভাবে বাতাস বইছে। কিন্তু বহমান বাতাস সেখানে নেই। সুড়ঙ্গটা আরও সরু হয়ে আসতেই নাথানের মাথা ছাদে ঠেকল। শেকড়ের সরু আঁশগুলো চুলের সাথে আটকে যেতে চাইছে। মনে হচ্ছে যেন পেছন থেকে কেউ টেনে ধরছে। একদমে নিজেকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে নাথান। ফ্লাশ-লাইটের আলো ওপরে ফেলল, কোন কিছুতেই বিশ্বাস নেই এখন।

"কি হল আবার?" জিজ্ঞেস করল কাউয়ি।

"শেকড়গুলো আমায় টেনে ধরছে।"

কাউয়ি একটা হাত তুলে শেকড়গুলো ধরল। ছোট আঁশগুলো আঙুলটাকে পেঁচিয়ে ধরল ঝুলন্ত অবস্থায়। অবিশ্বাসের চাহনি দিয়ে হাতটা এক ঝটকায় ছাড়িয়ে আনল সে। নাথান এর আগেও কিছু উদ্ভিদ দেখেছে যেগুলো উদ্দীপনায় সাড়া দেয়। স্পর্শ করলে গুটিয়ে যায় পাতা, ঘষা দিলে বা নাড়া দিলে বন্ধ হয়ে যায় ফুলের পাপড়ি। কিন্তু এগুলো আরও বেশি ভয়ঙ্কর বলে মনে হচ্ছে। ফ্লাশ-লাইটের আলো ফেলে রাস্তার চারপাশটা ভাল করে দেখে নিল সে। এই মুহূর্তে দাখি কয়েক মিটার সামনে এগিয়ে আছে, অপেক্ষা করছে দাঁড়িয়ে। বাকি সবাইকে দ্রুত পা চালাতে বলল নাথান। একবার দাখির কাছে পৌঁছানোর পর চারপাশটা আরও ভাল করে দেখতে লাগল সে। বিভক্ত হয়ে যাওয়া শেকড়গুলো এখানে আরও বেশি শক্তিশালী একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে, অসংখ্য শেকড় একটা আরেকটার ওপর নিচ বা মাঝ দিয়ে অতিক্রম করে চলে গেছে প্রায় প্রতিটি দিকেই। খুবই জটিল একটি জাল যেটার শুরু বা শেষের দেখা পাওয়াটা অসম্ভব বলে মনে হয়। অনেক রাস্তার দু-পাশের দেয়ালের গায়ে কিছু গর্ত চোখে পড়ল যেগুলো পেঁচানো মোটা-সরু বিভিন্ন রকমের শেকড়ের সাথে যুক্ত, ওপরটাও ঢেকে আছে শেকড় আর চিকন তন্তুর আবরণে। এই ছোট গর্তগুলো নাথানকে মনে করিয়ে দিল নাইট্রোজেন বাল্বের কথা, অনেক উদ্ভিদের শেকড়ের মাঝে গোলাকৃতির এমন শেকড় দেখা যায়, যেগুলোর ভেতর সার সংরক্ষিত থাকে।

এমন একটা গর্তের সামনে থামল দাখি। নাথান আলো ফেলল ওটার ভেতর। বেশ একটু ভেতরে কিছু একটা দেখা যাচ্ছে যেটাকে শেকড়গুলো বিভিন্ন দিক থেকে পেঁচিয়ে ধরে আছে। আরও একটু ঝুঁকে গেল, অল্প কিছু স্পর্শ করল তার শরীরের বিভিন্ন অংশ। ওগুলোকে পেছনে সরিয়ে দিল সে। পেঁচানো শেকড় ও তার শাখার আড়ালে কিছু একটা আটকে আছে মাকড়সার জালে আটকানো শিকারের মত। দৃষ্টি স্থির করে আর একমুহূর্ত দেখার পর বোঝা গেল বস্তুটা একটা বাদুর, আরও পরিষ্কারভাবে দেখতেই বোঝা গেল একটা ফলখেকো বাদুর। আকারে বেশ বড়। সোজা হল নাথান, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

কাউয়ি ঝুঁকে গিয়ে দেখতেই অবাক হল। "এটা কি বাদুর খেয়ে বেঁচে থাকে?"

"আমার তা মনে হয় না। এদিকে এসে দেখ," পেছন থেকে জবাব দিল আনা।

দু-জনই ঘুরে গেল তার দিকে। একটা গর্তের সামনে বসে আছে এশিয়ানটা।

আকারে এটা অনেক বড় হলেও পেঁচানো শেকড়ের উপস্থিতি এখানে আরও বেশি পরিমাণে। গভীরে তাকাতে তাদেরকে বলল সে। আলো ফেলল নাথান, দেখতে পেল শেকড়-সমাধিতে একটা বড় বাদামী রঙের বাঘ।

"একটা পুমা!" কাউয়ি বলল নাথানের কাঁধের ওপর দিয়ে।

"ভাল করে দেখ," অ্যানা বলল।

তাকিয়ে আছে সবাই, জানে না কি দেখবে তারা। তারপর হঠাৎ সবাইকে হতবাক করে দিয়ে বড় বাঘটা নড়ে উঠল, বোঝা গেল শ্বাস নিচ্ছে। ওটার বুক প্রসারিত হল দম নেবার সময়। পরিস্কার দেখা গেল সব, কিন্তু এই নড়াচড়াটা স্বাভাবিক লাগল না বরং যান্ত্রিক বলে মনে হল তাদের কাছে।

বাকিদের দিকে ফিরে তাকালো আনা, "এটা জীবিত!"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না," বলল নাথান।

একটা হাত বাড়িয়ে দিল আনা, "ফ্লাশ-লাইটটা একটু দেবে?"। অ্যানথ্রপলজিস্ট দ্রুত আশেপাশের আরও কিছু গলি এবং গর্ত দেখে এল। অনেক রকমের প্রাণীর বিশাল সমারোহ চারদিকে। টাউক্যান, মারমোজেট, ট্যামারিন, অ্যান্ট-ইটার এমনকি সাপ আর গিরগিটিও আছে, এবং খুবই অবাক হবার মত বিষয় হল জঙ্গলের ট্রাউট মাছও রয়েছে একটা গর্তে। প্রতিটি প্রাণীকেই শ্বাস নিতে দেখা গেল অথবা বোঝা গেল প্রাণের স্পন্দন আছে সবার মাঝেই, জীবিত আছে মাছটিও, ওটার ছোট্ট ফুলকা দুটো প্রসারিত হচ্ছে আবার বন্ধ হচ্ছে।

"প্রতিটি প্রাণী আলাদা গোত্রের," আনা বলল, এমন গোলকধাঁধার অলিগলিতে ঘুরে আসায় চোখ দুটো চকচক করছে তার। "আর সবগুলোই জীবিত। যেন শীতনিদ্রায় আছে সবাই।"

"তার মানে তুমি কি বোঝাতে চাইছো?"

আনা ঘুরে দাঁড়াল। "আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি একটা বায়োলজিক্যাল স্টোরহাউসে। জেনেটিক কোডের বিশাল এক লাইব্রেরি। আমি হলফ করে বলতে পারি এটাই সেই উৎস যেখান থেকে গাছটা বিভিন্ন প্রিয়ন উৎপাদন করে।"

ছোট্ট একটা বৃত্তাকার পথ ঘুরে এল নাথান, চোখ দুটো আটকে আছে প্রতিটি বাঁকের গোলকধাঁধায়। পুরো বিষয়টা এতটাই জটিল যে বুঝে উঠতে বেগ পেতে হচ্ছে। গাছটা এই প্রাণীগুলো এখানে সংরক্ষণ করছে যেন আলাদাভাবে প্রাণীগুলোর ডিএনএ বিশ্লেষণ করে ভিন্ন ধরণের প্রিয়ন তৈরি করতে পারে, আর নির্দিষ্ট প্রিয়ন দিয়ে নির্দিষ্ট প্রজাতিকে গাছের অধীনে বেঁধে ফেলতে পারে। এটা একটা জীবন্ত জেনেটিক ল্যাবরেটরি।

কাউয়ি একটা হাত রাখল নাথানের কাঁধে। "তোমার বাবা।"

নাথান সন্দেহের চোখে তাকাল নাথান। "আমার বাবার!?" তখনই বিষয়টা যেন তার মাথায় আঘাত করল হাতুড়ির মত। দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন। তার বাবাকে শেকড়ের খাবার বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল তবে সার হিসেবে নয়। বুঝতে পারল নাথান, একটুখানি দুলে উঠে। শরীরের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হল। তার বাবাকে এই ল্যাবে গবেষণার

উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

"সাদা চামড়া এবং অদ্ভুত আচরণের জন্য তোমার বাবা ছিল স্বতন্ত্র," নিচু কণ্ঠে কাউয়ি বলল। "ব্যান-আলি অথবা ইয়াগা এমন জেনেটিক নমুনা হারাতে চায় নি।"

নাথান ঘুরে দাঁড়াল দাখির দিকে, আবেগে গলা ধরে আসছে, কথা বলার শক্তি নেই তার। "আমার...আমার বাবা! তুমি জান সে কোথায়?"

মাথা নাড়ল দাখি, একটা হাত তুলে ধরল। "এই শেকড়ে!"

"হ্যা, কিন্তু কোথায়?" নাথান কাছের একটা গর্ত দেখাল যেটার ভেতর একটা কাল শুথ। "কোন্‌টা?"

চিন্তা করছে এমন একটা ভঙ্গিতে চারপাশের অলিগলির ওপর চোখ বুলাল দাখি, রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে নাথান। রাস্তা হবে কয়েকশ আর চেম্বারের সংখ্যা অগণিত। তার পক্ষে সবগুলো খুঁজে দেখা সম্ভব নয়, বিশেষ করে বিস্ফোরণের চিন্তা মাথায় নিয়ে তো নয়-ই। সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। কিন্তু তার বাবা এখানে কোথাও আছে এটা জানার পর কিভাবে সে এখান থেকে চলে যেতে পারে?

হঠাৎ করে দাখি একটা গলির দিকে পা বাড়াল, অন্যদেরও তার পিছু আসতে বলল।

দ্রুত পা চালাল তারা, আরও নিচে, আরও গভীরে নেমে যাচ্ছে সবাই আঁকাবাকা পথে। শ্বাস নেওয়াটা আরও কঠিন মনে হল নাথানের কাছে, কিন্তু সেটা চারপাশ থেকে চেপে ধরা গন্ধের কারণে নয়। এটা হচ্ছে তার বাড়তে থাকা উদ্বেগের কারণে। এই অভিযানের শুরু থেকেই তার বাবার বেঁচে থাকা নিয়ে কোন সত্যিকারের আশা মনের মধ্যে ছিল না। কিন্তু এখন...আশা আর হতাশার দোলাচালে দুলছে সে, সাথে চেপে আছে ধেয়ে আসা বিপদের আতঙ্ক। কি আছে সামনে? কী-ই বা পেতে চলেছে সে?

আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করা দুটো রাস্তার মাঝে থামল দাখি, তারপর বা-দিকের রাস্তায় হাটা শুরু করল সে। কিন্তু দু-পা এগোতেই আবারো থেমে গেল, মাথা দুলিয়ে একটু পেছনে এসে ডান দিকের রাস্তাটা ধরল এবার। একটা চিৎকার ঘনীভূত হচ্ছে নাথানের বুকের ভেতর। নতুন রাস্তাটা ধরে হেটে চলেছে দাখি, বিড়বিড় করছে নিচুস্বরে। অবশেষে একটা বড় চেম্বারের পাশে থামল সে। "বাবা।"

ফ্লাশ-লাইটটা আনার হাত থেকে নিয়ে নিল নাথান, বসে পড়ল হাটু ভর দিয়ে, আলো ফেলল চেম্বারের ভেতর। হাতের কব্জি পেঁচিয়ে ধরছে শেকড় আর তন্তুর বাঁক, কিন্তু সেদিকে বিন্দুমাত্র খেয়াল করল না। শেকড়ের জঞ্জালের আড়ালে একটা অবয়ব দেখা গেল শোয়ানো অবস্থায়। আলোটা ঘুরিয়ে সম্পূর্ণ কাঠামোটা দেখল সে। জরায়ুর মাঝে থাকা সন্তানের মত গুঁটিসুটি মেরে একটা মানুষ নরম তন্তুর আস্তরণ দেয়া মেঝেতে পড়ে আছে, শরীরে কোন কাপড় নেই, রঙটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ঘন দাড়িতে মুখটা ঢেকে আছে, চুলগুলো পেঁচিয়ে আছে শেকড়ের সাথে। নাথান খুব চেষ্টা করল দাড়ির আড়ালের মুখটা ভালভাবে দেখার। সে এখনো পুরোপুরি নিশ্চিন্ত নয়, এই মানুষটাই তার বাবা কিনা। আরও একটু স্থির হয়ে দেখার পর মানুষটাকে শ্বাস নিতে দেখা গেল যান্ত্রিকভাবে, তারপর শ্বাস ছাড়ল, ঠোঁটের ওপরে তন্তুগুলো একটু দূরে সরে গেল বাতাসে। এখনো জীবিত!

ঘুরে দাঁড়াল নাথান। "তাকে ওখান থেকে বের করতে হবে।"

"ইনিই তোমার বাবা?" জিজ্ঞেস করল আনা।

"আমি...আমি আসলে ঠিক নিশ্চিত নই।" নাথান প্রফেসর কাউয়ির কোমরে গোঁজা হাঁড়ের ছুরিটার দিকে দেখাল। প্রফেসর ওটা ছাড়িয়ে এগিয়ে দিল নাথানের দিকে। উঠে দাঁড়িয়ে এলোপাথারিভাবে শেকড়গুলো কাটতে শুরু করল নাথান।

চিৎকার দিল দাখি। তাকে থামতে উদ্যত হল সে, কিন্তু কাউয়ি পথ আগলে দাঁড়াল ইন্ডিয়ানটার। "দাখি, না! নাথানকে বাধা দিও না।"

নাথান বাইরের শেকড়ের মজবুত বাঁধনগুলো কেটে ফেলছে দ্রুত। কাজটা নারকেলের খোসা ছাড়ানোর মত। শক্ত আবরণের নিচে তুলনামুলক নরম শেকড় তন্তুর মত ঘিরে ধরেছে অবয়বটাকে। আরও ভেতরে ঢুকে গিয়ে সে দেখল শেকড়ের তন্তুগুলো মানুষটার শরীর ভেদ করে গিয়েছে, ওখান থেকে গজিয়ে উঠেছে, যেন শরীরটা মাটি। এটা নিশ্চয়ই ইয়াগার বিভিন্ন নমুনা সংরক্ষণ পদ্ধতি, এভাবেই প্রাণীগুলোকে খাবার দেয়, ভেতরের অন্ত্রগুলো পরিচালনা করে, প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান দেয়। ইতস্তত বোধ করল নাথান। শরীরের সাথে লেগে থাকা অসংখ্য শেকড় কেটে ফেললে মানুষটার যদি কোন ক্ষতি হয়? বা মারা যায়? যদি এটা শতভাগ গাছটাই নিয়ন্ত্রিত করে থাকে? আর যদি সেই নিয়ন্ত্রনে বাঁধা পড়ে তাহলে কি কোন কর্মপ্রক্রিয়া ব্যাপক বাঁধাগ্রস্ত হবে? ওটা থেমে যাবে?

মাথা নাড়িয়ে সব ভাবনা ঝেড়ে ফেলল নাথান। তারপর আবারো কাটতে শুরু করল শেকড় আর তন্তুর জঞ্জাল। সুযোগটা কাজে লাগাতেই হবে। তাছাড়া এভাবে থাকতে থাকতে একদিন তো মানুষটা ঠিকই মারা যাবে। একবার সব তন্তুর জাল কেটে ফেলার পর ছুরিটা একপাশে সরিয়ে রাখল সে, মানুষটার কাঁধের নিচে হাত দিয়ে টেনে তুলল তাকে, তারপর উঁচু করে বাইরে নিয়ে এল। ঝুলতে থাকা শেষ শেকড়টাও ছুটে গেল, মুক্ত করে দিল তার শিকারকে।

সুড়ঙ্গ থেকে বের হবা পর লোকটার পাশে বসে পড়ল নাথান। বিবস্ত্র মানুষটি একটু কেশে তারপর দম নিল মুখ দিয়ে। লেগে থাকা শেকড়ের অনেকগুলোই ঝরে পড়ে গেল রক্ত খাওয়া জোঁকের মত। মোটা শেকড় শরীরের যেসব জায়গায় ঢুকেছিল সেখান থেকে রক্ত আসতে শুরু করল। হঠাৎ খিচুঁনি দিয়ে উঠল মানুষটা, সামনে ঝুঁকে গিয়ে আবার পেছনে হেলে গেল তার শরীর, মাথাটা আছড়ে পড়ল মেঝেতে। নাথান দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল মানুষটিকে, ঠিক বুঝে উঠে পারছে না কী করবে। বিক্ষিপ্ত নড়াচড়াটা পুরো এক মিনিট ধরে চলল। কাউয়ি হাত-পা-গুলো স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে, যেন ব্যাথার পরিমাণ না বাড়ে। শরীরটা শেষবারের মত একটা ঝাকুনি দিল, তারপর বড় করে একটা শ্বাস নিল মুখ দিয়ে। নাথান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল যখন দেখল মানুষটার বুক স্বাভাবিকভাবে ওঠা-নামা করছে। তারপর চোখ দুটো খুলে গেল ধীরে ধীরে, তাকাল তার দিকে। নাথান খুব ভাল করে চেনে চোখ দুটোকে। ওগুলো যেন তার নিজেরই চোখ।

"নাথান?" একটা শুষ্ক আর চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মানুষটি।

নাথান শরীরটার ওপর আছড়ে পড়ল। "বাবা!"

"আমি...আমি কি স্বপ্ন দেখছি?" তার বাবা জিজ্ঞেস করল জোরে।

আবেগাপ্লুত নাথান কোন কথা বলতে পারছে না। সে তার বাবাকে উঠে বসতে সাহায্য করল। শরীরটা বালিশের মত হালকা হয়ে গেছে, একেবারে হাড্ডিসার অবস্থা। এই গাছ তাকে দেখাশোনা করেছে ঠিকই কিন্তু সেটা পর্যাপ্ত নয়।

কাউয়ি তাকে সাহায্য করতে সামনে ঝুঁকে এল। "কার্ল, এখন কেমন লাগছে?"

নাথানের বাবার মুখের মাংসপেশীগুলো সংকুচিত হল প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে, তারপরই আবার প্রসারিত হল, চিনতে পেরেছে সে। "কাউয়ি? হায় ঈশ্বর! কি হচ্ছে এসব?"

"সে এক লম্বা গল্প, বন্ধু," সে নাথানকে সাহায্য করল তার বাবাকে দাঁড় করাতে। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মত সামর্থ্য নেই তার, নাথান ও কাউয়ির কাঁধে ভর দিয়ে এক রকম ঝুলেই রইল। "সবার আগে এই নরক থেকে আগে বের করতে হবে তোমাকে।"

নাথান তাকিয়ে আছে তার বাবার দিকে, অশ্রু বেয়ে আসছে চোখ দিয়ে। "বাবা...!"

"আমি জানি, বাবা," ওর বাবা বলল খসখসে গলায়, একটু কাশল সে।

পুণর্মিলনী হওয়ার উষ্ণতটুকু উপভোগ করার সময় এটা নয়, কিন্তু তার বাবা এই অভিযানে আসার পর থেকে যে কথাটা নাথান বুকে নিয়ে ঘুরছে সেটা না বলে আর এক মুহূর্তও হারাতে চায় না সে। "আমি তোমায় ভালবাসি, বাবা।"

কাঁধের ওপর থাকা তার বাবার হাতটা আরও একটু চেপে এল তার দিকে, ভালবাসা আর মমতার একটি ছোঁয়া। পরিচিত একটি অনুভূতি মনে করিয়ে দিল পরিবারের কথা।

"বাকি সবাইকে ডেকে আনা উচিত," আনা বলল। "তারপর বেরিয়ে পড়ব এখান থেকে।"

"নাথান, তুমি বরং তোমার বাবাকে নিয়ে এখানে অপেক্ষা কর," পরামর্শ দিল কাউয়ি। "বিশ্রাম নাও। ফিরে এসে তোমাদের দু-জনকে সঙ্গে নিয়ে নেব।"

মাথা ঝাঁকাল দাখি। "না। আমরা এই পথে ফিরে যাই না," একটা হাত উঁচু করল সে। "অন্য পথে যাই।"

ভ্রু কুঁচকাল নাথান। "যা-ই হোক, সবাইকে একসাথে থাকতে হবে।"

"আমি নিজেকে সামাল নিতে পারব, কোন সমস্যা নেই," শুকনো কণ্ঠে বলল কার্ল। পেছনের বড় চেম্বারটার দিকে তাকাল সে। "আর তাছাড়া, আমি এখানে দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্রামে আছি।"

মাথা নেড়ে সায় দিল কাউয়ি। বিষয়টি ঠিক হবার পর সবাই আবার ফেরার পথ ধরে হাটা শুরু করল। কাউয়ি তাদের বর্তমান অবস্থার একটা খণ্ডচিত্র তুলে ধরল সামনে। নাথানের বাবা শুধু শুনেই গেল। হাটার সময়ে প্রতিটি মুহূর্তে তাদের দিকে ঝুঁকে সব শোনার চেষ্টা করল। সব ঘটনা শোনার সময় যখন লুই ফ্যাভ্রির নাম আসল আর সে যা করেছে তা বলা হল শুধু তখনই নাথানের বাবার মুখ থেকে কিছু শব্দ বের হল। "শালার বাস্টার্ড।"

একটু হাসল নাথান, তার বাবার কণ্ঠে পুরনো আগুন জ্বলতে শুনে। মূল প্রবেশমুখে

ফিরে এসে রেঞ্জার দু-জনকে প্রত্যাশিতভাবে ব্যস্ত পাওয়া গেল। ব্যান-আলির বাকি সবাইকে জড়ো করেছে তারা। প্রত্যেকের কাছেই গাছের ফল এবং নিজস্ব অস্ত্র রয়েছে। নাথান এবং তার বাবা প্রবেশমুখেই অপেক্ষা করল, আর কাউয়ি এগিয়ে গিয়ে তাদের দলে যোগ দেয়া নতুন মানুষটির কথা ও শেকড়ের মাঝে যা যা দেখেছে তা বর্ণনা করল।

"দাখি বলেছে এই শেকড়ের সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে এখান থেকে বের হবার একটা রাস্তা আছে।"

"তাহলে আর দেরি নয়, এখনই রওনা দিতে হবে," বলল সার্জেন্ট কসটস। "ত্রিশ মিনিটেরও কম সময় হাতে আছে আমাদের, এর মধ্যেই এখান থেকে যতটা সম্ভব দূরে চলে যেতে হবে।"

ক্যারেরা এসে যোগ দিল তাদের সাথে, তার অস্ত্রটা কাঁধে ঝোলালো। "সব কাজ শেষ। কয়েক ডজন ফল আর চার ক্যান্টিন ভরে আঠা নিয়েছি।"

"তাহলে যাত্রা শুরু করা যাক," বলল কসটস।

রাত ৭:৩২

শেকড়ের সুড়ঙ্গ দিয়ে যাবার সময়ে কাউয়ি কিছুক্ষণ পরপর পেছনে আসতে থাকা ইন্ডিয়ান এবং আমেরিকানদের দলটাকে দেখছে, তার পাশে দাখি। সার্জেন্ট কসটস নাথানের বাবাকে এগিয়ে নেবার জন্য সাহায্য করছে নাথানকে। এটা দেখে কাউয়ি ভাবল আরেকটু সময় থাকলে সে একটা স্ট্রেচার বানিয়ে দিতে পারত কিন্তু এখন প্রতিটা মিনিটই খুব মূল্যবান। যদিও সার্জেন্ট কসটস বিশ্বাস করে, এই গভীর সুড়ঙ্গটা শক্তিশালী নাপাম বোমার আগুন ঝরানো বিস্ফোরণকে ঠেকিয়ে দেবে বর্মের মত, তারপরও এত বেশি অলিগলি দেখে ভয় পাচ্ছে।

"এখানকার পাথরগুলো অসংখ্য গর্তে ভরা আর শেকড়গুলো পাথর ও মাটিকে নড়বড়ে করে দিয়েছে। বিস্ফোরণের কারণে ওপরের পাথুরেমাটি আমাদের মাথার ওপর ধ্বসে পড়তে পারে অথবা আশেপাশের কোথাও ধ্বসে পড়লেও আমরা এখানে আটকা পড়ে যাব। এই জন্য বোমাগুলো ফাঁটার আগেই একেবারে নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে হবে আমাদের।"

তাই সবাই দ্রুত এগোচ্ছে, এটা শুধু নিজেদের জন্য নয়, বাকি পৃথিবীর জন্যেও বটে। তাদের ব্যাগের মধ্যে তারা বহন করছে লক্ষ না হলেও হাজার মানুষের ভাগ্য। ইয়াগার এই ফল দ্রুত অসুস্থ মানুষের কাছে পৌছে দেওয়াটাই আসল কথা, যে ফল যুদ্ধ করবে মানুষের জন্য ভয়ঙ্কর সংক্রামক প্রিয়নের বিরুদ্ধে, যুদ্ধ করবে মহামারি প্রতিরোধে। তাই এই মানুষগুলোর কোনভাবেই এখানে আটকা পড়া চলবে না।

পেছনে তাকিয়ে দলটিকে আবারো দেখে নিল কাউয়ি। অন্ধকার সুড়ঙ্গ, টিমটিম করে জ্বলতে থাকা লাইকেন, আটকে থাকা প্রাণীর অসংখ্য চেম্বার...সব মিলিয়ে কাউয়ি বেশ অস্বস্তি বোধ করছে। এত গভীরে দু-পাশের দেয়াল ও ছাদের পুরোটা জায়গাজুড়ে শেকড়

আর শেকড়, একটা আরেকটার ওপর দিয়ে, নিচ দিয়ে ভেদ করে, পেঁচিয়ে, আরও নানানভাবে ছড়িয়ে আছে আঁকাবাঁকা পথে। আর সবখানেই চিকন তন্তুর আস্তরণ ছেয়ে আছে, দুলছে আর অতিক্রম করতে থাকা যেকোন কিছুই আকড়ে ধরতে চাইছে। এই তন্তুগুলোর জন্য দেয়ালগুলোকে পশমি মনে হচ্ছে, যেন জীবন্ত কোন প্রাণী শরীরের লোমগুলো নাড়াচ্ছে।

কাউয়ির পেছনে অন্যদেরকেও সমান উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে, এমনকি ইন্ডিয়ানদেরকেও। নারী-পুরুষের দলটা আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে আসছে, পেছন থেকে দৃষ্টির আড়ালে তারা এখনো। সবার পেছনে আসছে প্রাইভেট ক্যারেরা। পেছন থেকে নজর রাখছে সবার ওপর, তার সামনেই টর-টর এবং কালো জাগুয়ারটা। এই প্রাণী দুটোকে সুড়ঙ্গের মধ্যে আনতে একটু কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। প্রথমে কোনটাই জায়গা থেকে নড়ছিল না কিন্তু পরে টর-টরকে বশ করে ফেলেছিল নাথান।

"ম্যানুয়েলের পোষাটাকে এখানে ফেলে রেখে মরতে দেব না," যুক্তি দেখিয়েছিল নাথান। "এটা আমার জীবন বাঁচিয়েছে। আমি এরজন্য আমার বন্ধুর কাছে ঋণী, একে কোনভাবেই আমি ফেলে যাব না।"

একবার যখন টর-টর সুড়ঙ্গে ঢুকল, বড় জাগুয়ারটাও অনুসরণ করল তাকে।

এখন ক্যারেরা সজাগ দৃষ্টি রাখছে ওদুটোর ওপর, অস্ত্র সর্বদা প্রস্তুত আছে তার, যদি বন্যপ্রাণীটার ভ্রমন চলাকালীন নাস্তা করার ইচ্ছে জেগে ওঠে।

দাখি একটা জায়গায় থামল, রাস্তাটা এখান থেকে বেশ কিছু দিকে ভাগ হয়ে গিয়েছে। সার্জেন্ট কসটস বিরক্ত হল ফুরিয়ে আসা সময়ের কথা ভেবে কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে তাড়াহুড়ো করাটা আরও বেশি পেছনে ফেলে দিতে পারে সবাইকে, এমন জায়গায় হারিয়ে যাওয়াটা খুবই সহজ। তারা সবাই নির্ভর করে আছে দাখির স্মৃতিশক্তির ওপর। এই ইন্ডিয়ানটি একটা পথ বেছে নিলে অন্যেরা তাকে অনুসরণ করল। সুড়ঙ্গটা বেশ ঢালুভাবেই নেমে গিয়েছে। গভীরতা বোঝার জন্য নিচে তাকাল কাউয়ি। তারা এরইমধ্যে প্রায় শ-খানেক মিটার নিচে চলে এসেছে আর এখন আরো নিচে যাচ্ছে। কিন্তু অবাক করার মত বিষয় হল, বাতাসটা এখানে ভারি হবার পরিবর্তে বেশ নির্মল।

কয়েক মিনিট পর টানেলটা ভূমির সাথে সমান্তরালে চলতে শুরু করল। ওটা বেশ কঠিন একটা বাঁক নিয়ে চলে গেছে অন্যদিকে, তারপর মিশেছে বিরাট এক গুহার সাথে। সুড়ঙ্গের খোলা মুখটা অনেকখানি আগে থেকে প্রসারিত হয়ে গুহায় গিয়ে মিশেছে। সরু একটা পথ চলে গেছে সবচেয়ে কাছের দেয়াল ঘেঁষে। পাথরের মত মজবুত রাস্তাটা গুহার মেঝে থেকে অনেক ওপরে। রাস্তা ধরে হাটা শুরু করল দাখি। খোলা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে কাউয়ি অনুসরণ করল তাকে। চেম্বারটা দৈর্ঘ্যে আধ-মাইল হবে। ওটার একেবারে মাঝখানে বিরাট এক শেকড়ের কলাম ওপরের পাথুরে মাটি ভেদ করে নেমে এসে নিচের মাটির ভেতর দিয়ে গভীরে চলে গেছে। কাউয়ি ভালভাবে দেখল শেকড়টাকে, একটা বিরাট রেডউড গাছের মত মোটা।

"এটা সেই ইয়াগার মূল শেকড়," তাদের কাছে আসতে আসতে নাথান বলল।

"আমরা ওটার চারপাশ দিয়েই নিচে নামছি।"

প্রধান শেকড়টা থেকে হাজার-হাজার শাখা-প্রশাখা প্রতিটি টানেলের মাঝ দিয়ে সবদিকে ছড়িয়ে গেছে।

"মাইলের পর মাইলজুড়ে টানেলগুলো চলে গেছে," বলল কাউয়ি। প্রধান শেকড়টা ভালভাবে দেখছে সে। মাটির ওপরে রেখে আসা গাছের দৃশ্যমান অংশটুকু আসলে মূল কাঠামোর একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। "কল্পনা করতে পার কত প্রজাতির প্রাণী আটকা পড়ে আছে নিচে? কালের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে?"

"গাছটি নিশ্চিতভাবেই শত শত বছর ধরে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে আসছে," নাথানের বাবা বিড়বিড় করে বলল ছেলের পাশ থেকে।

"হয়তো তারও আগে থেকে," বলল কাউয়ি। "হয়তো এই ভূ-খণ্ড যখন প্রথম গঠিত হয়েছে তখন থেকেই।"

"প্যালেওজয়িক যুগ থেকে," নাথান যোগ করল। "যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে এই বিশাল বায়োলজিক্যাল স্টোরহাউসে আরও কত রকম প্রাণী আছে ভাবতে পার?"

"আর তার ভেতরে কতগুলো আবার এখনো জীবিত!" যোগ করল আনা।

আৎকে উঠল কাউয়ি। এটা একই সাথে বিস্ময়ের এবং ভীতিকর ব্যাপার। সে দাখিকে ইশারা করল সামনে চলার জন্য। দৃশ্যটা এতই ভয়ঙ্কর যে, বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। তার অনুসন্ধিৎসু মন ডালপালা মেলে ধরতে চাইছে এই শেকড়ের মতই, খুঁজে বের করতে চাইছে শত-সহস্র বা তারও বেশি বছর আগে থেকে আজ অবধি কি কি লুকানো আছে এই পাতালপুরীতে। কিন্তু বড় বাঁধাটা হল সময়, দ্রুত ফুরিয়ে আসছে সেটা তাদের জন্য, সারা পৃথিবীর জন্য।

সরু পথ ধরে বিরাট চেম্বারটা চক্রাকারে ঘুরে রাস্তাটা শেষ হল নতুন এক সুড়ঙ্গে, যেখান থেকে আবারো শুরু হল অসংখ্য অলিগলি, গোলক ধাঁধা। চেম্বারটা যদিও তারা পেছনে ফেলে এল, কাউয়ির চিন্তা-ভাবনা পড়ে রইল এখানকার রহস্যটার মাঝে। পা দুটো ধীর হয়ে এল তার, নিজেকে আবিষ্কার করল, সে হাটছে নাথান আর কার্লের পাশে।

"আমি যখন অ্যানথ্রপলজি নিয়ে পড়তাম," কাউয়ি বলল, "তখন গাছ-পালা নিয়ে অনেক কল্পকথা, প্রাচীন গল্পও পড়েছিলাম। গাছ যেন মায়ের মত অভিভাবক, একজন রক্ষণাবেক্ষণকারী, সকল জ্ঞানের এক ভাণ্ডার। এ-কারণে ইয়াগ্গার বিষয়টা আমাকে ভাবিয়ে তুলছে। মানুষ কি এর আগেও এই গাছের দেখা পেয়েছে?"

"ঠিক কি বলতে চাইছ?" জিজ্ঞেস করল নাথান।

"ঠিকভাবে বলতে গেলে এই গাছটাই তো এই প্রজাতির একমাত্র গাছ নয়। এর পূর্বসূরীরা অবশ্যই অতীতেও ছিল। হতে পারে, এই কাহিনীগুলো আসলে সেই বহুকাল আগে থেকে চলে আসা টুকরো-টুকরো স্মৃতির সমন্বিত রূপ, যে স্মৃতিগুলো বহন করেছে প্রথম যুগের মানুষ, তারপর পরের প্রজন্ম শুনেছে তাদের কাছ থেকে আর এভাবেই আজকের দিন পর্যন্ত চলে এসেছে।" নাথানের চোখে সন্দেহের ছায়া দেখতে পেয়ে আবারো বলা শুরু করল সে। "একটা উদাহরণ দেই, বেহেশ্তের বাগানে একটা জ্ঞানের

বৃক্ষ ছিল। এমন এক গাছ যেটার ফল খেলে পৃথিবীর সব জ্ঞান অর্জন করা যেত কিন্তু যারা খাবে তারা অভিশপ্ত হয়ে যাবে। এবার এই ঘটনার সমান্তরালে তুমি ইয়াগার ঘটনাটা চিন্তা করে দেখ। এমনকি যখন আমি কার্লকে শেকড়ের মাঝে আটকে থাকতে দেখলাম, এটাও আমাকে বাইবেলের একটা ঘটনাকে মনে করিয়ে দিল। তেরশ শতকে এক সন্ন্যাসি নিজেকে দীর্ঘদিন অনাহারে রেখেছিল। কেন জান? সে ইশ্বরকে দেখার চেষ্টা করছিল। পরে তার কাহিনীতে সে লিখে যায়, তাকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে সে আদমের পুত্র সিথের দেখা পায়। সেখানে যুবক সন্ন্যাসিটি সেই জ্ঞান বৃক্ষটিও দেখে, যেটার রঙ এখন সাদা হয়ে গিয়েছে। গাছটা তার শেকড়গুলো দিয়ে সিথের ভাই কাবিলকে চেপে ধরে আছে। কিছু শেকড় কাবিলের শরীর ভেদ করে ঢুকে গেছে ভেতরে।"

চিন্তিত দেখাল নাথানকে।

"এই দুই ঘটনার সাদৃশ্য কিন্তু ব্যাপক," কথা শেষ করল কাউয়ি।

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর নাথানকে মনে হল প্রফেসরের কথাগুলো যেন বুঝতে পারছে, তারপর মুখ খুলল সে। "হয়তো তোমার চিন্তাটা ঠিক। ইয়াগার এই সুড়ঙ্গগুলো মানুষের বানানো নয়, সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই গাছটা কেন এমন আচরণ করবে যদি না এটার আগের প্রজাতিগুলো মানুষের দেখা না পেয়ে থাকে? আর মানুষ যদি এটার আগের প্রজাতির সংস্পর্শে না-ই এসে থাকে তাহলে এমন বৈশিষ্ট্যই বা কেন হবে ওটার মাঝে? মানুষ অবশ্যই অনেক আগে থেকেই এর আদি বংশধরের সাথে সম্পর্কিত ছিল।"

"পিঁপড়া-গাছের মত?" যোগ করল কাউয়ি, "এক্ষেত্রেও একই রসায়ন কাজ করছে। পিঁপড়ার কলোনি হিসেবে যে গাছটা দেখেছিলাম ওটাই কিন্তু ঐ বৈশিষ্ট্যের প্রথম গাছ নয়। বহুকাল আগে থেকেই ওটার আগের প্রজন্মের গাছগুলোর সংস্পর্শে পিঁপড়ারা আসতে শুরু করে, তারপর সবরকম সুবিধার কথা বিবেচনা করে গাছকেই তাদের আবাসস্থল বানিয়ে নেয়। আর গাছও একটু একটু করে তার অভ্যন্তরীণ গঠন পরিবর্তন করে এই ছয়পেয়ে সৈন্যদের গ্রহণ করার জন্য। যার ফল আমাদের দেখা পিঁপড়া-গাছটা।"

এবার শোনা গেল নাথানের বাবার কণ্ঠ। "আর এখানে ব্যান-আলিদের যে বিবর্তন, তাদের জেনেটিক পরিবর্তন," দম নিল কার্ল, "এমন পরিবর্তনের ঘটনা আগেও কি ঘটেছে? এই গাছ বা তার বংশধরেরা কি এমনভাবেই মানুষের বিবর্তনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে? এ-কারণেই কি গাছকে ঘিরে এমন সব কাহিনী আমাদের লোককথায় জায়গা করে নিয়েছে?"

কাউয়ির ভ্রু জোড়া সংকুচিত হল। এভাবে সে ভেবে দেখে নি এখনো। পেছন দিকে তাকিয়ে মানুষগুলোকে দেখল সে, জাগুয়ার দুটোও হাঁটছে তাদের পিছু। ইয়াগা যদি এই প্রাণীগুলোর বুদ্ধিমাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে তবে এই ঘটনা এই গাছ বা এটার পূর্ব প্রজন্মেরা অতীতেও কি ঘটিয়ে থাকতে পারে না? মানুষেরা কি তাদের বুদ্ধিমত্তার জন্য কোন না কোনভাবে এই গাছের পূর্ব-প্রজন্মের কাছে ঋণী? এমন চিন্তা করলে সব যেন শীতল হয়ে আসে। একটা নীরবতা নেমে এল সবার ওপর। মাথার ভেতর ইয়াগার ইতিহাস

পর্যালোচনা করছে কাউয়ি। এই গাছটি এখানেই জন্মেছে তাতে সন্দেহ নেই, আর শত শত বছর ধরে বিভিন্ন প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করছে ওটার শেকড়ের ভেতর ছোট-বড় কুঠুরিতে। প্রথমে প্রাণীগুলোকে বিভিন্ন রকম সুবিধা দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে তারপর তাদেরকে বন্দী করে রেখেছে অসংখ্য গর্তের মাঝে। কোন এক সময়ে ইয়ানোমামোদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া কোন মানুষের দল হয়তো এখানে এসে পড়ে, ইয়াগার বিস্ময়কর আঠার ক্ষমতা আবিষ্কার করে আর প্রাকৃতিক আশ্রয় হিসেবে গাছটার অসংখ্য চেম্বার ব্যবহার শুরু করে। একবার ওটার ফাঁদে মানুষগুলো যখন পড়ে যায় তখন আর বেরিয়ে আসার কোন পথ থাকে না, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অন্যান্য প্রাণীর মত গাছের সাথেই থাকতে হয় এবং ধীরে ধীরে পরিণত হয় ব্যান-আলিতে। ইয়াগার মনুষ্য-দাস। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত এই ব্যান-আলিরা বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীকে ব্যবহার করে আসছে শেকড়ের খাবার হিসেবে, যেন ইয়াগা তার জৈবিক তথ্য-ভান্ডার আরও প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করতে পারে। আর যদি ওগুলোকে এভাবেই ছেড়ে যাওয়া হয়, কোথায় নিয়ে যাবে এটা? মানুষের নতুন কোন প্রজাতি সৃষ্টি করবে জেরাল্ড ক্লার্কের মৃত বাচ্চাটার মত? নাকি আরও খারাপ কিছু, হাইব্রিড পিরানহা এবং পঙ্গপালের মত?

পেঁচানো সুড়ঙ্গের দিকে চোখ মুখ কুঁচকে তাকাল কাউয়ি, হঠাৎ করেই আবার প্রশান্তি অনুভব হল যখন ভাবল পুরো গাছটা খুব শীগ্‌গিরই ধ্বংস হতে চলেছে। সামনে থেকে দাখি চিৎকার দিল। পাশের দিকে চলে যাওয়া একটা সুড়ঙ্গকে দেখাল সে। ঐ সুড়ঙ্গ থেকে আবছা আলো আসছে। একটা চাপা গর্জন ধ্বনিত হল পেছন থেকে।

"এটাই বের হবার রাস্তা," কাউয়ি বলল।

রাত ৭:৪৯

বাবাকে নিয়ে যতটা দ্রুত পারা যায় এগিয়ে যাচ্ছে নাথান। সার্জেন্ট কসটস অব্যাহতভাবে হুংকার দিচ্ছে চাপাস্বরে আর সময় গুনছে বোমাগুলো বিস্ফোরিত হবার কত মিনিট বাকি। *গুলিটা বোধহয় কানের পাশ দিয়েই চলে যাবে*, বাকিটা পথ এবং সময় হিসেব করে ভাবল কসটস। দলটি এগিয়ে চলল সামনের চাঁদের আলোর দিকে। গর্জনের শব্দটা আরও একটু জোরে হল, তার একটু পরেই সেটা বেড়ে হয়ে গেল বজ্রপাতের শব্দের মত। সামনের এককোণে সুড়ঙ্গটার শেষপ্রান্ত দেখা যাচ্ছে। শব্দের উৎসটা আরও পরিস্কার হল। একটা ঝর্ণা আছড়ে পড়ছে সুড়ঙ্গের শেষপ্রান্তে, চাঁদের আলোতে ঝর্ণাটাকে আলোর ঝর্ণা বলে মনে হচ্ছে।

"টানেলটা অবশ্যই একটা পাহাড়ের খোলা ফাঁটলে গিয়ে শেষ হবে, যেটা নিচু উপত্যকায় গিয়ে মিশেছে," কাউয়ি বলল।

দাখিকে অনুসরণ করে টানেলের ভেঁজা মুখের শেষপ্রান্তের কাছে পৌঁছাল সবাই। সবার সামনে দিয়ে ওপর থেকে নিচে তীব্র বেগে পানি পড়ছে। নিচের দিকে দেখাল ইন্ডিয়ানটি। ঝর্ণা আর পাহাড়ের মাঝে সরু একটা জায়গা খাড়া নেমে গেছে নিচে, পাথুরে

সেই জায়গার গায়ে সিঁড়ির মত ধাপ খোদাই করা, ভিজে চকচক করছে চাঁদের আলোয়। সিঁড়িটা আগ-পিছু করে অনেকটা ঘুরিয়ে কাটা হয়েছে পাহাড়েরর গায়ে, নেমে গেছে ওটা নিচের উপত্যকায়।

"সবাই...মাথা নিচু কর!" চিৎকার দিল সার্জেন্ট কসটস। "দ্রুত নামবে সবাই, কিন্তু চিৎকার দিলে থেমে যাবে, আর নিচু হয়ে শক্ত করে মাটি ধরে থাকবে।"

দাখি সার্জেন্ট কসটসের কাছেই, নিজ গোত্রের মানুষগুলোকে সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেল। কাউয়ি নাথানকে সাহায্য করছে তার বাবাকে এগিয়ে নিতে। খুব দ্রুত নিচে নামছে তারা ভেঁজা আর পিচ্ছিল সিঁড়ি বেয়ে। তাড়াহুড়ো এবং সতর্কতা এ দুইয়ের মাঝে ভারসাম্য রাখতে হচ্ছে তাদেরকে। পেছনে বাকিরাও নেমে আসছে দ্রুত।

সবার পেছনে জাগুয়ার দুটোকে দেখা গেল, আবদ্ধ সুড়ঙ্গের মাঝ থেকে বেরুতে পেরে আনন্দিত মনে হল ওদেরকে। খোলা সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নামতে দেখে ওদের ধারাল নখরযুক্ত থাবাগুলোর জন্য হিংসা হল নাথানের।

"এক মিনিট," কাউয়ি বলল কার্লের শরীরের ভার সামলে নিয়ে।

দ্রুত পা চালাল মানুষগুলো। নিচ থেকে এখনো কমপক্ষে চারতলা উঁচুতে সবাই। একবার পা পিছলে গেলে নিশ্চিত মৃত্যু। তারপরই একটা চিৎকার ভেসে এল পানির শব্দ চাপা দিয়ে।

"এখনি নিচু হও! নিচু হও।"

বাবাকে সিঁড়ির ওপর শক্ত করে বসিয়ে দিয়ে নিজেও নিচু হল নাথান। ওপরে তাকিয়ে দেখল বাকি সবাই সিঁড়িটার সাথে মিশে আছে। তারপর মুখটা নিচু করে প্রার্থনা করল সে।

বিস্ফোরণটা যখন হল মনে হল যেন নরক নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে। শব্দটা খুব বেশি হল না, ৪ঠা জুলাইর স্বাধীনতা দিবসের রাতে আতশবাজির শব্দের চেয়ে কম, তবে প্রভাবটা আতশবাজির চেয়ে অনেক বেশি। পাহাড়ের শীর্ষবিন্দু ছাড়িয়ে আগুনের একটা ফোয়ারা আকাশপানে উঠে গেল প্রায় আধমাইলের মত, তারপর ছড়িয়ে পড়ল খোলা আকাশের চারদিকে তিনগুন দূরত্বে। বাতাসের ঝাপটা এসে আঘাত করল তাদের গায়ে, স্রোতের মত আগুনের ঢেউ বৃত্তাকার পথে ছড়িয়ে পড়ছে সবদিকে। ঝর্ণার প্রতিবন্ধকতাটা যদি তাদের সামনে না থাকত তবে এখানেই ছাই হয়ে যেত সবাই। তারপরও কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হল ঝর্ণার কারণে। জলের প্রবাহটা বিস্ফোরণের ধাক্কায় মারাত্মকভাবে কেঁপে উঠে জলের বিশাল এক ঝাপটা এসে পড়ল তাদের ওপর। কিন্তু শক্ত করে ধরে থাকল সবাই।

খানিক পরেই ওপর থেকে ধ্বংস হয়ে যাওয়া গাছপালার জ্বলন্ত টুকরো নিচে পড়তে শুরু করল, কিছু খাড়াভাবে, কিছু ছড়িয়ে পড়ল আনুভূমিকভাবে। সৌভাগ্যক্রমে তাদের দিকে ছুটে আসা বেশিরভাগই দ্রুত বেগে পড়তে থাকা জলের ধারায় ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল নিচে। তবুও এত গাছপালা মুহূর্তের মাঝে বিস্ফোরিত হয়ে তুলোর মত উড়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখাটাও ভয়ঙ্কর ব্যাপার। তাপের প্রবাহটা অতিক্রম হয়ে যাবার পর, চিৎকার দিল কসটস।

"চলতে থাক, কিন্তু পড়ন্ত টুকরোগুলোর দিকে খেয়াল রেখ।"

মাথা উঁচু করে সব দেখে আবার নামার প্রস্তুতি নিল নাথান। সবাই ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল পায়ে ভর দিয়ে, হতভম্ব যেন মানুষগুলো। অবশেষে পেরেছে তারা। নিচের দিকে একবার দেখে নিয়ে বাবার দিকে এগিয়ে গেল সে। "চল বাবা, এখান থেকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে।"

বাবার হাতটা নিজের হাতে নিতেই নাথানের মনে হল পায়ের তলার মাটি কাঁপছে। একটা গুড়গুড় শব্দও কানে এল তার। সাথেই সাথেই বুঝতে পারল লক্ষণ খারাপ। "হায় হায়!" মুহূর্তেই ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবার শরীরের উপর, ঠোঁটে একটা চিৎকার, "নিচু হও সবাই, এক্ষুণি।"

দ্বিতীয় বিস্ফোরণে কানে তালা লেগে গেল সবার। চিৎকার দিল নাথান। এমন ঝাঁকুনি দিয়ে বিস্ফোরণটা হল যে, নাথান নিশ্চিত, পাহাড়ের চূড়াটা ভেঙে পড়বে তাদের উপরে। ওপরের সুড়ঙ্গের মুখ থেকে আগুনের উদগীরণ হল তীব্র বেগে, আছড়ে পড়ল জলের গায়ে। তরল বাষ্প নেমে এল তাদের দিকে। গলাটা বাড়িয়ে নাথান দেখল আগুনের দ্বিতীয় উদগীরণটা হল সুড়ঙ্গ থেকে, তারপর তৃতীয়। ছোট আরও কিছু অগ্নিশিখা ছুটে বের হল পাহাড়ের অন্যান্য সরু ফাঁটল দিয়ে, যেন শত-শত আগুনের জিহ্বা বের করে দিচ্ছে পাহাড়টা। আগুনের সবগুলো শিখাই অদ্ভুত নীল রঙের। পুরোটা সময়জুড়ে মাটি কাঁপছে আর চাপা গর্জন হচ্ছে নিচ থেকে।

নাথান তার বাবাকে আগলে রাখল তার শরীরের নিচে।

পাথর আর মাটি চূর্ণ হয়ে বেরিয়ে এল ফাঁটলগুলোর মুখ দিয়ে। শেকড়সহ উপড়ে যাওয়া গাছগুলো জ্বলন্ত মিসাইলের মত আকাশের দিকে উঠে গিয়ে আবার আছড়ে পড়ল নিচের উপত্যকায়। তারপর একটা সময় সব শান্ত হয়ে এল। একটা ছোট পাথর গড়িয়ে এসে তাদেরকে অতিক্রম করে পড়ে গেল নিচে।

সবাই চুপ, কেউই নড়ল না একচুল। ঝর্ণাটা আবারো রক্ষা করল তাদেরকে। ছুটে আসা ধ্বংসাবশেষের বেশিরভাগ ঠেকিয়ে দিয়েছে ওটা। গাছের কিছু টুকরো অবশ্য তাদেরকে স্পর্শ করে গেছে কিন্তু সেগুলোর ভয়ঙ্কর গতি জলের দেয়াল ভেদ করতে গিয়ে থেমে গিয়েছে।

বেশ কয়েক মিনিট পর নাথান মাথাটা অনেকখানি উঁচু করে ধ্বংসযজ্ঞের দিকে তাকাল। সে দেখল কাউয়ি তার বাবার থেকে একধাপ ওপরে। প্রফেসরকে খুব হতভম্ব আর আহত দেখাচ্ছে। নাথানের দিকে তাকাল সে, মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে আছে একেবারে।

"তুমি যখন চিৎকার দিলে...আমি খুবই ধীরে আসছিলাম...বিস্ফোরণটা হল...তাকে সময় মত ধরে ফেলতে পারি নি," তার চোখ দুটো গভীর খাদের দিকে স্থির হল, "আনা পড়ে গেছে।"

চোখ বন্ধ করে ফেলল নাথান, "হায় ঈশ্বর!"

ওপর ও নিচের মানুষগুলোর মাঝ থেকে চাপা কান্নার শব্দ ভেসে এল। যেন আনা

একাই মারা যায় নি। গায়ে শক্তি পেল না নাথান, হাটুতে ভর দিয়ে নিজের দেহটাকে কোনমতে উঁচু করে রাখল সে। তার বাবা একটু কাশল তারপর ঘুরল তার দিকে, পাংশুবর্ণ হয়ে গেছে সে-ও। কিছুক্ষণ সবাই চুপ থাকার পর ধীরে সবাই নামতে শুরু করল পাথরের সিঁড়ি বেয়ে। রক্তাক্ত এবং স্তম্ভিত তারা।

ঝর্ণার নিচে জড় হল সবাই। শীতল পানির ঝাপটায় ভিঁজে একাকার। তিনজন ব্যান-আলিও বিস্ফোরণের সময় সিঁড়ি থেকে ছিটকে পড়ে গেছে নিচে। বেঁচে থাকার কোন সম্ভাবনাই নেই তাদের।

"দ্বিতীয় বিস্ফোরণটা কিসের হল?" জিজ্ঞেস করল কসটস।

নাথানের মনে পড়ল সেই অদ্ভুত নীলচে আগুনের কথা। সে ইয়াগার আঠা ভরা ক্যান্টিন থেকে একটা তুলে নিল তারপর এককোঁটা আঠা নিচে ফেলে ক্যারেরার লাইটার দিয়ে ওটাতে আগুন ধরিয়ে দিল। একটা দীর্ঘ নীল আগ্নিশিখা জ্বলে উঠল আঠা থেকে। "কপারের মত জ্বলছে," বলল নাথান, "বেশ দাহ্য। পুরো গাছটা শেকড়-বাকড়সহ রোমান ক্যান্ডল আতশবাজির মত উড়ে গেছে। মাটি যেভাবে কাঁপছিল তাতে এমনই মনে হয়েছে আমার।"

একটা শোক-ভরা নীরবতা নেমে এল ছোট দলটির ওপর।

নীরবতা ভাঙল ক্যারেরা। "এবার কি করব?"

উত্তর দিল নাথান, কণ্ঠে আগুন ঝরছে তার, "এবার ঐ বাস্টার্ডকে মূল্য চুকাতে হবে, ম্যানুয়েলের জন্য, অলিনের জন্য, আনার জন্য, ব্যান-আলির সব মানুষের জন্য।"

"ওদের অনেক গোলা-বারুদ আর অস্ত্র আছে," সার্জেন্ট কসটস বলল। "আমাদের আছে একটা বেইলে। আর সংখ্যায়ও আমাদের চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশি ওরা।"

"তাতে কিছু যায় আসে না," কণ্ঠটা শীতল রাখল নাথান, "আমাদের কাছে এমন কার্ড আছে যা দিয়ে সবগুলোকে টেক্কা দেয়া যাবে।"

"কি সেটা?" কসটস জানতে চাইল।

"তারা জানে আমরা বেঁচে নেই, মরে গেছি।"

অধ্যায় ১৯

নিশুতি আক্রমণ
রাত ১১:৪৮
আমাজন জঙ্গল

চোখ দুটো এখন ভিঁজে উঠছে কেলির। হাত দুটো পেছনে বাঁধা থাকায় একটুও মুছতেও পারছে না। একটা শক্ত খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে। মাথার ওপর পামপাতায় বোনা একটি একচালা ছাউনি একটু আগে শুরু হওয়া ঝিরঝিরে বৃষ্টিকে ঠেকিয়ে দিচ্ছে। রাত বাড়ার সাথে সাথে উপরের আকাশটা ঘন মেঘে ঢেকে গেছে, ফলে তার অপহরণকারীদের জন্য বেশ সুবিধাই হয়ে গেছে। "যত অন্ধকার ততই ভাল," ফ্যাভ্রি বলেছিল আনন্দের সাথে। খুব দ্রুত এগিয়ে গিয়ে এখন তারা অবস্থান করছে জলাভূমির দক্ষিণ পাশে, গভীর জঙ্গলের আড়ালে। কিন্তু এত আঁধার ও দূরত্ব সত্ত্বেও উত্তর-আকাশ লাল গনগনে হয়ে আছে, যেন সূর্যটা ওদিক থেকে উঠতে চাচ্ছে। যে বিস্ফোরণটা হয়েছিল সেটা শুরু হয়েছিল অভূতপূর্ব এক অগ্নিগোলক দিয়ে, ওটা প্রথমে ছুটে গেল সোজা আকাশের দিকে তারপর বিস্ফোরিত হয়ে আগুনের টুকরোগুলো নেমে এল নিচে। ভয়াবহ এই দৃশ্য তার সমস্ত আশা পুড়ে ছাই করে দিয়েছে। সে নিশ্চিত, তার দলের সবাই এখন মৃত।

ছোটার গতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল ফ্যাভ্রি তারপর, নিশ্চিত ছিল সে আগুন আর ধোঁয়া দেখতে পেয়ে সরকারি হেলিকপ্টারগুলো তাদের সর্বোচ্চ গতিতে এগিয়ে যাবে ঘটনাস্থলে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আকাশে কিছুই দেখা যায় নি। মিলিটারিদের আকাশযানের বাতাস ফুঁড়ে আসার কোন শব্দ কানে আসে নি এখন পর্যন্ত। কিছুক্ষণ পরপর আকাশের দিকে খেয়াল রাখছে ফ্যাভ্রি। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে। হয়তো অলিনের পাঠানোর সিগন্যালটা কাজে দেয় নি অথবা হেলিকপ্টারগুলো সম্ভবত রওনা দিয়েছে।

যা-ই হোক না কেন, কোন ঝুঁকি নেয় নি ফ্যাভ্রি। কোন আগুন জ্বালান বা আলো জ্বালান চলবে না, শুধু নাইট-ভিশন চশমা ব্যবহার করতে হবে। স্বভাবতই কেলিকে কোন চশমা দেয়া হয় ন। অন্ধকারে চলতে গিয়ে তার হাঁটুর একটু নিচে কেটে গিয়েছে কাঁটার খোঁচায়। তার হোঁচট খাওয়াগুলো অবাক করে দিয়েছে তার প্রহরীদেরকে। হুমরি খেয়ে পড়ার সময় হাত দিয়ে না ঠেকাতে পারায় প্রতিবারই একটু একটু করে রক্তাক্ত হয়েছে তার হাটু। সারা পায়ে যন্ত্রণা করছে তার। মশা এবং ডাঁশমাছি ছুটে এসেছে তার ক্ষতস্থানের দিকে, ভনভন করছে চারপাশে। এমনকি সে একটু তাড়িয়েও দিতে পারছে না ওগুলোকে। তবে বৃষ্টি যেন একটু পরিত্রাণ দিয়েছে। পুরো এক ঘণ্টা বসে আছে কেলি, তাকিয়ে আছে উত্তরের লালচে আকাশের দিকে, প্রার্থনা করছে তার বন্ধুরা যেন বেঁচে

থাকে। তার কাছেই গুণ্ডাদলটি তাদের বিজয় উপভোগে মত্ত। অ্যালকোহলের ফ্লাস্কগুলো ঘুরছে একহাত থেকে অন্যহাতে। পানপাত্রগুলো উঁচু করে প্রতিটি অর্জনকে স্মরণ করা হচ্ছে, গর্বভরে আলাপচারিতা চলছে সবার মাঝে। অনেকে নিচুস্বরে পরিকল্পনাও করছে কিভাবে তাদের টাকাগুলো খরচ করবে। ওদের কথা শুনে বোঝাই যাচ্ছে বেশিরভাগ খরচই হবে পতিতালয়ে।

ফ্যাভ্রি দলটির চারপাশে চক্রাকারে ঘুরছে। এই পার্টিতে তার কোন আপত্তি নেই, তবে নিশ্চিত করতে চাইছে তারা যা অর্জন করেছে তা যেন হাতছাড়া না হয়ে যায়। যেখানে তাদের জন্য মোটর-বোটগুলো অপেক্ষা করছে সেই গন্তব্য থেকে এখনো বেশ কয়েক মাইল পেছনে আছে।

তাই এই মুহূর্তে কেলি নিজেও কিছু সময় পেয়েছে একান্তভাবে। ফ্রাঙ্ককে ক্যাম্পের মাঝখানে অন্য একটা অস্থায়ী ছাউনির নিচে রাখা হয়েছে। এখন তার একমাত্র সঙ্গী ফ্যাভ্রির বিকৃত লেফটেন্যান্ট, যার নাম মাস্ক। সে দাঁড়িয়ে দলের আরেক জনের সাথে কথা বলছে, ফ্লাস্ক আদান-প্রদান হচ্ছে তাদের মাঝেও।

বৃষ্টি ভেদ করে একজন এগিয়ে আসছে। ফ্যাভ্রির সেই ইন্ডিয়ান মেয়ে সু। বৃষ্টির কারণে তাকে প্রায় বোঝাই যাচ্ছে না। কাপড়হীন শরীরেও অস্ত্রটা তার গলায় ঝুলছে সারাটা সময়। তবে কর্পোরাল ডি-মারটিনির সেই ঝুলন্ত মাথাটা এখন দেখা যাচ্ছে না। হয়তো বিচ্ছিরি ঐ জিনিসটা বৃষ্টিতে ভেঁজাতে চায় না, বিরক্তির সাথে ভাবল কেলি।

মাস্কের সঙ্গী আস্তে করে ওখান থেকে সরে পড়ল মেয়েটিকে আসতে দেখে। এই গুণ্ডাদলের প্রায় সবার ওপরই তার তীব্র প্রভাব আছে। সবাই তাকে মারাত্মক ভয় পায়। এমনকি মাস্ক নিজেও ছাউনি থেকে বেরিয়ে পাশের আরেকটিতে আশ্রয় নিল। ইন্ডিয়ান নারীটি মাথা নিচু করে ছাউনির নিচে ঢুকে কেলির পাশে বসল। তার হাতে একটি র‍্যাকসাক। ওটা মাটির ওপর রেখে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে কিছু একটা খুঁজতে লাগল সে। অবশেষে আস্তে করে বের করে আনল ছোট একটি মাটির পাত্র। তারপর পায়ের বাঁধন খুলে দিল সে। পাত্রটার ভেতর গলানো মোমের মত তেলতেলে একটি পদার্থ। ডাইনিটা একটা আঙুল পাত্রের ভেতর চুবিয়ে নিল, তারপর কেলির কাছে এগিয়ে আসতেই এক ঝটকায় একটু সরে গেল সে। ইন্ডিয়ানটা কেলির টাখনু ধরে ফেলল। হাত দুটো যেন লোহার তৈরি। আঙুলের ডগায় তৈলাক্ত বস্তুটা কেলির কেটে যাওয়া জায়গাগুলোতে লাগিয়ে দিতে শুরু করল সে। সাথে সাথেই জ্বালাপোড়া কমে এল ক্ষতস্থানগুলোতে। হাসফাস করা বন্ধ করে দিল কেলি। মেয়েটিকে তার চিকিৎসা করতে দিল।

"ধন্যবাদ," কেলি বলল, যদিও সে জানে না কেন তাকে এত যত্ন করা হচ্ছে। শুধুমাত্র তার আরামের জন্য নাকি ব্যাথা কমলে আবার যেন হাটা শুরু করতে পারে সেজন্যে? যে কারণেই হোক, বেশ ভাল লাগছে এখন।

ইন্ডিয়ানটা আবারো তার ব্যাগ থেকে তাঁতে বোনা লিলেন কাপড়ে মোড়ানো একটি পোটলা বের করল। খুব সাবধানে ওটা খুলে ছড়িয়ে রাখল ভেঁজা মাটির ওপর। ওটার

ভেতরে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি নানারকম যন্ত্রপাতি, কিছু তৈরি করা হয়েছে হলুদ হাঁড় থেকে, প্রতিটাই সমান কয়েকটি সারিতে আলাদা আলাদা পাউচের মাঝে ঢুকিয়ে রাখা। সুই সেখান থেকে ঘাসকাটা কাস্তের মত দীর্ঘ একটি ছুরি টেনে বের করে নিল, আরও চারটা একই রকম যন্ত্র আছে ওখানে। ছুরিটা নিয়ে কেলির দিকে ঝুঁকে গেল সে। আবারো একটু সরে গেল কেলি, কিন্তু মেয়েটি কেলির কাঁধের পেছনের চুলগুলো শক্ত করে মুঠোতে ধরে স্থির হয়ে থাকল এক মুহূর্ত, তারপর চুলগুলো নিচের দিকে টান দিতেই মাথাটা পেছন দিকে হেলে মুখটা উপরে উঠে গেল তার। ভয়ঙ্কর শক্তি ইন্ডিয়ানটার গায়ে।

"কি করছ তুমি?"

সুই কখনো কোন কথা বলে না। হাতের ছুরিটার বাঁকানো অংশ নামিয়ে আনল কেলির কপালের ওপর, মাথার চুল যেখানে থেকে শুরু হয়েছে ঠিক সেখানে। তারপর ওটা আবার ব্যাগের ভেতর রেখে দিয়ে প্রায় একই রকম আরেকটা ছুরি বের করে কপালের আগের জায়গাতে রাখল। আতঙ্কের সাথে কেলি বুঝতে পারল ভীতিকর একটি ব্যাপার। *ডাইনিটা আমার মাপ নিচ্ছে!*

সুই খুব মনোযোগের সাথে সঠিক মাপের ছুরিটা বাছাই করছে যেটা দিয়ে সবচেয়ে নিখুঁতভাবে কেলির মাথার খুলি থেকে সম্পূর্ন চামড়াটা খুলে নেয়া যাবে। ইন্ডিয়ান মেয়েটি মাপজোখ করেই চলল, আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করল ধারাল প্রান্তগুলো, ওগুলো কেলির থুতনি, মুখ আর নাকে ছুঁইয়ে বিভিন্ন কোণ থেকে পরীক্ষা করে দেখল সে। বাছাই করা সঠিক যন্ত্রগুলো একটা একটা করে সাজিয়ে রাখল এবার–লম্বা ছুরি, ধারাল বড় সুঁচ, হাঁড়ের তৈরি কর্কস্ক্রু, এগুলো যোগ হল বাছাই করা তালিকায়।

গলা খাকারি দেবার শব্দে উভয় নারীর মনোযোগ চলে গেল ছাউনির বাইরে। ছেড়ে দেয়া হল কেলির মাথাটা। ছুট পেয়ে পা দিয়ে মাটি ধাক্কা দিয়ে ঘুরে গেল কেলি, ডাইনিটার থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকতে পারে ততই স্বস্তি। ঘুরতে ঘুরতে তার পা গিয়ে লাগল মাটির ওপর রাখা ভয়ঙ্কর যন্ত্রপাতির সারিতে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ফ্যাভ্রি।

"মনে হচ্ছে সুই তোমার জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা করছে। খুব ভাল লাগছে আশা করি, মিস ওব্রেইন।" ছাউনিতে ঢুকল সে। "তোমার ভাইয়ের কাছ থেকে সিআইএ'র বিষয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছি আমি। ব্যবসার পণ্য হিসেবে ছেলেটা কিন্তু দারুণ, আর একটু কাঠ-খড় পুড়িয়ে তার কাছ থেকে যদি কিছু তথ্য বের করে নেইও, আমার মনে হয় না তাতে সেন্ট সেভিস কোন আপত্তি করবে। কিন্তু সমস্যাটা হয়েছে আরেক জায়গায়, বুঝলে? যেহেতু তোমার ভাই এখন আমার নিয়োগদাতাদের সম্পত্তি তাই তাকে কোনরকম আঘাত বা ক্ষতি করতে পারব না, আর এটা আমার নিয়োগদাতা মেনেও নেবে না, জানই তো এমন একটা সুস্থ-সবল গিনিপিগকে তাদের কাছে হস্তান্তরের জন্য অনেক বড় অঙ্কের টাকা পাচ্ছি।"

হাটু ভর দিয়ে কেলির পাশে বসে পড়ল ফ্যাভ্রি।

"কিন্তু মাই ডিয়ার, তোমার ব্যাপার আলাদা। একটু কষ্ট হলেও বলতে হচ্ছে, আমি তোমার ভাইকে সুই'র হাতের সুনিপুন কাজের একটা প্রদর্শনি দেখাতে চাচ্ছি। না না, এতে ভয় বা সংকোচের কিছু নেই, আর কিসের ভয়? ফ্রাঙ্ককে তোমার চিৎকারটা একটু শোনাব মাত্র। দয়া করে না কর না। কাজ শেষে সুই যখন তোমার একটা কান তোমার ভায়ের হাতে তুলে দেবে, আমি নিশ্চিত, সে আরও সুন্দরভাবে প্রশ্নগুলোর জবাব দেবে।" উঠে দাঁড়াল ফ্যাব্রি। "কিন্তু আমায় একটু ক্ষমা করতে হবে। আমি আসলে এগুলো দেখে খুব একটা সহ্য করতে পারি না।" মাথা নুইয়ে বো করে বৃষ্টি ভেঁজা রাতে বাইরে পা বাড়ল ফ্যাব্রি।

ভয়ে রক্ত জমে আসছে কেলির। খুব বেশি সময় নেই তার হাতে। আঙুলের মাঝে একটা ছোট্ট ছুরি শক্ত করে ধরে আছে সে। কিছুক্ষণ আগে ছড়িয়ে রাখা যন্ত্রপাতির মাঝ থেকে তুলে নিয়েছে এটা। এখন সে প্রানপণ চেষ্টা করছে হাতের বাঁধনগুলো কেটে ফেলতে। কাছেই সুই তার ব্যাগ থেকে ব্যান্ডেজ করার উপকরণ বের করল কানটা কেটে নেওয়ার পর সেখানে ব্যান্ডেজ করার জন্য। সন্দেহ নেই, তারা তাকে এভাবেই একটু একটু করে নির্যাতন করতে থাকবে তার ভায়ের কাছ থেকে শেষ তথ্যটুকুও বের করে নেয়ার জন্য। আর প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে তাকে ছুঁড়ে ফেলা হবে আবর্জনার মত। এমনটা ঘটতে দিতে পারে না কেলি। কষ্ট পেয়ে মরার চেয়ে একেবারে মরা অনেক ভাল। আর সে মরেও যদি যায় তবুও ফ্রাঙ্কের কোন ক্ষতি করতে পারবে না ফ্যাব্রি। অন্তত ফ্রাঙ্ককে সেন্ট সেভিসের বিজ্ঞানীদের হাতে নিরাপদে তুলে দেওয়ার আগ পর্যন্ত তো নয়ই।

এলোপাথারিভাবে কেলি পোঁচ দিয়ে যাচ্ছে বাঁধনগুলোর ওপর, তার শরীরের নাড়াচড়াগুলো সে ঢেকে দিচ্ছে মুখ দিয়ে বিভিন্ন রকম শব্দ আর আর্তনাদ করে, যেগুলোর আংশিক অন্তত সত্যি।

কেলির দিকে ফিরল সুই, বড়শির মত আকৃতির একটা ছুরি তার হাতে। দড়িগুলো এখনো আটকে রেখেছে কেলির দু-হাত। ডাইনিটা ঝুঁকে এসে তার চুলগুলো ধরল শক্ত করে, তারপর এক টানে নামিয়ে ফেলল মাথাটা পেছন দিকে। ছুরিটা উঁচু করল সে।

ইন্ডিয়ান মেয়েটির অলক্ষ্যে ছুরিটা নিয়ে সংগ্রাম করে যাচ্ছে কেলি। অশ্রু ঝরছে চোখ দিয়ে। একটা গা ঠাণ্ডা করা চিৎকার ভেসে এল আঁধার চিড়ে। খুব তীক্ষ্ণ আর বন্য শব্দ, যেন ক্রোধ ঝরে পড়ছে।

হাতের ছুরিটা কেলির কানের ঠিক ওপরে ধরতেই সুই জমে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে অন্ধকার জঙ্গলের দিকে তাকাল ডাইনিটা। সুযোগটা হারাতে চাইল না কেলি। দ্রুত শেষ দড়িটা থেকেও মুক্ত করে নিল হাত দুটো। সুই তার দিকে ঘুরতেই হাতের ছুরিটা ঘুরিয়ে এনে সজোরে বসিয়ে দিল ওর কাঁধে। চিৎকার দিয়ে পেছনে সরে গেল ইন্ডিয়ান মেয়েটি। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

অ্যাড্রেনালাইনের প্রভাব তীব্রমাত্রায় শরীরে পৌছেছে, নিজের পা দুটোয় ভর দিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটে গেল কেলি। দ্রুত গতিতে দৌড়াচ্ছে কিন্তু হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল

গাছের পেছন থেকে সামনে এসে দাঁড়ান একটা শরীরের সাথে। দু-হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল তাকে। মুখ তুলে দেখল ভয়ঙ্কর বিদঘুটে একটি মুখ– মাস্ক! আতঙ্কে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে এই প্রহরীর কথা ভুলে গিয়েছিল সে। নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল কিন্তু নিরস্ত্র সে, শক্তিও অনেক কম। লোকটা কেলিকে একটু ঘুরিয়ে উঁচু করে ধরল, একটা হাত গলার চারপাশে চেপে আছে। মাটি থেকে কিছুটা উপরে তুলে ফেলল তাকে, পা দুটো শূন্যে ছোড়াছুড়ি করল কেলি।

মাটিতে বসে আছে সুই, কাঁধের ক্ষতস্থানে একটা পট্টি বাঁধা যেটা কেলির কান কেটে ফেলার পর ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। তীব্র ক্রোধের দৃষ্টিতে পুড়িয়ে দিতে চাইছে সে কেলিকে।

মেয়েটি শূন্যে লাথি ছোড়া বন্ধ করতেই অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। মাস্ক এক ঝাঁকুনি দিয়ে কেলিকে ছেড়ে দিল। হঠাৎ ছেড়ে দেয়ার মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেল সে। মুখ তুলে পেছনে তাকানোর আগেই পেশীবহুল মানুষটা ধপাস করে পড়ে গেল উপুড় হয়ে। মাথার পেছনে কিছু একটা চকচক করে উঠল, বস্তুটা তার মাথার খুলিতে গভীরভাবে গেঁথে আছে।

একটা চক চকে রুপালি ডিস্ক।

তৎক্ষণাত বুঝতে পারল কেলি। সারা ক্যাম্পজুড়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হতেই অন্ধকার জঙ্গলের দিকে তাকাল সে, দেখল বেশ কিছু মানুষ ঢলে পড়ে যাচ্ছে, কেউ দাঁড়ান থেকে বসে পড়ছে, আর বসে থাকা মানুষগুলো লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে। ছোট ছোট সূঁচালো ডার্ট গেঁথে আছে পড়ে যাওয়া মানুষগুলোর বুক আর গলায়। কয়েকজন কাঁপছে বিক্ষিপ্তভাবে, বিষ মিশে গেছে তাদের শরীরে। কেলি আরও একবার ফ্যাভ্রির সাবেক এই লেফটেন্যান্টের নিথর দেহের দিকে তাকাল, তারপর তাকাল রুপালী ডিস্কের দিকে। আশা জেগে উঠল তার ভেতরে।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ওরা এখনো বেঁচে আছে!

কেলি ছাউনির দিকে তাকিয়ে দেখল সুই সেখানে নেই, মনে হচ্ছে দৌড়ে পালিয়েছে ক্যাম্পের মাঝখানে, যেখানে ফ্যাভ্রি আছে। কেলির ভাই ফ্রাঙ্ক এখনো আটক আছে সেখানে। এরইমধ্যে ক্যাম্পজুড়ে হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেছে, গুলি ছোঁড়ার শব্দ শোনা গেল, নানান আদেশ দেয়া হচ্ছে চিৎকার করে, কিন্তু এখন পর্যন্ত একজন আক্রমণকারীকেও দেখা যায় নি, মনে হচ্ছে যেন তাদেরকে ভুত-পেত্নি আক্রমণ করেছে। চারদিকে মানুষ লুটিয়ে পড়ছে অব্যাহতভাবে। মাস্কের পড়ে থাকা পিস্তলটি তুলে নিল কেলি। উদ্ধারকারী দলটি এতক্ষণে তার ভায়ের কাছে না-ও পৌছে থাকতে পারে, তাই তাদের জন্যে বসে থাকতে চায় না সে। দ্রুত পা চালাল ক্যাম্পের দিকে।

নাথান দেখল কেলি একটা পিস্তল হাতে ছুটে যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে তার ভাইকে বাঁচাতে যাচ্ছে সে। আর অপেক্ষা করা যায় না। প্রাইভেট ক্যারেরাকে একটা সংকেত দিল শিষ বাজিয়ে, সাথে সাথে ইন্ডিয়ানদের কণ্ঠে একটা উলুধ্বনি বেজে উঠল পুরো ক্যাম্প

জুড়ে। শরীর হিম করা একটি শব্দ। উঠে দাঁড়াল নাথান। তারা সবাই কালো রঙে ঢেকে নিয়েছে নিজেদের শরীর। সবাই মিলে একসাথে ছোটা শুরু করল ক্যাম্পের মাঝখানে। ওদের সবার কাছে অস্ত্র বলতে তীর, ব্লো-গান আর হাঁড়ের ছুরি। যারা আধুনিক অস্ত্রের সাথে পরিচিত তারা মৃতদেহগুলোর পাশ থেকে পছন্দমত অস্ত্র তুলে নিল হাতে।

বা দিকে আছে কসটস, তার হাতের এ-কে-৪৭ গর্জে উঠেছে। ডান দিকে ক্যারেরা তার বেইলে'টাকে অটোমেটিক মোডে রেখে বিভিন্ন দিকে ধরে রাখছে শুধু, বাকি কাজ অস্ত্রটা নিজেই করছে, রুপালি চাকতিগুলো সাই-সাই করে বেরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত, সামনের সব কিছু খণ্ড বিখণ্ড করে দিয়ে। অ্যামুনিশেন খালি হবার পর ওটাকে ফেলে দিল ক্যারেরা, তারপর পড়ে থাকা একটা এম-১৬ তুলে নিল মাটি থেকে। এটা সম্ভবত রেঞ্জারদেরই অস্ত্র ফ্যাভ্রির দল কোনভাবে হাতিয়ে নিয়েছিল।

একটা মৃতদেহের হাত থেকে পিস্তল তুলে নিয়ে মূল ক্যাম্পের দিকে ছুটে গেল নাথান। শত্রুপক্ষ এখনো সবকিছু বুঝে উঠে পারে নি ঘটনাটা আসলে কি। শুধু এতটুকুই বোঝা গেল, তারা এখন রক্ষণাত্মক হতে চাইছে। ভেঁজা মাটির ওপর দিয়ে ছুটছে নাথান, লোকগুলো মজবুত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করার আগেই পৌছাতে চাইছে। আরও একটু এগিয়ে যেতেই একটা মানুষ এসে পড়ল তার সামনে, নিরস্ত্র মানুষটি ভয়ে কাঁপছে। নাথানকে দেখেই হাত দুটো মাথার পেছনে নিয়ে গেল পুরোপুরি আত্মসমর্পনের ভঙ্গিতে। লোকটিকে অতিক্রম করে গেল নাথান। তার মাথায় একটাই চিন্তা এখন, কোন ক্ষতি হবার আগেই কেলি এবং তার ভাইকে নিরাপদে সরিয়ে নিতে হবে।

ক্যাম্পের অপর প্রান্ত থেকে ছুটে আসছে কাউয়ি, তার সাথে আছে দাখি, পেছনে আরও কিছু ইন্ডিয়ান। একটু থেমে পড়ে থাকা আরেক জনের পাশ থেকে বড় একটা ছুরি তুলে নিয়ে এক ইন্ডিয়ানের দিকে ছুঁড়ে দিল সে। কাউয়ি নিজের জন্য তুলে নিল একটা রাইফেল। দ্রুত এগিয়ে চলল সবাই। প্রতিরোধ যারা করছিল তারা পিছু হটছে, এগিয়ে যাচ্ছে ক্যাম্পের কেন্দ্রের দিকে। কিন্তু হঠাৎ গতি কমাল কাউয়ি, একটা সহজাত সতর্কতা নাড়িয়ে দিল তাকে। চারপাশটায় একটু চোখ বুলাতেই একটা ইন্ডিয়ান নারীকে দেখতে পেল সে, ঝোঁপের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে মেয়েটা। ওর ত্বকও তাদের মত কাল রঙে ঢাকা। আমাজনের বিভিন্ন গোত্রের মাঝে থেকে বেড়ে ওঠা কাউয়িকে বোকা বানান যাবে না এত সহজে। নারীটি যদিও তাদের মতই কালো রঙের কেমোফ্লেজ ধারণ করেছে তবু শুয়ার গোত্রের বিশেষ কিছু পার্থক্য কাউয়ির অভিজ্ঞ চোখে ঠিকই ধরা পড়ল। হাতের রাইফেল তুলে নারীটির দিকে তাক করল সে।

"একটুও নড়বি না, ডাইনি!"

সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে ঘন জঙ্গলে নিরাপদে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে ফ্যাভ্রির প্রিয়তমা। এটা কখনোই হতে দেবে না কাউয়ি। কর্পোরাল ডি-মারটিনির চূড়ান্ত পরিণতির কথা মনে পড়ে গেল তার। কাউয়ির কথায় থামল নারীটি, তারপর ধীরে ঘুরে দাঁড়াল তার দিকে। পেছনে সরে গেল দাখি, কিন্তু কাউয়ি তাকে সামনে এগিয়ে যেতে বলল। সামনের

যুদ্ধ এখনো শেষ হয়ে যায় নি। দাখি তার মানুষগুলো নিয়ে চলে গেল সেখানে। কাউয়ি এখন একা মেয়েটার সাথে, চারপাশে মৃতদেহ পড়ে আছে। খুব সতর্কতার সাথে তার দিকে এগোলো সে, ভাল করেই জানে, ডাইনিটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই ওকে গুলি করে মারা উচিত। সে যেমন সুন্দরী তেমনি ভয়ঙ্কর। কিন্তু কাউয়ি অন্যকিছুর আদেশ দিল।

"বসে পড়," স্প্যানিশ ভাষায় হুকুম দিল সে। "হাত ওপরে তোল।"

তার কথামতই কাজ করল মেয়েটি। শান্তভাবে নিচু হয়ে, খুব ধীরে, সাপের মত এঁকেবেঁকে। চোখ তুলে তাকাল কাউয়ির দিকে। চোখ দুটোয় আগুন ভরা, ঘায়েল করে দেবে যেন সব কিছু...তবে রাতের কারণে কাউয়িকে তা দেখতে হল না।

মুহূর্তেই আক্রমণ করে বসল মেয়েটি। এতই ক্ষিপ্র গতিতে যে কাউয়ির এক মুহূর্ত সময় লাগল প্রতিক্রিয়া দেখাতে। ট্রিগার টানল সে, কিন্তু শুধু ক্লিক করে একটা শব্দ হল রাইফেল থেকে। ম্যাগজিনে গুলি নেই! সুই ঝাঁপ দিল তার দিকে, ওর দুই হাতেই ছুরি, ওগুলো যে বিষাক্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই কাউয়ির।

কেলি তাকিয়ে আছে ফ্যাব্রির দুই দুটো মিলি উজি'র দিকে। একটা তাক করা তার ভায়ের মাথায়, অপরটা সোজাসুজি তার বুকে। "পিস্তল ফেলে দাও, মিস। নয়তো দু-জনেই মরবে।"

ফ্রাঙ্ক চিৎকার দিল কেলির উদ্দেশ্যে, "পালাও, কেলি পালাও!"

ছাউনির নিচে দাঁড়িয়ে থাকা ফ্যাব্রি বসে পড়ল ফ্রাঙ্কের শরীরের আড়ালে, যেন শুয়ে থাকা মানুষটি তার বর্ম। কিছুই করার নেই কেলির। সে তার ভাইকে এমন উন্মাদের হাতে ছেড়ে যেতে পারবে না। বন্দুকটা নামিয়ে এক পাশে ছুঁড়ে দিল সে। ফ্যাব্রি খুব দ্রুত এগিয়ে এল তার দিকে। হাতের একটা উজি ফেলে দিয়ে অন্যটা সে চেপে ধরল কেলির পিঠে। "আমরা এখান থেকে বের হচ্ছি এখন।" নিচু স্বরে কেলিকে বলল সে। "আমার কাছে অনেকখানি আঠা আছে, ঠিক এমন কোন পরিস্থিতিতে যেন কোন ঝামেলা না করতে হয় তাই নিজের কাছেও কিছু রেখেছি।" আঠার প্যাকটা কাঁধে ঝোলাল সে, তারপর কেলির শার্টের পেছনটা খামচে ধরল শক্ত করে।

একটা কণ্ঠ বেজে উঠল তাদের পেছনে। "ওকে ছেড়ে দাও।"

পেছনে ঘুরল দু-জনেই। সতর্ক ফ্যাব্রি ঘুরল তবে দাঁড়াল কেলির আড়ালে। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি নাথান, খোলা বুক, শুধু শর্টস পরা, সারা শরীরে কালো রঙ।

"আমরা সবাই এখন ইন্ডিয়ান, তাই না, মি: ব্ল্যাড?"

নাথান একটা পিস্তল তাক করে আছে তার দিকে। "পালানোর কোন সুযোগ নেই তোমার। অস্ত্রটা ফেলে দাও, প্রাণে বেঁচে যাবে।"

নাথানের দিকে তাকিয়ে আছে কেলি। চোখজোড়া স্থির হয়ে আছে তার। চারপাশে গোলাগুলির শব্দ, চিৎকার চেঁচামেচি চলছে বিরামহীন।

"তুমি আমাকে বাঁচতে দেবে?" হাসল ফ্যাব্রি, "কোথায়? জেলের ভেতর? প্রস্তাবটা

পছন্দ হল না। আমার বরং স্বাধীনতাই ভাল লাগে।"

একটা গুলি ছুটল খুব কাছ থেকে, যতটা বিস্মিত হল কেলি যন্ত্রণা হল তার চেয়েও বেশি। সে দেখল নাথান পেছন দিকে ছিটকে পড়েছে চিৎ হয়ে, সেই সঙ্গে হাতের অস্ত্রটাও ছুটে গেল। তারপর সে নিজেও পড়ে গেল মাটিতে, ব্যাথা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল ভায়ের মতই দ্রুত গতিতে। নিজের পেটের দিকে তাকাল। রক্তে ভিঁজে উঠছে শার্টটা, পেটের গর্তটা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। ফ্যাব্রি তার পেটের ভেতর দিয়ে নাথানকে গুলি করেছে। এমন নিখাঁদ বর্বরতা কেলিকে যতটা যন্ত্রণা দিল তার চেয়ে হতবাক করল বেশি। নিজের রক্তটুকুও যেন তার মনোযোগ নিজের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারছে না। নাথানের দিকে তাকাল কেলি। ক্ষণিকের জন্য চোখে চোখ পড়ল দু-জনের। কথাবলার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছে দু-জন। তারপর বাকি শক্তিটুকু শেষ হয়ে আসতেই সব কিছু অন্ধকার হয়ে এল। রাতের আঁধার ছাপিয়ে গভীর আঁধার গ্রাস করল তার জগৎটা, মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে।

কাউয়ির দিকে ছোঁড়া প্রথম ছুরিটা রাইফেলের আঘাতে বেহাত হয়ে গেল। কিন্তু ডাইনিটা তার চেয়েও ক্ষিপ্র। সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই পেছন দিকে পড়ে গেল কাউয়ি, খুব জোরের সাথে আছড়ে পড়ল সে। দ্বিতীয় ছুরিটা তার মুখের সামনে একেবারে। ঝটকা মেরে তাকে তার শরীরের ওপর থেকে সরিয়ে দিতে চাইল সে কিন্তু ডাইনিটা আটকে আছে তার সাথে, পা দুটো দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে একেবারে সঙ্গমরত প্রণয়িনীর মত। তার অন্য হাতটা কাউয়ির চোখের নিচ পর্যন্ত পৌছে গেছে, ধারাল নখগুলো যেন উপড়ে ফেলতে চাইছে তার চোখদুটো। মুখ যতটা সম্ভব সরিয়ে নিল কাউয়ি। মেয়েটার ছুরির অগ্রভাগ তার গলার আরও কাছে নেমে এল। যথেষ্ট তারুণ্য ও শক্তি তার মধ্যে। তবে কাউয়িও কম যায় না, শুয়ার গোত্র সম্পর্কে ভালই জানে সে। তারা নিজেদের গোপন অস্ত্র-ভান্ডায় লুকিয়ে রাখে চুলের ভাঁজে, কোমরে পেঁচানো ছোট কাপড়ের আড়ালে, দেখলে মনে হয় কাপড়টি যেন শুধুই সাজ-সজ্জার জন্য এমন করে রাখা হয়েছে। সে এটাও জানে নারীরা যৌন নীপিড়ন ও ধর্ষণের হাত থেকে বাচার জন্য বিশেষ একটি অস্ত্র রাখে নিজেদের কাছে।

ডাইনিটা তার দিকে আরও একটু ঝুঁকে আসতেই কাউয়ি তার অপর হাতটা চালিয়ে দিল মেয়েটার দু-পায়ের মাঝে। তার আঙুলগুলো পৌছে গেল গোপনস্থানে লুকিয়ে রাখা ধারাল ছুরিটার হাতলের কাছে। আর দেরি না করে একটানে ওটাকে খাপ থেকে বের করে আনল সে। ঠোঁটের মাঝ দিয়ে একটা চিৎকার বেরিয়ে এল সবচেয়ে গোপন অস্ত্রটি চুরি হয়ে যাওয়ায়। দাঁতগুলো বেরিয়ে এল ক্রোধে। ঘুরে গিয়ে নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইল কিন্তু তার কব্জিটা এখনো ধরে আছে কাউয়ি। একটু গড়িয়ে যেতেই কাউয়িও তার সাথে গড়িয়ে গিয়ে তাকে তার দু-পায়ের মাঝে আটকে ফেলল। আরও একটু গড়াল দু-জন, কোনভাবেই কব্জিটা ছাড়ছে না কাউয়ি। ডাইনিটার চোখে চোখ পড়ল তার। চোখে ভেসে ওঠা ভয়ের স্রোত স্পষ্ট দেখতে পেল সে।

"দয়া কর," ফিসফিসিয়ে বলল সে, "প্লিজ!"

কাউয়ি কল্পনা করল সেই মানুষগুলোর কথা যারা একইভাবে দয়া চেয়েছিল ডাইনিটার কাছে...তবে কাউয়ি এত পাষাণ নয়। "ঠিক আছে, ক্ষমা করলাম তোমায়..."

মেয়েটি সামান্য একটু স্বস্তি পেল যেন। ঠিক তখনই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে এক ঝটকায় তাকে ফেলে দিয়ে তীক্ষ্ণ ছুরিটা একেবারে বসিয়ে দিল তার বুকের মাঝখানে। ব্যাথা ও বিস্ময়ে হা হয়ে গেল ডাইনিটা।

"...খুব দ্রুত মৃত্যু দান করে!" নিজের কথাটা শেষ করে বলল কাউয়ি।

ছুরির বিষটা দ্রুতই কাবু করল তাকে। মেয়েটার শরীর এমনভাবে কাঁপতে থাকল যেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিদ্যুৎ প্রবাহ বইছে। কাউয়ি তাকে দূরে সরিয়ে দিল, একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল সুর মুখ থেকে। শরীরটা মাটিতে আছড়ে পড়ার আগেই মারা গেল ইন্ডিয়ান ডাইনি। ঘুরে গেল কাউয়ি, হাতের বিষাক্ত ছুরিটা ছুড়ে ফেলল এক পাশে। "তোমার পাওনা থেকে অনেক বেশিই দিলাম তোমায়।"

গোলাগুলি এরইমধ্যে থেমে গেছে, কিছুক্ষণ পর পর দু-একটা শব্দ আসছে জঙ্গলের ভেতর থেকে। আর এখনই লুইর এখান থেকে সরে পড়তে হবে তার বাকি সৈন্যগুলো মরার আগেই। মাটি থেকে দ্বিতীয় উজিটা তুলে নিয়ে নাথানের দিকে তাকাল। এখনো মরে নি, কঁনুইতে ভর দিয়ে কোঁকাচ্ছে শুধু। কষ্টের তীক্ষ্ণ একটা প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে তার মুখে। নাথানকে একটা স্যালুট দিল ফ্যাভ্রি, তারপর ঘুরে হাটা শুরু করতেই আবার জমে গেল সে। কয়েক মিটার সামনে এমন এক দৃশ্য তার চোখে পড়ল যার কোন সংজ্ঞাই তার কাছে নেই। একটা ফ্যাকাশে, ছিপছিপে অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে গাছের সাথে হেলান দিয়ে।

"লুই..." ভয়ে এক পা পেছনে সরে এল সে। যেন ভুত দেখেছে।

"বাবা, পেছনে সরে যাও," চিৎকার দিল নাথান ব্যাথাভরা কণ্ঠে। একটু কেঁপে উঠে সম্বিত ফিরল লুইর। তাহলে এটা কোন ভুত নয়। কার্ল র‍্যান্ড জীবিত! কি অলৌকিক কাণ্ড! নিয়তি কোথায় এনে দাঁড় করাল তাকে?

হাতের উজিটা শীর্ণকায় মানুষটার দিকে তাক করল ফ্যাভ্রি। দুর্বল অবয়বটি একটা হাত উঁচু করে তার বা-দিকটা দেখালে লুইও তাকাল সেদিকে।

ঝোঁপের আড়ালে একটা জাগুয়ার বসে আছে, শরীরে ছোপ ছোপ দাগ, মাংসপেশীগুলো দুলে উঠছে মাঝে মাঝে। লুইর চোখ দুটো প্রসারিত হবার আগেই বাঘটা ঝাঁপ দিল তার দিকে। লুইও দ্রুতগতিতে অস্ত্রটা উঁচু করে ট্রিগার চেপে ধরল উড়ন্ত জাগুয়ারের দিকে। ঠিক তখনই অপর পাশ থেকে, দৃষ্টির আড়াল থেকে বিশাল দেহের কিছু একটা উড়ে এসে লুইকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল কয়েক মিটার দূরে, তারপর আছড়ে ফেলল মাটিতে। যন্ত্রণা ছাপিয়ে বিস্ময় গ্রাস করল মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে থাকা মানুষটিকে। তার শরীরটাকে প্রকাণ্ড কিছু একটা চেপে রাখায় নড়ার শক্তিটুকুও রইল না।

কে...কি...? গলাটা ঘুরাল সে দেখার জন্য। একটা কালো জাগুয়ার দাঁত খিচে শব্দ করছে তার দিকে তাকিয়ে। ধারাল নখগুলো গেঁথে আছে পিঠে, প্রতিটা যেন একেকটা বিষ

মাখানো বর্শা। *হায় ঈশ্বর!*

প্রথম জাগুয়ারটা দৃষ্টিসীমায় এল, হেটে আসছে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটানোর প্রস্তুতি নিয়ে। হাতের উজিটা ঘুরিয়ে আনার জন্য খুব চেষ্টা করল লুই, বাহুটা একটু উঁচুও হল কিন্তু ট্রিগার চাপার আগেই হাতের হাঁড় মট করে ভেঙে গেল। বড়-বড় ধাঁরালো দাঁত বসে আছে মাংসপেশিতে। জাগুয়ারটা মুখ দিয়ে এক টান দিতেই কাঁধের কাছ থেকে হাতটা খুলে চলে এল, মট করে শব্দ হল আবারো। চিৎকার দিয়ে উঠল লুই।

"মজা করে খাও!" জাগুয়ার দুটোর দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল নাথান। দৃশ্যের শেষাংশটুকু দেখার ইচ্ছে নেই তার। একবার সে কালো তিমিদের নিয়ে একটা প্রামান্যচিত্র দেখেছিল যেখানে একটা তিমি একটা সিলের বাচ্চাকে নিয়ে খেলা করছিল ওটাকে খাবার আগে, শিকারকে ছুঁড়ে দিচ্ছিল তারপর ধরছিল মুখ দিয়ে, কামড়ে মাংস ছিঁড়ে নিয়ে আবারো ছুঁড়ে দিচ্ছিল শূন্যে। নৃশংস আর নির্দয় এক খেলা। স্বাভাবগত আচরণ ছিল ওটা। একই ঘটনা ঘটছে এখানেও। জাগুয়ার দুটো তাদের আদি এবং আসল বন্যরূপ দেখাচ্ছে লুইকে। তার মৃত্যুটা যে শুধু তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য তা নয় বরং প্রতিশোধের খেলাটা রোমাঞ্চকর করাটাও সমান উপভোগের বিষয় ওদের কাছে।

নাথানের মনোযোগ এবার কেলির দিকে ফিরল। নিজেকে অনেক কষ্টে টেনে মেয়েটার কাছে নিয়ে গেল সে। তার যে-পাশটা সুস্থ সেই পাশটা ব্যবহার করে মাটিতে গড়িয়ে এগোতে বেশ কষ্ট করতে হল তাকে। নিতম্বে তীব্র যন্ত্রণা হল। দৃষ্টি অন্ধকার হয়ে আসছে কিন্তু তাকে পৌছাতেই হবে কেলির কাছে।

গুঁটিসুটি মেরে পড়ে আছে কেলি, রক্তের ধারা বইছে তার পেট থেকে।

অবশেষে তার পাশে গিয়ে পৌছাল নাথান। "কেলি..."

তার কণ্ঠস্বর শুনে একটু নড়ে উঠল কেলি।

আরও কাছে এগিয়ে গেল নাথান, দূর্বল বাহু দুটো দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।

"আমরা পেরেছি...তাই না?" তার কণ্ঠটা নেমে গেছে সবচে নিচু খাদে। "রোগের ওষুধটা?"

"আমরা ওটা পৃথিবীর জন্য নিয়ে যাব, জেসির জন্য নিয়ে যাব।"

তার বাবা হুমড়ি খেয়ে পড়ল আহত মানুষ দুটির পাশে, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বসে পড়ল হাটুর ওপর ভর দিয়ে। "সাহায্য আসছে...একটু ধৈর্য ধর...তোমরা..."

নাথান তার বাবার পেছনে প্রাইভেট ক্যারেরাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বেশ আবাক হল।

"সার্জেন্ট কসটস এই গুন্ডাদের রেডিওটা খুঁজে পেয়েছে," বলল সে। "হেলিকপ্টারগুলো আধঘণ্টার মধ্যেই এসে যাবে।"

কেলিকে আরও একটু জড়িয়ে ধরে মাথাটা নাড়ল নাথান। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেছে মেয়েটার। নাথানের চোখেও আঁধার নেমে আসছে দ্রুত। দূরে কোথাও ফ্রাঙ্কের কণ্ঠটা বেজে উঠল।

"কেলি! কেলি, ঠিক আছ তুমি?"

আট মাস পর

বিকেল ৪:৪৫
ল্যাংলে, ভার্জিনিয়া

ওব্রেইনের বাড়ির দরজায় নক করল নাথান। আজকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছে ফ্রাঙ্ক। তার জন্য একটা উপহার এনেছে নাথান। বোস্টন রেডসক্স ক্লাবের নতুন একটি ক্যাপ, যেটায় দলের সব খেলোয়াড়ের স্বাক্ষর করা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে সে, দৃষ্টি আটকে আছে সুন্দর করে ছাটা লনের সবুজ ঘাসের দিকে।

কালো মেঘের দল ভিড় করছে দক্ষিণ-আকাশে, পূর্বাভাস দিচ্ছে ঝড়ের। আবারো নক করল নাথান। ফ্রাঙ্ককে দেখার জন্য গত সপ্তাহে ইস্টার ইন্সটিটিউটে গিয়েছিল। তার নতুন পা-দুটো এখনো বেশ নরম আর দূর্বল, তবে ক্রাচে ভর দিয়ে চলতে পারছে ভাল করেই।

"ফিজিক্যাল থেরাপি বিচ্ছিরি একটি ব্যাপার," অভিযোগ করেছিল ফ্রাঙ্ক। "আর গোঁদের ওপর বিষফোঁড়ার মত সাদা পোশাকের এই ভূতগুলো তো আছেই। কী বিপদে যে আছি।"

শুনে হেসেছিল নাথান। গত কয়েক মাসজুড়ে গবেষক এবং ডাক্তাররা মিলে খুব সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করেছে পা-দুটোর বেড়ে ওঠা। লরেন বলেছিল, তার ছেলের পা প্রিয়নের প্রভাবে ঠিক কিভাবে জন্ম নিচ্ছে তা এখানো একটা বিস্ময়। প্রথমে জানা গিয়েছিল প্রিয়নটা প্রাণঘাতি রোগের সৃষ্টি করে শিশু আর বেশি বয়স্কদের মাঝে, যাদের রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে একটু কম, আর সুস্থ দেহের কমবয়সীদের মাঝে এটার কোন প্রভাব দেখা যায় নি। তবে এখন ভাল করে পর্যবেক্ষণ করার পর প্রিয়নটার আরও একটা ক্ষমতা দেখা গিয়েছে। এই প্রিয়ন প্রয়োজনে কারো শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ন বদলে দিতে পারে আর তখন শরীরে প্রয়োজনীয় এজেন্টগুলো খুব দ্রুতহারে বাড়ার সুযোগ পায়, যেটা সুস্থতার জন্য বা নতুন করে কোন অঙ্গ জন্মাতে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

এমন অলৌকিক প্রভাব ফ্রাঙ্কের মাঝেও দেখা গিয়েছে, তবে বিপদও ছিল তার সাথে। তাকে সবসময় সেই বিশেষ ফলের রস খেতে হয়েছে ওষুধ হিসেবে, এটা তার শরীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকা ক্যান্সার সৃষ্টিকারী এজেন্টগুলোকে নষ্ট করে দেয়। যেমনটা ছড়িয়ে পড়েছিল জেরাল্ড ক্লার্কের দেহে। এত কিছুর পর ফ্রাঙ্কের পা-দুটো বেড়ে উঠেছে পূর্ণমাত্রায়। এখন তাকে আরও নিয়মিত ও সতর্কতার সাথে রস খাওয়ানো হচ্ছে যাতে প্রিয়নটা শরীর থেকে সম্পূর্ন দূরে হয়ে যায়। এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়াটা খুবই জরুরি।

প্রিয়নটা যতক্ষণ তার শরীরে থাকবে তার শরীরে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেবে যাতে অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা যেমন বেড়ে যাবে তেমনি বেড়ে যাবে অস্বাভাবিক কোষ বৃদ্ধির সম্ভাবনা, যেমন টিউমার, যেটা পরে ক্যান্সারে রূপ নেয়। তাই প্রিয়নটা এতদিন বন্ধুর মত কাজ করলেও ওটা শত্রু হয়ে ওঠার আগেই ওটা থেকে মুক্তি পেতে হবে। আর তখনই শুধুমাত্র তার স্বাভাবিক রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাটা কাজ করতে থাকবে আগের মত। ফ্রাঙ্ককে একরকম গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করার পরও প্রিয়নটা কিভাবে এত সব কিছু করে তার বেশির ভাগই অব্যাখ্যাত থেকে গেছে।

"এই রহস্যের কোন কিনারা আমরা এখন করতে পারব না, আর তার চেয়েও কঠিন হল এই গাছের মত কোন গাছ জন্ম দেওয়া," দুঃখের সাথে বলেছিল লরেন। "গাছটা যদি সত্যিই প্যালেওজয়িক যুগের হয়ে থাকে তবে আমি বলব আমাদের থেকে ওটা একশ মিলিয়ন বছর এগিয়ে আছে। একদিন হয়তো ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে তবে সেটা বর্তমানে সম্ভব নয়। আমরা আমাদের বৈজ্ঞানিক অর্জনগুলো অগ্রগতির কাজে লাগাতে পারি মাত্র, তবে সত্যি বলতে এই উচ্চপর্যায়ের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কাজে আমরা এখনো শিশু।"

"এমন শিশু যে খেলারছলে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছিল আর একটু হলেই," যোগ করেছিল নাথান।

সময়মত রোগটার প্রতিষেধক না পেলে পরিণতি কত ভয়ঙ্কর হত তা ভাবতেই গা শিউরে ওঠে তার। ব্যর্থতার আগুনে পুড়তে হত সবাইকে। কিন্তু ভাগ্য ভাল, ফলটা দারুণভাবে রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করেছে। ওটার রসে কাঙ্ক্ষিত 'অ্যান্টি-প্রিয়ন'টা পাওয়া গেছে যেটা প্রিয়নটাকে নষ্ট করে দেয়। এই 'অ্যান্টি-প্রিয়ন'টা মূলত এক প্রকার অ্যালক্যালয়েড যেটাকে সহজেই পরীক্ষাগারে তৈরি করা যায়। অ্যান্টি-প্রিয়নের স্যাম্পল এবং গঠনশৈলি দ্রুত সারা আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিয়ে। এটাও আবিষ্কার হয়েছে যে, একমাস এই অ্যালক্যালয়েড শরীরে গ্রহণ করলে রোগটা সম্পূর্ন দূর হয়ে যাবে শরীর থেকে, এমন কি প্রিয়নটারও কোন অস্তিত্ব থাকবে না। এই সহজ তথ্যটা অজানা ছিল ব্যান-আলিদের কাছে। তাই প্রজন্মের পর প্রজন্ম দাস হয়ে থাকতে হয়েছে তাদেরকে। সৌভাগ্যবশত পরীক্ষাগারে তৈরি করা অ্যান্টি-প্রিয়নটাও খুব দ্রুত সমাধান হিসেবে পৌছে গেছে পৃথিবীর সব প্রান্তে, যেটা খুবই প্রয়োজন ছিল এই মহামারি থেকে বাঁচতে। সবাই এখন রোগটা থেকে মুক্ত।

অন্যদিকে প্রিয়নটার কোন নকল তৈরি করা যায় নি বর্তমান বিজ্ঞানের সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করেও। প্রিয়ন-ঠাসা আঠার সবটুকুই ঘোষনা করেছে চতুর্থ মাত্রার ভয়ঙ্কর বস্তু হিসেবে, তার অর্থ হল এটা প্রাণীদের জন্য রীতিমত প্রাণঘাতী। মাত্র অল্প কয়েকটা গবেষণাগারে স্যাম্পলগুলো নিরাপদ সংগ্রহে রাখা হয়েছে। ওদিকে আঠার মূল উৎস ব্যান-আলি উপত্যকার ইয়াগা ধ্বংস হয়ে গেছে একেবারে। ওটার বিশাল কাঠামোটার ধ্বংসস্তুপ আর ছাইয়ের আস্তরণে ছেয়ে আছে সমগ্র অঞ্চল।

তাতে আমার কিছু যায় আসে না, আমি ভালই আছি এখন, নাথান ভাবল দরজার

সামনে দাঁড়িয়ে। দৃষ্টি এখন ডুবতে থাকা মার্চের সূর্য আর দক্ষিণের মেঘের দিকে।

ওদিকে দক্ষিণ-আমেরিকায় কাউয়ি এবং দাখি বেঁচে যাওয়া ডজনখানেক ব্যান-আলিদেরকে সাহায্য করছে নতুন পরিবেশে নতুনভাবে জীবন শুরু করার কাজে। এই মানুষগুলোই এখন আমাজনের বুকে সবচেয়ে সমৃদ্ধ। নাথানের বাবা সেন্ট সেভিস ফার্মাসিউটিক্যালের বিরুদ্ধে মামলা করেছে ব্যান-আলিদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস এবং মানুষজন হত্যার অভিযোগে। কোম্পানিটির একেবারে বেহালদশা করে ছেড়েছে সে। পাশাপাশি এটাও পরিস্কার, লুই ফ্যাভ্রির সাথে ফ্রান্সের এই ওষুধ কোম্পানিটির সরাসরি যোগাযোগ ছিল। কোর্টে আপিল করলে তার নিষ্পত্তি হতে যদিও কয়েক বছর লেগে যাবে কিন্তু এরইমাঝে কোম্পানিটি দেউলিয়া ঘোষণা করেছে। সাথে এর কার্যনির্বাহী পরিষদের সবার বিরুদ্ধে আনা হয়েছে অপরাধের অভিযোগ।

এত কিছু করার মাঝেও তার বাবা দক্ষিণ-আমেরিকায় ব্যান-আলিদের পূর্ণবাসন কাজে যথেষ্ট সহযোগীতা করে যাচ্ছে। নাথানও কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তার বাবার সাথে যোগ দেবে, তবে সে একা যাচ্ছে না সেখানে। জিন বিশেষজ্ঞের একটা দল যাচ্ছে তার সাথে ব্যান-আলিদের পরিবর্তিত ডিএনএ'র গঠন পরীক্ষা করতে, পাশাপাশি এটাও বোঝার চেষ্টা করবে যে, কিভাবে এমন পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব, আর কিভাবে ইয়াগার সৃষ্ট এই পরিবর্তনটা দূর করে স্বাভাবিক জৈবিক গঠন ফিরিয়ে আনা যায়। নাথানের ধারণা, যদি কোন সমাধান কখনো আসেও তবে সেটা আসবে কয়েক প্রজন্ম পর।

তার বাবা কাজে আরও যারা সহযোগীতা করছে তাদের মধ্যে দুই রেঞ্জার কসটস এবং ক্যারেরাও রয়েছে। পদমর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে দু-জনেরই। ব্যান-আলিদের মৃতদেহগুলো একজায়গায় জড়ো করার কাজেও তদারকি করেছে এই সৈন্য দু-জন। কাজটা খুবই কঠিন আর হৃদয়বিদারক।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল নাথান। অনেক জীবন হারিয়েছে তারা...কিন্তু আরও অনেকগুলো জীবন বেঁচেও গিয়েছে তাদের রক্তের বিনিময়ে কেনা প্রতিষেধকটার কল্যাণে। তারপরও মূল্যটা অনেক বেশিই হয়ে গেছে। দরজার দিকে এগিয়ে আসা পায়ের শব্দ নাথানের মনোযোগ ফিরিয়ে আনল বর্তমানে। অবশেষে খুলে গেল দরজাটা। মুখে হাসি এসে গেল তার। "এত দেরি হল তোমার? মনে হয় পাঁচ মিনিট ধরে অপেক্ষা করছি।"

ভ্রু জোড়া একটু কুঁচকে নাথানের দিকে তাকাল কেলি, একটা হাত কোমরের পেছনে রাখা। "এমন ভারি পেট দেখেছ কখনো?"

নাথান এক পা এগিয়ে একটা হাত রাখল তার বাগদত্তার স্ফিত হয়ে ওঠা পেটের ওপর। আর কয়েক সপ্তাহ পরই তাদের সন্তানের জন্ম নেওয়ার কথা। কেলির পেটে গুলি লাগার পর চিকিৎসা নেবার সময়ে গর্ভধারণের বিষয়টি জানতে পারে। সম্ভবত কেলি নিজেও ছোঁয়াচে রোগটায় আক্রান্ত হয়েছিল মানাউসে জেরাল্ড ক্লার্কের মৃতদেহ পরীক্ষা করার সময়ে। জেসিকে জন্ম দিতে গিয়ে কেলির সন্তান জন্মানোর ক্ষমতা প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল কিন্তু দু-সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চলা আমাজনের অভিযানের সময়টুকুতে

প্রিয়নটা তার সেই ক্ষতিগ্রস্ত অংশটুকু সারিয়ে তুলেছে অজান্তেই। বিষয়টা একেবারে সময়মত ধরা পড়েছে। প্রিয়নটা যদি আর কয়েক সপ্তাহ তার শরীরে থাকত তবে সেটা মারাত্মক ক্যান্সারে রূপ নেয়া শুরু করত। তবে তার ভায়ের সাথে তাকেও ফলের রসটা নিয়মিত দেয়া হয়েছে। প্রিয়নটা কোন ক্ষতি করার আগেই দূর হয়ে গেছে তার শরীর থেকে।

এই ঘটনা নাথান ও কেলির জন্য একটা সুসংবাদ বয়ে এনেছে। লুইর আক্রমণের ঠিক আগের রাতে গাছের ওপর তাদের ভালবাসাবাসার একটা বীজ রোপিত হয় কেলির গর্ভে, ফলে জেসি পেতে যাচ্ছে ফুটফুটে একটা ভাইকে। একটা নামও ঠিক করে ফেলেছে তারা–ম্যানুয়েল।

একটু ঝুঁকে আলতো করে চুমু খেল নাথান। দূরের আকাশটা গর্জে উঠল আসন্ন ঝড়ের কথা মনে করিয়ে দিয়ে।

"সবাই অপেক্ষা করছে," ফিসফিস করে বলল কেলি।

"আরে করুক অপেক্ষা," চাপাস্বরে কথা বলল নাথান।

বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে, আছড়ে পড়ছে খোলা রাস্তার ওপর। মেঘ গর্জে উঠল আবারো, বাতাসের ঝাপটা বয়ে নিয়ে এল বৃষ্টির জলকণাগুলোকে।

"কিন্তু সবাইকে বসিয়ে রেখে..." পিছুটান আর সুখ এ-দুইয়ের মাঝে কেলি।

তাকে আরও কাছে টেনে নিল নাথান, মুখের সাথে মুখটা চেপে ধরল, "চুপ কর, ডার্লিং।"

*

আমাজনের গভীরে প্রকৃতি চলছে তার নিজের নিয়মেই, সবার দৃষ্টি আড়ালে, সবার নাগালের বাইরে।

ছোপ ছোপ দাগ দেওয়া জাগুয়ারটা তার বাচ্চাগুলোকে নিয়ে গুহার ভেতর শুয়ে আছে, আদর করছে সদ্য হাটতে শেখা শাবকগুলোকে। তার কালো রঙের সঙ্গিনীটি অনেকক্ষণ হল বাইরে গিয়েছে। বাতাসের গন্ধ শুঁকল জাগুয়ারটি। একটা পরিচিত গন্ধ ভেসে এল বাতাসে। উঠে দাঁড়িয়ে গুহার মুখে এগিয়ে গেল ওটা।

জঙ্গলের ছায়া থেকে একটা অবয়ব হেটে আসছে তার দিকে। পুরুষটা তার কাছে পৌছে একটু শব্দ করল। দু-জনেই একে অপরের শরীরে ঘষা দিল যেন জড়িয়ে ধরতে চাইছে একে অপরকে। স্ত্রী-জাগুয়ারটার শরীর থেকে একটা খারাপ অন্ধ আসছে। আগুন পুড়ে যাওয়া, চিৎকার এগুলো যেন সাথে নিয়ে এসেছে তার সঙ্গিনীটি। এই গন্ধটা তার মেরুদণ্ড দিয়ে ভয়ের একটা স্রোত বইয়ে দিল। গরগর শব্দ করল সে।

বড় জাগুয়ারটা হেটে একপাশে সরে গেল, তারপর সামনের হাত দুটো দিয়ে জঙ্গলের উর্বর মাটি সরাতে শুরু করল। ছোট একটা গর্ত করার পর মুখ থেকে একটা বীজ ফেলে

দিল ওটার মাঝে। তারপর পা দিয়ে মাটি সরিয়ে ঢেকে দিল অমসৃন বীজটাকে।

কাজ শেষে স্ত্রী-জাগুয়ারটা তার বাচ্চাগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কালো ছোপ দেওয়া বচ্চাগুলো দুধ খাওয়ার জন্য মায়ের পাশে ঘুরঘুর করছে। বাচ্চাগুলোকে একটু আদর করে সে ঘুরে দাঁড়াল সঙ্গির দিকে। রোপিত বীজটার কথা এরইমধ্যে ভুলে গিয়েছে সে। ওটা নিয়ে তার আর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। এখন সময় এগিয়ে যাওয়ার। তার বাচ্চা আর সঙ্গিকে এক জায়গায় করে গভীর জঙ্গলের দিকে পা বাড়াল সবাই।

পেছনে পড়ে আছে বীজ বোনা গর্তটি, মাঝে দুপুরের তপ্তরোদে উঠে যাচ্ছে মাটির সোঁদা গন্ধটুকু। সবার দৃষ্টি ছাড়িয়ে, সবার নাগালের বাইরে।

বিস্মৃত এক জগৎ।